বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ

ক্ষীরোদ-গ্রন্থাবলী

(চতুর্থ ভাগ)

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

রঘু। কি হ'ল—কি হ'ল মিঞা ?

নাবিক। ওরে বাবা! আঙ্গুলে এত জোর! এখনি হাতের হাড় ভেঙ্গে ছাতু হয়ে গিয়েছিল আর কি! এখন বুঝেছি—ওরে বাবা!

রঘু। বুঝেছো ?

নাবিক। বিলক্ষণ বুঝেছি!—ছেলেপুলে কাছে থাকলে এই এক টিপনীতেই বংশলোপ হয়ে যেত! তা বাবা রঘুবীর! তোমায় ত আমি নায়ে তুলতে পারব না। তুমি যে নায়ে উঠে, আদর ক'রে, তাতে একটি টিপনী দেবে, আর আমার না খানা দেখতে দেখতে বানচাল হয়ে যাবে, সেটি হচ্ছে না। ওরে বাবা,—এক টিপনী সাত চিড়িক মারে যেরে!

রঘু। তবে কি আমার মনিব ওপারে ?

নাবিক। রক্ষা কর বাবা। তোমার মনিব ত মনিব-তোমার গন্ধও আর ওপারে নয়। কে বাবা না খানি খুইয়ে, ছেলে পুলেকে না খাইয়ে মারবে ? ছেড়ে দাও বাবা মিঞা সাহেব—খুড়ি হুজুর রঘুবীর! ঝড় উঠলো, আমি ঘর সামলাইগে!

রঘু। তা হ'লে আমার মনিব কোথা ?

নাবিক। এই বনের ভেতর বাবা!—উঃ কটকট, ঝন্‌ঝন্, চিড়িক চিড়িক্, কটাস্ কটাস্, ধড়াস্ ধড়াস্ নানা জাতের আওয়াজ—রঘুবীর—ওরে বাবা!

রঘু। উত্তাল তরঙ্গময়ী ভীষণা নর্ম্মদা।
ফেনিল রাক্ষসী মুখে তুলিয়া হুঙ্কার,
দশদিকে উন্মত্ততা করিয়া প্রসার,
কার লোভে ছুটিয়াছ পুনঃ উন্মাদিনী ?
জানি না কি স্বর্গচ্যুত কৌমুদী পুতুলী
কি অপূর্ব্ব পারিজাত লোভে,প্রভঞ্জনে
ধরেছে সহায়, সে আনিয়া দিবে তোরে
পূরিয়া অঞ্জলি। শোণিত-নিষিক্ত ধরা
আগে হ'তে দুরাত্মার নির্ম্মম চরণ-
ভরে থর থর কাঁপে—কাঁপে প্রাণ, তার
যাতনায়। তবে কেন নর্ম্মদা সুন্দরী!
আবার ভীষণা মূর্ত্তি ধরি, অবিরাম,
সহস্র কর্কশ হস্তে ব্যথিত শরীরে
তার করিস প্রহার ? ক্ষমা দে নর্ম্মদা!
অতীত বরষ পঞ্চ, এমনি ভীষণ
নিশা—এমনিই ঘন অন্ধকারে, তব
সঙ্গে করি ভীম রণ, এক নরাধমে
কাড়িয়া লইয়াছিনু তব গ্রাস হ'তে।
প্রতিহিংসা ল'তে তাই এলে কি নর্ম্মদা ?
নিয়তির কার্য্যে বাধাদানে, করিয়াছি
যেই মহাপাপ, উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত
করিব তাহার! ভীষণ মৃত্যুর ভয়ে
জ্ঞানশূন্ত প্রভু মোর, আসিয়াছি তব
জলে প্রাণ বিসর্জ্জিতে। প্রিয়পুত্র সঙ্গে
আছে তার—আর আছে পুত্র সম এই
নরাধম—একের জীবন বিনিময়ে
এত প্রাণে হবে নাকি সন্তোষ তোমার ?
তবে শোন উন্মাদিনী কল্লোলিনী! দেখা
যদি নাহি পাই তার, তোমারে করিব
আত্মদান, ক্লান্ত আমি সংসারে ঘুরিয়া।

[প্রস্থ

ষষ্ঠ দৃশ্য

বন।

সাহাজান, পরীবাণু।

সাহা। পরী! কিছুক্ষণের জন্ত এই শীলাত আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি স্থান অন্বেষণ ক ভয়ানক ঝড়—মহাপ্রলয়—পরী! তোকে পা জন্য চারিদিক্ থেকে যেন সয়তানের অনুচর হাত বাড়াচ্ছে। দানা তাণ্ডব নৃত্য করছে ডাকিনী খলখল হাস্‌ছে। পরী, এই শিলার আশ্র অবস্থান কর। খোদা! পরীকে রক্ষা কর—ন মামুদসার স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলো না। এ কো ঘুর প্রলয় আঁধারে ডুবিয়ে মেরো না। ব'স প আমি স্থান দেখি।—কোথাও যাসনি।—এ শি তল পরিত্যাগ ক'রে এক পদও অগ্রসর হ'সনি যদি স্বয়ং পীর এসে স্থান ত্যাগ ক'রতে ব তবু উঠিসনি। আমি খুঁজে দেখি—অন্ধকা হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে দেখি—এ নির্ম্মম কঠো অরণ্যের বুকে এক বিন্দুও দয়ার অস্তিত্ব আ কি না।

পরী। আমি এইখানে চুপ ক'রে ব' থাকব ?

সাহা। চুপ ক'রে থাকবি—একপদও স্থান ছেড়ে যাসনি।

পরী। ফিরতে কতক্ষণ হবে?

সাহা। যতক্ষণ না আশ্রয় পাই।—(মস্তকে বৃক্ষপতন) পরী—পরী! সব শেষ—আমি গেছি—আমার জীবন শেষ—প্রকাণ্ড গাছ আমার ঘাড়ে পড়েছে।—আমি মলুম! আমি মলুম!

পরী। হা আল্লা! আমার সব গেল!—কই কোথা তুমি—কতদূরে তুমি?

সাহা। উঠো না—এসো না!

পরী। তুমি গেলে আমার কি হবে!

সাহা। জানি না—উঠো না। কোথাও যেও না। ঈশ্বরের পদপ্রান্তে বসিয়ে রেখেছি—ব'সে থাক। যদি অনন্তরাওয়ের গৃহে আশ্রয় পাও—তা হ'লে লোকালয়ে ফিরো। নচেৎ নয়—শিলাতল—ওইখানে—উঠো না। সব পিশাচ—সয়তান—উঠো না। এসো না—ন'ড়ো না—প্রকাণ্ড গাছ—মানুষের ক্ষমতা হবে না হ'ল না—যাই—আল্লা!—

পরী। সাহাজান—সাহাজান। কোথা তুমি? অন্ধকারে পথ দেখতে পাচ্ছি না। খোদা! রক্ষা কর—সাহাজানকে রক্ষা কর। সাহাজান! সাহাজান!—এই বনের ভিতর কে কোথায় দয়ালু শক্তিমান আছ, এস—রক্ষা কর, রক্ষা কর।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। এই ভীষণ অরণ্যে,—এই নিবিড় অন্ধকারে—খুঁজি কোথায়? বিষম চীৎকারও বৃক্ষের শাখাভঙ্গ-শব্দে ডুবে যাচ্ছে। একটামাত্র আর্তনাদ—কোন হতভাগ্য বিপন্নের এক করুণ কঠোর স্বর—একবারমাত্র আমার শ্রুতিস্পর্শ করেছিল,—একপদ অগ্রসর হ'তে না হ'তেই, আবার প্রভঞ্জনের ভীম চীৎকারে মিলিয়ে গেছে! আর শুনতে পেলেম না। বড় অন্তর্যাতনার চীৎকার—কিন্তু কার? নর্ম্মদা কি হতভাগ্যকে গ্রাস ক'রলে?

পরী। কেগা তুমি?—কে কথা কইলে গা তুমি?

রঘু। এক রমণীকণ্ঠ! এই বিষম দুর্য্যোগে—প্রকৃতির বিভীষিকাময়ী লীলার মধ্যে কোমলপ্রাণা রমণী! কে মা তুমি? এ কি!—চুপ করলে কেন? কে মা তুমি? সন্তান নিকটে আছে, নির্ভয়ে কথা কও। কই মা! কোথা মা তুমি? বম্ব
স্থান—মৃত্যুর আশঙ্কা পদে পদে। কথা কথ
ক'রছি—সন্তানের কাছে বিন্দুমাত্রও ভয়ে
নেই। ভৃত্য আমি, দাস আমি, পুত্র
সহোদর আমি,—কথা কও। রক্ষা করতে
রক্ষা করব। আত্মীয়-হারা যদি হ
আত্মীয়ের সন্ধান ক'রে দেব। উত্তর দাও
দিচ্ছ না,—তবে বলপ্রয়োগে ধ'রে নিয়ে
কাউকে বিপন্ন দেখে ফেলে যাওয়া আমা
নয়। বিপন্ন সর্পকে রক্ষা ক'রে মাথা
নিয়েছি—তবু তাকে ফেলে আসিনি। উত্তর

পরী। একটি বিপন্ন—গাছ প'ড়েছে।

রঘু। কোথায়—কোথায়?

পরী। দুচার পদ এই দিকে যান।

রঘু। বেঁচে আছেন?

পরী। তা জানি না। (রঘুবী বৃক্ষাপসারণ ও পরীক্ষা)

রঘু। মা। সব পরিশ্রম যে বৃথা হ'ল যে প্রাণে নাই!

পরী। সাহাজান! তোমার অদৃষ্টে এই

রঘু। কেঁদো না মা। এখন আত্মরক্ষা এ বৃদ্ধ তোমার কে?

পরী। পরমাত্মীয়।

রঘু। কে ইনি?

পরী। তা বলব না!

রঘু। বেশ তোমাদের ঘর কোথায়?

পরী। তাও বলব না।

রঘু। বেশ—কোথায় রেখে আসতে হ

পরী। কোথাও নয়।

রঘু। তাও কি কখন হয়!

পরী। আত্মীয় আমাকে এ স্থান ত্যাগ নিষেধ করেছেন।

রঘু। সে অবস্থা ত আর নেই! ত আর ফিরছেন না।

পরী। আমিও এখানে থাকব—আর না।

রঘু। এ অন্যায় পণ।

পরী। তিনি বলেছেন—এখান থেকে উ বিপদে পড়বি।

রঘু। চারিদিকে হিংস্র জন্তু,—প্রতিমুহূর্ত্তে মস্তকে বৃক্ষপতনের আশঙ্কা,—এ স্থান হ'তে অধিক বিপদ আর কোথায় জননী ?

পরী। সর্ব্বত্র—তিনি বলেছেন সর্ব্বত্র।

রঘু। তা ঠিক—বিপদ যে সর্ব্বস্থানেই আছে, তাতে আর সন্দেহ কি ? মায়ের কোলে—মাতৃ-স্তন্যেও বিপদের বীজ নিহিত আছে। কিন্তু মা, এখানে যত, এত আর ত কোথাও নেই।

পরী। এখানে বিপদ শুধু প্রাণের—বাহিরে ধর্ম্মের। সয়তান এখন গুজরাটের সিংহাসনে। তুমি যেই হও—তার অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করা তোমার সাধ্য নয়।

রঘু। তুমি হিন্দু—না মুসলমানী ?

পরী। তা ব'লব না।

রঘু। হিন্দু ভাই ভগিনীর সংসারে যেয়ে বাস করতে পারবে ?

পরী। তা হ'লে আমি মুসলমানী।

রঘু। তা হোক- বিপন্না তুমি—হিন্দুর চক্ষে দেবী—তোমায় আশ্রয় দিলে হিন্দুর গৃহ অপবিত্র হয় না।

পরী। আমাকে নিয়ে কেন বিপদে পড়বে ?

রঘু। তোমায় দিবানিশি মৃত্যুর আবরণে ঘিরে রাখব। তুমি যদি প্রস্তুত থাকতে পার, তা হ'লে কার সাধ্য তোমার অঙ্গ স্পর্শ করে।

পরী। নিরাপদ রাখা তোমার সাধ্য কি ?

রঘু। অবিশ্বাস করছ কেন মা ?

পরী। তাই যদি থাকৃত, তা হ'লে এমন শক্তি-মান্ প্রজা থাকতে নবাব মামুদসার কি একটা তুচ্ছ গোলামের হস্তে মৃত্যু হয় !

রঘু। আপনি কি নবাব-নন্দিনী ?

পরী। আর পূর্ব্বস্মৃতি কেন ?—আমি ভিখারিণী।

রঘু। নবাব-নন্দিনী ! অনন্তরাওয়ের আশ্রয়ে যেতে কি আপনার কোন আপত্তি আছে ?

পরী। আপনিই কি অনন্তরাও ?

রঘু। তাঁর ভৃত্য—রঘুবীর। পালিত সন্তান।

পরী। ভাই ! আমার হাত ধর—অভাগিনী নবাব-নন্দিনীকে তোমাদের ঘরে আশ্রয় দাও। এই পরমাত্মীয়ের আদেশ—যদি দেওয়ানজীর ঘরে আশ্রয় পাই, তবেই আমি লোকালয়ে ফিরব, নচেৎ স্বয়ং ঈশ্বর এসে আশ্রয় দিতে চাইলেও তাঁর কাছে যেতে পারব না। ভাই ! ভগিনীকে সঙ্গে নাও।

রঘু। এস ভগিনী—হিন্দুর গৃহ-শোভাকারী কমলা। এই দারুণ অন্ধকার ভেদ ক'রে—অনন্তরাওয়ের অন্ধকার ঘর আলো করবে এস।

[প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য।

অরণ্যের অপরপার্শ্ব।

(অনন্তরাওয়ের প্রবেশ)

অনন্ত। হা নরাধম পাষণ্ড জাফর! কি করলি ? নবাবকে হত্যা ক'রেও কি তোর জিঘাংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ হ'ল না ? তাঁর আদরের ধন—একমাত্র কন্যা—সোনার কুসুমকে অকালে বৃন্তচ্যুত ক'রে উত্তপ্ত তরঙ্গে ভাসিয়ে দিলি ? নিষ্ঠুরা নর্ম্মদা ! এমন আনন্দ-প্রতিমাকে তুই কোন্ প্রাণে গ্রাস করলি ?

(বলদেবের প্রবেশ)

বল। এ কি পিতা ! উন্মত্তের মত আত্মনাশ করতে এ দিকে ছুটে এসেছেন ? এ যে নর্ম্মদাতীর ! শেষকালে কি জলমগ্ন হয়ে অপঘাতে প্রাণ হারাবেন ?

অনন্ত। কিসের শব্দ হ'ল বুঝতে পারলি কি ?

বল। ও কোন্ হতভাগ্য গাছ চাপা প'ড়ে বুঝি প্রাণ খোয়ালে।

অনন্ত। গাছ চাপা প'ড়ে নয়—নর্ম্মদার—

বল। তার আর আশ্চর্য্য কি ! নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—তুমিই যখন আজ আশ্রয়হীন, তখন কত হতভাগ্য যে নর্ম্মদায় পড়বে, তার সংখ্যা কি !

অনন্ত। হতভাগ্য নয়—হতভাগিনী।

বল। সে কি !

অনন্ত। নবাবের কন্যা পরীবাণু।

বল। সেকি ? কে ব'ললে ?

অনন্ত। কেউ বলেনি—মায়ের করুণস্বর শুনে বুঝেছি। সে মধুর স্বর সপ্তাহ পরে আবার শুনলেম ! কিন্তু হা ঈশ্বর ! আর বুঝি শুনতে পাব না।

বল। পিতা ! এ শোকের সময় নয়—আত্ম-রক্ষার সময়।

অনন্ত। আয় মা, ফিরে আয়। হায় রঘু! বিপন্নাকে রক্ষা করতে এসে কি তোর এই পরিণাম!

বল। হা ভগবান্! ক'র্‌লে কি? এমন মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণকেও উন্মাদ করলে!—পিতা! ফিরে এস।

অনন্ত। রোস না, ওদের ধ'রে আনি।

বল। কাকে আন্‌বে? কে আসবে?—বাবা! চলে এসো, যে গেছে, সে গেছে—আর আসবে না।

(পরীবাণুকে লইয়া রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। কেন আস্‌বে না বলদেব? প্রাণের টানে ব্রহ্মাণ্ড ছিঁড়ে আসে—ভগবান্ করতলগত হয়, আর একটা তুচ্ছ জীবন ফিরে আসে না? এই নাও পিতা, তোমার নন্দিনী। নিয়তির আবরণ ভেদ ক'রে নর্মদার সহস্র উন্মত্ত তরঙ্গের শিরোভূষণ —সহস্রদল স্বর্ণকমল—জল ছেড়ে স্থলে এসেছে। পিতা! চরণে আশ্রয় দাও।

বল। সেকি?—সেকি? ভাই তুমি?—যথার্থই তুমি?

অনন্ত। রঘু! নিয়তি-প্রেরিত ভার। তুমি ভিন্ন এ ভার ধারণ করে সাধ্য কার? এই নে, আমার কন্তা পরীবাণুকে শ্যামলীর পাশে স্থান দে।

রঘু। বলদেব! বড় অন্ধকার, পথ পিচ্ছিল —বন্ধুর। পরীবাণুকে হাত ধ'রে নিয়ে চল।

পরী। ভগবান্!—ভগবান্।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:•:—

প্রথম দৃশ্য

নদীতীরস্থ কানন।

(রঘুবীর ও বলদেব)

রঘু। ভাই বলদেব! সমস্ত রাত্রি লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করলুম, কেউ আশ্রয় দিলে না—দিতে সাহস করলে না। এরূপ অবস্থায় সামান্ত পর্ণকুটীরের আশ্রয়ে পরীকে আর রাখতে পারি না। রাত্রিও শেষ হ'তে চল দিবালোকে ত পরীকে স্থানান্তরিত করতে পা না। পরীবাণুর সন্ধানে নিশ্চয়ই চারিদিকে চর প্রে হয়েছে। দুরাত্মা জাফর নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত নাই

বল। তা হ'লে করবে কি?

রঘু। এই অন্ধকার থাক্‌তে থাক্‌তে, দুর্য্যোগের সহায়তায়, এস আমরা অরণ্যে প্র করি। বনের পাতা লতায় গভীর অরণ্যের ভি কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে, আপাততঃ দিন কয়েকের সেখানে বাস করি, তার পর সুবিধা দেখে আ সবাই রামগড়ের রাজার রাজ্যে চ'লে যা আপাততঃ লোকের সমক্ষে অবস্থান যুক্তিযু বিবেচনা করি না।

বল। রাজ্য-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালি দুঃখ কা'কে বলে জানে না,—বনের ভিতর ব করলে পরী বাঁচবে কেন?

রঘু। সময় সমস্তই সইয়ে দেবে ভাই! ব'লে নগরের মধ্যে আজ কাল ত তাকে কে মতেই নিয়ে যেতে পারি না। যমের মুখ থে রক্ষা ক'রে কি তাকে জাফরের মুখে দেব?

বল। তা হ'লে এক কাজ কর না দাদা— উপায়ে দুরাত্মা জাফর গুজরাটের সিংহাসন প্র হয়েছে, সেই উপায়েই তার রাজত্বের পিপা মিটিয়ে দাও না কেন? রাজ্যেরও মঙ্গল হয়, পর বাণুও রক্ষা পায়। ভীলরক্ত এখনও তোম দেহে প্রধাবিত।

রঘু। ছি বলদেব! ওকথা মুখেও এনো ন তুমি দেবতা পিতার সন্তান।

বল। বৃদ্ধ-পিতা আজ কি অপরাধে বনবা দাদা?

রঘু। অপরাধ অবশ্যই আছে, নইলে শা কেন?

বল। পিতা অপরাধী?

রঘু। নিশ্চয়—পিতাকে জিজ্ঞাসা ক'র, জান্‌ পারবে।

(অনন্তরাওয়ের প্রবেশ)

অনন্ত। কতদূর কি ক'রে উঠ্‌লে রঘু?

রঘু। কিছু ক'রে উঠতে পারিনি।

অনন্ত। তা হ'লে উপায় ?

রঘু। বনে ঢুক্‌ব।

অনন্ত। তার পর ?

রঘু। আপাততঃ কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে তার ভেতরে বাস কর্‌ব।

অনন্ত। বেশ—তা হ'লে বিলম্ব কর্‌ছ কেন ? অন্ধকার থাক্‌তে থাক্‌তে নিয়ে চল। এখানে ত আর থাকতে সাহস কর্‌ছি না।

[রঘুবীরের প্রস্থান।

বল। তুমিও দাদার মতে মত দিলে ?—অম্লানবদনে—বিনা তর্কে দাদার কথায় বনে ঢুকবে ?

অনন্ত। মূর্খ বালক! কবে তোর ভাইয়ের কথায় প্রতিবাদ করেছি। একবার তার অমতে কাজ ক'রেছি, তার ফলে আজ বনবাসী হয়েছি। সাগর-পরিমাণ কামনা নিয়ে ব্রাহ্মণগৃহে প্রবেশ করেছিলুম, তার ফল পেয়েছি। তবে আর কেন বলদেব ? বনে প্রবেশ কর্‌ রঘুবীরের কথায় প্রতিবাদ করিস্‌নি।

(পরীবাণু ও রঘুবীরের প্রবেশ)

পরী। হাঁ ভাই, তুমি নাকি বনে ঢুক্‌তে কুণ্ঠিত হ'চ্ছ ?

বল। শুধু তোমার জন্য পরী!

পরী। ছিলুম নবাব-নন্দিনী—শাস্ত্র শিখিনি—জ্ঞানদৃষ্টিহীনা—নবাবী ঐশ্বর্য্যকেই ঐশ্বর্য্য জ্ঞান করেছিলুম; দারিদ্র্যে যে ঐশ্বর্য্য থাকে, তা ত জানতুম না। সে ঐশ্বর্য্যের স্বাদ পেয়েছি। কি জানি কি পুণ্যফলে তোমাদের সঙ্গ লাভ ক'রে, তার মধুরতা অনুভব করেছি। ব্রাহ্মণ-কুমারী আমি—যমবরা—মৃত্যুর নামে উৎসর্গীকৃতা, আমাকে বনে ঢুকতে ভয় দেখাও কেন ভাই ?

বল। তোমার যদি এমন হৃদয়বল পরী! তা হ'লে আর আমি বনে ঢুক্‌তে কুণ্ঠিত হব কেন ?

পরী। হ'য়ো না। দাদা বল্‌লে দারিদ্র্যের ভিত্তিতে যে ঐশ্বর্য্যের প্রতিষ্ঠা, তা অটল অব্যয়—ভুবনব্যাপী সৌরভময়—ভগবানের প্রিয় সামগ্রী। দাদা আরও বল্‌লে, শুধু ছুটি ক্ষুদের লোভে ভগবান্‌ হস্তিনায় এসে ভিখারী বিদুরের ঘরে উপযাচক হ'য়ে অতিথি হতেন; আর হস্তিনার রাজা কত নিমন্ত্রণে—কত সাধ্য সাধনায়ও তাঁকে ঘরে আন্‌তে পারি-তেন না। ভিক্ষান্নেই যদি তাঁর এত লোভ, তা হ'লে তুচ্ছ নবাবীর জন্য তেমন অতিথিটিকে ছেড়ে দেব কেন ?

অনন্ত। কে বলেছে তুই নবাব-নন্দিনী ? আজ থেকে তুই আমার কন্যা—আমার বৃদ্ধ বয়সের শান্তিদায়িনী। আয় মা! তোর হাত ধ'রে বনে যাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ-কক্ষ।

জাফর ও সখার মা।

জাফর। হাঁ বিবি! তুমি পরীবাণুকে কি রকম দেখ্‌লে বল দেখি ?

স, মা। জনাব! সে আর আপনাকে কি বল্‌ব। বড় ফন্দি ক'রে তাদের সন্ধান নিয়ে এসেছি। আপনাকে কি বল্‌ব—সে কি সুন্দরী! কিন্তু যা দেখলুম, তার তুলনা কই ? ঘুটঘুটে আঁধার—কোলের মানুষটি পর্য্যন্ত দেখা যায় না—সেই আঁধার ভেদ ক'রে সেই অগম্য বিজন বনের ভেতরে, চারিদিক্‌ আলো ক'রে, বাতাসে রূপ ছড়িয়ে—সে আপনাকে আর বেশী কি বল্‌ব জনাব! —যেন যমুনার কাল জলে সোনার কলসী ভেসে উঠ্‌ল!

জাফর। বিবি! সে রত্নটি যে আমার এনে দিতে হচ্ছে।

স, মা। তাই ত জনাব—তাই ত জনাব! আমি হাব্‌লা গোব্‌লা মানুষ। সাত চড়ে আমার মুখে রা বেরোয় না। কি বল্‌তে কি বলি, কি কর্‌তে কি করি। অবলা বিধবা—আমি কি পার্‌ব ?

জাফর। তুমি নিশ্চয় পার্‌বে। তোমার গুণের কথা শুনেই তোমায় আনিয়েছি। আর এই মুহূর্ত্তেই তোমার গুণের পরিচয় পেয়েছি! যাকে পাবার জন্য আমি গুজরাটের পথ নরশোণিতে প্লাবিত করেছি, গুজরাটের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রাণিশূন্য করেছি; সেই অতুলনা সুন্দরী পরীবাণু চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়েছে। চারিদিকে চর পাঠিয়েছিলেম, কেউ সন্ধান কর্‌তে পারেনি।

তুমি করেছ। তুমিই আমার সহায়তায় যোগ্যপাত্রী। পুরুষ হ'লে তোমাকে উজীর করতুম। তুমি স্ত্রীলোক, আর কি কর্ব—তোমায় যথেষ্ট পুরস্কৃত কর্ব—পরীবাণুকে ধ'রে দিতে পার্লে জায়গীর দেব।

স, মা। তাই ত জনাব,—তাই ত জনাব! কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়ব? শেষকালে কি ঠ্যাঙানি খেয়ে মর্ব! ম'লে, আমার জায়গীর ভোগ করবে কে?

জাফর। কে মারবে? বল কি বিবি! নবাব জাফর খাঁর লোক তুমি, চলেছ জাফর খাঁর কাজে, তোমার গায়ে হাত তুল্বে? তোমার দিকে যে তীব্র দৃষ্টিতে চাইবে, সে কম্‌বখ্‌ত গিয়ে রয়েছে জেনে রাখ! কোই হ্যায়? (নেপথ্যে হুজুর!) জল্‌দি কেরামৎখাঁকো বোলাও, (নেপথ্যে বহুত আচ্ছা) জবর লোককে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি, সিপাই দিচ্ছি; যা হুকুম কর্‌বে, তাই তারা শুন্‌বে। এদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে লোকের ঘর ঘর সন্ধান কর—পরীবাণুকে এনে দাও।—

(কেরামৎ খাঁর প্রবেশ)

দেখ কেরামৎ—এই বিবির কার্য্যে তোমায় নিযুক্ত কল্লুম। বিবির হুকুম—সে আমার মনে কর্‌বে। যেখানে যেতে বলে যাবে,—যা কর্‌তে বলে কর্‌বে।

কেরা। যো হুকুম নবাব!

জাফর। আর বিবির যখন যে ক'জন সেপাইয়ের দরকার হবে, সে ক'জন তুমি তৎক্ষণাৎ মোতায়েম রাখ্‌বে।

কেরা। যো হুকুম।

স, মা। আচ্ছা নবাব! সে মেয়েটা যদি আর কেউ হয়?

জাফর। যেই হোক্ না কেন, তাকেই আমার জন্য নিয়ে আসবে। আমি এ দেশের রাজা—এ দেশের যত কিছু উৎকৃষ্ট সামগ্রী, সমস্তেই আমার অধিকার।

স, মা। তাত বটেই। নইলে আবার রাজা কি? রাজা সন্দেশের খোসা ছাড়িয়ে শাঁস খাবে,—ক্ষীরসাগরের নীর গাবিয়ে তোলপাড় ক'রে শুধু ঢেউগুলি জিবের আগায় চাকবে,—গোলাপী বাতাস্ নিঙড়ে শুধু খাসিটুকুতে পিত্তি রক্ষা কর্‌বে। ফুলবাগান থেকে আরম্ভ ক'রে গোভাগাড় পর্য্যন্ত যেখানে যা কিছু সেরা আছে, সব তার। নইলে আবার রাজা কি?

জাফর। বলত বিবি!

স, মা। সে আমার আগে থাক্‌তেই বলা আছে জনাব! তা হ'লে এস মিঞা! দেখা যাক্ কতদূর কি ক'রে উঠি! সেলাম জনাব!

[কেরামৎ ও সখার মা'র প্রস্থান।

(দেবলের প্রবেশ)

দেবল। সেলাম নবাব! সন্ধান পেলেন কি?

জাফর। (স্বগত) পরীবাণুকে লুকিয়ে রাখার মূল অনন্তরাও—বে-অকুফ—বদমাস!

দেবল। (ভীতিপ্রকাশ ও স্বগত) আরে ম'ল—এ আবার কি মূর্ত্তি? শেষ কালে চোট্‌টা আমার ঘাড়ে এসেই পড়ে নাকি?

জাফর। শুধু মেহেরবাণী ক'রে বাঁচিয়ে রেখেছি। বেতমিজ—বেইমান!

দেবল। আজ্ঞে হাঁ! হুজুর মেহেরবাণী ক'রে যে রেখেছেন সেটা ঠিক। আর সেইজন্য বেতমিজ বল্‌লে ও বলা যায়। আর বেইমানের ত কথাই নেই। একশোবার বলা যায়।

জাফর। বেল্—লিক—

দেবল। (স্বগত) খেলে এইবার [illegible]বলের দফা সার্‌লে। (প্রকাশ্যে) সন্ধান [illegible] পাওয়া গেল না জনাব? সখার মা কি কিছু খবর দিতে পার্‌লে না?

জাফর। কেও, দেওয়ান? সন্ধান পেয়েও পাওয়া গেল না। তাইত বল্‌ছি—বদ্‌মাস, বে-তমিজ, বে-ইমান, বেল্লিক। কোতল কর্‌ব—শূলে দেব—জ্যান্ত চামড়া তুলে নেব! (দেবলের ভীতিপ্রকাশ) কি বল দেওয়ান। বল্‌তে পারি কি না?

দেবল। খুব বল্‌তে পারেন—বরাবরই বল্‌তে পারেন! বাপ, বাচলেম, আমাকে নয়। (স্বগত) শালা চাষা—বল্‌ছে তাকে, আর খিঁচুচ্ছে আমাকে।

জাফর। বুড়ো ব'লে দয়া ক'রে ছেড়ে দিয়েছি। এত বড় বেয়াদব! এত বড় স্পর্দ্ধা! আমাদের আদেশ অমান্য ক'রে, পরীবাণুকে আশ্রয় দান।

—যেমন ক'রে পার অনন্তরাওকে গ্রেপ্তার কর। সব ওমরাও যখন গেছে, তখন অনন্তরাও থাকে কেন? আর দয়া নয়, অনন্তরাওকে বেঁধে আন।

দেবল। জো হুকুম জনাব।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ।

(সখার মার প্রবেশ)

স, মা। ওমা আসছেই ত গো। বনের ভেতর টাকা লুকিয়ে রেখেছি, জানতে পারলে নাকি! লোকের ঘরে ঘরে ঢুকে এ টাকা করেছি—জানতে পারলে নাকি? তা হ'লে ত গেলুম দেখছি—আর ত সখার মার প্রাণ রক্ষে হ'ল না—ভবলীলা ত সাঙ্গ হ'ল।—দোহাই বাবা, আমি গরীব—অনাথা—আমার কাছে কিছু নেই বাবা।

(বালক-বেশে শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। তুই? এখানে কতক্ষণ আছিস্?

স, মা। আমি নেই বাবা।

শ্যামলী। রয়েছিস্ আবার নেই কি?

স, মা। তা তুমি যা বল বাবা, আমি কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিনি।

শ্যামলী। ভয় নেই, আমি একটা খবর জানতে চাই।

স, মা। অত কাছে এস না বাবা।

শ্যামলী। ভয় নেই—আমি দস্যু নই।

স, মা। তা হোক, একটু দূরে থেকে কথা কও।

শ্যামলী। বেশ—দূরে থেকেই জিজ্ঞাসা করছি—বল্ এখানে কতক্ষণ আছিস্?

স, মা। এক দণ্ডও নেই বাবা।

শ্যামলী। সে কি।

স, মা। এক দম নেই।

শ্যামলী। এ কি রকম কথা?

স, মা। আজকাল কথা এই রকমই হ'য়ে গেছে বাবা!

শ্যামলী। সে কি! বেটী! তামাসা করছিস্?

স, মা। দোহাই 'বাবা! তামাসা' আমাদের করতে নেই।

শ্যামলী। বেশ—বল্ দেখি, এ পথ দিয়ে কোনও হিন্দু ওমরাওকে যেতে দেখেছিস্ কি না?

স, মা। আমি চোখে কিছু দেখতে পাই না বাবা! আমি ছেলে হারিয়ে অন্ধ হ'য়ে পথে পথে বেড়াচ্ছি।

শ্যামলী। বলতে পারলে, মহামূল্য পুরস্কার দেব।

স, মা। কি বললে, হিন্দু ওমরাও?

শ্যামলী। হাঁ।

স, মা। কি মহামূল্য পুরস্কার দেবে দেখি?

শ্যামলী। নিশ্চয় দেব! এখনি দেখাব—আগে বল্।

স, মা। দেখেছি।

শ্যামলী। সত্যি?—প্রতারণা নয়?

স, মা। কই—কি পুরস্কার দেবে দাও।

শ্যামলী। তারে দেখতে কেমন বল দেখি?

স, মা। তবে আর বক্‌সিস নেওয়া হয়েছে!

শ্যামলী। ঠিক বলছি—দিব্যি করছি—নিশ্চয় দেব।

স, মা। আর কখন দেবে বাবা! দেবার সময় যে উত্‌রে গেল!

শ্যামলী। দেখতে কেমন—না বলতে পারলে বিশ্বাস করি কেমন ক'রে?

স, মা। বিশ্বাস হবে না—সে ত জানা কথা বাবা। যাও বাছা, তুমি নিজে খুঁজে দেখ, আমি নিজের ছেলেকে খুঁজে দেখি।

শ্যামলী। কাজেই—মাফ্ কর বাছা—বিশ্বাস হ'ল না।

[প্রস্থানোদ্যত।

স, মা। লাগে তাক্—না লাগে তুক্, দেখি একবার আঁধারে ঢিল মেরে। হাঁগা বাছা! দেওয়ানজীকে খুঁজছ ত?

শ্যামলী। (ফিরিয়া) এই নে পুরস্কার—মহামূল্য মণি। শীগ্‌গির বল্ কোন্ পথে গেছে। শীগ্‌গির বল—দেরি সয় না, শীগ্‌গির বল্।

স, মা। এটা কি বললে বাছা!—মাণিক?

শ্যামলী। তোর সাত পুরুষকে আর খেটে খেতে হবে না। শীগ্‌গির বল না বেটি!

স, মা। শীগ্গির যাও—এই পথে যাও—ছুটে যাও—গেলেই ধর্‌তে পার্‌বে।

শ্যামলী। মা কালী! মুখ রেখ মা! যা বাছা, এখন অন্যত্র যা—এখানে আর তোর থাকবার দরকার নেই।

স, মা। (স্বগত) মা কালী কি আরও মুখ রাখবেন? খানিকটে এই পথে গেলেই একটি তালুক্—বস্, তার পর ওই চাঁদ মুখ কালো হ'য়ে যাবে। কি কর্‌ব, মাণিক হাতে পেয়েছি, আর ছাড়তে পার্‌ছি না। আহা, বেশ মুখখানি! (প্রকাশ্যে) তোমায় বেশ দেখতে বাছা। তুমি বড় সুন্দর!

শ্যামলী। কি কর্‌ব বাছা, হ'য়ে পড়েছি।

স, মা। হাঁ বাছা! তুমি বুঝি কোন রাজার ছেলে?

শ্যামলী। হবে। এখন যা—বক্‌সিস পেলি চ'লে যা।

স, মা। হরি হে—দীনবন্ধু!

[প্রস্থান।

শ্যামলী। এ বেশে পিতার সম্মুখে কেমন ক'রে উপস্থিত হই? লজ্জা করছে। উঁহু—পারব না—বেশ-পরিবর্ত্তন করি।

[প্রস্থান।

স, মা। (নেপথ্যে দেখিয়া স্বগত) কেমন কেমন ঠেক্‌ছে যে! পুরুষ মানুষ ত নয়! চলন কেমন—বলন কেমন। না হ'ল না! পেছু নিতে হ'চ্ছে। ওমা! ও কি? চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে রাঙ্গা ছুকরিটি হ'য়ে গেল যে! যাই—যাই—পাছু পাছু যাই। কেরামত এ সময় কোথায় গেল? যাই—সে বেটাকেও সঙ্গে নিতে হবে। নইলে একা পেরে উঠব না।

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ।

দেবল ও বিষণ।

বিষণ। এমন সোনার রাজ্যটা ছারেখারে দিলে!

দেবল। কি কর্‌ব, জমীকে উর্ব্বরা কর্‌তে হ'লে, দিন কতক ভাগাড় ক'রে রাখতে হয়।

বিষণ। বটে! তা হ'লে এমন রাজ্যটা ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হ'লে!

দেবল। এখন ইচ্ছে কর্‌লেও ফেরা যায় না।

বিষণ। বেশ, তবে সর্ব্বনাশই কর। তবে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি

দেবল। আর জিজ্ঞাসা ক'রতে হবে না। জিজ্ঞাসা আবার করবি কি? জিজ্ঞাসা করবা আছে কি? কাজ কর্‌তে চাস্ ত সঙ্গে আয়। মঙ্গ চাস্ ত এখনও সময় আছে, সঙ্গে আয়। নইলে নবাব যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে যে, আমার ঘা ধর্ম্ম-পুত্তুর শাপভ্রষ্ট হ'য়ে অবস্থান করছেন, তা হ'লে একটি চপেটাঘাতে তোমায় সেই ধর্ম্মরাজের চিড়িয়া খানায় পাঠিয়ে দেবে। আমার বাবাও তখ ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে না।

বিষণ। তোমায় ঠেকাতে হবে না। আমাকে যে যেতে হবে, তা অনেক কাল বুঝেছি।

দেবল। বুঝেছিস্ ত এগিয়ে যা না।

বিষণ। ভাল, আমীর ওমরাওদের যে হত করলে, তা'তে না হয় তোমাদের স্বার্থ আছে কিন্তু রাণাপুরের নিরীহ-প্রজা- তাদের মে তোমাদের কি স্বার্থ হ'ল?—গ্রামকে গ্রাম এক বারে উৎসন্ন দিলে।

দেবল। তারা অনঙ্গরাওকে স্থান দিয়েছিল কেন?

বিষণ। সবাই কি দিয়েছিল?

দেবল। সে কৈফিয়ত ত তোকে দি আসি নি! কৈফিয়ত নেবার অন্য লোক আছে।

বিষণ। কই—এখানে যে সে লোক দেখ পাচ্ছি না, তাইতেই ত দুঃখ। (স্বর্গের দিকে প্রসারণ) ওখানকার কৈফিয়ত যে শুনতে না—কেউ যে কখন শুনতে পেলে না—তাই ত নিরপরাধের উপর এই উৎপীড়ন!

(দুলিয়ার প্রবেশ)

দেবল। একি! কে তুই?

বিষণ। তাই ত, কে তুই?

দেবল। কোথা থেকে এলি? কেমন ক

এলি ?—কথা কচ্ছিস্ না যে ? আরে মর, কে তুই ?

বিষণ। কি আপদ ! কে তুই ?

দেবল। এগুস্‌নি—ওইখান থেকে দাঁড়িয়ে বল্।

বিষণ। তবু এগোয়—পেছিয়ে যা—এখনও বল্‌ছি পেছিয়ে যা। নইলে ম'লি। (দেবলের পশ্চাতে গমন)।

দেবল। বিষণ ! অস্ত্র নিয়ে আয় ত—বেটার মুণ্ডচ্ছেদ করি। (বিষণের পশ্চাদ্‌গমন)

বিষণ। (দেবলের পশ্চাদ্‌গমন) কে আছিস রে ! আয় ত।

দেবল। কি চাও—ওইখান থেকে বলতে পার না ?

তুলিয়া। কিছু চাই না হুজুর।

দেবল। তবে কি কর্‌তে এসেছ ?

তুলিয়া। হুজুরের নামে একখানা চিঠি আছে, দিতে এসেছি।

বিষণ। আগে বল্‌তে হয় বেটা ! নইলে এখনি যে কেটে ফেলেছিলুম !

দেবল। থাম বীরবর ! আর বিদ্যে ফলাতে হবে না। কার কাছ থেকে এসেছিস্ ?

তুলিয়া। হুজুর চিঠি পড়লেই জান্‌তে পার্‌বেন। (চিঠি খুলিতে লাগিল)

দেবল। তা বাইরে দরোয়ান রয়েছে, তার হাতে দিস্ নি কেন ? তোকে আস্‌তে দিলে কে ?

বিষণ। দেখ বাবা ! চিঠিখানা প'ড়েই দরওয়ান বেটাদের মেরে দেশ ছাড়া ক'রে দাও। এত বড় আস্পর্দ্ধা ! বিনা হুকুমে বাড়ীর ভেতরে লোক প্রবেশ কর্‌তে দেওয়া ! কে তোকে ঢুক্‌তে দিয়েছে বল্ ত ?

তুলিয়া। আমায় কেউ ঢুক্‌তে দেয় নি হুজুর !

বিষণ। সে কি ! তবে কেমন ক'রে এলি ?

তুলিয়া। ঐ বাগানের ভেতর দিয়ে এসে, এই পাঁচিল টপ্‌কে, থড়াবেয়ে ওই তেতালার ওপরে উঠে, ছাদ দে—ছাদ দে এদিকে এসে, আবার দেয়াল বেয়ে নেমে, এই ঘরের ওপরে না প'ড়ে ছাদ না খুঁড়ে, ওই ওপর থেকে নেমে এসেছি।

বিষণ। ও বাবা—এ বলে কি ? (দেবলের অন্তরালে গমন) এ ডাকাত যে !

দেবল। সঙ্গে লোক আছে, না একা ?

তুলিয়া। এখন একা—তবে দরকার হ'লে সঙ্গী জুটতে পারে।

বিষণ। ও বাবা। একটু মোটা হও না। তোমার পাশে দেখ্‌ছি সব গেল !

দেবল। রঘুবীরের নাম দেখছি। কিন্তু রঘুবীর কে ?

তুলিয়া। দেওয়ান অনন্তরাওয়ের পুত্র।

দেবল। তার নাম ত বলদেব। আবার অনন্তরাওয়ের ছেলে কোথায় ?

তুলিয়া। ইনি তাঁর পালিত পুত্র।

দেবল। পালিত পুত্র !—হা হা হা ! বুঝতে পেরেছি—সেই রঘো।

তুলিয়া তাঁর নাম রঘুবীর—রঘো নয়।

দেবল। আচ্ছা তাই তাই। সেই ভীল ছোঁড়া ত ?

তুলিয়া। ভীল ছোঁড়া নয়—ভীলরাজ।

দেবল। ভাল, তা ভীলরাজ চান কি ?

তুলিয়া। ওই চিঠিতেই লেখা আছে।

দেবল। ও বিষণ ! ভীলরাজ আমাকে লিখেছেন কি শুন্‌বি ?

বিষণ। ভীলরাজের আস্পর্দ্ধাও ত কম নয় ! তোমাকে চিঠি লেখে !

দেবল। তাই ত দেখছি। দুটো চারটে শাস্ত্রের উপদেশ দিয়ে, ভীলরাজ শেষকালে কাকুতি মিনতি ক'রে এই ভিক্ষে করছেন, যেন তাঁর মনিবের প্রতি আর কোন অত্যাচার না হয়। বেশ, ভীলরাজকে বলিস্ যে, এ শ্রাদ্ধবাড়ী নয়,—এ রাজ্য। এখানে কাজ আছে—ভিক্ষে নাই। অনন্তরাও রাজদ্রোহী। তার শাস্তি দেওয়া না দেওয়া সম্বন্ধে রাজার বিবেচনা—ভিক্ষে-শিক্ষে এখানে মিলছে না।

তুলিয়া। যা বল্‌বার থাকে লিখে দাও হুজুর।

দেবল। সে একটা অতি তুচ্ছ ভীল চাকর, তাকে আমি লিখে দেব কি ? তাকে বলিস্, আমার বাড়ীতে যদি দরওয়ানী কর্‌তে চায় ত, দিতে পারি।

তুলিয়া। ও কথা আমি শুন্‌বো না হুজুর। যা বল্‌তে চাও, লিখে দাও।

দেবল। আরে মর—এ বেটার আস্পর্দ্ধাও ত কম নয়। যা ত বিষণ, ভীমসিং বেটাকে

ডাক্ ত। কান ধ'রে এ বেটাকে বাইরে নিয়ে যায়।

বিষণ। আর পটাপট্ জুতো হাঁক্‌রে দেয়। দেখ্ বেটা এখনও বল্‌ছি—রাগাস নি, মারা যাবি।

ছুলিয়া। জবাব না নিয়ে যাবার হুকুম যে আমার ওপর নেই হুজুর।

দেবল। চোপ্ রাও, বেয়াদব—গাধা গিধ্বোড়্। আবি শির জুদা হো যাগা।

বিষণ। চোপ্ রাও—

ছুলিয়া। বেশী দেরী ক'র না হুজুর। আমার আবার অন্য কাজ আছে। মুখ চেয়ে দেখ্‌ছ কি হুজুর? জবাব না নিয়ে ত যাব না।

দেবল। যা ত বিষণ, ভীমসিং—কি, যে কেউ থাকে—ডেকে আন্ ত। বেটাকে একটা পাকা-পোক্ত জবাব দিয়ে দি।

ছুলিয়া। (পথরোধ করিয়া) জবাব দিয়ে যাও।

দেবল। ভীমসিং—ভাঁটারাম—গাঁট্টা তেওয়ারী—জবরদস্ত খাঁ।

(নেপথ্যে—হুজুর)

জল্‌দি ইধার আও—সব আদ্‌মি আও।

(প্রহরিগণের প্রবেশ)

এই শালা লোগকো বাঁধ্‌কে, খোড়কুচি কর্‌কে কাটকে, দরিয়ামে ফেঁক দেও।

বিষণ। ফেঁক দেও—জল্‌দি কাট ডালো। শালা বেয়াদবকো আবি শিখ্‌লায় দেও।

সকলে। আও শালা কম্‌বখ্‌ত।

১ম, প্র। (অগ্রসর হইয়া) আরে কোন্ হ্যায়! ছুলিয়া মহারাজ!

সকলে। (বন্দিগি—সেলাম ইত্যাদি অভি-বাদন)

১ম, প্র। হিঁয়া ক্যা করনে আয়া ওস্তাদজী?

২য়, প্র। কিধার্ সেকে আয়া ওস্তাদজী।

৩য়, প্র। রঘুয়া মহারাজকো তবিয়ত আচ্ছি ওস্তাদজী?

৪র্থ, প্র। আইয়ে—আইয়ে, থোড়া ভাং হ্যায়, পিজিয়ে ওস্তাদজী!

১ম, প্র। মাফ্ কিজিয়ে হুজুর। ছুলিয়া মহারাজ এ চারো আদ্‌মিকোই ওস্তাদ হ্যায়। উন্‌কো লেনেকো পাকাড় হামলোক নেহি সেকেগা।

বিষণ। তব্ নকুরিসে বরখাস্ত হোগা।

সকলে। ক্যা করেগা হুজুর! নকুরি যাগা ত ক্যা করেগা।

১ম, প্র। নকুরি যাগা ত নকুরি মিলেগা—লেকেন ওস্তাদজী যানেসে ওস্তাদজী নেহি মিলেগা।

দেবল। বহুত আচ্ছা, চলা যাও।

[প্রহরিগণের প্রস্থান।

কি বলিস্ বিষণ?

বিষণ। আর বলাবলি কি, লিখে দাও না।

দেবল। তবে দোয়াত কলম কাগজ নিয়ে আয়।

ছুলিয়া। এই যে আমারি কাছে আছে হুজুর।

দেবল। দেখ, তোমরা যে মনে করেছ অনন্তরাওয়ের ওপর—

ছুলিয়া। দেওয়ানজী বল।

দেবল। বেশ, দেওয়ানজীর উপর এই যে অত্যাচার—তোমরা হয় ত মনে করেছ, আমি করেছি। কিন্তু দোহাই ধর্ম্ম, আমি এর কোনও খোঁজ-খবর রাখি না। কি কর্‌ব, প্রাণের দায়ে চাকরি কর্‌ছি। দেওয়ানজীর তবু অরণ্যেও স্থান আছে, কিন্তু আমার ওপর যদি জাফর রুষ্ট হয়, তা হ'লে ত্রিজগতে আমার স্থান নেই। (পত্র লিখিয়া ছুলিয়ার হস্তে প্রদান)—ভাল, রঘুবীর কি করে?

ছুলিয়া। এই ফুলবিল্বপত্তর—এই রকম কত কি নিয়ে, কেবল পূজা-আচ্ছাই করে।

বিষণ। আচ্ছা ভাই, বাবা যদি আমার পত্রের জবাব না দিত, তা হ'লে কি হ'ত?

ছুলিয়া। সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর্‌ছ হুজুর! কাজ যখন মিটে গেল, তখন আর ও কথা তুলতে নেই।

দেবল। বেশ, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সরল ভাবে তার উত্তর দেবে কি?

ছুলিয়া। অনুমতি কর হুজুর।

দেবল। তুমি রঘুবীরের কে?

ছুলিয়া। সাক্‌রেত।

দেবল। তুমি যার সাক্‌রেত, তার না জানি কত শক্তি!—আমি তার শক্তির একটু পরিচয় জান্‌তে চাই।

ঢুলিয়া। কি ক'রে জানাবো?

দেবল। দেখছি, তুমি ত একা। আর আমার বাড়ী প্রহরিবেষ্টিত। এরা যেন তোমার সাক্‌রেত। কিন্তু তা যদি না হ'ত, যদি তোমাকে দশ জনে ঘেরে ফেল্‌তো?

ঢুলিয়া। রঘুয়া মহারাজের আশীর্ব্বাদে হুজুর! ও রকম পঞ্চাশ জনকে আমি একা ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারি।

দেবল। যদি একশো লোকে ঘেরে ধরত?

ঢুলিয়া। তা হ'লে?—দেখতে চাও হুজুর?

বিষণ। দেখাও না ভাই সরদার!

ঢুলিয়া। (বংশীধ্বনি)

(চারিদিক্ হইতে ভীলগণের প্রবেশ)

(দেবল ও বিষণের ভীতির অভিনয়)

সকলে। ক্যা হুকুম মহারাজ!

ঢুলিয়া। হুজুরকো সেলাম কর। (ভীলগণের দেবলকে অভিবাদন) নাও—চল, আসি হুজুর!

দেবল। কিন্তু নবাব যদি নিজে অত্যাচার করে,—আমার কথা না শুনেও অত্যাচার করে?

ঢুলিয়া। সে আমরা বুঝতে পার্‌বো। আসি হুজুর—অনুমতি—সেলাম।

দেবল। সেলাম।

ঢুলিয়া। (বিষণের প্রতি) সেলাম হুজুর!

বিষণ। সেলাম—সেলাম।

[ঢুলিয়া ও ভীলগণের প্রস্থান।

দেবল। এ আবার কি আপদ রে বিষণ?

বিষণ। বাবা, কৈফিয়ৎ নেবার লোক এসেছে! এখনও যদি মঙ্গল চাও, ত দেওয়ানীতে লাথী মেরে বনবাসী হইগে চল, তাতে দুদিন বাঁচবে!

দেবল। তাই ত—তাই ত, চল্—চল্—পালাই —চল্।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

ময়দান।

(কৃষকের প্রবেশ)

গীত।

বৃন্দে দূতি গো! তোদের কালায় নাকি
পেঁচোয় পেয়েছে।
ঢুকেছিল গোপীর গোয়ালে,
সেথায় নাকি বোসেছিল পেঁচো চোয়ালে,
যেম্‌নি কর্‌বে ননী চুরি, অম্‌নি ঘাড়ে পড়েছে।
ডুক্‌রে কেঁদে বলতেছে বাঁশী,
ওগো বৃন্দে প্রাণ গোবিন্দে দেখ গো আসি,
কোথায় রাধা রূপসী কালার এবার বেজায় কাসি,
বুঝি না বাঁচে।

(সখার মার প্রবেশ)

কৃষক। আপনি কোথায় যাচ্ছ বিবি?

স, মা। হাঁরে! এ পথে তুই কি কিছু দেখেছিস্—কেউ গেছে?

কৃষক। আজ্ঞে আমি একটা রাঙ্গা বক্‌না ছুটে যেতে দেখেছি।

স, মা। আর কিছু?

কৃষক। আর দেখেছি একটা গন্ধগোকুলো।

স, মা। আর তোর বাবার মাথা?

কৃষক। না বিবি! সেটা দেখি নি! আমার বাবা, আমার হবার আগেই মারা পড়েছে। আর পাড়ার লোকের কাছে শুনেছি, বাবার আমার খুব ক্ষেমতা ছেল, কিন্তু মাথা ছেল না।

স, মা। দূর বেটা চাষা! কোন মেয়েকে এ পথ দে যেতে দেখেছিস্ কি?

কৃষক। আমার বেই হয় নি বিবিঠাকরুণ! তা মেয়ে দেখ্‌বো!

স, মা। মেয়েমানুষ?

কৃষক। তা দেখেছি বিবি-ঠাকরুণ!

স, মা। কি রকম দেখেছিস্ বল্ ত?

কৃষক। বিবি-ঠাকরুণ আমাকে লজ্জা দিচ্ছে—তা আমি বল্‌তে পা'র্‌ব নি।

স, মা। কেন রে বেটা? বল্ না—বক্‌সিস্ পাবি।

কৃষক। না বিবি! আমি গরীব—তুমি নবাবের বিবি—বল্‌তে ভয় খাচ্ছি।

স, মা। কোন ভয় নেই বল—আমি নবাবের লোক—আমি অভয় দিচ্ছি। কেউ তোকে কিছু বলতে পারবে না।

কৃষক। এই তোমাকেই দেখেছি বিবি।

স,মা। দূর বেটা চাষা।

কৃষক। হাঁ গা বিবি! চাষাতে কি দেখতে জানে না?

স,মা। আ আমার পোড়া কপাল! দুনিয়াতে এত নবাব বাদসা, আমীর ওমরাও থাক্‌তে, শেষকালে কি না চাষার নজরে ঠেকে গেলুম।

কৃষক। কেমন—ঠিক দেখেছি ত বিবি-ঠাকুরুণ?

স,মা। দেখেছিস্—দেখেছিস, তোর চোক আছে—চোখ আছে।

কৃষক। তা হ'লে আমার বকসিস্?

স, মা। একটি অল্পবয়সী সুন্দরী স্ত্রীলোক—এই পথ দে যেতে দেখেছিস্?

কৃষক। ও হরি! তা ত দেখেছি!—তা আগে বল নি কেন? স্ত্রীলোক?—তা ত দেখেছি!—তবে মেয়ে মেয়ে কর্‌ছিলে কেন?

স, মা। কোথায় দেখেছিস্ বাছা!

কৃষক। স্ত্রীলোক—গেরস্তর বউ—আহা যেন মা লক্ষ্মী বিবি-ঠাকরুণ, সে মা লক্ষ্মীর যে কি রূপ—তা আর তোমায় কি বল্‌ব?

স, মা। কতক্ষণ দেখেছিস্ বাছা?

কৃষক। কতক্ষণ কি!—এখনও হয় ত আছেন—গাছের তলায় ব'সে আছেন। অনেক দূর থেকে বোধ হয় আসছেন।

স, মা। কোন্ গাছের তলায়?

কৃষক। এই পথে একটুখানি গেলেই বাঁ দিকে একটা বড় গাছ।—গেলেই দেখ্‌তে পাবে।—তা হ'লে আমার কি দেবে, দাও।

স,মা। ঠিক দেখেছিস্ ত?

কৃষক। আচ্ছা, তুমি আগে দেখে এসো, তার পর দাও।

(কেরামতের প্রবেশ)

স, মা। কি খবর কেরামত্?

কেরা। কেরামতের কেরামতি! যাবে কোথায়?

স, মা। এই নে বক্‌সিস্।

কৃষক। আধ পয়সা!

স মা। যা না বেটা! যে বকানটা বকিয়েছিস্, গর্দ্দান নিইনি, এই ভাগ্যি।

[কৃষকের প্রস্থান।

তারপর? ফেলে যে চ'লে এলি?

কেরা। যোড়া আগ্‌লেছি, আর যাবে কোথায়! ওই আস্‌ছে—দেখ দেখি তোমার সেই কি না?

স, মা। কেরামত! দেখ্ দেখ্—কি রূপ দেখ্!

কেরা। ইস্! কেয়া তোফা রে।

স, মা। নবাবের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব। একবার নিয়ে গিয়ে ফেল্‌তে পার্‌লে হয়। (কেরামতকে) তুই একটু আড়ালে যা, আমি দুটো একটা কথা ক'য়ে ভাব-গতিকটে বুঝে নিই। ডাক্‌লে আসিস্। নবাব পরী পরী ক'রে মর্‌ছে কেন? একে যদি পায়, তা হ'লে তার জন্ম সার্থক হয়। স'রে পড়—স'রে পড়।

[কেরামতের প্রস্থান।

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। হাঁ বাছা! বৃদ্ধ দেওয়ান অনন্তরাও এখানে কোথায় থাকে বল্‌তে পার?

স, মা। আর বাছা! অনন্তরাও কি আর আছে?

শ্যামলী। নেই?—না না, কে তুই?—তুই এখানে? কেমন ক'রে এলি?—আবার কোথা থেকে জুটলি?

স, মা। আর বাছা! বুড়ো মানুষ পেয়ে ঠকিয়ে এলে—কাজেই নিরুপায়ে এখানে সেখানে ছুটোছুটী করতে হয়। তা বাছা, এমন নিষ্ঠুর তুই! সারা রাতটা আমাকে ঘুরিয়ে মার্‌লি?

শ্যামলী। অবিশ্বাস কর্‌ছিস্ কেন বাছা? সে খুব ভাল মাণিক। অমনি অমনি পেয়ে গেছিস্, তাতে আবার দুঃখ কি? তো হ'তে ত কোন কাজ হ'ল না। এই দেখ, এখনো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

স, মা। এ রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, তাতে কার অপরাধ বাছা?

শ্যামলী। অবিশ্বাস করিস্ নি—ঘরে যা। (ব)হুমূল্য মণি—রাজার ঘরের ধন।

স, মা। আর বাছা, তাহা ফাঁকিটে দিলে, (অ)বিশ্বাস না ক'রে কি করি! একটা মাটীর (মা)ণিক দিয়ে, চোখে যেন ধুলো দিয়ে, সাত রাজার (ধ)ন মাণিক চ'লে এলে—অবিশ্বাস না ক'রে কি (ক)রি?

শ্যামলী। তুই বলছিস্ কি?

স, মা। আর বলাবলি কি—মাটীর মাণিকে (আ)মার ঠক্‌চি না।

শ্যামলী। বেশ, ঠকা বোধ করিস্—ফিরিয়ে (দে)!

স,মা। এই নে বাছা, আঁচলেই বাঁধা আছে।

(মণি প্রদান)

শ্যামলী। বেশ, আর কেন তবে দাঁড়িয়ে (র)ইলি? চ'লে যা।

স,মা। দূর—ন্যাকা ছুঁড়ী!—চ'লে যাব (ব)'লেই কি এই পাঁচ ছ' কোশ রাস্তা হেঁটে, তোকে (মা)ণিক ফিরিয়ে দিতে এলুম? তুই কোথাকার (ন্য)াকা মেয়ে! নে—সঙ্গে চ'!

শ্যামলী। কোথায় যাব?

স,মা।—যেখানে হীরের ছাইয়ে দাঁত ঘস্‌বি, (মু)ক্তোর চুণে পাণ খাবি, সোনার দোলায় দুলবি, (গো)লাপের পাপ্‌ড়ীর তাকিয়ায় হেলান দিবি।

শ্যামলী। সে কোথায়?

স,মা। এই আমাদের নবাবের রঙ্‌মহল।

শ্যামলী। দুর্গা, দুর্গা। নে—পথ ছাড়।

স,মা। চটিস্ কেন ছুঁড়ী? শোন্ না। এই (সা)তটা মুলুকের আসল মালিক হবি তুই। নবাব (হ)বে তোর গোলাম। নবাব তোর জন্য একেবারে (পা)গল হয়েছে।

শ্যামলী। বলিস্ কি!—আমাকে না দেখেই?

স, মা। কি জানি, স্বপ্নে কেমন ক'রে তোকে (দে)খে ফেলেছে। দেখেই পাগল,—বলে এনে দাও।

(কেরামতের প্রবেশ)

ওরে কেরামত! সুধু রূপে নয় রে! এ যে (কো)হিনুর! কথায় রসিকতায়—টুক্‌টুকে ঠোঁট (মা)খা মুখখানি থেকে মজা ঝরছে।

কেরা। বল কি বিবি?—কিগো বিবি! নবাবের উপর রাগ ক'রে যাচ্ছ কোথায়?

শ্যামলী। মা, সতীকুলরাণি! অবলা বিপন্ন। —এ মহাবিপদে মান রেখো মা! সোয়ামীর অবাধ্য হ'য়ে এসেছি, দেখো মা! তাঁরে যেন লজ্জায় মুখ না হেঁট করতে হয়।

স, মা। চুপ ক'রে রইলি কেন—চল্। রোদ্দুর উঠে পড়ে—সারা রাত ঘুরিয়ে মেরেছিস্—কোমর খ'সে যাচ্ছে। (আড়মোড়া ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে) নে আয়।

শ্যামলী। নিয়ে যাবে কে?

কেরা। এই যে গোলাম হাজির বিবি।

শ্যামলী। তবে তঞ্জাম্ আনো—হেঁটে যাব?

কেরা। এই কাঁধে ক'রে নিয়ে যাব বিবি!

স,মা। গাঁয়ের ভেতরটুকু পর্য্যন্ত হেঁটে চল—সেখানে পাল্কী ডেকে নিয়ে যাব।

শ্যামলী। কিন্তু আমার একটা পণ আছে—আমাকে নিয়ে যেতে হ'লে আমার হাত ধ'রে নিয়ে যেতে হবে।

স, মা। এও আবার একটা কথা কি! নে —আমার হাত ধর্। (হস্তধারণের উদ্যোগ)

শ্যামলী। আর না যদি পারিস্, তা হ'লে নাকৃটি আমাকে বক্‌সিস্ দিয়ে যেতে হবে।

স, মা। (পিছাইয়া) সে কি কথা?—আরে ম'ল—সে কি কথা?

শ্যামলী। কি করব বাছা! এ আমার পণ। যেতে প্রস্তুত—তোরা নিয়ে যেতে পারলেই হয়।

স, মা। ওরে কেরামৎ! ছুঁড়ীটে কি বলে শোন্ না।

কেরা। হাঁ হাঁ—ওতে আমি খুব রাজি। (তাল ঠুকিয়া) হাম্ লে যায়েঙ্গে। বল কোন্ হাতটা ধরতে হবে?

শ্যামলী। না থাক্, গরীব—পয়সার জন্য এসেছিস গোলামী করতে। না থাক, পথ ছাড়—আমি চ'লে যাই।

কেরা। সে কি বিবি!—ছাড়বো কি?

শ্যামলী। তবে ধর্—কিন্তু বুঝে দেখ্—তামাসা করছি না—নাকৃটি দিতে হবে।

কেরা। [illegible]

পথের দিকে প্রস্তুত। তুমি মেহেরবাণী ক'রে বিদেয় হও।

স, মা। হায় হায়!—ছুঁড়ীটের দেখ্‌ছি মাথাটা খারাপ হ'য়ে গেছে! নে—আর ভাই, আর পাগলামি করিস্ নি—চল্।

(শ্যামলীর হস্তধারণের চেষ্টা)

শ্যামলী। তবে রে বেটী কস্‌বি! গায়ে হাত দিবি কি—ছুঁবি কি!—(সখার মার কেশধারণ)।

স, মা। হাঁ হাঁ হাঁ—ছাড়—ছাড়—উঃ!—ছাড়—আরে ম'ল, ছাড়—গেছি গেছি—ছাড়—ওরে বাবা রে, ছাড়—ওরে কেরামতে দেখ্‌ছিস কি!—উঃ!—ছাড়।

কেরা। আরে বেটী করিস্ কি!—হাঁ হাঁ করিস্ কি—করিস্ কি?

স, মা। ও গো ধর না গো—মেরে ফেলে যে গো!

কেরা। তবে রে বেটী!

শ্যামলী। তবে রে বেটা! (সখার মাকে ছাড়িয়া কেরামতকে ধারণ)

কেরা। আঃ—উঃ—গেছি গেছি—আর না!—মেহেরবাণী বিবি—ছাড় ছাড়।

শ্যামলী। গেরস্তর মেয়েকে পথে বেরুতে দেখ্‌লে আর কখন তামাসা কর্‌বি?

কেরা। দোহাই বিবি!—মেহেরবাণী!—আরে বাপ!

স, মা। ওগো—কে কোথায় আছ—বাঁচাও না গো!

শ্যামলী। এখনও বল্।

কেরা। উঃ—উঃ আরে বাপ্!

স, মা। ওগো, ভালমানুষের ছেলেকে মেরে ফেলে যে গো!—ওগো কে কোথায় আছ—বাঁচাও না গো!

নেপথ্যে, ভয় নেই—ভয় নেই।

শ্যামলী। বল্ এখনও বল্—নইলে খুন কর্‌ব।

কেরা। আর কর্‌ব না!—দোহাই দাদা বিবি! আর কর্‌ব না—দোহাই জিজি বিবি!—আল্লার কিরে, আর কর্‌ব না। ও রে বাবা রে!

(ছুলিয়ার প্রবেশ)

ছুলিয়া। ভয় নেই—ভয় নেই।

স, মা। ও বাবা—বাঁচাও বাবা!—কি ডাকাতে ছুঁড়ী বাবা!

ছুলিয়া। কি বিপদ—স্ত্রীলোক!

স, মা। হাঁ বাবা, সর্ব্বনেশে স্ত্রীলোক বাবা—খুনে মেয়ে। আগে হাতটা ওর চুল থেকে ছাড়িয়ে দাও ত বাবা! তার পর হাত-পা বেঁধে দিয়ে যাও। বেটীকে চ্যাংদোলা ক'রে দেশে নিয়ে যাই।

শ্যামলী। যা, তোকে ক্ষমা করলুম—তোর পাপের উপযুক্ত দণ্ড দিলুম না—কিন্তু সাবধান! যেন মনে থাকে।

ছুলিয়া। ছু' ছুটো লোক চীৎকার কর্‌ছে একটা মেয়ের মারে। আরে কেও—তুই?—কি সর্ব্বনাশ!—তুই?

স, মা। ও আঁটকুড়ীর বেটা!—আর দেখছিস কি? বুঝতে পার্‌ছিস্ না?

[কেরামত ও সখার মার পলায়ন।

ছুলিয়া। নে, আর এখানে থাকে না—চ'লে আয়।

শ্যামলী। যা—আমি তোর সঙ্গে যাব না।

ছুলিয়া। মাফ্ কর শ্যামলী! হাত জোড় কর্‌ছি!—এসেছিস্ ভালই হয়েছে—নইলে তোকে আন্‌তে আমার আবার ফিরে দেশে যেতে হ'ত।—চ'লে আয়—কি অপূর্ব্ব সামগ্রী আমরা পেয়েছি—দেখ্‌বি আয়। কাঁদিস্ নি ভাই! যথার্থ তোকে সঙ্গে না এনে আমি অপরাধ করেছি। মার্জ্জনা কর্। শক্তিস্বরূপিণি! বুঝ্‌তে পারি নি। প্রাণে তরঙ্গ উঠেছিল—সে তরঙ্গ আমি [illegible] কর্‌তে গিছ্‌লুম শ্যামলী! আমার মার্জ্জনা কর্।

তৃতীয় অঙ্ক

—:•:—

প্রথম দৃশ্য

বনমধ্যস্থ পর্ণকুটীর।

পরীবাণু।

গীত।

সে যে অতীতের স্মৃতি সুমধুর।
মরম-বীণার সকরুণ সুর।
বড় প্রিয় ছবি, প্রভাতের রবি,
ধীরে ধীরে যেন উদিল।
সে যে মরুভূমে মন্দাকিনীধারা,
আঁধার সাগরে শুভ ধ্রুব তারা,
মনে করি ভুলি বিধাতার তুলি,
ফিরে ফিরে তাই আঁকিল।
ছার সিংহাসন, ছার রাজ্যধন,
মণি মুক্তাহার অনল ভীষণ,
আমি প্রেমরাণী, চির অভিমানী,
সকলি রহিল, সকলি ডুবিল॥
যা হবার হবে, কিছু ত না রবে,
ছাই মিশে যাবে অতুল বৈভবে,
জয় প্রেমময়, করুণা-আলয়,
রাঙ্গা পায় কলি ফুটিল।
(মরিল কি কলি রহিল ?)

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। পরা—বোন্! তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

পরী। বল।

রঘু। বেশ বুঝে জবাব দাও।

পরী। কি বল।

রঘু। এমনি ক'রে অনিশ্চিত জীবন নিয়ে ঘোরার চেয়ে একটা স্থিতির উপায় দেখ্‌লে হয় না ?

পরী। কেন, বেশ ত আছি ভাই!

রঘু। এই কি থাকা ?—এই কি নবাব-নন্দিনীর যোগ্য স্থান ?—এই কি নবাব-নন্দিনীর যোগ্য অবস্থা ? অতি বড় দীন যে, সে-ও এ অবস্থার কামনা করে না। এই কি নবাব-নন্দিনীর যোগ্য আহার ? কারাগারের বন্দীও বুঝি এর চেয়ে সুখাদ্যে আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে অবসর পায়।

পরী। কথায় কথায় ভুলে যাও—আমি যে এখন আকাশতলাশ্রয়ী ঋষির নন্দিনী ভাই! আনন্দ যে আমার দাসত্ব করে!

রঘু। বটে, কিন্তু আমরা তোমার এ অবস্থা দেখ্‌তে পাচ্ছি না বোন্! পিতা মর্ম্মপীড়িত, বলদেব মৃতপ্রায়।

পরী। ভাল, কি রকম ক'রে স্থিতি হবে ?

রঘু। লুকিয়ে আছি—বেরুবার পথ পাচ্ছি না। যদি পাষণ্ড কোনও রকমে টের পায়, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ। তখন তোমায় রক্ষা করা বড়ই কঠিন কার্য্য হ'য়ে পড়্‌বে। বেশ বুঝে দেখ।

পরী। নাই বা রক্ষা হ'ল! যদি একান্তই অশক্ত হও, তা হ'লে তোমার ভগিনীর দেহ জাফরের কাছে যেতে পারে, প্রাণ যাবে না।

রঘু। কিন্তু আমরা যে বোন্ তোমায় সঙ্গলোভ ত্যাগ করতে পারছি না।

পরী। বেশ, আমায় কি করতে বল ?

রঘু। তোমায় কিছু করতে বলি না।—প্রভু যদি আমার একটু নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন,—দারিদ্র্যের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে কোন রকমে যদি একটু সচ্ছল হ'তে পারেন,—কুটীর ছেড়ে আবার যদি নিজের অট্টালিকায় গিয়ে বসতে পারেন,—তা হ'লে ভগিনী, এ জীবনে সূর্য্যকে পর্য্যন্ত তোমার মুখ দেখ্‌তে দিই না।

পরী। আমি বুঝতে পারছি না—করতে চাও কি ?

রঘু। নরাধম জাফরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করি! তা হ'লে পিতা আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

পরী। সে সন্ধি করবে কেন ?

রঘু। সে ভরসা আমার আছে। অনন্তরাওকে যদি সে বন্ধু পায়, তা হ'লে জাফর আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করে। বন্ধুরূপে পাবার প্রত্যাশা নেই ব'লেই, তার এত অত্যাচার।

পরী। তা হ'লেই যে আমাকে রক্ষা করতে পারবে, তার বিশ্বাস কি ?

রঘু। তোমার অস্তিত্ব জানবে কে ? অনন্তরাওয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করবে—সাহস কার ? (পরীর চক্ষে অঞ্চল দান) কেঁদো না ভগিনী, শুদ্ধমাত্র

তোমার মত জানবার জন্ত জিজ্ঞাসা করেছি—তোমার মনে আঘাত দেবার জন্ত নয়। তোমার তুষ্টির জন্ত রাজ-ঐশ্বর্য্যের মস্তকে পদাঘাত ক'রে দরিদ্রতাকে চিরদিনের জন্ত আত্মীয় করতে পারি! পথে পথে, তরুতলে, বিজন অরণ্যে, মরু-প্রান্তরে বাস করতে পারি, মৃত্যুকে সহাস্ত বদনে আলিঙ্গন দিতে পারি। তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, তা হ'লে আমরা যা আছি, তাই রইলুম।

পরী। অনন্তরাওকে পিতা বলেছি, তোমাদের ভগিনীর স্থান গ্রহণ করেছি। আমার পিতা, আমার ভাই—একটা গোলামের কাছে মাথা হেঁট করবে?

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। কখন না—কখন না। পা রাখবার স্থানে মাথা ছোঁয়াবে! কখন না।—ওরা না রাখতে পারে, আর পরী আমার কাছে আয়। ওরা অট্টালিকার মানুষ, অট্টালিকার বাক্। আমরা ভিখারিণী,—আর পরী,—আমরা আকাশ-তলে আশ্রয় গ্রহণ করি।

রঘু। এ কি, কে তুই?—এখানে কেমন ক'রে এলি? ছায়ামূর্ত্তি—না সত্য-সত্যই শ্যামলী!

শ্যামলী। না, দাদা। ছায়া নই—কায়া—সত্য-সত্যই তোমার পোড়ারমুখী শ্যামলী!

রঘু। শ্যামলী!—এ যে অসম্ভব শ্যামলী!

শ্যামলী। নারীর অসম্ভব কি?

রঘু। দেবতার অগোচর স্থান—কে তোকে সংবাদ দিলে?

শ্যামলী। কার নাম করব?—যিনি দেবতার দেবতা—যিনি অঘটন-ঘটনপটীয়সী—সেই ভবানী।

রঘু। ও। ছুলিয়া।

(ছুলিয়ার প্রবেশ)

ছুলিয়া। দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমি নই।

রঘু। বেশ করেছিস্—তাতে লজ্জা কি ভাই?

ছুলিয়া। না মহারাজ! আমি এর কিছুই জানি না। রাস্তার মাঝে একটা লোক ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার করছিল। মনে করলুম, হয় ত কাউকে বাঘে ধরেছে, না হয় ডাকাতে ঠেঙাচ্ছে। গিয়ে দেখি—দোহাই মহারাজ, গিয়ে দেখি—বাঘ নয়—ডাকাতও নয়—তোমারই ভগিনী শ্যামলী!

[ছুলিয়ার প্রস্থান।

রঘু। এসেছিস্, কিন্তু আমার অবস্থা বুঝ্‌তে পারছিস্ কি শ্যামলী?

শ্যামলী। কতক কতক।

রঘু। কিছুই বুঝ্‌তে পারিস্ নি শ্যামলী! যে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে জানিস্ এটি কে?

শ্যামলী। ভাইকে দর্শন করতে এলে যে দৈবজ্ঞি হ'য়ে আস্‌তে হয়, তা কেমন ক'রে জানব? তবে পথে আস্‌তে আস্‌তে ছুলিয়ার কাছে শুনেছি যে, নর্ম্মদা আমাদের একটি বোন্ উপহার দিয়েছে! তার নাম পরীবাণু।

পরী। আমি এক পিতৃমাতৃহীনা অভাগিনী। এঁরা দয়া ক'রে আমার পিতৃত্বের ও ভ্রাতৃত্বের ভার নিয়েছেন।

রঘু। না শ্যামলী! পরীর ভ্রাতৃত্বের ভার গ্রহণ ক'রে আজ আমি গৌরবান্বিত আমার জীবন সার্থক। একদিন যাঁর নাম শুনে, গুজরাটের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করত, ইনি সেই মহাত্মা নবাব মামুদ সার একমাত্র নন্দিনী পরীবাণু। কিন্তু ভগবান্ অযোগ্য পাত্রে ভার দিয়েছেন। ভগিনীর মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারব কি?

শ্যামলী। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ ত রাখবার চেষ্টা করতে হবে। প্রাণ গেল,—নিরুপায়। তখন ত আর তুমি-আমি দেখতে আস্‌ছি না! কি বলিস্ পরী? পলকমাত্র সময়ের জন্তও যার দর্শনলাভ বহুভাগ্যের কথা, সেই প্রতাপ-শালী নবাবের কন্তা আজ দরিদ্রের আশ্রয়ে! কে পাঠালে দাদা? নবাব যখন জীবিত ছিল, তখন এই বালিকার ঘরে সূর্য্যকিরণও যদি প্রবেশ করতে চাইত, তা হ'লে বোধ হয়, তাকেও লাঞ্ছিত হ'য়ে ফিরে যেতে হ'ত। কিন্তু আজ নিদাঘ-তপনের প্রখর দৃষ্টি, হিংস্রক জীবের বিলোল রসনা, পিশাচের লোভ, দস্যুর অত্যাচার, সকলে চারিদিক্ হ'তে তোমার প্রতীক্ষায়! কিন্তু সে মহিমান্বিত নবাব কোথায়? আদরের কন্তার অবস্থা—শত আবে-দনেও আর নবাব দেখ্‌তে আসছে না। স্বয়ং রাজ্যেশ্বর যার মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারবে না, আমরা

তার কি করতে পারি? তবে ভাই, এ ক্ষণভঙ্গুর জীবন নিয়ে আবার অযোগ্যতার আক্ষেপ কেন?—তা হ'লে আয় পরী—কাছে আয়। বন্য রমণী—ভিখারিণী—এ অপূর্ব্ব সজলোতে জ্ঞানশূন্যা—আয় ভাই, কাছে আয়—আমাকে তোর ভগ্নীর স্থানটি ভিক্ষা দে। আমি মহানন্দের অধিকারিণী হ'য়ে, একদণ্ডব্যাপী জীবনের ভিতরে শত বৎসরের পরমায়ু আবদ্ধ ক'রে রাখি।

পরী। এস বোন্, হৃদয়ের একপ্রান্তে স্থান দিতে, আমার এই তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ হৃদয় গ্রহণ কর। অরণ্যে এসে এখন আমি শত সম্রাট্-নন্দিনীর ভাগ্য পেয়েছি। পূর্ব্ব-জীবন সাধ ক'রে ভুলে গিয়েছি। ক্ষমা কর বোন্—নিজেকে অভাগিনী ব'লে আমি নারীজীবনের অমর্য্যাদা করেছি।

শ্যামলী। পিতা কোথায়? বলদেব ভাই কই?

রঘু। এই কুটীরেরই সন্নিকটে এক গাছের তলায় তাদের বসবার স্থান ক'রে দিয়েছি।

শ্যামলী। আয় বোন্, পিতৃদর্শন ক'রে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

তরুতল।

অনন্ত ও বলদেব।

অনন্ত। রঘুবীর সন্তান আমার। পুত্রজ্ঞানে
পুত্রস্নেহে জননী তোমার, কত যত্নে
শৈশব হইতে তারে করেছে পালন।
কোন্ জাতি, কি কার্য্য তাহার, কোন্ দূর
দেশ হ'তে আগমন তার, আজীবন
করেছি গোপন। দস্যুব্যবসায়ী পিতা—
দাক্ষিণাত্যে রাজ্যেশ্বর বীর বিশ্বনাথ,
দস্যুকার্য্য ছেড়ে, প্রভুভক্ত ভৃত্য মত—
ছায়া যথা, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে আমার।
সহস্র বিপদ হ'তে করেছে উদ্ধার।
এক দণ্ডে ছেড়েছে কামনা। এক দণ্ডে
পাশরিয়া অস্তিত্ব আপন, রাশি রাশি
অমূল্য রতন,—আজীবন দস্যুতায়
যত উপার্জ্জন—সমস্ত দরিদ্রে ক'রে
দান, আমার আদেশে দারিদ্র্য করেছে
সার। মৃত্যুকালে দুটি শিশু সন্তানের
ভার, মোরে ক'রে গেছে সমর্পণ। পুত্র,
এমন অজ্ঞান আমি রেখেছিনু তারে,
বাল্যে রঘু ভৃত্যজ্ঞানে দেখেছে পিতারে।
ছিনু পুত্রহীন,—ব্রাহ্মণ-দম্পতী মোরা।
দস্যুপুত্র পেয়ে সুলক্ষণ—আত্মহারা
বালকে পুত্রত্বে দিছি স্থান,—রঘুবীর
জ্যেষ্ঠ সহোদর। হারানিধি, সুলক্ষণা
শ্যামলী ভগিনী তোর। রঘুবীর-মুখে
আপন বংশের মুখ করি নিরীক্ষণ!
ভাই-বোনে কাছে বসাইয়া শুনাইয়া
শিখাইয়া, আমি ঋষিতুল্য গঠিয়াছি
ভীলের কুমারে; ঋষিকন্যা রচিয়াছি
ভীলের কুমারী। স্বামিত্বে কুমার দি'ছি
সর্ব্বসুলক্ষণ। কামনার অপূরণ
বিন্দুমাত্র রাখি নি তাহার। বল্ দেখি
বাপ, আজি জীবনের সীমান্তে আসিয়া,
কিবা লোভে, কোন্ প্রাণে রঘুরে করিব
মোর ভীষণ তস্কর!—স্মরণে অন্তর
কাঁপে থর থর। আমার আদেশে ছাড়ি
পুণ্যময় জ্যোতির্ম্ময় ব্রাহ্মণ-জীবন,
রঘুবীর যদি পুনঃ পশে অন্ধকারে
আমার কথায়, এত উচ্চ স্থান হ'তে
যদ্যপি পতন হয় তার, বলদেব
বাপ, হবে ব্রহ্মহত্যা পাতক আমার।

বল। তবে পিতা, অপঘাতে দিবে কি জীবন?
অহোরাত্র জীবনের আশঙ্কা বহিয়া,
অহোরাত্র দারিদ্র্যের যাতনা সহিয়া,
শিলা-জলে, প্রবল বাত্যায়, অশনির
তলে তলে মস্তক রাখিয়া, ভারাক্রান্ত
হৃদয়ের সনে, বনে বনে সাধ ক'রে,
করিবে ভ্রমণ? যেথা যাবে, সঙ্গে যাবে
সেখানে তাড়না—তুলিতে ক্ষুধার গ্রাস,
মুখে উঠিবে না—এ ভাবে চলিবে কত-
ক্ষণ? পিতা, ভগ্নদেহে কতক্ষণ
রহিবে জীবন? শক্তিমান্ ভাই মোর
ইচ্ছা যদি করে, শমনের মুখ হ'তে
আনিতে সে পারে ছিনাইয়া! তবে কেন
দুরাত্মা তাকর, যমের কিঙ্কর সম
অসঙ্কোচে ঘুরিবে পশ্চাতে? বল পিতা,
সহি তা কেমনে? পিতা, একবার বল—

পায়েধরি, বল একবার,—"রঘুবীর,
অপঘাত মৃত্যু হ'তে, রক্ষা কর মোরে!"
অনন্ত। একি, একি! কারে দেখি রঘুবীর সনে?

(রঘুবীর ও শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী, শ্যামলী! এসো মাগো! বিপদের
দারুণ পীড়নে, নিপীড়িত ভ্রাতা-পিতা
তব। এ হেন দারুণ দুঃসময়ে কোথা
হ'তে বিধাতা আপনি, স'পেছে পিতার
করে বিপন্না-রমণী। বড়ই কাতর-
কণ্ঠে আজ, ঊর্দ্ধে চেয়ে ডেকেছি সহায়।
মা শঙ্করী দাসী তার করেছে প্রেরণ।
জননি! বুঝিয়া লও ভার।—কিন্তু মাগো!
এখানে কেমনে এলি? কে দিলে সংবাদ?
এ হেন ভীষণ স্থান, কি ক'রে শ্যামলী
রাণী পাইলি সন্ধান?
শ্যামলী। কি জানি কেমনে,
সহসা হইল পিতা মন উচাটন।
ব'সে আছি ঘরে, কে যেন কঠিন করে
আকর্ষিয়া কেশে, আনি এই বনদেশে
পিতৃ-পাদপদ্মমূলে দিয়েছে ফেলিয়া।
অনন্ত। ক্লান্তিভরা মায়ের বদন! বলদেব,
যাও মাকে ল'য়ে—বিশ্রাম করহ দান!
শ্যামলী। এস ভাই! বহুদিন পরে, ভাই-বোনে
পুনরায় মিলেছি যখন,—চল সাথে—
বসিয়া নির্জ্জনে, সংসার-বিস্মৃতিভরা
বন্ধুবধূ উপকথা করাব শ্রবণ।

[শ্যামলী ও বলদেবের প্রস্থান।

অনন্ত। ভাল কথা, কি করিলে স্থির রঘুবীর?
রঘু। দুর্জ্জন যেখানে থাকে, কর্ত্তব্য সে স্থান
পরিহার। দেশ ছাড়ি, অন্যত্র গমন
আমি করিয়াছি স্থির।
অনন্ত। কিন্তু রঘুবীর,
জন্মভূমি স্বর্গের ঈশ্বরী!—জ্যেষ্ঠ পুত্র
তুমি বুদ্ধিমান্। মত্ত মাতঙ্গের বল
বিধাতা করেছে দান। এমন সহায়
মোর, বার্দ্ধক্যে যুবার বলে বলীয়ান্
আমি। এ বৃদ্ধ বয়সে বাপ্, তস্করের
ভয়ে, চোরভাবে মাতৃপরিত্যাগ ভাগ্যে
ছিল কি আমার?
রঘু। প্রভুমুখে শুনিয়াছি—
জননী-জঠর হ'তে বিচ্যুত যে শিশু,
তার জন্মভূমি— সূতিকা-গৃহের কোণে
বিঘত প্রমাণ স্থান। যেমন বিকাশ
পায় প্রাণ, সেই সঙ্গে জন্মভূমি বাড়ে
দিনে দিনে। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ কলেবরে,
ছোটে ভূমি ধরণী সীমায়। শিখায়েছ
নিষ্কাম কামনা; তবে আজ কেন দাসে
এ ছলনা? ভিক্ষা মাগি পায়, ত্যাগ শিক্ষা
দিয়াছ আমায়। নীচ আমি, স্তিতি ভাল
নয়, আদেশ ক'র না দাসে। আসিয়াছ
ল'য়ে মহাপ্রাণ। ভীলদস্যু আত্মহারা,
উন্মত্ত ছুটিয়াছিল মরণের পথে.
করুণায় ধ'রে তারে হে করুণাময়,
অঞ্জলি পুরিয়া দ্বিজত্ব করিয়া দান,
মিটায়ে দিয়াছ তার আকাঙ্ক্ষার ক্ষুধা।
পুত্রে তার আত্মজ-আদর ঢেলে, কোলে
নেছ তুলে। কর্ত্তব্য সাধনে' দলিয়াছ
অম্লান বদনে, ঐশ্বর্য্যের জ্বালাময়ী
অন্তরের রেখা। পায়ে ধরি পিতা, দেখ
চেয়ে, কোথায় তোমার স্থান। পদরেণু
প'ড়ে আছে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া— ভিক্ষা আশে
গ্রহশশী নীরবে চাহিয়া—মিলিল না
শ্রীচরণ-সীমার সন্ধান। কোথা আমি?
অতি তুচ্ছ কোথায় জাফর! কোথা ক্ষুদ্র
সে গুর্জ্জর—সে কি তোমারে ঘেরিতে পারে?
প্রকাণ্ড প্রান্তর ল'য়ে, ল'য়ে বন, ল'য়ে
উপবন, সুনীল গগনস্পর্শী ল'য়ে
শৈলমালা, বিধাতার সৃষ্টিকাল হ'তে
আছে বাঁধা ব্রাহ্মণের ঘর। এস পিতা!
পুত্র-কন্যা ল'য়ে সে গৃহের এক পাশে
লইয়া আশ্রয়, সংসার-যাতনা যাই
ভুলে। যে বা মহাপ্রাণ, সাগর-মেখলা
ধরা জন্মভূমি তার।
অনন্ত। করহ যাত্রার
আয়োজন। ততক্ষণ নর্ম্মদা-সলিলে
সমাপিয়া সন্ধ্যা-কার্য্য আসি রঘুবীর!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতীরস্থ পথ।

সখার মা।

স, মা। এ পথে গেছে?—না! নদীর দিকে গেছে? না! তবে গেল কোথা?—উপে?—না। সন্ধান করলুম, হাত ধরলুম—স'রে গেল!—অমনি অমনি নয়—ঠেঙিয়ে গেল!—শুধুই মার্ খেয়ে মলুম—কাজ হ'ল না! আমায় মার্!—আমি নবাব্নী—আমায় একটা উচকা মেয়ে এসে ঠেঙিয়ে গেল!—শোধ নিতে পারব না?—সখার মাকে মার্—জবাব দিতে পার্ব না?—কোথায় গেল—এ দিকে? না!—ওদিকে—না! বনে? হুঁ! বন ঢুঁড়ব—মাটী খুঁড়ব—আকাশে উড়ব—যেখানে পাব, সেখান থেকে ধ'রে আনব। এ কি! বনের ভেতর থেকে বেরোয় কে?—এ কি, দাওয়ান মশাই!—ঠিক্ হয়েছে, মা কালী মুখ চেয়েছে!—ঠিক জবাব—অপমানের ঠিক জবাব দেব—কখন ছাড়ব না! দোহাই মা, মুখ রেখো মা—জোড়া মোষ মা।

[অন্তরালে গমন।

(অনন্তরাওয়ের প্রবেশ)

অনন্ত। এ আমি কি কর্লুম?—নর্ম্মদার তীরে আস্তে পথ-ভ্রমে, এ আমি কোথায় এসে পড়লুম? ধীরে ধীরে অন্ধকার চারিদিক্ থেকে ঝ'রে ঝ'রে সমস্ত স্থানটা গ্রাস ক'রে ফেললে! কি ক'রে আবার গভীর বনে প্রবেশ করি? কেমন ক'রে পথ পাই? সে যে বড় দুর্গম স্থান! কেমন ক'রে ফিরে যাই?—য়্যাঁ য়্যাঁ—কে তুমি? প্রেতিনীর মত অন্ধকার আশ্রয় ক'রে, ওখানে দাঁড়িয়ে আছ—কে তুমি?

স, মা। এই আমি বাবা।

অনন্ত। অমন ভীষণ স্থানে কেন?—এদিকে এগিয়ে এস।

স, মা। কেমন বাধ বাধ ঠেক্ছে বাবা!

অনন্ত। কোন ভয় নেই। নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে এস!—কেও, সখার মা?

স, মা। আহ্নিক করবার জল ছিল না, তাই নর্ম্মদা থেকে একটু জল নিতে এসেছিলুম।

অনন্ত। তা এত দূরে কেন সখার মা?

স, মা। এই ভীমরতি হ'য়ে গেছি বাবা! কাছ আর দূর বড় ঠাওর কর্তে পারি না।

অনন্ত। মিছে নয়, পাষণ্ডের অত্যাচারে সমস্ত দেশবাসীকে স্থানশূন্য করেছে, তা তুমি ত অবলা স্ত্রীলোক। ভাল, জল নিতে এসেছিলে, কলসী কই?

স, মা। আন্তে আন্তে পোড়া জল চ'লকে গেল ব'লে, মনের দুঃখে কলসী কোমর থেকে স'রে পড়েছে বাবা!

অনন্ত। তা হ'লে এখন একলা যাবে কেমন ক'রে?

স, মা। সেইটেই এই পথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, আর কলসীটা খুঁজছি। বোধ হয় ঘাটে ফেলে এসেছি।

অনন্ত। বেশ—খুঁজে দেখ!

স, মা। গা যে ছম্ ছম্ কর্ছে।

অনন্ত। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম!

[সখার মার প্রস্থান।

(সখারামের প্রবেশ)

সখা। হাঁ কর্ত্তা! এদিকে সখার মাকে দেখেছ?

অনন্ত। নর্ম্মদার ঘাটে কলসী ফেলে এসেছে—আন্তে গেছে।

সখা। কেও, দাওয়ান মশায়!

অনন্ত। হাঁ, কি সংবাদ সখারাম?

সখা। পালাও—পালাও—দাওয়ান মশায়!—বেটী খাঁসাহেবের চর। বেটী তোমায় ধরিয়ে দেবে—দিলে বক্সিস্ পাবে!

অনন্ত। বলিস্ কি? তোর মা'র এমন অধঃপতন হয়েছে?

সখা। আর বাবা! মাথার খাম্বিজ না থাকলে মেয়েমানুষের যা হয়, তাই হয়েছে। পালাও—বাবা, পালাও!

অনন্ত। কোথা যাই সখারাম? ঘোর অন্ধকার—আমি পথ হারিয়েছি।

সখা। এস, আমার হাত ধর।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সখার মা ও লাঠিয়ালগণের প্রবেশ)

সং মা। নির্ভয়ে আয়। বামুন—একা—এ সময়ও যদি কিছু না করতে পারবি, ত কর্‌বি কবে?

[সকলের প্রস্থান ও নেপথ্যে কোলাহল।]

(রক্তাক্ত কলেবরে সখারামের প্রবেশ)

সখা। কি—কর্‌ব?—হ'ল না!—দাওয়ান মহাশয়কে ছিনিয়ে নিয়ে গেল!—রাখতে পার্‌লুম না।—মার খেলুম, মারতে পারলুম না। কেন পার্‌লুম না?—সঙ্গে সখার মা।—সখার মার হুকুমে ডাকাত বেটারা দাওয়ান মশায়কে বাঁধলে। মুখে কাপড় দিয়ে কথা বন্ধ ক'রে দিলে। আমি মার খেলুম—দেখলুম, কিছু বলতে পার্‌লুম না। কেন পার্‌লুম না? মারতে গেলে আগে সখার মাকে মারতে হয়। ডাকাত বেটারা কে? সখার মার চাকর বই ত নয়।—যদি যুদ্ধ হ'ত—হওয়া উচিত ছিল সে বেটার সঙ্গে। কিন্তু সখার মা—সে বেটা সখারমাকে গর্ভে ধরেছে—স্বর্গের চেয়ে উঁচুপায়া নিয়েছে। সেইখানেই হ'ল গোল। লড়াই করতে মন এল—কিন্তু হাত এল না!

চতুর্থ দৃশ্য

বনমধ্যস্থ কুটীর-প্রাঙ্গণ।

রঘু। দেখ বলদেব, হিংসা কথা ছেড়ে দাও।
তুলোনাকো জাফরের নাম। রাজ্যভোগ
অদৃষ্টে যদ্যপি তার থাকে, তুমি আমি
বাধা দিলে, হইবে কি সে ভোগের শেষ?
ধর্ম্মে হোক, লোভে হোক, অথবা ঈর্ষ্যায়,
কৌশলে-কুচক্রে হোক, বিনা রক্তপাতে,
কিম্বা হোক্ নররক্তে ধরণী প্লাবিয়া,
হইবে কামনা পূর্ণ যখন যাহার,
বাধা দিতে তার, নর-শক্তি অতিহীন—
সম্পূর্ণ অক্ষম। পবিত্র গুর্জ্জর-রাজ্য,
আর্য্য ঋষি-রাজ ছিল অধীশ্বর যার,
সে রাজ্য পাঠান কোথা পেলে? মরুভূমে
সূর্য্যোত্তাপে নিত্য দগ্ধ বালুময় স্থান,
আর তার মূল্যবান্ খর্জ্জুর পাদপ
একমাত্র সম্পত্তি যাহার, সে পাঠান
স্বর্ণপ্রসূ ভারতের সহস্র বীরের
শিরে কি করিয়া পাতিল আসন? তবে
কার রাজ্য কে লয়েছে, আমি কেন মিছে
কার ধন কারে দিতে রাজদ্রোহী হব?

বল। ভাল, রক্ষা কর পিতারে তোমার। যদি
পিতৃরক্ষা ধর্ম্ম তব হয়, অপঘাত
হ'তে যদি রক্ষা তার কর্ত্তব্য তোমার,
জাফরের প্রাণ লও। নহে পিতা মোর
বাঁচিবে না।

রঘু। বাঁচিবার হয় যদি, পিতা
জাফরের সহস্র পীড়নে বেঁচে রবে।
অপঘাত মৃত্যু যদি নিয়তি তাঁহার,
জাফরের রক্তে তাহা ধৌত নাহি হবে।
অপঘাত মৃত্যু যদি নিয়তি তাঁহার,
তোমা আমা হ'তে তার প্রাণ যেতে পারে।

বল। অসমর্থ কার্য্যের বিচার করে, মূর্খ দেখে
পাণ্ডিত্যে কালিমা। প্রাণ যার ধন, সেই
দেখে শৌর্য্যে-বীর্য্যে পিশাচের লীলা।

রঘু। ক্রুদ্ধ হ'ও না ভাই। ক্রুদ্ধ যেই, শুধু
আত্মনাশ কার্য্য তার। পিতারে রাখিতে
যদি মানস তোমার, শান্ত হও, দেখ
চারিধার। ধীরভাবে প্রতিকার্য্য কর
আলোচনা। সুমিষ্ট ঔষধে যদি হয়
রোগনাশ, বিষপানে কিবা প্রয়োজন?
পুণ্যবলে দ্বিজগৃহে লভেছ জনম,
বর্ণের মর্য্যাদা তুমি রাখহ ব্রাহ্মণ।

বল। হাতে পেয়ে কাল ভুজঙ্গমে, না ভাঙ্গিয়া
তুণ্ড মুণ্ড, ক্ষীরসরে করেছ তর্পণ।
এবে আদর করিয়া তারে, বান্ধি নিজ
বৃদ্ধ প্রভু-গলে, দেখাও সংসারে ভাই
অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য-পরিচয়। দেখে যাক্
সমগ্র সংসার, দেখে যাক্ স্বর্গ হ'তে
দেবতা আসিয়া, দেখে যাক্ শাস্ত্রকর্ত্তা,
দেখে যাক্, এক এক ধর্ম্ম-অবতার
আজন্ম তপস্তা-রত মহর্ষিমণ্ডল,
ধরাতলে মহাধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা কেমন!

আছে পিতা নীরবে তোমার মুখ চেয়ে।
তোমার শক্তির পরে করিয়া নির্ভর,
নিশ্চিন্ত অন্তর, তব দত্ত উপহার
ননীর পুতলী হস্তে করেছে গ্রহণ।
অচলের অন্তরালে চিরছায়া মধ্যে
নিবসিয়া, জানে সে কোমলা বালা রবি-
কর কভু আর পারিবে না পরশিতে
তারে। সে ত নাহি জানে কি ধর্ম্ম তোমার?
ভাই, তারে কেন এ ছলনা! বৃদ্ধ পিতা
না হয় লজ্জার বশে, মহত্বে মায়ায়
আত্মবলি দিল তব ধর্ম্মের মন্দিরে!
বালিকার কিবা অপরাধ? জান যদি
মনে-জ্ঞানে—প্রতিশোধ লইবে না যদি
সব যায়, বলদেব অনন্ত শরীরে
একে একে যেতে দেখ রাক্ষস-উদরে,
কেন তবে বৃদ্ধ-দ্বিজ-সন্তান-মায়ায়
স্বর্ণ কুসুম-লতা দিলে জড়াইয়া?

রঘু। কিবা তব অভিপ্রায়?

বল। অভিপ্রায় কিবা?
অভিপ্রায়? বলি কারে? জ্বলে অবিরাম
প্রতিহিংসা অন্তরে অন্তরে। চিরসুখী
স্থবির ব্রাহ্মণ, জীর্ণ শীর্ণ শোকে তাপে,
প্রাণ ল'য়ে বনে বনে করিছে ভ্রমণ,
সংজ্ঞাশূন্য,—যেন এ সংসারে কেহ নাই
তার। কার কুটিলতা-বিষে জর্জ্জরিত
প্রভু তব, প্রভুভক্ত বীর? কেন এত
স্থির? সদা স্থিরতায় পুণ্য নাই। ভাই!
সদা ক্ষমা কাপুরুষে করে। তাই বলি
পুত্রত্বের প্রতিষ্ঠা লভিয়া যাঁর গৃহে
গৃহবাসী তুমি, রঘুবীর, রক্ষা কর তারে।

রঘু। ভাল ভেবে দেখি।

বল। ফের ভেবে দেখি।
রঘুবীর, প্রতিকার্য্যে চিন্তায় যে জন
শক্তির নির্ভর করে, আত্মহত্যা তার
পরিণাম।—

(সখারামের প্রবেশ)

রঘু। এ কি—কে তুমি—ক্ষতবিক্ষত কলেবর, সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা—কে তুমি?

সখা। য'ম বাবা! আমার এখন পরিচয় দেবারও সময় নেই, আর দেখবারও সময় নেই। এখন তুমি কে. বল দেখি বাপধন, যম?

রঘু। আমি রঘুবীর।

সখা। তা হ'লেই ঠিক হয়েছে! তা হ'লে বাপধন যম! তোমার যমদণ্ডটা এই গরীব অনাথের কোমল স্কন্ধে একবার ঠেকিয়ে দাও ত।

রঘু। কেও সখারাম?

সখা। এই যে বাপধনের মুন্সী চিত্রগুপ্তের খাতায় আমার নাম উঠেছে।

রঘু। একি সখারাম! এ প্রকার অবস্থা কেন?—এখানে কোথা থেকে এলে?

বল। কে তোকে সংবাদ দিলে?

সখা। যমের বাড়ীর সংবাদ আবার কে দেয় বাবা? নেয়োত—নেয়োত। তা হ'লে প্রভু আচমন ক'রে এই গরীবের মাথাটার উপর একটু লোভ করুন।

রঘু। তোমার এরূপ অবস্থা কেন?—কোন বিপদের সংবাদ এনেছ কি?—এই বনের ভিতর কেহ কি তোমার প্রতি অত্যাচার করেছে?

সখা। অধম দাসকে আবার ছলনা কেন প্রভু? প্রভু মনিব-ভক্ষণ কার্য্যেই নিযুক্ত আছেন, একদিনের জন্য একটা দাসভক্ষণ ক'রে দেখলে ক্ষতি কি? দাস ব'লে ভয় করবেন না। শাকান্ন ভক্ষণ কার্য্যে এ অঙ্গে যে অস্থি সঞ্চয় করেছিলেম, দু'চার বেটা লেঠেলের অনুগ্রহে সে গুলো আজ ছাতু হ'য়ে গেছে। সুতরাং একবার যদি আপনি গালে তোলেন, তা হ'লে কলাই-ডাল মাখা অন্নগ্রাসের মত, এ দাস অমনি চেনা রাস্তায় চ'লে যাবে, আপনাকে ঢোকটি পর্য্যন্ত গিলতে হবে না।

রঘু। লেঠেল কি?

সখা। আপনার দূত।

রঘু। বল্ তোর এরূপ অবস্থা কেন? বিশেষ যদি আহত হ'য়ে থাকিস্, তা হ'লে এই স্থানে দু-দিন অপেক্ষা কর্।

সখা। সে কি বাবা? আমাকে কি কই মাছ পেলে যে ক্যাজার দিক্‌টা ঝোলে দিয়ে, মুড়োর দিক্‌টে জিইয়ে রাখবে?

রঘু। চ'লে যা পাগলা। এ রহস্যের সময় নয়।

সখা। আর বাবা! তোমার অত্যাচারেই পাগল হ'তে হয়েছে। তিলোত্তমা মূর্ত্তি ধ'রে সুন্দ উপসুন্দ দুটো ভাইকে খেলে! মা ভবানী সেজে শুম্ভ-নিশুম্ভের স্ত্রী দুটোর সিঁতের সিঁদুর মুছে নিলে। সীতা মূর্ত্তিতে রাবণটাকে সবংশে ধ্বংস করলে! পঞ্চস্বামীর আদরিণী—অভিমানে এলান বেণী—আঠার অক্ষৌহিণীর দেহরক্তে জব্‌জবে ক'রে ভিজিয়ে তবে সে বেণী বন্ধন করলে। আর কত বল্‌ব বাবা ধর্ম্মরাজ? ছেলের কাটা মুণ্ড সেজে সিন্ধুরাজের মাথাটা উড়িয়ে দিলে। মুষল সেজে যদুবংশটাকে নস্যি ক'রে ফেললে। আর এই প্রভুভক্ত ভৃত্যের মূর্ত্তি ধ'রে অনন্তরাওকে মুখশুদ্ধি করবার ব্যবস্থা করছ।

রঘু। সে কি রকম?

সখা। আর রকম কি? এই যে স্বচক্ষে দেখে এলুম বাপধন যম!

রঘু। সে কি?

সখা। এই যে বেদানাওয়ালার অনুচর—মাম্‌দো বেটারা দেওয়ানজীকে ধ'রে নিয়ে গেল!

রঘু। সেকি?—কোথায়? কোন্ দিকে?

সখা। এতক্ষণ চাই মাম্‌দোর খপ্‌পরে।

বল। এতক্ষণে যোগ্যস্থানে দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ।

রঘু। শ্যামলী!—শ্যামলী - (শ্যামলীর প্রবেশ) —এই একে নিয়ে গিয়ে—এখনি এর ক্ষতের শুশ্রূষা ক'রে পাঠিয়ে দাও। বিলম্ব ক'র না।

[সখা ও শ্যামলীর প্রস্থান।

বল। আর কেন ভাই? পিতা গেছে যবনের কারাগারে—দেবতা অনন্তরাও অবরুদ্ধ —আর ফিরবে না—উদ্ধার করতে হ'লে রক্তস্রোতে গুজরাট ভাসাতে হয়! অযোগ্য সন্তান আমি—পিতৃরক্ষায় অসমর্থ। তাই তোমার সহায়তা ভিক্ষা করেছিলুম। এখন কার্য্যশেষ। তাই, পিতার প্রতিনিধিত্ব নিজে গ্রহণ ক'রে, আমি তোমাকে আমাদের রক্ষার সকল দায় হ'তে নিষ্কৃতি দিলুম।

(প্রস্থানোদ্যত)

রঘু। যাও কোথায়?

বল। আর তোমার গলগ্রহ হ'য়ে থাকব কেন?

রঘু। হায় উন্মাদ বালক! মৃত্যুমুখে ছোট কেন?

বল। বিজ্ঞতা-আবর্ত্তে প'ড়ে যদি কৃতজ্ঞতা ডুবে যায়, তা হ'লে উন্মত্ততার অপরাধ কি?

রঘু। তোমার দিকে দৃষ্টি রাখি—সে সময় আমার নেই। ফের—আত্মহত্যা ক'র না।

বল। আত্মহত্যার আর বাকী কি?—আমার বৃদ্ধ—সন্তানবৎসল পিতা—তিনিই যখন গেলেন, তখন আমি কই?

রঘু। পিতা তোমার গেল—এ কথা বললে কে?

বল। (অবজ্ঞায় হাস্য) বেশ, না যান—যদি ফেরেন, তখন আবার আস্‌ব।

অজ্ঞান বর্ব্বর ভীরু পুরুষত্বহীন!
আর কেন, ছেড়ে দাও পিতারে আমার।

[প্রস্থান।

রঘু। সত্য কথা! তিরস্কার করিতে আমারে
যা বলিলে ব্রাহ্মণকুমার, প্রতিবর্ণ
সত্য তার! ডুবে বুঝি গেল কৃতজ্ঞতা!
আজীবন বালকত্ব ল'য়ে, যদি আমি
থাকিতাম চিরমূর্খ বর্ব্বর-সন্তান;
উদরপূরণ সার ভেবে, যদি আমি
শুদ্ধমাত্র আহার খুঁজিয়া—কভু চৌর্য্যে
কভু প্রাণিবধে, কভু দাসত্বে, ভিক্ষায়—
যাপিতাম মোর চিরদিন; নগ্নদেহে—
উন্মুক্ত হৃদয়ে—প্রাণ ভরা আলিঙ্গনে
কিম্বা যদি করিতাম পশুরে আপন;
সুখ বুঝি থাকিত আমার! কেন আমি
ব্রাহ্মণে ভজিনু? কেন আমি তাঁর কথা
শুনে, আত্মপ্রশ্ন করিতে শিখিনু? বাধা—
শুধু বাধা—বাধা যেন জীবনে করেছে
ক্রীতদাস। সময়ে কি অসময়ে, ভ্রমে কিম্বা
জ্ঞানে, কার্য্যে কি অকার্য্যে, প্রতিপদে বাধা
বাঁধে দুর্ব্বল চরণ। হে বিধি! সুমতি
দাও মোরে, অহঙ্কার বিচূর্ণ আমার!
বিপন্ন ব্রাহ্মণ—আমি ভৃত্য। বিধিদত্ত
যে শক্তি আমার, হয় ত কণ্টক তার
মূলসহ উৎপাটিতে পারি! নীচগৃহে
জন্ম মোর—আমার কি কাজ জনার্দ্দন?

পঞ্চম দৃশ্য

জাফরের কক্ষ।

জাফর, শৃঙ্খলাবদ্ধ অনন্তরাও ও প্রহরিগণ।

জাফর। পার্‌বে না?

অনন্ত। পার্‌ব না।

জাফর। পার্‌বে না?

অনন্ত। কিছুতেই না।

জাফর। তুমি বন্দী, তোমার জীবন-মরণ এখন আমার হাতে। বৃদ্ধ বয়সে অপঘাত মরণই বুঝি শ্রেয়ঃ বিবেচনা কর্‌লে?

অনন্ত। অপঘাত মরণ আর কামনা করে কে? তবে বৃদ্ধ বয়সে পিশাচের হাতে মর্‌তে হ'ল বটে।

জাফর। তুমি উন্মাদ। এখনও বল্‌ছি, তুমি যদি আমার কথা শোন, তা হ'লে আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পার।

অনন্ত। তুমি যেখানে নবাব, সেখানে দেবলই উপযুক্ত সচিব। অযোগ্যকে আর সে পদ দেবার প্রয়োজন নাই।

জাফর। তুমি হিন্দু হ'য়ে মুসলমান-কন্যাকে গৃহে স্থান দাও, এ তোমার কত বড় বেয়াদবী!

অনন্ত। কি কর্‌ব অদৃষ্ট। রেখে ফেলেছি, এখন আর তাকে ত ত্যাগ কর্‌তে পারিনে।

জাফর। তুমি তাকে জোর ক'রে ধ'রে রেখেছ। তার অনিচ্ছায়, বন্দিনীর ন্যায় তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুর্‌ছ। যদি মঙ্গল চাও, যদি ভীষণ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে চাও, তা হ'লে পরীবাণুকে আবার মুসলমানের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দাও।

অনন্ত। মুসলমান হ'লে তোমার কাছে পাঠাবার কোন আপত্তি থাক্‌ত না। কিন্তু যে নরপিশাচ নিশ্চিন্ত, নিদ্রিত প্রভুর বক্ষে অস্ত্র মার্‌তে পারে, সে কি মুসলমান?

জাফর। জান—বৃদ্ধ! কার সম্মুখে কথা ক'চ্ছ?

অনন্ত। চোরের সম্মুখে। এক জন শক্তিমান্ রাজা, শত্রুদের বিধ্বস্ত ক'রে—রাজ্যে শান্তি-স্থাপন ক'রে—আপনার গৃহে নিদ্রা যাচ্ছিল, ঘৃণিত তস্কর সেই অবকাশে তার সোনার রাজ্যটা অপহরণ করেছে। ঘৃণিত প্রভুঘাতক! তোমায় আর অধিক কি বল্‌ব, এ দেশে মানুষ থাক্‌লে, চোরের যথোপযুক্তই শাস্তি হ'ত! সৌভাগ্য তোমার—রাজ্যে লোক নাই। আমি বৃদ্ধ, চরণ-সঞ্চালনেও অপারগ, নইলে এই মুহূর্ত্তেই পদাঘাতে এই অযোগ্য মস্তক থেকে রাজ্যের ভার অপসারিত ক'রে দিতেম!

জাফর। বদমাস্ কাফের!—(বিনাশার্থ অস্ত্র উত্তোলন) না—এ তোর উপযুক্ত শাস্তি নয়—কৈ হ্যায়!—

(প্রহরীর প্রবেশ)

এই বুড়্‌ঢা বদমাস্ ডাকুকো ঠাণ্ডা গারোদে নিয়ে যাও। কা'ল ফজরে, বাজারের মাঝখানে—সকল লোকের সাম্‌নে, দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে মেরে ফেল। এক কোপে কাট্‌লে মরণের মজা টের পাবে না। যাও—জল্‌দি সাম্‌নেসে লে যাও। কি বল্‌ব, তোর নিজের স্ত্রী নাই; থাক্‌লে, এই এমনি ক'রে (পদাঘাত) তাকে পদদলিত ক'রে বান্দার বাঁদী সাজিয়ে এ অপমানের প্রতিশোধ নিতুম্। যাও—লে যাও।

[প্রহরী ও অনন্তরাওএর প্রস্থান।

(অন্যদিক দিয়া দেবলের প্রবেশ)

দেবল। কি কর্‌লেন জনাব?

জাফর। কিসের কি কর্‌লুম?

দেবল। অনন্তরাওয়ের কি কর্‌লেন?

জাফর। দেয়ালে গেঁথে মার্‌তে হুকুম দিলুম।

দেবল। সর্ব্বনাশ! কর্‌লেন কি? ফিরিয়ে আনুন—জনাব! ফিরিয়ে আনুন।

জাফর। কেন দেবল! ভয় পেয়েছ না কি?

দেবল। ফিরিয়ে আনুন জনাব—ফিরিয়ে আনুন। যতদিন না রঘুবীরকে ধর্‌তে পার্‌ছেন, তত দিন কারাগারে নিক্ষেপ করুন, প্রাণে মার্‌বেন না।

জাফর। ও—সেই রঘুবীর। সেই গোলামের ভয়ে অস্থির হ'য়ে তুমি আমাকে নিষেধ কর্‌তে ছুটে এসেছ?

দেবল। জনাব! যদি মঙ্গল চান, তা হ'লে হুকুম রদ করুন—বৃদ্ধকে প্রাণে মার্‌বেন না।

জাফর। এই রকম প্রাণ নিয়ে তুমি রাজ্য-শাসন করবে?

দেবল। প্রাণ থাকলে ত শাসন! সে রঘুবীর থাকতে কিছু হবে না।

জাফর। হবে না?

দেবল। কিছুতেই নয়।

জাফর। হবে না?

দেবল। কিছুতেই নয়।

জাফর। কৈ হ্যায়—তা হ'লে আর এক দণ্ডও বিলম্ব করছি না। এখনই তাকে ফিরিয়ে তোমারই সম্মুখে তার জীবলীলার অবসান ক'রে দিচ্ছি। কৈ হ্যায়।—(নেপথ্যে হুজুর!) করে-দীকো ফিন্ লে আও।

দেবল। দোহাই জনাব, উন্মাদ হবেন না। রঘুবীর!—সে ভীষণ রঘুবীর!—ইচ্ছে করলে, এখনি ছাত থেকে ঝ'রে পড়তে পারে,—দেয়াল ফুঁড়ে গজিয়ে উঠতে পারে। ফিরিয়ে আনুন—কারাগারে নিক্ষেপ করুন, দেয়ালে গাঁথবেন না,—মারবেন না!—জনাব!—জনাব!

জাফর। কি হ'ল, কি হ'ল!

দেবল। আমি নই—দোহাই, আমি নই।

জাফর। কে তুই?—কে তুই?

(রঘুবীরের প্রবেশ ও দ্বারাবরোধ)

রঘু। চিনিতে কি পার জাঁহাপনা?
আরে আরে! তুমি যাও কোথা?

(দেবল ও জাফরকে ধারণ)

একি, একি! পাপস্পর্শে
পুণ্যদেহ এত কম্পমান? নাও ব'স।
ভয় কেন? সুবিজ্ঞ দেওয়ান, এ রাজ্যের
ভার তব শিরে। কোমলা রমণী-প্রাণে—
পরশিয়া পুরুষের অঙ্গ-সমীরণ,
জাগে যার তরঙ্গতাড়ন, হেন নারী-
বক্ষ বুকে ধ'রে, কভু রাজ্য কি শাসিত
হয় বীর? মৃত্যু দেহ সহস্র-সংসারে।
শোকার্ত্তের করুণ চীৎকারে, ভরায়েছ
গুর্জরের নিস্তব্ধ-গগন। জান ত হে—
সে রোদনে আছে প্রতিধ্বনি? মহাকার্য্যে
পুরস্কার আছে মহাকল? কল ল'তে
কম্পিত অন্তর! ছি ছি বীরবর! দেখ
চারিধারে, কারা ছুটে কাতারে কাতারে
আমারে করিতে আবেদন! জ্ঞানচক্ষু
করি উন্মীলন, চেয়ে দেখ নরাধম!
তীব্র-স্মৃতি ভীম আকর্ষণে, ওই দেখ
শত শত বিগত জীবনে উঠেছে কি
তীব্র কোলাহল! প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—
প্রতিহিংসা গায়। বিষাদ-জলভরা
শোকাশ্রু অঞ্জলি, একবাক্যে ভিক্ষা চায়
প্রতিহিংসা—হত্যা কর জাফর-দেবলে।
দেয়ালে দেয়ালে কোঁটা, হের করে ঢল
ঢল যুগল নয়ন, সুধাধারে ক'রে
আবেদন—পিতৃহীনা—রক্ষা ক'র তারে।
ওই দেখ নবাবের বিমল বদন,
পার্শ্বে তার অমনি ফুটিয়া, আঁখি ঠারে
আমারে দেখায়, শত আদেশের বল
ইঙ্গিতে বাঁধিয়া, শুধু বলে হত্যা কর
জাফর-দেবলে! কি করা কর্ত্তব্য মোর
অনুমতি কর জাঁহাপনা!

জাফর। তুমি?—তুমি রঘুবীর।

রঘু। ভুলে গেছ? আমি রঘুবীর।

জাফর। হত্যা আশে যদি আসা গভীর নিশায়,
এখনই প্রাণ লহ মোর, অন্য কথা
নাহি প্রয়োজন।

রঘু। কোন্ প্রাণে, কি সাহসে
বলিলে যবন! ভোগতৃষ্ণা মিটিল না;
নবাবে মারিয়া ধনে প্রাণে, তবু তব
তৃপ্তি আসিল না;—স্থবির ব্রাহ্মণ, প্রতিপদে
কম্পিত চরণ, নিজের শরীরভারে—
সর্ব্বদা কাতর, যষ্টিতে করেছে
ভর,—প্রতিক্ষণে বসিয়া রয়েছে বৃদ্ধ
মৃত্যু প্রতীক্ষায়, তবু তারে ঘরে রেখে
মন বুঝিল না!—এমন প্রাণের মায়া!
বুঝিয়াছ বৃদ্ধে অসহায়, স্থির জান
বাঁচন মরণ তার তোমার কৃপায়,
তবু, চুরি ক'রে এনেছ তাহারে! এত
ভীত! এমন জীবনে মায়া!—প্রাণ দিতে
কোন্ প্রাণে বলিলে জাফর? একদিন
যে সাগরে ছিলে ভাসমান, সে সিন্ধুর
নাহি ছিল সীমা। নর্ম্মদায় আবর্ত্তের
পাকে পাকে ঘুরে, কণ্ঠায় কণ্ঠায় বহে

পশেছিল জল, সে সময় মৃত্যু যদি
করিতে কামনা, সাজিত তখন। শেষে
হতভাগ্য নবাবের বিশ্বস্ত নিদ্রায়—
এ হেন গভীর নিশা করিয়া আশ্রয়—
আশাতরু করেছ রোপণ। ফল তার
করিছ ভক্ষণ। এ সময় জাঁহাপনা,
মরণ কামনা? ভীরু! মেষের সংহারে,
উদ্‌যোগ হয় না প্রয়োজন।

জাফর। তাই যদি, তবে কেন চৌরভাবে
পশিলে আমার ঘরে?

রঘু। পুরস্কার দিবে বলেছিলে, তাই
আসিয়াছি—আসিয়াছি ল'তে পুরস্কার।
এ কণ্টক বাঁচিলে পরাণে, নিরাপদে
রাজ্যভোগ হবে না তোমার। রাজ্যভোগ
যদি চাও, আগে নিষ্কণ্টক হও! লও—
এই লও ছুরিকা ভীষণ! যে কণ্টকে
হিন্দুস্থানে, কত দস্যু বিদ্ধবক্ষ হ'য়ে,
ছেড়ে দেছে দস্যু-ব্যবসায়, আগে তারে
ফেল উপাড়িয়া। ধর ধর্ম্ম-অবতার।
ধর ধর, কাঁপে কেন কর? ত্বরা মোরে
দাও পুরস্কার। তোমার জীবন রেখে
প্রভুদ্রোহী আমি। আমার উচিত শাস্তি—
তব করে প্রাণ-বিসর্জ্জন।

জাফর। রঘুবীর!
ক্ষমা কর মোরে।

রঘু। বল তবে কোথা প্রভু মম? সে যে
হে সর্ব্বস্বত্যাগী—তারে কেন ধরিয়া
আনিলে?

জাফর। কই হ্যায়?—(নেপথ্যে হুজুর!)
—ব্রাহ্মণকো জল্‌দি খোলসা দেকে হিঁয়া লে আও।

(প্রহরিগণ কর্ত্তৃক অনন্তরাও ও বলদেবকে আনয়ন)

জাফর। দেবল! বন্দী শৃঙ্খল-মুক্ত হ'ক্।

(প্রহরিগণ কর্ত্তৃক শৃঙ্খল মোচন)

বল। দাদা! দাদা! আজ বড় আনন্দের দিন। প্রতিশোধের এই সময়। দুরাত্মা বেইমান!—

(পদাঘাত)

রঘু। কি কর—কি কর,
আত্মহারা—উন্মত্ত যুবক!

অনন্ত। বালক—বুঝতে পারেনি—অপমানে জ্ঞানশূন্য। নবাব। ক্ষমা কর। রঘু, চ'লে এস; নরাধম পুত্র এমন উদ্ধত!

[রঘুবীর, অনন্ত ও বলদেবের প্রস্থান।

দেবল। জনাব! বড় লেগেছে কি? জনাব, জনাব!

জাফর। দূর হ' কাপুরুষ! সামনে থেকে এখনি দূর হ'। (পদাঘাত)

[গড়াইতে গড়াইতে দেবলের প্রস্থান।

ওঃ—এত অপমান! কি করি, কি করি? ওই কীটাণুকীটের অপমান উদরস্থ ক'রে আমাকে রাজ্য করতে হবে।—তার চেয়ে মৃত্যু ভাল। এই পশ্চিমে চেয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, যদি এই কীটদংশন হ'তে অব্যাহতি পাই, তবেই এ রাজত্ব করব, নইলে যে ফকির ছিলুম, সেই ফকির হব। প্রতিজ্ঞা করলুম—অনন্তরাওয়ের সম্পর্কে যে কেউ থাকবে, তারেই মেরে ফেলব। রঘুবীর—কে রঘুবীর? কিসের জীবন রক্ষা?—তার জন্য এত অপমান—এত লাঞ্ছনা! কিছু রাখব না—অনন্ত রাওয়ের সম্পর্কে কিছু রাখব না। কিছু নয়—উপকার কিছু নয়। দুরভিসন্ধি—সয়তানী—মারো—মারো, কাফের মারো।

চতুর্থ অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

কুটীর-প্রাঙ্গণ।

রঘুবীর ও শ্যামলী

রঘু। সদা ভয়—কখন কি করি। দস্যুগৃহে
জন্ম মোর,—কঠোরতা—জীবনের বীজ
উপাদান। সদা ভয়—আপনা হারায়ে
কবে কার সর্ব্বনাশ করি। জন্ম সঙ্গে
জন্মেছে যে নীচ নিষ্ঠুরতা—জন্ম সঙ্গে
পেয়েছি যে শোণিতের তৃষ্ণা—হিংস্র দন্ত

জ্ঞান-আবরণে, অনাদরে এতকাল
অর্দ্ধমৃত প'ড়েছিল হৃদয়ের মাঝে।
কিন্তু হায়! মরণ ত হ'ল না তাহার।
গগনের সীমাপ্রান্তে বিষম বাত্যায়
উত্যক্ত সিন্ধুর কোলে, উন্মত্ত তরঙ্গে
ব্যবচ্ছিন্ন ফেনিল নর্ত্তন, যেই মত
মাঝে মাঝে দূরে—অতিদূরে শ্যামচ্ছায়া-
বিলসিত বেলাভূমি দেয় কাঁপাইয়া,
পিশাচের আচরণ যায়, হৃদয়ের
নিভৃত গুহায়,—নিদ্রালসা প্রতিহিংসা-
প্রবৃত্তি আমার, সেই মত তুলে বুঝি
বিষম ঝঙ্কার!—এইবার শোন্ বোন্!
বলদর্পে সে চাহিবে চারিধার,—সে কি
প্রবোধ মানিবে আর? ক্ষুধিত শার্দ্দূল,—
সে কি হরিণীর আকর্ণ-বিশ্রান্ত চোখে
নিরখিতে বিধাতার তুলির কৌশল
নিশ্চল বসিয়া রবে?—কি করি শ্যামলী?

শ্যামলী। চিত্তের প্রশান্তি লাভ সে ত বিধাতার
করুণায়। কর্ম্মক্ষেত্রে করি অবস্থান,
আজন্ম তুষার ভরা স্থির হিমাচল
হৃদয়ের পঞ্জরে পঞ্জরে জ্বালামুখী
বায়ুকণা আজীবন রয়েছে মাখিয়া।
উষ্ণ নয়নের জলে তার, জন্মিয়াছে
কত শত উষ্ণ প্রস্রবণ। শান্তি চাও,
কর ভগবানে আত্মসমর্পণ। তাঁরে
স্মরি, পথ চ'লে যাও। পথের কণ্টক—
শিরীষ কুসুমরাশি সম—সন্তর্পণে
নিষেধিবে ব্যথিত চরণ। আগে হ'তে
তবে কেন চিন্তান্বিত ধীর?

মধু। অন্ত মনে
যদি প্রাণে ক'রে দিই অনল সংযোগ,
বারুদের কণামত, বিষম প্রচণ্ড
বিস্ফারণে, ব্রাহ্মণ-নির্ম্মিত এই হৈম
(হৃদয়ে হস্ত দিয়া)
অট্টালিকা, মুহূর্ত্তে কি চূর্ণ হ'য়ে যাবে?
একদণ্ডে হব কি দানব? একদণ্ডে
জীবনের এত মধুরতা, নিমজ্জিয়া
দিব কি হে অনল-সাগরে? তমোরাশি
সম্মুখে আমার,—যেন যাই—কোথা যাই!
মনের নিবৃত্তিশূন্য অদম্য গমন
যেন কিরিতে ভুলিয়া গেছে। যেন
বাধা দিতে, তটিনী হয়েছে পথরেখা।
মরুভূমি কোমল শ্যামল তৃণভরা—
দৃষ্টির আকর্ষী সম নন্দন-কানন।
কঠোর নির্ম্মল শিলা চরণ-পরশে
গ'লে যেন শিশিরে হয়েছে পরিণত।
বল দেখি প্রাণময়ী! এমন যতনে
জীবনের খাদ্য আহরিয়া, অবশেষে
ম'রে যাব ক্ষুধায় তৃষ্ণায়?

শ্যামলী। ভীলনারী—
শাস্ত্রজ্ঞানহীনা। তবে, তোমার চরণ-
প্রান্তে ব'সে, যা কিছু শিখেছি এতদিন,
তাতে মোর এই মাত্র জ্ঞান—এ সংসারে
কেহ কারে করে না সংহার। প্রাণ বধে
নিজহস্তে প্রাণ-অধিকারী। প্রাণ রাখে,
যে ধীর বুঝেছে ভাল প্রাণের মমতা।
অতৃপ্ত হইতে প্রাণ এসেছে ধরায়,
অতৃপ্তিই সাধ তার! মায়ের আদরে
পুষ্ট, দুষ্ট শিশু যথা নিত্য নব তুলে
আবদার, মায়ের প্রহার-লোভে, নিত্য
নব নব আকিঞ্চনে, জননীরে করে
জ্বালাতন—প্রাণও তেমন, ক্ষীর মুখে
দিলে চায় নিম্বের আস্বাদ! নিম্ব দাও—
অতৃপ্তি দেখাবে তার মুখের বিকারে।
ফল কথা, আত্মতৃপ্তি ছায়া-মরীচিকা।
তৃপ্তি যেথা, গতির নিবৃত্তি সেথা। তাই
দেখি, তৃপ্তি তৃপ্তি ক'রে উন্মত্ত জীবন-
স্রোতে, নিত্য অভিনব উঠিছে তরঙ্গ।
তাই দেখি, তৃপ্তিলোভে সর্ব্বস্ব করিয়া
দান, কেহ আরো দানে করে আকিঞ্চন।
অসমর্থ সর্ব্বত্যাগী চারু করতলে
অবশেষে ভোগ করে বিস্ফোট-যাতনা!
তৃপ্তি লোভে কেহ করে জীবন সংহার,
কেহ রাজ্য দেয় ছারখার! পিতৃহীন
বালকের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া, দেয় তারে
শ্যামতৃণে সুন্দর আসন—শির'পরে
নীলাকাশ চারু আচ্ছাদন! তৃপ্তি লোভে
কেহ বা রাজত্ব করে, কেহ বা দাসত্ব
ক'রে জীবন কাটায়। যা তোমার লাগে
ভাল, তাই কর ভাই! আমি শুধু এই

চাহি অনুমতি, আমার যা ভাল লাগে,
আমারে করিতে যেন ক'র না নিষেধ।
এইমাত্র আমি বুঝি—শাস্ত্রমতে প্রভু
যদি পরম দেবতা, প্রভুরক্ষা যদি
ধর্ম্ম হয়, তবে অন্নদাতা জ্ঞানদাতা
পবিত্র ব্রাহ্মণ-অঙ্গে বেষ্টনী হইয়া
স্থিতি, কার্য্যই তোমার।

রঘু। তাই বটে বোন্!
কিন্তু বর্ম্ম করে না ত অস্ত্রের প্রহার!
নীরবে প্রভুর গায় সংলগ্ন হইয়া
শুধু সে প্রহার সহ্য করে।

শ্যামলী। শুনিয়াছি
ধর্ম্মের রক্ষণে, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী
প্রাণী, মুহূর্ত্তে মিলায়ে গেছে কুরুক্ষেত্র-
সমর-সাগরে। নিজে ভগবান্ কর্ম্মী—
সারথির রূপে ধর্ম্মরথে আরোহিয়া,
আপনি দেখিলা প্রভু সহাস্য বদনে
ষট্‌ত্রিংশ অক্ষৌহিণী আঁখি-নিমীলন!
তবে তুমি কেন পারিবে না? ব্রাহ্মণের
জীবন রাখিতে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার তরে,
যবন—যবনাধম জাফর দেবলে
যদি ধরা হ'তে দাও পাঠাইয়া, তাতে
পাপ কিবা?

রঘু। তবে বোন্, শোন অবধানে।
একদিন নর্ম্মদার ভীম গ্রাস হ'তে
রেখেছিনু দুরাত্মা সে জাফরের প্রাণ।
একদিন নিদাঘ সন্ধ্যায়, ক্ষুদ্র এক
তরণী সুন্দর, দেখিলাম আসিতেছে
তটিনীর পারে। সহসা উঠিল ঝড়।
প্রবল বাত্যায় নিমেষে ডুবিয়া গেল
তরী। দৈববশে ছিনু তার তীরে। চেয়ে
দেখি, নর্ম্মদার জলে, তরঙ্গের ভীম
কোলাহলে জীবনে-মরণে টানাটানি—
মায়া আর নিয়তির ভীষণ সংগ্রাম।
রণরঙ্গে আহ্বানে স্ফালনে, ঘোর রবে
ফেনিল-বদনা ভীমা নর্ম্মদা প্রকৃতি
আর্ত্তনাদ করিছে মজ্জন। হেরি আমি
সে দৃশ্য ভীষণ, রহিতে নারিনু স্থির
তীরে। ভবানী স্মরণ করি পড়িলাম
উন্মত্ত সলিলে। কিন্তু হায় সে তরঙ্গ
বাধা ঠেলে উপনীত হইতে হইতে,
তরঙ্গিনী গ্রাসিল সবারে। বহু কষ্টে
শুধু মাত্র একেরে বাঁচানু। সে তোমার
দুরাত্মা জাফর। ফল-ব্যবসায়ী বেশে
সবে মাত্র এ অভাগ্য দেশে তার সেই
পদার্পণ। বল ত শ্যামলি! প্রাণময়ী
মন্ত্রি-স্বরূপিণী তুমি, প্রত্যেক কার্য্যের
মোর অর্দ্ধ-ফলে তব অধিকার। ভেবে
বল ত শ্যামলি! প্রকৃতি আপনা হ'তে
যে কার্য্য সাধিতে গেল, আমি কেন বাধা
দিনু তারে? নর্ম্মদার উন্মত্ত সলিল
যে সময় নরাধমে গ্রাসিতে ছুটিল,
পাষণ্ডের প্রাণ নিরখিয়া, গুর্জ্জরের
রক্ষাকার্য্যে প্রহরিণী—সতর্ক তটিনী
যে সময় শত্রু আক্রমণ তরে অস্ত্র
ধরেছিল, আমি কেন করিনু উদ্ধার?
আমারে দেখিতে পেয়ে, লজ্জিতা প্রকৃতি,
আমারে কি দিয়ে গেল বিনাশের ভার?
প্রাণ রেখে প্রাণহত্যা করিব কেমনে?

শ্যামলী। তবে চল, রাজ্য ছেড়ে এত দূরদেশে
চ'লে যাই, যেথা পঁহুছিতে না পারিবে
দুরাত্মার করের প্রসার।

রঘু। তাই চল।
হৃদয়স্থ হৃষীকেশ! ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি
জান প্রভু!—শুধুমাত্র সাহস ভিক্ষায়
পদপানে আছি তাকাইয়া। কিন্তু কই
দেখা ত দিলে না প্রভু?—
বোঝা ত হ'ল না?
সাহস ত এলো না আমার?—নহে এই
দণ্ডে মুণ্ড ছিঁড়ে দুই দুরাত্মার রক্ত-
রাগে জবাপুষ্প সম, তব পাদপদ্মে
প্রভু, দিতাম অঞ্জলি!—তখন শ্যামলী!
মহাপুণ্য-অর্জ্জন-বিশ্বাসে, স্ফীত-বক্ষে
দম্ভভরে চলিতাম ধরণীর বুকে।
কিন্তু হৃষীকেশ—কোথা বোন্ হৃষীকেশ?
বর্ব্বর হৃদয়-মধ্যে যদি স্থান তার,
তবে কেন এ সংসারে জাতির প্রভেদ
এত? কেন—শুধুমাত্র ঘৃণার অর্জ্জনে—
কেন আমি ভীলনারী-জঠরে পশিনু?
এক কার্য্য—এক রক্তপাত, তবে আমি

কেন দস্যু হই, আর ধরণী-ঈশ্বর
কেন্ পাঁয় পুষ্পমালা প্রতিমূর্ত্তি গলে?
হ'ল না শ্যামলী, চ'লে চল! নারী তুমি—
মানবের স্নেহ সনে বাঁধিতে জীবন
সুধা দিয়ে পাঠায়েছে বিধাতা তোমায়—
বিধাতার চরম কল্পনা, তুমি যদি
না আসিতে, জনমের সঙ্গে সঙ্গে, ধরা
যেত রসাতলে।—নারীমুখে জিঘাংসার
কথা!—না শ্যামলী, চল যাই অন্য পথে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন।

শ্যামলী ও ছলিয়া।

শ্যামলী। ওরে মিন্সে! ঠাওরাচ্ছিস্ কি বল্ দেখি?

ছলিয়া। তুই ঠাওরালি কি বল্ দেখি?

শ্যামলী। ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে ত ভাই আমার উন্মাদ।—ও হ'তে ত কিছু হয় না। ওর ওপর নির্ভর করলে ত বামুনের সর্ব্বনাশ হয়।

ছলিয়া। রঘু মহারাজ যদি কিছু না করে, তা হ'লে আমরা কি কর্ব?

শ্যামলী। তবে কি, ক্ষমতা থাক্তে, প্রতীকারের শক্তি থাক্তে ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হবি?

ছলিয়া। কি কর্ব বল্?

শ্যামলী। আমি বলি—দেশে থেকে আমাদের ভীল ভাইদের নিয়ে আয়। নইলে এ অত্যাচারের দমন হবে না।

ছলিয়া। আন্লেই কি প্রতীকার হবে?

শ্যামলী। এই ত আমার বিশ্বাস।

ছলিয়া। তবে এনেছি।

শ্যামলী। সে কি?

ছলিয়া। তবে ঠাওরাচ্ছিস্ কি?—আমি কি রঘুয়া মহারাজের মতন পাগল নাকি? রঘুয়া মহারাজ বামুন হ'য়ে গেছে, আমরা ত আর হই নি। আমাদের দেহের ভীল-রক্ত অত্যাচার সইতে জানে না। অত্যাচারের নাম শুন্লে, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়।—আমি কি চু ক'রে আছি?

শ্যামলী। সত্যি?

ছলিয়া। জাত-ভাইদের দিয়ে বন ভরিে রেখেছি।—এখন সব লুকিয়ে আছে, কিন্তু দরকা হ'লে পিল্পিল্ ক'রে বেরিয়ে দেশ নাস্তানাবুদ ক'রে ফেল্বে।

শ্যামলী। ছলিয়া! সামান্যা রমণী আমি, কিন্তু মনে মনে আমার বড় অহঙ্কার—ভাই আমার রঘু-বীর—স্বামী আমার ছলিয়া। ছলিয়া! দর্প ক'রে এক অবলা আর এক অবলার ভার নিয়েছে। আমি দর্প ক'রেই নিশ্চিন্ত, কিন্তু দর্পরক্ষার ভার যার, সে আমার সম্মুখে।

ছলিয়া। আমি আগে একটি কথাও কইছি না,—দেখি না রঘুয়া মহারাজের ধর্ম্ম কি করে! যেই দেখব গতিক খারাপ, অমনি টপ্ ক'রে দিল খুলে দেব।—দেখব কোন্ বেটা শয়তান কেমন ক'রে মনিবের কাছে আসে!—কিন্তু আগে কিছু কর্তে পারব না শ্যামলী। ভয় করে—পাছে গুরু রাগ করে। গুরুর ক্রোধ—শ্যামলী! মনে হ'লে গা শিউরে উঠে! গুরুবাক্য অবহেলার ভয় যদি না থাকৃত, তা হ'লে কি বেটা নেড়ে মনে মনেও পরীকে পাবার কামনা কর্তে পারে? মনের ভেতর পরীর কথা না উঠতে উঠতে, বেটার মনে ভোজালি পুরে দিতুম না। বেটা লোহার সিন্দুকে থাক্লে, তার ভেতর সিঁধ লাগাতুম। কি বল্ব রাঙা বউ!—হাত পা বাঁধা—ম'রে আছি।

শ্যামলী। চুপ কর্—দাদা আস্ছে।

ছলিয়া। তা হ'লে আমি পালালুম। আমার ওপর দু'খানা ডুলি আন্বার হুকুম হয়েছে।—দেখিস্—আমি যা বল্লুম, যেন তোর দাদাকে বলিস্নি।

শ্যামলী। তুই কি পাগল! [ছলিয়ার প্রস্থান।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। ছলিয়া ছেল না?

শ্যামলী। ছেল—এখন ডুলির চেষ্টায় গেল।

রঘু। সে ত অনেকক্ষণ বলেছি, এতক্ষণ তা হ'লে করছিল কি?

শ্যামলী। হাঁ দাদা! দুখানা ডুলি আন্তে বললি যে?

রঘু। একখানা বাবার জন্য, একখানা পরীর জন্য। বলদেব হেঁটে যাবে—অশক্ত দেখলে কাঁধে নেব।

(পরীর প্রবেশ)

পরী। পরী তোমার ডুলিতে চ'ড়ছে না।

রঘু। না হ'লে যেতে পারবি কেন?

পরী। পরী তোমার—ওই উচু পাহাড়ের ওপর তিনবার খড়া বেয়ে উঠেছে, ওখান থেকে তিনবার ঝাঁপ খেয়েছে। তোমার পরী আর সে পরী নেই।

রঘু। বলিস্ কি!—পরীকে এ সকল বুদ্ধি দিলে কে? তুই বুঝি?

শ্যামলী। আর কি করি? তোমরা হ'চ্ছ বামুন মানুষ—সাধু লোক। আমরা হচ্ছি ভীল। অত সাধুগিরি আমাদের ধা'তে সয় না। কি বলিস্ বোন্? কাজেই একটু লাফালাফি ছুপোছুপি, হ'ল বা লাঠিটে, হ'ল বা সড়্ কীটে চালাচালি শিখতে হয়। হ'ল বা খানিকটে মল্লযুদ্ধই করলুম।—তোমরা এখানে নেই, এমন সময় হঠাৎ অবলা মনে ক'রে যদি নেড়ে বেটার কোন সেপাই শান্ত্রীই ধরতে আসে, তা হ'লে তার চুলের মুটীটে ধ'রে বার কতক হয় ত ঘোরপাকই খাইয়ে দিলুম।

রঘু। বলিস্ কি, অবাক্ করলি যে!

পরী। বোন্ যতটা বলছে, তত নয়—তবে কিছু কিছু দৌড় ঝাঁপটা শিখেছি বটে।—আর শিখেছি আত্মরক্ষা! দাদা! প্রাণের যাতনায় নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলুম। দীননাথ কৃপা করেছেন—আমার মনের কথা ভগিনীকে ব'লে দিয়েছেন। শ্যামলী আমাকে আত্মরক্ষা শিখিয়েছে। সম্মুখে আমার গুরু। গুরুকৃপায় পিশাচের আক্রমণকে তুচ্ছ করবার হৃদয়বল সংগ্রহ করেছি। তোমার পাগলিনী ভগিনী এখন অসমসাহসিনী—লজ্জায় ভাই তোমায় বলতে পারিনি।

শ্যামলী। পরীক্ষা চাও- দিতে প্রস্তুত আছি।

রঘু। আর পরীক্ষার কাজ নেই, বুঝতে পেরেছি। লজ্জা কেন পরী? ভবানীর শ্রীচরণপ্রান্তে তোদের ফেলে রেখেছি। মা নিজে প্রতীকারের ব্যবস্থা করেছেন। শুনে আমি এক মুহূর্ত্তে সহস্র মাতঙ্গবলে বলীয়ান্—আমি নিশ্চিন্ত!—তবু সাবধান! আমরা যখন না থাকব, তখন এ স্থান কোনমতেই ত্যাগ ক'র না।

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্যপথ।

মন্নু ও ছুলিয়া।

মন্নু। কোথায় ছুলিয়া?

ছুলিয়া। ডুলির চেষ্টায় গাঁয়ে যাব।

মন্নু। আর যেতে হবে না—ফের্।

ছুলিয়া। কেন বল্ দেখি!

মন্নু। এবারে ব্যাপার কিছু কঠিন।—কাতারে কাতারে সৈন্য নিয়ে নিজে জাফর এসে বন দখল করতে আসছে।

ছুলিয়া। দেখেছিস্?

মন্নু। প্রথমে লোকমুখে শুনলাম যে, ডাকাত ধরবার জন্য নবাব সৈন্যসামন্ত নিয়ে আসছে।—কোথা ডাকাত? এই বনে। কে ডাকাত? তা বলতে পারলে না—সন্দেহ হ'ল, বনে ঢুকে এক প্রকাণ্ড শাল গাছের ডগায় উঠলুম। উঠে দেখি, কাতারে কাতারে সেপাই। পেছনে জাফর,—এক হাতীর ওপর। সঙ্গে তঞ্জাম—সুন্দর ক'রে সাজান।

ছুলিয়া। কত লোক বোধ হ'ল?

মন্নু। সে অসংখ্য! দেখে মাথা ঠিক রইল না—নেমে পড়লুম।

ছুলিয়া। তবু আন্দাজ?

মন্নু। পাঁচ হাজারের ত কম নয়—এই এত বড় বনটা ঘেরাও করতে হবে -তুই বুঝে দেখ্ না!

ছুলিয়া। আমরা ত সবে ছশো জন—তা হ'লে উপায়?

মন্নু। ধর্ম্মযুদ্ধ যদি করতে চাও রে ভাই, তা হ'লে ছুনিয়াকে জন্মের শোধ সেলাম কর। আর অধর্ম্ম যুদ্ধ যদি করতে বল, তা হ'লে ও পাঁচ হাজার কেন অমন দশ হাজারকে দেশত্যাগী করিয়ে দিতে পারি।

ছুলিয়া। তাই ত, পিশাচের সঙ্গে পিশাচেরই আচরণ—খুনোখুনীতে, আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কেন! নিরপরাধ ব্রাহ্মণের সুখের পথে কণ্টক। যেমন

ধ'রে পারিল খুন কর্। হয় অধর্ম—হোক্। আমরা ধর্ম চাই না—প্রাণ চাই।

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। ছিঃ! ও কথা কি কইতে আছে—ধর্ম চা'স না! ধর্মহীন প্রাণ—সে প্রাণের অস্তিত্ব কই?—অধর্মে পিশাচ নাশ—সে কি আমার ভাই জানে না? অধর্মে কার্য্যসাধন—সে ত কোন্ কালে হ'ত। তা হ'লে তোদের প্রয়োজন কেন? ধর্ম-রক্ষার জন্য না, ভাই আমার, তোদের মুখ চেয়ে আছে। ধর্মরক্ষা কর্—চুলিয়া! আমার গর্ব্বের ঘরের দীপ নির্ব্বাণ করিস্ নি!

চুলিয়া। বেশ—মন্ন,! সবাইকে তূণ বাণ নিয়ে সুবিধামত এক একটা গাছে উঠে থাক্‌তে বল্। আমি রঘু মহারাজের অনুমতি নিয়ে আসি।

মন্ন,। বেশী বিলম্ব করিস্ নি।

চুলিয়া। তাই হোক্—তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্, তা হ'লে হাসিমুখে বিদায় দে। একদিকে পাঁচ হাজার, অন্যদিকে কেবলমাত্র দু'শো। না ফেরাই ধ'রে রাখ শ্যামলী!

শ্যামলী। যিনি ধর্মরক্ষাকর্ত্তা, তাঁর ইচ্ছা। প্রাণ ত যাব ব'লে পা বাড়িয়ে আছে। তাই বিচ্ছেদের ভয়ে আমার দেবতাকে প্রাণের সমস্ত কামনার সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছি। এ ক্ষণভঙ্গুর দেহ—বল্‌তে প্রাণ কাঁপে চুলিয়া!—এই সোনার দেহ ভগবানের আশ্রয়যোগ্য স্থান—বল্‌তে পারছি না—ভগবান্ বল দাও—যদিই ভাঙ্গে প্রাণেশ্বর!—আমার এই মাটীর বলয় যেন বজ্রতুল্য কঠিন হয়, আমার এই শাঁখের সিঁদূর যেন বরুণের ভাণ্ডার রঞ্জিত করে!

[প্রণাম ও প্রস্থান।

চুলিয়া। এত করিল যে তার, এত উপকার,
এত মহাধর্ম শিক্ষাদানে তবু যদি
মহাপাপ পাপ নাহি ছাড়ে, ডুবে যা রে
মানব-জীবন! ধর্মবলে নাহি যদি
বল, হতবিধে! ধর্মকার্য্যে বিষ যদি
ফল, কেন সৃষ্টি করেছিলে মহেশ্বর?
ধর্ম যদি শাস্ত্রের সম্বল, কেন তবে
মহাকার্য্য-অবতার মানব রচনা?

চতুর্থ দৃশ্য

কাননমধ্য।

রঘুবীর।

রঘু। নিস্তব্ধ সকল স্থান—স্তব্ধ অত্যাচার।
এ কি! প্রলয়ের পূর্ব্বক্ষণে প্রকৃতির
স্তব্ধতা ভীষণ! ক্ষীণ মৃদু সুধাগন্ধে
বহিছে মলয়—ক্ষীণ হাসি মাখিয়াছে
এ অরণ্য অন্ধকার-মুখে। আকাশের
আলোক নির্ঝরে, তরু-অঙ্গ সোহাগিনী
অতুল আনন্দময়ী লতা! হে শঙ্কর!
দৃষ্টি দাও—দৃষ্টিহীন ঘুরিতে সংসারে,
তোমার মঙ্গল মূর্ত্তি নিমেষের তরে
দেখিতে পাইনি অবসর।—দৃষ্টি দাও—
হে প্রভু, অশুভ ভরা মরীচিকা শিরে
একবার করুণার ফুলটি ভাসাও।
দূর থেকে দেখে যাই চ'লে, দূর থেকে
হাসিতে হাসিতে ডুবি অতলের তলে।

(চুলিয়ার প্রবেশ)

কোথা হ'তে? কি সংবাদ? ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রু
কেন আসিলি চুলিয়া?
চুলিয়া। মহারাজ! মুখে
নাহি সরে বাণী। কৃপাণ বন্দুক করে
কাতারে কাতারে, ছুটে সৈন্য চারিধারে—
ঘেরেছে সমস্ত বন। জাফর করেছে
পণ—একসঙ্গে সবারে ধরিয়া দিবে
ভীষণ মৃত্যুর মুখে। খণ্ড খণ্ড করি
অস্ত্রে, অঙ্গে অঙ্গে দেখিয়া কম্পন, তবে
সে নিবৃত্ত হবে দুরাত্মা যবন। এক
প্রাণী রাখিবে না প্রাণে! সমস্ত গুর্জ্জরে
ইস্তাহারে করেছে ঘোষণা—রঘুবীর
দস্যুদলপতি। তাই আজ দস্যুদলে
করিতে সংহার, অগণ্য-বাহিনী সঙ্গে
আপনি জাফর এসে ঘেরিয়াছে বন।
রঘু। অপূর্ব্ব সুন্দর ফুল ফোটালে শঙ্কর!
তীব্র কি মধুর গন্ধ বুঝিতে আঘ্রাণে,
সমস্ত নিশ্বাস বুঝি যায় ফুরাইয়া।

গতিহীনা অবলা রক্ষার, শুধু
মায়ের অস্তিত্বে আছি, শৃঙ্খলে আবদ্ধ
হস্ত পদ—বন্দী মত লৌহ কারাগারে।
বল্ রে কেমনে রক্ষা করি?

ছুলিয়া। চিন্তান্বিত—
কেন গুরু? আছে শিষ্য সম্মুখে তোমার!
শিখিয়াছি রণ-বিদ্যা তোমার কৃপায়,
শিখিয়াছি বীর ব্যবহার। নাহি ডরি
যদি আসে আপনি শমন। অনুমতি
কর একবার—ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিই
যবনের সেনা।

রঘু। এ যে অসম্ভব ভাই!

ছুলিয়া। বুঝি না সম্ভব অসম্ভব। শীঘ্র দাও
অনুমতি! গুরুকৃপা করিয়া সম্বল
উন্মত্ত সাগর-জলে পড়ি ঝাঁপ দিয়া।
তরঙ্গের মস্তক কাটিয়া, একদণ্ডে
ক'রে দিই সিন্ধুনীর স্থির।

রঘু। যুদ্ধ যদি
দিতে পার, হও অগ্রসর। কিন্তু হায়
নাহি জানি, কি হৃদয়-বলে, কোন্ দৈব-
শক্তিপরে করিয়া নির্ভর, প্রজ্বলিত
অনল-শিখায়, একা পতঙ্গ সমান
ছুটেছ ছুলিয়া!

ছুলিয়া। গুরুকৃপা মহাশক্তি!
উন্মাদ ভেব না মোরে হে ধীমান্! দিব
বাধা সম্মুখ সমরে। পশুমত জীবহত্যা
তরে, পশুমত গুপ্তভাবে গৃহে
প্রবেশিয়া, নিশ্চিন্ত নিদ্রিত শত্রু-বুকে
খুরধার কৃপাণ বিঁধিতে, আসি নাই
ল'তে অনুমতি। রণে যাব মহারাজ!
আশিস্ করহ মোরে দান।—

রঘু। নিরুপায়,
ভাই আজ্ঞা দিলাম তোমারে। কিন্তু ভাই
সাবধান!—স্নেহ মায়া মমতা আদরে
তোমরা সবাই মিলে, আমার প্রাণের
চারিধারে র'চেছ যে নন্দন-কানন,
কুসুম ফুল-মধু-গন্ধে ছাইয়া গগন,
করিয়াছ মোরে ভাই বিশ্ব-অধিকারী।
ক্ষুদ্র কণা, তড়িত লতিকা সম, ক্ষণ
পরশনে, সোনার আবাস মোর, ক'রে
দিবে ক্ষার।—সাবধান—

ছুলিয়া। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। কি হ'ল কি হ'ল? ভাই!

রঘু। শ্যামলী! শ্যামলী!
এ প্রচণ্ড অনল-সাগর—ঘন ভীম
প্রভঞ্জনে মুহুর্মুহু অনন্ত স্ফুলিঙ্গ-
আলোড়ন! অতি ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত
সর্ব্বনাশী তুই কেন মরিতে আসিলি?
শ্যামলী—শ্যামলী! আর নয়! অসম্ভব
জীবন সাধন—অকারণ প্রাণনাশ
দেখিতে না পারি মায়া দিয়ে বিসর্জ্জন,
চল্ বোন্—চল্ তোরে দেশে রেখে আসি।

শ্যামলী। একা যাব?
একা নাহি যাব। স্থান ত্যাগ
যদি ভাই সঙ্কল্প তোমার, চল সবে
দেশে যাই। বিরাম লভিতে যদি
থাকে আকিঞ্চন—মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়।
আছে সাজান বাগান, বিশ্রামের বিধি-
দত্ত স্থান—বিধিদত্ত আবরণে ঘেরা।
হেথা ঘন মানুষের বন, সেথা গাছ
গুল্মলতা। হেথা, গাছে গাছে জড়াইয়া
ভীম অজগর কুটিলতা, হৃদয়ের
সার শুধু করিতে ভক্ষণ, প্রতিক্ষণ
লোলুপ দৃষ্টিতে আছে চেয়ে। সেথা, কয়
গাছে? আর কি তাদের শক্তি আছে, যোঝে
ধনুর্দ্ধরা ভীল-নারী সনে? হেথা, প্রতি
হৃদি কোটরে কোটরে হিংসা দ্বেষ ঘৃণা
ফণাধর, মানুষের প্রতিপদক্ষেপে
উঠিছে গর্জ্জিয়া। সেথা আছে—কিন্তু তারা
মন্ত্রৌষধি মানে। হেথা চিরপ্রজ্বলিত
দাবানল, ধূ ধূ ধূ ধূ অনল-শিখায়
শুধু কি শরীর করে ক্ষার? সংক্রামক
শক্তি তার, হৃদয়, জীবন অভিলাষ

হৃদয়ের আবর্জনা, অনলে বিধৌত
হয়। আর যদ্যপি সংহার-মূর্তি ধরে,
বরষার জলে, ।কথা আপন অস্তিত্বে
তার আছে রে নির্বাণ। তাই বলি ছাড়ি
অভিমান, সঙ্গে চল্, চল্ ভাই চল্,
আমরা আপন হ'তে ব্রাহ্মণে করিগে
বনবাসী। পিতা হবে ভীলরাজ, ভাই
হবে ভীলের নায়ক—পরীবাণু হবে
ভীলরাণী—তুই আর ছুলিয়া শ্যামলী
ভিন পরিষদ হবে সে রাজসভায়!

মধু। তাই ভাল—তাই যাব ভগিনী আমার!
জ্ঞানশূন্য ভাই তোর—উন্মত্ত অস্থির।
দুরাত্মার আচরণ, আগ্নেয় অচল-
বহ্নি ঘেরেছে আমায়, ভাঙ্গে যদি শিরে
হিমালয়, সুমেরু-পবন বহে যদি
প্রতিক্ষণ, পশে যদি প্রতি লোমকূপে
জলিয়া হইবে বহ্নি হিয়ার উত্তাপে।
তুমি থাক সাবধানে, ছেড় না গোপন
স্থান, বিশ্বাসঘাতক দেশে, তরুপত্র
চর। গুপ্ত অন্তরের কথা, শ্বাস-মূর্তে
হৃদয়ে পশিয়া, দূরদেশে বহি ল'য়ে
যায় সমীরণ—থাক অতি সাবধানে,
বর্ম হ'য়ে ব'সে থাক পরীরে ঘেরিয়া।
সাবধান, সাবধান—অতি সংগোপনে!
যেন দেবতা না জানে। প্রত্যুষে করিতে
রক্ষা চলিনু শ্যামলী!

[প্রস্থান।

শ্যামলী। যাও—সাবধান।

পঞ্চম দৃশ্য

বনপ্রান্তস্থ পথ।

সখার মা।

স, মা। ওরে বাবা কি যুদ্ধ—কি ভয়ানক যুদ্ধ!! কিন্তু কিসের যুদ্ধ—কয়ছে কে! নবাবের এত সেপাই, এত শাস্ত্রী—এত হোমরাও চোমরাও ফৌজদার—সব হেরে গেল! বনের ধারে কেউ এগুতে পারলে না! ওরে বাবা, পাছ-পালায় যুদ্ধ করে! আর ... মাড়াব না—এই নাকে কানে খৎ। ম'রে যাব, ত টাকা ভোগ করে কে? ওরে বা যুদ্ধ! আশে পাশে নবাবের সেপাই ধু ক'রে পড়ল আর ম'ল!

(দেবলের প্রবেশ)

কেও দাওয়ান মশাই!—ও দাওয়ান ম এদিকে এস না—পালাও পালাও।

দেবল। সেকি? আমি পালাব কি মা? আমাদের সৈন্য আজ ডাকাতের দল ছুটোছুটি কয়ছে—এখন আমায় দেখে কত পালাবে—আমি পালাব কি?

স, মা। ওই ছুটোছুটিই কয়ছে ডাকাতের দল যেমন তেমনি রয়েছে—ধরা প না!

দেবল। সেকি! ধরা পড়্ল না?

স, মা। যে খড়-খেকো সেপাই সঙ্গে এ দাওয়ান মশাই! ওদের দিয়ে শুধু মাটী চষা লড়াই চলে না। ওদিকে যেও না—ফিরে যাও কি পার ত, এক চোঁচা দৌড়ে একবারে ডের গিয়ে আশ্রয় নাও। গতিক ভাল নয়।

দেবল। বলিস্ কি সখার মা! তুই হয় লড়াই দেখে ভয়ে ভেব্ড়ে গেছিস্—কি দেখ কি দেখেছিস্, কি বল্‌তে কি বল্‌ছিস

স, মা। আমি ভেব্‌ড়েছি। কিন্তু আমা সঙ্গে যে পালোয়ান দিয়েছিলে, তারা তোমা সেপাইয়ের লড়াই দেখে, বেঁউড়ে না উঠে, আ এমন ক'রে টাউরি না খেতে খেতে, কোথায় মু থুব্‌ড়ে পড়্‌ল যে, আর দেখ্‌তে পেলুম না! এখ ভাবছি, লড়ায়ের হুকার হজ্‌মিগুলির কাজ কয়ে নাকি—বেটারা সব হজম হ'য়ে গেল নাকি দাওয়া মশাই? না, না—ওই যে আমার পল্টনের ফৌজদার আস্‌ছে। ওকে জিজ্ঞাসা কর—ও সব খবর বল্‌বে।

(কেরামতের প্রবেশ)

দেবল। নবাব কোথায়?

স, মা। পালিয়েছে।

দেবল। কি খবর কেরামৎ?

কেরা। খবর?—হ্যাঁ খবর?

কেরা। হ্যাঁ খবর—হ্যাঁ খবর?—আমি কই—কোথায়?

স, মা। (কেরামতের নাড়ী ধরিয়া) না দাওয়ান মশাই, খবর ভাল নয়—বর্দ্দি রাজ ডাকাও, না হয় হাকিমের সন্ধান কর। তাজা নাড়ী ধপাস্ ধপাস্ করছে—দেখ্‌তে দেখ্‌তে তেউড়ে যাবে।

দেবল। তুমি অমন করছ কেন কেরামৎ—খবর কি?

কেরা। খবর—লড়াই।

দেবল। লড়াই?

কেরা। ভয়ানক।

দেবল। লড়াই?

কেরা। তুমুল!

দেবল। তুমুল কি? ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল—এস্থানে তুমি নিরাপদ—ভয় নেই—ভয় নেই—ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল, ব্যাপরটা কি!—রঘুবীর একা—বড় জোর দুই চার জন অনুচর—তাও তারা বৃদ্ধ আর অনন্তরাও নবাবনন্দিনীকে নিয়েই বিব্রত! আমাদের বহু সৈন্য—যাবে আর সে কটা লোককে ধ'রে আন্‌বে—তখন আবার যুদ্ধ কি?

কেরা। যুদ্ধ-ভয়ানক যুদ্ধ—তুমুল যুদ্ধ।—এদিকে চেয়ে দেখি তুমুল যুদ্ধ—ওদিকে দেখি তুমুল যুদ্ধ—সেদিকে তুমুল যুদ্ধ—গাছের ওপর—সেখানেও তুমুল যুদ্ধ!

স, মা। ওরে বাবা!-চারিদিকেই তুমুল যুদ্ধ—আবার গাছের ওপরেও তুমুল!—ওরে বাবা, তুমুল বেটা কি যোদ্ধা!

দেবল। যুদ্ধ কার সঙ্গে?

কেরা। কার সঙ্গে—এখনও ঠিক হয় নি।

স, মা। এই ত ঠিক হ'য়ে গেল, আবার ঠিক হবে না কেন?—তাই ত বলি, কোথার কিছুই নেই—সেপাই ছুটোছুটি করে কেন!—বনের দিকে একবার ক'রে ছোটে আর হুড়্‌হুড়্ ক'রে পালিয়ে আসে। বনের ভেতর ব'সে ব'সে তুমুল বেটা যে যুদ্ধ করছে, তা কেমন ক'রে জানব?

দেবল। সেকি?

কেরা। কি যে—কেউ ঠাওর করতে পারলে না।

(সখারামের প্রবেশ)।

সখা। ছিল বইকি,—তবে তাদের হুলগুলো কিছু বড় বড়। একটার নমুনা দেখ্‌বে?

দেবল। কই দেখি?—ওরে বাবা, এ কিরে? এ যে বিষমুখো তীর!—ওরে সখারাম!—এ রঘুবীরের তীর নাকি?

সখা। সেইটেই বড় ভীমরুল—তবে তোমাদের বরাতে সেটার হুল নেই। তা যদি থাকৃত, তোমাদের একটাকেও ফিরতে হ'ত না।—(দেবলের উষ্ণীষে তীর পতন।)

দেবল। ওরে, এখানেও যে রে!—(গোলমাল করিতে করিতে সখারাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

(বলদেবের প্রবেশ)

বল। সখারাম!

সখা। কেও ঠাকুর?—যমের মুখে ছুটে এসেছ কেন?

বল। পাষণ্ড দেবল এইখানে ছিল, গেল কোথা?

সখা। প্রাণভয়ে যে পালিয়ে যায়, তাকে মারতে নেই।

বল। শীঘ্র বল, সে পাষণ্ড কোন্ দিকে গেল?

সখা। তার সঙ্গে সখার মা আছে।

বল। তারে শুদ্ধ হত্যা করব।

সখা। সে কি—নারীহত্যা?

বল। সে নারী নয় সখারাম!—পিশাচী। যে আমার পিতার কাছে উপকার পেয়েও অম্লানবদনে তারে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিতে পারে, তার অসাধ্য কার্য্য নাই। সন্তান-হত্যায়ও সে কুণ্ঠিত নয়। তার জীবনের কোনও প্রয়োজন নাই—কেবল অনিষ্ট,—কেবল সর্ব্বনাশ!

সখা। তা হ'ক, সে সখারামের গর্ভধারিণী।

বল। শীঘ্র বল সখারাম, নইলে তোকেও হত্যা করব।

সখা। করবে তা কর—কিন্তু ঠাকুর, গরীব ভীলগুলোর মহামূল্য অস্ত্রগুলোর এমনি ক'রে অপচয় ক'রো না। বাণ ছুঁড়তে জান না—ধনুক

প্রয়োজন নেই—বল কি ক'রে ম'লে তোমার তৃপ্তি হয়, আমি তেমনি ক'রে ম'রি—আমারও আত্মহত্যা হবে না, তোমারও নরহত্যার পাপ হবে না। মারো—হত্যা কর—বিলম্ব কর্‌ছ কেন? ছি ঠাকুর! কথা রাখ্‌তে জান না, বীরত্বের আস্ফালন কর্‌তে ধনুক হাতে করেছ। আরে ছি!

[প্রস্থান।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। কর্‌লে কি ভাই, সর্ব্বনাশ কর্‌লে! দুলিয়ার এমন অমানুষী চেষ্টার সমস্ত ফলটাকে জলাঞ্জলি দিলে! ক্ষুদ্র বালক শত্রু মার্‌তে আশ্রয় ত্যাগ ক'রে এতদূর এলে, এখন যে শত্রু-বেষ্টিত—তোমাকে রক্ষা কর্‌তে সব যায়।

বল। ভাই! প্রাণের জন্য নয়,—ঈর্ষ্যায় নয়—শুধু দুলিয়ার জীবন রক্ষার জন্য এই কার্য্য করেছি। বাইরে বেরিয়ে শত্রুর গতি ফিরিয়েছি। বাঁচত না—কিছুতেই বাঁচত না।—ক্ষতবিক্ষত দেহ, তাই এসেছি—অসহ—অস্ত্রশূন্য—শত্রু বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল। ফিরিয়েছি দাদা—ফিরিয়েছি।

(মন্নু ও ভীলগণের প্রবেশ)

মন্নু। মহারাজ—দারুণ বিপদ!

রঘু। সে বুঝ্‌তে পেরেছি।

মন্নু। আমাদের বল বুঝতে পেরে যবনসেনা আবার ফিরেছে। আমাদের পথ রোধ করেছে।

রঘু। তোমাদের আছে ক'জন?

মন্নু। বাকী আছি আটজন। দুলিয়া আধ-মরা—তাকে শ্যামলীর আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।

রঘু। মন্নু! বিলম্ব করো না, বলদেবকে নিয়ে এই পথে যাও।

মন্নু। তোমাকে ছেড়ে যাব?

রঘু। যদি বাঁচতে চাও—এই ব্রাহ্মণকে বাঁচাতে চাও,—আর ব্রাহ্মণনন্দিনীর ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌তে চাও, তা হ'লে আমার কথার প্রতিবাদ ক'রো না।

সকলে। তোমায় ছেড়ে যাব?

রঘু। আমার আদেশ অমান্য ক'র না।

মন্নু। আমরা কি মর্‌ব না? তাই আমাদের বেঁচে থাক্‌তে পরামর্শ দিচ্ছ?

রঘু। গুরুর আদেশপালনই শিষ্যের কা[র্য্য] সকল সময় প্রাণরক্ষা কার্য্য নয়।—কি ব[ল] মন্নু!—চুপ ক'রে আছিস্ কেন, কি কর্‌বি বল?

মন্নু। আমরা শাস্তর জানি না মহারা[জ] আমরা তোমাকে ফেলে এক পাও নড়ব না।

(নেপথ্যে কোলাহ[ল]

বল। আমিও না।

রঘু। এখনও আমার কথা রাখ, বিশ্বাস- এখনও তোমাদের রক্ষা কর্‌তে পারি। পাল[াও] পালাও—এলো, এলো। হয় ত তোমাদের র[ক্ষা] ক'রে, আমি আত্মরক্ষায় পর্য্যন্ত সক্ষম হব।

মন্নু। তা হতেই পারে না।—ভাই সব, ব[া] পড়। বলদেব, পেছনে এসো। চালাও—চালাও উদ্ধার পাই, একসঙ্গে পাব; মরি, একসঙ্গে ম'র্‌ব চালাও। (ভীলগণ কর্ত্তৃক বাণবর্ষণ।)

(নেপথ্যে—আল্লা—হ্লা—হো

ভীলগণ। হর হর হর হর—জয় রঘুযা মহ[া]রাজের জয়। (বাণবর্ষণ)

রঘু। তবে এক কাজ কর, নিষ্ফল প্রাণনা[শ] আমি দেখতে পারব না—কিছুতেই পা'র্‌ব না এস সকলে আত্মসমর্পণ করি।

মন্নু। যো হুকুম। আর যা বল্‌বেন স[ব] কর্‌ব—ফেলে যাব না।

রঘু। দেখ, আমরা হ'লে কোন কথা থাক[বে] না। নিরাশ্রয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আর নিরাশ্রয় দুটি অবলা। ম'লে প্রতীকার হবে না—ধরা দিলে হ'তে পারে। এস সকলে আত্মসমর্পণ করি।

[প্রস্থান।

মন্নু। যো হুকুম!

ষষ্ঠ দৃশ্য

কাননমধ্যস্থ গুহা-সম্মুখ

পতিত দুলিয়া-পার্শ্বে শ্যামলী

শ্যামলী। বাক্য মুখে আসে নাকো আর, দগ্ধবুকে নিশ্বাসে যন্ত্রণা। এই যদি সাধুতার

পরিণাম, তব পদে আত্মসমর্পণে—
তোমার আদিষ্ট কার্য্যে—তোমার আদিষ্ট
প্রাণে—প্রতিপলে সাধুশ্রমে, এই যদি
শোণিত-নিষিক্ত পুরস্কার, যাও নিদ্রা-
কোলে মহানিদ্রা—আর জেগো না জেগো না
বিশ্বপতি! ভাঙ্গ দণ্ড সৃষ্টির আধার।
দাও তুলে বিশ্বব্যাপী মহাসিন্ধুজলে
পীড়িতের নিশ্বাসের সমষ্টি লইয়া
রচি এক মহা প্রভঞ্জন—দাও তুলে
বিশ্বনাশী প্রলয়-তুফান! ধরা যাক্
গুড়াইয়া! শুধু পীড়িতের আর্ত্তনাদ,
পীড়কের হাসি খল্ খল্—দগ্ধধর্ম্ম
পূতিগন্ধ সারে—হে নাথ, যদ্যপি এই
ধরার গঠন, ভেঙ্গে দাও, ভেঙ্গে দাও—
এ সৃষ্টির কিছুই না দেখি প্রয়োজন।

প্রভু, স্বামী, দেবতা—কাঁদতে আদেশ দাও নি, কার্য্য করতে আদেশ দিয়েছ। কিন্তু আমি অযোগ্য! তোমার সহধর্ম্মিণী হবার অযোগ্য! চক্ষে শোণিতের ধারা ছুটছে, তোমার পাদপদ্ম দেখতে পাচ্ছি না। নীরব কেন? প্রভু! হৃদয়েশ্বর! তোমার আদেশের সঙ্গে দুর্ব্বল হৃদয়ে তোমার প্রাণ দাও! মান রক্ষা কর—তোমার চরণাশ্রিতা শিষ্যা দাসীর মান রক্ষা কর। হৃদয়ে বল দাও, আঁখি নীরস কর।

(পরীবাণুর প্রবেশ)

পরী। দিদি—দিদি! আমাদের নাকি সর্ব্বনাশ হয়েছে—সব ধরা পড়েছে? এ কি!

শ্যামলী। সবাই বলদেব ভাইকে রক্ষা ক'রতে ধরা দিয়েছে।

পরী। তার পর! বেঁচে আছে কি?

শ্যামলী। তাও কি সম্ভব?

পরী। যথেষ্ট শিক্ষা—অনুতাপ—শিরায় শিরায় অনল-স্রোত! কেন সেই বৃদ্ধ পরমাত্মীয়ের কথা শুনলেম না? কেন শিলাতল পরিত্যাগ করলুম? কেন এলুম—ছলিয়া, ছলিয়া!—পরার্থে সর্ব্বস্বত্যাগী মহাপ্রাণ!—ভাই! নরদেহে দেবতার ঐশ্বর্য্য বহন ক'রে কি ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে? শ্যামলী, আর কেন—ছেড়ে দে।

শ্যামলী। ছি বোন্! রণক্লান্ত—মুমূর্ষু মহা-যোগীর যোগভঙ্গ ক'র না। মায়াময়—তোর কথা শুনে স্থির থাকতে পারবে না, এখনি ফিরে আসবে। আর দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনা কেন? এস নিজের নিজের ব্যবস্থা করি। নারীধর্ম্ম বড় ভঙ্গুর। পাপিষ্ঠের কটাক্ষে বিকৃত হয়। আর নয়, চ'লে আয়। তুই যে বড় সুন্দর—বড় মিষ্ট—বড় আদরের—বড় পিয়ারের—দেবতার পুষ্পাঞ্জলি—কিন্তু কি করব?—ভগিনী প্রস্তুত হও, আর নয়।

পরী। সকল সময়েই ত প্রস্তুত রয়েছি দিদি!

(সধার মার প্রবেশ)

স, মা। ও বাবা, কোথায় এসে পড়লুম! আর যে বাঁচি না, কোথায় যাই—কি ক'রে উদ্ধার পাই? হে হরি! রক্ষে কর, আর কর্ব্বো না—পরের মন্দ আর কর্ব্বো না। দোহাই হরি! রক্ষে কর—বাঘের মুখে দিয়ো না—পথ দেখিয়ে দাও।

শ্যামলী। কে তুই?

স, মা। কে বাবা, কোথা বাবা!

শ্যামলী। এগিয়ে আয়।

স, মা। য়্যাঁ তুমি?—(উপবেশন) য়্যাঁ তুমি?—মা, আমায় মেরে ফেল, কিন্তু মা, আগে আমায় একটু জল দাও—বড় পিপাসা—জল, জল!

শ্যামলী। ভয় নেই, বোস, জল আনি। ভগিনী! অতিথি পরম শত্রু হ'লেও দেবতা। বহু ভীল ভাই প্রাণ দিয়েছে, তাদের মৃতদেহ স্পর্শে আমি অপবিত্র, আমি স্নান ক'রে কিছু ফল সংগ্রহ ক'রে আনি। তুমি আপাততঃ ঘরে যাও, কিছু ফল থাকে ত এনে ওকে একটু জল দাও—জীবন রক্ষা কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

স, মা। য়্যাঁ মারলে না? জল আনতে গেল, ফল আনতে গেল। আমায় খাওয়াবে—বাঁচাবে? আর আমি এদেরই সর্ব্বনাশ করেছি। বজ্র! আর কেন? মাথায় পড়। এ পাপিষ্ঠা পিশাচী শয়তানীকে চূর্ণ কর। ভগবান্! দেবতা সন্তানকে গর্ভে দিয়েছিলে, কিন্তু মাকে রাক্ষসী ক'রেছিলে কেন দয়াময়? মেরে ফেল—নরকে দাও—আর নয়—বড় জ্বালা! জ্বালায় জ্বালা নিবোও—নরকে দাও—নরকে দাও।

(কেরামতের প্রবেশ)

কেরা। এই যে, এই যে বিবি এখানে নেমাজ পড়ছে। তাই ত বলি, মতলব না থাক্‌লে কি বিবিজান বনে ঢোকে ?

স, মা। সর্ব্বনাশ হ'ল—গেল! এখনি জল আনবে—সর্ব্বনাশ হ'ল! দূর হ, চ'লে যা, এখানে কিছু নেই, চ'লে যা।

কেরা। কেন, তুমি ত আছ বিবি। তুমি থাক্‌লেই সব রইল।

স, মা। চ'লে যা—এখনো বল্‌ছি চ'লে যা। নইলে মর্‌বি।

কেরা। আর মারবে কে বিবি ? রঘুবীর ধরা পড়েছে, ওই একটা ঘা'ল হ'য়ে প'ড়ে আছে। মার্‌তে এখন তুমি। তা বিবি, আমি যে তোমার আসাসোটা! আমাকে কাঁধে নিয়ে তুমি জাঁদরেলনীর মতন দুপোদুপি লাফালাফি কর্‌বে। এখন এ বৃদ্ধবয়সে আমাকে মেরে কি কর্‌বে বিবি ?

স, মা। তবে রে সয়তান! আমিই তোকে মেরে ফেল্‌ব।

কেরা। না বাবা! তা হ'লে ত মরা হ'ল না। বেটী এমন করে কেন ? বেটীর মতলবটা কি বুঝে নি!

[প্রস্থান।

(পরীবাণুর প্রবেশ)

স, মা। এস না, পালাও—পালাও। সয়তান—পালাও।

(কেরামতের অগ্রগমন)

কেরা। হাঁ! আর পালাতে হবে কেন ? এই যে আমি ঠিক আছি সাজাদী! গোলামের ওপর হুকুম ?

পরী। গাত্র স্পর্শ ক'র না—আমি আপনিই যাচ্ছি।

কেরা। (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে জল্‌দি—জল্‌দি। তঞ্জাম—তঞ্জাম।

পরী। ক্ষণেক অপেক্ষা কর—আগে পিপাসার্ত্তাকে জল দিই।

কেরা। সে আমি দিচ্ছি।

পরী। এইও সয়তান! ছুঁস্‌ নি! নাও বাছা ফল। এ ফলে পিপাসাও যাবে, ক্ষুন্নিবৃত্তিও হবে। ব'সে থাক—সংবাদ দিও। (স্বগত) আমি যাই, তা হ'লে ভগিনী আমার রক্ষা পাবে; নইলে দু'জনেই যাব। কি করি—যাই—ঈশ্বর নিয়ে যাচ্ছেন—উপায় নেই। নে—চল।

[পরীবাণু ও কেরামতের প্রস্থান।

স, মা। হা ভগবান্‌! কি কর্‌লুম—ম'রেও মার্‌লুম—কি কর্‌লুম্‌? ওগো কে আছ, রক্ষে কর—রক্ষে কর।

(শালপত্র হস্তে শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। কি হ'ল ? কি হ'ল ?

স, মা। ওমা, সর্ব্বনাশ করেছি—মা অতিথি হ'য়ে তোদের সর্ব্বনাশ করেছি! সঙ্গে সঙ্গে নবাবের লোক ছিল—তা জান্‌তুম্‌ না মা! তারা এসে পরীবাণুকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

শ্যামলী। সে কি ?—কখন, কোন্‌ পথে ?

স, মা। এই পথে; এখনি গেছে, কিন্তু মা! তুমি যে মেয়ে—তারা যে অনেক! কি ক'রে রক্ষা কর্‌বে মা ?

শ্যামলী। (ছুলিয়ার অঙ্গ হইতে অস্ত্রাদি গ্রহণ) দেখ্‌ সখার মা! আমি চল্লুম। স্বামী যদি আমার বেঁচে থাকে, তা হ'লে রক্ষা করিস্‌—আর যদি না থাকে, তা হ'লে সৎকার করিস্‌। ওই ফল জল রাখ্‌লুম, আগে আত্মরক্ষা কর্‌। আর আমি দাঁড়াতে পারি না—চল্লুম।

(ছুলিয়াকে প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ)

স, মা। কি ক'রে কি হবে মা ?

শ্যামলী। ভয় কি ?—আমি ওই মহাপুরুষের স্ত্রী। দেখিস্‌ মা, ওই সোণার দেহ যেন শৃগালের ভক্ষ্য না হয়।

[প্রস্থান।

স, মা। (ছুলিয়ার মুখে জল সেচন) ও বাবা! ঘুমিয়ে থাক যদি—জাগ, বেঁচে থাক যদি—ওঠ। এ যে মর্‌বার সময় নয় বাবা!

ছুলিয়া। আমি কোথায় ?

স, মা। ও বাবা! জেগেছ বাবা! তা হ'লে ওঠ—চেয়ে দেখ—তোমার সব গেছে!

ছুলিয়া। সে কি ? রঘু মহারাজ ?

স, মা। সব গেছে, সব গেছে।

ছুলিয়া। শ্যামলী ? পরীবাণু ?

ন, মা। পরীবাণুকে ধ'রে এই নিয়ে গেল। নী পাগলিনীর মত ছুটেছে। তাই বল্‌ছি বাবা আমার—ওঠ।

ছলিয়া। আমায় ধর।

স, মা। যাও—যাও।

সপ্তম দৃশ্য

কক্ষ।

জাফর ও পরীবাণু।

জাফর। তোমার জন্যই আমার এত আকি-। তুমি রাজ্যেশ্বরী—আমি গোলাম। এই মার জন্য সযত্ন-রক্ষিত সিংহাসন। করুণা র, এই সিংহাসনে আরোহণ ক'রে তার শোভা ন কর—আর গোলামকে দয়া ক'রে সিংহাসনের ন, তোমার চরণপ্রান্তে একটু স্থান দাও। আমি মুখের শোভা দেখে জীবন সার্থক করি।

পরী। যদি নিজের মঙ্গল চাও জাফর, তা হ'লে মার প্রভু-কন্যার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'র না।

জাফর। সে কি সুন্দরি! তোমার ওই চাঁদ খানি প্রাণভরে দেখব ব'লেই না আমি এই মানুষিক চেষ্টায় গুজরাটকে হস্তগত করেছি। রূপে নিষ্ঠুর আদেশ কেন প্রাণেশ্বরি?

পরী। এখনও বল্‌ছি জাফর! নিবৃত্ত হও। মার দেবতা সহায়। যদি অঙ্গ স্পর্শ কর, এখনি ই হস্ত শতধা বিচ্ছিন্ন হবে—মস্তক চূর্ণ হবে—বৃত্ত হও।

জাফর। ওঃ! তোমার দেবতা সহায়!—ল, তোমার সেই দেবতার সম্মুখে—তাকে ক্ষী রেখে যদি তোমাকে আপনার ক'রে নিই, । হ'লে ত তোমার কোন আপত্তি থাকবে । ?—কৈ হায়?

(প্রহরীর প্রবেশ)

ঘুবীরকে নিয়ে এস।

[প্রহরীর প্রস্থান।

পরী। রঘুবীর বেঁচে আছে?

জাফর। আছে বই কি—তোমার গোলা-মের সঙ্গে সুখসম্মিলন দেখ্‌বার আশায় বেঁচে আছে (হাস্য)। নবাবনন্দিনী! তোমার দেবতা এখন আমার কাছে জীবন-ভিখারী। যে তোমার শক্তি-মান্‌ পিতার হস্ত থেকে গুজরাট ছিনিয়ে নিয়েছে, তার কাছে রঘুবীর!—তাই কি না তুমি মুসলমানী হ'য়ে একটা নগণ্য দস্যুতা-ব্যবসায়ী কাফেরের শরণাপন্ন হয়েছিলে! আমি শত্রুই হই—তোমার চক্ষুঃশূলই হই, তবু মুসলমান। আমার আশ্রয়ে আসাই তোমার কর্ত্তব্য ছিল। একটা অতি তুচ্ছ কাফেরের কৃপাভিখারিণী হওয়া—নবাব-নন্দিনীর যোগ্য হয় নাই। তার চেয়ে আমার অঙ্কশায়িনী হওয়াই সহস্রগুণে তোমার শ্রেয়স্কর ছিল। এখনও বল্‌ছি—কৃপাভিক্ষাদানে গোলামকে চরিতার্থ কর।

পরী। ভগবান্‌! আর যে আমি চ'খে কাণে কিছু দেখ্‌তে শুন্‌তে পাচ্ছি না। ক্রমে যে আমার জ্ঞান বিলুপ্ত হ'য়ে আস্‌ছে। মান রাখ দয়াময়! অভাগিনী প্রাণের যাতনায় তোমার চরণে আশ্রয় নিয়েছে—পায়ে ঠেল না - দোহাই দীনবন্ধু!—নারীর ধর্ম্ম রক্ষা কর।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। এ কি?

পরী। দাদা! দুরাত্মারা ছল ক'রে অতিথি সেজে ভগিনীর চক্ষে ধূলি দিয়ে আমায় ধ'রে এনেছে।

রঘু। কি কর্‌লে জাফর! লোকের আতিথ্য-ধর্ম্মে ব্যাঘাত দিলে! তোমার পৈশাচিক আচরণে দুনিয়ায় আর যে কেউ অতিথিসৎকার কর্‌তে সাহস কর্‌বে না। মুসলমান পুত্রহন্তাকেও অতিথি প্রাপ্ত হ'লে দেবজ্ঞানে তার অর্চনা করে। তুমি সেই মহাধর্ম্মে আঘাত ক'রে কাফেরের কার্য্য কর্‌লে।

জাফর। থাক্‌—তার উত্তর পরে দেব। এখন তোমায় আনিয়েছি কেন শোন। নবাবনন্দিনী তোমাকে সাক্ষী রেখে আমায় আত্মদান কর্‌তে চান। বিষম আবদার—কি করি,—এই আবদার তোমার সম্মুখেই রাখা কর্ত্তব্য বোধে, তোমাকে এখানে আনিয়েছি।

রঘু। হস্তপদ বদ্ধ দেখে, আমার উপর এই অত্যাচার কর্‌তে চাও? তবে শুন জাফর,

আমার শক্তির পরিচয় তুমি কিছুই জান না; তোমার কাপুরুষ সৈন্য আমাকে এখানে এ অবস্থায় ধ'রে আনে নি। কতকগুলি সহচরের মহামূল্য জীবন রক্ষার জন্য আমি বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করেছি। আমার সম্মুখে তোমার প্রভু-কন্যার উপর অত্যাচার ক'র না—মহানর্থ হবে। উপরে দেবতা আছে—ধর্ম্ম আছে।

জাফর। দেখা যাক্, কতটা কি হয়!

রঘু। জাফর! নিবৃত্ত হও।

জাফর। আর কেন প্রাণেশ্বরি! মুখ তুলে চাও, তোমার আশা, ভরসা এই ত এক রঘুবীর! তখন আর অবাধ্যতার ফল কি? নাও—এস—এগিয়ে এস, হৃদয়-সিংহাসন উন্মুক্ত—শূন্য—ব'সে স্থান পূর্ণ কর।

রঘু। নিবৃত্ত হ' পিশাচ—নিবৃত্ত হ'।

পরী। রক্ষা কর মঙ্গলনিদান!
রক্ষা কর দুর্ব্বল-সহায়!
সতীর সতীত্ব যায়—রক্ষা কর
কে আছ কোথায়।

রঘু। আর নয়! কত সয়,—কত সয় প্রাণে।
আজীবন সত্যপথ করিয়া আশ্রয়,
দেখিতে কি হ'ল এই দৃশ্য ভয়ঙ্কর?
শক্তি দাও দেব মহেশ্বর! মহাবজ্র বিচূর্ণিয়া
তীব্র স্রোতে জলদ ঢালিয়া—শক্তি দাও
শরীরে আমার। রমণীর সরবস
ধন—সতীধর্ম্ম সংরক্ষণ—শক্তি দাও
বিঘ্ননাশী দেব প্রভঞ্জন। শক্তি দাও—
শক্তি দাও—শক্তিস্বরূপিণি! (শৃঙ্খল ভঙ্গ)

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। কেবা যাচে শক্তির আশ্রয়—নাহি ভয়—
শক্তির সেবিকা আমি। সতীকুলরাণী
অক্ষয় ভাণ্ডার মোরে করেছে অর্পণ।
ত্রিভুবন কেঁপে যাবে, পর্ব্বত ভাঙ্গিবে,
খণ্ড খণ্ড হবে বজ্র, পালাবে শমন।
কই কোথা—কোথা সে পিশাচ।

(জাফরের পলায়ন)

রঘু। আর নয়
ব্যোম্—কার্য্যোদ্ধার—বিলম্বে বিফল হবে।
গর্ব্বের আধার—সর্ব্বশক্তিসার—তুমি
নারী ধরিত্রীরূপিণী—চণ্ডমুণ্ড-বিঘাতিনী
নৃমুণ্ডমালিনী! রক্তস্রোতে নাহি প্রয়োজন,
আয়োজন সুসম্পন্ন এবে, চ'লে এস।
এস পরীবানু!

[দুই হস্তে দুই জনকে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

তরুতল।

শ্যামলী, রঘুবীর ও পরীবানু।

রঘু। (উভয়ের হস্ত ধরিয়া)
আজীবন সার দীনু জীবন-প্রান্তরে,
প্রখর অস্তর দিয়ে করিনু কর্ষণ,
ফললাভ কি হ'ল আমার? অদৃষ্টের
আবরণে, কোন্ স্থানে লুকায়িত ছিল
বিষবীজ, সহসা ফুটিয়া গেল। যেই
ধরিয়া অঙ্কুরে—তারে গেনু বিনাশিতে,
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ অভ্রভেদী হ'ল।
দিগন্তে করিল বৃক্ষ বাহুর প্রসার।
আমার আশার ছবি—আমার সুখের রবি,
আমার অস্তিত্ব ভবিষ্যৎ
ঘন পত্র-সন্নিবেশে—জনমের মত বুঝি
করিল রে আচ্ছাদন।
শাখে শাখে, গুচ্ছে গুচ্ছে ফলেছে যাতনা।
স্কন্ধে স্কন্ধে মাটী আঁকাড়িয়া,—
শতমুখে বিদীর্ণ হইয়া,—
সহস্র সহস্র মুখে ছুটায়েছে জ্বালা-প্রস্রবণ!
বড়ই ক্ষুধিত আমি,
প্রতি লোমকূপে জ্বলে মরি পিপাসায়!
হায়!
দৃষ্টি বদ্ধ, গতি রুদ্ধ, তথাপি, অস্থির—
এখন ত মিটিল না কামনা আমার?
কোথা প্রভু! কোথা তব সোনার সংসার?
কোথা তুই ছলিয়া আমার?
প্রভুভক্তি জীবন্ত অনন্ত—কোথা মন্?

কোথা ভীল ভাই ?
কোথা বোন্ করুণায় হিরণ্ময়ী ধারা ?
কোথা তুই পরীবাণু কুহকিনী—
ভীষণ রাক্ষসী মায়া ?
কোন্ অন্ধকারে উল্কামত ফুটিয়া উঠিয়া,
কোন্ দূর অন্ধকারে মিলাতে ছুটিলি ?

শ্যামলী। কি বিপদ্! সারা পথ এমন ক'রে
াত বাঁধা—পথ চলি কি ক'রে ? দাদা, বহুদূর
াছি,—অরণ্যের মুখে প্রবেশ করেছি। আর
ন—ছেড়ে দে।

রঘু। ছাড়্ব ?

শ্যামলী। ছাড়্বি না ত কি, চোরের মতন
চকড়ি দিয়ে শাস্তি দিতে দিতে সারা পথটা
দবি ?

রঘু। ছাড়ব ? কোথায় ছাড়্ব ? স্থান
? আছে কে ? না—আর সাহস হয় না।
ক্ষণের ন্যস্ত ভার, বুঝতে না পেরে হাত পেতে
য়েছিলুম, বুঝতে না পেয়ে হাতছাড়া করে-
লুম, হারিয়েছিলুম ! ছাড়্ব না শ্যামলী—আমার
ার কেউ নেই।

শ্যামলী। না থাকে—নেই নেই। তুই ত
ছিস্ ? তা হ'লে তুই বা আমাদের জড়িয়ে,
তে পায়ে শৃঙ্খল জড়াবি কেন ? আমাদের ছেড়ে
। আমরা নিজে আত্মরক্ষা করি।

[।] আবার সে আত্মরক্ষা কথা !
বন হ'তে মৃত্যুমুখী সে কালনাগিনী,
ধ'রে এনে ঘরে দিয়ে স্থান,
সাধ ক'রে—ভাতৃশিরে লইলি দংশন।
আত্মরক্ষা কথা আর কি হেতু ভগিনী ?
জীবনের সঙ্গী মোর
সবাই রহিল কারাগারে,
কিন্তু বোন্ আমি কোথা ?
তারা সবে মৃত্যু প্রতীক্ষায়
ব'সে আছে বদ্ধ পদ-করে
আমি কেন এ মুক্ত প্রান্তরে ?
লোহার ভবন আমি স্বহস্তে রচিনু,
আশে পাশে বজ্র দিয়ে স্বহস্তে ঘেরিনু
রবিরশ্মি এলো গেল ফিরে।
এমন কঠিন ঘর,
কে ভাঙ্গিল দানবী শ্যামলী ?

শ্যামলী। কে ভাঙ্গিল ? তুই নিজে।
আমি কি ভেঙেছি ?
নীচ-ঘরে জনমিয়া,
দুই দিন দ্বিজ-সহবাসে,
দুই দিন দুটো শাস্ত্র-বচন শুনিয়া
একেবারে অহঙ্কারে,
ধরাখানা সরা দেখেছিলি !
আপনারে বিশ্বকর্ম্মা মনে ক'রে স্থির,
নদীর তরঙ্গভরা বালির বাঁধের পরে,
সাধ ক'রে অভ্রভেদী অট্টালিকা করিলি রচন—
তার যাহা পরিণাম, তাই ঘটিয়াছে ;
একটি বন্যায় তার,
ইট, কাঠ, ভিত্তি, স্থান—চিহ্ন সমুদায়
একেবারে আঁধারে ডুবেছে।
ধর, দেখি অস্ত্র করে,
হ' দেখি ভীলের সন্তান !
প্রকাণ্ড সাগর সেচি প্রতিজ্ঞা লইয়া,
নরকের তমোভেদী দস্যুর দর্শনে,
খোঁজ্ দেখি কে আছে কোথায় !
ধরণীর মেরুচ্ছেদী তীক্ষ্ণ ছুরিকায়,
খোঁজ্ দেখি জাফরের—দেবলের উদর-গহ্বর,
এখনি আবার সব আসিবে ফিরিয়া।
শাস্ত্রবাক্যে শুধু হয় দেবতা-তর্পণ,
মানুষের কার্য্য কিন্তু দূরে দূরে সরে।
আমি কি ভেঙেছি ? কে ভেঙেছে ভীলরাজ ?

পরী। (স্বগত) ঈশ্বর ! মরণ দাও,
দাও প্রভু —আর কেন ?
যন্ত্রণা বিষম। বল কত সহি আর ?

শ্যামলী। বিপন্ন, সবার গুরু—দিয়াছিলি মিত্য
শিক্ষা মোরে,
তাই আমি পিশাচীরে ঘরে এনেছিনু।
দেখি, লোল-জিহ্বা মৃত্যু তার পাছু ঘুরিতেছে,
তাই আমি গুরু জ্ঞানে,
তাহারে দিয়েছি স্থান।
এতে যদি সব যায় তোর—যাক্—
উপায় নাহিক রঘুবীর !
এতে যদি ভ্রাতৃত্ব-কুসুম যায় রে ছিঁড়িয়া—
যাক্—সম্পর্ক চাই না ধরাতলে।

পরী। কেন ভাই আমারে রাখিলে !
কেন ভাই শেফালিকা বাঁধিতে অঞ্চলে,

সোনার সহস্রদল,
তরঙ্গিত সিন্ধুজলে দিলে বিসর্জ্জন ?
ভাই ! মোরে ছেড়ে দাও,
এখনও সময় আছে,
রক্ষা কর আত্মীয়ে তোমার।
আমি ফিরে যাই।
শান্তিময় যে শিলার তলে,
মৃত্যু মোরে সাদরে তুলিতেছিল কোলে,
আবার সেখানে ফিরে যাই,
দাও ভাই অনুমতি।

রঘু। সে কি! আমি তোমারে ছাড়িব ?
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, তুমি আত্মদার—
তোমারে ছাড়িব ? সহস্র আত্মীয়-প্রাণে
তুলাদণ্ডে তোমার তুলনা।
ভীলধর্ম্ম জান না—জান না বালা !
উপরে বৈকুণ্ঠ প্রলোভন,
নিম্নে ক্ষুদ্র নগণ্য জীবন,
সে যদি আশ্রয় চায়,
আপনি শ্রীহরি বাদী
তারে ত্যজি অম্লান বদনে।
ধর্—ফের ধর্ শ্যামলী আমার !
এ অমূল্য রত্নভার আবার দিলাম তোর করে।
শেষ চেষ্টা—শেষ চেষ্টা এ বার আমার।

শ্যামলী। সেই সঙ্গে দাও অনুমতি—
যদি হয় প্রয়োজন, যদি দেখি অক্ষম রক্ষায়,
মৃত্যুমুখে দিব আমি প্রাণের পরীরে।
নহে তব করে ন্যস্ত ধন,
তুমি ল'য়ে যাও রঘুবীর !

রঘু। হিতাহিত জ্ঞান ধর্ম্ম মর্ম্ম স্থানে যার,
আমি আর কি বলিব তারে ?
কার্য্যক্ষেত্রে কর্ম্মের সাধনে,
ভাল নিজে যা বুঝিবে বোন্,
সতীত্ব অমূল্য নিধি করিতে রক্ষণ,
যে কার্য্য করিতে চায় প্রাণ,
তাই কর,—সে কার্য্য আত্মার।

(সখারামের প্রবেশ)

সখারাম, ভাই ! আমার সর্ব্বস্ব গেছে।

সখা। সেকি, মিছে কথা কও কেন বাপধন যম ! এই যে—এই যে দুটি হজমীগুলি এখনও বর্ত্তমান। ও দুটিকে গালে দাও, গোটা দুই ঢেকুর উঠে, একেবারে সব হজম হ'য়ে যাবে এখন।

রঘু। না সখারাম, আর নয়। আমার সোনার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে, কি এক ছায়ার স্পর্শ লোভে, মরীচিকার মৃদু-হিল্লোলকম্পিত সোনার কমলের আঘ্রাণ-আকাঙ্ক্ষায় কেবল আমি ঘুরে মরেছি, আর ঘুরব না সখারাম !

সখা। সত্যি !

রঘু। এই শেষ বার, তার পর যা গতি আমার। যদি নরত্বে জীবনের ঔষধ না পাই, নরত্বে দেব রে বিসর্জ্জন। এই শেষ—এই শেষ চেষ্টা। যাও ভাই সখারাম, নিঃস্বার্থ পরোপকারী যোগী—মত্ততার আবরণে পূর্ণ জ্ঞান—তুমিই এই দৈত্যের যোগ্যপাত্র। দয়া ক'রে ভাই আমায় রক্ষা কর। একবার জাফরের কাছে যাও।

সখা। অত ভণিতা কেন বাপধন যম ! আমাকে ভক্ষণের পূর্ব্বে কি একটু লবণাক্ত ক'রে নিচ্ছ ?

রঘু। তোমায় ভক্ষণ !—শ্যামলী ! একটা পাতা কুড়িয়ে আন ত। (শ্যামলীর তথাকরণ) (দন্তে রঘুবীরের স্বীয় অঙ্গুলীচ্ছেদ ও পত্রে লিখন) এই নাও লিখে দিলুম। এই নিয়ে জাফরের কাছে যাও—আগে দেখিয়ে তবে কথা ক'ও !

সখা। (পাঠ করিয়া) আমার মৃত্যুকে জাফরের মৃত্যু ! তুমি কি পাগল হ'লে না কি ? এ কি লিখেছ ?

রঘু। শুধু জাফরের মৃত্যু ! তোমার জীবন নাশে যে নরাধম সহায়তা করবে, তারও পর্য্যন্ত মৃত্যু জেনে রেখ সখারাম ! তাই কেন, হত্যার ইচ্ছায় তোমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে যদি কেহ হত্যায় অকৃতকার্য্য হয়, তারও রঘুবীরের হাতে নিপীড়ন—বিষম লাঞ্ছনা !

সখা। তা হ'লে বাপ ধর্ম্মরাজ ! আমাকেই কি বেছে বেছে লোকের নিয়ত ক'রে তুললে ? বেশ, এখন কি করতে হবে ? মামদো মিঞাকে কি বলতে হবে ?

রঘু। তুমি জাফরের কাছে গিয়ে, বলদেব, হুলিয়া, ও আর আর ভীল ভাইদের প্রাণ ভিক্ষা কর।

সখা। ভিক্ষা! দোহাই ধর্ম্মরাজ! ওইটি
[ব না। ও ভিক্ষে আমার কুষ্টীতে লেখে নি।
রঘু। বেশ আদেশ,—নরাধমকে আদেশ ক'র।
সখা। যদি না শোনে?
রঘু। না শোনে, ভীল-হস্তে আছে তার প্রাণ।
আমার প্রতিজ্ঞা।
মলী। যাও সখারাম!
নির্ভয়ে চলিয়া যাও।
শত্রুর বুকের পরে,—
আলোকে আঁধারে, নিরস্ত্র উলঙ্গ-বক্ষে
নির্ভয়ে চলিয়া যাও।
বিধি যদি পথরোধ করে,
দিও তারে শুনাইয়া ভীলের কঠিন পণ
অঙ্গে তব আছে আবরণ।
হিমাচল টলে,
তবু ভীল নাহি টলে প্রতিজ্ঞায়।
জয় জয় তমোময়—
সৃষ্টির সংহাররূপী দেব মহেশ্বর!
এতদিন পরে ভীল ফিরে এসেছে স্বস্থানে।
থাকুক সে সভ্যতার সনে,
হোক জ্ঞানী শত শত জ্ঞানে,
হেন সভ্যতার সম্পূর্ণ বিকাশে
আছে রে জাগ্রত ভীল-প্রাণ।
হিমালয় টলে, তবু ভীল নাহি টলে প্রতিজ্ঞায়।
(নতজানু) ভাই—ভাই, দারুণ যাতনা।
শূন্য চক্ষে চাহি চারিধার—
ভাই রে, আলোক ভিক্ষা করি।
ঘু। ভাল যাও, বনপ্রান্তে আছে লোকালয়।
আছে সাধু গৃহস্থ তথায়।
আতিথ্য গ্রহণে, তার ঘরে কর অবস্থান।
বিলম্ব ক'র না, এখনি ফুটিবে রবি।
তোদের লইয়া, আর না আবদ্ধ আমি হইব
শ্যামলী!
যাব আমি পিতার সন্ধানে।
চিরদুঃখী দ্বিজ সদাশয়,
শোকে তাপে শূন্য জ্ঞান,
গৃহশূন্য—পথের পথিক।
তারে আগে আনিব ধরিয়া!
শ্যামলী। কতদিন অপেক্ষায় রব?
ঘু। সাত দিন; এই সাত দিন রহ সঙ্গোপনে।
তার পর এসে লব ভার।
যত্তপি সপ্তাহমধ্যে না দেখ ফিরিতে মোরে,—
তুমি আছ, আর আছে এ তোমার ভার।
(পরীবাণুকে শ্যামলীর হস্তে দেওন)
উর্দ্ধে আছে অনন্ত নীলিমাকাশ,
পদতলে অনন্ত ধরণী;
যেও বোন, সে সুন্দর গৃহমাঝে।
গৃহস্বামী সেথা ভগবান্,
অবলার মহাবলদাতা।
এস এস ভাই সখারাম!
নারায়ণ! হীন আমি—
পদ্মপত্রে ভাসে মোর জ্ঞান।
না সহে সমীর ভর—
কোমল পরশে ত্রাসে কাঁপে থরথর।
বিষম পরীক্ষা কেন প্রভু!
একি মোর সমস্যা বিষম!
অন্ধকার—অন্ধকার—চারিধার—
আর ত মঙ্গল আমি দেখিতে না পাই।
কোন্ পথে যাই? ছিল যারা জীবনের আলো,
তারাই নিবায়ে দেছে বাতী।
আশাদীপ নির্ব্বাপিত,
অন্ধকার-কবলিত জীবনের অতি দীর্ঘ পথ—
কণ্টকিত, জটিল, বন্ধুর।
এ হেন আঁধারে, পলে পলে ক্ষণপ্রভা ধরে,
আমারে করিতে আকর্ষণ,
বিজলীর মহা প্রলোভন! (ছুরিকা বাহির)
একমাত্র আশাডোর, এইটি নির্ভর মোর!
এই ডোর ধরি, যাব কি শ্রীহরি!
ঘাতকের অস্ত্রে নিধি করিব সন্ধান?

[রঘুবীর ও সখারামের প্রস্থান।

শ্যামলী। কি বলিস্ বোন্? আর কেন পরের অনুগ্রহভিখারিণী হ'য়ে থাক্‌ব?

পরী। তাই ত, স্বাধীনতা পেলুম, আবার এর দোর, তার দোর কেন?

শ্যামলী। এই ঘর—যে ঘর ভাই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, আজ হ'তে এই ধরণী আমাদের আবাসস্থান।

পরী। আর ওই উপরে আমাদের গৃহস্বামী। এস ভাই, ওই গৃহস্বামীকে সঙ্গে রেখে দিন

কতক মনের সুখে বেড়াই। স্বর্গে রক্ষক থাক্‌তে, পৃথিবীতে আর কারও পলগ্রহ হব না।

শ্যামলী। তা হ'লে আর বোন্! হাত ধরা-ধরি ক'রে, ভ্রাতৃদত্ত এই নূতন গৃহে মহানন্দে দুজনে প্রবেশ করি।

(পরীবানু ও শ্যামলীর গীত।)

যাই চ'লে যাই
বুঝেছি এখানে বিরাম নাই।
তুল জলদ মন্দ্রিয়ে আকুলি বিজলী সঞ্চরে
ডাকে আয়, চ'লে আয় ভাই।
ধ'রে করে করে, আয় ত্বরা ক'রে,
বিরাম লভিতে চলিয়া যাই।
ঢেলে দেবে তারা, সোহাগের ধারা,
মরুতে মরিতে নাহি রে চাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

জাফর ও দেবল।

জাফর। এখন কর্ত্তব্য কি?

দেবল। যতক্ষণ না রঘুবীর ধরা পড়ে—

জাফর। চুপরও কাপুরুষ! তুমিই আমার অগ্রগমনের বাধা। আবার ধরা পড়ে কি? ধরা ত পড়ল। শুন্‌লে না—সেনাপতি কি ক'রে এল? রাজ্য নিষ্কণ্টক।

দেবল। সে সম্মুখ সংগ্রাম—এ গুপ্তহত্যা।

জাফর। দ্বারে দ্বারে ভীষণ অস্ত্রধারী প্রহরী—দুর্ভেদ্য দুর্গ,—উপরে, নীচে, দেওয়ালে, ঘরে,—সর্ব্বত্রই তারা দিন রাত পাহারা দিচ্ছে, এখনও হত্যার ভয়! এখনও বল—কি করি? সঙ্গী ছিল, তাই তার সাহস ছিল, বল ছিল, এখন সে একা। আমার শক্তির তুলনায় কীটানুকীট, তখন আবার ভয়?

দেবল। জনাবের অভিপ্রায় কি?

জাফর। তার সঙ্গীগুলোকে হত্যা ক'রে আগে নিশ্চিন্ত হই।

দেবল। কিন্তু আগে নিশ্চিন্ত না হ'য়ে সখারামকে মারবেন না।

জাফর। (স্বগত) তা' হ'লে এক কাজ করি, সখার মাকে দিয়েই তার হত্যাকার্য্য সাধন করি। (প্রকাশ্যে) দেখ দেবল, প্রতিনিবৃত্ত হওয়া এখন অসম্ভব। স্বকার্য্য সাধন ক'রেই যে ভীল আমাদের হত্যার চেষ্টা করবে না, তাই বা কে বল্‌লে?

(কেরামত ও সখার মার প্রবেশ)

কেরা। জাঁহাপনা! বিবি এসেছে।

[প্রস্থান।

জাফর। সখার মা! আজ আমার একটি মহা-শত্রুকে তোমার নিপাত করতে হচ্ছে।

স, মা। আমি বুঝেছি—সে শত্রু কে! আমি অবলা—কেমন ক'রে পারব জাঁহাপনা! সে রঘু-বীর!

জাফর। রঘুবীর নয় বিবি! সে আমার বন্ধু, সে আমা'কে জল থেকে তুলে বাঁচিয়েছে।

স, মা। তা হ'লে সেই ব্রাহ্মণ। হিন্দুর মেয়ে—ব্রহ্মহত্যা কেমন ক'রে করব?

জাফর। ব্রাহ্মণ নয় বিবি, সে বৃদ্ধ অশক্ত—সে আমার কি করবে?

স, মা। তবে কে?

জাফর। তোর ছেলে।

স, মা। য়্যা!—আমার ছেলে?

(কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে পতন)

জাফর। পড়লে চল্‌ছে না, উঠতে হবে, এ কাজ তোমাকেই কর্ত্তে হবে! মহা পুরস্কার, অবাধ্য সন্তান—তাকে রেখে ফল কি? নাও ওঠ।—মহা পুরস্কার।

স, মা। আমি যে মা জাঁহাপনা!

জাফর। সে ত সুখেরই কথা! মায়ের হাতের বিষ, সন্তান সুখে মরবে। মরণের জ্বালা টের পাবে না।

স, মা। বেশ—দাও।

জাফর। অপেক্ষা কর। [সখার মার প্রস্থান।

(সখারামের প্রবেশ)

সখা। আর দেরী করছ কেন মিয়া। সময় যে উত্তীর্ণ হয়। শেষে ছেড়েও দেবে, অথচ প্রাণেও যাবে। সে বেটা ভীল—ছোট লোক,—কথার খেলাপ হ'লে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। কিছু শুনবে না, কোন কথা বুঝ্‌বে না। দেরী ক'র না—যা হ'ক একটা কর।

জাফর। হাঁ সখারাম! রঘুবীর কেমন ক'রে মার ঘরে ঢুকেছিল বল্‌তে পারিস্?

সখা। আমাকে কি এমনিই বোকা পেলে ম্‌দো মিয়া? রঘুবীর একা আর তোমার হাজার জার সৈন্য। অস্ত্র ধ'রে সঙ্গেই রয়েছে পাঁচ সাত টা। তোমাকে রঘুবীরের আস্‌বার কৌশলটা লে দিয়ে, তাকে কাহিল ক'রে দিই—কেমন? হ'চ্ছে না মামদো মিয়া! আমি তোমাকে সুখে জত্ব করতে দিচ্ছি না। বেটা ভীলের মনে মনে রুম যে নরহত্যা কর্‌বে না। তাতেই তোমরা াজও বেঁচে আছ। কিন্তু বেটা ভগবানের পাকে ক্র আমার কাছে ধরা প'ড়ে গেছে, হঠাৎ প্রতিজ্ঞা 'রে বসেছে, যে সখারামকে হত্যা কর্‌বে, যেমন 'রে পারে সে হত্যার প্রতিশোধ নেবে। ভীলের াতিজ্ঞা অটল। বেটাতে একটু দেবতার অংশ াছে কিনা! কিন্তু হ'লে কি হবে। ও বেটা াতুর, আমি মাছ; ও বেটা গাড্ডিল, আমি মাও; বেটা অংশ, আর আমি পূর্ণ। দশ অবতারের দ্ধি, এই সখার মা'র নন্দনের মস্তিষ্কে বিরাজমান। ামিও প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি—রঘুবীরকে দিয়ে তোমা-দর দফা রফা করাব। শুতে, বস্‌তে, দাঁড়াতে তামাদের নাস্তানাবুদ কর্‌ব। এক দণ্ডের জন্য বশ্রাম দেব না। যে হাত বেটা মানুষের ওপর ল্‌ব না ব'লে সঙ্কল্প করেছে, সেই হাত আমি তামাদের রক্তে র'ঞ্জিত কর্‌ব।

জাফর। তুই কি ঠাওরেছিস্? যে ব্যক্তি াভীর রজনীর সহায়তায় চোরের মতন একজনের ৃহে প্রবেশ করে—তাকে নিঃস্ত্র দেখে বীরত্ব প্রকাশ করে—তার ভয়ে আমি নীরবে তোর মতন াদীর বাচ্ছার অত্যাচার স'য়ে থাক্‌ব?

সখা। কেন সইবে? একি মানুষে সয়? তুমি নবাব। আর আমি কে—কত তুচ্ছ কীটাণু-কীটু—আমি অত্যাচারের নাম শুন্‌লে রেগে কাঁই হ'য়ে উঠি; তুমি সইবে কেন? আর যদি সও, তা হ'লে বুঝ্‌ব—তুমি বাঁদীর বাচ্ছারও অধম।

জাফর। এইও উল্লুক! মুখ সামাল্‌কে বাত কও।

সখা। তা হ'লে বুঝ্‌ব—তোমাকে উত্তেজিত ক'র্ত্তে হ'লে, একটু বিশেষ রকমের উদ্‌যোগ আয়োজন চাই। কেন না, আমি চাই তোমার মৃত্যু। কিন্তু সে মৃত্যু আমার মৃত্যু দিয়ে কিন্‌তে হবে। সেই জন্যই মাম্‌দো মিয়া!—তোমার দরবারে এসে উপস্থিত হ'য়েছি।

জাফর। তুই তুচ্ছ পদার্থ, তোকে মেরে হস্ত কলুষিত কর্‌ব কেন?

সখা। কর্‌তেই হবে, নইলে আমিই বা তোমাকে ছাড়্‌ব কেন? যদি না হত্যা কর, তা হ'লে তোমাকে বড়ই লাঞ্ছিত হ'তে হবে। নরহত্যা কর্‌তেই জন্মগ্রহণ করেছ, এ অধম বাঁদীর বাচ্ছাকে মেহেরবাণী কর্‌তে দোষ কি? নবাব! গুজরাটের ভাগ্যবিধাতা! আমায় মৃত্যু দাও। নইলে এই দাড়ী না ধ'রে—

জাফর। এই—এই—

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। এইও—এইও—

সখা। এই পয়জার না খুলে—

প্রহরী। হাঁ—হাঁ—(সখারামকে ধারণ) জনাব! হুকুম।

জাফর। যাও, এই কম্‌বক্তকে নিয়ে গিয়ে, বামুনের ছেলে যে ঘরে আছে, সেইখানে আবদ্ধ রাখ। যা বেইমান। সঙ্গে যা। আমি তোর মৃত্যুর বেশ সুন্দর ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

সখা। আঃ—তা হ'লে বাঁচাও মিয়া!

জাফর। ব্যস্ত কেন? এই যে হ'চ্ছে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। জাঁহাপনা! সর্ব্বনাশ—সব ভীল পলাতক!

জাফর। সে কি! কি ক'রে হ'ল—কি ক'রে পালাল?

সখা। হাঁ—হাঁ—তা হ'লে পয়জার! একটু ঘন ঘন সঞ্চালিত হও!

জাফর। সব গেছে!

দূত। হাজত ঘর খুলে দেখা গেল—কেউ নেই। ছাত ফুঁড়ে সেইখান দিয়ে সবাই পালিয়েছে।

জাফর। কেউ নেই?

দূত। শুধু বামুনের ছেলে আছে। তাকে আপনি অন্য স্থানে রেখেছিলেন।

জাফর। পেছি না যেতে আছি—তা হ'লে মার্—বামুনের ছেলেকে মার্—এটাকে মার্—যাকে পাবি তাকে মার—

সখা। তা হ'লে মার্—কেবল মার্—হাত ঘন ঘন চল্—পয়জার পট্ পট্ খেল্।

(বিষপাত্র হস্তে সখার মার প্রবেশ)

দেবল। হাঁ—হাঁ!—ওর মা এসেছে।

জাফর। বেশ, এই নে তোর ছেলে—দেরি করলে মেরে ফেলব। এস দেবল,—তোম্ চলা আও।

[দেবল, জাফর ও দূতের প্রস্থান।

স, মা। বাপ সখারাম!

সখা। কেও—মা? কখন এলি মা? এ কি! তোর এ বেশ কেন? মুখে কালিমা কেন? চক্ষু রক্তবর্ণ কেন মা?

স, মা। বাবা, বিষের জ্বালা ধরেছে। এতকাল যে মহাপাপ ক'রেছি, এতদিনে তার ফল ফলেছে! বাপ! মাকে ক্ষমা কর্।

সখা। একি মা—হাতে তোর কি?

স, মা। বিষের বাটী।

সখা। সেকি!—আত্মহত্যা!

স, মা। আত্মহত্যার জন্য এ বিষ নয়—পুত্র-হত্যার জন্য। সয়তানের কাজ করেছি—সয়তান পুত্রহত্যা আমাকে পুরস্কার দিয়েছে, স্বহস্তে এই বিষ তোর মুখে দিতে বলেছে।

সখা। বেশ, দে! এ সংসারে কে কার? নরাধম নিজে আমাকে হত্যা করতে সাহস না ক'রে, মায়ের উপর ভার দিয়েছে। মৃত্যু—মৃত্যু—মা, মৃত্যু দে! পুত্রহত্যা হবে না—দেশ রক্ষা হবে। জাফর যাবে—দেবল যাবে; গুজরাট থেকে পাপ পালাবে—পুণ্য হবে। প্রায়শ্চিত্ত—দে মা—সন্তানকে বিষ দে—নামে হলাহল, কাজে সুধা। দে—শীঘ্র দে!

স, মা। তোকে দেব? পিশাচী ব'লে কি আমাতে পুত্রস্নেহও নেই। তুই আদরের নিধি, তোকে বিষ দেব? আমি নিজে খাব। বড় পিপাসা—বড় পিপাসা!! জলের পিপাসা নয়—বিষের পিপাসা। (বিষপান)

সখা। নারায়ণ! মধুসূদন! করুণাময়! নারী জ্ঞানহীনা, দয়া কর—মাকে আমার চরণে আশ্রয় দাও। যা মা, চ'লে যা—এখানে মরিস্‌নি—তোর দেহ স্পর্শ ক'রে এস্থান পবিত্র হবে—জাফর রক্ষা পাবে। চ'লে যা।

(ঘাতকগণের প্রবেশ)

১ম, ঘা। যেতে দেবে কে? চ'লে আয় কম্বক্ত! দে বেটী—বিষ দে।

সখা। তবে রে বেটা (চপেটাঘাত) আমার সমস্ত ক্রোধ তোদের ওপরই খরচ করলুম;

(মল্লযুদ্ধ)

স, মা। ছেড়ে দে—আমার ছেলেকে ছেড়ে দে পিশাচ!

(পতনোন্মুখী)

(হস্তবদ্ধ বলদেবের প্রবেশ)

বল। ছেড়ে দে নরাধম—ওদের ছেড়ে দে—আমাকে হত্যা কর।

সখা। পড়িস্ নি মা,—এখানে পড়িস নি। ধ'রে থাক্—আর একটু প্রাণ ধ'রে থাক্। পালা—পালা—

১ম, ঘা। নে রে ভাই—ওটাকেও টেনে নিয়ে আয়।

বল। রঘুবীর—ভাই রঘুবীর! সহস্র অত্যাচারীর দমন করেছ, কিন্তু তোমার কার্য্য করতে এসে আজ এক জন নিরীহ কিরূপ অত্যাচারিত হচ্ছে দেখবে এস, আজ তার শেষ দিন। বলদেবও ঘাতকের হাতে আজ প্রাণ দিলে!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রান্তর।

অনন্তরাও।

অনন্ত। কেবা স্থির, কে গম্ভীর, এত যাতনায়
কার মুখে না পড়ে রে যাতনার লেখা?
কার বুক আঘাতে না ভাঙ্গে নারায়ণ?
সব গেল! আমার বলিতে এ সংসারে
এক প্রাণী প্রাণে না রহিল!

ভেঙ্গে গেল সোনার সংসার!
দূর হ য়ে চিন্তা পাপীয়সী!
বিপর্য্যস্ত পাষাণ অন্তর!
আর কেন?

(রঘুবীরের প্রবেশ)

। কোথা যাও উন্মাদ পথিক? হ'ল দিবা-
অবসান। কোন্ বুকে ঢুকেছ প্রান্তরে?
কাল মেঘে আচ্ছন্ন গগন। ফিরে যাও,
ফিরে যাও। এখনি ভাসিয়া যাবে ধরা।
স্থান হেথা পাবে না প্রবীণ, ফিরে যাও—
ফিরে যাও। অট্টহাসে হাসে কাদম্বিনী।
ভীষণ মেদিনী মূর্ত্তি আঁধার আলোকে
মেঘনাদে কাঁপে বসুন্ধরা।
আকাশ ভাঙ্গিয়া প'ড়ে এখনি মাথায়
ভূমিসাৎ করিবে তোমায়। ফের, ফের!
ন্ত। কেও—রঘুবীর?
। পিতা!—পিতা! তুমি?
এই কি তোমার বেশ?
এই কি তোমার স্থান?
ন্ত। দেখ রঘুবীর!
কেমন সুন্দর অন্ধকার!
দেখ, রঘু, স্মৃতি যদি চাস্ লুকাইতে,
ডুব দে য়ে এ ঘোর আঁধারে।
। ছেড়ে চল এ ভীষণ স্থান!
ন্ত। এ ভীষণ স্থান?
কে বলেছে? মিথ্যাবাণী।
ধূ ধূ করে ধরা, জন-প্রাণী নাই—
মানুষে আসে না হেন কালে
নরে যেথা রয় বাপ,—
সে হ'তে কি এ স্থান ভীষণ?
। চল ফিরে, পায়ে ধরি, চল পিতা ফিরে।
ন্ত। কোথা যাব? সে ঘোর জঙ্গলে?
নর-ব্যাঘ্র যথা করে বাস?
রঘুবীর, অপঘাতে মরি,
হেরি করিবি কি ব্রত-উদ্‌যাপন?
। পুত্র-কথা চিরকাল রেখেছো ধীমান্!
শেষ কথা রাখ, ঘোর আকিঞ্চন।
ন্ত। ফিরে যেতে সেধো না সেধো না আর!

সে পাপ-সংসার—
ফিরে যেতে ব'ল না—ব'ল না।
রঘু। ফিরে চল—শেষ ভিক্ষা!
অনন্ত। গেছে যারা, যাক্ চ'লে তারা।
ধর্ম্মপথ রয়েছে প্রসার।
পুত্র কন্যা কার? ছাড়—
চ'লে যাই জীবনের পথে।
রঘু। বড়ই ভীষণ পরিণাম!
কোন্ প্রাণে এ বিপদে ছাড়ি হে তোমায়!
অনন্ত। চিরদুঃখী দুঃখেই সুখের স্বাদ পায়,
তাই আমি পেয়েছি সন্তান!
আশার রাজত্বে আর যাব নাকো ফিরে।
শোন রঘু, ফিরে যেতে নাহি চাই।
যদি মরি এ আঁধার রাতে—
যদি মরি নির্জ্জন প্রান্তরে—
যদি শিরে হয় বাপ অশনি-সম্পাত
বড় সুখে ছাড়িব পরাণ।
ছাড় পথ রঘুবীর—
প্রভু তব শেষ ভিক্ষা চায়।
রঘু। রঘুবীর মরিবে যখন, যেথা ইচ্ছা
যেও সেথা—কেহ এসে করিবে না মানা।
বলদেবে করিয়া উদ্ধার— প্রাণ সমা
ভগিনীর ধর্ম্মপ্রাণ রেখে মানে মানে
সমর্পিয়া তোমার শ্রীকরে,
যদ্যপি নিশ্চিন্ত পারি বসাতে তোমায়,
তবেই ছাড়িবে দাস।
অনন্ত। ক্ষুদ্র নর, ক্ষুদ্র কীট!
এখনও এত আছে আশ!
রঘু। (সহসা উঠিয়া) ঊর্দ্ধে নারায়ণ,
তুমি জনক আমার,
ছুঁয়ে শ্রীপদ তোমার,
রঘুবীর করে অঙ্গীকার—
শোন পিতা, শোন শোন—
বলদেবে করিব উদ্ধার,
আশ্রিতা নবাব-কন্যা—
অচিরেই স'পিব তব করে।
পাছে শত্রু ফের পাছে ফিরে,
পুত্র কন্যা ল'য়ে প্রাণভয়ে,
পাছে ভ্রম দেশদেশান্তরে,
দুরাত্মা আকবরশূন্য করিব সংসার।

লৌহস্তম্ভ চারিধারে,—বজ্র সৌধ শিরে
লক্ষ লক্ষ প্রহরীর মাঝে যদি রয় সে পামর,
সেথা হ'তে আনিব টানিয়া।
বুক তার খণ্ডে খণ্ডে করি বিদারণ,
মুণ্ড ছিঁড়ে দিব পূজা কালী-পদতলে।

অনন্ত। স্থির হও—স্থির হও।

রঘু। ভীল নহে মায়ের সন্তান।
শিশু-ভীল সিংহ মেরে খায়—
জান পিতা! ভীল-শিশু সিংহ মেরে খায়?
মত্ত মাতঙ্গের সনে করি ভীম রণ,
দন্ত তার করি উৎপাটন—
আনন্দে মাতঙ্গ-শিরে নৃত্য করে সাধে।
করি-গ্রাসী ভীম অজগর—
ভয়ে যার বনচর কাঁপে থর থর,
হেলায় দলিয়ে তারে
ভীল-শিশু করে শিশু-খেলা।

অনন্ত। চল্ চল্—যেথা যাবি, যাব তোর সনে।

রঘু। কর তবে অঙ্গীকার—
আর যেন খুঁজিতে না হয়।

অনন্ত। তোরে ফেলে যাব নাকো আর।

রঘু। করিয়াছি পত্নীর উদ্ধার।
অবশিষ্ট—বলদেব।
তাহারে ফিরাতে—দূতরূপে সথারামে
করেছি প্রেরণ।
দুর্ব্বল বুঝিয়া মোরে দুরাত্মা যবন—
বুঝি দূতের করেছে অপমান।
অতিক্রান্ত অষ্টম প্রহর, ফিরিল না সথারাম।
বিলম্বে ঘটিবে সর্ব্বনাশ—
আর না থাকিতে পারি প্রভু!

অনন্ত। সহস্র প্রহরী তার, দুর্দ্দান্ত দুর্জ্জয়—
নিরস্ত্র বান্ধবহীন তুমি।
রঘুবীর! কাজ নাই পুত্রের উদ্ধারে—
তুই মোর জীবন-সাধন,
তুই মোর প্রাণপোরা ধন,—
তোমার অস্তিত্বে মোর অস্তিত্ব নির্ভর।
রক্ষা কর্ রঘুবীর!
ফিরে আয়—কাজ নাই পুত্রের উদ্ধারে।

রঘু। আশীর্ব্বাদ কর মহামতি! আর আমি
নই প্রভু, ব্রাহ্মণের নিরীহ সন্তান।
বিশ্বনাথ জনক আমার। আমি পুত্র তাঁর!
শুধু মাত্র অত্যন্ত সংহারে।
দেখ প্রভু, শমন মূরতি,
ফিরাতে পাপের গতি,
করিতে ধরার ধ্বংস,—
শূলী শম্ভু শিয়রে আমার।
সংহার—সংহার!—
হের বক্ষে মুক্তকেশী—
অট্টহাসি, অসিত-বরণা ভীমা—
ধ্বংসরূপা দানব দলনী।
দেখ দেখি (বস্ত্র উন্মোচন ও সশস্ত্র ভীল-
বেশ প্রদর্শন)
চিনিতে কি পার হে ব্রাহ্মণ?

অনন্ত। একি মূর্ত্তি? রঘুবীর!—রঘুবীর!—

রঘু। রঘুয়া! রঘুয়া! রঘুবীর নহি আর।
পিতা! ম'রে গেছে রঘুবীর!
মৃত প্রাণ তার, মল ভরা পূতিগন্ধ মৃত্তিকার রাশি।
রঘুয়া কণ্টক তরু উঠেছে সেথায়।
তীব্রফুল-গন্ধে তার ভরিবে মেদিনী।
এস দ্বিজ লইবে আঘ্রাণ।

[বেগে প্রস্থান।

অনন্ত। ফের্—রঘুবীর—ফের্—পুত্র চাই না—কিছু চাই না—ফের্।

(দুলিয়া, মন্নু ও ভীলগণের প্রবেশ)

দুলিয়া। প্রভু—প্রভু মহারাজ কই?

অনন্ত। ফেরা দুলিয়া, ফেরা মন্নু—ওরে ফিরিয়ে আন্—রঘুবীর উন্মাদ দস্যু হয়েছে—একা ছুটেছে।

[অনন্তরাওয়ের বেগে প্রস্থান।

মন্নু। জয় কালী জয় কালী!

ভীলগণ। জয় কালী—

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কারাগারের সম্মুখ।

দুলিয়া ও রঘুবীর।

দুলিয়া। মহারাজ! এই সেই কারাগার।

রঘু। এই কারাগার?—শরীর কাঁপিছে ঘন ঘন

।ক পদ আগুসরি যাই,আর মোর সাধ্য নাই—
৷রে—বারে—ভুলিয়া আমার।
দখ্ চেয়ে কারাগার পানে,
দখ্ বেঁচে আছে কি সে জীবনের ভাই,
দখ্ দেখ্ কোথা আছে সখারাম—
হাপ্রাণ—পরের কারণে
াধীনতা দেছে বিসর্জ্জন।

[ভুলিয়ার অন্তরালে গমন।

ালী—কালী! কূল দে মা, কূল দে শঙ্করী!
প্রাণ দুটি ফিরে যেন পাই,
বাপুষ্পরাগ-রঙ্গে-রঞ্জিত এ কর
খনো মা ভিজে নাই মানব-শোণিতে।
ক্ষা কর দয়াময়ী! এখনো মা ফিরে দে সন্তানে।

ারীর উদ্ধারে যদি করিয়াছ দয়া,
তবে কেন বল মহামায়া—অসম্পূর্ণ রাখিবি আশায়।
ভাই! পেলে কি সন্ধান?

(ভুলিয়ার প্রবেশ)

া। একি হেরি মহারাজ! বাক্‌শক্তি রুদ্ধ মম!
কল্পনার অতীত সে দৃশ্য ভয়ঙ্কর!
কি কহ ভুলিয়া?
া। শোণিত-সাগরে ভাসে অঙ্গ কার?
হের সখারাম অনন্ত শয়নে।

(দৃশ্যপরিবর্ত্তন, কারাগারের অভ্যন্তরে মৃত সখারাম)

। স্বর্গধামে যোগ্য স্থানে যাও মহাত্মন্!
নমস্কার তোমার আত্মায়। কোন্ ভুলে
দিয়াছিলে এ পাপ সংসারে শ্রীচরণ?
আসা মাত্র বুঝেছিলে উত্তাপের জ্বালা।
আর কেন বিলম্ব ভুলিয়া, খুঁজে দেখ্
কোথা আছে হতভাগ্য ব্রাহ্মণ-কুমার।

[ভুলিয়ার প্রস্থান।

বুঝিয়াছি পরিণাম এইরূপ তার!
মহানল জ্বলিল চৌদিকে—
কেহ গেছে কেহ যাবে সে ঘোর অনলে।
রঘুবীর সে অংশের অনন্ত আহুতি!
[illegible]

দূরে ব'সে সর্ব্বধ্বংস করিবি দর্শন—
এই কি বা সাধ তোর মনে?

(ভুলিয়ার প্রবেশ)

ভুলিয়া। মহারাজ!
নির্ম্মূল সকল আশা—ভাই নাই- হের,
সুকুমার দেহ তার গতপ্রাণ প'ড়ে ধরাতলে।
(পটপরিবর্ত্তন, কারাগারের অভ্যন্তরে মৃত বলদেব)

রঘু। মৃত্যুর নিথর কোলে লইতে বিশ্রাম
ছুটিয়াছে বলদেব।
মরণের তীব্র সুধা আকণ্ঠ করিয়া পান
সঙ্গে সখারাম।—শুধু তাই নয়।
ভুলিয়া, সকলি গেল! সপ্তাহ সময় মাত্র
দিয়াছিনু তারে।
সপ্তাহ সময় মাত্র নিয়েছে শ্যামলী—
সে কি আর আছে?—কই, কোথা আছে?
কোথা মোর প্রাণের ভগিনী? না না—
দেখ্ দেখ্ দেখ্ রে ভুলিয়া! ওই দেখ্
সুমহান্ কালসিন্ধু উত্তাল-তরঙ্গে
অগণ্য সপ্তাহ-বিশ্ব মিলাতে ছুটেছে অবিশ্রাম:
দেখ ভাই!
তরঙ্গের শিরে প্রতিবিম্বে ফুটিয়া ফুটিয়া
ঢেলে দেছে সমস্ত সংসারে স্নিগ্ধ চন্দ্রিকার আলো!
দেখ্ দেখি কি শোভা ভুলিয়া! ওই হোথা
সহস্র সৌন্দর্য্যময়ী অপ্সরার রাণী,
পরীবাণু, শ্যামলীরে রয়েছে ঘেরিয়া।
ভুলিয়া। মহারাজ! শত্রুপুরী।
এখনও জীবিত আছে নবাব-নন্দিনী,—
সে প্রাণের তুমি আবরণ।
ধরি হে চরণ—ভিক্ষা দাও,—
এ অভেদ্য বজ্রবর্ম্ম কিঙ্করে তোমার।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আজি এসেছি হেথায়,
অস্ত্র রাত্রে শিক্ষা দিব দুরাত্মা জাফরে।
যদি নাহি পারি, যদি আজ পাপকণ্ঠ
মিথ্যাবাক্য করে উচ্চারণ,—
হস্ত পদ পোড়াব অনলে।
দিব ঢেলে হলাহল গলে।
[illegible] শুনিব না কানে।

রঘু। বেশ, তাজি আমি কারাগারদ্বার,
ছই জনে লও উঠাইয়া।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কারাগারের প্রান্তভাগ।

(মন্নু ও ফাঁস হস্তে ভীলগণের প্রবেশ)

মন্নু। হুঁসিয়ার,—খবরদার! রঘুয়া মহারাজ গারদ ভেঙ্গে বলদেব ও সখারামকে উদ্ধার কর্‌তে গেছে, আমাদের কাজ আমরা করি আয়! শব্দ শুনে দলে দলে সেপাই আস্‌ছে। সাবধান! ওর এক শালাও যেন না ফেরে! চুপে চুপে নিঃসাড়ে গলায় ফাঁসিটি লাগাবি আর টান্ দিবি। দেখিস যেন টোঁ শব্দটি না কর্‌তে পারে। পাশের লোক যেন জান্‌তে না পারে। ফাঁস্ লাগা—টান মার—আর গাদা কর্।

[সকলের প্রস্থান।

(সশস্ত্রে প্রহরিগণ ও কেরামতের প্রবেশ।)

কেরা। কই, কিসের শব্দ! মিছে কথা! যেখানে কেরামত, সেখানে শব্দ! মিছে কথা, ডাকাত—কোথা ডাকাত? আমার ওপর কি হুকুম হয়েছে জানিস?

১ম, প্র। হুজুর!

কেরা। ডাকাতের দলকে জবাই করা। যেমন বেটাদের হাতে পাব, অমনি এক একটি ক'রে না ধ'রে, টুঁটিটি টিপে, ছুরীখানা না জুতসই ক'রে গলায় বসিয়ে, এই এমনি ক'রে আড়াই পেঁচ, বস্ কাম কতে।

১ম, প্র। হুজুর! কে হাজৎখানার দোর ভাঙ্‌ছে!

কেরা। হ্যাঁ, সে কি! এর ভেতর, এত কড়া পাহারা—তার ভেতরে—বড় বড় পাঁচিল—টপ্‌কে। ঝুট বাৎ!

[নেপথ্যে পুনঃ শব্দ ও প্রহরিগণের পলায়ন।

(ভীলগণ ও মন্নুর প্রবেশ)

মন্নু। এই যে!

কেরা। হ্যাঁ! হ্যাঁ! তুমি কে?

মন্নু। এক জন ডাকু! নরাধম! অবলা পেয়ে বলপ্রয়োগ ক'র্তে যাও? নিঃসহায় কুলকামিনীকে ধ'রে আন্‌তে পার,—তোমার বীরত্ব ওরা কি বুঝবে? নাও এসো, কাটা হাত পা ছট্‌ফট্ কর্‌তে কর্‌তে তোমার কেরামতীটা একবার বুঝবে এস!

কেরা। হা আল্লা! দোহাই—দোহাই!

মন্নু। যারা তোমার কেরামতী বুঝবে, তারা কোথায়, একবার দেখবে? ঐ দেখ, ওইখানে গাদা প্রমাণ হ'য়ে জমে আছে।

কেরা। হ্যাঁ! তাই ত—তাই ত! দোহাই বাবা! মেহেরবাণী—মেরো না—মেরো না।

মন্নু। তোমার অদৃষ্টে আর অমন সুখের মরণটা হ'ল না। তুমি ভীলরাণীর অঙ্গে হাত তুলতে গিছলে, অকথ্য কথা বলেছিলে;—তোমার হাত, তোমার জীবকে, আগে জবাব দিহি কর্‌তে হবে, তা'রপর তোমার জান্! যাও—লে যাও!

কেরা। হা আল্লা! দোহাই—দোহাই।

[কেরামৎকে লইয়া ভীলগণের প্রস্থান।

(রঘুবীরের প্রবেশ।)

মন্নু। মহারাজ! খবর? বলদেব ভাই আর সখারামের কি উদ্ধার হয়েছে?

রঘু। উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু শুধু তাদের দেহ পেয়েছি—প্রাণ পাই নি।

মন্নু। হা ভগবান্!

রঘু। শোন! এ শোকের সময় নয়, কার্য্যের সময়। পিশাচকে ছনিয়া থেকে যেমন ক'রে হোক সরাতে হবে। আগে কার্য্য শেষ, তার পর শোক। কি করব—আমার অদৃষ্ট। পাল্লুম না—সময়ে উপস্থিত হ'তে পাল্লুম না। ভাই গেল,—সব গেল, প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা!

মন্নু। জয় ভবানী! জয় ভাবনী!

ষষ্ঠ দৃশ্য

কক্ষ।

জাফর ও দেবল।

জাফর। ভয় কি! কাপুরুষের মত বিপদে আত্মহারা হও কেন? স্থির হ'য়ে বল। বাড়ীতে কি ডাকাত পড়েছে?

।বল। পড়েছে কই, পিল্ পিল্ ক'রে দেয়া-
কাটল থেকে গজিয়ে উঠেছে! সব গেল!
ণ বুঝি সব গেল। হা ভগবান্! সব গেল!
াফর। আমার কাছে যখন এসেছ, তখন
ক দাওয়ান! স্থির হও—আমায় বুঝতে দাও।
দবল। ভয় ত নেই—ভরসাই বা কই? চোর-
তে শুই, সেখানেও যখন ডাকাত ঢুকেছে,
আর ভরসার আছে কি জাঁহাপনা? ভাগ্যি
নে ছিলুম না! নইলে ত গিয়েছিলুম!

(নেপথ্যে—আল্লা আল্লা হো!)

জাফর। বস্—আর ভয় কি? ওই আমার
সকল জাগরিত, এখনি ভীলকুলের উচ্ছেদ
। ক্ষণেক অপেক্ষা কর, এখনি দেখ্‌বে—
াতের দল ধৃত হ'য়ে আমার নিকট আনীত
ছ।

(বিষণের প্রবেশ।)

দেবল। এই যে—এই যে; কি খবর বিষণ?
।গুলোর সংবাদ কি?
বিষণ। সংবাদ আর কি? নির্ভয়ে এখানে
াবে—রাজপথে—অলিতে গলিতে ক্ষুধার্ত্ত
াঘ্রের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
জাফর। আর আমার অস্ত্রধারী দিগ্বিজয়ী
চ সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে?
বিষণ। দেখবার আর বড় অবকাশ দিচ্ছে
।
জাফর। দূর হও সম্মুখ থেকে কাপুরুষ!
লে এখনি শির ভূমা হবে।
বিষণ। শিরের ভয় আর রাখি না জাঁহাপনা!
র যাবার হ'লে এতক্ষণ যেত, তোমার পুরুষত্বের
াপেক্ষা করত না। জাঁহাপনা! পার ত নিজের
থা বাঁচাবার চেষ্টা কর, পরের মাথার দিকে লক্ষ্য
'র না। নইলে আজকের প্রভাতসূর্য্য আর
াফরের মাথায় কিরণ বর্ষণ করবে না!
নেপথ্যে। ভয় নেই—ভয় নেই!
দেবল। য়্যাঁ—ভয় নেই!
(ছদ্মবেশে মন্নু ও কতিপয় ভীলের প্রবেশ)
মন্নু। কই জাঁহাপনা? ভয় নেই—রঘুবীর
া পড়েছে।
জাফর। য়্যাঁ—রঘুবীর ধরা পড়েছে!

মন্নু। একেবারে গ্রেপ্তার!
জাফর। বস্—আর কি, আমি নির্ভয়।
তা হ'লে (বিষণকে দেখাইয়া) এই কাফেরকে
আগে কোতল কর।
মন্নু। যো হুকুম। এই ভাই—এস্‌কো লে
যাও। (জনান্তিকে) একে কোতল ক'র না—
মহারাজের হুকুম।
বিষণ। পিতা! ভগবানের কাছে প্রার্থনা
করি—আমার শাস্তিতে তোমার যেন পাপের
প্রায়শ্চিত্ত হয়।

[জনৈক ভীলের বিষণকে লইয়া প্রস্থান।

জাফর। আচ্ছা—একেও নিয়ে যাও।
মন্নু। ওকে আর আলাদা নয় জাঁহাপনা—
ওকে তোমার সঙ্গে।
জাফর। য়্যাঁ—সে কি! তার মানে কি?
মন্নু। তার মানে বুঝতে পার্‌লে না
জাঁহাপনা? আমরা যে তোমার বাবাকেলে
নফর।
জাফর। কে তোরা?
মন্নু। এই যে বুঝিয়ে দিচ্ছি। (ছদ্মবেশ
পরিত্যাগ) পাছে পালিয়ে যাও, কিংবা আত্মহত্যা
ক'রে আমাদের হাতের সুখ নষ্ট কর, তাই এ কাজ
করেছি।
জাফর। য়্যা, য়্যাঁ!
মন্নু। যাও—শয়তানকে লে যাও।
দেবল। হ্যাঁ বাবা, নে যাও। দেখ বাবা,
বিনা দোষে, সয়তান আমার ছেলেকে মেরে ফেলতে
হুকুম দিলে!
মন্নু। তুমি চল। সয়তানীতে তুমিও কম
নও।
দেবল। এই যে পা বাড়িয়ে রয়েছি, চল না
বাবা! বাবা, এক মুহূর্ত্তে প্রস্তুত হয়েছি, মরতে
আর ভয় নেই। চল—যেথায় নিয়ে যাবে,
শীঘ্র চল।

[সকলের প্রস্থান।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। আঁধারে ঢেকেছে অন্ধকার। অন্ধকার
আঁধারে আঁধারে কোলাকুলি! অমানিশা
! ভুলেছে আপন। অস্তিত্ব ডুবিয়া যায়,—

মানবের মিশে যা আঁধারে। সাধ ক'রে
বিধাতা আপনি, রচেছে চুরাশীলক্ষ
প্রাণী। আত্মরক্ষা ধরম সবার। পাপ-
পুণ্য সেথানে কোথায়। পাপ-পুণ্য নাহি
দেবতার? শুধু কি মানুষ অপরাধী?
ছলনায় দানব নিধন! বৃত্রাসুর,
রাবণ, ত্রিপুর, সুন্দ, উপসুন্দ ভাই—
সমস্ত মরেছে ছলনায়। মহাবল
বলি মহামতি—ধার্ম্মিকের শিরোমণি—
দাতার অগ্রণী, পশিয়াছে রসাতলে
বিধির ছলনে! তবে হায়! উচ্চ আশা
কি হেতু আমার? মার্ রঘু—শত্রু মার্।
সংহার বিধির লীলা। লীলাময়ী চির-
সংহারিণী। কুটিল সুনীলকেশী কাল-
রূপা কালী শবাসনা নৃমুণ্ড-মালিনী—
সংহারে আনন্দময়ী। বিলোল রসনা
আছে ব্যগ্র ভঙ্গিতে সংসার! মার্ রঘু—
শত্রু মার্। শাস্ত্রকথা চিন্তার সময়।
কার্য্যে কোন্ মূর্খ শাস্ত্র মানে? ভোগসুখ
কে না করে অন্বেষণ? ভোগ-ইচ্ছা কভু
ক্ষুদ্র, কভু মহা ধর্ম্মের পতন। মার্—
যে যেথানে আছে তুলে দেরে ভোজালির
মুখে। বীজকণা রাখিব না! বিষফণা
তুলিতে দিব না। বুঝিয়াছি প্রাণে রাখা
অধর্ম্ম আমার।

(জাফরের কেশ ধরিয়া ছলিয়ার প্রবেশ)

ছলিয়া। মহারাজ! অধিকৃত গুর্জ্জর-আসন।
আর এই সেই শয়তান—গুজরাটের
সে মহাত্মা নবাবের আসন-তস্কর।

রঘু। ধ'রে থাক দুরাত্মারে সম্মুখে আমার।
শোন্ নরাধম! এ জীবনে দেবতার
করিতে তর্পণ, মনিবের ভৃত্যকার্য্য
করিতে সাধন, উপাদান ফুল ফল লয়ে,
এতদিন যে বাহু রাখিয়াছিনু তুলে,
ব্রতভঙ্গে—প্রথম জীবনে ব্রতভঙ্গে,
প্রাণের বাতনে, একমাত্র দেখি প্রতীকার,
একমাত্র শান্তি যাতনার—
এ বাহু পিশাচ-রক্তে করিব রঞ্জিত।

জাফর। দোহাই! দোহাই! ক্ষমা কর রঘুবীর!
একদিন তুমি মোর রেখেছিলে প্রাণ,
পায়ে ধরি, দাও প্রাণ, ক'রো না হরণ।

রঘু। ক্ষমা? (হাস্য) ক্ষমা কি জাফর?
নর্ম্মদার কার্য্যে বাধা দিয়ে, এতদিন ধর্ম্ম সঙ্গে
সেধেছি শত্রুতা; গুর্জ্জরের অধিবাসী
দিবানিশি উৎপীড়িত তোর অত্যাচারে,
ঊর্দ্ধে কৃতাঞ্জলিপুটে বিধির নিকটে
নিত্য তোর মৃত্যু ভিক্ষা করে। তাই স্মরি
দিবস-শর্ব্বরী জ্বলে যায় প্রাণ মোর
অনুতাপানলে। নর্ম্মদার আবেদনে
বিধাতা যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছে আমায়।
মর্ম্ম ছিঁড়ে, বলদেব সখারাম সনে
আমার সকল আশা নিয়েছে অকালে।
আজি প্রায়শ্চিত্ত তার জীবন তোমার—
আমার এ ধৃষ্টতার যোগ্য বিনিময়।
সময় উত্তীর্ণ হয়। জাফর, প্রস্তুত
হও, স্মর ইষ্টদেবে।

জাফর। দোহাই! দোহাই!

(রঘুবীর কর্ত্তৃক হত্যা)

ছলিয়া। মহারাজ! কার্য্য শেষ! মরেছে।
তার পর?

রঘু। তারপর! তারপর! কি বলি ছলিয়া!
বলিতে হৃদয় কাঁপে, জড়তায় বাক্যশূন্য
রসনা আমার। তোদের সন্ধানে যেতে
সঙ্গি-শূন্য নিরাশ্রয় পরীবানু ভার
সঁপেছিনু ভগিনীর করে।
দিয়াছিনু সপ্তাহ সময়।
যদ্যপি সপ্তাহ মধ্যে না দেখে
ফিরিতে মোরে, আশ্রয় লইতে
ওই ঊর্দ্ধে মহাপথ দিছি দেখাইয়ে।
সপ্তাহ চলিয়া গেছে। ঢালিয়া আঁধার
সান্ধ্য-সূর্য্য চ'লে গেছে ধরণীর পারে।
শক্তি যদি থাকে ভাই,
ধরণী ভেদিয়া যাও পরপারে;
ভাস্করে শুধাও ভাই, সে বলিয়া দেবে—
কোথায় শ্যামলী!
তার কাছে আছে মম গুর্জ্জর-কুসুম।
আর প্রশ্ন ক'রো না আমায়, পার যদি
ধ'রে আন, সিংহাসনে করহ স্থাপন।

শ্যামলী—শ্যামলী! ভিক্ষা দাও জনার্দন।
ভিক্ষা দাও মা শঙ্করী, দাসীরে তোমার।

[প্রস্থান।

ঢুলিয়া। ভগবান্! গুরুপদ করিয়া স্মরণ
আজ্ঞা-মন্ত্রে করিয়াছি তব উপাসনা।
ভিক্ষা—ঘৃণা। পদতলে দলেছি কামনা।
দয়াময়! এ মোর প্রথম ভিক্ষা, এই
ভিক্ষা শেষ! কর্ম্ম-যুদ্ধে জীবন-সঙ্গিনী,
ক্লান্ত দেহে আরাম-দায়িনী,
সর্ব্বনাশী—সর্ব্বস্ব আমার
অসাক্ষাতে মিলাইয়া যদি যায় প্রভু,
ধ'রে রাখ—ধ'রে রাখ—
প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘিয়া,
ক্ষণ তরে বেঁধে রাখ মিনতি আমার।

(দেবলকে লইয়া মন্নুর প্রবেশ)

ভাই মন্নু! ছিঁড়ে লও মুণ্ড দুরাত্মার,
শীঘ্র কর মুণ্ডশূন্য দুরাত্মা দেবলে,
আন—ল'য়ে কালীপদে দিব উপহার।

সপ্তম দৃশ্য

পার্ব্বত্য বনপ্রান্ত।

অনন্তরাওয়ের চিতা প্রজ্বলিত।

(ভগ্নকাষ্ঠ স্কন্ধে শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। যাও পিতা—শান্তির ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাও। সংসারের সমস্ত জ্বালা তোমার আদরের কন্যার স্বহস্ত-প্রজ্বলিত চিতানলে নির্ব্বাপিত হয়েছে—নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাও! সহস্র জাফরেও তোমার বিশ্রামের আর ব্যাঘাত করতে পারবে না! ব্রাহ্মণ! আজীবন জ্ঞানের সেবা ক'রে শেষে উন্মত্ততার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছ—উন্মত্ততা বড় আদরে তোমার বিশ্রামের অতি সুন্দর—অতি মধুর-ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। সে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে আকৃষ্টা হ'য়ে, তোমার পরী আর শ্যামলী প্রসাদ পাবার লোভে ছুটেছে—নাও পিতা, তাদের কোলে তুলে নাও—তোমার ঐ শান্তিময় বিশ্রামাগারের এক কোণে তাদের একটুকু স্থান দাও—তারা বড় শ্রান্ত! কিন্তু মা শঙ্করী! একবার কি ঢুলিয়াকে শেষ দেখা দেখ্‌তে দিবি নি? দোহাই মা—একবার দেখা! ঢুলিয়া! ঢুলিয়া! এ সময় কোথা তুই? একবার আয়।

(ঢুলিয়ার প্রবেশ)

ঢুলিয়া। এই যে—এই যে! জয় কালী! জয় শঙ্করী! মহারাজ! রঘুমহারাজ!

শ্যামলী। কেও ঢুলিয়া? প্রণাম করি।

ঢুলিয়া। একি শ্যামলী! চক্ষু রক্তবর্ণ কেন? একি রাজাবউ, কাঁধে কাঠ কেন?

শ্যামলী। কাঠখানা আগে ধর—ভাইকে ডাকিস্ নি।

(ঢুলিয়া কর্ত্তৃক কাষ্ঠ গ্রহণ ও শ্যামলীর ঢুলিয়াকে প্রণাম)

মা! সতীকুলরাণী! তনয়ার কাতরকণ্ঠ তবে কি সত্য সত্য কানে তুলেছিস্ মা? স্বামিন্! বহু অপরাধ করেছি, দাসীকে ক্ষমা কর।

ঢুলিয়া। এ সব কি রাজাবউ?

শ্যামলী। আমি চল্লুম্।

ঢুলিয়া। একান্তই?

শ্যামলী। বিধাতা থাকতে দিলে না।

ঢুলিয়া। পরীবাণু ও আমি একত্রে বিষপান করেছি। আর পিতা জ্বলন্ত চিতায়—

ঢুলিয়া। মহারাজ! রঘুমহারাজ!

শ্যামলী। ভাইকে ডাকিস নি।

ঢুলিয়া। আর ত সব ফুরিয়ে গেল। গুরু আমার, উন্মাদের মত চ'লে গেছে। সে-ও জন্মের মত দুটো কথা কয়ে নিক্! মহারাজ! মহারাজ! ওরে, আমরা যে পরীবাণুর সিংহাসন আনলুম।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। শ্যামলী! শ্যামলী!

শ্যামলী। এই যে ভাই!

রঘু। তবে সর্ব্বনাশী! ভাইয়ের প্রতি করুণা দেখাতে এখনো বেঁচে আছিস্?

শ্যামলী। আছি। (প্রণাম করণ)

রঘু। পরীবাণু কই?

শ্যামলী। আর দেখে কাজ নাই।

ঢুলিয়া। আর তাকে দেখে কাজ নাই!

রঘু। সে কি? তাকে দেখবো না?—
আর দেখা? সিংহাসন তার অভাবে শূন্য! পরী কই?—গুজরাটের রাণী কই?

(পটপরিবর্ত্তন)।

(ফুলবেষ্টিত প্রস্তরাসনে অর্দ্ধশয়নাবস্থায় নিমীলিত নেত্রে পরীবানু)

রঘু। ওকি? ওকি?

শ্যামলী। ওই দেখ,—গুর্জ্জরের রাণী ফুলরেণুর আবরণে প্রকৃতিদত্ত সোনার সিংহাসনে, অনন্ত সুখের আবেশে, অর্দ্ধনিমীলিতনয়নে কেমন ব'সে আছে। দেখ ভাই! শিলাতলে কি অপূর্ব্ব শোভা! ভাই, পরীকে বিষ খাইয়েছি। স্বর্ণকমলকে মন্দাকিনীর সুধার হিল্লোলে ঢেলে দিয়েছি। দুরাত্মা আকবরের কর, আর ওখানে পৌঁছুতে পারবে না।

রঘু। ঢেলে দে রে কর্ণদ্বারে গলিত পাষাণ,
বেঁধ চক্ষু কালফণী-দাঁতে,
বিদরিয়া হৃদয় আমার
সহস্র ধারায় ছুটে আয়,
সহস্র খাণ্ডবনাশী দাবানল।
চূর্ণ কর বজ্রধর,
প্রাণ পুড়ে হোক্ ভস্মরাশি।

শ্যামলী। তোমা এ না সাজে রঘুবীর!
দেখ চক্ষু মরুভূমি প্রায়,—জলবিন্দু নাই।
দেখ তরুস্কন্ধ কাটি বাহুবলে
সাপটিয়া করেছি ধারণ,
চিন্তা কিছু নাই—ফিরে নাহি চাই—
কোথা রয় মৃত্যুমুখী বালা—
দেখ্ রে পাষাণ-বক্ষ পাষাণ-শীতল।
ভুলিয়া সংসার জ্বর—কাতর অন্তর—
পরী মোর ঘুমাইতে চলে।
অভিঘাত প্রচণ্ড তুফান যেই
সহিতে নারিল ক্ষুদ্রতরী
তল ভেদী দিছি ডুবাইয়া।
যাক্ চ'লে, যাক্ তলে অনন্ত আঁধারে,
জলকম্প সেথা নাই আর।
পিতা মোর সুখে নিদ্রা যায়,
কার সাধ্য তুলে তায়,
কে তারে তুলিয়া আনে জাগ্রত শ্মশানে
দেখাবারে চিত্তের দাহন!
তবে কেন ধীর রঘুবীর! এমন অস্থির?
কেন আত্মার পীড়িত কর দারুণ যাতনে?
বিচ্ছেদেই ধরণীর সীমার বিস্তার,
মিলনে ধরণী কত দিন?
রেখে দিনু পদপ্রান্তে তুলিয়া আমার—
তব দত্ত উপহার—কাছে রেখো—
সুখে দুঃখে রেখো সান্ত্বনায়।
আমি চলি,—দাও পদধূলি।

(শয়ন ও মৃত্যু)।

(সিংহাসন লইয়া ভীলগণের প্রবেশ ও রঘুবীরের সম্মুখে রক্ষা। রঘুবীরের পদাঘাতে সিংহাসন নিক্ষিপ্ত করণ)।

রঘু। যারে ধরা প্রলয় কম্পনে—
আয়—ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মাণ্ডধার প্রচণ্ড আঁধার—
ত্বরা দেরে ভগ্নস্তূপ ডুবাইয়া,
যেন স্মৃতিচিহ্ন না রয় ধরায়।

(শ্যামলীকে চিতায় নিক্ষেপের উদ্যোগ)

যবনিকা

বাঙ্গালার মসনদ

(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ

বিজ্ঞাপন

মদীয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয় প্রণীত ইতিহাস হইতে এই নাটক-রচনার সাহায্য লইয়াছি। এই জন্য উক্ত বন্ধুদ্বয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। নানা কারণে এই নাটকখানিকে প্রথম সংস্করণে মনোমত করিতে পারি নাই। বর্ত্তমান সংস্করণে তাই অনেক স্থলে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছি।

গ্রন্থকার

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

সরফরাজ	মুর্শিদাবাদের নবাব।
আহম্মদ	ঐ উজীর (১ম)।
আলিবর্দ্দী	পাটনার নায়েব সুবেদার।
মর্ত্তজা	সরফরাজের উজীর (২য়)
গাউস খাঁ	ঐ সেনাপতি।
মর্দ্দান আলি	ওমরাও।
লুৎফুল্লা	ঐ
পীর খাঁ	ঐ
বাখর খাঁ	ঐ
নোয়াজেস্	আহম্মদের পুত্র।
আলমচাঁদ	সরফরাজের দেওয়ান।
চিন্তামণি	আলিবর্দ্দীর দেওয়ান।
হোসেন খাঁ	সরদার।
মহম্মদ আলি	ঐ
সা হায়দারি	ফকীর।
নন্দলাল	হিন্দু সরদার।
বিজয়	ঐ
জালিম	বিজয়ের পুত্র।
ফতেচাঁদ জগৎশেঠ	হিন্দু ওমরাও।
খাপি খাঁ	আলিবর্দ্দীর ভৃত্য।

সরদারগণ, মাঝিগণ, প্রহরী, ওমরাওগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

রাবিয়া	সরফরাজের স্ত্রী।
মালেকা	গাউসের স্ত্রী।
ঘেসেটী	আলিবর্দ্দীর কন্যা।
জিন্নেত উন্নীসা	সরফরাজের মাতা।
নাকীবিবি	জনৈক রমণী।
রমাবতী	বিজয়ের স্ত্রী।

গ্রাম্যরমণীগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

বাঙ্গালার মসনদ

প্রথম অঙ্ক

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বহিঃকক্ষ

আলিবর্দ্দী ও আহম্মদ

আহম্মদ। তোমার চিন্তা কর্‌বার কিছুমাত্রও প্রয়োজন নাই। তুমি আমার ওপর সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক। আমি কাজে যখন যেমন অগ্রসর হব, তখন তোমাকে সংবাদ পাঠাব।

আলি। তা হ'লে এখন আমি কি কর্‌ব?

আহ। তুমি এখনি পাটনা রওনা হও।

আলি। নবাবের হুকুমের বিরুদ্ধে কোন্ সাহসে রওনা হই?

আহ। সাহস আমি। আমি কি তোমাকে বিপদ্‌গ্রস্ত কর্‌বার জন্তই মুর্শিদাবাদ ছেড়ে যেতে বল্‌ছি? তুমি যাতে পাটনা যেতে পার, আমি আগে হতেই তার ব্যবস্থা করেছি।

আলি। তার পর? যদি নবাব আমাকে তলব করেন?

আহ। তার জবাবদিহি আমি কর্‌বো—তোমার ভাবনা কি? তোমার নামে নায়েব নাজিমীর বাদসাহী সনন্দ আনবার কথা সুজা খাঁর কানে উঠেছিল, তাই আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। নইলে এ বেশে আজ তোমাকে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ কর্‌তে হ'ত না। এই আহম্মদের কৃপায় মুর্শিদকুলীর জামাতা হয়েও সুজা খাঁ যে বেশ পর্‌তে পেরেছিল, সেই সুবেদারের বেশে তোমাকে সহরে প্রবেশ করাতুম। মূর্খ সরফরাজকে আর মসনদ দখল কর্‌তে হ'ত না।

আলি। ওঁকে কি রকম বুঝ্‌ছেন?

আহ। কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি। যে দিন সমস্ত শক্তির উপর অধিষ্ঠিত হয়েও, সে তার ন্যায়তঃ প্রাপ্য নবাবী পিতাকে দান করেছিল, সে দিন তাকে মূর্খ মনে করেছিলুম। অবশ্য এখনও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহহীন না হলেও, তাকে ভাল রকম বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। এ নবাবের সঙ্গে কোন্ পথ অবলম্বন ক'রে কার্য্য কর্‌বো, তাও এখনও ঠিক্ কর্‌তে পার্‌ছি না। এ আহাম্মোক নবাব কি যে চায়, তা কোন ওমরাও অনুমান করতে পারছে না। বিলাসিনীর বাহুর উপাধানে মাথা রাখিয়ে ঘুম পাড়িয়ে, সে নবাবকে আমি আয়ত্ত করেছিলুম। বাংলার যেখানে যা মান সম্ভ্রমের চাকরী আছে, সমস্তই আমার লোক দিয়ে ভরিয়েছিলুম, এক মসনদ ছাড়া সমস্ত মুলুকটাই আমি এক রকম হাত করেছিলুম। কিন্তু সরফরাজকে—আয়ত্তে আনা দূরে থাক্—এখনও ভাল ক'রে চিন্‌তে পারলুম না। বহুমূল্য নজর নবাবের পায়ের কাছে ধর্‌লুম, নবাব মর্য্যাদার সহিত ফিরিয়ে দিলে, ছুঁলে না। তোমাকে গোপন কর্‌ব কেন, শ্রেষ্ঠ রূপের প্রলোভনে তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি, অকৃতকার্য্য হয়েছি।

আলি। তবেই ত নিরাশার কথা হ'ল ভাই সাহেব!

আহ। নিরাশ! আহম্মদ এ জীবনে হয় নি। দু' দিন তার সঙ্গে ব্যবহার কর্‌তে পার্‌লে, তার চরিত্র আমার অজ্ঞাত থাক্‌বে না। নিরাশ এ জীবনে হই নি, হব না। সামান্ত মুহুরীগিরি থেকে উজীরী পেয়েছি, মসনদ অধিকার না ক'রে ছাড়বো না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

(বাখর খাঁর প্রবেশ)

বাখর। জানাবালি সেলাম।

আহ। কি খবর ?

বাখর। খবর ভাল নয়। নবাব (আলি-র্দ্দীর প্রতি) আপনাকে তলব করেছেন।

আলি। আজ রাত্রেই !

বাখর। এখনি—বলেছেন, বিশেষ প্রয়োজন—আলিবর্দ্দী খাঁকে এখনি তলব দাও। এই তলবানা চিঠি। (চিঠিদান)

আলি। (চিঠি পড়িয়া) কি কর্ত্তব্য ভাই ?

আহ। নবাব একা, না কাছে কেউ আছে ?

বাখর। এখন নেই, আগে ছিল।

আহ। কে বাখর ?

বাখর। মর্দ্দান আলি ও হাজি লুৎফুল্লা।

আহ। বুঝেছি—আমার চিরশত্রু এ নবাবের প্রিয় হয়েছে! তারই পরামর্শে নবাব তোমাকে তলব করেছে।

বাখর। কাল নবাব দরবার করবেন।

আলি। কি কর্ত্তব্য ভাই ?

আহ। কর্ত্তব্য ? কিছুতেই নবাবের সঙ্গে আজ দেখা করা কর্ত্তব্য নয়। বাখর! তোমার বন্ধুত্বে নির্ভর করেই এতকাল আমি মুর্শিদাবাদে দাঁড়িয়ে আছি। তুমি আমাকে রক্ষা কর।

বাখর। কি কর্‌তে হবে গোলামকে হুকুম করুন ?

আহ। তুমি গিয়ে নবাবকে বল যে, আলি-বর্দ্দী খাঁ তলবানা চিঠি পাবার আগেই পাটনা রওনা হয়েছে। চিঠি তুমি ফেরৎ নিয়ে যাও।

বাখর। এই খোলা চিঠি ফেরৎ নিয়ে যাব ?

আহ। তাই ত! বেশ, তুমি আমার নাম ক'র। ব'ল, জরুরী মনে ক'রে আমি হুজুরালীর চিঠি খুলেছি। হুজুরালী যদি আমাকে তলব করেন, আমি এখনি হাজির হ'তে প্রস্তুত আছি।

বাখর। বেশ, তাই বল্‌ব।

[প্রস্থান।

আহ। আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব কর না আলি-বর্দ্দী! বাখর চেহেলসেতুনে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ কর। নওয়াজেসকে সঙ্গে ল'য়ে শুধু দু' চার জন শরীর-রক্ষী নিয়ে চ'লে যাও। ঘসেটীকে আমি পরে পাঠিয়ে দেব।

আলি। বেশ।

আহ। যাবার সময় একবার জগৎ শেঠ ও আলম চাঁদকে সেলাম দিয়ে যেতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু কি ক'রে তা হবে ?

আলি। তা আমি ঠিক কর্‌ব—সে বিষয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।

আহ। তা হ'লে আর দাঁড়িয়ো না—রাত্রির অন্ধকারের সহায়তা গ্রহণ কর।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ।

(ঘসেটী।)

ঘসেটী। যাত্রার একপালা শেষ হ'য়ে গেছে, এইবার দ্বিতীয় পালার আরম্ভ করতে হবে। প্রথম পালায় সুজাউদ্দীনকে দুনিয়া ছাড়িয়ে যাত্রা শেষ করেছি। দ্বিতীয় পালায় সরফরাজ তুমি। এবার তোমাকে দুনিয়া ছাড়িয়ে, আমার পিতার নবাবী-প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত করতে হবে। তবে এবারের রণজয় বড়ই দুরূহ। সুজাউদ্দীনের বৃদ্ধা মহিষী জিন্নেতউন্নীসা আমার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে দাঁড়াতে পর্য্যন্ত সাহস করে নি। কিন্তু এবারে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। নবাব যুবক—আর তার পার্শ্বে রূপের সমস্ত অহঙ্কার স্পর্দ্ধা নিয়ে যুবতী রাবিয়া। এ কটাক্ষে পারস্তবীর রোস্তমের বল ধরতে না পারলে এ যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব। পারবো না ? পারতেই হবে। দর্পণ আমার এই কোমল বাহু দিয়ে আমারই চিবুক ধ'রে, আমারই নয়ন কটাক্ষের বিনিময়ে আমাকে যুদ্ধে যাবার ইঙ্গিত করছে। আমার এ আসনাইয়ের লড়াইয়ে তুই কত বল ধরিস্, আমি একবার দেখ্‌ব রাবিয়া! বাঁদী!

(নোয়াজিসের প্রবেশ)

নোয়া। তার বদলে বান্দা।

ঘসেটী। একি! তুমি এখনও যাও নি ?

নোয়া। (হাস্য) আমি পাশ কাটিয়ে চাচার কাছ থেকে স'রে এসেছি।

ঘসেটী। ও মূর্খ! তুমি করলে কি ?

নোয়া। ভারী মজা করেছি। চাচা বল্লেন, নোয়াজেস, তোমাকে এখনি আমার সঙ্গে পাটনা যেতে হবে। আমি বুঝলুম, পেড়াপীড়ি করলে

চাচা ছাড়্‌বে না। বল্লুম যাব। চাচা শুনে ভারী খুসী—বল্লে, এত দিন পরে তোমার বুদ্ধি এসেছে। কেন যাব প্রশ্ন ক'র না, বিলম্ব ক'র না, এখনি যাবার জন্ত প্রস্তুত হও। অমনি বিনা বাক্য-ব্যয়ে চাচার ঘোড়াতে চেপেই বল্লুম, এই প্রস্তুত। চাচা হাঁ হাঁ ক'রে উঠ্‌ল, তোৎলা খাপি খাঁ শালা আং আং ক'রে উঠ্‌লো। আর আং আং কর্‌লে কি হবে, আমি ছুট্‌লুম ব'লেই পগার পার। চাচা আর কি করে, আর একটা ঘোড়ায় চেপে আমার পাছু পাছু ছুট্‌লো। ছুটে যখন আমার পাছু ধর্‌তে পার্‌লে না, তখন চেঁচিয়ে ব'লে দিলে "রাজমহলে আমার অপেক্ষা করো। আমি আচ্ছা ব'লে ছুটের উপর ছুট দিলুম। তার পর আর এক পথ দিয়ে ঘুরে তোমার কাছে উপস্থিত হলুম।

ঘেসেটী। তাই ত! এ যে সব মতবল ফাঁস হ'ল। এ বোকা স্বামী নিকটে থাক্‌লে ত কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না।

নোয়া। কি ঘেসেটী! চুপ ক'রে রইলে যে? আমাকে দেখে কি তোমার স্ফূর্ত্তি হ'ল না?

ঘেসেটী। স্ফূর্ত্তি?—কি বল্লে নোয়াজেস্, স্ফূর্ত্তি? তোমার মতন বোকা স্বামী যার—তার কখন কি স্ফূর্ত্তি থাক্‌তে পারে?

নোয়া। কি, আমি বোকা? আমি চাচাকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে এলুম—আমি বোকা?

ঘেসেটী। চাচাকে ফাঁকি দিলে, না নিজে ফাঁকি পড়্‌লে। ভবিষ্যতে যা কিছু উন্নতির আশা ছিল, সব পণ্ড ক'রে ফেল্‌লে।

নোয়া। কিসে পণ্ড হ'ল?

ঘেসেটী। কিসে পণ্ড হ'ল, তা' যদি বুঝ্‌তে পার্ত্তে, তা হ'লে আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হ'য়ে—বাংলার উজীর হাজী আহম্মদের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ হ'য়ে আমার এত দুঃখ কেন? কোথাকার কে তারা সব নবাব সরকারে বড় বড় চাকরী করছে, আর উজীরের বড় ছেলে হ'য়ে—সুবেদারের বড় জামাই হ'য়ে—তুমি কি না একটা তুচ্ছ দারোগাগিরি করতে কবুতরায় প'ড়ে রয়েছো? তোমার কি ঘৃণা আছে, না লজ্জা আছে? তোমার ভাই জৈহুদ্দীন, সে-ও রংপুরের ফৌজদার। আমার ভগিনী আমিনা মহল থেকে ফিরে এসে দেমাকে মাথা তুলে যখন আমার সঙ্গে কথা কয়, তখন মনে হয়, মেদিনী যদি দ্বিধা হয়, আমি জীবন্ত কবরে প্রবেশ করি। নরাধম মূর্খ স্বামী! ভবিষ্যতে ফৌজদার হবার আশায় এক দিন সাং ক'রে অঙ্গ সাজিয়েছি, তাও তোমার সহ হ'ল না?

নোয়া। কি ক'রে বা ফৌজদার হব, আর কোথাকার ফৌজদার হব, সেটা আগে বল তবে ত আমার বিশ্বাস হবে!

ঘেসেটী। হুগলীর ফৌজদারগিরি খালি হয়েছে তা জান! নবাব সুজা খাঁ মৃত্যুর কিছু দিন আগে ফৌজদার পীর খাঁকে বরখাস্ত করেছে। তোমার বাপ্‌ তোমায় সেই চাকরী দেবার চেষ্টায় আছে। তুমি সরকারের বিনা হুকুমে তশীল ছেড়ে এসেছ জান্‌লে নবাব তোমাকে সে চাকরীতে কি বাহাল করবেন? এই জন্যে বাবা রাতারাতি তোমাকে পাটনায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। মুর্শিদাবাদে আমাদের অনেক শত্রু, তাদের মধ্যে যদি কেউ দেখ্‌তে পায়, তোমার চাকরী পাওয়া ঘুচে যাবে; তোমার বাপের সম্ভ্রম নষ্ট হবে। তোমার বাপ নবাবকে বলেছেন, তুমি কবুতরায় আছ। আমার বাপ তোমাকে আন্‌তে নিজে হুকুমনামা নিয়ে চ'লে গেছে।

নোয়া। হোঃ হোঃ হোঃ।

ঘেসেটী। আবার হোঃ হোঃ কেন? কথাটা মাথায় প্রবেশ কর্‌লে না বুঝি?

নোয়া। খুব প্রবেশ করেছে ঘেসেটী! পীর খাঁর ফৌজদারী নবাব আমাকে দেবে! পীর খাঁ একে কালোয়াত! তার চোখে সুরফাকতাল, ঠোঁঠে ঠুংরি! তার পর অন্দরে টৌরী-ঝিঝিট-খাম্বাজ-পিলু-বারোঁয়া এই এমনি থেকে আরম্ভ ক'রে, এত বড় বড় রাগিণী। সারেঙ্গের ছড়িতে কুলোয় না—তার চাকরী ছিনিয়ে নেবে বাবা! বাবা কি বুদ্ধিতে সুজা খাঁকে বশ করেছিল? যে জোরে বাবা বাঙ্গালার উজীরী পেয়েছে, সে জোর আমার থাকলে আমি এতদিন বাবাকে ঠেলে উজীর হ'য়ে যেতুম।

ঘেসেটী। কি বললে বেয়াদব?

নোয়া। সে যাই বল বিবি! বেয়াদবই বল,

বোকাই বল, আমি সে সব কথায় ভ্রূক্ষেপ করি না। আমার মন যখন যা বলে তাই বলি, মন যখন যা করতে চায় তাই করি। তাই আমার রংপুরের ফৌজদার হয়েছে, তাতে আমি সুখী। যদি সে নিজ বুদ্ধিবলে সেই উচ্চপদ পেয়ে থাকে—আর তা যদি আমি জানতে পারতুম—তা হ'লে আমার সুখের অবধি থাকত না।

ঘেসেটী। হুঁসিয়ার বেয়াকুব! ফের যদি এ রকম কথা কও, তা হ'লে আমি বাবাকে এখুনি ডাকব।

নোয়া। ডাক না বাবাকে, কবুতরায় দারোগাগিরি করছি, না হয় ঘোরোগচরার মুহুরীগিরি করব।

(খাপি খাঁর প্রবেশ)

খাপি। য়্যা য়্যা হুং হুং উজুর য়্যা—

নোয়া। ওরে বেটা খেঁকশিয়ালি! ফেউর মতন পিছনে পিছনে আছ?

খাপি। কেং কেং— য়্যানো থাকব না! নাও চল!

নোয়া। কোথায় যাব?

খাপি। কোথায় তা কি হুজুর জান না?

নোয়া। আমি যদি না জানি, তোর বাবার কি? দেখ্‌ বেটা, এক কথায় যদি বলতে না পারিস, তা হ'লে যাব না।

খাপি। এক কথাতেই বলব তার আর কি!

নোয়া। তুই বেটা যে দিন এক কথাতে বলতে পারবি, সে দিন আমি তোকে আমার দারোগাগিরি বক্‌সিস দেব।

খাপি। ইস্—তা আর দিতে হয় না?

নোয়া। তবে রে পাজি বেটা, দিতে হয় না? আমি কি মিথ্যাবাদী? বল বেটা এখনি বল, আমি তোকে দিয়ে দিচ্ছি।

খাপি। এই যে বলছি। পাং! পাং! পাং!

নোয়া। বল্‌ বেটা বল, (খাপির কথা কহিবার চেষ্টা) বল্‌ বেটা বল, পাজী বেটা—ঠকিয়ে তুমি আমার দারোগাগিরি নেবে?

খাপি। কে তোমার দাং আং আং আয়গাগিরি চায়।

নোয়া। তুই চাস্‌ না—তোর বাবা চায়, ঠকিয়ে আমার দারোগাগিরি নেবে? আমার সাধের দারোগাগিরি! বিবি চটে লাল—বাপ রেগে কাঁই—আমার এমন সাধের দারোগাগিরি তুমি ঠকিয়ে নেবে রে বেটা তোতলা?

খাপি। আমি বলব না।

নোয়া। তাই বল্‌! আমি নিশ্চিন্ত হলুম। শোন ঘেসেটী, যদি ফৌজদারী আমায় নিতে হয়, তা হ'লে তোমাদের এমন নীচ সাহায্যে আমি তা গ্রহণ করব না। যদি নিজের শক্তির উপর নির্ভর ক'রে সৎকার্য্যের ফলস্বরূপ কখন আমার ভাগ্যে ফৌজদারী লাভ ঘটে, তবেই তাই আমার যথার্থ উপভোগ্য বস্তু ব'লে আনন্দের সহিত গ্রহণ কর্ত্তে পারি, নতুবা নয়। আর তোমাকে বলি, তোমার প্রবৃত্তি অদম্য তেজে যে মুখে ছুটেছে, যদিও তা উপদেশে রোধ কর্ত্তে পারব না, তবু কর্ত্তব্যের অনুরোধে তোমায় ব'লে যাই, সরফরাজ সুজা খাঁ নয়। স্বামীর সামান্য ফৌজদারীর জন্য ধর্ম্ম বিক্রয় কর্ত্তে গিয়ে, অবিক্রেয় অপযশের বোঝা মাথায় ক'রে ঘরে ফির না। যতই সাজ-সজ্জা কর, যতই সুগন্ধে দেহ লিপ্ত কর, যতই চোখে সুরমা লাগিয়ে কটাক্ষ প্রস্তুত কর, সরফরাজকে প্রলুব্ধ কর্ত্তে পারবে না।

ঘেসেটী। কি! এমনি ক'রে অপমান? চাচা!

[প্রস্থান।

খাপি। হুজুর, চল! (ইঙ্গিত)

(আহম্মদের প্রবেশ)

আহ। বেয়াদব, তুমি চাচার সঙ্গে পাটনায় যেতে পথ থেকে পালিয়ে এসেছ? তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা! যদি নিজের মঙ্গল চাও, তা হ'লে খাপি খাঁর সঙ্গে ফিরে যাও।

নোয়া। কেন বাবা! সবে মাত্র এক দিন আমি এসেছি, কি মঙ্গল না ব'লে আমি যেতে পারি না।

আহ। পাটনায় যাও, আমার ভাই তোমাকে বুঝিয়ে দেবে।

নোয়া। আমার বুদ্ধিমান্‌ পিতা থাকতে পিতৃব্যের কাছে বুঝতে যাব কেন?

আহ। খবরদার নোয়াজেস! তকরার ক'র না।

নোয়া। বলুন আপনাদের মঙ্গলের জন্য, আমার জন্য নয়।

আহ। বেশ তাই। তোমার নয়, আমাদেরি মঙ্গলের জন্ম, তুমি সৎ পুত্র, আমার মঙ্গলের জন্ম এখনি মুর্শিদাবাদ সহর ত্যাগ কর।

নোয়া। বেশ, আয় খাপি খাঁ চ'লে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

আহ। ভাল একটা আহাম্মুখের পাল্লায় প'ড়ে অস্থির হ'তে হয়েছে। আরে হতভাগা—এত যে উদ্যোগ আয়োজন কর্‌ছি—এ সব কা'র জন্যে? তোর চাচাকে যদি একবার মুর্শিদাবাদের মসনদে বসাতে পারি, কালে বেঁচে থাক্‌লে তুইও যে বসবি রে হতভাগা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

সরফরাজ খাঁ।

সর। সাত দিন ঘরে ব'সে মাথা ঘামিয়েও কিছু মীমাংসা ক'রে উঠ্‌তে পারলুম না। কি মূর্ত্তি নিয়ে আমি প্রজার সুমুখে উপস্থিত হই? রাজ্য রক্ষা করি, না আত্মরক্ষা করি? রাজ্য রাখ্‌তে হ'লে আত্মাটা চিরদিনের জন্ম শয়তানের কাছে বিক্রয় ক'রে ফেলতে হয়। সাত বৎসর ধ'রে, নিভৃতে, নীরবে ঈশ্বরের মহিমময় নাম শুধু হৃদয়-মধ্যে পূরে এই যে আমি সাধন ক'রে এলুম, এই সাত দিনের রাজ্য-চিন্তাতেই মন থেকে তা একরূপ বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। এ কয়দিন তাঁকে একবারও স্মরণ করেছি কি না, স্মরণে আন্‌তে পারছি না। রাজদণ্ড হাতে করতে না করতেই যদি এই অবস্থা, হাতে কর্‌লে কি অবস্থা হবে তা ত বুঝ্‌তে পারছি না। পিতার অস্তিত্বের অন্তরালে ব'সে আমি আপনাকে লুকিয়ে রাখ্‌বার সুন্দর অবকাশ পেয়েছিলুম। পিতার রাজত্বকাল মধ্যে একদিনও আমি মুর্শিদাবাদ ছেড়ে অন্যত্র যাই নি। অথচ আমি মুর্শিদাবাদবাসীর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। মাতামহ প্রসিদ্ধ লোকচরিত্র-বেত্তা মুরশিদকুলী খাঁ জান্‌তেন—আমি কাফের। শত তিরস্কারেও আমার মুখ থেকে আমার হৃদয়-বদ্ধের নাম বার কর্‌তে পারে নি। ঘৃণায় তিনি আমার মুখ দর্শন করতে চাইতেন না। পিতা জান্‌তেন আমি স্ত্রীলোক, মা জানেন আমি শিশু, স্ত্রী জানে আমি অলস। বেশ লুকিয়ে লুকিয়ে চ'লে এসেছি। কিন্তু আর ত লুকুনো চলে না। রবিদীপ্ত দ্বিপ্রহরে প্রজার পিপাসিত লোচনের সম্মুখে আর ত আত্মগোপন করা চলবে না। তা হ'লে কি করি?

নেপথ্যে। আপ্‌কো যো খোস্ হ্যায়।

সর। একি, কে বল্‌লে? আমার মনের কথার এ অপূর্ব্ব উত্তর কে দিলে? কোন্ হ্যায় রে? একি বেগম সাহেব, তুমি এখানে?

(রাবিয়ার প্রবেশ)

সর। বাইরে কথা কইলে কি তুমি?

রাবিয়া। কই, না জঁাহাপনা!

সর। তবে কে কইলে?

রাবিয়া। কি কথা জঁাহাপনা?

সর। আপ্‌কা যো খোস্ হ্যায়।

রাবিয়া। কই, আমি ত বলি নি।

সর। কে বল্‌লে, সন্ধান নাও দেখি।

রাবিয়া। সমস্ত প্রজাকে বিদ্রোহী ক'রে, তবে কি আপনি ঘর থেকে বেরুবেন জঁাহাপনা?

সর। আগে তার খোঁজ নিয়ে এস, তবে আমি তোমার কথার জবাব দেব।

[রাবিয়ার প্রস্থান।

(জিন্নেতউন্নীসার প্রবেশ)

জিন্নেত। নবাব!

সর। পুত্র বল মা!

জিন্নেত। না, তা কেন বলব? যখন সংসারের ভেতর মায়ের আদর দেখাতে আঁসব, তখন তোমাকে পুত্র বল্‌ব। এখন মুলুকের কথা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি! মুলুকের মালিক তুমি, সকলে যে আখ্যায় তোমায় সম্বোধন করে, আমিও তাই কর্‌ব!

সর। কি বল্‌তে এসেছ বল।

জিন্নেত। কাল তুমি দরবার কর্‌বে শুন্‌তে পাচ্ছি। তাই বল্‌তে এসেছি, যদি দরবারই কর, তা হ'লে সকলের আগে উজীরকে বরখাস্ত কর।

সর। বিনা দোষে বরখাস্ত কেমন ক'রে কর্‌ব মা?

জিন্নেত। বিনা দোষে? ওই বেইমানই আমার স্বামীর প্রাণ নিয়েছে।

সর। সে কথা এখন বল্‌লে ত আর চল্‌বে না—সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে।

জিন্নেত। উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই বা তাতে কি? তুমিই ত নবাব। আমি বিচার প্রার্থনা কর্‌ছি। সেই নরাধমই নানা প্রকারে আমার স্বামীর চরিত্র কলুষিত করেছে। তারই জন্য আমি স্বামী পাই নি। নবাব মুরশিদকুলী খাঁর কন্যা হ'য়েও আমি এতকাল লাঞ্ছনার জীবন কাটিয়েছি। স্বামীর মৃত্যুকালেও বেইমান আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে দেয় নি।

সর। তাতে উজীরের দোষ বেশী কি পিতার দোষ বেশী জান?

জিন্নেত। আগে ত তোমার পিতা ওরূপ ছিলেন না। যে দিন থেকে ওরা দুই ভাই তাঁর সঙ্গী হয়েছিল, সেই দিন থেকেই তাঁর মাথা বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল।

সর। উজীর দোষী—তুমি ধর্ম্মতঃ বল্‌তে পার?

জিন্নেত। ঠিক কেমন ক'রে বল্‌ব?

সর। তা হ'লে আমিই বা তোমার কথা কেমন ক'রে রাখ্‌ব? আমার বোধ হয়, সে বিষয়ে পিতা যত দোষী, ওরা দু'ভাই তত দোষী নয়।

জিন্নেত। স্ত্রী-কন্যার ইজ্জত বেচে যারা সম্ভ্রম কেনে—তুমি তাদের সঙ্গী ক'রে কি রাজত্ব কর্‌তে পার্‌বে? কোন্ দিন না চক্রান্ত ক'রে বসে। তুমি বালক—দুনিয়ার কিছুই জান না।

সর। সেটা ত তোমারই দোষে মা! তোমার অন্যায় সন্তানবাৎসল্য আমার যত অনিষ্ট করেছে। ওরা তার চেয়ে বেশী কি অনিষ্ট কর্‌বে? আমি এ বয়স পর্য্যন্ত কোন কার্য্য কর্‌তে শিখি নি। পিতা আমাকে নায়েব সুবাদার নিযুক্ত ক'রে পাটনায় পাঠাতে চাইলেন, তুমি একমাত্র পুত্রকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে না ব'লে আমাকে যেতে দিলে না। শেষে ঢাকার নায়েব নাজিমী আমাকে দেওয়া হ'ল। তুমি পদ্মা পারের ভয় দেখিয়ে আমাকে ঘরে বসিয়ে রাখ্‌লে। আলিবর্দ্দী এক-দিনমাত্র মুর্শিদাবাদে এসে যে রকম পরিচিত হ'য়ে গেছে, মুরশিদকুলী খাঁর দৌহিত্র আমি পঁচিশ বৎসরেও সেরূপ পরিচিত হ'তে পারলুম না।

জিন্নেত। ছিঃ!—সে ত দুর্নাম নিয়ে গেছে। তা'রা দুই ভাই নবাবকে হত্যা করেছে, এ কথা সমস্ত সহরে রাষ্ট্র।

সর। যাই হ'ক, তাদের ত একটা পরিচয় হয়েছে, আমার যে কিছু নেই!

জিন্নেত। না বাপ, পরিচয় না হয় তাও ভাল, অমন পরিচয়ে তোমার দরকার নেই!

সর। বস্—সেই আশীর্ব্বাদ কর আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হই। অতি যত্নে তুমি আমার পরিচয় ডুবিয়ে রেখেছিলে—ডুবিয়ে মায়ের কাজ করেছিলে। এখন আবার তা ভাসিয়ে তোলবার এত ব্যাকুলতা কেন মা?

জিন্নেত। এত হুঁসিয়ার লোক, সরকারে নকুরী কর্‌ছে, তারা থাক্‌তে তোমার ভাবনা কি?

সর। ভাবনা কিছু নেই। ভাবনা তাদের! জেনানা মহল থেকে একটি সুসজ্জিত স্বর্ণক্ষুরগর্দ্দভ বেরুবে, তারা তাই দেখ্‌বার প্রত্যাশায় সাতদিন ধ'রে দরবারে গলা বাড়িয়ে ব'সে আছে। গর্দ্দভ-টিকে দেখলেই তারা নিশ্চিন্ত হয়। যতই দিন যাচ্ছে, ততই তাদের ভাবনা বাড়্‌ছে।

জিন্নেত। তবে আমি আর বেশী কি বল্‌ব, তুমি যা ভাল বুঝ্‌বে তাই কর। [প্রস্থান।

(রাবিয়ার পুনঃ প্রবেশ)

সর। কে বল্‌লে জান্‌তে পার্‌লে?

রাবিয়া। ও একটা বাঁদী আর একটা বাঁদীকে তামাসা ক'রে বল্‌ছিল।

সর। তুমি সেই বাঁদীকে একবার ডেকে আন্‌তে পার?

রাবিয়া। এই তুচ্ছ কথার জন্য তাকে আর ডাকিয়ে কি হবে? এ বাঁদী যা জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তার উত্তর এখন কি বলুন।

সর। কি প্রশ্ন করেছিলে, আর একবার বল বেগম সাহেব।

রাবিয়া। আপনি দরবার কর্‌তে আর বিলম্ব কর্‌ছেন কেন?

সর। না, আর বিলম্ব কর্‌ব না। আজ আমি বাঁদীর মুখে হুকুম পেয়েছি। তবে, তুমি যখন আমার জীবনপথে সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী, তখন যাত্রা কর্‌বার পূর্ব্বে তোমাকেও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

রাবিয়া। করুন।

সর। পিতা মৃত্যুকালে গোপনে আমাকে একটি পরামর্শ দিয়ে গেছেন। ব'লে গেছেন, রাজ্য-শাসনের কূটনীতিতে তুমি একেবারেই অভ্যস্ত নও। যদি সুশৃঙ্খলে রাজ্য চালাতে চাও, তা হ'লে পুরাতন কর্ম্মচারীর এক জনকেও কর্ম্মচ্যুত ক'র না। বিশেষতঃ হাজী আহম্মদকে কোনও কারণে—তা সে কারণ যতই গুরুতর হ'ক, বরখাস্ত ক'র না। বরখাস্ত করলে ছ'মাসও রাজ্য রাখতে পারবে না। এ দিকে মা হাজী আহম্মদকে বরখাস্ত করতে একান্ত অনুরোধ ক'রে গেছেন। এখন তোমার মত কি বল, কার কথা রাখব?

রাবিয়া। মা দুনিয়ার কিছুই জানে না। আপনি পিতার পরামর্শানুসারেই কার্য্য করুন।

সর। কিন্তু আর একটা কথা ব'লে গেছেন, সে তোমার পক্ষে বড় বিষম কথা।

রাবিয়া। আমার পক্ষে বিষম কথা? আমাকে কি ত্যাগ করতে ব'লে গেছেন?

সর। তার চেয়েও বেশী।

রাবিয়া। তবে কি খুন।

সর। তার চেয়েও বেশী। তোমাকে জীবন্তে দগ্ধ করতে হুকুম দিয়ে গেছেন। ব'লে গেছেন, তোমার এক-পত্নীনিষ্ঠ হ'য়ে থাকলে চলবে না। আমার মতন নিত্য নূতন আমোদ নিয়ে থাকতে হবে। প্রতি সন্ধ্যায় ফর্‌রাবাগে ইয়ারকির তোড় চালাতে হবে। আর উজীরকে সেই ইয়ারকির খোরাক যোগান কাজে নিযুক্ত রাখতে হবে। তাকে শুধু রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত রাখলে অল্পদিনের ভেতরেই তোমাকে রাজ্যচ্যুত করবার পন্থা বার ক'রে ফেলবে। যদি রাজ্য করতে চাও, তা হ'লে এই ক'টি কাজ কর—উজীরকে রাখ, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্য্যন্ত হরদম্ ইয়ারকি দাও—রাতে এক-দম্ ঘুমিয়ো না, আর বেগম মহলের কানাচেও যেয়ো না। রাবিয়া বেগমের চোখের জলে তুমি রাজনীতির শুষ্ক পথকে সিক্ত কর। মা বলেছেন, তুমি আমার কথা রাখ—বেইমানকে বরখাস্ত কর। এইবার বল, কি করব?

রাবিয়া। কেন, মহাত্মা নবাব মুরশিদকুলীও ত' এক-পত্নী-নিষ্ঠ ছিলেন।

সর। তখন দুধ-কলা দিয়ে পোষা সাপ ফণা তোলবার যোগ্য হয় নি। এখন তারা দু'ভাই প্রকাণ্ড ফণাধর অজগর। তারা দিল্লী থেকে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা—তিন মুলুকেরই সুবাদারী সনন্দ নিজেদের নামেই আনবার চেষ্টায় ছিল। শুধু পিতার জন্য পেরে ওঠে নি। এখনও তারা চেষ্টায় আছে। নিবৃত্ত করতে হ'লে, উজীরকে পিতার মতন রমণী-সংগ্রহ-কার্য্যে নিযুক্ত রাখতে হয়। বল রাবিয়া, একেবারেই স্থির ক'রে বল কি করি।

রাবিয়া। জাঁহাপনা! বাঁদী আর কি বলবে, আপকো যো খুস্ হ্যায়।

সর। বেশ, রাবিয়া বেশ। ওহি বাত বোল্না, মেরা যো খুস্ হ্যায়। (চক্ষে রুমাল দিয়া রাবিয়ার প্রস্থান) বা! বা! পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী, কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, বক্ষে গজমতি হার—সমস্ত বিলাস-বর্ম্মের আবরণের মধ্যেও রাবিয়া ঈর্ষ্যার শরসন্ধানকে ব্যর্থ করতে পারলে না! মর্ম্মপীড়িতা কুরঙ্গিণী বিদ্ধ-বক্ষ লুকিয়ে টলতে টলতে দ্রুত চ'লে গেল! আপনার লোভে আপনি আহত হয়েছে, এ মর্ম্মবেদনা তরু-লতাকেও জানাবার উপায় নাই। বা! রূপের দরিয়া আজ নিজের তরঙ্গে নিজেকে আঘাত করছে, চুম্বন-প্রয়াসী সমীরণ ব্যাপার দেখে অপ্রতিভ হ'য়ে স্থির! বা! রাবিয়া বা! (বাখরের প্রবেশ) বাখর! ফর্‌রাবাগ সাজিয়ে রাখতে উজীরকে ব'লে এসেছ?

বাখর। আজ্ঞে জাঁহাপনা! উজীর সাহেব আগে হ'তেই তার বিপুল আয়োজন করেছেন।

সর। বেশ, এখন এক কাজ কর। একটি দরবেশের পোষাক তুমি কাল সন্ধ্যার মধ্যে আমার জন্য তইরি করিয়ে রাখ।

বাখর। কেন জাঁহাপনা?

সর। কাল রাত্রে আমি একবার ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করব।

বাখর। সে কি জাঁহাপনা! তা কেমন ক'রে হবে?

সর। কেন হবে না?

বাখর। চারিদিকে দুস্মন্।

সর। কত?

বাখর। তা হিসেব ক'রে বলব কেমন ক'রে? কে যে দুস্মন্ নয়, তা ত বলতে পারি না।

সর। বেটা, একটা আন্দাজী হিসেব বল না -মিছে তক্‌রার করিস্‌ কেন ?

বাখর। প্রায় সবই দুস্‌মন। জাঁহাপনা! তা লে সত্য কথা বলি, এ সহরে উচু নীচু যে যেখানে াছে, উজীর তাদের এরূপ বশ করেছে যে, তারা াই আলিবর্দ্দীকে চায়, আপনাকে চায় না।

সর। তাই বল, বাহিরে শত্রু—ভিতরে শত্রু! ।খর, দরবেশের পোষাক এনে দে।

বাখর। সত্যি সাত্যই বেরুবেন ?

সর। এই ত বেরিয়ে রয়েছি। শুধু একটা াবরণ—বাখর! একটা আবরণ!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

প্রাসাদ-কক্ষ।

আলিবর্দ্দী।

আলি। কি কর্‌ব ? কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য সব ঝতে পার্‌ছি, কিন্তু কিছুতেই লোভ সংবরণ কর্‌তে ার্‌ছি না। ওরে! (সট্‌কা লইয়া খাপি খাঁর প্রবেশ) সট্‌কা রাখ, রেখে দেওয়ান এল কি না বর নে।

খাপি। যো হুকুম।

আলি। আর শোন্‌, যদি দেখিস্‌ না এসে থাকে, ◌া হ'লে এক দৌড়ে তার বাড়ীতে চ'লে যাবি।

খাপি। এখান থেকে ছুটব ?

আলি। এখান থেকে ছুটবি কি রে পাজি ?

খাপি। আজ্ঞে হুজুর যে বল্লে।

আলি। আমি কি তোকে এখান থেকে ◌ুটতে বললুম ?

খাপি। হুজুর বল্লে, যদি দেখিস্‌ সে না এসে ◌াকে—বল্লে না ?

আলি। তা ত বল্লুম, তাতে কি!

খাপি। তাতেই সব। আমি ত দেখে এলুম, ◌স আসে নি।

আলি। যা বেটা, যেতে হবে না, দেউড়িতে ◌াক্‌গে যা। এলে বরাবর সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌বি।

খাপি। যো হুকুম।

আলি। আর দেখ্‌! আমি এসেছি যেন বেগম সাহেব জান্‌তে না পারে।

খাপি। কেং কেং কেং।

আলি। যা বল্লুম করগে, কেং কেং কেং ক'রে মরিস্‌ নি। যা না বেটা।

খাপি। এই যে যাচ্ছি।

[খাপি খাঁর প্রস্থান।

আলি। বুঝতে পার্‌ছি অন্যায় কর্‌ছি, কিন্তু বাংলার মস্‌নদের প্রলোভন ত্যাগ কর্‌তে পাচ্ছি না। অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে সামান্য মুহুরির শতধাছিন্ন মলিন আসন থেকে সিংহাসনের বাহুপ্রমাণ অন্তরে এসে দাঁড়িয়েছি। বুঝতে পার্‌ছি, একবার ছুঁতে পার্‌লেই সে আসন চিরদিনের জন্য আমার। এ প্রলোভন কিছুতেই ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ছি না। বাংলার সিংহাসন গ্রহণের এমন সু-সময় আর আস্‌বে না। দিল্লীর এখন শোচনীয় অবস্থা। এক সময় দিল্লীর এই অবস্থায় পাঠানেরা বাংলায় স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এখন আবার সেই দিন এসেছে। একবার সিংহাসনে বস্‌তে পার্‌লেই আমি বাংলার স্বাধীন নরপতি হ'তে পাচ্ছি। বড় প্রলোভন—বড় প্রলোভন!

(চিন্তামণির প্রবেশ)

চিন্তা। জনাবালি গোলামকে তলব করে-ছেন কেন ?

আলি। এই যে ভাই এসেছ! আমি ব্যাকুল হ'য়ে তোমার প্রতীক্ষা করছিলুম।

চিন্তা। কেন জনাবালি! কোন কি বিপদ ঘটেছে ?

আলি। সমূহ বিপদ! তাই থেকে কিসে উদ্ধার পাব, সেই বিষয় স্থির করবার জন্য জরুরী তোমাকে ডাকিয়েছি।

চিন্তা। আপনি কখন্‌ মুর্শিদাবাদ থেকে এলেন ?

আলি। এই এসে দাঁড়িয়েছি। এখনও পর্য্যন্ত মহলে প্রবেশ করি নি। বেগম সাহেব পর্য্যন্ত আমার আগমন জানেন না। শীঘ্র একটা কর্ত্তব্য স্থির কর্‌তে না পার্‌লে আমাকে বড়ই বিপদগ্রস্ত হ'তে হবে। আমি নবাবের তলবআনা চিঠি অমান্য ক'রে পাটনায় চ'লে এসেছি।

প্রসিদ্ধ অশ্ব আসমানকে পশ্চাতে রেখে অদৃশ্য হয়ে গেছে। শেষে অবশ্য সে ধরা পড়েছে, তা না হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারতুম না। তাকে তোমার গৃহে প্রবেশ করতে দেখেছি।

[নন্দলালের প্রস্থান।

চিন্তা। এখন তাকে আনাচ্ছেন কেন?

আলি। আমি এখনি এ সংবাদ আমার ভাইয়ের কাছে না পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না। নবাবের চার হাজার পাঠান পল্টন আমার হয়েছে, এ কথা তাঁর কর্ণগোচর হ'লে, তিনি মুর্শিদাবাদে দ্বিগুণ উৎসাহে আমার কার্য্য করতে সমর্থ হবেন। কাল দরবার, সুতরাং এ শুভ সংবাদ দিয়ে আজ তাঁকে বলীয়ান করতেই হবে।

চিন্তা। তা হ'লে সংবাদ পাঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। তা হ'লে অনুমতি করুন, আজকের মতন বিদায় হই।

আলি। শুধু বিদায় হই বললে চলবে না। তোমার বুদ্ধির সাহায্য ব্যতিরেকে আমি এক-পদও অগ্রসর হ'তে অসমর্থ। চিন্তা কর, কেমন ক'রে এ বিষম সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হই।

চিন্তা। কিসের সমস্যা জনাবালি? নবাবের সঙ্গে সদ্ভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা, না আর কোনও অভিপ্রায় আপনার মনে আছে?

আলি। বুদ্ধিমান দেওয়ান! তোমাকেও বুঝিয়ে বলতে হবে?

চিন্তা। তাই বলুন। তা হ'লে মুর্শিদাবাদের দিকে চাচ্ছেন কেন; দিল্লীকে হাত করুন, মুর্শিদাবাদ হাতে আসতে কতক্ষণ?

আলি। কি ক'রে হাত করব?

চিন্তা। বেশ, গোলাম যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

[প্রস্থান।

আলি। চিন্তামণির চিন্তা—এ বারে আমি নিশ্চিন্ত!

(বিজয় সিংহকে লইয়া নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। এই জাঁহাপনা সেই অশ্বারোহী। ইনি আমার ভগিনীপতি—নাম বিজয় সিং।

আলি। আপনি কি রাজপুতনা-বাসী?

বিজয়। আজ্ঞে না জাঁহাপনা, বাঙ্গালী। আমার পূর্ব্বপুরুষ রাজা মানসিংহের সঙ্গে বাংলায় এসেছিলেন। এসে এইখানেই থেকে গিয়েছিলেন। আমরা চোহান রাজপুত, পূর্ব্বাবাস জঙ্গীপুর, এখন বিষ্ণুপুর।

আলি। তুমি এ অশ্বারোহণ-বিদ্যা কার কাছে শিখেছিলে?

বিজয়। বিষ্ণুপুরের রাজার কাছে। তিনি আমার আত্মীয়।

আলি। বর্ত্তমান রাজা?

বিজয়। না জনাবালি! এঁর পিতামহ দুর্জ্জন সিংহ। আমার পিতামহ তাঁর বক্সী ছিলেন। আমার পিতামহও সেই রাজা উভয়ে বাংলা-জয়ের সঙ্কল্প করেন। সেই সঙ্কল্পে তাঁরা বিশ্ববিজয়ী মল্ল সৈন্যের সৃষ্টি করেছিলেন। পিতামহের এক দামামায় বিষ্ণুপুরের চতুঃপার্শ্বস্থ জঙ্গল এক মুহূর্ত্তে লক্ষ সৈন্য রাজধানীকে উপহার প্রদান করতো।

আলি। তার পর?

বিজয়। তার পর কোথা থেকে এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এসে রাজা দুর্জ্জনকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিগ্‌বিজয়-লালসার নিবৃত্তি হয়। বৃদ্ধ রাজধানী বিষ্ণুপুরে শ্রীমদনমোহন জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে সেই থানেই জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন। জনাবালি! সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরের বীরত্বগর্ব্ব আবার ভীম অরণ্যের অন্ধকারে আবৃত হয়েছে।

আলি। তুমি কি সে অপূর্ব্ব সৈন্যগঠন দেখেছ?

বিজয়। শুধু কি দেখেছি জনাবালি, তার কিয়দংশের অধিনায়কত্বও করেছি। কেন, আপনি ত জানেন, প্রবল প্রতাপ মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার সমস্ত জমীদারের প্রভুত্ব নষ্ট করতে পেরেছিলেন, এমন কি, দুর্জ্জয় সীতারাম রায়কেও তিনি সবংশে নিধন করেছিলেন, কিন্তু দুর্জ্জন সিংহকে বশে আনতে পারেন নি। যতবার তিনি বিষ্ণুপুরের বিরুদ্ধে অভিযান করেছেন, ততবারই তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চ'লে আসতে হয়েছে। তথাপি তখন সৈন্যদল গঠনের প্রারম্ভ। সেই নূতন ধরণে শিক্ষিত সৈন্য নিয়ে রাজা যদি একবার মুর্শিদাবাদে এসে প'ড়ত, তা হ'লে দীল্লীর এই দুর্দ্দিনে, বাংলার উপর মোগল সম্রাটের আধিপত্য রাখা ভার হয়ে উঠত। যেই দল-গঠন সম্পূর্ণ হ'ল, অমনি রাজা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম

গ্রহণ ক'রে চিরজীবনের মত অস্ত্রত্যাগ করলেন। বাংলায় হিন্দুর আধিপত্য এখন ঈশ্বরের বুঝি অভিপ্রেত নয়! নিষ্ফলা বিদ্যা শিক্ষা ক'রে আমি পাগলের মতন দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আলি। এ রাজা?

বিজয়। জনাবালি! এ রাজাও পিতামহের দশাপ্রাপ্ত হয়েছে। রাজ্যভোগ পরিত্যাগ ক'রে দীন-বেশে মালা হাতে দিন রাত মদনমোহনজীউর দ্বারে পড়ে আছেন। তাঁর লক্ষ সৈন্য অধিনায়কহীন হ'য়ে বনে-বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাংলা-জয়ে আমি তাঁকে অনেক বার উত্তেজিত করেছি, কিছুতেই রাজাকে ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত করতে পারি নি! শেষে বিরক্ত হ'য়ে, তাঁর দত্ত জায়গীর ফেলে, আমি চ'লে এসেছি।

আলি। বেশ, তাদের আমার কাজে নিযুক্ত করতে পার না?

বিজয়। ভগবানের নাম নিয়ে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কোন প্রলোভনে তারা অন্য কোনও রাজার চাকরী করবে না। তারা প্রেমের বৃত্তি নিয়ে রাজার দাসত্ব করে, অর্থের জন্য নয়।

আলি। তবে তোমাকে আমি কি পুরস্কারের প্রলোভন দেখাব?

বিজয়। জনাবালি! ভাই নন্দলাল যখন আপনার ভৃত্য, তখন আমিও আপনার ভৃত্য। পুরস্কার চাই না। কি করতে হবে আদেশ করুন।

আলি। আমার মাকে এই মতির মালাটি দিতে হবে, প্রতিশ্রুত হও, তবে তোমাকে আদেশ করি। নতুবা তোমার সাহায্যে আমার প্রয়োজন নেই।

বিজয়। তবে—দিন।

আলি। আজ সন্ধ্যার মধ্যে তোমাকে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হ'য়ে, আমার ভাইকে এক পত্র দিতে হবে—পারবে?

বিজয়। পত্র, দিন।

আলি। বীর! তুমি ভিন্ন অন্যের এ কাজ অসম্ভব।

বিজয়। পত্র, দিন।

আলি। আমার সঙ্গে এস। লাবণ্য! তোমার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চারি দিক থেকে বাহু-প্রসারে আমাকে সহায়তার প্রলোভন দেখাচ্ছ! অপমৃত্যু হবার ভয়ে পাটনায় ফিরে এসে এখন আমি মসনদে পদ-স্থাপনের জন্য পা বাড়াতে আরম্ভ করলুম। কিন্তু হিন্দু! তুমি কি? এ রকম সৈন্য-বল থাকলে, আমি আজ দিল্লীর অধীশ্বর হ'তে পারতুম! কি প্রলোভনে তুমি চিরদিনের পোষিত উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করলে? একটা মৃৎপুত্তলির সম্মুখে নিজের সমস্ত পুরুষত্ব অঞ্জলি দিয়ে নিষ্ফল আলস্যে আত্মাকে মগ্ন করাই কি তোমার পরিণাম?

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

গৃহের সম্মুখ।

জালিম ও রমাবতী।

রমা। কি রে বালক, কিসের উল্লাস করছিস্? ও দিকে তোর বাপ যে নবাবের নকুরী নিলে!

জালিম। মিছে কথা মা!

রমা। আর মিছে কথা! এখনি দেখবি তোর বাবা, নবাব আলিবর্দ্দী-দত্ত শৃঙ্খল গলায় দিয়ে তোকে আদর করতে আসছে।

(বিজয় ও নন্দলালের প্রবেশ।)

জালিম। হাঁ বাবা! তুমি নাকি নবাবের নকুরী নিয়েছ?

বিজয়। কে বললে? নবাবের একান্ত অনুরোধে তাঁর একটা উপকার করতে প্রতিশ্রুত হয়েছি।

রমা। হাতে ওটা কি?

বিজয়। নবাব তোমাকে এই মতির মালা উপহার দিয়েছেন।

রমা। আমাকে উপহার? কিসের জন্য? এ অসম্ভব কথায় আমি বিশ্বাস করব কেন?

নন্দ। না ভগিনী, বিশ্বাস কর। নবাব তোমাকে কন্যা সম্বোধন ক'রে এই মালা পরতে অনুরোধ করেছেন। আমরা কেহই নিতে চাই নি, কিন্তু রমা, নবাবের সাগ্রহ অনুরোধ আমরা এড়াতে পারি নি।

রমা। না ভাই, ও মালা আমি গ্রহণ করব না। আমার ভ্রাতৃজায়াকে প্রদান কর।

নন্দ। নবাবের অপমান ক'র না।

নন্দ। অনাদর আমি কারও করছি নি। কিন্তু আমি মুসলমানদের দিকে লক্ষ্য ক'রে এ মালা গ্রহণ করতে পারি না। আমার দাদাশ্বশুর নিজ হাতে বকুল-ফুলের মালা রচনা ক'রে, আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। দেবার সময় বলেছিলেন—"নাতবৌ! আমার কুলবধূ হয়ে, এর চেয়ে উচ্চাভিলাষ ক'র না। সমস্ত গজমতি একত্র করলেও এর সৌরভের কণাও তাতে খুঁজে পাবে না।" দাদাশ্বশুর বেঁচে থাকলে যুদ্ধে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী শ্যালক ও ভগিনীপতির মধ্যে যে কোন একজনের জন্য রণাঙ্গনে আমাকে অশ্রুজল ফেলতে হ'ত। তোমার ভগিনী-পতির অধীন দুর্দ্ধর্ষ মল্ল সেজে বাংলা ভ'রে যেত।

বিজয়। তাঁর মিষ্টবাক্যে আমি তাঁর উপহার প্রত্যাখ্যান করতে পারি নি। বেশ, আমি যখন এনেছি, তখন এ সম্বন্ধে তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর।

রমা। বেশ, আমি তোমার হাত থেকে গ্রহণ করছি। নিয়ে ভ্রাতৃজায়াকে উপহার দিচ্ছি।

বিজয়। তার পর শোন—আমি অন্যের অসাধ্য এক কাজ করতে নবাব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েছি। সে কথা শুনে কাপুরুষের মত আমি না বলতে পারি নি।

রমা। কি বল?

বিজয়। আজ সন্ধ্যার মধ্যে আমাকে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হ'তে হবে; সেখানে উজীরের হাতে এক পত্র দিতে হবে।

জালিম। এই ত বাবা তুমি নকুরী করতে যাচ্ছ!

বিজয়। নকুরী নয়—অনুরোধ।

রমা। আমরা কেমন ক'রে বিশ্বাস করব?

বিজয়। আমিই বা কেমন ক'রে বিশ্বাস করাব?

রমা। বেশ, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

জালিম। আমিও যাব।

বিজয়। যাও তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি তোমাদের জন্য পথে অপেক্ষা করতে পারব না।

রমা। দরকার কি?

জালিম। দরকার কি?

নন্দ। না ভগিনী, এরূপ অসম্ভব কার্য্য ক'র না।

রমা। কিছু আর নেই ভাই, দেখ্‌ব তোমার ভগিনী-পতি কত বড় সওদাগর। আমরা বসন্তের পাখী। যেখানে শীতের সমাগম, সেখানে আমরা থাকতে পারি না।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

নদীতীর।

গ্রাম্য রমণীগণ।

গীত।

এস সোনার বরণী রাণী গো শঙ্খ কমল করে।
এস মা লক্ষ্মী, বস মা লক্ষ্মী, থাক মা লক্ষ্মী ঘরে॥
গাছে গাছে দেছ ভারে ভারে ফল, মাঠে মাঠে
দেছ ধান।
গোষ্ঠে গোষ্ঠে সুশীলা কপিলা, দুধের নদীতে
তুলেছ বান্॥
টলমল করে নদীর জল, ধুয়ে নেছ জ্বর-জ্বালা।
তোমারই যতনে সাজান রতনে পরেছো
ডিঙ্গার মালা॥
সদা দুধে ভাতে রাখগো, অচলা হইয়ে থাকগো
তোমারই অন্ন অন্নপূর্ণা দিব মা তোমারি করে,
সাজাব তোমার সোনার অঙ্গ তোমারি কমল হারে॥

(ছদ্মবেশে সরফরাজ ও বাখর)

সর। বাখর! গ্রাম্য রমণীরা কি গানের সুরে দেশের অপরূপ সৌভাগ্যের এক মোহিনী-মূর্ত্তি অঙ্কিত ক'রে চ'লে গেল!

বাখর। তা ত শুনলুম। আপনার মহামান্য পিতা ও মাতামহ যত্ন ক'রে এই ছবি আঁকার রঙ সংগ্রহ ক'রে চ'লে গেছেন, আপনিও যত্ন সহকারে এই ছবির সৌন্দর্য্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন।

সর। আমি যদি কিছু দিন এই বাঙ্গালার মসনদে বসতে পাই, তা হ'লে এই ছবি আগ্রহের সঙ্গে চূর্ণ ক'রে দেবো।

বাখর। এ কি বলছেন হুজুরালি?

সর। ওই মোহিনীমূর্ত্তির অন্তরালে, যবনিকার অপর পার্শ্বে কি বিভীষিকাময় মুখের দন্ত-বিকাশ রমণীদের গানের লয়ের সঙ্গে দেখা দিয়ে গেল, সেটা বুঝতে পারলে না?

বাখর। কই হুজুরালি! সেটা ত বুঝতে পারি নি।

সর। একটু নিবিষ্ট চিত্তে শুনলে বুঝতে পারতে। বাংলার সৌভাগ্য চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। ভাগ্যলক্ষীর আর অগ্রসর হবার স্থান নাই। অথচ রাণী চঞ্চলা—সীমান্তে এসেও তাঁর গতির নিবৃত্তি হবে না। সুতরাং সুজা খাঁর রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর সৌভাগ্যের অন্ত হ'ল। ভাগ্যশ্রী বিপরীত পথে চলবার জন্ত পা বাড়িয়েছে। এখন থেকে যে বাংলার নবাবী করবে, তার মত ভাগ্য-হীন আর নাই।

বাখর। এ সব আজগুবি ভাব, কোথা থেকে মনে আন্‌ছেন জনাবালি?

সর। মূর্খ! একটু যত্ন ক'রে প্রণিধান কর। রমণীরা কি ব'লে গেল, একটু নিবিষ্ট চিত্তে যদি শুনতে, তা হ'লে দেশের দুর্দ্দশার আভাস বুঝতে পারতে।

বাখর। বাস্তবিকই ত আমি মূর্খ, একটু বুঝিয়ে বলুন জনাবালি!

সর। আমার মাতামহ টাকায় চার মণ চাল বরাদ্দ ক'রে, প্রজাদের পরিতোষের সহিত আহারের ব্যবস্থা করে গেছেন। তাঁর বিনানুমতিতে একটি তণ্ডুল-কণাও বাংলার বাইরে যেতে পেত না। ঢাকার নায়েব সুবেদার সায়েস্তা খাঁ এ কার্য্যে আমার মাতামহকেও পরাস্ত করেছেন। তাঁর সময়ে চাল এক দোয়ানিতে এক মণ—টাকায় আট মণ। যশোবন্ত রায় তাঁকেও পরাস্ত ক'রে আরও অল্পমূল্যে চাল বেচবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলকথা, বিনা মূল্যে অন্ন—ভিখারী ও নবাবের এক আহার! বুঝলে কি বাখর? বাংলার পর্ণকুটীর থেকে আরম্ভ ক'রে, বিশাল অট্টালিকা পর্য্যন্ত মাতামহ ও পিতার কল্যাণে কেবল নবাবে পরিপূর্ণ হয়েছে। অভাব চ'লে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশ থেকে কার্য্যও চলে গেছে। শুনলে না রমণীরা বল্‌লে কি? গৃহে গৃহে শক্তিমান পুরুষ প্রয়োজনাভাবে নিদ্রিত। দেখতে পেলে না মুর্শিদাবাদের পথপার্শ্বের তরুতল—মুর্শিদাবাদের আম্রকানন—কেবল নিদ্রিত নর-নারীতে পূর্ণ? তাদের পার্শ্বে সবলকায় কুক্কুর ঘোর নিদ্রায় দেশের বিরাট আলস্যের দৃশ্য দেখাচ্ছে। যারা জেগে আছে, তারা নিদ্রিতের অপেক্ষাও সংজ্ঞাহীন। অত্যধিক মাদক সেবনে অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে কেবল পরনিন্দায় সময় অতিবাহিত করছে।

বাখর। জাঁহাপনা! ঝড় উঠলো! আসুন আপনায় ভাগীরথীতীরস্থ উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করি।

(নেপথ্যে) গেল রে—গেল রে (শব্দ ও কোলাহল) মাঝি ভিড়ে যা—কিনারায় লাগা।

সর। ব্যাপার কি বাখর?

বাখর। জনাবালি! এক ডিঙ্গি নদীগর্ভে ঝড়ে পড়েছে। গেল—গেল—রাখতে পারলে না, মাঝিরা ঝাঁপ দিলে—আরোহী ডুবলো! একজন না—দুই জন? হে খোদা রক্ষা কর!

সর। বাখর! যে কোন উপায়ে আরোহীকে রক্ষা কর। তীরের নিকটে এসে প্রাণ হারাবে? রক্ষা কর।

বাখর। যো হুকুম জাঁহাপনা—খোদার নাম নিয়ে ঝাঁপ দিলুম, রক্ষাকর্ত্তা তিনি।

[বাখরের ঝম্প প্রদান।

সর। আমিই বা দাঁড়িয়ে আছি কেন? যদি একজন বিপন্নকেও রক্ষা করতে পারি। তাই ত! এই যে একজন রমণী এ দিকে জলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে! ঈশ্বর! বিপন্নকে দেখিয়েছ, সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা করবার শক্তি দাও। [ঝম্প প্রদান।

(রমাবতীকে লইয়া সরফরাজের প্রবেশ)

রমা। কি করলে ফকীর, আমার স্বামী প্রচণ্ড স্রোতে ভেসে গেছেন। আমার প্রাণ নদীর গর্ভে, আমার এ দেহ রক্ষা ক'রে কি করলে? তীরের সমীপে এসে তিনি জলমগ্ন হয়েছেন।

সর। এস মা আমার সঙ্গে। ক্ষণেক এই তীর-ভূমিতে অবস্থান কর, আমি আবার তোমার স্বামীর অন্বেষণে ভাগীরথীগর্ভে ঝাঁপ দিতে চল্লুম। শুধু এক-বার দেখবার অপেক্ষা। আশ্রয়ে অবস্থান কর বিবি সাহেব, আর ঈশ্বরের কাছে স্বামীর রক্ষা প্রার্থনা কর। শুধু তাঁর করুণা। করুণাময়—করুণাময়! যে হস্তে রমণীকে রক্ষা করিয়েছ, দাসের সে হস্তের কার্য্য অসম্পূর্ণ রেখ না।

রমা। রক্ষা কর—ফকীর রক্ষা কর, তা হ'লে চিরদিন আমি তোমার কেনা হয়ে থাকব।

[উভয়ের প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন

রমাবতী।

রমা। তাই ত! কি করলুম? অহঙ্কারে গর্ব্বে আত্মহারা হ'য়ে, স্বামীকে অবিশ্বাস ক'রে স্বামী-পুত্র দু'টিকেই জাহ্নবীতে বিসর্জ্জন দিলুম? যিনি আমাকে রক্ষা ক'রে আমার স্বামীকে রক্ষা করতে গেছেন, তিনিও ত এখনও ফিরিলেন না! আমার স্বামীর প্রাণ রাখতে তিনিও কি জলে নিমজ্জিত হলেন? কই কোথায় কিছুই ত আর দেখতে পাচ্ছি না! কোথায় গেলে প্রভু? কোথায় গেলি জালিম? কোথায় আপনি দয়াময়? ভাগীরথি! উন্মত্ত তরঙ্গ বক্ষে ধ'রে আজ তোর এ কি বিশ্বনাশিনী মূর্ত্তি মা? ফিরিয়ে দে, করযোড়ে তোর কাছে আমার ধর্ম্ম ভিক্ষা করি। মা! আত্মহারা হয়ে, আমার আপনার সামগ্রীকে রক্ষা করতে আর একটি অমূল্য রত্ন বিসর্জ্জন দিয়েছি। মা! একজন পর-দুঃখ-কাতর মুসলমান আমার দুঃখের কথা শুনে, নিজের প্রাণকে তুচ্ছ ক'রে, জলে ঝাঁপ দিয়েছেন। তিনি যদি না ফেরেন, আমার সর্ব্বস্ব যাবে—ধর্ম্ম যাবে! মা এই অধম কন্যাকে কোলে নিয়ে তাদের প্রাণ রক্ষা কর। কই মা! এখনও ত কাউকে দেখতে পেলুম না?—আর কি—কই—কে—কোথায়—কেউ ফিরলো না? জাহ্নবি! তবে তাদের সঙ্গে আমাকেও তোমার গর্ভে স্থান দাও।

(বাখর ও বিজয়ের প্রবেশ)

(পশ্চাৎ হইতে বিজয়সিংহ কর্ত্তৃক রমার হস্তধারণ)

বিজয়। কি কর রমা? আত্মঘাতিনী হও কেন? এই মহাত্মা ফকীরের কৃপায় প্রাণ পেয়েছি।

রমা। য়্যাঁ—ফিরেছ? ক্ষুধার্ত্ত উন্মত্ত দরিয়ার জঠর থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছ?

বিজয়। আমি এসেছি—জালিম কই?

রমা। জালিম আমার হস্তচ্যুত হয়ে, তোমার অন্বেষণে জাহ্নবী গর্ভে চ'লে গেছে।

(জালিমের হস্তধারণ করিয়া সরফরাজের প্রবেশ)

সর। কেন যাবে মা? ঈশ্বর যার প্রতি কৃপা করেন, তার কিছু যায় না। দুনিয়ার জীব তাঁর মজুরী করতে অগ্রসর। দরিয়া তাঁর আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় বস্তুকে তরঙ্গ-বাহু দিয়ে তুলে ধরে। দেখ দেখি মা এটি কার সন্তান?

রমা। তাই ত—তাই ত! এ সব আপনি কি করলেন ফকীর? হজরৎ! ঐশ্বরিক সামর্থ্যে শক্তিমান না হ'লে, কখন কেউ এ অসম্ভব কার্য্য ত করতে পারে না।

(মাঝির প্রবেশ)

মাঝি। জাঁহাপনা! হুকুম।

সর। ছিপ্ নিয়ে চ'লে যাও। বাখর! দেখ, দিনান্তের সঙ্গে সঙ্গে ভাগীরথীরও চাঞ্চল্যের অবসান হ'ল।

[মাঝির প্রস্থান।

বিজয়। জাঁহাপনা? নবাব? এই ক্ষুদ্র নগণ্য জীবের জন্য আপনিই এই মহামূল্য জীবনকে বিপন্ন করেছিলেন? হুজুরালি একটা বিষম অভিমান নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলুম। সে অভিমান চূর্ণ হ'ল। মনে করেছিলুম, আমি অন্নাভাবে ম'লেও নবাবের চাকরী গ্রহণ করব না। জাঁহাপনা সে অভিমান চূর্ণ করতে মানবের মূর্ত্তিতে সময়ে সময়ে ছদ্মবেশী দেবতা পৃথিবীতে বিচরণ করেন, তা জানতুম না। হুজুরালি, আমি আপনার গোলাম।

রমা। আমারও অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে। পাছে স্বামী নবাবের নকরী গ্রহণ করেন, এই জন্য পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলুম! হুজুরালি! এই নবীন বয়স—এই সুকান্ত দেহ—এই অতুল ঐশ্বর্য্য—যিনি এক নগণ্য অপরিচিত বিপন্নের জন্য মুহূর্ত্তে দরিয়ায় বিসর্জ্জন দিতে সক্ষম, তাঁর তুল্য ফকীর ত আমি এ দুনিয়ায় কাউকে দেখতে পাচ্ছি না! হজরৎ! আমি পুত্র ও স্বামী নিয়ে আপনার শরণাপন্ন হলুম।

সর। বাখর! উপযুক্ত স্থান দিয়ে এদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা কর।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:•:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নদীতীর।

মর্ত্তজা, মালেকা ও গাউস খাঁ।

মর্ত্তজা। দেখ দোস্ত! সহরে প্রবেশ করবার আগে এস একবার কোন লোকের কাছে মুর্শিদাবাদের খবর নিয়ে নিই।

মালেকা। এখানে আমি একজনের গান শুনলুম।

মর্ত্তজা। তার আশ্চর্য্য কি! রাহী লোক কত যাচ্ছে আসছে। হয় ত তার ভেতরে কেউ গান গাইছে।

মালেকা। সে রাহীর গান নয়! দিল্লীসহরে ঘরের বারান্দায় ব'সে একবার সেই ওস্তাদের গান শুনেছিলুম। আর আজকে শুনলুম।

গাউস। গানের কিছু কায়দা আছে নাকি মালেকা?

মালেকা। কায়দা? মেরি খসম! উস মাফিক উমদা খেয়াল হাম কভি নেহি শুনা। আমি অনেক ওস্তাদের গান শুনেছি, কিন্তু এ রকম গানের কায়দা কখন শুনি নি।

মর্ত্তজা। তা হ'লে বোধ হয় ওই বাগানের ভেতর মজলিস্ চল্ছে।

মালেকা। না মেরি দোস্ত, ও আদমিকো জুদা মজলিস হ্যায়। যাঁহা ইয়ারকি চলতা, জবর ওস্তাদ হুঁয়া মিলতা নেহি।

মর্ত্তজা। তুমি একজন সুর-সমজওয়ালি। তুমি যখন বলছ, তখন রাহীও নয়, ওস্তাদও নয়, তা হ'লে দানা-ওনা কিছু হবে।

মালেকা। তা সে যা বল। আমি কিন্তু সে গলার আর একখানি গান শোনবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলুম, আজ বুঝি শুনলুম।

(নেপথ্যে)। ও জটী সাম্নুমানলে জাদিয়া খাগম তেরে শোরে—

মর্ত্তজা। ওই আসছে বিবি! তোমার জবর ওস্তাদ এই দিকেই আসছে।

(পীর খাঁর প্রবেশ)

পীর খাঁ। ও জটী সাম্নুমানলে জাদিয়া খাঁ গম্ তেরে—মের তেরে শোরে—নবাব আজ করুয়া বাগে আস্ছে। সাত দিন ধ'রে নবাবের সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করছি, কিন্তু দেখা করতে পারছি না। যত শালা ধড়িবাজ তাকে ঘেরাও ক'রে রেখেছে, দেখা করতে দিচ্ছে না। কিন্তু কতদিন শালারা নবাবকে লুকিয়ে রাখ্‌বে? আমি পীর খাঁ কালোয়াত, আমাকে ফাঁকী দেওয়া কি যেসো বুদ্ধি উজীরের কাজ? কেমন? আজ ত নবাবকে বেরুতে হ'ল—কই লুকিয়ে রাখতে পারলে না? (গীত) এ জটী ইত্যাদি।

মর্ত্তজা। কি বিবি, ওস্তাদ ত মিললো, এইবার একবার তার সঙ্গে মুলাকাত কর।

মালেকা। তাই ত, শুনতে কি ভুল করলুম! দিল্লীতে বাড়ীর বারান্দায় ব'সে, দূর প্রান্তর থেকে যে দেবকণ্ঠের সঙ্গীত শুনেছি, সে মধুর ভজন শুনে অবধি দিল্লীর সমস্ত ওস্তাদের ওস্তাদী আমার কাছে ছেলেখেলা বলে বোধ হয়েছে। মনে হ'ল, বাংলার দরিয়া এতদিন পরে সেই সুরের প্রতিধ্বনি আমার কানে তুললে! তাই ত!

গাউস। বন্ধু! ওকেই একবার সহরের খবরটা জিজ্ঞাসা কর না কেন!

মর্ত্তজা। মিয়া সাহেব সেলাম। আপনি কি সহর থেকে আস্ছেন?

পীর খাঁ। সে খবরে তোমার দরকার কি?

মর্ত্তজা। দরকার না থাকলে জিজ্ঞাসা করি কেন?

গাউস। কেয়া বেয়াদব?

মর্ত্তজা। আচ্ছা মিয়া বেয়াদবি বোধ হয়, মাফ্ কর।

পীর খাঁ। কেয়া—মাফ্ করেগা? বদ্মাস, ডাকু, রাহাজান—মাফ করেগা?

মর্ত্তজা। তব কি ফাঁসী দেগা ভেইয়া?

পীর খাঁ। কি বেয়াদব—ভেইয়া?

মর্ত্তজা। তবে সেঁইয়া।

পীর খাঁ। কেয়া উল্লুক! তেরা মরণেকো পর্ উঠা?

মর্ত্তজা। কই, আভি ত দেখ্‌তা নেই মিয়া!

গাউস। মাফ্ কিজিয়ে মিয়া সাহেব, উ বাউরা হ্যায়, আপ চলা যাইয়ে।

পীর খাঁ। কেয়া? হাম চলা যাগা, আর তোম রহেগা?

গাউস। বেশ, তা হ'লে তোমার যা খুশী তাই কর।

পীর খাঁ। কেয়া, তোমকো হুকুমসে করেগা?

গাউস। তোমাকে ভ্যালা খবর দিতে বল্লুম ত বন্ধু! এ কি বিপদ?

মর্জ্জিনা। বিবি সাহেব! একটি স্বকুমারী ক'রে ফেলেছি। দয়া ক'রে তুমি এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

মালেকা। ওস্তাদ! মাফ কিজিয়ে। ইন্‌লোগ কো কুছ কসুর নেহি হ্যায়! আপকো কালোয়াতি গান শুনকে ইন্‌লোগ বাউরা হোগিয়া।

পীর খাঁ। সচ্? ইয়ে—সচ্?

মালেকা। আপ্ সিন্ধু-ভৈরবীকো পর বাঁরো-য়াকো কসরত লাগায়া—জান উধার বাতা সা'ব।

পীর খাঁ। ইয়ে—আপ্ ত সমজদারণী মালুম হোতা।

মালেকা। আপ্‌কো মেহেরবানিসে থোড়ি সমজদারণী হুঁ।

পীর খাঁ। বহুত আচ্ছা, থোড়া সবুর—হাম আভি ফিন্ আওয়েঙ্গে—থোড়া সবুর। মেয় তেরে, মেয় তেরে। আপকো বড়া জোর নসীব হ্যায়। মেয় তেরে শোয়ে। আপ বেগম বন্ যায়েঙ্গি।

মালেকা। আপকো মেহেরবানি হ্যায় ত চট্ বন্ যাই।

পীর খাঁ। আলবৎ—আলবৎ—আলবৎ—থোড়া সবুর! আলবৎ মেহেরবানি হোগা—হামারি একঠো বড়া জরুরী কাম হ্যায়। মেয় তেরে। মেয় ছোটে আদমী নেহি—ফৌজদার—সম্‌ঝা?

মালেকা। উ ত বাঁদী পহেলা সমঝ লিয়া হুজুরালি!

পীর খাঁ। বহুত আচ্ছা—থোড়া সবুর—মেয় তেরে, মেয় তেরে শোয়ে।

[প্রস্থান।

গাউস। আর সবুর কেন দোস্ত, এইবেলা স'রে পড়া যাক্ চল। এ কি, সহসা আলোকমালায় ভাগীরথী-বক্ষ উজ্জলিত হয়ে উঠল যে!

মালেকা। বাঃ—বাঃ—সহরের কি শোভা! মরি মরি! ভাগ্যে অপেক্ষা করেছিলুম, নইলে ত এ শোভা দেখতে পেতুম না! আজ সহরে যাবার বাসনা পরিত্যাগ ক'রে এস আমরা এই নির্জ্জনে বসে শ্রীময়ী মুর্শিদাবাদ নগরীকে দেখি।

গাউস। বেশ বেশ। দিল্লীর বায়ু এত উষ্ণ হয়ে উঠল যে, আর সহ্ করতে পারলুম না। তাই আর দিল্লীতে থাকতে প্রবৃত্তি হ'ল না। মনের দুঃখে মুর্শিদাবাদে—ক্ষুদ্র স্ববেদারের অদৃষ্ট পরীক্ষা করতে চলেছি। এখানে আসতেই এই প্রথম আলোক-উল্লাস দেখলুম। দিল্লীতে আর তা দেখবার আশা নেই। নীল যমুনা অন্ধকার মেখে এখন কালিন্দী হয়েছে। এখানেও এ উল্লাস আর দেখতে পাব কি না বলতে পারি না। তা হ'লে দেখ মালেকা, বেশ ক'রে এ শোভা দেখে নাও। নয়নাকর্ষণ করেছে, নয়ন নিমীলিত ক'র না।

মর্জ্জিনা। বেশ, তোমরা একটু বিশ্রাম কর, আমি একবার এ দিকে ও দিকে বেড়িয়ে দেখে আসি।

গাউস। বেশী বিলম্ব ক'র না বন্ধু! কি জানি যদি এখানে থাকবার স্থবিধা না করি, তা হ'লে অন্যত্র যেতে হবে।

মর্জ্জিনা। যদি একান্ত বিলম্ব দেখ, তা হ'লে আমাকে ঐ বাগানের কাছেই সন্ধান ক'র। আমি ও জায়গার নিকট ছেড়ে অন্যত্র যাব না।

[প্রস্থান।

গাউস। মালেকা! সেই লোকটা আসছে না? সঙ্গে দু'পাঁচজন অস্ত্রধারী সৈন্য দেখছি যে!

মালেকা। তাই ত! পাপিষ্ঠের মনে দুরভি-সন্ধি আছে নাকি?

গাউস। বুঝতে পারছি না মালেকা! চল, স্থানত্যাগ করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(উজীর, পীর খাঁ ও সৈন্যগণ।)

পীর খাঁ। দেখলে আপনার তাক্ লেগে যাবে।

উজীর। তা ত যাবে—কই দেখান।

পীর খাঁ। কিন্তু আমাকে হুগলীর ফৌজদারীতে ফের বহাল করতে হবে জনাবালি!

উজীর। সে ত বললুম—আর কতবার বলব। আপনি আমার মন ভুগিয়ে চলুন, দেখুন, আমি আপনাকে খুশী করতে পারি কি না।

পীর খাঁ। মের তেরে—মের তেরে...

উজীর। তেরে তেরে করলে ত হবে না! কোথায় সে বিবিকে দেখেছেন দেখান।

পীর খাঁ। এই যে দেখাচ্ছি জনাব! ও বিবি সাহেব! তাই ত এইখানেই দেখেছি!

উজীর। তবেই আপনার ফৌজদারী হয়েছে! আপনার কেবল দমবাজী?

পীর খাঁ। তাই ত! কি হ'ল? ও বিবি সাহেব! ও বাবোয়া! বিবি সাহেব!

উজীর। আপনার সমুদয় কথাই মিথ্যা!

পীর খাঁ। নেহি নেহি জনাবালি—কভি নেহি। কভি নেহি। এ বিবি! কোথা গেলি? এ খুব-সুরত-ওয়ালী—কাঁহা গেলি?

উজীর। মাঝি! (মাঝির প্রবেশ) একজন আওরৎকে দেখেছিস্?

মাঝি। হাঁ হুজুর, দেখেছি।

উজীর। সে কি পার হয়ে গেছে?

মাঝি। আজ্ঞে না হুজুর, পার হয় নি। তার সঙ্গে আর দুজন আদ্‌মী আছে।

পীর খাঁ। কি জনাবালি, মিথ্যা কথা?

মাঝি। তারা একটু আগে এইখানেই ছিল। তারা এ-পারেই আছে।

উজীর। আচ্ছা যা। হুঁসিয়ার, আজ আর কাউকেও পার করিস্ নি! না ওস্তাদ, আপনার কথা সত্য। (মাঝির প্রস্থান) তারা আমাদের দূর থেকে দেখ্‌তে পেয়েছে। দেখে স'রেছে! আমি তাদের পাকড়াও করবার দোসরা ব্যবস্থা করছি। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

পীর খাঁ। যো হুকুম, যো হুকুম জনাবালি!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

তরুতল।

হায়দারি।

গীত।

তুম্‌সে হাম্‌নে দিল্‌কো লাগায়া,
সব কুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়।

হায়! এস প্রিয়—এস। মধুময়! শূন্য হৃদয়পূর্ণ ক'রতে একবার এস। এস প্রিয়ের প্রিয়, তোমরা কোথা আছ একবার এস; আমি তোমাদের পেয়ে আমার প্রিয়ের আগমন-সুখ অনুভব করি। দুনিয়ার যে দিকে চাচ্ছি, সেই দিকেই যেন একটা অসহ্য উত্তাপ আমার চোখের জ্বালা উৎপন্ন করছে। কোথায় আছিস আয় ভাই—তোরা কোথা আছিস আয়। আলিঙ্গিতে বাহুপ্রসারিয়ে আমি ব্যাকুল প্রত্যাশী ব'সে আছি।

(গাউস খাঁ ও মালেকার প্রবেশ।)

গাউস। তাই ত মালেকা, করি কি? অনেক ক্ষণ হ'য়ে গেল, বন্ধু ত ফিরল না। আমরা জায়গা ছেড়ে চ'লে এসেছি, সে হয় ত আমাদের খুঁজছে; আমার ত তাকে খোঁজা কর্ত্তব্য?

মালেকা। সে কথা আর বলতে!

গাউস। কিন্তু তোমাকে সঙ্গে নিয়ে খুঁজি কেমন ক'রে? অথচ তোমাকে কোথাও রেখে যেতে সাহস করছি না। বুঝতে পারছি, এ নবাব বড়ই কুৎসিৎ চরিত্রের লোক।

হায়। কেমন ক'রে বুঝ্‌লে?

গাউস। তাই ত! কে একজন গাছতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে না!

মালেকা। তাই ত দেখ্‌ছি।

হায়। দেখ্ পাগলা! নিজে প্রত্যক্ষ না জেনে কখন কারও ওপর দোষারোপ করা উচিত নয়। দিব্য দিবালোকে উন্মুক্ত চক্ষুই যে অনেক সময় ভুল দেখে, তা জানিস্? তবে যাকে দেখিস্ নি, কখন যার সঙ্গে ব্যবহার করিস্ নি, তার চরিত্র সমালোচনা ক'রে অপরাধী হ'স্ কেন?

গাউস। তাই ত! এ ত এক ফকীর! কি ফকীর কি বললে? কাকে বললে? এ কি আমাকে? আমিও ত যাকে দেখি নি, যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরোক্ষে এক দিনের জন্যও কোন ব্যবহার বিনিময় করি নি, তার চরিত্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়েছিলুম! হজরৎ—সেলাম!

হায়। সেলাম!

গাউস। আপনি ত দেখ্‌ছি একা—তবে কার সঙ্গে কথা কইছিলেন?

হায়। তুমিও ত দেখ্‌ছি একা, তবে তুমি কার সঙ্গে কথা কইছিলে?

গাউস। আমার সখী আছে।

হায়। আমারও সঙ্গী আছে।

গাউস। কই আর কাউকেও দেখতে ত পাচ্ছি না।

হায়। তবে একা!

মালেকা। এঁকে ত ফকীর দেখছি। তা হ'লে আমাকে এঁরই আশ্রয়ে রেখে যাও না।

গাউস। তুমি পাগল হ'লে মালেকা, নবাবের অসংখ্য অনুচর। তারা তোমাকে ধর্‌তে এলে উনি কি রক্ষা ক'র্‌তে পারবেন? মাঝ থেকে ফকীর সাহেবকে বিব্রত করবে।

মালেকা। তুমিও একা, নবাবের লোক যদি আমায় ধর্‌তে আসে, তুমি কি রক্ষা ক'র্‌তে পারবে?

গাউস। জান্ যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ ত কেউ তোমার গায়ে হাত দিতে পারবে না।

মালেকা। তাতে আমার লাভ কি? তোমার জান্ গেলে ত আমার গায়ে হাত দেবে। তখন তোমার শোক আর ইজ্জতের ভয় দু'য়ে পড়ে আমাকে যে পাগল ক'রে তুল্‌বে, তার কি? যদি সঙ্গে মর্‌বার সুবিধা না পাই?

গাউস। তাই ত, ঠিক ব'লেছ ত মালেকা!

মালেকা। ধর্ম্মবলকে সন্দেহ কর কেন?

গাউস। ফকীর সাহেব! আমার স্ত্রীকে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় দেবেন?

হায়। আমার আশ্রয়ে রাখতে সাহস হবে?

গাউস। নিরুপায়ে সাহস ক'রতে হচ্ছে!

হায়। তা হ'লে, রেখে যাও।

মালেকা। আমার মনে বল্‌ছে আপনার আশ্রয়ে থাক্‌লে নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ব।

হায়। তোমার মনকে তুমি বিশ্বাস কর?

মালেকা। বিশ্বাস করা উচিত কি অনুচিত, আপনি ব'লে দিন জনাবালি!

হায়। তা আমি বল্‌তে পার্‌ব না বিবি! বিশ্বাস কর—থাকতে পার। তা নইলে, যদি তোমার কোন বিপদ ঘটে, তোমার স্বামী মনকে কিছু না ব'লে, এ গরীব ফকীরকে যেন উৎপীড়ন না করে।

মালেকা। কি কর্‌ব হুকুম কর!

গাউস। আমি যতক্ষণ না ফিরি, তুমি ফকীরের কাছেই থাক। মনের কথায় বিশ্বাস ক'রে হজরৎ, আমি আমার স্ত্রীকে আপনার চরণাশ্রয়ে রেখে গেলুম।

হায়। কতক্ষণে ফির্‌বে মিয়া?

গাউস। তা কেমন ক'রে বল্‌ব জনাবালি! যাচ্ছি, ফেরাফিরি ঈশ্বরের হাত। ক্ষণ হ'তে পারে, দিন হ'তে পারে, বরাবর হ'তে পারে। যদি না ফিরি, আপনার কাছেই থাক্‌বে।

হায়। বেশ, রেখে যাও। (গাউসের প্রস্থান) এস মা, কাছে এস।

মালেকা। একটু চিন্তায় পড়্‌লুম যে হজরৎ স্বামী কি বিপদে পড়বেন?

হায়। সে চিন্তায় লাভ কি মা? তোমা[র] স্বামী ফেরে, আবার তার সঙ্গী হবে, না ফে[রে] আমার সঙ্গী হবে। এই তোমার স্বামী তোমা[কে] আমার কাছে এক রকম গচ্ছিয়েই গেল! নাও ম[া] ব'সে একটি গান শোনাও দেখি। [অ]নেকক্ষণ ত[...] মরু-ভূমিতে ঘুরে প্রাণটা আমা[র] নীরস হ'[য়ে] গেছে।

মালেকা। আমি গান গাইব?

হায়। কেন, দোষ কি?

মালেকা। আমি গান জানি, আপনি জান্‌লে[ন] কেমন ক'রে?

হায়। আমার জানবার প্রয়োজন নেই[।] তুমিই জান, তুমি জান কি না।

মালেকা। অতি সামান্যই জানি।

হায়। বেশ, অতি সামান্যই গাও।

মালেকা। কি গান গাইব?

হায়। তোমার যা খুসী।

মালেকা। না বাবা! আপনি বাৎলে দিন।

হায়। বেশ, দিল্লীতে নিজের বাড়ীর বারান্দা[য়] ব'সে, এক দিন যে গান শোন্‌বার জন্য তুমি ব্যা[কুল] হ'য়েছিলে, সেই গান গাও।

মালেকা। (পদতলে পড়িয়া) হজর[ৎ] উ আপ্ হায়?

হায়। ওঠ মা! আমার পিপাসিত কর্ণ শীতল কর।

মালেকা। সে গান জানি না যে বাবা!

হায়। আপনিই স্ফুরণ হবে—প্রথম কলি জানা আছে। গাও।

মালেকা। যো হুকুম হজরৎ। ক[...]

গীত।

মহুয়া তেরী গুজর গেঁই গুজরাণ রে।
কই দিন লজে ভজে রহে না,
কই দিন শাল দোশালা অজে,
কই দিন ভালো চজে রহে না,
কই দিন ধর্ম ভগবান রে॥
কই দিন রিধা সিধা খাদা,
কই দিন দুধ মলিদে খাদা,
কই দিন পাত পাতোড়া বাধা,
কই দিন তোড়া তান রে।
কই দিন মহলছ মহলমে ঠারি,
কই দিন বাগবাগিচে বাড়ী,
কই দিন রহে না জঙ্গল ঝাড়ি,
কই দিন ঝাড় ময়দান রে।
হিলি মিলি রহে না দেখে খানা,
নেকী কাম শিখাতে রহে না
জাগরিত রহে না রহে না
কি স্বপনা এহি গাত মস্তান রে।

(নেপথ্যে।) চার দিকের মোহাড়া আগলাও। আর পালাবে কোথা?

মালেকা। বাবা! আমাকে ধর্‌তে আস্‌ছে যে।

হায়। এতক্ষণ তোমার সন্ধান ক'র্‌তে পারে নি। তোমার গান শুনে সন্ধান পেয়েছে।

মালেকা। আপনি যে গান গাইতে হুকুম কর্‌লেন!

হায়। তোমার গান শুনতে বড়ই ইচ্ছা হয়েছিল। তোমার গান শুনবো ব'লে এক দিন আমি ব্যাকুল হয়ে দিল্লীর প্রান্তরে বেড়িয়েছি।

মালেকা। তার পর?

হায়। তার পর খোদা।

মালেকা। তা হ'লে আপনি গাইয়ে আমাকে ধরিয়ে দিলেন বলুন?

হায়। আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন? তুমি বুদ্ধিমতী; নিজেই ত বুঝ্‌তে পার্‌ছ।

মালেকা। হা আল্লা! কি কর্‌লুম? তা হ'লে নবাবের লোক ধর্‌তে এলে আপনি নিষেধ কর্‌বেন না?

হায়। নিষেধ কর্‌লে, তারা শুনবে কেন?

মালেকা। বাধা দেবেন না?

হায়। বাধা দেবার আমার ক্ষমতা কি?

মালেকা। তা হ'লে কথার মারপেঁচে আমার স্বামীকে প্রতারিত কর্‌লেন?

হায়। কথা এক—শুধু তার মারপেঁচেই ত ছুনিয়া চলেছে মা!

মালেকা। দোহাই হজরৎ, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

হায়। রক্ষাকর্ত্তা ঈশ্বর।

মালেকা। দোহাই হজরৎ, আপনি ইচ্ছা কর্‌লেই পারেন।

হায়। যাতে আমার অনধিকার, তা কর্‌ব কেন?

মালেকা। তাই ত, কি কর্‌লুম? স্বামী যে আমাকে কাছছাড়া করতে চান নি! আমিই যে উপযাচিকা হয়ে তাঁকে এর কাছে রেখে যেতে বাধ্য কর্‌লুম!

(নেপথ্যে।) বাতী, বাতী—একটা বাতী।

মালেকা। পালাবো না, পালিয়েই বা এদের হাত থেকে কেমন ক'রে নিস্তার পাব? ফকীর যদি নবাবের গুপ্তচর হয়, তা হ'লে ত পালাবার চেষ্টা করাই বৃথা। না, না, মন! বিশ্বাস ক'রে মহতের আশ্রয় নিলি, আশ্রয় পেয়ে বিশ্বাস ফেলে দিস্ কেন? নে, এই ছদ্মবেশী গুরুর পদপ্রান্ত হ'তে পরিত্যক্ত বিশ্বাস আবার কুড়িয়ে নে।

(নাকী বিবির প্রবেশ)

নাকী। তোরা সব দূরে দাঁড়িয়ে থাক, গোলমাল করিস নি। আমি সহজেই কাজ নিষ্পত্তি করছি। ধরবে পুঁটি মাছ, তাতে বিশ পঞ্চাশটা 'পোলো' বেরিয়েছে। একটা খুচরো বাই আগে থাকতেই সুপথ চিনে ছুটো উচকা ছোঁড়ার সঙ্গে বাড়ীর বার হয়েছে, তাকে ধরতে কতকগুলো মামদোয় প'ড়ে যেন দামড়া লাফ লাফাচ্ছে। নে, সব ওইখানে খাড়া থাক্। বা! বা! তাই ত বলি, কোথায় ছুঁড়ীটা গেল? খবর পাবামাত্রই ছুটেছি। লোকের ঘর, পথ, ঘাট, চটি, মাঠ, আতিপাতি ক'রে খুঁজেছি। আমাদের ঘরের লোকের কাছে আটকা, পড়েছে, তা কেমন ক'রে জানাবো? আর কষ্ট কেন সা'জী, হুকুম কর, বিবিকে তুলে নিয়ে যাই।

হায়। যাও মা।

মালেকা। কোথায় যাব?

হায়। এই বিবিকে জিজ্ঞাসা কর।

মালেকা। কোথায় যাব বিবি?

নাকী। সমস্তই বুঝে ন্যাকা সাজছ কেন? এর পরে কি তুমি আমাকে তোমার দৌলতের বকরা দেবে? সাঁইজী। বিবিকে একটু আশীর্ব্বাদ দিয়ে দাও, যেন যাবামাত্রই নবাব সাহেবের সুনয়নে পড়ে।

হায়। বেশ, আশীর্ব্বাদ করছি।

নাকী। বস্, তবে আর কি! আশীর্ব্বাদ—খাঁটী পটোল—ফলের সঙ্গে ফুল—নাও চল।

মালেকা। এইও শয়তানি! আমায় ছুঁস নি।

নাকী। কি ফকীর সাহেব! তোমার সুমুখে কি জবরদস্তি ক'রে নিয়ে যেতে হবে?

হায়। মা! ওরা বলপ্রয়োগ করলে তুমি ত আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

মালেকা। আপনি যেতে বলছেন্?

হায়। তোমার ইচ্ছা!

মালেকা। ফকীর! তোমাকে হজরৎ ব'লে সম্বোধন করেছিলুম, গুরু ব'লে আশ্রয় নিয়েছিলুম।

হায়। ভুল করেছিলে মা! হজরৎ তোমার হৃদয়ে, তাঁর আশ্রয় নাও।

মালেকা। ভাল, সেলাম।

হায়। সেলাম।

(বেগে পীর খাঁর প্রবেশ)

পীর। মিলেছে বিবি, মিলেছে?

নাকী। মিলবে না ত কি কালোয়াৎ সাহেব? নাকীর নাকে রূপের গন্ধ মিলবে না?

পীর। ইয়া আল্লা—মাসাল্লা! এ জনী সাহুমানিলে জানিয়া খাঁ গম তেরে, মের তেরে।

নাকী। শুধু তেরে করলে হবে না। শীগ্‌গির উজীর সাহেবকে খবর দাও।

[পীর খাঁর প্রস্থান।

মালেকা। তাই ত কি করলুম? অনাশ্রিতা হ'য়ে কাকে ধরলুম? মনের কথায় বিশ্বাস ক'রে ফকীর তোমাকে আপনার জ্ঞান করেছিলুম। সেই মন টলছে, কত বিভীষিকার কথা আমার কানে তুলছে। খোদা, তুমি আছ, হৃদয়-মাঝে সূত্র ধ'রে প্রতি মুহূর্ত্তে আমার মনকে টান দিচ্ছ। জীবের মঙ্গলবিধাতা! শুধু তোমার ভরসা।

[হায়দারি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

হায়। এক দিন না এক দিন ঘরের মন ঘরে ফিরবে। তবে সাহস ক'রে হৃদয় ধ'রে, যা মালেকা চ'লে যা। সাহস হারালে সব হারাবি। সাহস ধ'রে দুনিয়া পাবি।

[প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যানের বহির্ভাগ।

সরফরাজ ও বাখর।

সর্। দেখ্ বাখর! প্রথম দিনটে আমি ছদ্মবেশে এলুম।

বাখর। বেশ করেছেন জাঁহাপনা।

সর্। এখনও দরবারে বসি নি, সুতরাং এখনি এত প্রকাশ্য হওয়াটা ভাল নয়।

বাখর। তাতো ঠিক কথা।

সর্। তবে আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে উজীর এত রোসনাই করলে কেন?

বাখর। তাতে কি? লোকে জান্‌ছে কাল নবাব দরবারে বসবেন, তাই সহরে আজ আলো দিয়েছে।

সর্। দেখ্, ফর্‌রাবাগে আমি এর পূর্ব্বে কখন আসি নি।

বাখর। কেন জাঁহাপনা?

সর। পিতার কুকীর্ত্তির লীলাভূমি ব'লে মা আমাকে আস্‌তে দিতেন না।

বাখর। আপনি এখানে থাকতে পারবেন না।

সর। রাবিয়া নিশ্চয়ই খুব কাঁদছে!

বাখর। না হুজুরালি, আপনি কিছুতেই এখানে থাকতে পারবেন না।

সর। কেন পারবো না? না পারলে আমার নবাবী থাকবে না। নবাবরা ত দুশো পাঁচশো বেগম রাখে। তবে রাবিয়া কাঁদবে কেন? আমি পোনেরশো বেগম রাখবো।

বাখর। না ম'লে আমিও তা দেখবো !

সর। বেশ, তুই যা, উজীর কি আনলে খোঁজ নে। আমি ততক্ষণ এ দিক্ ও দিক্ একটু বেড়িয়ে বেড়াই। (বাখরের প্রস্থান) ভাই ত, কি করি ? বাগান-ভরা ফুল এক সঙ্গে ফুটেও এখানকার অপবিত্রতার গন্ধ দূর কর্‌তে পার্‌ছে না। কিন্তু রাজ্য ! বড় প্রলোভনে আমাকে আকর্ষণ কর্‌ছে ! রাবিয়া কাঁদছে—কি জ্ঞানহারা হ'য়ে আমার অনুসরণ কর্‌ছে, তারই বা ঠিক্ কি ? কিন্তু প্রলোভন—রাজ্যের প্রলোভন ! কই রাবিয়া তুমিও ত বল্‌তে পারলে না ! রাজ্যের প্রলোভন তুমিও ত ত্যাগ করতে পারলে না ! আমার ইচ্ছার ওপর ভার দিলে কেন ? কেন বললে না, আমি রাজ্য চাই না, তোমায় চাই। আর হয় না। আর হয় না —লীলারঙ্গরসে ডুব দিতে আমি সরোবরের মাঝে এসে পড়েছি। আর হয় না ! যদি এসো—ফিরে যাও। যদি একান্ত তীরে ফিরতে চাও—খোদার আশ্রয় নাও।

(মর্ত্তজার প্রবেশ)

মর্ত্তজা। জনাবলি !

সর। কে আপনি ?

মর্ত্তজা। আমি বিদেশী।

সর। কোথায় আপনার বাস ?

মর্ত্তজা। বাস পূর্ব্বে বোখারায় ছিল। বহুকাল দিল্লীতে ছিলুম।

সর। এখানে কি মনে ক'রে এসেছেন ?

মর্ত্তজা। মনে যে একটা বিশেষ কিছু ক'রে আসা, তা বল্‌তে পারি না। আমার একটি বন্ধু নবাব সরকারে চাকরীর চেষ্টায় এসেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে এসেছি। এখানে পৌছিতে রাত্রি হয়ে গেল। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী আছে। অপরিচিত স্থান ব'লে তিনি পার হ'তে ইচ্ছা করলেন না। তাই আজ রাত্রের মতন আমরা এখানে র'য়ে গেলুম।

সর। কিছু কি জান্‌তে চাচ্ছিলেন ?

মর্ত্তজা। আপনি এখানকার কে ?

সর। আপনি কি নবাবের সঙ্গে দেখা কর্‌তে ইচ্ছা করেন ?

মর্ত্তজা। তাঁর চরিত্র না জান্‌লে, দেখা ক'রে কি ক'রব ?

সর। তবে আমার কাছে আপনার [illegible] কথা ভুললেন যে ?

মর্ত্তজা। আপনা হ'তে কোনও অনিষ্ট হবে না। আমি লোকের মুখ দেখে মন বুঝতে পারি।

(গাউস খাঁর প্রবেশ)

মর্ত্তজা। এ কি বন্ধু, তুমি এখানে যে !

গাউস। যাক্, অবশেষে অন্ততঃ তোমাকেও খুঁজে পেয়েছি। কাছে এস, শোন।

মর্ত্তজা। মালেকাকে কার কাছে রেখে এলে ?

গাউস। বলছি—কাছে এসে শোন।

মর্ত্তজা। তুমি নিঃসঙ্কোচে এঁর কাছে বল্‌তে পার। এঁকে আমাদের এক জন বন্ধু ব'লেই মনে কর।

গাউস। বিশ্বাস ক'র না।

সর। বল ত ভাই, তোমার নির্ব্বোধ বন্ধুকে বুঝিয়ে বল ত। ও মুখ দেখে লোকের মন বুঝ্‌তে পারে।

মর্ত্তজা। ব্যাপারখানা কি বল ? ভীরুর মতন গোপনে বল্‌তে চাচ্ছ কেন ?

গাউস। পাষণ্ড নবাব লোক দিয়ে আমার স্ত্রীকে ধ'রে এনেছে।

মর্ত্তজা। তুমি কি করেছিলে ?

গাউস। তোমার ফির্‌তে বিলম্ব দেখে, আমি তোমাকে খুঁজতে এসেছিলুম।

মর্ত্তজা। স্ত্রীকে একলা রেখে ?

গাউস। তবে আর বলছি কি ? দুনিয়াকে বিশ্বাস ক'র না ! এক ফকীরের আশ্রয়ে তাকে রেখে এসেছিলুম।

সর। এ দুর্ব্বুদ্ধি তোমার হ'ল কেন মিয়া ! যে নিজে আশ্রয়হীন, তার আশ্রয়ে তুমি কি বিশ্বাসে স্ত্রীকে রেখে এলে ?

গাউস। বিশ্বাস ! কি বিশ্বাসে রেখে এসেছিলুম, তা শুনলে আপনি আমাকে পাগল বলবেন। কথার কৌশলে ফকীর আমার ও আমার স্ত্রীর মনে এমন একটা অপূর্ব্ব বিশ্বাস উৎপন্ন ক'রে দিলে যে, স্ত্রীকে তার আশ্রয়ে রেখে দিলুম। রেখে যেন নিশ্চিন্ত হলুম। মনে হ'ল, দুনিয়ার কোন শক্তিমান তার কাছে থেকে আমার স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তারপর ফিরে এসে দেখলুম, ফকীরও

নেই—স্ত্রীও নেই। শুনলুম, নবাবের লোকের হাতে আমার স্ত্রীকে দিয়ে ফকীর স'রে পড়েছে।

সর। ফকীর না থাকতে পারে, তোমার স্ত্রী না থাকতে পারে; কিন্তু তুমি ত আছ? তোমার মন ত আছে? সে মনে একবার বিশ্বাসের বীজ বপন ক'রে আবার তাকে তুলে ফেলছ কেন? ফুলের সৌগন্ধে আপনাকে সুখী করতে ধৈর্য্য না থাকে, অন্ততঃ অঙ্কুর বেরুবার অবসর দাও।

মর্ত্তজা। মিয়া সাহেব! এ গরীবের আবেদন শুনবেন?

সর। কি বলুন?

মর্ত্তজা। আপনার সেরেস্তায় এ গোলামকে একটা নকরী দেবেন?

সর। আমার সেরেস্তায়? কি কাজ করবে মিয়া?

মর্ত্তজা। যা বলবেন—নকলনবিশী—তাও না দিতে চান, সামান্ত ভৃত্য যে কাজ করে—সেই কাজ।

সর। তা হ'লে মিনি মাইনেতেও রাজী নাকি মিয়া?

মর্ত্তজা। তাতেই যদি আপনার মত হয়, তাই।

সর। গরীবের প্রতি এত মেহেরবানি কেন মিয়া?

মর্ত্তজা। আপনি দেবেন কি না বলুন?

সর। নবাব সরকারে চাকরী কর ত দিতে পারি।

মর্ত্তজা। নবাব? আমি যদি তাকে দেখতে পাই, এখনি আমার বন্ধুর অপমানের শোধ নিই।

সর। তোমার কি মিয়া?

গাউস। যদি দেখিয়ে দিতে পারেন, আজীবন আপনার গোলাম হ'য়ে থাকি।

সর। তা হ'লে চল, আগে নবাবকেই দেখিয়ে দিই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নাচঘর।

পীর খাঁ ও নর্ত্তকীগণ।

গীত।

ভেল রঙ্গিলা আঁখি সখীরী দীঘল রজনী জাগি।
হিয়া থির নেহি, ঘন কম্পই, পিয়া পরশ অনুরাগী॥
অঙ্গহি মে চড়ি, চলত গির পড়ি,
ক্যায়সে রহব উনে ছোড়ি—
শিথিল কবরী ভেলি, রাঙ্গা বাস খসি গেলি,
ভাগল মদন দুখ ভাগী।
মরম সরম ছোড়ি পিয়া লাগি পিয়া লাগি॥

(আহম্মদ ও বাখর খাঁর প্রবেশ)

আহ। এ কেলোয়াৎ সাব্! গান বন্ধ করুন, হুজুরালি আস্‌ছেন।

পীর খাঁ। হুজুরালি—হুজুরালি!

(নর্ত্তকীগণের প্রতি শিখাইবার ইঙ্গিত)

আহ। দেখুন, আমি সব গুছিয়ে গাছিয়ে চললুম। হুজুরালি এলে যেন ফুর্ত্তির কোন ত্রুটী না হয়। আর দেখুন, সেই নয়া বিবি এলে, তাকে তোমরা সব বেগমের মতন আদর করবে।

বাখর। যো হুকুম। তবে কালোয়াৎ সাহেবকে একটা কথা ব'লে যান। কোথায় কিছু নেই, হঠাৎ কথার মাঝ খানে যেন 'মেয় জেরে' ক'রে না উঠেন।

পীর। নেহি জনাবালি! গোলাম ত বে-তমিজ নেহি হ্যায়। বেতালা হ'ম কভি নেহি গায়েঙ্গে।

বাখর। ওইটে আপনি বুঝিয়ে ব'লে যান! না হ'লে মজলিসের মাঝ খানে পাঁচটা রংদার কথায় ভেতরে 'মেয় জেরে' ক'রে পেটের পিলে যে চমকিয়ে দেবেন, তা হবে না।

আহ। আহা! কালোয়াৎ সাহেবকে কিছুই ব'লে দিতে হবে না। কালোয়াৎ সাহেব তালে ঠিক আছেন।

বাখর। বস্, তা হ'লেই হ'ল!

[আহম্মদের প্রস্থান।

পীর। ক্যা! হাম আনাড়ি হ্যায়?

বাখর। আরে বাপ্, আনাড়ি হবে কেন ফৌজদার সাহেব! আপ্ সামাড়ি হ্যায়। কিন্তু

তাক্তে কেয়া হ্যায়। মানুষ মাত্রেরই ত একঠো পেট হ্যায়? আর সে পেটমে ত একটা ক'রে পিলে হ্যায়?

পীর। আল্‌বৎ হ্যায়।

বাখর। ও শালা আনাড়ি হ্যায়—

পীর। বেসক!

বাখর। ও শালা আপ্‌কো ওস্তাদী সমঝতা নেই। ও শালা আপ্‌কো ওস্তাদী গান শুনলেই চম্‌কাতা হ্যায়।

পীর। ঠিক বোলা।

বাখর। এসিকো ওয়াস্তে ও শালার ভদ্র মজলিসে ঠাঁই নেই হোতা।

পীর। ও শালাকো কভি ঠাঁই নেই হোগা।

বাখর। তাই পেট্‌কা ভিতরমে মুখ লুকায়কে রয়তা হ্যায়।

পীর। ঠিক বোলা ভেইয়া। ও শালা কাহে পেট্‌মে ডেরা কিয়া?

বাখর। নাক বাহারমে হ্যায়, দোঠো কান বাহারমে হ্যায়, আঁখ হ্যায়, হাত পা গুলো সব হ্যায়, আর ও শালা ভিতরমে ক্যা করতা? উস্‌কো হুয়া কুচ কাম নেহি।

পীর। কুচ নেহি।

বাখর। যকৃৎ রস দেতা হ্যায়, ফুস্‌ফুস্ দম লেতা হ্যায়, কলেজা ধুক্ ধুক্ করতা হ্যায়—ও শালা ক্যা করতা?

পীর। কুচ নেহি। সচ্ বোলা—ইসিকো ওয়াস্তে শালা লাথ খাতা হ্যায়, আউর ফাট যাতা হ্যায়।

বাখর। এই, অভি আপ্ সমঝা।

পীর। হাম বরাবর সমজদার হ্যায়। মের তেরে—

বাখর। আবার?

পীর। ভুল হোগিয়া ভেইয়া, ভুল হোগিয়া। আরে, হুজুরালি আতা হ্যায়।

(সরফরাজ, ওমরাওগণ ও আহম্মদের প্রবেশ)

আহ। হুজুরালি, ফুরসৎ নিন্। আপনার মহামান্য পিতা পোনেরো বৎসর এই ফরুরা বাগে আনন্দ উপভোগ ক'রে গেছেন, এক দিনের জন্য এ বাগানে আমোদের বিরাম হয় নি। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত তিনি এই বাগানে। শেষ মুহূর্ত্তে কেবল ঘরে গিয়েছিলেন, তার পর এইখানে আবার তাঁর সমাধি। মৃত্যুর পরও তিনি এ স্থান ত্যাগ করতে পারেন নি। কেবল সাত দিন এ বাগান অন্ধকার ছিল।

সর। আমি নবাব হ'লে ফরুরা বাগ দুনিয়ার লোকে দেখতে পেত কি না সন্দেহ! এ পরীর বাসযোগ্য স্থান—আমি এর মর্য্যাদা কি রাখতে পারবো?

আহ। খুব পারবেন হুজুরালি।

আহ। নাও, বিবিজানেরা জাঁহাপনাকে সব খুসী কর। বহুৎ বক্‌সিস্ মিল যাগা। হুজুরালি! গোলামকে তা হ'লে অনুমতি করুন, বিদায় হই।

সর। আপনি বিদায় নিচ্ছেন কেন?

আহা। আজ্ঞে হুজুরালি! আমি হজ ক'রে এসেছি—দুনিয়ার একরূপ ফকীরীই সার করেছি। ফকীর ত এস্থানে থাকবার যোগ্য নয়।

[প্রস্থান।

সর। বেশ, আমরা ত থাক্‌বার যোগ্য। কি বল কালোয়াৎ?

পীর। আলবৎ! বরাবর জাঁহাপনা, বরাবর!

সর। কিন্তু কালোয়াৎ, তুমি আমার বাপের সঙ্গে ইয়ারকি দিয়েছিলে!

পীর। হাঁ জাঁহাপনা, দিয়েছিলুম—হরদম্ দিয়েছিলুম্।

সর। তা হ'লে আমার সঙ্গে কেমন ক'রে ইয়ারকি দেবে?

বাখর। ইয়ারের কি বয়স হয় জাঁহাপনা?

সর। বা! বা! আচ্ছা বাৎ হ্যায়।

সকলে। আচ্ছা বাৎ হ্যায়।

পীর। জাঁহাপনা! আপনার বাপকে এ গোলাম খুসী করেছে, আবার আপনাকে খুসী করবে।

সর। তা হ'লে পিয়ারের সামগ্রী কি এনেছ, জল্‌দি নিয়ে এস।

পীর। যো হুকুম। [পীরখাঁর প্রস্থান।

(নর্ত্তকীগণের গীত)

দেখেছি গো তারে অতি দূরে।
যেমন দেখা ছবি আঁকা, দূর হ'তে প্রাণ স'পেছি তারে।

সে যদি এখন কাছে আসে, কি ব'লে তারে বসাই
পাশে।
কথা শুনে যদি হাসে—অক্রত মধুর ভাসে—
তখনি মরমে যাব শো ম'রে।
দূরের বঁধু তুমি দূরে থাক, নিকটে এস না কথা রাখ,
(আমি) আপন রচিত সরমে জড়িত,
কাছে এলে দূরে যাব স'রে।

(পীর খাঁর প্রবেশ)

পীর। এরে বাপ্—এরে বাপ্!

সর। কি হ'ল—কি হ'ল কালোয়াৎ?

পীর। ও আওরৎ নয়, জাঁহাপনা নেকড়ী—নেকড়ী!

সর। নেকড়ী কি?

পীর। হুজুরালি! আপনার জন্ত বিবিকে আন্তে গেলুম। গিয়ে দেখি নাকী বিবি আপনার পাশের ঘরের দরজার সমুখে হুমড়ি হ'য়ে ব'সে নাকে হাত দিয়ে হু হু হু হু করছে। চারিদিক রক্তে একেবারে ভেসে যাচ্ছে।

সর। কেন—জানলে?

পীর। নাকী বিবি, বিবি সাহেবকে তোয়াজ করতে যেই কাছে গিয়েছে—অমনি সে তার নাকে এক থাবা মেরেছে—নাক ত গেছেই—এখন জান থাকলে হয়।

সর। তুমি কি তাই দেখে পালিয়ে এলে?

পীর। না জাঁহাপনা, আমি পালিয়ে আসি নি। বিবিকে আনবার জন্ত যেই দোরটি খুলে ঘরটির ভেতর মাথাটি গলিয়েছি, অমনি পাশের দিক থেকে ঝাঁপ মেরে গালে এক থাবা। হুজুরালি! সে ত থাবা নয়—ঝাঁপতাল।

সর। তুমি বুঝি সেই খবর দিতে এলে! আর ওদিকে বাঘিনী পিঁজরে ভেঙ্গে পালাল—কেমন?

(নাসিকায় বস্ত্র দিয়া বেগে নাকী বিবির প্রবেশ)

নাকী। হুঁ হুঁ (ইঙ্গিতে দোরে শিকল দেওয়া প্রকাশ) দেঁতে দিই নি—দেঁতে দিই নি।

বাখর। দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছ?

সকলে। দিয়েছ? (নাকীর ইঙ্গিতে প্রকাশ)

সর। বহুৎ আচ্ছা নাকীবিবি—বহুৎ আচ্ছা। তুমিই আজকে নবাবের মান রক্ষা ক'রেছ। নইলে এত লোকজন থাকতে সে বিবি যদি পালিয়ে যেত, তা হ'লে নবাবের অপমান রাখতে আর ঠাঁই থাকৃত না!

বাখর। কুচ পরোয়া নেই বিবি; যদিই নাক দিয়ে থাকো, সোনা দিয়ে তা বাঁধিয়ে দেব। নাকী, তোমায় ফাঁকি দিয়ে যেতে দেব না।

সর। ভাই সব—কিছুকালের জন্ত অপেক্ষা কর, আমি বাঘিনীকে পোষ মানাতে চল্লুম।

বাখর। একলা যাওয়া হবে না জাঁহাপনা—গোলাম সঙ্গে যাবে।

সর। বেশ ইচ্ছা হয়, আস্তে পার।

[নাকী, সরফরাজ ও বাখরের প্রস্থান।

১ম ওম। কি কালোয়াৎ সাহেব! নেকড়ীর পিছন পিছন যদি নেকড়ে আসে?

পীর। আনে দেও, হাম উস্কা দেখ লেঙ্গে—

(তরবারি হস্তে, গাউস ও মর্ত্তজার প্রবেশ)

গাউস। পাষণ্ড শয়তান নবাব! দুর্ব্বল বুঝে তুমি রমণীর ওপর বীরত্ব দেখাবে মনে করেছ?

সকলে। আরে সামাল, সামাল—(পীরখাঁ ব্যতীত সকলের পলায়ন)

মর্ত্তজা। একধার থেকে কাটতে সুরু কর—কাউকেও বাদ দিয়ো না। তোমার স্ত্রীর ওপর অত্যাচারের শোধ নাও। (পীর খাঁকে ধরিয়া) এই যে শালা 'মের তেরে'!

পীর। দোহাই বাবা, তোমরা ভুল করেছ—চোদ্দ পুরুষে আমার মের তেরে নয়—

গাউস। তুই ন'স?

পীর। এই পরীক্ষা ক'রে দেখ বাবা, সে শালার গাল ত এত ফুল' নয়।

গাউস। না বন্ধু, এ ত নয়।

মর্ত্তজা। তুই তাকে চিনিস্?

পীর। খুব চিনি বাবা! সে শালা শয়তান। তাকে চেনা যায় না বাবা।

গাউস। একটি স্ত্রীলোককে যে ধ'রে এনেছে, তাকে কোথায় রেখেছে জানিস্?

পীর। জানি বাবা।

গাউস। যদি দেখিয়ে দিস্ তবেই তোকে রাখব, নইলে মেরে ফেলব।

পীর। তা হ'লে এস বাবা সঙ্গে এস।

মর্ত্তজা। আর সেই কালোয়াত্ত শালাকে দেখিয়ে দিতে পারিস্?

পীর। সে শালা কি করেছে বাবা?

মর্ত্তজা। সেই শালাই যত নষ্টের মূল।

পীর। খুব দেখাব—সে শালাকে আগে দেখাব। শালা কেমন ক'রে আমার চেহারা নকল করেছে। তাতে মাঝে মাঝে বড়ই বিপদে পড়তে হয় বাবা। গাল ফোলা না থাক্‌লে তোমরা ত আমাকে মেরেই ফেলেছিলে!

গাউস। এখনও তোমার বিপদ গেছে মনে ক'র না। যদি সে বিবিকে দেখাতে না পার, তা হ'লেও তোমার মৃত্যু।

পীর। এস বাবা, দেখাই এস।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

পথ।

(রাবিয়ার প্রবেশ)

রাবিয়া। না, তুমি ত পারবে না, তুমি ত পারবে না! তোমার ও কমলোৎপল আঁখি থাকে থাকে দূর গগনের কোন আলুলায়িত গলিত-কাঞ্চন-কুন্তলার কমল আঁখির ইঙ্গিতে ইঙ্গিত-বিনিময় ক'রে, তুমি ত ছুনিয়ার রূপে মুগ্ধ হ'তে পারবে না প্রাণেশ্বর!

(হায়দারির প্রবেশ)

হায়। একি রমণী! উন্মাদিনীর মত তুমি এ কি কাজ করেছ?

রাবিয়া। য়্যাঁ? তাই ত কি করেছি? কি করেছি ফকীর, কি করেছি খোদাবন্দ?

হায়। কাউকেও না জানিয়ে তুমি গৃহত্যাগ করেছ? আর কি করবে?

রাবিয়া। তাই ত! কে আপনি?

হায়। আমি যে হই, তুমি কে?

রাবিয়া। আমি? কে আমি—তুচ্ছ রমণী!

হায়। তুচ্ছ রমণী নও—বাঙ্গালার রাজশ্রী। এখনও ত তোমার গৃহত্যাগের সময় হয় নি মা! পূর্ণ অধর্ম্ম এখনও ত বাংলার অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করে নি—মস্তিষ্কে এখনও অস্তিত্ববোধের শক্তি আছে। যাও—এখনি ফিরে যাও। সহস্র প্রহরীর চক্ষু এড়িয়ে ঘরের বার হয়েছ, ধন্য তোমার সাহস।

রাবিয়া। তাই ত কি করলুম? খোদাবন্দ! রক্ষা করুন, কেমন ক'রে ফিরব ব'লে দিন?

হায়। স্বামীর আচরণ দেখতে কখন অভি-লাষিণী হয়ো না। তাতে স্বামীর ক্ষতি হবে না, ছুনিয়ার কারও ক্ষতি হবে না—ক্ষতি হবে তোমার। সে ক্ষতিতে আকাশ থেকে একবিন্দু অশ্রু পতিত হবে, এইমাত্র। ছুনিয়ার বালুকা প্রান্তরে পড়তে না পড়তেই শুকিয়ে যাবে। চাতকেও খোঁজ পাবে না। এস নবাবপত্নী, আমার সঙ্গে চলে এস।

রাবিয়া। যে মনের আবেগ বিজলীর ন্যায় দুর্জ্জয় কম্পনে আমাকে ঘরের আশ্রয় থেকে দূর ক'রে দিয়েছে, সেই আবেগ নিয়ে আমি কেমন ক'রে ফিরে যাব? অনুমতি করুন, আমি ভাগী-রথীর জলে ঝাঁপ দিই।

হায়। তাতে তোমার স্বামীর ক্ষতি নেই মা, ক্ষতি তোমার।

রাবিয়া। তা হোক, হজরৎ আপনি অনুমতি করুন।—

হায়। আমি অনুমতি ক'রে কর্ম্মভাগী হব কেন, তোমার ইচ্ছা। নাও, কি করবে একে-বারেই স্থির কর। আমি আর সময় নষ্ট করতে পারব না।

রাবিয়া। আমি যদি ঘরে না ফিরি, তা হ'লে কি হবে?

হায়। কি হ'তে পারে, তুমিই বল। তুমি নবাবের বেগম। সূর্য্য সন্তর্পণে তোমার ঘরে আলোক বিকীরণ করে।

রাবিয়া। স্বামী আমাকে হত্যা করবেন?

হায়। তাও করতে পারেন, আজন্ম অন্ধ-কারাগারে আবদ্ধও রাখতে পারেন।

রাবিয়া। দেখুন খোদাবন্দ, আমি আমার স্বামীকে নাস্তিক জানি, কখনও তাঁর মুখে ঈশ্বরের নাম শুনি নি। অলস জানি, স্বেচ্ছায় কোন কার্য্যেই তাঁর উৎসাহ দেখি নি। ছুনিয়ার কাজে যে একটা বুদ্ধির প্রয়োজন, তাও দেখি নি। আমার প্রতি যে একটা বিশেষ প্রেম, তাও কখন অনুভব করতে

পারি নি। তবে একটা জানি—আমার স্বামী এক-পত্নী-নিষ্ঠ, নির্ম্মলস্বভাব, সদাশয়। যদি সে গুণও তাঁর না থাকে, তা হ'লে অমন কাফের স্বামীর কাছে থাকার চেয়ে মৃত্যু কিংবা অন্ধকারাগার কি অধিক যন্ত্রণাকর ?

হায়। তা হ'লে কি করতে চাও ?

রাবিয়া। (পদতলে পড়িয়া) সূর্য্য যাকে দেখে নি, তাকে আপনি চিনেছেন—অন্তর্য্যামী, বাঁদীকে আশ্রয় দিন।

হায়। পরিণামের জন্য প্রস্তুত হ'তে পারবে ?

রাবিয়া। পারব।

হায়। বেশ, আমার সঙ্গে এস।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

সুসজ্জিত কক্ষ।

মালেকা।

মালেকা। দোহাই ফকীর, দোহাই হজরৎ, দুর্ব্বল রমণী আমি, আর আমাকে পরীক্ষা ক'র না। এ স্থানের কি একটা পূতিগন্ধে আমার প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। রক্ষা কর হজরত—রক্ষা কর।

সর্। (নেপথ্যে) কই বিবি! কোন্ ঘরে ?

মালেকা। মিলিয়ে গেল—শয়তানের প্রলোভনে মুগ্ধ হয়েছিলুম! না না—এখনও যে বল্‌তে সাহস হচ্ছে না! খোদা! কেউ না থাকে তুমি আমাকে রক্ষা কর। ফকীরের একটা কথাও যদি সত্য হয়, যদি যথার্থই ঈশ্বর তুমি আমার হৃদয়ে থাক, তা হ'লে এই সঙ্কটসময়ে তার পরিচয় দাও।

সর্। বা! বা! কি অপূর্ব্ব রূপরাশি নিয়ে তুমি দুনিয়াতে এসেছ সুন্দরী!

মালেকা। কে আপনি ?

সর্। অনুমান কর—অনুরূপ বুদ্ধি দেখিয়ে রূপের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

মালেকা। আপনি নবাব।

সর্। ঠিক বুঝে বল—আমার মনস্তুষ্টির জন্য চাটুবাক্য প্রয়োগ ক'র না।

মালেকা। আপনি যেই হ'ন, নিকটে আস্‌বেন না।

সর্। কেন সুন্দরী ?

মালেকা। (ছুরিকা [illegible]) আপনার জীবন থাক্‌বে না।

সর্। যদি তোমার বোধ হ'য়ে [illegible] নবাব, তা হ'লে তোমার মতন [illegible] হাতের ছুরী দেখে ভয় পাব ব'লে কি [illegible] বসেছি ? বেশ, আমি তোমার নিকটে এলুম জীবন নাও।

মালেকা। আর কাছে এলে, আমি নিজে নিজের বুকে ছুরী মার্‌ব।

সর্। তাই বা দেব কেন ? যে আত্মরক্ষা কর্‌তে জানে, সে অপরকেও রক্ষা কর্‌তে পারে!

মালেকা। কই রক্ষা কর্ দেখি শয়তান! (নিজের বক্ষে ছুরিকা উত্তোলন ও সর্‌ফরাজ কর্ত্তৃক ধারণ)

সর্। কই সুন্দরী, পার্‌লে না

মালেকা। (স্বগত) তাই ত! কি বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত ধর্‌লে খোদা! তোমাকে ডেকেও ধর্ম্মরক্ষা কর্‌তে পার্‌লুম না!

সর্। ছুরীর ওপর সতীত্বের ভর দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত ছিলে সুন্দরী ? কই ছুরী ত তোমার মর্য্যাদা রাখতে পার্‌লে না।

মালেকা। দোহাই জাঁহাপনা, পরস্ত্রীর হাত ধরবেন না।

সর্। তুমিই বাধ্য ক'রে ধরালে—ছুরী ফেল। (মালেকার ছুরী ত্যাগ) দুনিয়ার কোন্ গুপ্ত-কুঞ্জে অঙ্কুরিত হ'য়ে, অনুপমা শাললতা, তুমি ইচ্ছা ক'রে আমার উদ্যানে ছায়াদান কর্‌তে এসেছ ? এসে এখন এত উগ্র হও কেন ?

মালেকা। মাফ করুন নবাব, আমি আপনার শরণাগত।

সর্। ভয়ে বলছ, না ভালবাসায় বলছ ?

মালেকা। আপনি অবিশ্বাস করছেন কেন ?

সর্। বিশ্বাস না হ'লেই অবিশ্বাস করতে হয়। আমি আজও যখন নিজের মনকে বিশ্বাস কর্‌তে পারি না, তখন তোমার শরণাগতি গ্রহণ কর্‌ব কেন ? আর আমি শরণ দিলেই কি তুমি বিশ্বাস করতে পার ? সহসা উত্তর দিয়ে রমণী-হৃদয়ের অসারত্ব প্রতিপন্ন ক'র না। ভেবে বল। বল, মনের উপর বিশ্বাস ক'রে, তুমি কাজ কর্‌তে পেরেছ কি না ?

[illegible] একটা

সর্‌। উঠ ভাগন। [illegible] অভিধানের যোগ্য নই। তুমি আমায় [illegible] ভাগ্যবতী, [illegible] পেয়েছ, আমি শরণপ্রার্থী। [illegible] জীবন-মরণের [illegible] তোমার সাহায্যে আমাকে জীবনের পথে ফিরিয়ে এনেছে [illegible]।

(গাউস খাঁ ও মর্ত্তজার প্রবেশ)

গাউস। শয়তান! এখন তোমাকে কে রক্ষা করে? তাই ত! এ কি! আপনি?

সর্‌। বীর! অস্ত্র উত্তোলন ক'রে, আঘাত করতে এসে পেছিয়ো না।

মর্ত্তজা। পেছুব—আমরা পেছুব? দিল্লীর প্রবল প্রলোভন পশ্চাতে ফেলে আমরা সূর্য্যের উদয়স্থান অন্বেষণে বহির্গত হয়েছিলুম। আমরা সেই কিরণ-প্রস্রবণ-মূলে এসে পেছিয়ে যাব? পেছুব কেন জাঁহাপনা, এই যে অস্ত্রকে যোগ্যস্থানে রক্ষা করছি। [পদতলে রক্ষা।

গাউস। এখনও যে আমি মনকে বিশ্বাস করতে পারছি না। মালেকা! মনের অসাধারণ বলের অহঙ্কার নিয়ে দিল্লী ত্যাগ করেছিলুম। মুর্শিদাবাদ প্রবেশ-মুখে, আমি নিজের কাছে অপদস্থ, পরাভূত হলুম। কাল প্রাতঃকালে আয়নাতে নিজের এ অবিশ্বাসীর মুখ দেখতে আমার সাহস হবে না। মালেকা! আমি কি করলুম? তোমায় যে আমি তাঁর হাতে আজীবনের ভার দিয়ে এসেছিলুম? এরই মধ্যে আমি মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক হলুম? কি করলুম?

মালেকা। মূর্খ স্বামী! দাঁড়িয়ে আছ কেন? অস্ত্র উপঢৌকন দিয়ে এই চরণে আশ্রয় নাও।

মর্ত্তজা। আর যে মহাপুরুষের উপর অবিশ্বাসের অপরাধ করেছ, দূর থেকে সেই ফকীরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাও। জাঁহাপনা! মনের মানুষ খুঁজতে সুদূর বোখারা থেকে হিন্দুস্থানে এসেছিলুম। এতদিন পরে এতদূরে তাঁকে পেয়েছি। আগেই মনের কথায় গোলামী নিয়েছি জাঁহাপনা! আপনি ত্যাগ করতে চাইলেও গোলাম আপনাকে ছাড়তে পারবে না।

মালেকা। কি করছ? আমার কথা শুন্‌তে

[illegible] আহ। আমার দুর্ভাগ্য—আমি কাল থেকে বাড়ীতে ছিলুম না। কোথায় ছিলুম, বাড়ীর পরিবারকে পর্য্যন্ত ব'লে যাই নি। আমার দুর্ভাগ্য, তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি। বালক! [illegible] পিতার মর্ম্মবেদনায় আমার হৃদয় ব্যথিত [illegible] বক্ষে [illegible] উল্লাসে পরিপূর্ণ দীপালোকিত অট্টালিকা [illegible] যাচ্ছে, তা ত্যাগ ক'রে আবার তরুতল [illegible] ইচ্ছা করে? বিপন্ন পথিক! আমিও তোমার মত নিরাশ্রয়! ভাই! তোমার ঈশ্বর-কৃপায় প্রাপ্ত আশ্রয়ের একপার্শ্বে আমাকে একটু স্থান দাও।

গাউস। জাঁহাপনা! সে আশ্রয়ে শুধু আপনার অধিকার। আমি তা অবিশ্বাসে ত্যাগ ক'রে এসেছি। এখন কৃতকার্য্যের জন্য আপনার কাছে শাস্তি ভিক্ষা করি।

সর্‌। বেশ, তা হ'লে আজ নয়—কাল—দরবারে। বাখর!

(বাখরের প্রবেশ)

বাখর। এ সব কারা জাঁহাপনা?

সর্‌। কই বাখর? রক্ষা করতে সঙ্গে এলে, কিন্তু কই এ দুই আততায়ীর গৃহ-প্রবেশ ত তুমি রোধ করতে পারলে না?

বাখর। মৃত্যুকে যে অন্দরের পথ দিয়ে নিমন্ত্রণ ক'রে এ'নে বালিসের নীচে লুকিয়ে রাখে, তাকে রক্ষা করা এ গোলামের ক্ষমতা নয়! জাঁহাপনা আমি অস্ত্র ত্যাগ করলুম।

সর্‌। (অস্ত্র তুলিয়া) ক্ষমা কর বাখর! আমি তোমাকেও আজ মনের কথা গোপন ক'রেছিলুম। এই নাও আমার ভগিনী মালেকা। একে বেগমের সহচরী ক'রে চেহেল্ সেতুনে রক্ষা কর। এই এঁর স্বামী, আর এই আমার বন্ধু। তুমি এঁদের সঙ্গে নিয়ে তিন সহচরে আমার শরীররক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত থাক।

বাখর। আগে প্রতিজ্ঞা করুন, গোলামকে নিয়ে এরূপ রহস্য আর ক'রবেন না।

সর্‌। না—আজ থেকে তোমরা অন্তরঙ্গ।

[সকলের প্রস্থান।

———

তৃতীয় অঙ্ক

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ।

আহম্মদ।

আহ। মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ ক'রে ঘরে এনেছি। এখন যে আর অনুশোচনা ক'রতেও সাহস করি না! পদ্মপলাশ মনে ক'রে নাগিনীর ফণায় হাত দিয়েছি। পাপিষ্ঠা ধরা দেবার জন্তই যে ফর্‌রা বাগানের নিকটে বসেছিল, তা কি জানি? মূর্খ পীর খাঁর কথায় অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে রজতলতা মনে ক'রে নাগিনীকে গলায় জড়িয়ে আনলুম! ঠিক হয়েছে—আহাম্মুখি। নিজের উজীরী ত খেয়ে ফেলেইছি, এখন ভাইয়ের ভবিষ্যতের আশা পর্য্যন্ত নিজ হাতে নির্ম্মূল করতে চলেছি। নিজে চিঠি লিখে পাটনা থেকে আলিবর্দ্দীকে আনতে হবে! এ রকম ক'রে নিজের জালে নিজেকে জড়ান আমা ছাড়া আর কারও ভাগ্যে কখনও হ'তে শুনি নি! আমার নামের আক্ষর দেখলে আলিবর্দ্দী মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করবে না—পত্রপাঠ সে পাটনা পরিত্যাগ করবে। কি উপায়ে তাকে প্রকৃত কথা জানাই? দুই ভাইকে মুর্শিদাবাদে এক সঙ্গে পেলে আমাদের বিনাশে নবাবকে আর অস্ত্র ধরতে হবে না। কি করলুম—কি করলুম? পা থাকতে পঙ্গুর মত ব'সে, হাত থাকতে হাত গুটিয়ে প্রাণ দেব? প্রতীকারের চেষ্টা নিজেকেই করতে হবে। ঘেসেটী! (ঘেসেটীর প্রবেশ) জেগেছ?

ঘেসেটী। জেগেই আছি। আপনার ফর্‌রাবাগ থেকে ফেরা না দেখে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুতে পারি নি।

আহ। মা! আমাদের নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুবার কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটেছে।

ঘেসেটী। সেকি?

আহ। কেন, এখন বলতে পারব না। বলবার অবকাশ নেই। আজ রাত্রেই তুমি পাটনা রওনা হ'তে পারবে?

ঘেসেটী। আপনি যে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আদেশ করেছেন?

আহ। অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে, তুমি আমার একখানা পত্র নিয়ে এই রাত্রেই তোমার পিতার কাছে চলে যাও। নবাবের কাছে এখন গেলে, যদি তিনি তোমার কোন অমর্য্যাদা করেন, নীরবে চক্ষুজলে আমাকে সে অপমান সইতে হবে। তুমি এখন পাটনায় যাও।

ঘেসেটী। যো হুকুম।

আহ। আমি তোমার যাত্রার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। এস মা আমার সঙ্গে এস।

ঘেসেটী। বেশ চলুন।

নেপথ্যে। হুঁসিয়ার—খবরদার—হুজুর! খবরদার।

ঘেসেটী। এ কি হ'ল? প্রহরী আপনাকে যেন সাবধান করছে না?

নেপথ্যে। খবরদার—খব[illegible]—বাচ্ছা শয়তান—হুজুর, খবরদার।

আহ। তাই ত ঘেসেটী, তাই ত মা! নবাবের হুকুমে কেউ আমাকে হত্যা করতে আসছে না কি?

ঘেসেটী। বুঝতে পারছি না, আপনি শীঘ্র এ ঘর পরিত্যাগ করুন।

আহ। য়্যাঁ! পরিত্যাগ—কোন্ দিকে যাব? যদি সেই দিক দিয়েই ঘাতক এসে পড়ে?

ঘেসেটী। তাই ত পিতৃব্য! আমিও কি করব, কোন্ দিক্ দিয়ে পালাব?

(জালিমের প্রবেশ)

আহ। ও ঘেসেটী, মারে যে, কে আছ দেখ না, খুন করে যে।

ঘেসেটী। খুন করলে—খুন করলে—চাচাকে খুন করলে—রক্ষা কর—রক্ষা কর।

(পলায়নোদ্যোগ)

জালিম। (ঘেসেটীর গমনে বাধা দিয়া) ভয় নেই বিবি সাহেব! আমি হত্যাকারী নই। আমি উজীর সাহেবের কাছে দরকারে এসেছি। এই অস্ত্র ফেলে দিলুম, আর কি আপনার ভয় আছে বিবি সাহেব? আপনিই কি উজীর সাহেব?

আহ। তোমার কি প্রয়োজন ভাই?

জালিম। আগে বলুন, আপনি উজীর কি না।

আহ। আমিই উজীর।

জালিম। এই বিবি সাহেবকে চ'লে যেতে বলুন।

আহ। একলা পেয়ে আমাকে হত্যা করবে নাকি?

জালিম। আপনি না জনাবালি, একটা দুনিয়ার মতন মুলুকের উজীর? আপনার এত প্রাণের ভয়!

আহ। ঘেসেটী চ'লে যাও।

[ঘেসেটীর প্রস্থান।

(আহম্মদের হস্তে জালিমের পত্র প্রদান)

আহ। (পত্র পাঠ) ইয়া আল্লা! এ কি! এ কি শুভ সংবাদ! ঘেসেটী—ঘেসেটী!

ঘেসেটী। কি খবর, কি খবর পিতৃব্য?

আহ। এই বালকবেশী দূতকে হৃদয়ে তুলে নাও। তোমার গলার, তোমার অঙ্গে যা অলঙ্কার আছে, সে সমস্ত এই বালককে উপহার দান কর।

জালিম। উপহার আমি নেব না।

আহ। নিতেই হবে। শুধু তাই নয়, হাজার মোহর তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেব। বালক বীর। প্রবেশকালে তোমাতে মৃত্যুদূতের মূর্ত্তি দেখেছিলুম। এখন তোমার রূপের প্রভায় আমার অন্তর পর্য্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠেছে। যে ভাগ্যবানের পুত্র তুমি, তাঁকে আমি অসংখ্য সেলাম করি। বকসিস্ তোমাকে নিতেই হবে।

জালিম। কভি নেহি লেগা জনাবালি!

আহ। এত আনন্দ দিয়ে আবার মর্ম্মবেদনা কেন দিবি ভাই? পাটনা থেকে এত অল্প সময়ের মধ্যে খবর আনা জীন ভিন্ন পারে না।

জালিম। চিঠি আজ আসে নি—চিঠি কাল এসেছে জনাব!

আহ। কাল?

জালিম। কাল সন্ধ্যায়—আমার পিতা এই চিঠি এনেছেন। কাল তিনি বরাবর আপনার কাছে এসেছিলেন। আপনার দেখা পান নি! সারা রাত তিনি আপনার অপেক্ষায় বাড়ীর দেউড়িতে ঘুরেছেন। ভোরে এই পত্র আমার হাতে দিয়ে তিনি পাটনায় ফিরে গেছেন। আমায় ব'লে গেছেন, তৃতীয় ব্যক্তি যেন এ চিঠির খবর জানতে না পারে। তাই জনাব, আমি কাউকেও কোনও কথা কইতে পারি নি। আমিও সারা দিন আপনার অপেক্ষায় ঘুরেছি।

আহ। আমার দুর্ভাগ্য—আমি কাল থেকে বাড়ীতে ছিলুম না। কোথায় ছিলুম, বাড়ীর পরিবারকে পর্য্যন্ত ব'লে যাই নি। আমার দুর্ভাগ্য, তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি। বালক! সারাদিন দুশ্চিন্তায় মর্ম্মবেদনায় আমার হৃদয় মথিত হয়েছে। তুমি সেই মর্ম্মবেদনাকে উল্লাসে পরিণত করেছ। বৃদ্ধ করযোড়ে তোর মেহেরবাণি চাচ্ছে, পুরস্কার নয় তোকে কিছু নজর দেবো—নিবি নি?

জালিম। মাফ করুন জনাবালি! পিতার আদেশ নাই।

ঘেসেটী। একবার তোকে বুকে করতেও পাব না?

জালিম। কতক্ষণ থাকবো মা! চিঠি দিয়েই আমার চ'লে যাবার আদেশ।

ঘেসেটী। তোমার বাপ্ ত দেখতে আসছেন না!

জালিম। আমার অন্তর ত আমার সঙ্গে সঙ্গে দেখবার জন্ম এসেছে। জনাবালি—সেলাম! মায়িজী—সেলাম।

[জালিমের প্রস্থান।

ঘেসেটী। একি বিচিত্র ছেলে! এমন ত কখন দেখি নি বাপ!

আহ। দুনিয়ায় এর জোড়া নেই, কোথা থেকে দেখবে মা? ভয় নেই, তোমার বাপের লোক। ওদের পরিচয় জানতে আমার বিলম্ব হবে না।

ঘেসেটী। কি খবর জানতে পাব না?

আহ। তুমি জানবে না! অবশ্য জানবে। ভাই আমার একদিনে নবাবের চার হাজার রোহিলাকে নিজের করেছে। এই চিঠি পেয়ে আমি আজ যে খুসী হয়েছি, মুর্শিদাবাদের মসনদ পেলে বুঝি এত খুসী হতুম না।

ঘেসেটী। বলেন কি?

আহ। আর তুমি পাটনাতেই যাও, কি এখানেই থাক—তোমার যা অভিরুচি।

ঘেসেটী। তা হ'লে চেহেল সেতুনে আর যাব না?

আহ। সে তোমার ইচ্ছা। তবে যদিই যাও, রাবিয়া বেগমের মুখ চেয়ে তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। নবাবের বল গেছে।

ঘেসেটী। বস! এর চেয়ে সুখের সংবাদ আর আমি শুনতে চাই না।

আহ। যাও, নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রা যাও। রাবিয়া একটা অজ্ঞাতনামা নবাবের স্ত্রী, আর তুমি স্বনামধন্য আলিবর্দ্দী খাঁর দুহিতা। নবাবের সমস্ত শক্তি এখন তাঁর হাতে।

ঘেসেটী। তা হ'লে আজই একবার চেহেল সেতুনে যাব। রাবিয়ার দেমাক ভেঙ্গে দেবার, তাকে টিট্‌কারী দেবার এই ত সময়।

[ঘেসেটীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ।

রমাবতী ও জালিম।

রমা। কি রে ছেলে চিঠি দিতে পার্‌লি?

জালিম। হাঁ মা, পেরেছি, একেবারে উজীরের হাতে দিয়েছি।

রমা। যাক্ এতক্ষণ পরে নিশ্চিন্ত হলুম। উজীর কি তোর সুমুখে চিঠি প'ড়লে?

জালিম। শুধু কি প'ড়লে মা? চিঠি প'ড়ে এমন আহ্লাদ আমি আর কখন দেখি নি। আহ্লাদে বুড়ো উজীর তার ভাইজীকে সমস্ত অলঙ্কার খুলে আমাকে বক্‌সিস্ দিতে হুকুম দিলে। আমি যদি সর্ব্বস্ব চাইতুম, বুঝি বুড়ো আমাকে সর্ব্বস্বই বক্‌সিস্ দিয়ে দিত।

রমা। কেন, তাকি বুঝ্‌তে পেরেছিস্?

জালিম। কেন মা?

রমা। ওরা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

জালিম। তবে অমন পত্র বাবা আমাকে দিলেন কেন?

রমা। তিনি ত পত্রের মর্ম্ম জানেন না! আর তাতেই বা কি। তোমার পিতা না দিতেন, আর একজনও ত দিত। কিন্তু জালিম ষড়যন্ত্র—

জালিম। তা হ'লে কি হবে মা! নবাবকে কি ওরা মেরে ফেল্‌বে?

রমা। তা কেমন ক'রে বুঝব? তবে ষড়যন্ত্রে ওরা কতকটা কৃতকার্য্য হ'য়েছে, নইলে অত উল্লাস কেন?

জালিম। অমন নবাবকে মেরে ফেল্‌বে?

রমা। তা কি করবে কেমন ক'রে বল্‌ব? তোর যদি সেই ভয়ই হয়, তা হ'লে তার কি প্রতীকার করতে পারিস্ চিন্তা কর। দেবতার কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিস্, সে কি শুধু শশক হত্যা করবার জন্য? তোর প্রাণদাতার প্রাণরক্ষার দায়িত্ব তোর—আমার কি?

জালিম। কেমন ক'রে রক্ষা করব ব'লে দাও না?

রমা। আমি তোকে ব'লে দেব বালক, তবে তুই প্রাণদাতার রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করবি? রাজপুতের ছেলে—কেন, তোর নিজের বুদ্ধিতে কি কিছু আসছে না?

জালিম। আস্‌ছে।

রমা। কি আস্‌ছে?

জালিম। ঘাতকের ছোরা যদি কখন নবাবের বুকে প্রবেশ করতে চায়, আগে সে আমার বুক দিয়ে প্রবেশ করবে।

রমা। বেশ, তবে আর কি! মৃতের রাজ্য থেকে ফিরে এসেছিস্। সে রাজ্যের প্রবেশদ্বার রাজপুত সন্তানের জন্য চির উন্মুক্ত। দেখিস্ জালিম, মৃত্যুদূত কর্ত্তৃক ধৃত হ'য়ে মাথা হেঁট ক'রে, চোরের মতন যেন সে রাজ্যে প্রবেশ করতে না হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

(হায়দারি ও রাবিয়ার প্রবেশ)

হায়। দেখলে, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলে কি মা?

রাবিয়া। দেখে, চক্ষু আমার জ্বলে গেছে। দোহাই ফকীর সাহেব, বোঝবার কথা নিয়ে আর আমাকে প্রশ্ন ক'রবেন না।

হায়। বেশ, এখন আমি কি করব বল।

রাবিয়া। চরণে আশ্রয় দিয়েছেন, কন্যাকে সঙ্গে নিন্।

হায়। তুমি যে স্বাধীনা নও মা—তোমার স্বামী আছেন। তিনি মুলুকের মালিক।

রাবিয়া। কোথায় যাব? ঘরে ফির্‌তে গেলে যে লোক-জানাজানি হবে। আমার গৃহত্যাগের কথা স্বামীর ত অগোচর থাকবে না।

হায়। বিবি সাহেব! বাগানে প্রবেশ করবার জন্ত কি ব'লে তুমি আমার সাহায্য চেয়েছিলে, তা কি তোমার মনে আছে?

রাবিয়া। কি কথা, আমার মনে নেই যে ফকীর!

হায়। তুমি পরিণামের জন্ত প্রস্তুত হবে প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, আর সেই কথা শুনেই আমি তোমাকে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলুম।

রাবিয়া। গেলুম, দেখলুম, কিন্তু কিছুই ত বুঝ্‌তে পারলুম না!

হায়। সে তোমার নসীব!

রাবিয়া। কিন্তু হজরৎ! আপনার ত কিছুই অবিদিত নেই।

হায়। যদি তাই মনে কর, তা হ'লে নেই।

রাবিয়া। (পদতলে পড়িয়া) দয়াময়! তা হ'লে জ্ঞান-শূন্য কন্যার প্রতি দয়া করুন। আমি সমস্তই অন্তরাল থেকে দেখেছি। দেখে কিছুই বুঝতে পারলুম না। স্বামীর পরস্ত্রীর হাত ধ'রে চরিত্রহীনতার অভিনয় দেখে আমার কলজের পরদায় বাণ বিদ্ধ হয়েছে। বলুন দয়াময়, ভিক্ষা চাচ্ছি একবার বলুন, স্বামী কি আমার এখনও পর্য্যন্ত অকলঙ্ক সুধাকর?

হায়। কেন বৃথা প্রশ্ন করছ রমণী? অবিশ্বাসের চক্ষু মঙ্গলময় দিবাকরের শুভ্রজ্যোতিতেও মলিনতা দেখে।

রাবিয়া। আমি বিশ্বাস কর্‌ব!

হায়। দুনিয়া তোমার স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে কি জানে?

রাবিয়া। চরিত্রহীন!

হায়। তুমি কি জান্‌তে?

রাবিয়া। পবিত্র!

হায়। তা হ'লে মনে রাখ নবাব-পত্নী, তুমিও দুনিয়া ছাড়া নও। সুতরাং বাহিরে থেকে দুনিয়ার চক্ষু নিয়ে মানুষ চিনতে যেও না, ঠকে যাবে।

রাবিয়া। দোহাই, তা হ'লে লোকে না জান্‌তে পারে এমন ক'রে আমাকে চেহেল সেতুনে প্রবেশ করিয়ে দিন।

হায়। মাফ কর বিবি সাহেব, তা পারব না। আপনার বুদ্ধিতে গৃহত্যাগ করেছ, আপনার বুদ্ধির সাহায্যে তুমি সেই গৃহে প্রবেশ কর।

[হায়দারীর প্রস্থান।

রাবিয়া। ক্ষুদ্র প্রাণে স্বামীকে অবিশ্বাস ক'রেছি! নিজের মৃত্যু নিজে ডেকেছি, এখন ভয় পেলে চলবে কেন? হজরৎ! চ'লে গেলে? যাও —কিন্তু তোমার করুণা এখনও এখানে প'ড়ে আছে। সেই করুণা অবলম্বন ক'রে আমি স্বামি-গৃহে প্রবেশ করতে চললুম।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ।

ফতেচাঁদ।

ফতে। মুর্শিদকুলি খাঁ মৃত্যুকালে আমার মামার কাছে সাত ক্রোর টাকা গচ্ছিত রেখে যান। কাক পক্ষীতেও সে টাকার কথা জানে না। সে টাকা জানি কেবল আমি। টাকা আমার কাছে থেকে থেকে আমার রক্তের সঙ্গে যেন মিশে গিয়েছে। বিশ বৎসরের মধ্যে নবাব-পরিবারের মধ্যে কেহই কোন মুহূর্ত্তে ভুলেও সে টাকার কথা উত্থাপন করে নি। কুলিখাঁর মৃত্যুর সময়ে ওঠে নি, কুলিখাঁর মৃত্যুর পর আজও পর্য্যন্ত ওঠে নি। জান্‌বার লোক একজন আছে, সে দৌহিত্র সরফরাজ। নইলে কুলিখাঁ কি এতই নির্ব্বোধ যে, মৃত্যুকালে কোন আত্মীয়কেই সে টাকার কথা ক'য়ে গেল না? কিন্তু সরফরাজ খাঁ যদি জানত, তা হ'লে কি এত দিন সে টাকার দাবী না ক'রে চুপ ক'রে থাক্‌তে পারত? তাকে ত আমরা বুঝ্‌তে পারছি না! তার পেটের কথা সেই জানে, আর কেউ জানে না। এখন যদি নবাব সেই টাকার দাবী করে? চাইলে ত ওজর আপত্তি কর্‌তে পারব না? নবাবের সঙ্গে আলিবর্দ্দীর বিবাদ বাধবেই, আর বিবাদ বাধলে পরিণামে নবাবকেই মর্‌তে হবে; আর নবাব গেলে এই টাকা সম্বন্ধে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হুজুর, রায় রায়ান!

ফতে। বহুত আচ্ছা, নমস্কার দাও। (প্রহরীর প্রস্থান) সব দিক বজায় রেখে কি কাজ হয়? টাকা রাখতে হ'লে সরফরাজকে দুনিয়া থেকে সরাতে হবে, সরফরাজকে রাখতে হয়, টাকা দিতে হবে। আসুন রায় রায়ান! নূতন খবর কি!

(আলমচাঁদের প্রবেশ)

আলম। বাখর খাঁ এই রাত্রেই ঘোড়ায় চেপে কোথায় রওনা হ'ল ?

ফতে। কোথায় আর যাবে—আমার বোধ হয়, আলিবর্দ্দীর প্রতি তলবানা চিঠি গেল।

আলম। আমারও বিশ্বাস তাই।

ফতে। তা হ'লেই ত মুস্কিলের কথা হ'ল রায় রায়ান! আলিবর্দ্দী খাঁ আসবেন না।

আলম। আপনি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছেন ?

ফতে। সে বিষয়ে আপনি স্থির ধারণা ক'রে রাখুন। সে কথা থাক্, বলছিলুম কি, ব্যাপার ত ভাল রকম বোঝা যাচ্ছে না। আলিবর্দ্দী খাঁ আমার বন্ধু।

আলম। আলিবর্দ্দী খাঁ আমারও বন্ধু জগৎ-শেঠ জী!

ফতে। তবেই ত হ'ল, তা হ'লে তার বিপদ ঘটলে কেমন ক'রেই বা চুপ ক'রে দেখা যায় ? আর এ রকম ভাল ভাল লোকের সঙ্গে বিবাদ ক'রে, নবাব কাকে নিয়ে রাজ্য চালাবে ?

আলম। বিশেষতঃ দিল্লীর এখন যে রকম দুরবস্থা।

ফতে। আর সেই সঙ্গে যেরূপ শক্তিপুঞ্জ চারিদিক থেকে বাংলার মসনদকে বেষ্টন করছে, তাতে আলিবর্দ্দীর মত জবরদস্ত লোক না থাক্‌লে নবাবকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে পথে বস্‌তে হবে।

আলম। তবে যখন বল্লেন, তখন বলি, এ ভীষণ সময়ে এক আলিবর্দ্দীই বাংলার মসনদে বস্‌বার যোগ্যপাত্র।

ফতে। ও আর বলাবলি কি রায় রায়ান, আলিবর্দ্দী খাঁর মত লোকের হাতে বাংলার শাসন-দণ্ড না থাক্‌লে, বাংলার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে না।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হুজুর, উজীর সাহেব।

(আহম্মদের প্রবেশ)

আলম। এখন ব্যাপারটা কি বলুন দেখি ?

ফতে। নবাব ওঁকে উজীরী থেকে বরখাস্ত ক'রেছেন।

আলম। সে কি ? কবে ক'রেছেন ?

আহ। একরূপ করাই। তবে প্রকাশ্য দর-বারে আপনাদের সম্মুখেই আমার এই দারুণ অপ-মানের চূড়ান্ত হবে।

ফতে। কি কারণে হ'ল ?

আহ। আপনারা বুদ্ধিমান্, আপনারাই বুঝে বলুন কিসে হ'তে পারে।

ফতে। বুঝ্‌তে পেরেছি, হতভাগ্যের এই মূর্খের আচরণের মূলে রমণী: কিন্তু কে সে ?

আলম। সে এর মধ্যে কোথা থেকে এসে উপস্থিত হ'ল ?

আহ। তা আমি কি ক'রে বুঝবো ? তবে সে রমণী একবার দেখা দিয়েই নবাবকে যাদু ক'রে ফেলেছে। নবাব এক মূর্ত্তি নিয়ে বিলাসগৃহে প্রবেশ কর্‌লে, আর এক মূর্ত্তি নিয়ে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আমার এত বয়স হ'য়েছে, এই বয়সে বহু সদসৎ লোকের সঙ্গে মেলামেশা ক'রেছি, কিন্তু মানুষের এমন আকস্মিক পরিবর্ত্তন আর কখন দেখি নি।

আলম। উজীর হবে কে ?

আহ। হবে কি, হয়েছে।

ফতে। এ আপনি কি বল্‌ছেন জনাবালি ?

আহ। বলি, দরবারে ত নিমন্ত্রণ হবে তা হ'লেই আমি কি বল্‌ছি জান্‌তে পারবেন। সে ত আর বেশী বিলম্ব নয়।

আলম। কে উজীর হ'ল ?

আহ। সে ত দরবারে হাজির হ'লেই দেখ্‌বেন।

ফতে। তবু আগে থাক্‌তেই জেনে রাখি। আগে থাক্‌তে সেলামটা ঠুক্‌তে পারলে নেক্ নজরে পড়া যেতে পারে।

আহ। সেই দুশ্চরিত্রটার সঙ্গে দুটো লোক এসেছে! একটা শুনলুম তার ভেরুয়া, সেটা হ'ল উজীর; যেটা স্বামী, সেটা হ'ল সেনাপতি।

আলম। দেওয়ান ?

আহ। না রায় রায়ান! আপনার চাকরী এখনও বজায় আছে ?

আলম। তা হ'লে আমাদের ত পালাতে হ'ল দেখ্‌ছি।

আহ। আপনারা না পালান, আমাকে কিন্তু পালাতে হ'ল। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে সকল

লোকের চক্ষে অপমানিত হ'তে পারব না। আমি এই রাত্রেই পাটনা রওনা হচ্ছি।

ফতে। আপনি কি পাগল হয়েছেন জনাবালি? এমন মতিহীন যুবকের ভয়ে বুদ্ধিমান্ কি কখন দেশত্যাগী হয়? এ রকম বুদ্ধির দৌড় যার, সে কি পূর্ণ বাংলায় একদিনের জন্যও রাজত্ব করতে পারে? তারই নবাবীর অবসান হয়েছে জেনে রাখুন।

আহ। কিন্তু নবাব আলিবর্দ্দীকে পাটনা থেকে তলব করেছেন।

ফতে। আপনি গোপনে তাকে আসতে নিষেধ ক'রে পাঠান।

আলম। তা হ'লে যখন আপনি যাবার মনন করেছেন, তখন নিজেই যান।

ফতে। না রায়রায়ান, ওঁর যাওয়া কিছুতেই হ'তে পারে না। উনি গেলে আমাদের উদ্দেশ্য কিছুতেই সিদ্ধ হবে না।

আহ। তা হ'লে কি কর্ত্তব্য বলুন?

ফতে। আমি আপনার হ'য়ে যাচ্ছি।

আলম। আপনিই বা কেমন ক'রে যাবেন?

ফতে। আমার যাবার উপায় আছে। আমার পৌত্র বিবাহ করতে কাশী গেছে। আজ খবর এসেছে, বরযাত্র বাড়ী ফেরবার জন্য রওনা হয়েছে। আমি পৌত্রকে আগিয়ে আনবার অছিলা ক'রে আজ রাত্রেই মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করি।

আহ। আমি আর কি বলব—বৃদ্ধ চিরদিনই আপনাদের আশ্রয় দেখে এসেছে, আপনাদের অনুগ্রহেই তার এখন মর্য্যাদা রক্ষা।

[আহম্মদের প্রস্থান।

আলম। তা হ'লে আমিও আপনার সময় নষ্ট করব না।

[আলমচাঁদের প্রস্থান।

(রাবিয়ার প্রবেশ)

রাবিয়া। জনাবালি!

ফতে। কে আপনি বিবি সাহেব?

রাবিয়া। এই অপরিচিতা বিপন্ন হ'য়ে আপনার আশ্রয় নিতে এসেছে। আপনি যদি দয়া ক'রে চেহেল সেতুন প্রাসাদে আমাকে পাঠিয়ে দেন।

ফতে। এতে আর দয়ার বিষয় কি, তঞ্জাম দেব?

রাবিয়া। আজ্ঞে হাঁ জনাবালি।

ফতে। বেশ, এখনি দিচ্ছি।

রাবিয়া। যে তঞ্জামে জগৎশেঠ-গৃহিণী আরোহণ করেন, সেই তঞ্জাম চাই।

ফতে। কে আপনি?

রাবিয়া। ভিখারিণীই জেনে রাখুন।

ফতে। তা কেমন ক'রে দেব? মর্য্যাদার সঙ্গে আপনাকে পাঠাতে পারি, কিন্তু জগৎশেঠনীর তঞ্জামে আপনাকে দিতে পারি না।

রাবিয়া। পারেন না?

ফতে। কিছুতেই পারি না। জগৎশেঠনীর তঞ্জাম কখন নবাব-প্রাসাদে প্রবেশ করে নি। তাতে আমাকে সমাজে অপদস্থ হ'তে হবে।

রাবিয়া। নবাব-বেগম চাইলেও পারেন না?

ফতে। নবাব-বেগম বাইরে আসবেন, এ কথা কে বিশ্বাস করবে?

রাবিয়া। দোহাই জনাবালি, বিশ্বাস করুন। কেউ জানতে না জানতে নবাব-বেগমকে তাঁর মহলে পাঠিয়ে দিন।

ফতে। বুঝতে পেরেছি, আপনি আমার বংশে কলঙ্ক দিয়ে নিজের ইজ্জত রক্ষা করতে চান।

রাবিয়া। কলঙ্ক কেন হবে জনাবালি?

ফতে। কেন হবে তা যদি জানতে পারতেন, তা হ'লে আপনি কি এই গভীর রাত্রে এই অসম্ভব কার্য্যে সাহস করেন?

রাবিয়া। আমি আপনার কন্যা।

ফতে। আমার কন্যা যদি এরূপ অসহায়া গৃহত্যাগিনী হয়, তা হ'লে তখনি তাকে পাথরে বেঁধে জাহ্নবীজলে নিক্ষেপ করি। বুঝতে পারছি, আপনি জগৎশেঠনীর নাম নিয়ে মহলে প্রবেশ করতে চান। অন্য তঞ্জাম চান দিতে পারি। নইলে আপনি গৃহ-প্রবেশের অন্য উপায় অবলম্বন করুন।

[ফতেচাঁদের প্রস্থান।

রাবিয়া। হজরৎ! বুঝতে পারি নি, অভিমানে মনের আবেগে পরিণামকে অগ্রাহ্য করেছিলুম। তাই তোমার কন্যা তোমার প্রেমপূর্ণ বাক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি। তুমি যেখানেই

থাক না কেন, তোমার করুণা-পূর্ণ দৃষ্টি এ অভাগিনীর প্রতি এখনও প্রযুক্ত রয়েছে। অভয়-দাতা! কন্যাকে অভয় দাও, আমার মান রক্ষা কর। কই—কিছুই ত হ'ল না, তা হ'লে আর অন্য উপায় কেন? এখন মহলে প্রবেশ করতে গেলেই লোকের চক্ষে পড়তে হবে। সে কলঙ্ক বহন করার চেয়ে মৃত্যু ভাল। যাই, অন্ধকার থাকতে থাকতে ভাগীরথীতে ঝাঁপ দিই।

(আলম চাঁদের প্রবেশ)

আলম। কিছু করতে হবে না মা, আমার সঙ্গে আসুন। আমি যেতে যেতে আপনাকে দেখেছি! দেখেই ফিরেছি, কথা শুনেছি! শীঘ্র আসুন মা, আপনাকে সকলের অজ্ঞাতসারে মহলে প্রবেশ করিয়ে দিই।

রাবিয়া। আপনি কেমন ক'রে দেবেন?

আলম। কেন, রায়রায়ান-গৃহিণীর তল্লাসে আপনাকে মহলে প্রবেশ করাব। যদি কলঙ্ক হয়, রায়রায়ানেরই হবে, নবাব-গৃহিণীর নাম স্পর্শ করবে না! কি জন্য আপনি গৃহ থেকে বহির্গত হয়েছেন, আমি সবই বুঝতে পেরেছি। আসুন মা, আমার সঙ্গে আসুন।

রাবিয়া। এরূপ মহৎ আপনি, ঈশ্বর কখন আপনার মাথায় অপবাদের ভার দেবেন না। যদি তার উপক্রম দেখি, যদি লোক-অগোচরে গৃহে প্রবেশ করতে না পারি, তা হ'লে স্থির জানুন, আপনার নামে অপবাদের ক্ষীণ রেখাও স্পর্শ করতে দেব না!

চতুর্থ দৃশ্য

চেহেল সেতুন—কক্ষ।

সরফরাজ ও মালেকা।

সর্। আজকের মতন আমার বেগম-মহলে বিশ্রাম কর বিবি সাহেব! কাল মহল-সরায় তোমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেব। এখনি একটা বাঁদীকে ডেকে দিই, সে তোমাকে বিশ্রাম-স্থান দেখিয়ে দেবে।

মালেকা। তা যা হ'ক, এ কি রকম দেখছি হুজুরালি? এত বড় প্রাসাদ—এই প্রাসাদ পাহারা দিতে কি এক জনও প্রহরী জাগরিত নেই? আপনি গৃহে প্রবেশ করলেন, আপনাকে অভিবাদন করতে এক জনও কি এসে উপস্থিত হ'ল না?

সর্। আমি ঘুমিয়ে আছি জেনে, এতদিন তারা সব ভয়ে ভয়ে আমার গৃহরক্ষার জন্য জেগে-ছিল। আজ আমি ফররাবাগে বিলাসে জেগেছি জেনে, আর গৃহরক্ষার প্রয়োজন নেই মনে ক'রে, অবসর বুঝে তারা সব ঘুমিয়েছে।

মালেকা। তাই ত দেখছি।

সর্। তাদের ব্যবহারে দুঃখিত হ'য়ো না মালেকা! এক দিনের জন্য তাদের নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুতে দাও। তারা জানে না, বিলাস করতে গিয়ে নবাব এক স্বর্গীয় সুরা পান ক'রে ঘোর নিদ্রায় চক্ষু বুজে ঘরে ফিরেছে। এ বুঝি তার চিরনিদ্রা—জানতে পারলে আর ত তাদের ঘুম হবে না! মালেকা! এক দিনের জন্য তাদের ঘুমুতে দাও।

মালেকা। এ কি বলছেন হুজুরালি?—নিদ্রা কেন? বরং জাগরণ বলুন।

সর্। না মালেকা, নিদ্রা। আজকের এ মাদকতা—যার স্মরণমাত্রেই আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় অবশ হ'য়ে আসছে—এ মাদকতা মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত আমাকে আশ্রয় ক'রে থাকবে। কিন্তু কি বললে মালেকা? ফকীর তোমাকে গান গাইয়ে ধরিয়ে দিলে?

মালেকা। আর সে কথা কেন তুলছেন নবাব? কি ক'রে বুঝব? দুর্ব্বল রমণী ধর্ম্মরক্ষার ভয়ে পরীক্ষায় পরাস্ত হ'য়ে গেলুম। হুজুরালি! করুণাময়ের করুণা বিশ্বাস করতে পারলুম না! বুঝতে পারলুম না, এই মহৎ সঙ্গ আমাকে দেবার জন্য তিনি কৌশলজাল বিস্তার করেছিলেন। যত দিন না তাঁর দুটি চরণ অনুতাপের অশ্রুজলে সিক্ত করতে পারছি, তত দিন পর্য্যন্ত আমার মর্ম্ম-বেদনার অবসান হবে না। এমন বিভীষিকাময় ঘটনার সংযোগে এমন মহামূল্য মণি উপহার কিছু-তেই ত বুঝতে পারলুম না জাঁহাপনা!

সর্। আর কি তাঁর দেখা পাবে?

মালেকা। পেতেই হবে হুজুরালি!

সর্। এ ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের মধ্যে প্রবেশ করলে কখন তাকে পাবে না।

মালেকা। না পাই, ঐশ্বর্য্য বিলাস ত্যাগ কর্‌ব।

সর্‌। ভেবে চিন্তে—ভবিষ্যতের দোহাই দিয়ে, ঐশ্বর্য্য ত্যাগ কখন হয় না ভগ্নিনী।

মালেকা। বেশ, এখনি ত্যাগ করি।

সর্‌। তোমার স্বামী?

মালেকা। স্বামী আমার অধিকার ত্যাগ করেছেন।

সর্‌। না মালেকা, দু'দিন অপেক্ষা কর। বুঝতে পারছি তুমি পারবে। আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলুম। দু'দিন এ দরিদ্রের বিষজর্জ্জরিত সংসারে অবস্থান ক'রে বিষের তীব্রতায় একটু লাঘব কর—দু'দিনের জন্য একটু শান্তি দাও।

মালেকা। যো হুকুম হুজুরালি!

সর্‌। কি গান গেয়েছিলে মালেকা?

মালেকা। হুজুরালি আজ বিশ্রাম করুন।

সর্‌। বেশ, ক্ষণেক এই গৃহে অপেক্ষা কর, আমি এক জন বাঁদী ডেকে আনি।

[সরফরাজের প্রস্থান।

মালেকা। বেগমের আশ্রয় নিতে না পারলে আর আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না।

(রাবিয়ার প্রবেশ)

রাবিয়া। খুব এসেছি, মানে এসেছি। পথ জনশূন্য—দ্বার কে যেন আমার আগমন-প্রতীক্ষায় খুলে রেখেছে। তার পর প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় ঘুমিয়েছে। একি তাজ্জব ব্যাপার! সব ঘুম! এ ঘুম চেহেল সেতুনে কে ঢেলে দিলে? হজরৎ তুমি। কন্যার মর্য্যাদা রাখতে তুমিই এই কাজ করেছ। তাই ত? ওখানে দাঁড়িয়ে কে? স্ত্রীলোক দেখছি না? কে তুমি গা?

মালেকা। আমি এক জন বিদেশিনী। আপনি কে বিবি সাহেব?

রাবিয়া। এ ত দেখছি সেই ফর্‌রাবাগের বিবি! বিদেশিনী, তা এত রাত্রে এখানে কেমন ক'রে জুটলে?

মালেকা। আমি এখানে নবাবের সঙ্গে এসেছি। আপনি এ বাড়ীর কে বিবি সাহেব?

রাবিয়া। নবাবের সঙ্গে এসেছ, এই গভীর রাত্রে যখন নবাবের কামরায় ব'সে আছ, যে কামরায় নবাবের বিনা হুকুমে নবাব-বেগম পর্য্যন্ত প্রবেশ ক'রতে পারে না, তখন বিদেশিনী ব'লে রহস্য করছ কেন? তুমিই ত এই চেহেল সেতুনের মালিক।

মালেকা। এ ঘরে নবাবের বিনা হুকুমে নবাব-বেগম পর্য্যন্ত ঢুক্‌তে পারে না?

রাবিয়া। এই রকম ত শুনেছি।

মালেকা। আপনি এ বাড়ীর কে বিবি সাহেব?

রাবিয়া। আমি একটা বাঁদী।

মালেকা। না বিবি সাহেব, বিদেশিনী পেয়ে প্রতারণা করছেন। নইলে যে গৃহে নবাব-বেগম প্রবেশ করতে সাহস করেন না, সে গৃহে আপনি প্রবেশ করলেন কি করে?

রাবিয়া। আমি বাঁদীগিরি করতে এসেছি।

মালেকা। তা হ'লে হুকুম করব?

রাবিয়া। কর।

মালেকা। আমাকে বেগমমহলে নিয়ে চলুন।

রাবিয়া। সেইটি পারব না। তুমি এখন নবাবের নবসোহাগের অধীশ্বরী, তাঁর কলিজা—নবানুরাগের আলিঙ্গন—তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁর বাহুযুগল বিক্ত করতে পারব না।

মালেকা। ও কি বলছেন, বেগম সাহেব? এতকাল সহবাস ক'রে আপনার স্বামী যে কি বস্তু, তা চিনতে পারলেন না? অভাগিনী! ঈর্ষার পরকোলায় চক্ষু আবৃত ক'রে অকলঙ্ক সুধাকরে কালিমা দেখেছ কেন? আমাকে ভগিনী ব'লে তিনি চরণে আশ্রয় দিয়েছেন।

রাবিয়া। অকলঙ্ক সুধাকরই যদি জেনেছ, তা হ'লে কলঙ্কের পুঁটুলিটি হ'য়ে এত রাত্রে এ গৃহে প্রবেশ করলে কেন? এ গভীর নিশীথে যে তোমাকে নবাবের সাথে দেখবে, সে কি তোমাকে নবাবের ভগিনী বিশ্বাস করবে? মুহূর্ত্তে নবাবের কলঙ্ক-কথায় সহর পূর্ণ হ'য়ে যাবে। কে কৈফিয়ৎ শুনবে সুন্দরী?

মালেকা। ঠিক বলেছেন ত বেগম সাহেব! দুনিয়া কখন কাজের ভিতর দেখবার কষ্ট স্বীকার করতে চায় না, সে কেবল কাজের বাহির দেখেই বিচার করে।

রাবিয়া। ও কি—চলছ যে?

মালেকা। বড় আত্মীয়ের মতন কথা কয়েছেন।

রাবিয়া। তা ত কইলুম, কিন্তু যাচ্ছ কোথা ?

মালেকা। আর আমি এ গৃহে থাকব না।

রাবিয়া। তা কি হয়, আমি তোমায় যেতে দেব কেন ?

মালেকা। নবাবের মান সম্ভ্রম বজায় রেখে চ'লে যাবার এই উপযুক্ত সময় !

রাবিয়া। আমাকে মাফ্ কর বিবি সাহেব ! ক্ষণপূর্ব্বে তোমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেছিলুম। এখন দেখ্‌ছি তুমি সুন্দর, তুমি মধুর। তোমায় যেতে দেব না।

মালেকা। না বেগম সাহেব ! আর বাধা দেবেন না, মন যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে।

রাবিয়া। দুনিয়া শুধু বাহির দেখে, ভেতর দেখে না ! এক কথায় তুমি আমার মর্ম্মভেদ ক'রে দিয়েছ। আমিও তোমার মত দুনিয়ার বিচারালয়ে দাঁড়িয়েছি—আমি স্বামীর ব্যবহারের সাক্ষী হ'তে গৃহত্যাগ করেছিলুম। তোমার আমার সমান অবস্থা। ভগিনী, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, তোমায় যেতে দেব না।

(সর্‌ফরাজের প্রবেশ)

সর্। মালেকা ! মোহ-নিদ্রায় চেহেল সেতুন আচ্ছন্ন হয়েছে। এক জনও বাঁদীর সাড়া পেলুম না। কে তুমি ? রাবিয়া ? তুমি এত রাত্রে এখানে কেন ?

রাবিয়া। মালেকা যদি এত রাত্রে এখানে আস্‌তে পারে, আমি আস্‌তে পারি না ?

সর্। তোমায় ত আমি ডাকি নি !

রাবিয়া। তা ত ডাকবেন না জানি। সেই জন্যই উপযাচিকা হ'য়ে এসেছি ! ফর্‌রাবাগ থেকে অনেকক্ষণ ফিরে এসেছেন, এ পর্য্যন্ত বাঁদীকে দেখা দেন নি। বাঁদী আছে কি নেই, এ খবর পর্য্যন্ত নেন্ নি।

সর্। সেটা ভাল করেছি কি মন্দ করেছি রাবিয়া ?

রাবিয়া। বাঁদী অল্পবুদ্ধি—সে এ কথার উত্তর কেমন ক'রে দেবে ?

সর্। বাঁদী তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সে এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারে।

রাবিয়া। আমি ত উত্তর দিতে পারছি না !

সর্। ভাল, অন্য রকমে প্রশ্ন করছি। তুমি নিজে এসে দেখা করেছ—ভালই হয়েছে, রাবিয়া ! আমার মনে বড়ই একটা কৌতুহল জেগেছে। তুমি সেটা চরিতার্থ কর।

রাবিয়া। বলুন জাঁহাপনা !

সর্। তুমি রাজ্য বেশী ভালবাস, কি আমাকে বেশী ভালবাস রাবিয়া ?

মালেকা। এ প্রশ্ন যে, উত্তরযোগ্য নয় জাঁহাপনা !

সর্। কেন মালেকা ?

মালেকা। এ বিশাল দুনিয়ার ভিতর সতীর প্রিয়তম পদার্থ কি তা সতীই জানে। মুলুকের মালিক হয়েছেন, এটুকু জানেন না জাঁহাপনা যে, এ কথা কাউকেও বল্‌তে নেই !

সর্। কেন, স্বামীকেও কি বল্‌তে নেই ?

মালেকা। না জাঁহাপনা ! এ কথা বল্‌লে, স্বামীর যদি প্রত্যয় না হয়, তা হ'লে তিনি অপরাধী হন। সেটা ত স্ত্রীর পক্ষে সুখের কথা নয় !

সর্। বেশ, মালেকা বেশ। ভাল রাবিয়া, যদি এ কথার উত্তর দিতে না পার, অন্য প্রশ্ন করি, তার উত্তর দাও।

রাবিয়া। অধিনীকে আজ এত প্রশ্ন কেন জাঁহাপনা ?

সর্। বড়ই কৌতুহল জেগেছে রাবিয়া !

রাবিয়া। রাজার এত কৌতুহল হওয়া কি ভাল ?

সর্। কি ভাল, কি মন্দ বুঝ্‌তে পারছি না রাবিয়া ! জীবনের এক স্তরে যে কাজ ভাল ব'লে মনে করেছি, অন্যস্তরে তাই আবার মন্দ, এমন কি, জঘন্য ব'লে মনে হয়েছে। তাই আমি দুনিয়ার ভাল মন্দ দুনিয়াতেই ঢেলে দিতে ইচ্ছা করেছি। তুমি উত্তর দাও।

রাবিয়া। বলুন !

সর্। বিলাসিতার আমোদে গা ভাসান্ দেব শুনে, তুমি বসনাঞ্চলে নয়ন ঢেকে, মর্ম্মাহত কুরঙ্গীর ন্যায় আমার নিকট থেকে ছুটে পালিয়েছিলে ! আমি তথাপি তোমাকে পরিত্যাগ ক'রে ফর্‌রাবাগে বিলাস সুখভোগ করতে চ'লে গিয়েছিলুম। আমার জানবার বড়ই কৌতুহল হয়েছে, বল ত রাবিয়া, এই সুদীর্ঘ সময়টা তুমি কি করেছিলে ?

রাবিয়া। (স্বগতঃ) আর কেন রাবিয়া, মরণের জন্য প্রস্তুত হ'।

সর্। আমি জীবনে তোমাকে ইচ্ছানুযায়ী সুখী করতে পারি নি।

রাবিয়া। কই জাঁহাপনা, আমি—কখন আপনাকে 'অসুখী' এ কথা বলি নি!

সর্। বল নি, সে তোমার মহত্ত্ব।

রাবিয়া। আপনি সদাশয়, তবে আমি অসুখী হব কেন?

সর্। তুমি না অসুখী হ'তে পার। কিন্তু আমি তোমাকে সুখী রাখবার মতন বিশেষ কোনও কাজ করি নি। তথাপি রাবিয়া, আমার বোধ হয়, এমন কোনও কাজ করিনি, যাতে তোমার মর্ম্মপীড়া উৎপন্ন হয়। কিন্তু আজ তোমার সেই কোমল মর্ম্মে বজ্রের প্রহার ক'রে চ'লে গিয়েছি। তোমাকে সামান্য দুঃখেই আমি চঞ্চল দেখেছি! এই দারুণ দুঃখে তুমি কি ভাবে দীর্ঘ সময় যাপন করেছ, জানতে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়েছে।

মালেকা। নীরব কেন, নিঃসঙ্কোচে বলুন বেগম সাহেব! স্বামীর আদেশ ভক্তিসহকারে পালন করলে, রমণীর কখন অধোগতি হয় না। তা হ'লে আপনাকে বলি, স্বামীর আদেশে এক মুহূর্ত্তের জন্য অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে এই গভীর রজনীতে চ'লে এসেছি। তার পরিণামের প্রধান সাক্ষী আপনি। আমি গৃহত্যাগ করতে যাচ্ছিলুম, আপনিই আমাকে কুলটা-জ্ঞানে তিরস্কার করতে এসে আগ্রহসহকারে ধ'রে রাখলেন। বলবার কিছু থাকে নিঃসঙ্কোচে বলুন।

রাবিয়া। আপনি কি কিছু জানতে পেরেছেন?

সর্। জানলে প্রশ্ন করব কেন? আমি যা আছি, তাই আছি, ছল তোমার সঙ্গে কেন করব রাবিয়া?

রাবিয়া। কি করেছি একটা অনুমান করুন।

সর্। আবার অনুমানে প্রয়োজন কি?

রাবিয়া। যদি মেলে, আমার জীবনের সকল দুঃখ, আমার হৃদয়ের সকল অবসাদ এই মুহূর্ত্তেই বিলীন হ'য়ে যাবে। তখন বুঝব, আমার মতন ভাগ্যবতী রমণী দুনিয়ায় নেই।

সর্। ফর্‌রাবাগে বেড়াতে বেড়াতে আমার হঠাৎ মনে হ'ল, যেন তুমি মনের আবেগে গৃহত্যাগ করেছ। কিন্তু কেমন ক'রে কোন্ সাহসে বাংলার রাণী তুমি গৃহত্যাগিনী হবে, আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করেও বুঝতে পারলুন না। আমি যুক্তিতর্কে মনকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কিছুতেই বোঝাতে পারি নি। রাবিয়া! যতবারই বোঝাবার চেষ্টা করেছি, ততবারই তর্কের পীড়ন অগ্রাহ্য ক'রে আমার মানস চক্ষে গৃহত্যাগিনী রাবিয়ার ছবি ভেসে উঠেছে।

রাবিয়া। আপনার ও দেবচক্ষু, আপনি যা দেখেছেন তা মিথ্যা নয়।

সর্। তুমি কি সত্য সত্যই গৃহত্যাগিনী হয়েছিল?

রাবিয়া। হয়েছিলুম।

সর্। কি ক'রে সমস্ত লোকের চক্ষের সম্মুখে তুমি গৃহত্যাগ করলে নবাব-গৃহিণী?

রাবিয়া। যাবার সময়ে পরিণাম চিন্তা করি নি। কে দেখলে কি না, গ্রাহ্য করি নি। ভেবেছিলুম, এ গৃহে আর ফিরব না। ফর্‌রাবাগে বিলাসের স্রোতে আপনি কেমন ভেসেছেন, দেখে আমিও নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভাগীরথীতে ভাসব। কিন্তু আমার বোধ হয়, কেউ দেখে নি। শুধু দেখেছিলেন এক ফকীর! আমি আত্মগোপন করলেও তিনি আমাকে চিনতে পেরেছিলেন, এবং আমাকে অনেক উপদেশ দিয়ে বাড়ীতে ফিরতে বলেছিলেন। আমি তা না ক'রে ফর্‌রাবাগে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করি। আমি পরিণামের জন্য প্রস্তুত কি না, তিনি জানতে চাইলেন। আমি যখন বললুম "প্রস্তুত", তখন তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

সর্। তার পর?

মালেকা। দোহাই জাঁহাপনা, আর প্রশ্ন করবেন না। গৃহস্বামিনী মানের সঙ্গেই গৃহে ফিরে এসেছেন। আমার বিশ্বাস, দুনিয়ার কেউ বেগম সাহেবের গমনাগমন বার্ত্তা জানে না। পুরীর নিস্তব্ধতার কারণ আমি এতক্ষণে বুঝতে পারলুম।

রাবিয়া। না মালেকা! জানতে পেরেছে, আমারই বুদ্ধির দোষে জানতে পেরেছে।

সর্। কে জেনেছে!

রাবিয়া। আপনার দুই হিন্দু ওমরাও।

সর্। তাদের কাছে প্রকাশের ভয় নেই। আর কেউ জানতে পারে নি?

রাবিয়া। আমার বিশ্বাস তাই।

সর্। এ বাড়ীর মধ্যে কেউ?

রাবিয়া। এ বাড়ীর সকলে এখনও ঘোর নিদ্রায় মগ্ন। কেমন ক'রে তারা জানবে?

সর্। তা যদি না জানে, তা হ'লে তুমি আমার গৃহের অধিশ্বরী, গৃহেই অবস্থান কর। আর যদি কেউ জানে?

(ঘেসেটীর প্রবেশ।)

ঘেসেটী। আমি জানতে পেরেছি হুজুরালি!

সর্। কে তুমি? এ কি ঘেসেটী বেগম? তুমি এত রাত্রে নবাবের প্রাসাদে কেন?

ঘেসেটী। জাঁহাপনা, আমি বেগম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম।

সর্। মিথ্যা কথা! তুমি তোমার পবিত্র স্বামীর মর্য্যাদা নষ্ট ক'রে এই গভীর রাত্রে অভিসার করেছ। তুমি জানলে ক্ষতি নাই। তোমার কথা দুনিয়া বিশ্বাস করবে না।

ঘেসেটী। দোহাই জাঁহাপনা, কঠোর বাক্য প্রয়োগ করবেন না।

সর্। সত্য কথা চিরদিনই একটু কঠোর হয় বিবি সাহেব। তুমি এখনি মহলে ফিরে যাও।

ঘেসেটী। জাঁহাপনা!—

সর্। কথা কাল দিনমানে শুনব, তুমি প্রাসাদ ত্যাগ কর।

ঘেসেটী। উঃ! কি অপমান!

সর্। সমস্ত মান গৃহত্যাগ-মুখে পথে ফেলে এসেছ বিবি সাহেব! সেইখানে যাও। পথে পরিত্যক্ত মান কুড়িয়ে পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশ কর। এ মোহ-নিদ্রাচ্ছন্ন পুরীর মধ্যে এমন এক জনও কি নেই, যে জেগে আছ?

(জালিমের প্রবেশ)

জালিম। হুকুম জাঁহাপনা!

সর্। কে তুমি বালক? তুমি? এত রাত্রে? জেগে আছ?

জালিম। দরিয়া আমার ঘুম যে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে জাঁহাপনা!

সর্। রাবিয়া! পরিণামের জন্ত ত তুমি আগে থাকতেই প্রস্তুত আছ!

রাবিয়া। আছি!

সর্। জাগন্ত প্রহরী! এই রমণীকে মুর্শিদাবাদের বা'র ক'রে দিয়ে এস।

জালিম। এস বিবি সাহেব!

[রাবিয়া ও জালিমের প্রস্থান।

মালেকা। জাঁহাপনা! আপনি গান শুনতে চেয়েছিলেন না?

সর্। চেয়েছিলুম, কিন্তু শোনায় কে?

মালেকা। হুকুম করুন।

সর্। মৃত্যু-রাগিণীতে আলাপ করতে পার?

মালেকা। গৃহের চতুর্দ্দিকে তার সুর উঠেছে, শুনতে পাচ্ছেন না?

সর্। মালেকা! যদি সেই সুরে সুর মেশাতে পার, তা হ'লে আমাকে শুনিয়ে দাও।

মালেকা। সে ত এখানে সুবিধা হবে না জাঁহাপনা! সে আলাপের যন্ত্র এখানে নেই। সমীরণের মৃদু ক্রন্দনে, নদীর কল্লোলে, তরুলতার অশ্রুজলে সে গানের সুর বাঁধতে হবে। এখানে নয় নবাব! যদি বেঁচে থাকি, এক দিন সে গান আপনাকে শোনাব! কবরপ্রান্তরে—আপনার সমাধির উপরে! নবাব! আজ আমি সেলাম ক'রে বিদায় গ্রহণ করি।

সর্। বহুত আচ্ছা বিবি সাহেব, সেলাম!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বহিঃ কক্ষ।

(আলিবর্দ্দী ও নন্দলাল)

আলি। কি হ'ল নন্দলাল, তোমার ভগিনীপতি কি করলে?

নন্দ। সে কি করেছে জনাবালি?

আলি। আমি তাকে দিয়ে ভাইয়ের কাছে চিঠি পাঠালুম। ব'লে দিলুম, আমার ভাই ছাড়া দুনিয়ার কেউ চিঠির কথা যেন না জানে। সে কি না একটা বছর দশেকের ছোঁড়ার উপর সেই চিঠি-বিলির ভার দিয়ে চ'লে এল?

নন্দ। আমার বোধ হয় সে ছেলের ওপর ভার দিয়েছে। তা যদি সে দিয়ে থাকে, তা হ'লে সে কি না বুঝে দিয়েছে? জনাবালি! পরিণাম না জেনে, আগে থাকতেই তাকে এত ছোট ঠাওরাচ্ছেন কেন?

আলি। তুমি এ কি বলছ নন্দলাল? ছোট ঠাওরান কি বলছ? তোমার ভগিনীপতি না হ'লে সেই মুহূর্ত্তেই তাকে আমি কোতল করতে হুকুম দিতুম। পরিণাম না জেনে কি আমি তাকে ছোট ঠাওরাচ্ছি? ভাই আমাকে এক চিঠি পাঠিয়েছেন। তিনি যদি আমার পত্র পেতেন, তা হ'লে কখনই তিনি সে চিঠি আমাকে পাঠাতেন না।

নন্দ। তা হ'লে সে চিঠি উজীর সাহেবের হাতে পড়ে নি?

আলি। উজীর সাহেবের পাওয়া দূরে থাক্, সে চিঠি নবাবের হাতে পড়েছে। তাই আমার ওপর এক জরুরি তলবানা চিঠি এসেছে। নবাব নিজে লিখ্‌লে পাছে আমি যেতে ইতস্ততঃ করি, তাই উজীর সাহেবকে দিয়ে লিখিয়েছে, বুঝেছ?

নন্দ। জনাবালি! গোস্তাকি মাফ হয়, আপনি যা অনুমান করেছেন, সেটাই যে ভুল নয়, তা আপনি কি ক'রে জানলেন?

আলি। সে কি নন্দলাল! আমি যা অনুমান করব, তা আবার ভুল হবে কি? তবে আর আলিবর্দ্দীর বিশেষত্ব রইল কই? ঈশ্বর আমার সহায়, দেখছ কি? নইলে যা কখন দিল্লীর বাদসা আশা করেন না, আমার নসীবে তাই ঘটেছে—হিন্দুস্থানের দৌলতের সম্রাট্ আমার কাছে দূত হ'য়ে এসেছে।

নন্দ। কে—জগৎশেঠজী?

আলি। এই প্রভাতে তিনি আমার এখানে এসে খবর দিয়ে গেছেন। ব'লে গেছেন, খবরদার! অসহায় অবস্থায় মুর্শিদাবাদে যাবেন না। নবাব উজীর সাহেবকে বাধ্য ক'রে সেই চিঠি লিখিয়েছেন। তার পর তোমাকে কি জন্য ডাকিয়েছি শোন। ফতেচাঁদ কথার সঙ্গে সঙ্গে একটু ইঙ্গিত ক'রে গেলেন। তিনি অসহায় অবস্থায় মুর্শিদাবাদে যেতে নিষেধ ক'রে গেলেন। অর্থাৎ সহায় নিয়ে মুর্শিদাবাদে যেতে তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি নেই, বুঝেছ?

নন্দ। তা হ'লে এখন থেকে কি আমাকে প্রস্তুত হ'য়ে থাকতে হবে?

আলি। থাকতে হবে কি নন্দলাল, বল প্রস্তুত হয়েছি।

নন্দ। যো হুকুম। বিজয় সিং গেল কোথায়?

আলি। সে কি বিড় বিড় ক'রে ব'লে গেল। সে বলে, 'জনাবালি! পুত্রকে যোগ্য বুঝেই আমি তাকে চিঠি দেবার ভার দিয়েছিলুম। যদি সে অপারগ হয়, তা হ'লে তাকে ধ'রে এনে আপনার সম্মুখেই হত্যা করব।' আরে পাগল! বালককে হত্যা করলে, আমার কি লাভ হবে! কিন্তু আমি যদি ম'রে যেতুম, তা হ'লে বাংলার যে ক্ষতি হ'ত, ওরূপ লক্ষ বালকের জন্মগ্রহণেও সে ক্ষতি পূরণ হ'ত না।

নন্দ। আপনি কি তাকে কোনও কটু কথা বলেছেন জনাবালি?

আলি। অন্য কোন কটু কথা বলি নি, তবে তার কথা যে কিছুমাত্রও বিশ্বাসযোগ্য নয়, এ কথা বলেছি।

(বেগে জালিমের প্রবেশ ও তৎপশ্চাতে খাপি খাঁ)

খাপি। হুজুর! স'রে যাও। (হস্ত দ্বারা আলিবর্দ্দীকে চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত করণ)

আলি। কে এ! ব্যাপার কি?

জালিম। কার নাম আলিবর্দ্দী খাঁ?

আলি। কি এ! কে এ বালক নন্দলাল?

জালিম। নবাব! এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার বাপকে মিথ্যাবাদী বল।

নন্দ। একি—একি জালিম! মুলুকের মালিক, তাকে তুমি এ কি ভাবে সম্বোধন করছ?

জালিম। কেও মামা! গোলামী ক'রে আপনার বুদ্ধি স্থূল হ'য়ে গেছে। আপনি হিন্দু হ'য়ে মন্ত্র ভুলে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ভুলে গেছেন। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ। আমি বাবার চেয়ে এ দুনিয়ায় আর কাউকেও বড় মানি না। বাবার যে অপমান করে, সে দুনিয়ার মালিক হ'লেও আমি তাকে গ্রাহ্য করি না।

নন্দ। তোমার পিতা কি তোমাকে এই নীতি শিক্ষা দিয়েছে?

জালিম। পিতা কেন, আমার গুরু দেবতা রাজা দুর্জ্জন সিংহ। তিনি বলেছেন, জালিম! সকলের কাছে তুমি নম্রতা দেখাবে; কিন্তু যে

তোমার বাপ মা'র নিন্দা করবে, তার কাছে তুমি সিংহ হবে, কেশর ফোলাবে, নখর দিয়ে তার মুণ্ড ছিঁড়ে নেবে। তাতে পাপ নেই।'

আলি। ভাল, তুমি আমার কি করতে পার?

জালিম। অস্ত্র ধর!

আলি। যদি না ধরি, তা হ'লেই বা কি করতে পার?

জালিম। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে 'বাঘ নখ' বাহির করিয়া) বল, কি না করতে পারি?

আলি। (কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ গমন)

জালিম। ভয় নেই নবাব, আমি শৃগাল নই! আমি অন্ধকারে বিছানা থেকে ঘুমন্ত ছেলেকে তুলে নিতে আসি নি!

আলি। কি করব হে নন্দলাল?

নন্দ। তুমি কি উজীর সাহেবকে পত্র দিয়েছিলে?

জালিম। সে কৈফিয়ৎ দিতে আসি নি মামা! সে নবাবকে খুঁজে নিতে বলুন।

নন্দ। তোমার মাতুলের প্রভু—

জালিম। বেশ—"অন্যায় করেছি" ব'লে নবাব নিজ হাতে বাবাকে আমার চিঠি দিন।

আলি। তোমার বাবাকে নিয়ে এস, আমি তোমার সুমুখে তাঁর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

জালিম। তিনি আসবেন না।

আলি। বেশ, তিনি কোথায় আছেন বল, আমি গিয়ে ক্ষমা চাচ্ছি।

নন্দ। আর কেন জালিম, নবাবকে লাঞ্ছিত কর। এই ত নবাবের কথায় আমি সাক্ষী রইলুম!

জালিম। (নতজানু হইয়া) জনাবালি, মাফ করুন।

আলি। (হাত ধরিয়া তুলিয়া) এই ত খুন করা হ'য়ে গেল। এখন আমার কাছে থাক। আমি তোমাকে বালক-সৈন্যের মনসবদার ক'রে দিই।

জালিম। জনাবালি! ওই হুকুমটি করবেন না। আমি থাকতে পারবো না। কেন, তাও বলতে পারবো না। (নবাবকে অভিবাদন, মাতুলের পাদবন্দন ও প্রস্থান)

আলি। নন্দলাল! ওকে ধর।

নন্দ। এখন কি আর ওকে ধরতে পারব?

আলি। আরে তা নয়, বাপ বেটাকে আয়ত্ত কর। ও দুটো যদি আমার কাছে থাকে, তা হ'লে দুটোতে দু-লাখ সৈন্যের কাজ করবে, অস্ত্র জায়গায় বিঘোরে মারা যাবে।

নন্দ। আয়ত্ত করা কঠিন।

[নন্দলালের প্রস্থান

আলি। তা হ'ক, তুমি তাদের আয়ত্ত করবার চেষ্টা কর। একি! এ কি দৃশ্য দেখালে ঈশ্বর! আর কে তুমি অজ্ঞাত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী? এই অপূর্ব্ব শক্তির মূলাধার দুর্জ্জন সিংহের হাত থেকে তুমি অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাতে জপের মালা পরিয়ে দিয়েছ—দিয়ে মোগলের পরম সখার কার্য্য করেছ। অথবা কোন্ ভাগ্যবান্ জাতিকে তুমি হিন্দুস্থান পুরস্কার দেবে ব'লে, এই অপূর্ব্ব শক্তি-স্রোত বিপরীত মুখে ফিরিয়ে দিয়েছ? একি মোগল? তা যদি হয়, তবে দিল্লীতে মোগল প্রবল বেগে ধ্বংসের মুখে ছুটেছে কেন?

(খাপি খাঁর প্রবেশ)

খাপি। হুজুর! ছোঁড়া গেছে?

আলি। (মুখ বিকৃত করিয়া) গেছে। এতক্ষণ কোথায় প্রাণ নিয়ে লুকিয়ে ছিলে?

খাপি। মুখ বেঁকিয়ে না হুজুর! ও ছোঁড়া ভারি খেলোয়াড়—এক টিপে বাঁকা মুখ সোজা ক'রে দেবে।

আলি। বেরো বেটা সুমুখ থেকে।

খাপি। ছোঁড়াটা না ব'লে না ক'য়ে ঘরে ঢোকে দেখে, আমি যেমন তার কান ধরতে গেছি, ছোঁড়া ফস ক'রে ফাঁক মেরে আমার কান ধ'রে আমাকে মাটীতে বসিয়ে দিলে। ঝাঁকারি মেরে যেমন উঠতে যাব, অমনি ছোঁড়া কাঁধের এই খানটার কোথায় বুড়ো আঙ্গুলের একটা টিপ দিলে! অমনি হাত পা অসাড়। আমি বললুম, বাপ! আমি আলিমন খেলা জানি, হনুমান্‌জী খেলা জানি, বিনোটী খেলা জানি, এ কি খেলা বাপ? ছোঁড়া বললে, মদনমোহনজী খেলা।

আলি। তুই তা হ'লে বাধা দিয়েছিলি?

খাপি। তবে কি ব'সে ব'সে কেবল খাবি খাচ্ছিলুম? তবে ওই যে বললুম, মদনমোহন মিয়া কি তলোয়ার বার করতে সময় দিলে। এক টিপেই শুইয়ে ফেললে।

আলি। বলিস কি?

খাপি। হুজুর! বল্‌বার কথা নেই। তুমিও দশ বিশ হাজার ফৌজ ছেড়ে দাও। তার বদলে ওই মদনমোহন মিয়াকে নিয়ে এসে দেউড়ীতে বসাও, পাটনার ধারে আর দুসমন আসবে না।

আলি। বেশ, সে বালক এই মুর্শিদাবাদের দিকে কোথায় গেল দেখ।

[খাপি খাঁর প্রস্থান।

(চিন্তামণির প্রবেশ)

আলি। কি খবর দেওয়ান?

চিন্তা। যা সন্দেহ ক'রেছিলুম তাই। উজীর সাহেব কর্ম্মচ্যুত! পুরাতন কর্ম্মচারীদের অনেকেই কর্ম্মচ্যুত,—হাজি লুৎফুল্লা, মর্দ্দান আলি আর দুজন দিল্লী থেকে নবাগত ব্যক্তি নবাবের প্রিয়পাত্র হয়েছে।

আলি। নবাগত ব্যক্তি এসেই প্রিয়পাত্র হ'ল?

চিন্তা। শুধু তাই নয়, সকলেই অনুমান ক'রেছে, তারা দু'জনেই দরবারে সর্ব্বেসর্ব্বা হবে।

আলি। তাদের নাম জেনে এলে?

চিন্তা। একজনের নাম মীর মর্ত্তেজা খাঁ, আর একজনের নাম গাউস খাঁ।

আলি। তা হ'লে উদ্যোগ করি?

চিন্তা। আর কালবিলম্ব নয়।

আলি। দিল্লীর খবর না পেলে ত উদ্যোগ আয়োজন বৃথা হবে?

চিন্তা। সে বিষয়েও খুব সুবিধা হ'য়ে গেছে—আপনার নামে নবাবী সনন্দ এলো ব'লে আপনি জেনে রাখুন। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যুদ্ধের উদ্যোগ করুন!

আলি। বহুত আচ্ছা, চলো।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ।

সরফরাজ।

সর্। দিল্লীর বাদসার যা এখন অবস্থা, তাতে উপযুক্ত পয়সা পেলে বাদসা পথের পথিককে বাংলার দেওয়ানী ধ'রে দিতে পারে। বাদশাহী পর্য্যন্ত বিক্রয় করতে পারে। তাই সব, আমাকে রক্ষা করবার জন্ত ব্যাকুল হ'য়ো না! আলিবর্দ্দী ব্যক্তিগত স্বার্থে বাংলার ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিহীন হয়েছে। প্রতীকার করতে গেলেই, আমাকে প্রাণ দিতে হবে। কিন্তু তাতে কি? আমি সর্ব্বাঙ্গে মহাব্যাধি নিয়ে দীর্ঘজীবন ভোগ করিতে ইচ্ছা করি না। যদি যথার্থই তোমরা আমার বন্ধুত্বের অভিমান রাখতে চাও, তা হ'লে বাংলার নবাবী রক্ষার জন্ত ব্যগ্র হও।

(জিন্নেত উন্নীসার প্রবেশ)

জিন্নেত। নবাব!

সর্। এ কি মা! তুমি এমন সময় একরূপভাবে এখানে কেন?

জিন্নেত। আর তুমি নিজেই যখন বেগম-মহলের আবরু ভেঙ্গে দিয়েছ, তখন আমার এমন সময়ে এখানে আসতে দোষ কি? ওরা কারা, তোমার সঙ্গে চুপি চুপি পরামর্শ করছিল?

সর্। ওরা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

জিন্নেত। নবাব! আমার পুত্রবধূ কই? এই চেহেল সেতুনের রাণী কই?

সর্। সে আপনার দোষে নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

জিন্নেত। আপনার দোষে—না তোমার দোষে? বালক! আমার দুর্দ্দশা দেখে তোমার জ্ঞান হ'ল না! বাপের অপমৃত্যু দেখে তোমার ভয় হ'ল না? তুমিও শেষে বিলাসে মত্ত হ'লে? সে পাপিষ্ঠাকে কোথায় রেখেছ?

সর্। মা তুমি পরের কথায় আত্মহারা হয়ো না। কে তোমাকে এই সকল কথা শুনিয়েছে?

জিন্নেত। নিজের চোখে দেখেছি, শুনতে হবে কেন?

সর্। বেশ, কি বল্‌তে এসেছ বল?

জিন্নেত। পুত্রবধূকে এখনি গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে এস। তার সন্তান মাকে না দেখে ব্যাকুল হ'য়েছে। আমার কাছে সে আর থাকতে চাচ্ছে না।

সর্। সে কোথায় আছে তার ঠিক কি? আমি তাকে কোথা থেকে ফিরিয়ে আনবো।

জিন্নেত। দু'দিন গদি পেয়েই তোমার এমন পরিবর্ত্তন হয়ে গেল সরফরাজ? বালকের

কোমলতা কোন্ পাপীয়সীর কুহকে এমন নিষ্ঠুরতায় পরিণত হ'ল। ফিরিয়ে আন্‌বে কি না?

সর্। যদি আত্মহারা না হই, তা হ'লে আন্‌বো না।

জিন্নেত। তবে আমি আনি?

সর্। সে তোমার ইচ্ছা। তবে আনলে আমার সঙ্গে আর তোমার দেখা হবে না!

জিন্নেত। কিছু প্রয়োজন নেই। যে রমণী একদিন তার চরিত্রহীন স্বামীকে পরিত্যাগ করতে পেরেছিল, সে চরিত্রহীন পুত্রকে পরিত্যাগ করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নয়।

সর্। মা! একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করব?

জিন্নেত। কর!

সর্। সত্য বল্‌বে?

জিন্নেত। আমি নবাবের কন্যা, নবাবের পত্নী, নবাবের মা! দুনিয়ায় ভয় করবার আমার কে আছে যে, মিথ্যা কইব?

সর্। তুমি রাবিয়াকে ঘরে এনেছ?

জিন্নেত। আনি নি—আনতে চলেছি।

সর্। রাবিয়া তো নিজে বলে নি। কে তার খবর তোমার কাছে এনে দিলে?

জিন্নেত। বল, তুমি তাকে ক্ষমা করবে?

সর্। বেশ, ক্ষমা করব।

জিন্নেত। রাজা আলমচাঁদ।

সর্। বুঝতে পেরেছি, যাও।

জিন্নেত। তা হ'লে আমি আনতে চল্লুম।

সর্। তা হ'লে আমাকে দেখার আশা ত্যাগ কর।

জিন্নেত। বেশ, ত্যাগ করলুম।

[প্রস্থান।

সর্। কে আছ? (বাখর খাঁর প্রবেশ) আলমচাঁদ রায়কে খবর দাও।

[বাখর খাঁর প্রস্থান।

শুনেছি আমার মাতামহ ব্রাহ্মণসন্তান। নবাবীর সমস্ত কঠোরতায় অভ্যস্ত হয়েও তিনি হিন্দু-সুলভ কোমলতা ত্যাগ করতে পারেন নি। সেই জন্য মাঝে মাঝে তাঁকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়েছে। আমি সেই কোমল মর্ম্মের আংশিক উত্তরাধিকারী। তার জন্য আমি আমার অপর সমস্ত উত্তরাধিকার হ'তে বঞ্চিত হ'তে চলেছি, তবু এ পাপ কোমলতাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারছি না। পরিত্যক্তা, হীনার মত লাঞ্ছিতা রাবিয়া! তুমি ফিরে আসছ শুনে আমি শত চেষ্টাতে চোখের জল নিবারণ করতে পারছি না। ফিরে এস রাবিয়া! ফিরে এস! যার দর্শন-লাভের জন্য আমি রাজ্য, সম্ভ্রম এমন কি, তোমার ন্যায় স্ত্রী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছি, তুমি তাঁর দর্শন লাভ করেছ। জান না, তুমি আমার চেয়ে কত অধিক ভাগ্যবতী! সেই ভাগ্য পূর্ণ-মাত্রায় ভোগ করবার জন্য তোমাকে পরিত্যাগ-ছলে আমি তাঁর চরণ-প্রান্তে নিক্ষেপ করেছিলুম। যাক্, ফিরে যখন আসছ—যখন কোমল-মর্ম্মী হিন্দু নিজের পরিণামকে অগ্রাহ্য ক'রে, নবাবের ক্রোধকে তুচ্ছ ক'রে তোমাকে ধ'রে ঘরে ফিরিয়ে আনছে, তখন এস ঘরের রাবিয়া তোমার ঘরে এস। হজরৎ! জীবনে বুঝি আর তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল না। তা হোক তোমার করুণা তুমি রাখ, আমার কোমল মর্ম্ম আমি রাখি।

(বাখর খাঁ ও আলমচাঁদের প্রবেশ)

সর্। কি রায় রায়ান! শুনলুম, তুমি নাকি পরিত্যক্ত-নবাব-পত্নীকে বাঁদী রেখেছ?

আলম। (বারংবার অভিবাদন করিয়া) সে কি হুজুরালি! তিনি আমার মা! আমার মাথার মণি, আমার হুজরাইন। আমি তাঁর গোলামের গোলাম, তাঁর বাঁদী আমার স্ত্রী।

সর্। তাকে তুমি গৃহে স্থান দিয়েছ?

আলম। আজ্ঞে হুজুরালি, প্রভুর অপরাধে প্রভু-পত্নীর লাঞ্ছনা দেখা এ গোলাম সহ্য করতে পারে নি।

সর্। কেয়া বেয়াদব!

আলম। (মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান)

সর্। তা হ'লে তুমিই তার গৃহপ্রবেশের সহায়তা করেছিলে?

আলম। করেছিলুম।

সর্। কি ক'রে করলে?

আলম। আমার স্ত্রীর তাঞ্জামে ক'রে তাঁকে গৃহে প্রবেশ করিয়েছি।

সর্। অর্থাৎ রায়রায়ান গৃহিণীর মাথায় একটি কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিলে। দ্বিতীয় অর্থাৎ, আমার মাথায় আর একটি বোঝা চাপিয়ে দিলে। আমার স্ত্রীর মান রাখতে চির'দিনের জন্য নিজের বংশের দুর্নাম কিনে আনলে, আর আমাকেও লোক-সমাজে লম্পট ব'লে প্রচার করলে।

আলম। সে দুর্নাম হুজুরালিইত ফর্‌রাবাগ থেকে বহন ক'রে এনেছেন।

সর্। ফতেচাঁদ আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কি বিচার-মীমাংসা করেছিল?

আলম। হুজুরালি, তাঁর কথা কিছু বলতে পারব না।

সর্। তোমায় বলতে হবে কেন—আমি কি এতই বুদ্ধিহীন রায়রায়ান! ফতেচাঁদ জগৎ-শেঠনীর তাঞ্জাম দিতে স্বীকৃত হয় নি, কেমন?

আলম। হুজুরালি ত নিজেই সব জানেন।

সর্। জগৎশেঠ বুদ্ধিমান্ নীতিজ্ঞ, তাই সে আমার বুদ্ধিহীনা স্ত্রীকে সাহায্য করে নি। তুমি আমার স্ত্রীর তুল্য বুদ্ধিমান, তাই তুমি সাহায্য করতে ব্যগ্র হয়েছিলে।

আলম। (মৌনাবলম্বন)

সর্। সে কথা যাক্, দ্বিতীয়বার যখন মৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রীকে নিজ-গৃহে স্থান দিয়েছ, তখন অবশ্য এ কার্য্যের পরিণামের জন্য প্রস্তুত হয়েই দিয়েছ।

আলম। তা হয়েছি।

সর্। কি পরিণাম-কল্পনা করেছ?

আলম। বন্ধন অথবা বধ উভয়েরই জন্য প্রস্তুত হয়েছি।

সর্। বধের কত প্রকার প্রক্রিয়া আছে, তাও অবশ্য তোমার জানা আছে?

আলম। আজ্ঞে আছে। ফাঁসী অথবা শিরশ্ছেদ, অথবা বিষপান, অথবা দেহকে খণ্ড খণ্ড ক'রে তাতে লবণপ্রয়োগ, অথবা জীবন্ত-সমাধি, গাত্রের চর্ম্ম উন্মোচন।

সর্। যে বালকের উপর আমি বেগমকে মুর্শিদাবাদের সীমান্তে রেখে আসবার ভার দিয়েছিলুম, সে ত আমার হুকুম অমান্য করবে না, অথবা মিথ্যা কইবে না।

আলম। আমি কৌশলে তাকে ভুলিয়েছিলুম। মুর্শিদাবাদের সীমা কোথায় সে বালক জানতো না। সে আমাকে সীমা দেখিয়ে দিতে অনুরোধ করে। আমি তাকে আমার বাটীর সন্নিকটে বাগানের ধারে নিয়ে বলি, "এই মুর্শিদাবাদের সীমা।" সীমা শুনেই বালক মাকে সেইখানে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেল। আমিও অমনি অতি যত্নে মাকে তাঁর গোলামের গৃহে প্রবেশ করিয়েছি।

সর্। শাস্তি পাবেই এটি তুমি স্থির বুঝেছিলে।

আলম। স্থির বুঝি নি—তবে অনুমান করেছিলুম।

সর্। কোন পুরস্কার অনুমান করেছিলে?

আলম। পুরস্কারের কাজ যখন করি নি, তখন এমন অন্যায় অনুমান করব কেন?

সর। বাখর খাঁ। আমার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে যে মহামূল্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে যে মতির মালা, যে সব অলঙ্কার তইরী করিয়েছিলেন, দুর্ভাগ্যবশে যা তিনি একদিনের জন্যও ব্যবহার করতে পান নি, সেই পোষাক, সেই মালা, সেই অলঙ্কার এখনি এই বৃদ্ধকে পরিয়ে দাও—তারপর আমার তাঞ্জামে চাপিয়ে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও, দেখো হুঁসিয়ার! একটাও যেন বাদ যায় না।

[সরফরাজের প্রস্থান।

আলম। দোহাই হুজুরালি, ও হুকুম ফিরিয়ে নিন্।

বাখর। কি! হুজুরালি কি মিথ্যাবাদী যে, হুকুম ফিরিয়ে নেবেন!

আলম। দোহাই ভাই—আমি গোলাম, আমি সে দয়ালু মনিবের পরিচ্ছদ প্রাণান্তেও নিজের দেহে তুলতে পারব না।

বাখর। ও কথা এখন শোনে কে? চ'লে চলুন, নইলে এখনি লোক ডাকব, তারা চ্যাং-দোলা ক'রে আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে।

আলম। আমি কিছুতেই সে পরিচ্ছদ পরবো না—আমি কিছুতেই স্বর্গগত প্রভুর অসম্মান করতে পারবো না।

বাখর। জানেন, আমি মহলের ভেতর শুদ্ধ মাত্র নবাবের অধীন?

আলম। বেশ, আমাকে কোতল কর।

বাখর। জানেন, হুকুম তামিল না করলে আমার কি হবে?

আলম। আমার মাথায় দাও। মাথায় ক'রে ঘরে নিয়ে যাই—মনিবের স্মৃতি-চিহ্ন চিরদিনের জন্ম আমার ঘরে তুলে রাখি।

বাখর। ধন্ম রায়রায়ান! ধন্ম আপনার প্রভু-ভক্তি! নবাবও কি তা বোঝেন নি। ক্রোধের বশে তিনি যে গর্হিত কাজ করেছেন, আপনা হতেই কেবল তার বিষম পরিণাম ঘটতে পায় নি, আপনি নবাবের সম্ভ্রম-রক্ষা করেছেন, সুতরাং আপনিই সেই মহামূল্য পুরস্কারের যোগ্য পাত্র। আসুন, আপনাকে সে সমস্ত দিয়ে প্রভুর মনের অভিলাষ পূর্ণ করি।

আলম। কিন্তু বাখর খাঁ, আমি যে বড় গোলমালে প'ড়ে গেলুম।

বাখর। কি, হুজুরালির চরিত্র নিয়ে?

আলম। আমি যে ওঁর আর এক মূর্ত্তি ভেবে অনবরত ওঁর অনিষ্ট চিন্তা করেছি।

বাখর। শুধু কি আপনি রায়রায়ান—গোলমালে না পড়েছে কে? আমিও পড়েছি। কারও অপরাধ নেই! তবে যে ওঁর প্রকৃত মূর্ত্তি না দেখতে পেয়ে হুজুরালির অনিষ্ট করতে অগ্রসর হবে, তার মত দুর্ভাগ্য দুনিয়ায় আর নাই।

আলম। তবে কি ফর্‌রাবাগের ঘটনা সত্য নয়?

বাখর। মিথ্যা কি সত্য, কি ক'রে বুঝাব রায়রায়ান? সে রাত্রির ঘটনা যে প্রত্যক্ষ না করেছে, সে বুঝতে পারবে না, যে দেখেছে সেও বোঝাতে পারবে না। দোহাই আর আমাকে প্রশ্ন করবেন না, চ'লে আসুন।

আলম। নবাব! নবাব! এক নয়, গোলামের শত অপরাধ—মার্জ্জনা কর। আমি আর সে অপরাধের ভার সইতে পারছি না।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মালেকা।

বন-পথ।

গীত।

সপট করি কহবি বঁধু কপট নাহি রাখবি
ইহ রজনী আছিলি কার ঘরে।
কপট যদি কর বঁধু হামারি নহে মন্দহে
নব প্রেয়সী শপথি লাগে তোরে॥
মঝুমনে সাধ ছিল সেবিব হাম তোঁহে,
মিনি বেতনে নিজ কেতনে কিনি রাখবি মোহে—
এ সব যত ধরম বাত পহেলা তোঁহারি সাথ
আজু কাহে গোপলি নাথ মোরে॥

(গাউসের প্রবেশ)

গাউস। তাই ত! যা মনে করৃছি তাই! মনকে বিশ্বাস করৃতে পারছিলুম না। অন্য পথে চ'লে যাচ্ছিলুম! কিন্তু সঙ্গীত আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছে। যে সঙ্গীত-তরঙ্গ একদিন যমুনা-তরঙ্গে শত প্রতিধ্বনির বাঁধনে হৃদয়কে বন্দী করতো, আজও সেই প্রান্তরপ্লাবিনী সঙ্গীত-ধারা আমাকে ভাসিয়ে উজান বাহিয়ে তোমার কাছে এনে উপস্থিত করেছে! মালেকা! তোমাকে যে আমি বঙ্গেশ্বরের প্রাসাদ মধ্যে গোপনে সংরক্ষিত করিয়েছিলুম, এরই মধ্যে তোমাকে পথের [illegible] নিক্ষেপ করলে কে?

মালেকা। যার জিম্মায় আমায় রেখে এসেছিল, সেই আমাকে এইখানে নিক্ষেপ করেছে।

গাউস। সে কি, নবাব? এ কথা যে বিশ্বাস করৃতে পারছি না মালেকা!

মালেকা। নবাবের অন্তঃপুরে বাংলার রাজ-লক্ষ্মীর সঙ্গিনী হ'তে গিয়েছিলুম। গিয়ে দেখলুম, সেই রাজলক্ষ্মী নবাব-গৃহ হ'তে নির্ব্বাসিত হচ্ছেন। যেখানে অধীশ্বরীর স্থান হ'ল না, সেখানে সঙ্গিনীর স্থান কোথায়? আমি নবাব-বেগমের অন্বেষণে দুনিয়া ঘুরতে চলেছি।

গাউস। ভুল করেছ মালেকা! আমি আসবার সময়ে একটু সামান্য খবর শুনে এসেছি। নবাব-গৃহিণী কোনও ওমরাওয়ের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নবাবের মাতা জিন্নেতউন্নীসা বেগম তাঁকে

আজ আনতে সেই ওমরাওয়ের গৃহে গিয়েছেন। এতক্ষণ বোধ হয়, নবাব বেগম-মহলে প্রবেশ করেছেন।

মালেকা। নবাব নিজে আনতে যান নি ?

গাউস। না, তাঁর মা।

মালেকা। তবে নবাব বেগম মহলে প্রবেশ করেছে তুমি জানলে কেমন ক'রে ?

গাউস। নবাবের মা আন্‌তে গেছেন, তিনি আসবেন না ?

মালেকা। এক নবাব ছাড়া, তাঁর সৃষ্টিকর্ত্তা পর্য্যন্তও যদি বেগমকে ফিরে আসতে অনুরোধ করেন, তথাপি তিনি ফিরে সে পরিত্যক্ত গৃহে প্রবেশ করবেন না

গাউস। তুমি পাগলের মত যা বল্‌লে, তাই কি আমি বিশ্বাস করব ?

মালেকা। আমি পাগল ? বীর ! আজীবন অস্ত্র-সাধন করেছ, রমণীহৃদয়ের মর্য্যাদা তুমি বুঝবে কি ? সতী-হৃদয়ের অভিমান-মাহাত্ম্য দুনিয়ার কে জানে জানি না ! সতী নিজেই তা অনুভব করতে পারে না। সৃষ্টিকর্ত্তা যদি বলে পারি, তাঁর সৃষ্টিতে আমি সন্দেহ করি।

(রাবিয়ার প্রবেশ)

রাবিয়া। তাই ত ! দুনিয়ার কোন স্থান চিনি নি ! আমি এ কোথায় চলেছি ঈশ্বর !

মালেকা। কি দেখছ স্বামী ! হজরৎ আমার দর্প রক্ষার জন্য আমার প্রাণের প্রাণ আমার কাছে এনে দিয়েছেন। এস রাণী, এস বাংলার রাজশ্রী ! কোথায় চলেছ বুঝতে পারছ না ? তার বাঁদীর কাছে (ছুটিয়া রাবিয়াকে ধারণ)। ঈশ্বরের নাম নিয়ে পথে বেরিয়েছ, তিনি পথে পথে তোমার জন্য বাঁদী রেখেছেন। আমি ভাগ্যবতী, তাদের মধ্যে প্রথম।

গাউস। এই রাণী ? তাই ত এ কি দেখলুম ? এই রাণী ? কি করলে নবাব ? সরোবরের মৃদু-হিল্লোলে যে কাতর হয়, সেই পুষ্পরাণীকে বৃন্তচ্যুত ক'রে পথে নিক্ষেপ করেছ ?

রাবিয়া। তাই ত ! তাই ত ! তুমি ভগিনী মালেকা ? তুমি ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন, স্বামীর প্রলোভন ত্যাগ ক'রে আমার অপেক্ষার পথে দাঁড়িয়ে আছ ?

মালেকা। তা'ত ছেড়েছিলুম, কিন্তু কমলি ছাড়ে কই ! ওই দেখ, আমার পাগোল স্বামী— তোমার গোলাম, আগে থাকতেই আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এস বিশারদ বুদ্ধিহীন ! মর্য্যাদা দাও, প্রভুপত্নী তোমার সম্মুখে।

গাউস। (নতজানু হইয়া) অভিমানে এ কি করলে মা ? ফের মা—ফের। স্বামীর উপর অভিমানে আত্মহত্যা স্বামীহত্যা। দোহাই মা, দেশের শ্রী নষ্ট ক'র না। বল মা, একবার বল, তোমাকে প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে যাই।

রাবিয়া। আমি ফিরব না। আমি ভিক্ষা-পাত্র করে দুনিয়াবাসীর দ্বারের সঙ্গে পরিচিত হ'তে চলেছি।

গাউস। দোহাই রাণী, নিকটে আছি, এখনও একবার নিজের অবস্থা প্রণিধান করুন। পথে অগণ্য দস্যু—আপনারা দু'জন অবলা।

রাবিয়া। আর আপনি ?

গাউস। আমি কি, তা আপনাকে কি পরিচয় দেব ? আমি আমার তিন হাজার পাঠান সহচরকে আনতে চলেছি। যদি আসবার অবসর পাই, তখন মুর্শিদাবাদবাসীকে জানাব, আমি কি। এখন আমি আপনাদের চেয়ে অধিক বলশালী নই।

রাবিয়া। তবে তুচ্ছ অবলার ইজ্জত রাখতে রাজার অনিষ্ট কেন করছেন জনাব ? শীঘ্র যান, আপনার দিগ্‌বিজয়ী পাঠান সহচরদের এনে আমার স্বামীর মসনদ রক্ষা করুন। তখন গভীর অরণ্যে ব্যাঘ্রে আমাকে গ্রাস করতে এসে আমাকে পিঠে ক'রে মহলে রেখে আসবে। রাজ্য গেলে, সুবর্ণ অট্টালিকার ভিতরে বাস করলেও, পথে পথে এখন আমার যা ইজ্জত, তার (অঙ্গুলির অঙ্গুলিতে সংলগ্ন করিয়া) এতটুকু অংশও থাকবে না।

(জিয়েত ও অস্ত্রধারী সৈন্যগণের প্রবেশ)

জিয়েত। মা অভিমান ত্যাগ কর, ফিরে এস।

রাবিয়া। কেন মা, জ্ঞানহীনার মত অনুসরণ করেছ, আমি ফিরব না।

জিন্নেত। ফিরব না বললে শুনতে পারব না, আমি তোমাকে না নিয়ে ঘরে ঢুকব না—সঙ্কল্প করেছি।

মালেকা। কে তুমি? কোথায় তোমার ঘর?

জিন্নেত। সে পরিচয় তোকে কি দিব?

মালেকা। তোমার কি পরিচয় আছে নবাব-জননী?

জিন্নেত কি অভাগিনী, বংশমর্য্যাদা পথে ছড়িয়েছ? এই দুটো নগণ্য পথিকের কাছে আত্মপরিচয় দিয়েছ?

মালেকা। ছড়িয়েছেন তোমার পুত্র ফুৎকারে তাকে আরও বিক্ষিপ্ত করতে এসেছ তুমি। আমরা সেই নির্ব্বোধ স্বামীর গোলাম ও বাঁদী—তাঁকে আঁচলে কুড়িয়ে নিতে এসেছি।

জিন্নেত। এই, তোরা এই পাগলিনীকে ধ'রে নিয়ে ঘরে চল। যদি কেউ বাধা দেয়—তাকে হত্যা করবি।

গাউস। হুজরাইন্ মহলে ফিরে আসুন।

মালেকা। কি পুরুষ! অবলাকে শুধু উপদেশ দেবার বাক্য আছে, না এই বীরপুরুষদের বাধা দেবার শক্তি আছে?

গাউস। কি রাণী, ফিরে যাবার ইচ্ছা আছে?

রাবিয়া। কোথায়, কার ঘরে ফিরব? উনি কে? উনি অতি ভালমানুষ, ওঁর সংসার জ্ঞান কিছু নেই। পুত্রের চরিত্র উনি কিছু জানেন না। আমাকে তাঁর বিনা আদেশে সঙ্গে নিয়ে গেলে, ওঁকেও পুত্রমুখ দেখার আশা এ জন্মের মত ত্যাগ করতে হবে।

গাউস। তা হ'লে ফিরবেন না?

রাবিয়া। না। এক নবাবের নিমন্ত্রণ ছাড়া দুনিয়ার আর কারও নিমন্ত্রণে ফিরব না।

গাউস। যাও, নবাব-জননী, ফিরে যাও।

জিন্নেত। ধ'রে আন্ তোদের চক্ষের উপরে যদি কুলী খাঁর বংশের গৌরব নষ্ট হয়, তা হ'লে তোদের সকলকেই তার জবাবদিহি করতে হবে। নবাবের ক্রোধের এক সময় না এক সময় উপশম হবে, কিন্তু তোদের আর বাঁচতে হবে না। যা, ধ'রে আন্—আমি বলছি ধ'রে আন্—বন্দিনীর মত ধ'রে আন্—যদি ওই দুটো বাধা দিতে আসে, তখনই কোতল করবি।

গাউস। এইও উল্লুক!—মালেকা!

মালেকা। এই যে সরদার্ পাঠানী আত্মরক্ষার সহচর সঙ্গে সঙ্গে আছে। (মালেকার অস্ত্র বহিষ্করণ। গাউসের সৈন্যগণকে আক্রমণ)

(হায়দারির প্রবেশ)

হায়। খবরদার! মূর্খ! ক্ষুদ্র প্রাণী-বধে এত উৎসাহ দেখাচ্ছ কেন? এত আত্মহারা গাউস খাঁ একটা তুচ্ছ রমণীকে জল থেকে তুলতে তুমি রাজ্যটাকে ভাসিয়ে দিচ্ছ! এক লহমার অন্তরায় জীবনের ঘটনার কত পরিবর্ত্তন করে তা জান?

গাউস। হজরত, এই একটু বিলম্বে অনিষ্ট হবে?

হায়। কালকে কখন ক্ষুদ্রজ্ঞান ক'র না। কালের একটু ক্ষুদ্রাংশও অনন্ত—গাউস খাঁ, সে-ও অনন্ত শক্তিধর।

গাউস্। মালেকা, আর আমি তোমার রাণীর রক্ষায় সময় নষ্ট করতে পারলুম না। তিন হাজার পাঠান সহচর আমার অপেক্ষায় ব'সে আছে।

(অভিবাদন ও প্রস্থান)

হায়। দাঁড়িয়ে দেখছ কি রাজরাণী, পুত্রবধূকে পথে ছেড়ে নিজে গৃহপ্রবেশের চেষ্টা কর। বিলম্ব করলে ওরই সঙ্গে তোমাকেও পথে ঘুরতে হবে। যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার পুত্র-বধূকে পথে নিক্ষেপ করেছে কে? আমি বলব, তুমি। মমতাময়ী রমণী, মমতা ভিন্ন তোমার ভাণ্ডারে আর কিছুই ছিল না। সেই মমতায় দুনিয়াকে আবৃত করতে গিয়ে, আপনাকে অনাবৃত করেছ।

জিন্নেত। হজরত—হজরত! রক্ষা কর। আমি অন্ধকার দেখছি।

হায়। আলোকশূন্য দেশে আর যে দেখবার কিছু নেই রাজরাণী? যাও মা মমতাময়ি, ঘরে যাও। এখানে আলোক দেখাই মরীচিকা। অন্ধকারই এখানে সত্য, অন্ধকারই এখানে আশ্রয়, অন্ধকারই আলোক।

জিন্নেত। হা ঈশ্বর, আমার অদৃষ্টে শেষে এই ছিল।

[জিন্নেত ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

হায়। এস মালেকা, এস রাণী, ঈশ্বরের ইচ্ছায় বাংলার নবাবাধিকার নাশের অভিনয় আরম্ভ হয়েছে। সে অভিনয় দেখবার যদি হৃদয়বল থাকে, সঙ্গে এস।

মালেকা। রাজ্য রক্ষা হবে না ?

হায়। কই মা, প্রকৃতির মুখের একপ্রান্তেও যে একটু হাসির রেখা দেখতে পাচ্ছি না !

রাবিয়া। হজরত ! আপনিও পারবেন না ?

হায়। রক্ষার জন্য প্রাণ ব্যাকুল, কিন্তু অদৃষ্টের বাণী।

মালেকা। রক্ষার চেষ্টা ?

হায়। বিড়ম্বনা—অদৃষ্টের বাণী।

রাবিয়া। অদৃষ্টের বাণী কি মিথ্যা হয় না ?

হায়। অদৃষ্টের বাণীতেই দুনিয়ার সৃষ্টি। সৃষ্টির আগেও তা যেমন সত্য, সৃষ্টির পরেও তা তেমনি সত্য। এখন তোমরা কে কি করবে উত্তর দাও। আমার নেমাজের সময় উত্তীর্ণ হয়, আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। (মালেকা অবনত জানু হইল) কি অভিপ্রায় ?

মালেকা। অন্তর্য্যামী গুরু—অভিপ্রায় আপনি বলুন।

হায়। যাও, চেষ্টার ইচ্ছা হয়েছে—চেষ্টা কর।

মালেকা। আপনার কথার ভাবে বুঝেছি, বিশ্বাসঘাতকের গুপ্ত অস্ত্রে মুর্শিদাবাদের কক্ষ ছিন্ন ভিন্ন হবে। কিন্তু হজরত, যতদিন পর্য্যন্ত আমার স্বামী জীবিত থাকবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আমাকে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতে কন্যাকে আদেশ করবেন না। অদৃষ্টের বাণী আপনার কৃপায় যেন শুনতে পাচ্ছি—অতি সূক্ষ্ম স্বরে ভাগীরথীতীরে—ওই ওই যেন বলছে—"স্বর্গচ্যুত তারকা সরফরাজ, আর কেন দুনিয়ার আবর্জনায় প'ড়ে যন্ত্রণা পাও ?" আবাহন গানের সুর উঠেছে। স্বর্গের দূত তাকে আলিঙ্গন করবার জন্য হাত বাড়িয়েছে। তবু, তবু—আমার সে গুরুদত্ত সহোদর—গুরু, গুরু, আমরা পাঠান-দম্পতী তাকে পরিত্যাগ করতে পারব না। সেলাম হজরত, সেলাম রাণী।

হায়। এস মা নবাব-মহিষী ! স্বামীর উদারতায় সন্দেহ ক'রে যে অবস্থা তুমি সাগ্রহে আবাহান ক'রে এনেছ, সেই ভিখারিণীর অবস্থা, তোমার স্বামীর চিরন্তন সখা, এই ভিখারীর সঙ্গে নিত্য ভোগে তৃপ্তিলাভ করবে এস।

রাবিয়া। আর কন্যাকে কেন তিরস্কার করেন, হজরত—অদৃষ্টের বাণী মিথ্যা নয়।

হায়। তা যদি বুঝে থাক মা, তা হ'লে সকল অবস্থায় তুমি রাণী।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ।

আলিবর্দ্দী ও ঘেসেটী।

আলি। নবাব কি করেছে ? ভাই সাহেবকে বরখাস্ত করেছে ?

ঘেসেটী। বরখাস্ত সে ত করেইছে। তা ছাড়া নিত্য অপমান করছে। চাচা আর বাঁচবে না।

আলি। নবাব নিজে অপমান করেছে ?

ঘেসেটী। নিজে দরবারে সমস্ত ওমরাওয়ের সুমুখে সামান্য মুহুরীকে যেমন বরখাস্ত করে, সেই রকম ক'রে বরখাস্ত করেছে। তারপর তার ওমরাওদের দিয়ে অপমান করাচ্ছে। মর্দ্দান আলি ও লুৎফুল্লা, ঘাটে পথে, চাচাকে যেখানে দেখছে, সেইখানেই মুখে যা আসে তাই বলছে। আমার কথা, চাচীর কথা, আমিনার কথা—আর কার নাম করব ? পিতৃব্য বুঝি আর বাঁচেন না। তিনি দিবারাত্রি কেবল হা আল্লা হা আল্লা ক'রে কাঁদছেন।

আলি। তুই এলি, তোর চাচাকে সঙ্গে ক'রে আনলি নি কেন ?

ঘেসেটী আমি নিজের দুঃখ জানাতে এসেছি ?

আলি। তোর আবার দুঃখ কি ?

ঘেসেটী। স্বয়ং নবাব আমাকে—

আলি। আর বলতে হবে না। রক্ষা কর ঘেসেটী, আর আমাকে ব্যাকুল ক'র না, চ'লে যাও। ভাল, যাবার সময় একটা কথা ব'লে যাও। এক বালক তোমার পিতৃব্যকে একখানা চিঠি দিতে গিয়েছিল, পিতৃব্য সে চিঠি পেয়েছেন ?

ঘেসেটী। পেয়েছেন। সে অদ্ভুত বালক অদ্ভুত উপায়ে চিঠি দিয়েছে। সেই চিঠির জোরেই পিতৃব্য শত অপমান সয়ে মুর্শিদাবাদে এখনও দাঁড়িয়ে আছেন।

আলি। বেশ। তা হ'লে তুমি এখন বিশ্রাম নাও।

ঘেসেটী। আমি বিশ্রাম নিতে আসি নি, আমি আপনার সম্মুখে জহর খেয়ে মরতে এসেছি।

আলি। অত অস্থির হ'লে ত চলবে না মা।

ঘেসেটী। আমার অপমানের, আমার পিতৃব্যের অপমানের প্রতিশোধ নেবেন প্রতিজ্ঞা করুন।

আলি। এ ত জোর করিয়ে প্রতিজ্ঞা করবার কথা নয় মা। এ সব অপমান আমার। তোমাদের কি মর্ম্মবেদনা? তা'র শতগুণ মর্ম্মবেদনা আমার। বলবান প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর সে অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। নাও, এখন আমার চিত্তের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি ক'র না। আমাকে চিন্তা করবার অবসর দাও, মহলে যাও, বেগম সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।

[ঘেসেটীর প্রস্থান।

আলি। বেশ হয়েছে, অছিলা যুটেছে। আমার কার্য্যে সকলেই সহায়, কেবল বাদী এক বেগম। কিছুতেই বেগমকে বোঝাতে পারলুম না। তার একার বাধায় আমাকে চক্ষুক্তিহীন করেছে, সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন ক'রে আজও অগ্রসর হ'তে পারছি না। মুর্শিদাবাদের দিকে অভিযান করবার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করতে পারলুম না। আজ অছিলা মিলেছে, বেগম-সাহেব আর আমার গন্তব্য পথে বাধা দিতে পারছে না।

(খাপি খাঁর প্রবেশ)

খাপি খাঁ! মীর্ ফির দেওয়ানকে খবর দে।

খাপি। খাপি খাঁ কবে দেরি ক'রে খবর দিয়েছে?

আলি। গিয়ে বলবি, "যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থায় আসুন।"

খাপি। বলব না ত কি বোবার মতন দাঁড়িয়ে থাকব?

আলি। আরে মর বেটা! আর দাঁড়াস নি—এখনি যা।

খাপি। তাই বল।

[প্রস্থান।

(নোয়াজেসের প্রবেশ)

আলি। কে ও? নোয়াজেস? তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?

নোয়া। আপনাকে শুভ সংবাদ দিতে এসেছি।

আলি। কি শুভ সংবাদ?

নোয়া। আপনার কন্যা নবাব কর্ত্তৃক অপমানিতা হয়েছে।

আলি। মূর্খ! এটা তোমার পক্ষে শুভ সংবাদ হ'ল?

নোয়া। আমার পক্ষে হবে কেন পিতৃব্য, আপনার পক্ষে। আপনি মুর্শিদাবাদে অভিযানের সমস্ত উদ্যোগ ক'রে, শুধু এক চাটীর বাধায় পঙ্গুর ন্যায় ব'সে আছেন। আপনি প্রবল শক্তির অধিকারী হয়েও সেই পবিত্র রমণীর দৈবশক্তিকে পরাস্ত করতে পারছিলেন না। তার একটি একটি সুমিষ্ট কথার আঘাতে আপনার অস্থিসন্ধি শিথিল হয়ে গিয়েছিল। আপনার কন্যা অপমান-কথার মালিশ দিয়ে আপনার সেই সন্ধি দৃঢ় ক'রে দিয়েছে। ঘেসেটী তার মায়ের কাছে কাঁদ্‌ছে—মায়ের মুখ মলিন হয়েছে। তিনি বুঝলেন, আর তিনি আপনার অভিযানে বাধা দিতে পারছেন না। এমন শুভ সংবাদ আপনি আর শুন্‌তে পাবেন না, এমন শুভ দিন আপনার আর আস্‌বে না।

আলি। বড়ই দুঃখের কথা নোয়াজেস, তুমি তোমার পিতৃব্যকে এত হীন বিবেচনা কর। তোমার পিতা সেখানে নজরবন্দী—অপদস্থ—শত্রু কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত. আমার কন্যাও অপমানিতা—আমি বীরের অহঙ্কার নিয়ে শক্তি থাকতে প্রতীকার না ক'রে চুপ ক'রে থাকবো?

নোয়া। হীন বিবেচনা করলে, আমি আপনার কাছে আসতুম না। আপনি শক্তিমান ব'লেই, আপনার সেই শক্তির জাগরণ দেখতে এসেছি। তবে কি জানেন পিতৃব্য, শক্তি থাকতে চুপ থাকা অতিবড় শক্তিমানের কাজ।

আলি। তা কি কখন কেউ থাকে নোয়াজেস?

নোয়া। আছে বই কি পিতৃব্য। আমি তাকে দেখেছি।

আলি। কোথায় দেখেছ?

নোয়া। যেখানে আপনি সসৈন্যে যাবার মানস ক'রেছেন। সেই মুর্শিদাবাদে।

আলি। বল্‌তে যদি বাধা না থাকে, তা হ'লে বল, কে সে।

নোয়া। যার বিরুদ্ধে আপনি অভিযান করেছেন, সেই নবাব সরফরাজ খাঁ।

আলি। আর একটি আমি জানি।

নোয়া। কে সে পিতৃব্য ?

আলি। সেটি আমার গুণধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নোয়াজেস খাঁ।

নোয়া। আপনি রহস্য করছেন। কিন্তু আপনি যখন রহস্যের ছলেও আমার শক্তির কথা উত্থাপন করেছেন, তখন আপনাকে বলি, আপনি আমার পিতৃব্য, চিরমাননীয়; সুতরাং বুঝবেন আমি আপনাকে রহস্য করছি না। আমি বড় হতভাগ্য। আমি একদিন ওই মহাত্মার কাছে শক্তি-মন্ত্রের সাধন শিক্ষা করতে গিয়েছিলুম, কিন্তু অপারগ হয়ে ফিরে এসেছি। তথাপি শুনুন পিতৃব্য! অতি অল্প দিনের সাধনায় আমি যে যৎসামান্য শক্তির অধিকারী হয়েছিলুম, তাতেই আমি বলদৃপ্ত দাম্ভিক আলিবর্দ্দী খাঁকে এক মুহূর্ত্তে বিধ্বস্ত করতে পারি, তাঁর প্রভুভক্ত বিশ হাজার সৈন্যকে এক মুহূর্ত্তে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে তাঁরই বক্ষ বিদ্ধ করবার জন্য ধাবিত করাতে পারি। ষোল বছরের নীরব সাধনায় তাঁর শক্তি ষোল কলায় পূর্ণ হয়েছে। আপনি কার বিরুদ্ধে অভিযান করতে চলেছেন ?

[প্রস্থানোদ্যত।

আলি। নোয়াজেস্ শোন!

নোয়া। আপনি বাংলার মসনদের ভিখারী। একবার নবাবের সম্মুখে যান, হাত পাতুন, তদ্দণ্ডেই বাংলার অধীশ্বরত্ব আপনার লাভ হবে। সেই তুচ্ছ সামগ্রীর জন্য আপনার অভিযান কেন ? বাংলার রাজশ্রী বহন ক'রে আনবার জন্য এত বাহক কেন ? তবে দুর্ভাগ্য, এ কথা আপনার বিশ্বাস হবে না।

আলি। নোয়াজেস্! এ কি সত্য বলছ ?

নোয়া। যদি অপর দিকে পূর্ণ ষোল কলার বল পান, তবেই অগ্রসর হোন। নতুবা হবেন না।

[নোয়াজেসের প্রস্থান।

আলি। তাই ত, এ পাগলটা বলে কি ? আমাকে যে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল! না না, আমিও কি পাগলটার সংস্পর্শে প'ড়ে পাগল হলুম! সরফরাজ শক্তিমান! এ যে দেখলেও বিশ্বাস করতে পারি না। তবু অগ্রসর হবার মুখে পাগলটা আমার মনটাকে কেমন টলিয়ে গেল! সরফরাজ শক্তিমান ? চিরদিন যাকে নিষ্ক্রিয়, অলস, অকর্ম্মণ্য, মতিহীন, ধর্ম্মহীন ব'লে জানি, যে কখন সাহস ক'রে একটি দিনও বেগম-মহলের সীমা অতিক্রম করলে না, সে কেমন ক'রে লোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে শক্তিমান হ'ল ? এক অলসের শক্তির সাক্ষী, আর একটা নিষ্ক্রিয় স্ত্রী-স্বভাব-বিশিষ্ট অলস। কার কথায় আলিবর্দ্দী তুমি অগ্রগমনে বিরত হ'চ্ছ ?

(চিন্তামণির প্রবেশ)

ছি চিন্তামণি! আমার জীবন-মরণ তোমার হাতে, আর তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রা যাচ্ছ!

চিন্তা। নিদ্রা যাচ্ছি কে বল্‌লে জনাবালি ? আর বিলম্ব করবেন না। আমি ত দেখছি আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছেন। চ'লে আসুন—

আলি। কোথায় ?

চিন্তা। এ আপনি কি বলছেন ? সমস্ত ফৌজ আপনার আদেশের অপেক্ষায় এক পা মুর্শিদাবাদের দিকে বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আলি। কই সনন্দ ত এল না।

চিন্তা। কে বললে এল না ? বাদসা মহম্মদ সা আপনাকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত করেছেন।

আলি। সনন্দ—সনন্দ—চিন্তামণি সনন্দ।

চিন্তা। গোলাম কি আপনার সঙ্গে রহস্য করছে জনাবালি ? (সনন্দ বাহির করিয়া) এই দেখুন বাদসাহী পাঞ্জা, এই দেখুন নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ, আর এই দেখুন নূতন উপাধি মহাবৎজঙ্গ।

আলি। (হাস্য) চিন্তামণি! শুনলে না ? তোমার অন্তরাল দিয়ে কি এক মোহকর আবাহন গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে, শুনতে পেলে না ? বলছে সন্দেহ ক'র না আলিবর্দ্দী! আমি তোমাকে বাংলার সিংহাসনে বসবার নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। কিন্তু সে গান কত দূরে ? অতি সূক্ষ্ম সুরে—যেন ভাগীরথীতীরে। বলছে আলিবর্দ্দী চ'লে এস, অনেকক্ষণ অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। চিন্তামণি! শোন, কি মধুর! শুনতে পেলে না ?

চিন্তা। আমাদের নাগরার আওয়াজ শোনা কান। সেই মুর্শিদাবাদেই গিয়ে শুনব জম্মাবাদি।

আলি। বেশ, চল—চল চিন্তামণি, কিন্তু চলতে চলতে শোন, এক ফকীর আমাকে ব'লে গেছে, তোমার অদৃষ্টে মসনদ লেখা আছে। অদৃষ্টের লেখা মিথ্যা নয়। এখনি মুর্শিদাবাদ দরবারে খবর পাঠাও, আমি ভোজপুরী জমীদারদের দমন করতে মুঙ্গেরের পথে যুদ্ধ-যাত্রা করলুম।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

শিবির।

(ছেদন খাঁ ও সরদারগণের প্রবেশ)

১ম সর। আমাদের কোথায় লড়াই করতে যেতে হবে সরদার?

ছেদন। ভোজপুর। ভোজপুরের জমীদারেরা বিদ্রোহী হয়েছে। দিল্লীতে পাঠাবার জন্য যে সমস্ত খাজনা সংগ্রহ হয়েছিল, তা তারা লুঠ করেছে। ভোজপুরীদের দমন করতে এক বৎসর পূর্ব্বে আমি আলিবর্দ্দী খাঁর সহায় হ'তে সুবেদার কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়েছিলুম। অতি দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে বহু চেষ্টায় ভোজপুর দখল করেছিলুম; কিন্তু নায়েব সুবেদারের দয়ার জন্য আমাদের সে বারের যুদ্ধজয় বিফল হয়েছে। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ ক'রে আমাকে শত্রুকুল নির্ম্মূল করতে নিরস্ত করেছিলেন। আজ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে সেই ভুলের সংশোধন করতে যেতে হবে।

১ম সর। পথ কি অতি দুর্গম?

ছেদন। অতি দুর্গম। আজন্ম যুদ্ধ-ব্যবসায়ী আমি, আমাকেও পথের জন্য সময়ে সময়ে বিপদগ্রস্ত হ'তে হয়েছিল।

১ম সর। এ বার কিন্তু আর তাদের ক্ষমা করতে দেব না।

ছেদন। আবার! এ বারে ভোজপুরকে মরুভূমিতে পরিণত করব। কারও অনুরোধ রাখব না। আমার করুণাময় প্রভু সরফরাজ নিজে যদি ভোজপুরীদের ক্ষমা করতে আদেশ করেন, ত তাঁরও আদেশ অমান্য করব।

(কোরাণ হস্তে মহম্মদ আলি ও গঙ্গাজল লইয়া চিন্তামণি, সঙ্গে নন্দলাল ও আলিবর্দ্দীর প্রবেশ)

আলি। ভাই সব! পাটনা পরিত্যাগের পূর্ব্বে আমি তোমাদের কাছে একটি প্রার্থনা করতে এসেছি।

ছেদন। সে কি হুজুরালি! কি হুকুম করবেন করুন।

আলি। হুকুম নয়, প্রার্থনা। মুসলমান সরদারকে কোরাণ স্পর্শ ক'রে, হিন্দু সরদারকে তুলসী ও গঙ্গাজল নিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

১ম সর। কি প্রতিজ্ঞা করতে হবে বলুন।

আলি। আমি আমার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। তোমরা আমার বহুদিনের সঙ্গী ও একমাত্র বিশ্বাসী। কেবল তোমাদেরই সাহায্যে আমি জয়লাভের আশা করি। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করছি যে, যদি তোমরা আমার ভাগ্যের অনুসরণ করতে ইচ্ছা কর, তা হ'লে শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও যে, যদি আমি গভীর জলমধ্যে কি ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে প্রবিষ্ট হই, তা হ'লে তোমরা কদাচ আমাকে পরিত্যাগ করবে না। আফ্রিদিয়ার কি রুস্তম যে কেহই আমার শত্রু হ'ক না, তাদের সম্মুখীন হ'তেও পরাঙ্মুখ হবে না। আমার বন্ধুদিগকে তোমাদের বন্ধু, আর আমার শত্রুদিগকে তোমাদের শত্রু ব'লে বিবেচনা করতে হবে। আমার ভাগ্যে যাই হোক না কেন, তোমরা আপন আপন জীবন ও ভাগ্য উৎসর্গ ক'রে আমার নিকট অবস্থিতি করতে ইতস্ততঃ করবে না।

১ম সর। হুজুরালি! আমি প্রতিজ্ঞা করলুম।
(কোরাণ স্পর্শ)

আলি। মুসলমান সর্দ্দারগণ!

সকলে। হুজুরালি! প্রতিজ্ঞা করলুম।

আলি। হাজারি সরদার!

ছেদন। আমি ত আপনার আছিই হুজুরালি!

আলি। তবু ভাই প্রতিজ্ঞা প্রার্থনা করি।

ছেদন। বেশ, হুজুরালি প্রতিজ্ঞা করলুম।

আলি। মুসলমান ভাই সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত। এইবার নন্দলাল!

নন্দ। হুজুরালি! প্রতিজ্ঞা করলুম।
(তুলসী স্পর্শ)

আলি। হিন্দু সরদারগণ!

সকলে। হুজুরালি! প্রতিজ্ঞা করলুম।

চিন্তা। হুজুরালি, এইবার হুকুম।

আলি। সরদারগণ! তোমরা এইবারে নিজ নিজ সৈন্য মুর্শিদাবাদের পথে চালিত কর।

ছেদন। মুর্শিদাবাদ? সে কি? আমরা ত জানি ভোজপুর।

আলি। ভোজপুরের ক্ষুদ্র শত্রুর জন্য আমাকে এ সকল শক্তিমান সরদারের এ রূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করবার প্রয়োজন ছিল না।

ছেদন। মুর্শিদাবাদ! মুর্শিদাবাদ! সেখানে কে আপনার শত্রু?

আলি। স্বয়ং নবাব।

ছেদন। সে কি? তিনি যে আমার আশ্রয়-দাতা!

আলি। কিন্তু আমার ঘোর শত্রু! নবাব আমার ভ্রাতার অপমান করেছে, আমার কন্যার অপমান করেছে। আমাকে বিনাশ অথবা বন্দী করবার চেষ্টা করেছে। এখন আবার আমার বংশ-মর্য্যাদায় আঘাত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হ'য়েছে। আমার ভ্রাতার জামাতা আতাউল্লার কন্যা লুৎ-ফউন্নিসার সঙ্গে আমার দৌহিত্র সিরাজের সম্বন্ধ স্থির করেছিলুম। নবাব সেই কন্যা নিজের পুত্রকে দেবার জন্য আমার ভাইকে দিবারাত্রি উৎপীড়িত করছে। অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারি, কিন্তু মনসবদার আমি বংশমর্য্যাদার হানি সহ্য করতে পারি না। যে করতে চায়, তার তুল্য আমি আর কাউকে দুষমন মনে করি না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইলে কেন মনসবদার? শপথ করবার আগে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন? ভাল, নবাবের বিরুদ্ধে অভিযান যদি তোমার অভিরুচি না হয়, তুমি এই স্থান থেকে প্রতিনিবৃত্ত হও, আমি প্রফুল্ল মনে তোমাকে ফুরসৎ দিচ্ছি। তুমি আমার সাহায্য না করলেও তোমার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও আমার স্নেহের হ্রাস হবে না। এস ভাই সব, তোমরা কে কে আমার ভাগ্যের অংশী-দার হ'তে চাও, সঙ্গে এস।

[ছেদন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ছেদন। মূর্খ! মুসলমান-কলঙ্ক! না জেনে, এক বিশ্বাস-ঘাতকের মিষ্টবাক্যে প্রলুব্ধ হ'য়ে এ কি শপথ করলি? আমার আশ্রয়দাতা মানদাতা করুণাময় প্রেমময় সরফরাজ! তোমার বিরুদ্ধে আমাকে অস্ত্র ধরতে হবে? তোমার আলিঙ্গন-দানেচ্ছু পবিত্র হৃদয়ে কৃপাণ প্রবেশ করাতে হবে? কে আছ? কে কোথায় আত্মীয় আছ? আমার বিকৃত বুদ্ধিকে সুপথে চালিত কর।

(মালেকার প্রবেশ)

মালেকা। আপনিই হাজারি মনসবদার ছেদন খাঁ?

ছেদন। কে তুমি সুন্দরী? সংসারে বান্ধব-হীনার সাহস বুকে ধ'রে, কে তুমি এই গভীর রাত্রিতে সৈনিক শিবিরে প্রবেশ করলে?

মালেকা। বান্ধবহীনাই যদি জেনে থাকেন, আর বান্ধবহীন যদি ধার্ম্মিকের আত্মীয় হয়, তা হ'লে শুনুন ধার্ম্মিক মুসলমান, আমি আপনার আত্মীয়া।

ছেদন। আমি ধার্ম্মিক এ কথা তুমি কার কাছে শুনলে বিবি সাহেব?

মালেকা। আপনি পরম ধার্ম্মিক। আপনার এ সুযশের প্রতিবাদ করে, এমন এক জন লোককেও আমি আজও পর্য্যন্ত দেখতে পাই নি। জীবনে আপনি অধর্ম্মের কাজ করেন নি। এ বয়স পর্য্যন্ত পবিত্র কোরাণের আদেশ আপনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

ছেদন। ঠিক শুনেছ?

মালেকা। ঠিক শুনেছি, আর আপনার পবিত্র মূর্ত্তি দেখে আমি তা বিশ্বাস করছি।

ছেদন। আপনি কে বিবি সাহেব?

মালেকা। আমি কে—আমি কে? বেশ, তৎপূর্ব্বে আপনার পরিচয় আমাকে দেবেন?

ছেদন। আমার পরিচয়! কি জানতে চাও সুন্দরী?

মালেকা। আপনি নবাবের কে?

ছেদন। আমি নবাবের গোলাম। তাঁর করুণায় বর্দ্ধিত।

মালেকা। আমার স্বামীও নবাবের গোলাম।

ছেদন। তিনি কে?

মালেকা। আপনি ত তাঁকে চিনবেন না! তিনি মুর্শিদাবাদে নবাগত।

ছেদন। আমি অনুমান করছি, তিনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ পাঠান সেনানায়ক গাউস খাঁ।

মালেকা। আপনি ঠিক অনুমান করেছেন।

ছেদন। তাঁর স্ত্রী হ'য়ে তুমি আমার কাছে কি ভিক্ষা করতে এসেছ বিবি সাহেব?

মালেকা। বড়ই দুর্ভাগ্য সরদার, যাঁকে আমি দুনিয়ার কোনও বীরের চেয়ে পরাক্রমে ক্ষুদ্র মনে করি নি—

ছেদন। ক্ষুদ্র মনে করবার কারণ নেই বিবি সাহেব!

মালেকা। তাঁর স্ত্রী হ'য়েও আমাকে আপনার দয়া ভিক্ষা করতে আসতে হয়েছে। আমার স্বামী এসেছেন, কিন্তু তাঁর দুর্দ্ধর্ষ পাঠান সৈন্য সঙ্গে আসে নি। তিনি তাদের আনতে গেছেন, ইতোমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার অভিনয়। আপনারা বিদ্রোহী।

ছেদন। আমাকে ধার্ম্মিক বলছিলে না?

মালেকা। এখনও বলছি। ধার্ম্মিক মুসলমান! ভৃত্যের ধর্ম্মরক্ষা করুন। প্রতারকের কথায় প্রভুর সর্ব্বনাশে যোগ দিবেন না।

ছেদন। ধর্ম্ম রক্ষা করতে যদি মর্ম্ম ছিঁড়ে যায়?

মালেকা। মুসলমান! ধর্ম্ম বড় না মর্ম্ম বড়?

ছেদন। তুমি বল। তোমার বাক্য গুরুর বাক্য জ্ঞানে আমি কার্য্য করতে প্রস্তুত আছি।

মালেকা। ধর্ম্ম বড়।

ছেদন। সুন্দরী, আমার সেলাম নাও, আর সেই সঙ্গে তোমার প্রভুকে জানাও যে, আলিবর্দ্দী খাঁর শিবিরে, আমার তুল্য তাঁর শত্রু দ্বিতীয় নাই। এই রণাভিনয়ের মীমাংসায় হয় আমি যাব, নয় তাঁর চিরানুগত গোলামের ছুরিতে তাঁর পবিত্র হৃদয় বিদ্ধ হবে।

মালেকা। এ কি বলছেন সরদার?

ছেদন। তুমিই বলিয়েছ সুন্দরী! আমার বিকৃত বুদ্ধিকে সুপথে চালিত করবার জন্য আমি অতি কাতর হ'য়ে একজন আত্মীয়কে ডেকেছিলুম। খোদা তোমাকে সেই আত্মীয়রূপে প্রেরণ করেছেন। ধর্ম্ম—মর্ম্ম বিঁধে ধর্ম্ম রাখব। কি দেখছ আত্মীয়া? সরল বিশ্বাস—মূর্খতা—আমি আলিবর্দ্দীর প্রতারণা-বাক্য বুঝতে পারি নি—কোরাণ ছুঁয়ে সরফরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। যাও, সংবাদ দাও,—আমি প্রভুদ্রোহী—অদৃষ্টে বাণী।

[ছেদনের প্রস্থান

মালেকা। বা! বা! মঙ্গল সাধতে এসে নিজে নিয়তি হলুম। (নেপথ্যে ভেরীধ্বনি) ওই রণভেরী বাজল, মরণের গান জাগল! চল্ মালেকা চল্, তোর প্রিয় সহোদর তোর অপেক্ষায় মৃত্যু ভরা রণাঙ্গণে প্রাণটি ধ'রে ব'সে আছে। সে আমাকে মরণের গান শোনাবার নিমন্ত্রণ করেছে রণভেরী বাজল, মরণের গান জাগল, চল্ মালেকা চল্।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

সুসজ্জিত কক্ষ।

সরফরাজ।

সর। কই এলে না? অপেক্ষায় অপেক্ষায় ব'সে আছি, কৈ এখনও তোমরা কেউ এলে না? কল্যাণময়ী রাবিয়া, আমার নীরব জীবনের সহচরী প্রেমময়ী রাবিয়া। এত অভিমান! আমার এ কোলাহলময় জীবন একদিনের জন্য তোমার সহ্য হ'ল না! অভিমানিনি! অপেক্ষায় ব'সে আছি—একবার এস—কোলাহলের মধ্যে মৃত্যুর ভীম নীরবতা যদি দেখতে চাও, তা হ'লে একবার এস। সঙ্গে সঙ্গে তুমি এস মালেকা! নব জীবন প্রভাতে নব বসন্তে স্বর্গচ্যুত কুসুম! সঙ্গে সঙ্গে তুমি এস। সমস্ত জীবন মরণের আবরণে আবৃত হয়েছে, শুধু নিশ্বাস বাকী আছে—বিলম্ব ক'র না, গান শোনাতে এস। এস হজরত! দূর থেকে স্বপন-ইঙ্গিত দেখিয়ে আমায় ব্যাকুল ক'র না—কাছে এস। এস আলিবর্দ্দী! বাংলার মসনদ নিয়ে আমি বিপন্ন হ'য়েছি। তুমি এসে আমাকে বিপন্মুক্ত কর। মর্ম্ম ফেলে এস না, মুসলমানের অমূল্য অধিকার বিশ্বাস ফেলে এস না। আমি বাংলার মসনদ তোমাকে দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

(বাখরের প্রবেশ)

বাখর। হুজুরালি!

সর। কি বাখর?

বাখর। আলিবর্দ্দী দূত পাঠিয়েছেন।

সর। এখনি তাকে পাঠিয়ে দাও—একা—সঙ্গে যেন কেউ না আসে।

[বাখরের প্রস্থান।

(খাপি খাঁর প্রবেশ)

সর। আলিবর্দ্দী খাঁ তোমাকে পাঠিয়েছেন?

খাপি। আং—

সর। কিছু বলবার আছে?

খাপি। আং আজ্ঞে না হুজুরালি!

সর। বুঝেছি, তোমার জিহ্বার জড়তা আছে। বেশ, ইঙ্গিতে বল—পত্র এনেছ? (খাপিখাঁর পত্র দান ও সরফরাজের পাঠ) তোমার প্রভু কবে পাটনা থেকে রওনা হ'য়েছেন, তার তারিখ দেন নি। তুমি জান? (খাপি খাঁর কথা কহিবার চেষ্টা) বান্দা! যদি তোর সত্য বলতে সাহস থাকে, তা হ'লে সত্য বল্। খোদার কৃপায় এখনি তোর জিহ্বার জড়তা দূর হয়ে যাবে।

খাপি। সত্যই বলব হুজুরালি!

সর। তোমার মনিব ভোজপুরীদের দমন করতে সসৈন্যে পাটনা ত্যাগ করেছে, না আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে?

খাপি। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

সর। সঙ্গে কত সৈন্য?

খাপি। ঠিক বলতে পারি না হুজুরালি—তবে আন্দাজ বিশ হাজার।

সর। কত দূর এসেছে?

খাপি। আমি মুঙ্গের পার হ'তে দেখে এসেছি। এতদিন হয় ত তেলিয়াগড়ী।

সর। আর কাউকে চিঠি দিয়েছ?

খাপি। তাঁর ভাই হাজী সাহেবকে।

সর। আর কাউকে দিয়েছ? ভয় পেয়ো না—ঠিক বল। যে বাক্‌শক্তি একবার স্ফুরিত হ'য়েছে, ভয়ে সত্যের অপলাপে আর তাকে স্তম্ভিত ক'র না।

খাপি। আর দিয়েছি জগৎশেঠকে।

সর। বেশ! বাখর! এই দূতকে মূল্যবান পরিচ্ছদ ও সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপহার দানের ব্যবস্থা কর।

(বাখরের প্রবেশ)

বাখর। হুজুরালি! জগৎশেঠজী!

খাপি। হুজুরালী! হজরৎ! (নতজানু) অজ্ঞান ছিলুম, অন্ধ ছিলুম, কোন্ দূর দেশে প'ড়েছিলুম! এত করুণা? কেন করুণা? ভয় হ'চ্ছে!

সর। কিছু ভয় নেই ভাই! ঈশ্বর তোমাকে যে করুণা দিয়েছেন, সেই করুণা অন্তরে অন্তরে অনুভব কর। আজ থেকে সত্যাশ্রয়ী হও। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার প্রভুকে ক্ষমা করলুম। আমি নিজ হাতে তাকে পত্রের উত্তর দিচ্ছি, তুমি নিয়ে যাবে। পত্রে আমি তাকে মসনদ গ্রহণের নিমন্ত্রণ করেছি। (বাখর ও খাপি খাঁর প্রস্থান) এনে দাও করুণাময়! হজরৎ! যে যেখানে আমার পাওনাদার আছে, সব এনে দাও। আমি অঞ্জলি-পূরে তাদের দেনা দিয়ে মুক্তি সাধন করি।

(ফতেচাঁদের প্রবেশ।)

ফতে। হুজুরালি! আদাব!

সর। পৌত্রের বিবাহ নিরাপদে সম্পন্ন হ'ল জগৎশেঠজী?

ফতে। হাঁ হুজুরালি! ঈশ্বরের কৃপায় নিরাপদে সম্পন্ন হ'য়েছে।

সর। শুনলুম, আপনার পৌত্রবধূ নাকি অপূর্ব্ব সুন্দরী!

ফতে। হাঁ হুজুরালি সুন্দরী।

সর। মুর্শিদাবাদে নাকি সেরূপ সুন্দরী নেই?

ফতে। তা কেমন ক'রে বলব হুজুরালি?

সর। বেশ, আমাকে দেখান, আমি দেখলে বলতে পারব।

ফতে। তা কেমন ক'রে হবে খোদাবন্দ?

সর। কেন, দোষ কি—শুনলুম ক্ষুদ্র দশ বৎসরের বালিকা। কন্যাকে দেখব, তাতে বাধা কি জগৎশেঠজী?

ফতে। বাধা আছে। জগৎশেঠের পর্দানসীন মহিলা কখনও নবাব-গৃহে প্রবেশ করে নি। দোহাই হুজুরালি, ও আদেশ করবেন না। প্রজার কুলমর্য্যাদায় হস্তক্ষেপ করবেন না।

সর। আপনি কি রাজার মর্য্যাদা রেখেছেন জগৎশেঠ ?

ফতে। রাজার মর্য্যাদা এ গোলাম নষ্ট করেছে ?

সর। করেন নি ? ভিখারিণীবেশে যে সময় নবাব-গৃহিণী আপনার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতে গিয়েছিল, আপনি তাকে আশ্রয় ভিক্ষা দিয়েছিলেন, না কাঙ্গালিনীর মতন দূর ক'রে দিয়েছিলেন ?

ফতে। তিনি জগৎশেঠনীর তাঞ্জাম চেয়েছিলেন।

সর। দিলে কি আপনার বংশের গৌরব ডুবে যেত, না আরও বর্দ্ধিত হ'ত। শুনেছি আপনাদের এক সাধু বিল্বমঙ্গল এক বণিকের গৃহে অতিথি হয়ে, তাঁর স্ত্রীর সতীত্ব ভিক্ষা করেছিলেন। কই তাতে কি সতীর মর্য্যাদা নষ্ট হয়েছিল, না আরও বর্দ্ধিত হয়েছিল ? এরূপ ক্ষেত্রে জগৎশেঠ ঈশ্বর নিজে এসে মর্য্যাদা রক্ষা করেন। রমণী ভুল করেছিল—সেই ভুল সংশোধনের জন্য যোগ্য আশ্রয়দাতা বুঝে আপনার ঘরে অতিথি হয়েছিল। হিন্দু ধর্ম্মের কোন্ শাসনে তাকে প্রত্যাখ্যান করলে ? আর এক আপনারই মত মর্য্যাদাবান হিন্দু সেই বিপন্নাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ঈশ্বর তাঁর মর্য্যাদা রাখতে মধুর ঘুমে মুর্শিদাবাদকে ঢেকে দিয়েছিলেন। এক ঈশ্বর দ্রষ্টা জগৎশেঠ। দুনিয়ার আর কোনও প্রাণী নবাব-গৃহিণীর গমনাগমন জানতে পারে নি।

ফতে। জাঁহাপনা ! অপরাধ করেছি !

সর। প্রায়শ্চিত্ত করুন। জগৎশেঠনীর তাঞ্জামে পৌত্রবধূকে নবাব-গৃহে প্রেরণ করুন।

ফতে। হুজুরালি! তার চেয়ে আমার শির গ্রহণ করুন।

সর। আপনাকে ভাবতে সময় দিচ্ছি।

ফতে। আমি ভেবেই বলছি—আমার জান নিন।

সর। পারবেন না ?

ফতে। প্রাণ থাকতে জগৎশেঠ কুলবধূকে নবাব-গৃহে প্রবেশ করাতে পারবে না।

সর। ভাল, তা না পারেন আর এক কাজ করুন। আপনার কাছে আমার মাতামহের গচ্ছিত সাত ক্রোর টাকা আছে। কেমন জগৎ শেঠ—কথা সত্য না মিথ্যা ?

ফতে। সত্য।

সর। সুদে আসলে এতদিনে তা চৌদ্দ ক্রোর হয়েছে, কেমন ?

ফতে। হয়েছে।

সর। এক দিকে চৌদ্দ ক্রোর, অন্য দিকে আপনার পৌত্রবধূ। শুধু মাকে একবার দেখব। দেখতে পেলে চৌদ্দ ক্রোর রেহাই। দেখাতে যদি অভিরুচি না থাকে, আজই আমার প্রাপ্য অর্থ আমার কাছে প্রেরণ করুন। পার্শ্বের গৃহে আপনাকে বিবেচনার অবসর দিলুম। কর্ত্তব্য স্থির ক'রে এখনি আমাকে উত্তর দিন।

[সরফরাজের প্রস্থান।

ফতে। তাই ত! এ যে দেখছি সমস্ত জানে! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সমস্ত জেনেও এতকাল এ ব্যক্তি কেমন ক'রে এই অগাধ অর্থ সম্বন্ধে নীরব ছিল ? কি করব ? এমন সমস্যায় ত আমি জীবনে কখন পড়ি নি! আলিবর্দ্দী খাঁ তেলিয়াগড়ীতে এসে ছাউনি করেছেন। আর পাঁচদিনের মধ্যেই তিনি মুর্শিদাবাদে এসে পড়বেন! এই পাঁচটা দিন কাটিয়ে দিতে পারলে যে আমি নিশ্চিন্ত হই। পাঁচটা দিন—পাঁচটা দিন! তা হ'লে কমবখত নবাব! তোমার জগৎশেঠের কুললক্ষ্মী দেখার সাধ জন্মের মতন আমি মিটিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

(মর্ত্তজা, মর্দ্দান আলি ও লুৎফুল্লার প্রবেশ)

মর্ত্তজা। যে রাজা নিজের রাজ্য হাতে ক'রে অপরকে বিলিয়ে দেবে, আমি তার উজীরী করতে পারব না। ভাই সব! আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমি আজই উজীরীতে ইস্তফা দিয়ে চ'লে যাব। পথের ভিখারী আবার পথে পথে বেড়াব।

মর্দ্দান। দোহাই উজীর সাহেব শান্ত হ'ন।

লুৎ। দোহাই, ক্রোধ করবেন না। আপনি উজীরীতে ইস্তফা দিলে, আর এক দিনের জন্যও মুর্শিদাবাদ নবাবের হাতে থাকবে না। প্রতিহিংসাপরবশ হাজী আহম্মদ একদিনেই এ রাজ্য গ্রাস ক'রে ফেলবে।

মর্ত্তজা। এক এক ক'রে রাজ্যের সমস্ত উচ্চ পদ থেকে বিশ্বাসঘাতক আহম্মদের লোকদের সরিয়ে

দিলুম, বিশ্বাসী লোকদের দান করলুম, নবাব সেই সকল পদ আবার তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। কোন ফল ত হ'লই না—লাভের মধ্যে আমার উপরে তাদের ক্রোধ মর্ম্মান্তিক হ'ল।

মর্দ্দান। আপনি বীরশ্রেষ্ঠ গাউস খাঁর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। দোহাই উজীর সাহেব! সহসা উজীরীতে ইস্তফা দেবেন না।

লুৎ। উজীর সাহেব! কসুর মাফ করেন ত একটা কথা বলি।

মর্ত্তজা। বলুন।

লুৎ। (চারিদিক চাহিয়া) গোপনে—এখানে বলতে সাহস করছি না!

মর্ত্তজা। বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ভাই! সে আমা হ'তে হবে না।

মর্দ্দান। আমিও বুঝেছি—হ'তেই হবে উজীর সাহেব। আমরা জীবন দিয়ে আপনার সাহায্য করবো।

মর্ত্তজা। বলেন কি? বিশ্বাসঘাতকতা—আমা হ'তে? আমি বোখারার সুলতানীর লোভ ত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছি।

লুৎ। এ লোভ নয়—রক্ষা—ধর্ম্ম-রক্ষা।

মর্দ্দান। শুধু ধর্ম্ম নয়, নবাবকে রক্ষা।

লুৎ। ইচ্ছা করেন, নবাবের অধিকার আবার তাকে ফিরিয়ে দেবেন।

মর্ত্তজা। এ চিন্তা ত স্বপ্নেও আমার মনে উদয় হয় নি। আমাকে ভাবতে অবসর দিন।

লুৎ। অবসরের সময় নেই—এখনি—উজীর সাহেব, এই মুহূর্ত্তেই কর্ত্তব্য স্থির করুন।

মর্দ্দান। বলুন আপনি প্রস্তুত। পাপিষ্ঠ আলিবর্দ্দী এ বাংলার কে?

মর্ত্তজা। তাই ত মাথা যে গুলিয়ে যাচ্ছে! বঙ্গভূমি! তোমার আধিপত্যের এ কি মাদকতা?

লুৎ। তা হ'লে নবাবের সঙ্গে এখন দেখা করবার কোনও প্রয়োজন নেই, চ'লে আসুন।

মর্দ্দান। ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি, আমরা আপনার সহায়।

মর্ত্তজা। গাউস খাঁ না ফিরলে, আমি কেমন ক'রে এ কার্য্যে সাহস করি?

লুৎ। আমরা কাজ হাঁসিল করতে না করতে তিনি ফিরে আসবেন। চ'লে আসুন, আর এখানে দাঁড়াবেন না।

(সরফরাজ, বাখর ও আহম্মদের প্রবেশ)

সর। ভাই সব! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আলিবর্দ্দী বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে মুর্শিদাবাদ দখল করতে আসছে।

আহ। দোহাই হুজুরালি! বিশ্বাস করবেন না। আলিবর্দ্দী আপনার গোলাম। সে কখন আপনার সঙ্গে বেইমানি করবে না।

বাখর। তবে কি বিশ হাজার ফৌজ নিয়ে আপনার ভাই মুর্শিদাবাদের হাওয়া খেতে আসছে?

সর। আহম্মদ! পবিত্র মক্কা তীর্থে গিয়েছিলেন—সেখানে সমস্ত বিষয়াশক্তিকে কবর দিয়ে এসেছেন জেনে আমার পিতা ও আমি আপনাকে অবিশ্বাস করতে সাহস করি নি। কিন্তু পদে পদে আপনি সেই বিশ্বাসে আঘাত করেছেন।

আহ। না হুজুরালি, কখন করি নি, করবও না। দুসমনের কথা শুনবেন না। আমরা আপনার বংশের কাছে চির-ঋণী।

বাখর। তাই বুঝি বিশ হাজার সঙ্গী নিয়ে আপনার ভাই হুজুরালির বুকে বিশ হাজার অস্ত্রের উপঢৌকন দিতে আসছে?

আহ। মিথ্যা কথা—দোহাই হুজুরালি, মিথ্যা কথা। আলিবর্দ্দীর অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। সে চিরকালই নবাবের আজ্ঞাকারী ভৃত্য।

বাখর। হাজি আহম্মদ! আর তোমার মর্য্যাদা রাখতে পারলুম না। আমি তোমার বেইমানির সাক্ষী সম্মুখে—করুণাময় মনিব তোমার সমস্ত অপরাধ জেনেও তোমাকে ক্ষমা করেছেন। ঈশ্বরের দোহাই, আর প্রভুকে মিথ্যা কথায় প্রতারিত ক'র না।

সর। আহম্মদ! কাল আমি আমার এই হিতৈষী উজীরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আপনার লোকের উপর আমার জীবনরক্ষার ভার দিয়েছি। এই ব্যক্তি অপমানে মর্ম্মাহত হ'য়ে আমাকে পরিত্যাগ করে চ'লে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এই সকল আমার চির-হিতৈষী বন্ধুও চ'লে যায়। বাকী রইল স্বজনগণের উপর ন্যস্ত আমার রাজ্য—সেই রাজ্যের উপর লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে আপনার ভাই ছুটে

আসছে। এখন আমার কর্ত্তব্য কি আপনি অনুগ্রহ ক'রে ব'লে দিন।

আহ। দোহাই—দোহাই—পশ্চিমে চেয়ে ব'লছি—হুজুরালি, আপনার কোনও অনিষ্ট হবে না। আমাকে ছেড়ে দিন—যদিও সে সৈন্য নিয়ে আসে, আমি যাওয়া মাত্র তাকে পাটনা মুখে ফিরিয়ে দেব।

সর। বেশ, আপনাকে যেতে অনুমতি দিলুম।

লুৎ। এ কি আদেশ করছেন হুজুরালি?

মর্দান। দোহাই হুজুরালি, এমন কাজ করবেন না—বৃদ্ধকে কিছুতেই ছাড়বেন না।

লুৎ। ওর কথা বরফের উপর লেখা, দেখতে দেখতে গ'লে যাবে। বৃদ্ধের মাথা জামীন রাখুন।

বাখর। কোন প্রয়োজন নেই! ওঁর মাথা নিয়ে হুজুরালির কি লাভ? হুজুরালি, বৃদ্ধের উপর শেষ বিশ্বাস স্থাপন করুন।

সর। যাও বৃদ্ধ! তোমার ভাইকে বেইমানী কাজ হ'তে প্রতিনিবৃত্ত কর।

আহ। ঠিক করবো হুজুরালি! আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন, যুদ্ধ-যাত্রা করবেন না! যদি আলিবর্দ্দী আসে, বিশ হাজার তলোয়ার হুজুরালির পদপ্রান্তে নিক্ষিপ্ত হবে।

[আহম্মদের প্রস্থান।

সর। ভাই সব! কর্ত্তব্য কি?

মর্দান। ও বেইমানকে কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ন।

সর। বেশ, তোমরা প্রস্তুত হও।

[মর্দান, লুৎফুল্লা ও বাখরের প্রস্থান।

সর। কই উজীর! সকলেই মতামত প্রকাশ করলে, আর তুমি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলে?

মর্ত্তজা। আমার ত মতামত প্রকাশের উপায় রাখেন নি। ওই বেইমানের লোক সব দূর ক'রে দিয়ে আমি বিশ্বাসী বীরের ওপর মুর্শিদাবাদ রক্ষার ভার দিয়েছিলুম। তারা থাকলে, লক্ষ সৈন্য নিয়ে এলেও আলিবর্দ্দী সহজে সহর দখল করতে পারত না। আপনি তাদের বরখাস্ত করেছেন।

সর। বিশ্বাসী? কোথায় বিশ্বাসী মর্ত্তজা? মুর্শিদাবাদের জলবায়ু বিশ্বাসের অনুকূল নয়। এখানে দু'দিন বাস করলে দেব-হৃদয়ও কলুষিত হয়। তাই'ত উজীর! তোমারও মুখে আজ আমি সে নির্ম্মল সৌন্দর্য্য দেখতে পাচ্ছি না কেন?

মর্ত্তজা। (পদতলে পড়িয়া) হজরত!

সর। কি করেছ উজীর?

মর্ত্তজা। হৃদয়ে বিশ্বাসঘাতকতার বীজ বপন করেছি।

সর। তুলে ফেল, আলিবর্দ্দীর বিশ্বাসঘাতকতার বিষমাখা তীর-ফলক দিয়ে তাকে এখনি হৃদয় থেকে তুলে ফেল। মুখের সৌন্দর্য্যে শয়তানি-কালিমা মাখিয়ো না। সুলতান-পুত্র সংসার ত্যাগ ক'রে ভিখারীর বেশে বাংলায় এসেছিলে। বাংলার বাতাস আগমনমাত্রেই তোমার প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে দিয়েছে। বুঝতে পারছি, তোমার মনে মসনদ নেবার অভিলাষ জেগেছে। আর নয়, ওঠ মর্ত্তজা! মৃত্যু, সুখের সমর-মৃত্যু আমাদের দূর থেকে দুন্দুভি ধ্বনিতে নিমন্ত্রণ করেছে। মৃত্যু বন্ধু, তাকে আলিঙ্গন করবে চল।

মর্ত্তজা। প্রাণে অনুতাপের জ্বালা! একবার প্রভু-রক্ষার চেষ্টায় প্রায়শ্চিত্ত করতে পাব না?

সর। বেশ, ক্ষণেক পার্শ্বের গৃহে অপেক্ষা কর, উত্তর দিচ্ছি। ঘরে জগৎশেঠ বিশ্রাম করছে, তাকে পাঠিয়ে দাও। (মর্ত্তজার প্রস্থান) মুসলমান তার পবিত্র সম্পত্তি চিরজ্বলন্ত বিশ্বাস হারিয়েছে। হিন্দু! এইবারে তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। যদি তোমাতে এখন ধর্ম্ম দেখি, তা হ'লে এখনও একবার রাজ্যরক্ষার চেষ্টা করবো, যদি না দেখি, আমার সাধের জন্মস্থান চির মধুর মুর্শিদাবাদ! তোমাকে বিশ্বাসঘাতকের রঙ্গালয় করতে চির নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করব।

(ফতেচাঁদের প্রবেশ)

কি জগৎশেঠজী! কি কর্ত্তব্য স্থির করলেন?

ফতে। হুজুরালি! গোলামকে ভাববার জন্য সপ্তাহ সময় দিন।

সর। ততদিন বিলম্ব সইবে না। আলিবর্দ্দী সসৈন্যে বাংলা জয় করতে আসছে, আপনি জানেন। সময় নিয়ে আমাকে প্রতারিত করবেন না। শুধু তাই নয়, আলিবর্দ্দী কোথায় এসে ছাউনি করেছে, তাও আপনার জানা আছে।

ভীত হবেন না, আমি ও প্রশ্ন আর করব না। এখন যা জানতে চেয়েছিলুম, আপনিই সেই প্রশ্নের উত্তর দিন।

ফতে। তা—তা—একান্তই যদি হুজুরালি জেদ না ছাড়েন, তা হ'লে রাত্রে—

সর। পৌত্রবধুকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন!

ফতে। কাজেই—গোলামের আর উপায় নেই।

সর। এই না ফতেচাঁদ, একটু আগে বংশ-মর্য্যাদা রাখতে তুমি জান দিতে চেয়েছিলে! সেই মর্য্যাদা তুচ্ছ অর্থের কাছে লঘু হ'য়ে গেল? অর্থ-লোলুপ বেণিয়া! যাও, তোমার পৌত্রবধুকেও দেখতে চাই না, তোমার কাছে যে প্রাপ্য অর্থ, তাও চাই না। সে অর্থ তোমার পাপ-হস্তে প'ড়ে কলুষিত হয়েছে। যাও, মুর্শিদকুলি খাঁর সঞ্চিত অর্থ তাঁর বিশ্বাঘাতক ভৃত্যের প্রয়োজনে নিযুক্ত ক'রে বংশমর্য্যাদার পোষণ কর। উজীর! (মর্ত্তজার প্রবেশ) আবর্জ্জনাপূর্ণ গৃহ রক্ষার আর প্রয়োজন নেই। এখনি যুদ্ধের আয়োজন কর। হিন্দুর কৃতজ্ঞতা দেখবার মোহে দাঁড়িয়েছিলুম। মোহ টুটেছে, বাঁধন ছিঁড়েছে। যুদ্ধের আয়োজন কর। মুক্তির আয়োজন কর। উজীর! জীবনের পরপারে ওই দেবদুন্দুভি বেজে উঠেছে, আর বিলম্ব ক'র না, সঙ্গে চল চল, সঙ্গে চল।

পঞ্চম অঙ্ক

—:•:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল।

মর্ত্তজা।

মর্ত্তজা। যাক, দুরাত্মা আমাদের সমরের আয়োজন দেখে ভয়ে সন্ধি করতে এসেছে। লাল রুমালে কোড়াণ মুড়ে নবাবের কাছে পাঠিয়েছে। সেই কোরাণ ছুঁয়ে যুদ্ধ করব না প্রতিজ্ঞা করেছে—ক্ষমা চেয়েছে। করুণাময় নবাব কোরাণ দেখেই তাকে ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এ যাত্রা আর আলিবর্দ্দীর সঙ্গে যুদ্ধ হ'ল না। এখন রাত্রিটে রণক্ষেত্রে কোনও রকমে কাটিয়ে প্রাতঃকালে নবাবকে নিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে যাই। গাউস খাঁ তার পলটন নিয়ে আজও পৌছিতে পারলে না। মুর্শিদাবাদী সৈন্য অশিক্ষিত। শুধু অশিক্ষিত নয়, তার অধিকাংশ আবার বিশ্বাসঘাতক। সুতরাং যুদ্ধ না হওয়া এক রকম ভালই হয়েছে। (নেপথ্যে রণকোলাহল) এ কি? সহসা পূর্ব্ব-ফটকে লড়াইয়ের গোলমাল উঠল কেন, (মর্দ্দানালির প্রবেশ) কেও—কেও?

মর্দ্দান। এই যে উজীর সাহেব! এই নিন্ আপনার বুদ্ধির পুরস্কার। (লাল রুমালে বদ্ধ ইষ্টক দান)

মর্ত্তজা। কি এ? এ কি? এ যে ইট!

মর্দ্দান। খুলে দেখলেন না এতে কি আছে? কোরাণ ব'লে হাতে দিতেই আপনারা কোরাণ ব'লে বিশ্বাস করলেন!

মর্ত্তজা। তাই ত, এ কি প্রতারণা!

মর্দ্দান। আর কেন, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'ন। আমাদের ঘুম পাড়িয়ে আলিবর্দ্দী অন্ধকারে নদী পার হয়েছে।

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

মর্ত্তজা। ভাই সব, প্রতারিত হয়েছি। বিশ্বাসঘাতক লাল রুমালে ইট মুড়ে কোরাণ ব'লে পাঠিয়েছে। আমাদিগকে নিশ্চিন্ত ক'রে অন্ধকারে নদী পার হয়েছে। এখন চারি দিকে আক্রমণ! রক্ষা করুন, এক এক জন এক এক দিক্ রক্ষা করুন।

মর্দ্দান। আর রক্ষা করবার রাখলেন কি? উজীর?

মর্ত্তজা। বেঁচে থাকি কিংবা বেঁচে থাক সরদার, কাল তিরস্কার করো।

(লুৎফুল্লার প্রবেশ)

লুৎ। পাঠান সরদার মুস্তাফা প্রবল বেগে নবাব-শিবির আক্রমণ করেছে। আলিবর্দ্দী সহরের পথ আক্রমণ করেছে। কে কোথায় আছ এস—বাধা না দিলে দাঁড়িয়ে মৃত্যু।

মর্দ্দান। তবে আর কথার প্রয়োজন কি! বাঁচি, বাঁচেন, নবাবকে রক্ষা করতে পারি, পারেন,

কাল প্রাতঃকালে যে যাকে সেলাম দেওয়া যাবে।

সুৎ। খোদা! বেইমানের হাত থেকে নবাবকে রক্ষা করবার বল দাও।

সর্দ্দার। চল, ভাই সব চল—নবাবকে রক্ষা কর—বাংলার মসনদ রক্ষা কর।

[সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে রণবাদ্য ও কোলাহল)

(সরফরাজ ও বিজয়সিংহের প্রবেশ)

বিজয়। দোহাই জাঁহাপনা! অন্ধকার—পথ চিনতে পারবেন না! শত্রুর গুলী চারি দিকে ছুটছে! দোহাই জাঁহাপনা—আর অগ্রসর হবেন না।

সর। বিজয়সিং, কি বুঝছ? ধর্ম্মের নামে যুদ্ধ। হিন্দু! কোন্ সাহসে তুমি আমাকে অগ্রসর হ'তে নিষেধ করছ? পবিত্র কোরাণ আবৃত ছিল, দেশের দুর্ভাগ্যে আবরণ উন্মোচনে সে ইষ্টকে পরিণত হয়েছে! প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও, সত্যের অন্তর্দ্ধানে মরতে দাও। মৃত্যু সত্য, মৃত্যু প্রাণ! বিজয়! তাকে আলিঙ্গন দিয়ে সত্যের পথ উন্মুক্ত ক'রে না দিলে, বাংলার গৃহে আর সত্য প্রবেশ করতে পারবে না। সত্যের পথ উন্মুক্ত কর। হিন্দু! সত্যের আগমনের জন্য অন্ততঃ একটি পথ-রেখা কণ্টকের আক্রমণ থেকে রক্ষা কর।

বিজয়। কি ক'রে রক্ষা হবে জনাবালি?

সর। কি ক'রে হবে? কে যেন আমাকে বলছে, শিবির পরিত্যাগ কর! বেইমানের ছুরীতে ম'র না! যদি মরণই তোমার ধ্রুব, তা হ'লে অগ্রসর হও, হৃদয়-শোণিতে সত্যাশ্রয়ীর ছুরিকার তৃষ্ণা নিবারণ কর।

বিজয়। তবে নবাব! আপনারই সম্মুখে, আপনারই জীবনরক্ষায় আমার মৃত্যু হোক।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জালিমের প্রবেশ)

জালিম। বাবা যে আমাকে ফেলে চললো! কে আমাকে নিয়ে যাবে! ওগো, কে আমাকে পিতার কাছে নিয়ে যাবে—নবাবের কাছে নিয়ে যাবে?

(রমার প্রবেশ)

রমা। কেউ নেই ক্ষুদ্র সরদার?

জালিম। ওরা সব চ'লে গেল—লড়াই বাধল—অন্ধকারে আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না, আমাকে সেখানে কে নিয়ে যাবে?

রমা। এই যে আমি আছি সরদার—কোলে ওঠ—রাজার রক্ষী হ'তে চাও ত আর এক লহমাও দেরী ক'র না।

[জালিমকে লইয়া প্রস্থান।

——

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রণস্থল (অপরাংশ।)

(নেপথ্যে রণকোলাহল, আলিবর্দ্দী ও চিন্তামণির প্রবেশ)

আলি। কই ভাই, কার্য্য ত সম্পন্ন হ'ল না?

(আহম্মদের প্রবেশ।)

আহ। ঠিক হবে—ঠিক হবে। কামানে বালি ভরেছি। বারুদে জল দিয়েছি। ভয় নেই আলিবর্দ্দী! ও মুহূর্ত্তের যুদ্ধ-চেষ্টা—এখনি বন্ধ হবে। এগিয়ে যাও—এগিয়ে যাও।

আলি। এস চিন্তামণি, এস—অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি—আর পিছু হটতে পারব না, এস।

(নোয়াজেসের প্রবেশ)

নোয়া। হুসিয়ার! ফিরে যাও পিতা—ফিরে যান পিতৃব্য—আপনাদের দুরভিসন্ধি পূর্ণ হ'ল না। স্বর্গ থেকে দূত নবাবকে রক্ষা করতে এসেছে। কি তীব্রগতি! বাধা দিতে নন্দলাল মরেছে, মুস্তাফা মরেছে—

আহ। সে কি? ও আল্লা! এ কি হ'ল?

নোয়া। ওই আসছে—পালাও—পালাও।

[প্রস্থান।

আহ। পালিয়ে এস—পালিয়ে এস—

(পলায়ন)

(গাউসের প্রবেশ)

গাউস। কই আলিবর্দ্দী—কই বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দ্দী ?

আলি। ভয় কি ভাই—মসনদ গ্রহণ করতে এসে মৃত্যু ভয়ে পালাব কেন ?

গাউস। তুই—বেইমান—তুই ?

(আলিবর্দ্দীকে আক্রমণ, পশ্চাৎ হইতে ছেদন কর্তৃক গাউস খাঁকে গুলী করণ। গাউস খাঁ ও আলিবর্দ্দীর ভূপতন।)

ছেদন। বস্—সব শেষ—আলিবর্দ্দী ! তোমার রাজ্য-প্রাপ্তির দুর্ভেদ্য বাধা মৃত্তিকাসাৎ করেছি, প্রভু সরফরাজের বিশাল বক্ষ আমার হস্ত-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র আলিঙ্গনের আকাঙ্ক্ষায় যেন অপেক্ষায় মুক্ত ছিল। বস্—সব শেষ ! না না, এখনও বাকী আছে। প্রতারিত মুসলমান ! এ.বারে কার প্রাণ ?

(জালিমের প্রবেশ)

জালিম। এ বার তোমার।

(ছেদনের বক্ষে ছুরিকাঘাত।)

ছেদন। আঃ ! কোথা থেকে এলি ? বালক বীর ! আমার অমানুষিক বীরত্বের অপূর্ব্ব পুরস্কার দিতে কোন্ দেবরাজ্য থেকে ছুটে এলি ?

জালিম। তুমি আমার পিতাকে হত্যা করেছ, প্রভুকে হত্যা করেছ—তাই আমি তার প্রতিশোধ নিতে এসেছিলুম।

ছেদন। সুন্দর প্রতিশোধ—পিছন থেকে অস্ত্রাঘাত করবার সমস্ত সুযোগ থাকতে তুই সুমুখে এসে ছোরা মেরেছিস্। ছোরা আমূল বুকে বিঁধে গেছে। রণক্ষেত্রে অস্ত্রশূন্য হয়েছিস্, নে ভাই, মেহেরবানি ক'রে আমার অস্ত্র উপহার নে !

জালিম। নেব ?

ছেদন। যদি না নিস্, আমার মর্ম্মবেদনা তোর সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

জালিম। তবে দাও—

[অভিবাদন ও প্রস্থান।

(আলিবর্দ্দী উঠিয়া)

আলি। কে তুমি অজ্ঞাত-পরিচয় বন্ধু, সকলের অলক্ষ্যে আমাকে মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করলে ? উদ্ধার ক'রে সঙ্গোপনে বাংলার মসনদ আমার হাতে তুলে দিলে ? কে তুমি ? আমার প্রাণদাতা, জয়দাতা, রাজ্যদাতা কে তুমি, সমস্ত দেহে রক্ত ধারায় প্রকৃত বীরত্বের গৌরব বহন ক'রে টলতে টলতে আসছ—কে তুমি ?

ছেদন। চিনতে পারছেন না নবাব ?

আলি। কে ও, হাজারি মনসবদার—তুমি ? তুমি এসেছ ? তুমি আমায় বাঁচিয়েছ ?

ছেদন। পবিত্র কোরাণ—হজরতের নাম—অমান্য করতে পারি নি।

আলি। তুমি গাউস খাঁকে মেরে আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করলে। নবাবকেও তুমি কি বিনাশ করেছ সরদার ?

ছেদন। করেছি। প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আমি—সেই মহাবীরকে ধরণীর কোলে স্থান দিয়েছি।

আলি। এস মনসবদার, তোমার বীর বক্ষ একবার বক্ষে ধারণ করি।

ছেদন। (হাস্য) তার উপায় নেই। এই মাত্র এক বালক দেব-দূত বেইমানের বুকের স্পর্শ থেকে, এই প্রতারিত মুসলমানের বক্ষের ব্যবধান দিয়েছে। (বক্ষে সংলগ্ন ভোজালি প্রদর্শন)।

আলি। তাই ত—এ কি ? এ যে ভোজালী !

ছেদন। এখনও কি এ বুকে বুক ঠেকাতে সাহস কর আলিবর্দ্দী খাঁ ? যাও, বাংলার মসনদ গ্রহণের বাসনায় বেইমানির উপর বেইমানি করেছ ! স'রে যাও, আমি মরিয়া—কাছে এলে তোমাকেও হত্যা করবো। নবাব, নবাব ! ক্ষমা চাই না। চোরের মতন হত্যা করেছি। করুণা ক'রে তোমার চরণের কাছে, আমাকে মাথা রাখতে দাও।

[প্রস্থান।

আলি। আর কেন, এস চিন্তামণি ! মসনদের পথ নিষ্কণ্টক হ'ল।

চিন্তা। দাঁড়িয়ে আর কি দেখছেন নবাব ? কাঁটায় কাঁটা বিঁধে আপনার সিংহাসনের পথ কুসুমকোমল ক'রে দিলে।

আলি। প্রহারের বেগ সামলাতে আমি পড়ে গেছি। চিন্তামণি ! আমার হাত ধ'রে নিয়ে চল।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রণস্থল (অপরাংশ)।

সরফরাজ।

সর্। কাল সংহারমূর্ত্তি নিয়ে খেলা করছে। ক্ষুদ্র আমি, তার খেলায় বাধা দিতে হাত বাড়িয়েছিলুম। অভিমান চূর্ণ হয়েছে—বিদ্ধ হৃদয়ে সঙ্গিহীন অবস্থায় কালাহত নরদেহ-প্লাবিত প্রান্তরে আমি কালের খেলনা হ'য়ে ব'সে আছি। আলিবর্দ্দী ভাইকে মসনদ গ্রহণের নিমন্ত্রণ করলুম—মুর্শিদাবাদের সৌন্দর্য্য অটুট রাখতে বিশ্বাসের পুষ্পপাত্রে সৌহার্দ্দের কুসুম উপহার নিয়ে আলিবর্দ্দীর সম্মুখে ধরতে এলুম, ভাইজান ছুরী হাতে আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলো—আত্মীয় স্বজনের বুকের রক্তে পুষ্পপাত্র কলুষিত ক'রে দিলে! আর কেন নয়ন! নিমীলিত হও—শোণিত-শীকর-সিক্ত বঙ্গ-প্রকৃতি দেখতে দেখতে মলিন হয়ে এলো—বিশ্বাস-ঘাতকতা মসনদ-গৃহের দ্বার অধিকার করলে—মুর্শিদাবাদ ওই বিপুল অন্ধকারে ঢেকে গেল!

(ছেদনকে লইয়া জালিমের প্রবেশ)

জালিম। হুজুরালি!

সর্। কেও, ভাই জালিম এলি?

জালিম্। আসতুম না। তোমার মরণ দেখতে আসতুম না। অন্ধকারে পথ চিন্‌তে পারি নি ব'লে, মা আমাকে কোলে ক'রে এনেছিল, সেই মা পথে ম'রে গেছে—বাবা ম'রে গেছে! তুমি ছিলে, তুমিও চললে। কি সুখে তোমার কাছে আসব নবাব? তবু এসেছি, তোমাকে যে মেরেছে, বাবাকে যে মেরেছে, মালেকা বিবির স্বামীকে যে মেরেছে, আমি তাকে মেরেছি।

সর্। সে ব্যক্তি কে জালিম?

ছেদন। করুণাময় প্রভু সরফরাজ—এই শয়তান।

সর্। কেও, ছেদন! তুমি?

ছেদন। নবাব—বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দ্দী—প্রতারণা—কোরাণ—ছুঁয়েছি—মেরেছি।

সর্। বুঝেছি—আর আমার কোন দুঃখ নেই। আমি অধার্ম্মিকের হাতে মরি নি। যাও ভাই—শান্তিময়ের রাজ্যে গিয়ে বিশ্রাম নাও।

(আলিবর্দ্দী ও নোয়াজেসের প্রবেশ)

নোয়া। ঠিক এইখানে তাকে হত হ'তে দেখেছি পিতৃব্য!

আলি। যাক্, আজ অন্ধকারে আর খোঁজা চলে না। রাত্রি-প্রভাতে তার দেহের খোঁজ করব।

সর্। (বক্ষে এক হস্ত দিয়া) খোঁজ ক'রে কি ক'র্‌বে আলিবর্দ্দী? দেহটাকেও কি নিশ্চিহ্ন হয়ে মাটীতে মিশতে দেবে না?

আলি। য়্যাঁ—য়্যাঁ!

সর্। খাড়া রও—কাঁপছ কেন—কথার ঝঙ্কার সহ্য করবার শক্তি নেই, তুমি না যুদ্ধ করতে এসেছ? দাঁড়াও—শেষ আদেশ—শোন শোন—আলিবর্দ্দী! তোমার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিস্বরূপ—বাংলার মসনদ তোমাকে দান করলুম।

(পতন)

আলি। ভাই ত এ কি শক্তি!—এ কি শক্তি! সর্ব্ব-শরীর কেঁপে গেল!

[প্রস্থান।

নোয়া। দাঁড়াও পিতৃব্য, দাঁড়াও—নোয়াজেসের কথায় বিশ্বাস কর নি—দাঁড়াও।

(সরফরাজকে সেলাম করিতে করিতে প্রস্থান)

মালেকা। নবাব! নবাব! নবাব!

সর্। ভাই বল—নবাব ম'রে গেছে—তোমাদের করুণাদত্ত অনন্ত সম্বন্ধ বহন ক'রে নিয়ে যাবার জন্য একটি ব্যাকুল ভিখারী পথপার্শ্বে প'ড়ে আছে। কিন্তু কই মালেকা! আমার কবরের উপরে গান গাইবে প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, যে মধুর মরণাচ্ছাদনে সারা জীবনটা আমি স্বপ্নে কাটিয়েছি—আমার সে সমাধির আবরণ রাগিণী কই?

(হায়দারির প্রবেশ)

হায়। এই যে এনেছি সখা। তোমার গন্তব্য-পথ কুসুমাকীর্ণ করবার জন্য, করুণাময় তাকে আগে থাকতেই সেই মহা-পথের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। অন্ধকারে গুলী এসে তোমার আগে তার বক্ষ বিদ্ধ করেছে!

সর্। এস হজরত, মৃত্যু-পথে হাত ধর।

হায়। তোমার সখা—তোমারই সঙ্গলোভে আমি ব্যাকুল হ'য়ে মুরশিদাবাদে ছুটে এসেছিলুম। চির মুক্ত পথ—চ'লে যাও।

সর্। মালেকা—মালেকা—আনন্দময়ী মালেকা! বিলম্ব কেন, করুণাময়ের আবাহন কর। এস হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরি! (মৃত্যু)

হায়। মালেকা! চক্ষুর জল, কেন না। আমার হৃদয়ের গোপন কথা শ্রবণ কর। ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটি ব্রাহ্মণ-সন্তানকে কিনে এনে তাকে বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলুম—সেই ঈশ্বরের ইচ্ছায় তার দৌহিত্রের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মসনদের উচ্ছেদ হ'ল।

যবনিকা পতন

চাঁদ বিবি

(ঐতিহাসিক নাটক)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

আদিল শা	বিজাপুরের সুলতান (চাঁদ বিবির দেবর-পুত্র)।
ইব্রাহিম শা	আমেদনগরের সুলতান (চাঁদ বিবির ভ্রাতুষ্পুত্র)।
বাহাদুর	ঐ পুত্র।
মল্লজী	মারহাট্টা সরদার (আমেদনগরের পাঁচহাজারি মনসবদার)।
দেলওয়ার খাঁ	আমেদনগরের বৃদ্ধ ওমরাহ।
এখলাস খাঁ	ঐ হাবসি সর্দার।
নেহাঙ খাঁ	ঐ ঐ
মিয়ানমঞ্জু	ইব্রাহিম শার উজীর।
হামিদ	আদিল শার সেনাপতি।
রঘুজী	নেহাঙ খাঁর দলস্থ রেসেলদার।
মুরাদ	সম্রাট আকবরের পুত্র।
মিরজা খাঁ	ঐ সেনাপতি।

খোজা মল্লু, প্রহরী, চর, সৈনিক, পথিক, নাগরিকগণ, মোসাহেবগণ, আমেদনগরী সৈন্য, বিজাপুরী সৈন্য, মাওলী সৈন্য ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

চাঁদ বিবি	আমেদনগরের সুলতান-কন্যা, বিজাপুর সুলতান আলি আদিল শার পত্নী।
তাজ বেগম	আদিল শার পত্নী।
মরিয়ম	ইব্রাহিম শার পত্নী (আদিল শার ভগিনী)।
যশোদা	মল্লজীর স্ত্রী।
খতিজা	দাই।
করজান	বাইজী।

দাসী ও পরিচারিকাগণ, নাগরিকাগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

চাঁদ বিবি

প্রথম অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

আমেদনগর—ইব্রাহিমের মন্ত্রণাগৃহ।

এখ্‌লাস খাঁ ও মিয়ানমঞ্জু।

এখ। মোগলকে বাড়ীর দোরের কাছ দিয়ে যেতে দেওয়া আপনার ভাল কাজ হয় নি।

মিয়ান। তবে কি তাদের সঙ্গে মিছামিছি একটা বিবাদ করব?

এখ। মিছামিছি? সে বিনা বাধায় আমেদনগরের অন্ধি-সন্ধি জেনে গেল?

মিয়ান। অন্ধিসন্ধি কি অম্‌নি জানলেই হ'ল?

এখ। কেন, জানতে অপরাধ কি? আপনি চোখের ওপর তাদের কেতাবের পাতা খুলে দিলেন। তারা কি আপনার মতন কানা বিশ্বাস ক'রে ব'সে আছে যে, তারা দয়া ক'রে আপনার কিছু দেখলে না!

মিয়ান। আমি যা ভাল বিবেচনা করেছি, তাই করেছি।

এখ। আপনি যা ভাল বিবেচনা করবেন, সবাইকে যে তাই ভাল ব'লে নিতে হবে, এমন বাধ্য-বাধকতা নেই। দেশশুদ্ধ লোক আপনার বিবেচনাকে ছ্যা ছ্যা করছে।

মিয়ান। দেশের লোকের করতে দায় প'ড়ে গেছে। তোমার মতন হবাসীর বুদ্ধি যাদের, তারা করতে পারে।

এখ। এই হাবসী ছিল ব'লে আজও আমেদনগর টেঁকে আছে। তা না হ'লে তোমার মতন দক্ষিণী মৌলবীর কেতাব-নাড়া বুদ্ধিতে রাজ্য রক্ষা হ'ত না।

মিয়ান। তাই তুমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলে!

এখ। করেছিলুম তোমার মতন উজবুকদের হাত থেকে রাজ্য নিষ্কৃতি দেবার জন্য।

মিয়ান। কেঁও গোলাম!

এখ। রাগছ কি উজীর! এই গোলামকে খোসামোদ ক'রে রাজা এনেছে, তবে সে এসেছে। সে তোমার মতন মেনি মৌলবীর ল্যাজ ধ'রে আমেদনগরে আসে নি। রাজা তোমার কাছে এক দিন পড়েছে, তাই খাতিরে উজীরী দিয়েছে। অন্য রাজার দেশ হ'লে কতকগুলো ল্যাওগা নিয়ে মুর নেড়ে তোমাকে আলেফ বে পে তে ক'রে জন্ম কাটাতে হ'ত। আমেদনগর ব'লে ত'রে গেলে।

মিয়ান। নিরেট মূর্খ আলেফ বে পের মর্ম্ম বুঝবে কি?

এখ। আর গণ্ডমূর্খ মৌলবী রাজকার্য্যের মর্ম্ম বুঝবে কি?

মিয়ান। হুঁসিয়ার এখলাস খাঁ! দোসরা বার যদি বদ্‌ জবান বল, তা হ'লে রীতিমত শিক্ষা দিয়ে দেব।

এখ। কি মৌলবী সাহেব! আলেফ বে পে তে শেখাবে নাকি? আলেফ জবর আ, আর বে জবর বা—মারামারি খুনোখুনী ক'রে হ'ল কিনা আবা—আরে ছো! করিমা ববক্সায় বরহালেমা! থেমে যাও, থেমে যাও—এ আর কচি ছেলেকে ঈশ্বরতত্ত্ব শেখান নয়! শেখাতে রীতিমত কলজার জোর চাই—মরিয়া হ'য়ে কুচ শেখাতে হয়।

মিয়ান। তবে রে গুয়ার!

এখ। চোপ রও বাঁদীকা বাচ্ছা।

(উভয়ের অস্ত্র বহিষ্করণ)

(বেগে মঞ্জরীর প্রবেশ)

মঞ্জরী। হাঁ হাঁ—করেন কি—করেন কি?

আপনা আপনির ভেতর এ কি করছেন? কোথায় এ সময় পরস্পর মিলে মিশে সৎপরামর্শ ক'রে, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের চেষ্টা করবেন, তা না ক'রে পরস্পরে বিবাদ—এ কি সর্ব্বনাশ!

মিয়ান। চাকামুখ হাব্‌সীর সঙ্গে আবার পরামর্শ কর্‌তে হবে!

এখ। তা হ'লে ভেঁাসলে সাহেব, এ বার থেকে মেনি-মুখো মৌলবীর সঙ্গে কেবল পরামর্শই করবেন।

মল্লজী। আমি হাত জোড় করছি—আপনারা ক্ষান্ত হ'ন। ভেতরের এ আত্মকলহ যদি বাইরে প্রকাশ পায়, তা হ'লে সর্ব্বনাশ হবে। অমনি অমনি ত মোগল আমেদনগরের ওপর নেকনজর রেখে আস্‌ছে।

এখ। শোন মৌলবী সাহেব শোন—বক্‌রাই নুড় নেড়ে যার সঙ্গে পরামর্শ করবে, সে কি বলে শোন। ভেঁাসলে সাহেব, এঁর সঙ্গে ঝগড়া কেন তবে শুনবেন? উনি বিদেশী মোগলকে বাড়ীর খিড়কী দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছেন।

মিয়ান। বিদেশী নয় কে? মোগল ত তবু হিন্দুস্থানী। আর এ হাব্‌সী এসেছে কোথা থেকে, মিসরের মরুভূমিতে চট প'রে, পিণ্ডিখেজুর খেয়ে জন্ম কাটিয়ে এখানে এসে হয়েছে ওমরাও!

মল্লজী। ও কি কথা বলছেন উজীর সাহেব?

এখ। তা হ'লে বিদেশী নয় কে? এ আমেদনগরও কিছু দক্ষিণীমিয়ানীর বাবার দেশ ছিল না। যদি পূর্ব্বপুরুষ ধ'রে কথা কইতে হয়, তা হ'লে বল্‌তে হয়, এই মল্লজী ভেঁাসলেও এখানকার বিদেশী। যে মুসলমান, যে হিন্দু, যে পাঠান, যে মারাঠী, যে হাব্‌সী, এখানে জন্মগ্রহণ করেছে, যে এই মায়ের অন্নে মানুষ হয়েছে, মায়ের দুধ খেয়ে যে জীবনের প্রথম দিন থেকে পুষ্ট হয়েছে, তাকেই আমি বলি স্বদেশী। যে বেইমান তা বলতে না চায়, তার মাথায় আমি পয়জার মারি।

মিয়ান। তা হ'লে মোগলই বা বিদেশী হ'তে গেল কিসে?

এখ। কিসে! সে কি আর এলেমি মৌলবীর বোঝবার ক্ষমতা? এই আমার মতন মূর্খ মালোজী ভেঁাসলে সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে জিজ্ঞাসা কর। এই দক্ষিণে, হিন্দু-মুসলমানে বালককালে একসঙ্গে কুস্তি করেছি—খেলেছি। এক মাঠের গমের রুটি পাকিয়ে খেয়েছি। এখানে যা লীলা করেছি—বাড়ী ঘর দোর, বাগান বগিচা, যা সাজিয়েছি—এই খানেই তার চিহ্ন থেকে যাবে। বংশ থাকে, ভোগ করবে, না থাকে, দেশের ধন দেশের গায়ে ছড়িয়ে যাবে, দেশের শোভা দেশের গায়ে মিলিয়ে যাবে। এক জায়গার বাঁধা ছবি টুকরো টুকরো হ'য়ে হাজার জায়গা—পল্লী গ্রাম, সমাজ, সহর শোভাময় কর্‌বে। এ মোগল, খোদা না করুন, যদি দক্ষিণ দেশে একবার আড্ডা গাড়তে পায়, তা হ'লে বসবে, লুঠ্‌বে, চ'লে যাবে—আর আস্‌বে না। দক্ষিণের ধনে, কেবল দিল্লীর কদর বাড়বে—আমেদনগরের তাতে লাভ কি? সত্যি কথা বল্‌তে কি মালোজী, আমি আমেদনগরের তুলনায় বিজাপুরকেও বিদেশ ব'লে মনে করি।

মল্লজী। আপনিই প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী।

এখ। পরামর্শের দরকার হ'লে আমি বিদেশীর কাছে কান পাতি না—বিবাদ-মীমাংসায়—এমন কি, আত্মকলহে বিদেশীর অস্ত্র-সাহায্য জান গেলেও ভিক্ষা করি না।

মিয়ান। তোমার বিদেশী, তোমার বাড়ীর পাশের প্রতিবাসী। আমার এমন ছোট নজর নয় যে, আপনার মুলুককে এতটুকু একটু ছোট গণ্ডীর ভেতর পূরে ফেল্‌বে।

এখ। তা হ'লে আর দুঃখ কেন, প্রতিবেশী ভাইদের দিল্লী থেকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে আমেদনগরের ঘরে ঘরে মাইফেল লাগিয়ে দাও।

মল্লজী। বাস্তবিক কথা বল্‌তে গেলে কাজ ভাল করেন নি উজীর সাহেব!

মিয়ান। কাজ ভাল করেছি, কি মন্দ করেছি, তার কৈফিয়ৎ ত আমি আপনাদের দেব না। দিতে হয় রাজাকে দেব।

এখ। আলবৎ দিতে হবে। কই রাজা? রাজা কি আছে? দিবা-রাত্রি মদ খেয়ে যে বিভোর হ'য়ে আছে, তার মাথা কোথায় তা কৈফিয়ৎ নেবে? রাজার মাথা থাকলে কি আর এ কাজ করতে পারতে উজীর? তখনি তোমাকে গর্দ্দান দিতে হ'ত। নসীবের জোর তাই বেঁচে গেছ। কিন্তু স্থির ব'লে রাখছি উজীর সাহেব,

বারবিগির যদি এমন কাজ হয়, তা হ'লে তোমাকে উজীরীতে সেলাম ঠুকতে হবে—

মিয়ান। ঠোকায় কে রে?

এখ। আবার কে রে, এই আমি।

মল্লজী। আবার—আবার বিবাদ আরম্ভ করলেন?—

মিয়ান। তুই—যা-যা হাব্‌সী, পোর্টুগীজ ফিরিঙ্গির জাহাজে খালাসীর কাজ করগে যা।

মল্লজী। নীচলোকের মতন এ করছেন কি? দোহাই উজীর সাহেব ক্ষান্ত হ'ন।

এখ। যাব—কিন্তু বেইমানকে এখান থেকে সরিয়ে জাহান্নমে দিয়ে তারপর যাব।

মল্লজী। দোহাই এখ্‌লাস খাঁ—ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

মিয়ান। তুই যদি না করিস, তা হ'লে তোকে বাঁদীর বাচ্ছা ব'লে জানব।

এখ। তা হ'লে এইখানেই তোকে জানিয়ে দিই—

মিয়ান। আয়, তাই দেখি—

মল্লজী। সে কি! আমি কাছে থাকতে তা হ'তে দেব না। আপনাদের বিবাদ করতে হয় বাইরে গিয়ে যে যার শক্তি প্রকাশ করুন। আমি রাজপ্রাসাদের রক্ষী। এখানে আমি এমন অন্যায় রক্তারক্তি হ'তে দিতে পারি না।

এখ। বেশ, তা হ'লে প্রস্তুত হয়ে থাক মিয়াজান।

মিয়ান। আমি প্রস্তুত হয়ে আছি—তুই হ'।

[এখলাস খাঁ ও মিয়ানমঞ্জুরের প্রস্থান।

মল্লজী। এ ত দেখছি সর্ব্বনাশের বীজ বপন হ'ল। এই থেকে যে বিষবৃক্ষের সৃষ্টি হবে, তাতে সমস্ত আমেদনগর ধ্বংস না হ'য়ে আর যাচ্ছে না। এখন আমি কি করি? বিজাপুররাজ কর্ত্তৃক তাঁর ভগিনীর রক্ষক হয়ে, আমি আমেদনগরে প্রেরিত হয়েছিলুম। এখানে এসে রাজার অনুগ্রহে পাঁচ-হাজারী মনসবদার হয়েছি। রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাওয়ের মধ্যে আমি এখন এক জন। শুধু তাই নয়, রাজার ওমরাওদের মধ্যে আমিই হচ্ছি এখন সবার চেয়ে বিশ্বাসী। মুসলমান রাজার অন্দর-মহলের ভার মুসলমানে পেলে না—পেলেম কি না আমি। এমন গৌরবের পদ পেয়ে,এমন মর্য্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে, আমি সহজে এ রাজ্য, দুটো অভিমানী লোকের খেয়ালের জন্য ধ্বংস হ'তে দেব? বেঁচে থাকতে এ বেইমানী ত করতে পারব না। কিন্তু কেমন ক'রে রক্ষা করি। রাজা থাকতেও নেই—দিবারাত্র মদ্যপানে বিভোর হ'য়ে বিলাস-ভবনে প'ড়ে আছে। আগে যেমন ভাল ছিল, এখন তেমনি খারাপ হয়েছে? রাজ্য রইল কি গেল, তার দৃষ্টি নেই। এখনও বেইমানী কেউ করে নি, তাই রাজা বেঁচে আছে। কিন্তু একবার অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হ'লে, আর কি রাজা থাকবে? বড়ই সমস্যার সময় উপস্থিত। ও দিকে মোগল আকবর লোলুপ দৃষ্টিতে আমেদনগরে গৃহকলহের প্রতীক্ষা করছে। বাদসার পুত্র মুরাদ, শক্তিমান সেনাপতি মির্জা খাঁর সঙ্গে গুজরাটে ওৎ মেরে ব'সে আছে। যেমন ফাঁক পাবে অমনি আমেদনগরে লাফিয়ে পড়বে। এই শুনলুম, তাদের সৈন্য আমেদনগরের প্রান্ত দিয়ে চ'লে গেল। বড়ই বিপদ উপস্থিত। এদের বিবাদ মীমাংসা না করতে পারলে ত উপায় দেখছি না। কিন্তু সাধলে কি এরা মিলবে—বাইরে থেকে চাপ দিয়ে এদের মেলাতে হবে। নইলে মেলবার আর উপায় দেখতে পাচ্ছি না। যাই আমার পরম প্রেমিক পূর্ব্বপ্রভু বিজাপুরপতি আদিল শার শরণা-পন্ন হই।

(দেলওয়ার খাঁর প্রবেশ)

দেল। ভোঁসলে সাহেব!

মল্লজী। আইয়ে খাঁ সাহেব—আইয়ে।

দেল। বলি, ব্যাপার কি?

মল্লজী। ব্যাপার বিষম। ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই।

দেল। তাতে ত ষাঁড়ের কিছু ক্ষতি নেই। মাঝে মারা যেতে "উলু খাগড়ারাই" যাবে। ভোঁসলে সাহেব! আপনি মধ্যস্থ হয়ে মিটিয়ে না দিলে যে সর্ব্বনাশ হয়!

মল্লজী। মেটবার কি চেষ্টা করি নি। এক জন উজীর, আর এক জন বড় ওমরাও, দু'জনে বহুকাল থ'রে পরস্পরকে ঈর্ষা ক'রে আসছে। এ বিবাদ এক জন না ম'লে কি মিটবে।

দেল। ব'লেই কি মিটবে?

মল্লজী। তা বল্‌তে পারি না খাঁ সাহেব। এখানকার ওমরাওদের মতলব যে কি, তা এত কাল আপনাদের ভেতর বাস ক'রেও বুঝতে পারছি না।

দেল। জানি আমি হাবসীর সরদার যখন ফিরে এসেছে, তখন একটা না একটা কাণ্ড বাধাবেই।

মল্লজী। না খাঁ সাহেব, পরস্পরের কথায় যা বুঝলুম, তাতে এখ্‌লাস খাঁর আমি তত দোষ দেখতে পেলুম না। দোষ প্রধানতঃ আপনাদের উজীরের। উজীর কারও সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে, মোগল-সৈন্যকে আমেদনগরের পাশ দিয়ে যেতে দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেন নি।

দেল। এতে কি উজীরের দুরভিসন্ধি আছে মনে করেন?

মল্লজী। তা কি ক'রে বুঝ্‌ব?

দেব। সেই কথা নিয়েই কি বিবাদ?

মল্লজী। তাই ত দেখ্‌লুম।

দেল। তা হ'লে যেমন ক'রে পারেন, এ বিবাদ মিটিয়ে দিন। আপনার কথার ভাবে বুঝতে পারছি, উজীর যদি জেতে, তা হ'লে রাজাকে মসনদ ছাড়তে হবে।

মল্লজী। তা হ'লেই ত ভাল বল্‌লেন। যাঁর বিপদ, তিনিই যখন এ সব দিকে লক্ষ্য রাখেন না, তখন আমি কেমন ক'রে এ বিবাদ মিটিয়ে দিতে পারি? আপনারা গিয়ে রাজাকে ধরুন।

দেল। রাজা থাক্‌লে ত ধরব। রাজা একমাস ধ'রে ছত্রমঞ্জিলে আমোদ নিয়ে প'ড়ে আছেন। দুনিয়ার কোথায় কি হচ্ছে, তার খোঁজ-খবর নেই। যখনই যাবেন, দেখ্‌বেন রাজা নেশায় বোঁদ! চোক মেলে আপনার দিকে চান, এমন ক্ষমতাও তাঁর নেই।

মল্লজী। তা হ'লে তাঁর থাকবারও আর বড় সুবিধে দেখছি না। ও দুয়ের যে জিতবে, সেই রাজ্য কেড়ে নেবে।

দেল। সেই ভয় ক'রেই ত আপনার কাছে এলুম। কিন্তু আপনি যে একেবারে নিরাশ ক'রে, দিচ্ছেন। পাঁচ হাজার মাওলী শিলেদার সৈন্য আপনার তাঁবে। আরও পাঁচ হাজার বার্গীর্। এতেও আপনি কোন প্রতীকার করতে পারেন না?

মল্লজী। পারি, কিন্তু যে উপায়ে পারি, তা কি আপনাদের পছন্দ হবে? অনুরোধ করেছি—বার বার করেছি—ফল হয় নি। আমি প্রকৃত পক্ষে বিজাপুরের লোক—এখানে সুধু মহল আপনাবার ভার পেয়েছি। আমার এখানে কথার মূল্য কি?

দেল। বিজাপুরের লোক ব'লেই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, নইলে মালোজী আমি আপনার কাছে আস্‌তুম না। আপনি বিজাপুর-রাজের প্রিয়পাত্র। রমণী-কুলশিরোমণি চাঁদসুলতানা আপনাকে জননীর চক্ষে নিরীক্ষণ করেন। আপনার স্ত্রী যোশী বাই তাঁর ধর্ম্মকন্যা। সেই চাঁদসুলতানাকে আমি আবার হাতে ক'রে মানুষ করেছি।

মল্লজী। (সসম্ভ্রমে) কই খাঁ সাহেব, এ কথা ত একদিনও আমাকে শোনান নি। চাঁদসুলতানা আমার মা। আমি তাঁকে মানুষ দেখি না। তাঁকে দেখ্‌লে আমার মনে হয়, মা গিরিনন্দিনী মুসলমান কুলে চাঁদবিবিরূপে অবতীর্ণা।

দেল। সেই চাঁদ বিবিকে আমিই মানুষ করেছি, আমিই শিখিয়েছি।

মল্লজী। খাঁ সাহেব, আর আপনি আমাকে আপনি ব'লে সম্বোধন করবেন না। আমি আপনার অনুগত আত্মীয়!

দেল। বেশ ভাই, বেশ! এই নিরক্ষর রাজার রাজ্যে এতকাল পরে একটি আত্মীয় পেলুম।

মল্লজী। এখন কি করব অনুমতি করুন।

দেল। আর তোমাকে অনুমতি করব কেন ভাই? তুমি যা ভাল বিবেচনা হয় কর। চাঁদ-সুলতানা তোমাকে রাণীর রক্ষী ক'রে এখানে পাঠিয়েছেন। তাঁকে যাতে বাঁচাতে পার, তাঁর ছেলেকে বাঁচাতে পার, তার চেষ্টা কর। বহুকাল পরে আমেদনগরে শান্তি এসেছিল, প্রজারা সুখে দুমুঠ খেয়ে দিন কাটাচ্ছিল। অন্তর্বিদ্রোহে যাতে সে শান্তি না ভেঙ্গে যায়, তার উপায় কর।

মল্লজী। যথা আজ্ঞা। কোই হায়?

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। প্রভু!

মল্লজী। তোমাকে আজই বিজাপুর যেতে হবে। রাত্রের মধ্যে যেমন ক'রে হোক পৌঁছান চাই-ই।

প্রহরী। যথা আজ্ঞা!

আগুজী। আস্তাবল থেকে ভাল আরবী ঘোড়া বেছে যাও। নিয়ে যত শীঘ্র পার রওনা হও। বিজাপুররাজকে এক পত্র দেব, তাই নিয়ে যেতে হবে। তুমি প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা কর। বিলম্ব ক'র না। (প্রহরীর প্রস্থান) খাঁ সাহেব! তা হ'লে বিশ্রাম করবেন চলুন।

খেল। হাঁ ভাই, যদি বিশ্রাম আসে, তা হ'লে এই বেলা নেবার সময় হয়েছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

আমেদনগর—উপকণ্ঠস্থ বন।

নেহাঙ খাঁ ও রঘুজী।

রঘুজী। কই সরদার, এখনও উজীরের কাছের কোনও খবর এলো না।

নেহাঙ। ব্যস্ত হচ্ছ কেন—খবর দেব বললেই কি দেওয়া যায়? কত বাধা, কত বিঘ্ন আছে! তবে উজীর যখন আমাকে আনিয়েছেন, তখন সে সমস্ত ঠিক না ক'রে আনায় নি। একটু বিলম্বে, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

রঘুজী। জঙ্গলের ভেতরে কতক্ষণ মাথা গুঁজে ব'সে থাকব? আমরা খাঁ সাহেব, গুলীর বেঁধা অম্লানে সহ্য করতে পারি, কিন্তু মশার হুল, একটুও সইতে পারি না।

নেহাঙ। একটা সহর দখল করতে এসেছ, একটু জঙ্গলের কষ্ট সহ্য করতে পারবে না?

রঘুজী। কষ্টের জন্য কি বলছি! এসেছি যখন, তখন যাতে ফিরে যেতে না হয়, সেই জন্য বলছি।

নেহাঙ। ফিরে যেতে কি এসেছি পাগল? সমস্ত ষড়যন্ত্র ঠিক হয়ে গেছে। বেশীর ভাগ সরদার উজীর মিয়ানমঞ্জুর দিকে। নয় কেবল এখলাস খাঁ। তবে তারই জন্য এই বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র। এখলাস খাঁ বরাবর সুলতান ইব্রাহিমের বিপক্ষ ছিল। বুরহান শার মৃত্যুর পর, তাঁর তিন পুত্রই সিংহাসন পাবার জন্য যুদ্ধ করে। এখলাস ছিল বড় রাজপুত্র ইসমাইলের পক্ষ ও মিয়ানমঞ্জু ছিল বর্ত্তমান রাজা ইব্রাহিমের পক্ষ, আর আমি ছিলুম শা আলীর পক্ষ। তিন দলেই পরস্পরে যুদ্ধ বাধে। কিন্তু মিয়ানমঞ্জু দক্ষিণীরই জয় হয়। জয়ী হয়ে সে ইব্রাহিমকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। সেই মিয়ানমঞ্জুই বিদ্রোহী। তখন বুঝতে পারছ না আমেদনগরের ভেতরের অবস্থাটা কি? ভয় নেই রোসেলদার! আর বারে নসীবের দোষে ফিরে গেছি—এ বারে আর ফিরছি না। ফিরে যাবে ব'লে নেহাঙ খাঁ দেশের দুসমন মোগলের কাছে মাথা হেঁট করে নি।

রঘুজী। সে বার ফিরতে হ'ল কেন?

নেহাঙ। নসীবের দোষে। আর ইব্রাহিম শার নসীবে সুলতানী ছিল ব'লে। মনে করেছিলুম, মিয়ানমঞ্জু আর এখ্‌লাস পরস্পরে বিরোধ ক'রে যেই দুর্ব্বল হয়ে পড়বে, আমিও অমনি পিছন থেকে আমার সমস্ত বেয়ারী সেপাই নিয়ে দু সরদারেরই ঘাড়ে চেপে পড়ব। মিয়ানমঞ্জু জেতে তাকে ধ্বংস করব; এখ্‌লাস জেতে তাকে শিকলে বেঁধে চিরদিন আমার সুমুখে বন্দী ক'রে রাখ্‌ব।

রঘুজী। তার ওপর এ নেকনজর হ'ল কেন?

নেহাঙ। হবার প্রধান কারণ জাতিশত্রুতা। এখলাস খাঁও হাব্‌সী—আমিও হাব্‌সী। আমি তাকে রাজসরকারে প্রবেশ করিয়েছিলুম। কি কৌশলে সে সুলতান বুরহানশাকে সন্তুষ্ট ক'রে রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাও হয়েছিল। সেই অবধি সে অহঙ্কারে আমাকেও তাচ্ছীল্য করত। যদি অবকাশ পেতুম ত তার প্রতিশোধ নিতুম। যদি এখনও পাই ত প্রতিশোধ নিই।

রঘুজী। তা—হাঁ সরদার, মিয়ানমঞ্জুই যদি এখনও রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তা হ'লে সে এরূপ বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছে কেন?

নেহাঙ। আমারও দশা যা হয়েছিল, উজীরের এখন তাই হয়েছে। এখলাস খাঁ পরাভূত হয়ে গোলকুণ্ডায় পালিয়ে যায়। রাজা কিন্তু সিংহাসনে ব'সেই তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে দেশে আনে—এনে তার পূর্ব্বপদ তাকে প্রদান করে। এই হ'ল মিয়ানমঞ্জুর রাগ। এখন আর মিয়ানমঞ্জু সর্ব্বময় কর্ত্তা নেই। রাজ্যের অর্দ্ধেক অধিকার এখ্‌লাস খাঁর হাতে।

রঘুজী। যদি বলতে বলেন সরদার, তা হ'লে বলি, এ রকম কৌশলে আমেদনগরের কেল্লা দখল অসম্ভব।

নেহাঙ। কেন বল দেখি? মিয়ানমঞ্জু কি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে?

রঘুজী। তা বলতে পারি না, কিন্তু সে যে আপনার সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে কিছু করতে পারবে, তা বোধ হয় হচ্ছে না। কেন না রাজাকে আমার অতি বুদ্ধিমান ব'লেই বোধ হচ্ছে। তিনি শত্রুকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে বিশ্বাসের কার্য্য দিয়েছেন। কেন বুঝেছেন? রাজা দু'টি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরস্পরের চোখের ওপর রেখে দিয়েছেন। এ ষড়যন্ত্র করে ত ও প্রকাশ ক'রে দেবে, ও করে ত সে প্রকাশ ক'রে দেবে।

নেহাঙ। (হাস্য) তা যা বলেছ ঠিক। রাজা যথার্থই বুদ্ধিমান ছিলেন। কিন্তু এখন আর তা নেই। মিয়ানমঞ্জু তাকে মদ খাইয়ে আর আমোদ দিয়ে, এমনি বে-এক্তার ক'রে দিয়েছে যে, তাতে আর পদার্থ নেই। রাজা দিবা-রাত্রি আমোদ নিয়ে ছত্রমঞ্জিলে প'ড়ে আছেন—রাণীর সঙ্গে পর্য্যন্ত দেখা করেন না! ভয় নেই রঘুজী, রাজা আর নেই।

রঘুজী। কিন্তু এখ্‌লাস খাঁ ত আছে।

(চরের প্রবেশ)

নেহাঙ। কি খবর?

চর। এখলাস খাঁ—আর উজীরে বিষম বিরোধ বেধেছে।

নেহাঙ। কেন? আমাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেয়েছে?

চর। আজ্ঞে না, তা এখনও পায় নি। একদল মোগল পল্টন সহরের পশ্চিম দিকের পথ দিয়ে চ'লে গিয়েছে। এখলাস খাঁ তাইতে উজীরের সঙ্গে তকরার করতে গিছল—ফলে উভয়ে বিবাদ বেধেছে। দুইজনেই পরস্পরকে জব্দ কর্‌ব প্রতিজ্ঞা করেছে।

নেহাঙ। তা করুক—আমাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায় নি ত?

চর। না জনাব, তা পায় নি। আমি এইমাত্র উজীরের কাছ থেকে আসছি। যদিও তার মনে এতদিন একটু আধটুও ইতস্ততঃ ভাব ছিল, আজ একেবারেই নেই। এখলাসকে জব্দ করতে যদি জাহান্নমে যেতে হয়, তাতেও উজীর যেতে প্রস্তুত। ঠিক যেই মিনারের ঘড়িতে রাত দুপুরের গজল হবে, অমনি কেল্লার পূর্ব্ব দোরের খাটীর পাহারা রঙমশাল জালিয়ে সঙ্কেত কর্‌বে। আপনাদের পৌঁছোনোর নিদর্শন পাবামাত্র পাহারাদার ফটক খুলে দেবে।

নেহাঙ। বহুত আচ্ছা—যাও। (চরের প্রস্থান) বস্—আর কি রঘুজী? তইরি হও। আর বারে নসীবের দোষে লড়াই কত্তে ক'রেও ফিরে গিছ্‌লুম, এ বারে আর ফির্‌ছি না।

রঘুজী। আর বারে ফিরেছিলেন কেন জনাব?

নেহাঙ। সে দুঃখের কথা আর তুল না। এখলাস মিয়ানমঞ্জুর কাছে হেরে, আগে থাক্‌তেই পালিয়ে যায়—আমি অমনি পিছন থেকে মিয়ান-মঞ্জুকে আক্রমণ করি। মিয়ানমঞ্জু হঠাৎ পেছন থেকে আক্রান্ত হয়ে আক্রমণের বেগ সহ্য করতে না পেরে, সমস্ত দল নিয়ে পেছিয়ে পড়ে। কেল্লার ভেতর ঢুকি, এমন সময় কোথা থেকে একদল বর্গী এসে আমাকে এমন তীব্র বেগে আক্রমণ করলে যে, ব্যাপার কি বুঝ্‌তে না বুঝ্‌তে সমস্ত দল আমার ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়্‌ল। আমি কোনও রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিলুম। পরে শুন্‌লুম, ইব্রাহিম শার সাহায্য কর্‌তে চাঁদ বিবি, বিজাপুর থেকে মালোজী ভোঁসলেকে একদল বর্গী দিয়ে আমেদনগরে পাঠিয়ে-ছিলেন।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। হুজুর! এক জন আওরৎ ঘোড়ায় চ'ড়ে বনের দিকে আস্‌ছিল। কিন্তু আস্‌তে আস্‌তে পথের মাঝে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এক-দৃষ্টে বনের দিকে লক্ষ্য কর্‌ছে। বোধ হয় সে আমাদের সন্ধান পেয়েছে।

নেহাঙ। আওরৎ?

সৈনিক। মারাঠা স্ত্রীলোক ব'লে বোধ হচ্ছে। হাতে হেতিয়ার আছে।

নেহাঙ। তাকে কৌশলে যদি গ্রেপ্তার কর্‌তে পার, তা হ'লে হাজার রুপেয়া বক্‌সিস্ পাবে।

সৈনিক। যো হুকুম—

নেহাঙ। ভয় দেখিয়ো না—আস্তে আস্তে কাছে যেও। ভুলিয়ে আন্‌তে পার, এন। না পার, জোর ক'রে ধ'রে এন।

[সৈনিকের প্রস্থান।

রঘুজী। মারাঠা স্ত্রীলোক হাতে হেতিয়ার—ও কি তাকে ধরতে পার্‌বে?

নেহাঙ। তা হ'লে তুমিও যাও।

[রঘুজীর প্রস্থান।

(দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

২য় সৈ। জনাব! আওরং ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে পালায়।

নেহাঙ। সহরের ভেতর ঢুকতে না ঢুকতে তাকে যে গ্রেপ্তার ক'রে আনতে পারবে, সে পাঁচ হাজার টাকা বকসিস পাবে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

আমেদনগর—রাজপথ।

যশোদা বাই ও রঘুজী।

রঘুজী। এ কোথায় আমাকে আনলে বিবি সাহেব! এ যে একেবারে জাঁহাপনার মহল!

যশোদা। সুন্দরী পাকড়াও করতে এসেছিলে—তাই একেবারে সুন্দরীর ঝাঁকের ভেতর এনে তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি।

রঘুজী। আজ্ঞে চোখটাই ছিল না বুঝতে পারছি। সুন্দরী মনে ক'রে বাঘিনী ধরতে এসেছিলুম। এখন আমার মরতে ইচ্ছে হচ্ছে। দুকান কাটা হ'লে আমি সহরের মাঝখান দিয়ে চ'লে যেতে পারতুম—যেখানে নিয়ে যেতে, সেইখানেই আমি হাসি মুখে হাজির হতুম, এ তা পারছি না। আওরতে মাথার পাকড়ি খসিয়ে চুলের মুঠি ধ'রে সারাটা পথ ঘোড়ার পিঠে ঝুলিয়ে এনেছে; এ যদি কেউ শোনে, তা হ'লে জনসমাজে মুখ দেখাতে পারব না। আমায় আর কোথাও নিয়ে যেও না—এইখানেই গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি—তুমি আমায় হত্যা কর।

যশোদা। অভয় যখন দিয়েছি, তখন আর হত্যা করব না। আর স্বামী ভিন্ন অন্যে তোমার এ লাঞ্ছনার কথা শুনতে পাবে না। সে বিষয়েও তুমি নিশ্চিন্ত হও। হত্যা করা দূরে থাক, তোমার গায়ে পর্য্যন্ত আঁচড় লাগবে না। আর সমস্ত কথা যদি সরল মনে খুলে বল, তা হ'লে উপরন্তু তোমাকে পুরস্কার দেব।

রঘুজী। পুরস্কারের বাকি কি আছে? তুমি যে ঘোড়ার চেপেছ, তারই পণখানেক চাট খেয়েছি।

যশোদা। আমি যে কিছু জেনে আসি নি, তাও নয়, আর জেনে যে তার কোন প্রতীকার করব না, তাও নয়। বল, বাড়ার ভাগ। এখনি সকল রহস্য প্রকাশ পাবে।

রঘুজী। আচ্ছা চল, ভাবতে ভাবতে যাই।

যশোদা। তবে আমাকে স্বামীর অনুসন্ধানে যেতে হবে, সেইজন্য তোমাকে আমি কিছুক্ষণের জন্য বন্দী ক'রে রাখ্‌ব। ক্ষুধার্ত্ত যদ্যপি থাক, বল, আহার দিয়ে যাই।

রঘুজী। আজ্ঞে আরবী ঘোড়ার চাট খেয়েছি, আবার ক্ষিধে? বিবি সাহেব! ক্ষুধার্ত্ত নই—তবে—পিপাসী। তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

যশোদা। বেশ, চ'লে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দেলওয়ার ও মল্লজীর প্রবেশ)

মল্ল। যখন ভাগ্যক্রমে ভাইসাহেব আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'ল, তখন আপনার নাতীর বৌএর সঙ্গে আপনার পরিচয় হ'তে বাকী থাকে কেন?

দেল। ভাই সাহেব! আমি উদ্‌গ্রীব হ'য়ে শুভ সময়ের প্রত্যাশা করছি।

(যশোদার পুনঃ প্রবেশ)

যশোদা। সরদার! (দেলওয়ারকে দেখিয়া প্রস্থানোদ্যত।)

মল্ল। সরদার ব'লে ফিরে যাচ্ছ কেন? কি বলতে চাও, বল। ইনি আমেদনগরের ভেতরে আমাদের পরমাত্মীয়। তোমার মা চাঁদসুলতানার গুরু।

যশোদা। সত্যি? সেলাম ভাই সাহেব।

দেল। সেলাম, বিবি সেলাম।

যশোদা। এত কাল ত ভাই সাহেবকে আমরা দেখি নি।

মল্ল। না যোশী! এত কাল আমেদনগরে বাস ক'রেও আমরা এ আত্মীয়ের সন্ধান পাই নি।

দেল। আমারও দুর্ভাগ্য। তোমরা আমার আপনার জন কাছে থাকতে আমি তোমাদের খোঁজ নিয়ে পরিচয় করি নি। এই বৃদ্ধ বয়সের কটা অমূল্য দিন বৃথা কেটে গেল। বৃদ্ধ হাতে

পেয়ে লোকালুকি করতে পারলুম না। গৃহিণীশূন্য হয়ে আকাশ-পানে চেয়ে দিন কাটিয়েছি—চুল সব মনের দুঃখে ধব্‌ধবে ক'রে ফেলেছি, এমন নাতনী কাছে আছে জানলে কি বুড় ব'লে ধরা দিতুম? এখন ভাই সাহেবকে কি বলতে এসেছ, নিঃসঙ্কোচে বলতে পার। আর যদি আমার সুমুখে বলতে সমিহ কর, বল, আমি প্রস্থান করি।

যশোদা। গোপনীয় কথা বটে, তবে পরমাত্মীয়ের কাছে নয়। আপনিও শুনুন—শুনে আমার অতি বুদ্ধিমান স্বামীকে একটা পরামর্শ দিন।

মল্ল। আজ যে বড় মুখ বন্ধ—তা হ'লে ভাই-সাহেবের সঙ্গে প্রথমালাপেই আমাদের ভালবাসার হাঁড়িটে ভাঙ্গবে দেখ্‌ছি।

দেল। ভাঙ্গ ভাই, ভাঙ্গ—আমি হাট নই যে, হাঁড়ীর মেওয়া লুঠ হবে। আমি আবার কুড়িয়ে তোমাদের ফেরত দেব।

যশোদা। দেখুন ভাই সাহেব—উনি কথায় কথায় আমার কাছে অহঙ্কার করেন—আমি বড় সজাগ প্রহরী।

মল্ল। কি ব্যাপারটা বল?

যশোদা। সহরে বিদ্রোহ হচ্ছে তার খোঁজ রেখেছ কি?

দেল। বিবি সাহেব! ঠকে গেলে। ভাই-জীকে আমার হারাতে পারলে না।

যশোদা। (স্বগত) তবে কি সত্য সত্যই ঠকলুম? স্বামী কি আমার এ গূঢ় ষড়যন্ত্রেরও সংবাদ রেখেছে!—(প্রকাশ্যে) তা হ'লে তুমি খবর রেখেছ? কিন্তু যে ভাবে ভাইসাহেবের সঙ্গে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে কথা কচ্ছ, তাতে ত বোধ হয় না তুমি বুঝতে পেরেছ।

মল্ল। তুমি কি কিছু বুঝ্‌তে পেরেছ?

যশোদা। তুমি রাজ্যের ওমরাও, পাঁচহাজারি মনসবদার—তুমি বুঝবে না—আমি স্ত্রীলোক হয়ে বুঝ্‌ব?

মল্ল। দোষ কি? আমি স্ত্রীলোককে এত নীচ মনে করি না। তুমি যেটা বুঝ্‌তে পারবে না, সেটা আমি বুঝ্‌ব—আর আমি যেটা বুঝ্‌তে পারব না, সেটা তুমি বুঝ্‌বে।

যশোদা। তা হ'লে ত সমস্তই আমাকে বুঝ্‌তে হয়।

মল্ল। ভাইসাহেবের সুমুখে আমাকে একটা ছোট করছ কেন?

যশোদা। বাধ্য হয়ে করতে হয়। কানের কাছ দিয়ে বিদ্রোহবহ্নির শিখা চ'লে গেলেও যদি নিদ্রাভঙ্গ না হয়, তা হ'লে দেখ্‌ছি কান না পুড়লে তোমার সাড় হবে না।

মল্ল। কিছু বুঝে থাক ত বল।

যশোদা। আজ রাত্রিতেই রাজপ্রাসাদ বিদ্রোহী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হবে।

মল্ল। তোমায় কে বললে?

যশোদা। যেই বলুক, শোন। কেল্লা দখলের সমস্ত ষড়যন্ত্র পাকা হয়ে গেছে। তুমি কেল্লারক্ষার জন্য প্রস্তুত হও।

মল্ল। তুমি বোধ হয় উজীর ও এখলাস খাঁর ঝগড়ার কথা কেমন ক'রে শুনেছ?

যশোদা। তারা কে?

মল্ল। যদি বিদ্রোহ হয় ত তাদের দ্বারাই হবে।

যশোদা। তা হ'লে ভাইসাহেব! আপনার প্রিয় নাতীর বুদ্ধির উপর বিশ্বাস ক'রে ত সর্ব্বনাশ করেছিলুম! বলিহারি মনসবদার—বলিহারি তোমার বুদ্ধি! তারা এখন আপনা-আপনির ভেতর লড়াই বাধাক। তার পর যে জিতবে, যদি বিদ্রোহ করে, তখন সে করবে। এ সে বিদ্রোহ নয়—এ রাজ্য চুরীর বিরাট আয়োজন। আগে তার উপায় কর—কেল্লাটা আজকের রাত্রের মতন রক্ষা কর। রাখ্‌তে পার—বাহাদুরী। তার পর কিছুদিন নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও—তোলবার সময় হ'লে আমি তোমায় জাগিয়ে দেব। মহলের ভার নিয়ে যে ক্রমে জেনানা হয়ে যাচ্ছ, তা তো জানতুম না।

দেল। কি হয়েছে দিদি! ভেঙ্গে বল—আর কেন ভাইসাহেবকে আঁধারে রাখছ। যদি উদ্যোগ-আয়োজন করতে হয়, তা হ'লে ত এই বেলা থেকে করতে হবে।

যশোদা। আজ নিকটবর্ত্তী আরণ্যে মৃগয়া করতে গিয়েছিলুম—

দেল। তুমি নিজে—না খানসামা দিয়ে?

যশোদা। দোসরা খানসামা আর কোথায় পাব ভাইসাহেব? সবেমাত্র একটি ছিল, তা আপনি ত মাঝখান থেকে সেটিকে লুঠে নিয়েছেন। কাজেই আমাকে একা যেতে হয়েছিল। বনের ধারে গিয়ে

দেখি—বনের ভিতরে একেবারে একদল সুসজ্জিত সৈন্ত। দেখেই চম্‌কে যেমন ফিরে আস্‌ব, অমনি তাদের সেনাপতি আমাকে গ্রেপ্তার করবতে হুকুম করে। কিন্তু সকলেই আমার ঘোড়ার কাছে পেছিয়ে পড়ল। কানের কাছ দে দু'চারটে গুলী চ'লে গেল, কিন্তু আমায় ধরতে পারলে না। ফিরে চেয়ে দেখি, কেবলমাত্র এক জন সৈনিক আমার নিকটস্থ হয়েছে। আমি তখন অশ্ববল্গা সংযত ক'রে, চল্‌তে অশক্ত এইরূপ ভান দেখিয়ে তাকে আরও নিকটস্থ হ'তে দিলুম। যেমন সে উল্লাস ক'রে আমার কাছে এসেছে, অমনি তাকে ঘোড়া থেকে ছিনিয়ে, একেবারে চুলের মুঠি ধ'রে আমার ঘোড়ায় তুলে বন্দী ক'রে এখানে এনেছি। তাকে আমি এনে দি। তার কাছে আপনারা সমস্ত ঘটনা শুনুন। শুনে কর্ত্তব্য স্থির করুন।

[প্রস্থান।

মল্ল। কি বুঝ্‌লেন ভাইসাহেব?

দেল। কি বুঝ্‌লুম? ভাই এখন যা বুঝ্‌লুম, তাই বুঝ্‌লুম। আর এতকাল যা বুঝেছি তা বুঝি নি। অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী জীবনসঙ্গিনীকে অন্তঃপুর-প্রাচীরের সঙ্কীর্ণ বেষ্টনে আবদ্ধ ক'রে, আমরা জীবনের অর্দ্ধাংশ উপভোগ করতে পাই নি। তাদেরও জীবন অপূর্ণ রেখেছি—শিক্ষার প্রসারে বাধা দিয়েছি, —বিপদ-আপদে স্বামীর জন্ত তাদের সাগ্রহ প্রসারিত বাহু বাঁধনে সঙ্কুচিত করেছি। মারাঠা বীর! রাজ্যের রক্ষণকার্য্যে প্রাণময়ী রমণীর সহায়তায় যে অবকাশ পেয়েছ, তা পূর্ণ আগ্রহে গ্রহণ কর। আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি—যদিও দূরে—তবু প্রত্যক্ষের মতন যেন দেখতে পাচ্ছি—সমস্ত দক্ষিণ—না না শুধু দক্ষিণ কেন—দক্ষিণ-পূর্ব্ব উত্তর-পশ্চিম—কুমারিকা থেকে হিমালয়—সমস্ত ভারত মারাঠার গৌরবে গৌরবান্বিত হয়েছে। বীরদম্পতি! তোমাদের মঙ্গল হ'ক—আমেদনগরের জন্ত যা ভয়, তা আমার ঘুচে গেল—আমি ঘরে এখন থেকে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাই।

মল্ল। একবার ব্যাপারটা কি জেনে যাবেন না?

দেল। তোমরা জানলেই আমার জানা হ'ল! আমি অশক্ত বৃদ্ধ, আমার জানাতে আর অধিক কি ফল আছে ভাই?

মল্ল। তবু—

দেল। আবার এর ওপর তবু! রূপে, গর্ব্বে, বীরত্বে, রসে—ছাঁকা মোগলাই পোলাও কণ্ঠায় কণ্ঠায় উদরস্থ করলুম, আবার তবু! ঘরে ব'সে তাকিয়ে ঠেসে গোটা দুই ঢেকুর তুলে কোথায় হাঁপ ছাড়ব, তা না হয়ে কি না আবার তবু। এতটা গুরুপাক খোরাক এক দিনে যে সইবে না ভাই! আমি এখন চললুম।

(যশোদা ও রঘুজীর প্রবেশ)

যশোদা। সে কি ভাইসাহেব, চললুম কি? আপনার সন্তানদের বিপদে ফেলে, রাণী ও রাজপুত্রকে অসহায় রেখে, আপনি চ'লে যাচ্ছেন কোথা? রাজ্যে সমূহ বিপদ—আপনার সৎপরামর্শের একান্ত প্রয়োজন।

দেল। তোমরা আনন্দময় আনন্দময়ী—আপনার ভাবেই আপনারা বিভোর—আমি আর তোমাদের কি উপদেশ দেব?

যশোদা। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সরদারকে অন্ততঃ একদিনের জন্তও এক ক'রে দিতে হবে।

দেল। আমি বৃদ্ধ—তারা রাজ্যের উচ্চকর্ম্মচারী—তাদের উপর আমার কি অধিকার আছে দিদি?

যশোদা। অধিকার না থাকে, বলতে অনুরোধ করব কেন? মল্লজীর দাদাসাহেবকে কি আমি অপমানিত হ'তে পাঠাব? আগে এ [illegible] কি বলে শুনুন।

দেল। কি রে, কে তুই?

রঘু। দেখ্‌তেই ত পাচ্ছেন জনাব! আমি এক জন সেপাই।

দেল। থাম বেটা! সেপাই—আওরতে বেটার চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে এলো, বেটার আবার সেপাই ব'লে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে! বেটার আবার গোঁফে চাড়া দেওয়া হচ্ছে! গোঁফ কামিয়ে ফেল্ বেটা।

রঘু। হুজুরও যদি বিবি সাহেবকে ধরতে যেতেন, হুজুরেরও আমার মতন দশা হ'ত। তবে আপনি বলতে সঙ্কুচিত হতেন, আমি গর্ব্বের সঙ্গে বলছি।

দেল। বল বাপধন, যত পার বল—কি বলব আমার নাত-বউ তোর চুল ধ'রেছিল, তোর চুল পবিত্র হ'য়ে গেছে—নহিলে বেটা তোমার চুল

মুড়িয়ে, কান পাকিয়ে, গালে চরটি মেরে, হাত থেকে হেতিয়ার কেড়ে নিতুম।

রঘু। আমার বড় কড়াজান—তাই বিবি-সাহেবের চুলের টানেও মাথা বাঁচিয়েছি। বিবি-সাহেব সমস্ত পথটা আমাকে ঘোড়ার পিঠে ঝুলিয়ে এনেছেন। আপনি হ'লে গরীবকে তিরস্কার করবার বাগ পেতেন না। টানাটানি হেঁচড়া হিঁচড়িতে ধড় ছিঁড়ে গর্দানটা ছটকে মাটীতে প'ড়ে যেত।

দেল। কে তুই?

রঘু। বেরারী।

দেল। কার দল?

রঘু। নেহাঙ খাঁর।

দেল। নেহাঙ খাঁ! তার ক্ষমতা কি?

রঘু। সঙ্গে মোগল।

দেল। ব্যাপারটা কি ভেঙ্গে বল দেখি।

রঘু। সুলতান বুরহানসার পুত্র সা আলী মোগলের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন। তাই বাদসা আকবর তাঁকে আমেদনগরের সিংহাসনে বসাবার জন্য বেরারের হাবসী সরদার নেহাঙ খাঁর অধীনে বিশ হাজার মোগল-সৈন্য পাঠিয়েছেন। তারা সকলে বুরহানপুরে ছাউনি ক'রে আছে। নেহাঙ খাঁ এ দিকে তার সমস্ত শিক্ষিত হাবসী পল্টন রামপুরের জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছে—আজ রাত্রে অতর্কিতভাবে সে সহর আক্রমণ করবে। একবার সহরে ঢুকতে পারলেই, মোগলের বিশ হাজার ফৌজ পিল্ পিল্ ক'রে এসে সমস্ত দেশ ঘেরাও ক'রে ফেলবে।

মল্ল। মিয়ানমঞ্জু যে মোগলপলটনকে আমেদ-নগরের পাশ দিয়ে যেতে দিয়েছে, তারাও কি সেই ফৌজের দল?

রঘু। আজ্ঞে হাঁ হুজুর! তারা সহরের পশ্চিম দিকটে—যে দিকে সবার চেয়ে সুদৃঢ়—সেই দিকটে তন্ন তন্ন ক'রে পরীক্ষা করে গেছে।

দেল। তা হ'লে মিয়ানমঞ্জুরও এর ভেতরে যোগ আছে?

রঘু। তা কেমন ক'রে বলব হুজুর?

মল্ল। খাঁ সাহেব! যত শীঘ্র পারেন, আপনি মিয়ানমঞ্জুকে এখানে উপস্থিত করুন। চিন্তার কারণ নেই—সঙ্গে বল দিচ্ছি।

যশোদা। অনুরোধ ক'রে দেখ্‌বেন, যদি না শোনে, তা হ'লে আদেশ করবেন। আদেশ অমান্য করে, বন্দী ক'রে এখানে উপস্থিত করবেন।

দেল। বল কি ভাই, আমার যে মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে! এই অশক্ত অশীতিপর বৃদ্ধ কি এতই শক্তিমান্?

যশোদা। ইচ্ছা করেন, আজই আমরা আপনাকে আমেদনগরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি—কিন্তু ভাই সাহেব আমরা রাজভক্ত—বিশ্বাসঘাতক নই।

মল্ল। আমার মাওলী সৈন্য অভিনব ধরণে শিক্ষিত—প্রান্তরে, গিরিসঙ্কটে, পাহাড়ের শিখরে-শিখরে, গৃহপূর্ণ নগরে তারা সমানভাবে যুদ্ধ করতে পারদর্শী। ভাই সাহেব! প্রবল শক্তিমান্ বাদসার বিশাল সৈন্যকে উত্যক্ত করতে আমি এই সৈন্যদলের সৃষ্টি করেছি। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন। নিশ্চিন্ত মনে বেইমান উজীরকে আদেশ করুন।

দেল। আমি এখনি যাচ্ছি। খোদা তোমা-দের মঙ্গল করুন।

[প্রস্থান।

মল্ল। কে আছিস? (জনৈক মারাঠী সৈনিকের প্রবেশ) খাঁ সাহেবের সঙ্গে এক হাজার বারগীর পাঠিয়ে দাও।

[সৈনিকের প্রস্থান।

রঘু। হুজুর! গোলামের প্রতি কি আদেশ?

মল্ল। বিবিসাহেব তোমাকে পুরস্কার দেবেন বলেছেন—পুরস্কার গ্রহণ কর।

রঘু। আমি অন্য পুরস্কার চাই না হুজুর, আপনার গোলামী চাই।

মল্ল। একবার বিশ্বাসঘাতকতা করলে, তোমাকে বিশ্বাস কি ভাই? কাঁচের পিয়ালা ভাঙলে আর জোড়া লাগে না।

রঘুজী। গলিয়ে নিলে ত আবার নূতন পিয়ালা হয় হুজুর! আমি কথায় আপনাকে কেমন ক'রে বিশ্বাস করাব? তবে আপনি বিশ্বাস ক'রে আমাকে না নেন, আমিও বিশ্বাস ক'রে আমাকে দুনিয়াতে রাখব না। (গলদেশে অস্ত্র প্রদানোদ্যোগ)

যশোদা। (হাত ধরিয়া) সরদার, অনুরোধ করতে পারি না—তবে বাঁদীর ভিক্ষা, একে তোমার সৈন্যমধ্যে গ্রহণ কর।

মল্ল। আয়—তবে আমার সঙ্গে আয়।

যশোদা। আমি এখন কি করব?

মল্ল। রন্ধন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকতে চাও—রন্ধন কর—আর অস্ত্র ধ'রে যুদ্ধ করতে চাও—অস্ত্র ধর।

যশোদা। তা হ'লে রন্ধনই করি।

মল্ল। কিন্তু বুদ্ধকে যা দেখালে, আমেদনগরে যার তার কাছে এ মূর্ত্তি দেখিও না। সকলে এ রণরঙ্গিণী ভৈরবীমূর্ত্তির মর্ম্ম বুঝবে না—পছন্দ করবে না।

যশোদা। যে আজ্ঞে।

[মল্লজী ও রঘুজীর প্রস্থান।

গীত।

বঁধুয়া রে ধরা দিতে এত কি লালসা তোর,
ব'সে দ্বারে আঁখিধারে করিলি রজনী ভোর।
অগাধ ঘুমের ঘোরে বঁধু আছে শয্যা'পরে
বৃথায় ঢালিলি জলে যত হাহুতাস তোর;
তবু তো না মেনে মানা তার ঘরে দিতে হানা
আসিলি নিলাজী ফিরে ধরিতে সে মন-চোর।
সে ঘুমে জাগিয়া আছে, তোর জেগে ঘুমঘোর।

চতুর্থ দৃশ্য

এখলাস খাঁর বহির্ব্বাটী।

এখলাস ও সিপাইগণ।

এখ। ভাই সব, তোমাদেরই ওপর আমার মানমর্য্যাদা সমস্ত নির্ভর করছে। তোমরা যদি রাখ, তবে আমেদনগরে থাকি, নইলে হিন্দুস্থানে আমার প্রতিপত্তি রাখবার যথেষ্ট স্থান আছে।

১ম, সি। সে কি সরদার, আপনার প্রতিপত্তি নষ্ট ক'রে আমরা আমেদনগরে থাকব? আমাদের কি অন্নের এতই অভাব? আমাদের যা হুকুম করবেন, আমরা তাই করতে প্রস্তুত আছি।

২য়, সি। আমরা গলা বাড়িয়ে রেখেছি—বলুন সরদার আপনার কি কাজ করতে পারি—কি কাজে আমাদের গর্দ্দান দিতে পারি।

এখ। সুধু গর্দ্দান দিলে যদি মানমর্য্যাদা থাকত, তা হ'লে ভাই সব, আমিও তোমাদের সঙ্গে গর্দ্দান দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তুম। প্রাণ দেওয়া বীরের পক্ষে কিছু বিচিত্র কথা নয়। সুধু প্রাণ দিলে চলবে না। যা জেদ ধ'রে এসেছি, সেই জেদ বজায় রেখে যদি জাহন্নমে আমায় যেতে হয়, তাতেও আমার অমত নেই। তোমরা সকলে যেমন ক'রে পার, আমার জেদ বজায় রাখ।

১ম, সি। কি জেদ বলুন?

এখ। আগে আমার সমস্ত কথা শোন—শুনে তার পর যা বিবেচনা হয় কর। মিয়ানমঞ্জু দুস্‌মন মোগলকে আমেদনগরের ধার দিয়ে যেতে সম্মতি দিয়েছিল। তাতে সে আমাদের কারও মত গ্রহণ করে নি। তাই নিয়ে আমার সঙ্গে তার বচসা। তাই সে মালোজী ভোঁসলের সুমুখে আমার বড়ই অপমান করেছে। আমি ক্রোধের বশে তাকে শিক্ষা দেব ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি।

১ম, সি। বেশ, শিক্ষা দিন।

এখ। সুধু দেব বললেই হবে না। সে কিছু দুর্ব্বল ব্যক্তি নয়—রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাও—উজীর। রাজা তার হাতে খেলার পুতুল—প্রকৃত পক্ষে মিয়ানমঞ্জুই এখানকার রাজা। সমস্ত দক্ষিণী পাঠান সৈন্য তার সহায়। তাকে শিক্ষা দেব বললেই শিক্ষা দেওয়া হয় না। অথচ শিক্ষা দেওয়া চাই। আমি দিতে অক্ষম বুঝে সে আমাকে বাঁদীর বাচ্ছা ব'লে সম্বোধন করেছে। পার্শ্বে দাঁড়িয়ে মারাঠা সরদার মালোজী ভোঁসলে। ভাই সব, আমি একেবারে ম'রে এসেছি।

১ম, সি। আপনার সঙ্গে যে আমাদেরও মৃত্যু সরদার। এর শোধ না দিতে পারলে যথার্থই ত আমরা বাঁদীর বাচ্ছা। আমাদের প্রাণের দাম কি?

২য়, সি। সরদার আমাদের অপমান হ'য়ে মাথা হেঁট ক'রে চ'লে এলো, আর আমরা অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছি?

১ম, সি। চল্ ভাই সব—এখনি চল্। শালার উজীরকে পিঁজরের পূরে সরদারের পায়ের কাছে ফেলে দিই।

এখ। ব্যস্ত হয়ো না। তাঁকে পিঁজরের পোরা যতটা সহজ মনে করেছ, ততটা সহজ

নয়। এত বৃচসায় পর উজীরও কিছু নিশ্চিন্ত নেই। সে আত্মরক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা ত করবেই, উল্টে আমাকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করবে। অথচ সে দুস্‌মনকে জব্দ করা চাই।

১ম, সি। চাইই চাই।

এখ। যথার্থই যদি তাকে পিঁজরের পুরে আনতে পার, তা হ'লেই আমার মনের দুঃখ দূর হবে।

১ম, সি। কি ভাই সব, পারবি?

সকলে। খুব পারব।

১ম, সি। তা হ'লে আল্লা ব'লে তইরি হ'।

(দেলওয়ার ও মিয়ানমঞ্জুর প্রবেশ)

দেল। আমি আপনাকে আনছি—অনুরোধে আনছি। এতে আপনার মর্য্যাদা যাবে না। আপনি নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে আসুন।

মিয়ান। সরদার!

সকলে। ওরে উজীর!

১ম, সি। শালা ভয় পেয়ে খোসামোদ ক'রে মেটাতে এসেছে। জনাব! হুকুম।

এখ। গৃহে অতিথি—দুস্‌মন হ'লেও দোস্ত—কাপুরুষের কাজ করে? ছি!—ব্যস্ত হস্‌নি—চুপ কর।

মিয়ান। সরদার! এত সসজ্জ সেপাই কেন? আমাকে কি গ্রেপ্তার করবার ব্যবস্থা করছ?

এখ। তাই করছি, আপনার সঙ্গে কি আমার এ বিবাদ এ জন্মে মিটবে?

মিয়ান। আমিও তা মিটুতে বলছি না।

এখ। যদি মেটাবারই অভিপ্রায় নয়, তা হ'লে বৃদ্ধ দেলওয়ার খাঁকে সঙ্গে ক'রে এখানে এসেছেন কেন?

মিয়ান। বাধ্য হয়ে এসেছি—ইচ্ছায় নয়। বিশ্বাস না হয়, দেলওয়ার খাঁকে জিজ্ঞাসা কর।

দেল। সরদার!

এখ। খাঁ সাহেব! আগে অঙ্গীকার করুন, আমাদের বিবাদ মেটাবার জন্য কোনও অনুরোধ করবেন না।

দেল। যখন বাহিরে প্রবল শত্রু, তখন এ বিবাদ মেটানই আপনাদের উচিত ছিল। আপনাদের বিবেচনায় বিবাদ রাখাই যদি ভাল বোধ হয়, তা রাখুন। কিন্তু অনুরোধ—এক দিনের জন্য, এ বিবাদ মিটিয়ে ফেলুন—পরস্পরে বন্ধুভাবে সম্মিলিত হ'ন।

এখ। এক দিনের জন্য কি, যাকে একবার দুসমন ব'লে চ'লে এসেছি, তার সঙ্গে এক লহমার জন্যও আর মিলতে পারি না। আর তাকে দোস্ত বলতে পারি না।

দেল। না বললে আমেদনগর যায়।

এখ। আমেদনগরই যাক্, আর দুনিয়াই যাক্ আমি আর ওর সঙ্গে মিশতে পারি না।

১ম, সি। আমরাও মিলতে বলতে পারি না।

দেল। চুপ কর বেয়াদব! ওমরাওয়ে ওমরাওয়ে কথা হচ্ছে, তুই ওপরপড়া হ'য়ে জবাব দেবার কে?

এখ। দোহাই খাঁ সাহেব! আমাকে গোলামী করতে বলেন, আমি তা রাজি আছি, অন্য কোন নীচ কাজ করতে আদেশ করেন, আমি তা করতেও প্রস্তুত আছি—উজীর মিয়ানমঞ্জুর সঙ্গে যে চির-শত্রুতা প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি, তা আমি জীবন থাকৃতে ভঙ্গ করতে পারব না। উনি হাবসীর সঙ্গে মিশতে ঘৃণা করেন, ওঁকে মিশতে অনুরোধ করবেন না।

মিয়ান। শুখুন দেলওয়ার খাঁ। আমি বলে-ছিলুম আমাকে অপমানিত করতে এই নীচ হাবসীর কাছে আনবেন না।

দেল। বেশ, এনেছি যখন উজীর সাহেব, তখন অপমান আমি নিজের ব'লে গ্রহণ করছি—দেশরক্ষার জন্য আপনারা অন্ততঃ একদিনের জন্যও পরস্পরের বিরোধ বিস্মৃত হ'ন। মোগল আমাদের দোর অধিকার ক'রে বসেছে। আপনারা আত্ম-কলহে মত্ত থাকলে, এখনি দুস্‌মন আমেদনগর অধিকার করবে।

এখ। বেশ, আমাকে অনুমতি করুন—আমি শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছি।

দেল। তা করলে ত দেশরক্ষা হবে না।

এখ। রাজার নেমক খাচ্ছি, তার নেমক-হারামি করতে আমি ইচ্ছুক নই। আমি একা লড়াই করতে রাজি আছি। তা'তে লড়াই কতে

কর্‌তে পারি, বহুত আচ্ছা—না পারি বেইমানির বদনাম থেকে ত রেহাই পাব।

দেল। বেশ, দু'জনে আলাদা আলাদা হ'য়ে রক্ষা করুন। বুঝ্‌তে পারছেন না সরদার—আপনারা পরস্পরের প্রতি দ্বেষ-ঈর্ষ্যায় এত অন্ধ যে, নিজেদের যে কি সর্ব্বনাশ করছেন, বুঝ্‌তে পারছেন না। স্বেচ্ছায় মিলতে চাচ্ছেন না, কিন্তু এখনি শত্রুর শৃঙ্খলে পরস্পর আবদ্ধ হয়ে পাশাপাশি মিলতে হবে।

এথ। এ মোগলকে ঘর দেখিয়েছে কে? কিসের জন্ত আমার উজীরের সঙ্গে বিবাদ? উনি শত্রুকে ঘরের ছিদ্র দেখিয়েছেন। কি বলব, রাজা জ্ঞানহীন, নইলে আমাকে একজন বিশ্বাসঘাতকের সুমুখে দাঁড়িয়ে এত কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত না।

মিয়ান। রাজা ভাল থাক্‌লে হাব্‌সীর এত আস্পর্দ্ধা বাড়ত না।

দেল। তবে কি এই বৃদ্ধ বয়সে বৃথাই পরিশ্রম করলুম?

এথ। বৃথা কেন খাঁ সাহেব, হুকুম করুন, আমি একাই তা তামিল করছি। আমার সমস্ত ফৌজ নিয়ে আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি। বলুন কোথায় গিয়ে লড়াই দিতে হবে?

দেল। বেশ, তা হ'লে উজীর সাহেব! আপনারা আলাদা আলাদা হয়েই বিভিন্ন দিক্‌ থেকে দেশ রক্ষা করুন।

মিয়ান। এথ্‌লাস খাঁ যোগ দিলে আমি যোগ দেব না।

দেল। তা হ'লে মাফ করুন উজীর সাহেব! এ দেখ্‌ছি আপনারই দুরভিসন্ধি।

মিয়ান। কোন্‌ নালায়েক—কোন্‌ অপদার্থে বলে?

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। সবাই বলে, সেই সঙ্গে আমিও বলি।

মিয়ান। তুই কে?

যশোদা। আপনিও যে, আমিও সে। উভয়েই আমরা সুলতান ইব্রাহিম সার নেমক খেয়ে থাকি। আপনি তার গোলাম, আমি বাঁদী—কোনও তফাৎ নেই। আপনি ভাগ্যক্রমে উচ্চ পদ অধিকার করেছেন, আমি পথে পথে বেড়াচ্ছি। সদাশয় বৃদ্ধ আপনাকে বারংবার অনুরোধ করছেন, আপনি রক্ষা করুন। আর যদি না করেন, তা হ'লে আপনার দুরভিসন্ধি আমি প্রকাশ করে দেব।

মিয়ান। এ কি করছেন দেলওয়ার খাঁ? আমার অনিচ্ছায় এথলাস খাঁর কাছে এনে ত একবার অপমান করলেন, তার পরে একটা অজ্ঞাত-কুলশীল রমণীকে এনে তার দ্বারা আমার অপমান করাচ্ছেন! জানেন আমি কে?

যশোদা। আমায় জিজ্ঞাসা করুন না—আমি বলছি আপনি কে, আপনি উজীর। কিন্তু এই উচ্চপদের মর্য্যাদা যদি আপনি রাখ্‌তে জানতেন, তা হ'লে আমার সাধ্য কি আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা কই? দেখি আমাদের মর্য্যাদা যায়, আমাদের শুধু কেন, রাণীর যায়। তাই কুলকামিনী সরম বিসর্জ্জন দিয়ে আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়েছি। মরিয়া হয়ে আপনার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করছি!

মিয়ান। কে তুমি?

(রঘুজীর প্রবেশ)

রঘু। যাকে জিজ্ঞাসা কেন? জবাব আমি দিচ্ছি উজীর সাহেব!

মিয়ান। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ যে নেহাঙ খাঁর দলের সৈনিক! তবে ত দেখ্‌ছি সব মতলব মাটী হ'ল। বদ্‌মাস বেইমানী ক'রে আমার গুপ্ত রহস্য প্রকাশ ক'রে দিয়েছে।

রঘু। চিন্তায় পড়লেন উজীর সাহেব? মনে করেছেন বেইমানী ক'রে আমি আপনাদের মতলব প্রকাশ করে দিয়েছি? দোহাই উজীর সাহেব তা নয়—চোর ধরতে গিয়ে সাধু ধরা পড়েছে। এই দেখুন মাথার ওপ্‌ড়ান চুল তার সাক্ষী, এই দেখুন ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ তার সাক্ষী। দোহাই! মনে এতটুকু দুরভিসন্ধি ছিল না। ধরা পড়ে আমার এই দশা, প্রাণের দায়ে আপনার কাছে আসা, পেটের দায়ে মা অন্নপূর্ণার ঘরে বাসা। এই নিন্‌ আপনার চিঠি ফিরিয়ে নিন্‌। নেহাঙ খাঁর মতলব এবারে হাসিল হ'ল না—সঙ্গে সঙ্গে আপনারও হ'ল না। এবারে চিঠি রাখুন, অন্ত বারে কাজে লাগবে। এবারে বড় সজাগ পাহারা—চুলবুল্‌ করলেই ধরা, আর বাড়াবাড়ি করলেই মরা।

যশোদা। ভাবছেন কি, আপনাকে আমি সহজে ছাড়ছি না—নেহাঙ খাঁর সঙ্গে আপনাকে লড়াই দিতে হবে।

মিয়ান। (স্বগত) তা হ'লে ত দেখ্‌ছি, এখলাস খাঁর সহায়তা ভিন্ন আমার আর উদ্ধার নেই! সব রহস্যই ত প্রকাশ পেয়েছে!

যশোদা। আর এখলাস খাঁ! নেহাঙ খাঁও হাবসী, আপনার স্বজাতি। আপনিও উজীরের সঙ্গে যোগ দিয়ে, নেহাঙ খাঁকে শাস্তি দিয়ে জাতির কলঙ্ক দূর করুন।

মিয়ান। এখলাস খাঁ! তুমি বীর—আমার সমান অবস্থাপন্ন। তোমার কাছে মান-অপমান আমার দুইই সমান। তোমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমার গৌরবের কথা। জয়ে গর্ব্ব আছে, পরাজয়ে অপমান নাই! শত্রুতা করতে হয়, আজকের পর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ক'র, মিয়ানমঞ্জুর সঙ্গে মিলতে তোমার প্রবৃত্তি না হয়, তার সঙ্গে মিলো না! কিন্তু অতিথি যদি আশ্রয়প্রার্থী হয়, তাকে পরিত্যাগ করা ত তোমাদের জাতি-ধর্ম্ম নয়! তাই আমি অতিথি হয়ে তোমাদের সাহায্য ভিক্ষা করি, উজীরকে সাহায্য করতে না চাও, অতিথিকে কর। আপাততঃ তুমি এই দুটো মিথ্যাবাদী ষড়যন্ত্রীর দুর্ব্ব্যবহার থেকে আমাকে রক্ষা কর।

এখ। আলবৎ করব উজীর সাহেব! আমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী, দুটো অজানা বান্দা বাঁদীর কাছে লাঞ্ছিত হবে! তাই আবার আমার ঘরে এসে, আমারই সুমুখে! খাঁ সাহেব! এ দুটোকে এখনি এখান থেকে যেতে বলুন। সুধু আপনার খাতিরে আমি ওদের কিছু বল্‌ছি না।

দেল। আমার জন্য বল্‌তে পারছ না! আমি কে? তোমরাও যেমন দেখ্‌ছ, আমিও তেমনি দেখ্‌ছি—তবে তোমরা এদের ব্যাপার দেখে সবাক্‌—আর আমি অবাক্‌। তাড়াতে হয়, তোমরা তাড়াও।

এখ। এই ছুঁড়ী, তোর বাড়ী কোথা?

রঘু। আমাকে জিজ্ঞাসা করুন হাবসী সাহেব! কুলবধূ কি আপনার সঙ্গে কথা কইবে?

এখ। তুই কে?

রঘু। তা হ'লে উজীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন। ওঁর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়।

এখ। আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। চ'লে যা—

রঘু। কেন, একটু থাকি না।

এখ। কেন বল্‌ দেখি?

রঘু। আজ্ঞে আমাদের তাঁরা আস্‌ছেন—

এখ। কারা?

রঘু। আজ্ঞে তাঁরা, ওই তাঁরা - মুখে হাসিভরা, ভেতরে ছোরা—আর মাথায় গোবরপোরা—তাদের উজীর সাহেবের সঙ্গে দোস্তি—তারা বনের ভেতর করে কুস্তি।—

এখ। আরে ম'ল—এ জানোয়ারটা কোথা থেকে এলো!

রঘু। আজ্ঞে আপনি যে সময় আরসীতে মুখ দেখেন, সেই সময় আরসীর ভেতরে যে মুখখানা দাঁত বার ক'রে হাসে, আমরা তাদের দেশ থেকে এসেছি—তাকে এ কথাটা জিজ্ঞাসা করলেই এ জানোয়ারটা কোথা থেকে এলো, জান্‌তে পারবেন।

এখ। তবেরে হারামজাদ—

রঘু। হাঁ হাঁ—আমিও কিছু জানি—অত বাড়াবাড়ি নয় কেবল এই মায়ের কাছে ধরা প'ড়ে গেছি—

১ম, সি। সে কি সরদার, আমরা থাক্‌তে কম্‌বখ্‌তকে শাস্তি দিতে আপনি কেন?

যশোদা। ওকে শাস্তি দেবার সময় আছে মিয়া—এখন তোমরা যে গাফিলি ক'রে দুস্‌মনকে ঘরের ভেতর ঢুকতে দিচ্ছ, তোমাদের শাস্তি কি?

এখ। শাস্তি কে দেয়?

(চাঁদ বিবির প্রবেশ।)

চাঁদ। অবশ্য লোক আছে বই কি সরদার!

মিয়ান। য়্যাঁ—য়্যা—একি! একি!

দেল। য়্যাঁ—কেও মা—মা এই সঙ্কট সময়ে বিপদবারিণী মা এলি?

যশোদা। মা না এলে কি আমরা এত সাহস করি? মা, রক্ষা কর—এই দুই মতিহীন সরদারকে প্রকৃতিস্থ ক'রে তাদের মৃত্যু-হস্ত হ'তে রক্ষা কর।

চাঁদ। সেলাম খান্‌ খানান্‌! অবকাশ নেই—আপনাকে আমি যোগ্য মর্য্যাদা দিতে পারলুম না। এখলাস খাঁ! সর্দ্দারী কর, আর এটা বুঝতে পার না যে, এই অবলা রমণী তোমার মতন বীরকে

শাস্তি দিতে চায়, পেছনে তার জোর না থাকলে সে এ কথা বলতে সাহস করে? এতটুকুও বুদ্ধি নেই, তোমরা রাজ্য রক্ষা করতে চাও? তোমাদের বাড়ীর দোরে শত্রু, আর তোমরা আপনা আপনির ভেতর বিবাদ ক'রে বৃথা সময় নষ্ট করছ! তোমাদের ধিক্কার দিতে আমার অধিকার নেই। তোমরা একবার আপনার আপনার পানে চাও—ঈশ্বর তোমাদের উপর কি পবিত্র ভার দিয়েছেন, একবার তার দিকেও নিরীক্ষণ কর—আর তোমাদের বর্ত্তমান আচরণের সঙ্গে পূর্ব্ব হৃদয়ের তুলনা ক'রে আপনি আপনাকে ধিক্কার দাও।

এখ। মাপ কর মা! আমি অপরাধ করেছি—

মিয়ান। আমাকেও মাপ করুন বেগম সাহেব!

চাঁদ। আমি মাপ করবার কে সরদার? আমি ভিখারিণী—তোমাদের কাছে প্রীতি ভিক্ষা করতে এসেছি।

(মন্ত্রজীর প্রবেশ)

মন্ত্রজী। মা! রণভেরী বেজে উঠল।

এখ। এই যে সরদার আমরাও প্রস্তুত হয়েছি। শুন উজীর সাহেব, আর বিলম্ব নয়!

[মিয়ান, এখলাস, মন্ত্রজী ও সিপাইগণের প্রস্থান।

দেল। বেঁচে আছিস্ মা! আমি কি অপরাধ করেছি যে, এই বৃদ্ধ তোর স্নেহের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে?

চাঁদ। খান্‌খানান—আপনি ত সব জানেন, তখন নন্দিনীকে তিরস্কার করছেন কেন? আপনার কন্যা সেখানে সহস্র বন্ধনে বন্দিনী—কি ক'রে ছেড়ে এসেছি, শুনবেন আসুন। আয় যোশী, তারাই বা কি—আমাকে নিশ্চিন্ত হয়ে ভুলে ছিলিস? রাজ্যে এই বিপদ, তোরা আমাকে সংবাদটা পর্য্যন্তও পাঠাতে পারিসনি! মনটা মাতৃভূমির জন্য কেমন আকুল হ'ল, তাই আমার পুত্রের সকল আগ্রহ উপেক্ষা ক'রেও চ'লে এসেছি। না এলে কি হ'ত বল্ দেখি? তোর স্বামী কি একা এই দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুঝে উঠতে পারত?

যশোদা। যে তোমার নিত্য খবর নেয়, সেই বুঝি তোমাকে খবর দেয়। বিপদ যেমনি জেগেছে, বিপদবারিণী অমনি তুমি ছুটে এসেছ। এর বেশী সংবাদ দেবার শক্তি যার আছে, আমেদনগরে তেমন ব্যক্তিকে কোথায় পাব মা! আছে উর্দ্ধে কোন অনন্তের নিভৃত নিকেতনে। তিনি তোমায় জানেন, তুমি তাঁকে জান। যদি এলে, এস মা, দেশটা যাতে রক্ষা হয়, তার উপায় কর।

পঞ্চম দৃশ্য

আমেদনগর—তোরণ সম্মুখ।

নেহাঙ খাঁ ও সৈনিক।

নেহাঙ। তাইত—ব্যাপার কিছুই ত বুঝতে পারছি না! আমরা যখন সাগঞ্জের পুলবন্দীর কাছে এসে উপস্থিত হ'ব, তখন মিয়ানমঞ্জু কেল্লার পূর্ব্ব ফটক খুলে দেবে, এই পরামর্শ আমার সঙ্গে ছিল; কিন্তু তার সহায়তার কোন চিহ্নও ত দেখতে পাচ্ছি না। তবে কি উজীর আমার সঙ্গে প্রতারণা করলে?

সৈনিক। আমার ত তা বিশ্বাস [illegible] না হুজুর! হয় ত এখনও উজীর ফটক [illegible] বার সুবিধে পায় নি।

নেহাঙ। না—আমার বড়ই সন্দেহ হ[illegible] — যে স্ত্রীলোক ঘোড়ায় চ'ড়ে বনের ভেতর এসে[illegible], সেই বোধ হয় আমাদের কথা সহরে প্রকাশ [illegible]র দিয়েছে।

সৈনিক। তা যদি বলেন, তা হ'লে বলি—রঘুজী সেই আওরৎকে ধরতে ছুটেছিল—কিন্তু রঘুজী আর ফেরে নি।

নেহাঙ। সে কি? সে বেইমানী করলে নাকি?

সৈনিক। বেইমানি করুক আর না করুক, হয় ত উজীরের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়েছে—এক আওরতের লোভ দেখিয়ে রঘুজীকে এগিয়ে সহরের কাছে এনে তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

নেহাঙ। তা হ'লে কি কর্ত্তব্য?

সৈনিক। যা হুকুম করেন।

নেহাঙ। এসেছি, ফিরব না। বার বার অপদস্থ হয়ে ফেরার চেয়ে মৃত্যু ভাল। তা হ'লে যাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছি, সে মোগলও আর আমাকে বিশ্বাস করবে না।

সৈনিক। সত্যি হুজুর, চোরের নজর পা

টিপে টিপে এসে আবার চোরের মতন পা টিপে টিপে ফিরে যাওয়া বড় অপমান।

নেহাঙ। যাও, তুমি পলটনকে এগিয়ে আস্‌তে বল সহরে প্রাণের চিহ্ন পর্য্যন্ত ত দেখতে পাচ্ছি না। এস সকলে একজোট হয়ে ফটকটা আক্রমণ করি।

সৈনিক। যো হুকুম (নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি)

নেহাঙ। কি হ'ল ?

সৈনিক। তাইত হুজুর, এই ত গজল বাজল!

নেহাঙ। তা হ'লে কি আমাদের শুনতে ভুল হয়েছিল! চেয়ে দেখ—চেয়ে দেখ—এখনি রংমশাল জ্ব'লে উঠ্‌বে।

সৈনিক। হুজুর রংমশাল জ্বলেছে!

নেহাঙ। নিশানা দাও, জলদি নিশানা দাও।

(সৈনিকের বন্দুকের আওয়াজ)

(ফটকের উপরে প্রহরীর বেশে রঘুজী)

রঘু। কোন হ্যায় ?

নেহাঙ। দোস্ত।

রঘু। আইয়ে খোদাবন্দ!

[রঘুজীর প্রস্থান।

নেহাঙ। জল্‌দি বুরহানপুরে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা কর। আর সমস্ত পলটনকে এগিয়ে আসতে বল—আস্তে আস্তে যেন গোল না হয়।

(নেহাঙ খাঁর প্রবেশ; ফটক খোলা ও পটপরিবর্ত্তন)

নেহাঙ। বস্, এতদিন পরে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল। বড় অপমানিত হয়ে, এমন কি কত কাপুরুষেরও হাস্যাস্পদ হয়ে আমেদনগর ছেড়ে পালিয়েছি। এতদিন পরে তার শোধ নেব। কিন্তু দুঃখ, মোগলের সাহায্য নিতে হ'ল। যাক্, যখন ঢুকেছি, তখন আর চিন্তার সময় নেই। একি, আমার পিছে ফটক বন্ধ হ'ল কেন? (রঘুজীর প্রবেশ) এ কিরে ফটক বন্ধ হ'ল কেন?

রঘু। মোতাকি মাপ হয় হুজুর—হুকুম।

নেহাঙ। কার হুকুম।

রঘু। আজ্ঞে হুকুমদারের হুকুম।

নেহাঙ। (স্বগত) কি করলুম! দুষ্ট উজীর কৌশল ক'রে আমাকে গ্রেপ্তার করলে নাকি? না, এ কিছুতেই ত বিশ্বাস করতে পারি না। আমাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য বেরার থেকে নিমন্ত্রণ ক'রে আমালে! কেন, কি প্রয়োজনে? আমাকে এ রকমে আবদ্ধ ক'রে উজীরের লাভ কি? তবে কি আর কোন আমেদনগরীর কৌশলে আমি বন্দী হ'লুম? একি এখলাস খাঁর বুদ্ধি? এত বুদ্ধি হাবসীর? হাবসী সুধু বীরত্ব দেখাতে পটু। এত বুদ্ধির ধার ত সে ধারে না।

রঘু। হুজুর, কেদারা এনে দি বসুন। না হয় কোথায় যাবেন বলুন।

নেহাঙ। ফটক খুলে দে।

রঘু। আজ্ঞে হুজুর! হুকুম নেই।

নেহাঙ। তা বেটা দাঁত বার ক'রে বল্‌ছ কেন?

রঘু। আজ্ঞে হুজুর দাঁত ঢেকেই বল্‌ছি।

নেহাঙ। আমি কারও হুকুম মানি না।

রঘু। আজ্ঞে আমি যে মানি হুজুর!

নেহাঙ। না ফটক খুললে, এখনি আমি তোকে কেটে ফেল্‌ব।

রঘু। গরীব বেঁচে থাকলে যদিও ফটক ওঠবার আশা থাকে, ম'রে গেলে যে আর কিছু থাক্‌বে না হুজুর।

নেহাঙ। আচ্ছা সত্য ক'রে বল্ দেখি, ব্যাপার কি?

রঘু। দোহাই হুজুর, ব্যাপার কিছুই জানি না। ফটক তুলতে বলেছে, তুলেছি—ফেলতে বলেছে ফেলেছি।

নেহাঙ। (সক্রোধে) কে বল্‌লে?

রঘু। আজ্ঞে হুকুমদার!

নেহাঙ। আচ্ছা হুকুমদারকে ডেকে দে।

রঘু। (গালে হাত দিয়া উচ্চকণ্ঠে) হো! হুকুমদার হো।

নেহাঙ। আরে মর্ বেটা! করিস্ কি?

রঘু। হুকুমদার হো!

নেহাঙ। চীৎকার করবি ত এখনি মেরে ফেলব।

রঘু। তবে চীৎকার করব না হুজুর! (ক্ষীণস্বরে) হুকুমদার হো!

(মিয়ানমঞ্জুর প্রবেশ)

মিয়ান। সেলাম সরদার।

নেহাঙ। সেলাম উজীর সাহেব! কি এক জানোয়ারকে আপনি ফটকের পাহারায় রেখেছেন? আমাকে আর একটু হ'লে পাগল করে তুলেছিল। আর দোসরা জবান করলে আমি ওকে খুন করতুম।

মিয়ান। যা, এখান থেকে চ'লে যা।

রঘু। তা হ'লে সেলাম করি হুজুর!

নেহাঙ। তুই অমনি অমনি যা।

রঘু। আজ্ঞে তা হ'লে যে বেয়াদবী হবে হুজুর!

নেহাঙ। আচ্ছা সেলাম ক'রেই দেশত্যাগী হ'।

রঘু। আজ্ঞে দেশত্যাগী হ'লে ফটক রাখবে কে হুজুর? ওই ওপরে যাব।

নেহাঙ। ওপরে যা—নীচে যা—চুলোয় যা।

রঘু। আজ্ঞে হুজুর আমি মুসলমান—আমি ত হিঁদুর চুলোয় যাব না।

নেহাঙ। তবে গোরে যা।

রঘু। যো হুকুম হুজুর। (প্রস্থান)

নেহাঙ। এ জানোয়ারকে ফটকে রেখেছেন কেন?

মিয়ান। ওকে চিনতে পারেন নি—ও প্রহরী নয়—আপনারই রেসেলদার রঘুজী।

নেহাঙ। বেশ পরিবর্ত্তন করেছে ভাল—তা আহাম্মোক ফটক বন্ধ ক'রে দিলে কেন? আমার সমস্ত পলটন, এতক্ষণ হয় ত ফটকের মুমুখে এসে নগরপ্রবেশের অপেক্ষা করছে। আমাকে না দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই তারা ভীত হয়েছে। ফটক তুলতে হুকুম দিন।

মিয়ান। ফটক তোলাতে আমার অধিকার নেই।

নেহাঙ। সে কি?

মিয়ান। কি আর বলব সরদার, আমি বন্দী—আর সেই সঙ্গে আপনিও বন্দী।

নেহাঙ। শৃগাল বন্দী হ'তে পারে—সিংহ জীবন থাকতে কারও কাছে বন্দী হয় না।

(রঘুজীর পুনঃ প্রবেশ)

রঘু। সময়ে সময়ে হয় বই কি—সিংহ কি জালে পড়ে না? বিশেষতঃ সিংহবাহিনী যখন পিঠে শ্রীচরণের চাপ দেন, তখন সিংহ মিয়ার ল্যাজ নাড়া ভিন্ন আর গতি থাকে না।

নেহাঙ। বেইমান—সে রমণী তা হ'লে উপলক্ষ্য—তুমিই বেইমানী ক'রে আমাকে এই দশায় উপস্থিত করেছ?

রঘু। ফাঁক পেলুম কথন—তা বেইমানী করব সরদার? আপনার কাছ থেকে বেরিয়েই আও-রংকে তাড়া করেছিলুম। তাড়া করতে করতে আপনার পাঁচ হাজার টাকার লোভে একেবারে সহরের গায়ে এসে পড়েছিলুম। সেই আসাই আমার কাল হ'ল। সহরের কাছে যেমন আসা, অমনি কোন একটা আশ্চর্য্য রকমের উপায়ে, চুম্বুকের টানে যেমন লোহা আসে, তেমনি ক'রে ঘোড়া থেকে ছটকে আকাশে ভাসতে ভাসতে একেবারে সহরের ভেতর ঢুকে পড়েছি। ঢুকেই হক্‌চকে মেরে, কোন্ পথে যাব ঠিক না করতে পেরে, একেবারে ফটকের ওপর চেপে বসেছি। তোমার ওখানে করতুম রেসেলদারি, আর এখানে বন্দুক ঘাড়ে ফটকের ওপর করছি পায়চারি—এতে আর বেইমানীটে কি দেখলে সরদার? কুহকিনীর দেশ—এখানে ঢুকলে আর মানুষে বেরুতে পারে না।

নেহাঙ। এ সব কি উজীর সাহেব! এ ত কিছুই বুঝতে পারছি না—কুহকিনী কি?

(চাঁদ বিবি, এখলাস ও রক্ষিগণের প্রবেশ)

চাঁদ। নেহাঙ খাঁ চিনতে পার?

নেহাঙ। য়্যাঁ—য়্যাঁ—কই—আমি—একি? কই না—কে আপনি? না না—একি—আদিলসাহী সুলতানা!

চাঁদ। সরদার! এই কি আমার নেহাঙ খাঁর কাছে পরিচয় হ'ল? কেন আমাকে আদর বাক্যে একবার ডাকলে না,—"চাঁদ!"

নেহাঙ। আমার যে বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল মা।

চাঁদ। সেটা কি আমার অপরাধ সরদার? বাল্যকালে সমস্ত বুদ্ধিটি আমার কানে ঢালবার সময়, বার্দ্ধক্যের কথাটা স্মরণ কর নি কেন? যখন সংসার-কাননে নবপ্রস্ফুটিত কুসুমের মতন এক মাতৃহারা বালিকা, আপনার দুই হাঁটুর ভেতর

দাঁড়িয়ে, আপনার তুড়িতে নৃত্য করত, তখন তার নববিকশিত কর্ণে ফুলের কথা, চাঁদের কথা, আকাশের আঁধার কক্ষে লুকুনো অনন্ত প্রবাসে প্রবাসী চিরকম্পিত তারার কথা—এ সকল না শুনিয়ে রাজ্যের কথা, রাজনীতির কথা, যুদ্ধের কথা শোনাতে কেন? তাই শুনে শুনে আমি নারীর হৃদয়টুকু পুরুষ ভাবে ডুবিয়ে দিয়েছি। তাই আমি আমেদনগরের সর্ব্বনাশের কথা শুনে অন্তঃপুরের সাজানো কারাগারে বালিসে মুখ ঢেকে শুধু না ক্রন্দন ক'রে প্রতীকারের জন্ত বাইরে এসেছি। আর বহুকাল পরে তোমার আগমন-বার্ত্তা শুনে, আরও ছুটো রাজনীতির উপদেশ নিতে এসেছি। তোমরা নিজাম-শাহরচিত এই অপূর্ব্ব প্রাসাদের এক একটি স্তম্ভ। যদি এই অট্টালিকার ভার বহন করতে অশক্ত বোধ কর, তা হ'লে এস, সকলে পরামর্শ ক'রে আমেদনগরকে মোগলের হাতে ধ'রে দিই।

নেহাঙ। তুমি কি মা এ অধম বিশ্বাসঘাতককে স্থান দেবে?

চাঁদ। এ কি অন্যায় কথা বলছ সরদার? তোমার বাঁধা স্থান নিয়েছে কে, তা দেবে। এস, ব'স, গ্রহণ কর। কেবল কি করতে হয়, তোমরা সকলে মিলে আমাকে আদেশ কর?

নেহাঙ। এই নাও মা, আমার স্বাধীনতার সঙ্গে, আমার তরোয়াল তোমার পায়ের কাছে এনে উপস্থিত করলুম—নিয়ে আমাকে ধন্য কর।

চাঁদ। (অস্ত্র লইয়া নেহাঙের হাতে উঠাইয়া) যদি মোগল তোমার সঙ্গে থাকে, তাদের ঘরে ফিরে যেতে আদেশ কর। যদি তারা তোমার নিজের লোক হয়, তা হ'লে তাদের আমেদনগরের ঘরে স্থান দাও। সেলাম সরদার!—তোমরা সবাই আমার সেলাম নাও।

[প্রস্থান।

এথ। এস ভাই! আমরা এক কারাগারে একই উপায়ে একই শৃঙ্খলে বন্দী। এস আমরা পরস্পরকে অবলম্বন ক'রে দিন যাপন করি।

রঘু। কি সরদার! ফটক খুলে দেব, বেরিয়ে যাবে?

নেহাঙ। যথার্থই বলেছ রঘুজী—এরা কুহকিনী।

রঘু। কুহকিনী সরদার, কুহকিনী—এক কুহকিনী তোমার রেসেলদারের মস্তকস্পর্শ ক'রে তার সমস্ত বুদ্ধি অপহরণ করেছে। অপর কুহকিনী তোমার মর্ম্মভেদ ক'রে তোমাকে যাদু করলে—বিরুদ্ধ শক্তি আজ স্ববশে এসে দেশের কাজে নিযুক্ত হ'ল—সরদার, তোমরা আল্লা বল, আর আমি হর হর ব'লে, মনোরম দাসত্বে পা বেঁধে, ভরা গাঙে গা ভাসান দিয়ে, চোক বুঝে কোন অনির্দ্দিষ্ট দেশে চ'লে যাই।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

বিজাপুর—বেগমের কক্ষ।

তাজবেগম।

তাজ। মা দেখছি আমাকে অপ্রস্তুত করলেন! রাত্রের মধ্যে ফিরে আসব ব'লে আমেদনগরে চ'লে গেলেন, তৃতীয় প্রহর রাত্রিও ত অতীত হ'ল! কিন্তু কই মায়ের ত এখনও দেখা নেই! মায়ের কথার খেলাপ হবে? হয় ত হোক না, তবু এক দিন মায়ের কথায় সুলতানকে তামাসা করবার জিনিষ পাব। সুলতানের কাছে তিনি কথা গোপন রাখতে ব'লে গেছেন। আমার বিনা চেষ্টাতেই কথা গোপন হয়ে গেছে। আজকে প্রভাত থেকে রাত্রির এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁরও ত দেখা নেই। এসে জিজ্ঞাসা করলে কথা গোপন রাখতে পারতুম না, আমাকে বলতেই হ'ত। বললে একটু তিরস্কারও যে খেতে না হ'ত, এমন নয়। কিন্তু গোপন রাখা ত আর কর্ত্তব্য নয়। প্রভাতেই সমস্ত রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। তখন সুলতানকে এ খবরটা আমার দেওয়া কর্ত্তব্য। কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

(খতিজার প্রবেশ)

খতিজা। আ আমার পোড়া কপাল, তুমি এখনও ঘুমোওনি রাণী!

তাজ। কেমন ক'রে ঘুমুব? রাজা এখনও আসেন নি।

খতিজা। আসেন নি?

তাজ। এলে কি আর দেখতে পেতিস না!

খতিজা। আসবে না সে ত ধরা কথা—অত আলগা দিয়ে রাখলে কখন কি পুরুষ মানুষ বশে আসে।

তাজ। রাজা খাস-কামরায় আছেন, তাঁকে একবার খবর দে দেখি!

খতিজা। তুমি তাই বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত আছ?

তাজ। আছি বই কি!

খতিজা। তাই ত বলি, ঘুমুতে ঘুমুতে শিউরে উঠ্‌ছিলুম কেন—তুমি আমার মানুষ করা মেয়ের মেয়ে—আঁতে আঁতে টান—প্রাণ ঠিক থাকবে কেন? ঘুমুচ্ছি আর প্রাণটা যেন বেঁউরে বেঁউরে উঠ্‌ছে—তাই ত ভাবি এতদিন নয় তত দিন নয়, প্রাণটা মাঝখান থেকে বিগড়ে গেল কেন? ভাবলুম, এ বয়সে আবার বিরহ হ'ল নাকি? তা আমার না হয়ে যে আমার তাজের হয়েছে, তা কি ক'রে জানব?

তাজ। তোর মতন অমন আমার পান্‌সে প্রাণ নয় যে, কথায় কথায় বিগড়ে যাবে।

খতিজা। ফলও তেমনি হচ্ছে। নিশি ভোর হ'তে চল্‌ল—মোরগ ডাকবার সময় হ'ল, প্রাণনাথ তবু এল না!

তাজ। তোর প্রাণনাথ কি কখন বাইরে রাত কাটায় নি?

খতিজা। বড়টা ত কখন পারে নি, মাঝেরটাও পারে নি, তিনেরটা—না কই তারও ত ছটকান রোগ দেখি নি। চেরেরটা গাঁজাটা ভাঙটা খেত, আমার পয়সায় মৌতাত, কাজেই যেখানে থাক্‌, সন্ধ্যে বেলায় চোরটির মতন আমার কাছে হাজির হতেই হ'ত। এই ছোটটা—দিদিমণি, মাঝে মাঝে ছট্‌কে ছাট্‌কে বেরুত, তা এলে সাত দিনের মতন বিছানা নিতে হ'ত।

তাজ। সে কি প্রেমের ভারে?

খতিজা। ঝাড়ুর মারে—প্রেমের মারে কি হাড়গোড় ভাঙ্গে—এ বিরেশি সিকের ঝাড়ু—কড়া মিটেকড়া খাদির ভেলসা—ঝাড়ুর আমার তোয়াজ ছিল কত। প্রেমিক বশ করতে অমন ওষুধ কি আর আছে?—কেবল শুনে আসছি, বিরহানলে জলে মলুম—কিন্তু কারও ত গায়ে একটা ফোঁসকা বেরুতে দেখ্‌লুম না। ও সব জুয়াচুরী—শুনো না রাজকুমারী—এই ত আমি পাঁচটা খসম নিয়ে ঘর করলুম—একটি একটি ক'রে পাঁচটি খেলুম—লোকে একটার শোক সইতে পারে না, এ পাঁচ পাঁচটা—তাই কি খোঁড়া ভাজড় পাঁচটা গা—এক একটা যেন—এক একটা মাথনা হাতী—কলজের ছাতি কি?

তাজ। পাঁচটি যখন গেল, তখন আর একটি নিকে ক'রে পাঁচটির শোক নিবারণ করলিনি কেন?

খতিজা। আমি ত তাই করব মনে করেছিলুম—কিন্তু আঁটকুড়ির ব্যাটারা কেউ যে রাজী হ'ল না। তখন রূপটি থিতিয়ে ওপরে ওপরে সরটি সুধু পড়েছে—কিন্তু বেটাদের ঘোল খাওয়া অভ্যেস—সরের মর্ম্ম বুঝ্‌লে না। আমাকে দেখে আর দুড় দুড় ক'রে পালায়—কি করব দিদি ঠাকরুণ, খসমের আসা ছেড়ে দিয়ে—এখন খোদাকে নিয়ে ব'সে আছি। তুমিও তাই কর—খোদার নাম নিয়ে চোখ বুঝে ব'সে যাও।

তাজ। বেশ, তাই ভাল, সারেঙটা এনে দে।

[খতিজার প্রস্থান।

ভাল, তাই দেখি, আমার তান-লয়ের আবেদন—সেই রাজ্য নিয়ে আত্মহারা অপ্রেমিকের কানে পৌঁছায় কি না।

(খতিজার সারেঙ লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

খতিজা। ও দিদিমণি! বাইরে কি একটা হৈ চৈ পড়েছে।

তাজ। তা পড়ুক, তুই আমাকে সারঙ দে—যা বিশ্রাম করগে যা।

গীত।

জাগত রহ চাতকী, রোয়ে রোয়ে সুরে সুরে।
গীত শুনাওত হিয়া করি মুকত
যবহুঁ পিয়া ঢুঁড়ে দূরে—দূরে॥
দূত সমীরণ আগই কণ্ঠই,—
গীহরণ তরুশির শাখে;
কুটিল মধুকর, ছুটিল গহন পর,
গীত পিয়াসে লাখে লাখে;

চমকি চপলালতা, ঘন ঘন গরজিয়ে
শোভল জলদ গলহারে।
গাহত রহ চাতকী যবহুঁ পিয়ারক
লাখ আঁখি নাহি ঝুরে॥

(আদিল শার প্রবেশ)

আদিল। তাই ত ভাবলুম, রাজনীতির কথা কইতে কইতে সহসা মন উদাস হ'য়ে গেল কেন?

তাজ। রাজনীতিতে রসভঙ্গ হ'ল না কি জাঁহাপনা?

আদিল। হ'ল বই কি—একটা বিষম সমস্যায় পড়েছিলুম। সমস্যার মীমাংসা কর্‌তে না পেরে হতগজ ক'রে কাজ সেরে এসেছি। তুমি যে এখান থেকে সম্মোহন বাণ ছাড়ছ, ধীরে ধীরে আমার অজ্ঞাতসারে আমার বুদ্ধিকে অবশ করছ, তা ত বুঝ্‌তে পারি নি!

তাজ। এমন কি সমস্যার কথা জাঁহাপনা যে, এতরাত্রি পর্য্যন্ত তর্ক ক'রেও তার মীমাংসা হ'ল না? বাঁদী কি তা শোনবার অধিকার রাখে?

আদিল। এই যে বল্লুম বিষম সমস্যা। আমেদনগর থেকে দূত এসেছিল।

তাজ। কেন জাঁহাপনা?

আদিল। সেখানে উজীর মিয়ানমঞ্জু আর এখলাস খাঁতে বিষম বিরোধ বেধেছে। ব্যাপার যা, তাতে বুঝ্‌লুম, বিনা রক্তপাতে সে বিবাদের মীমাংসা হবে না। মালোজী তাই সাহায্য চেয়ে আমাকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছে।

তাজ। তাদের আপনা আপনির ভেতর বিবাদ—আপনি কি সাহায্য কর্‌বেন?

আদিল। দুই রকম মেটাবার উপায় আছে—এক অনুরোধ—আর এক ভয়-প্রদর্শন।

তাজ। আপনি কি উপায় অবলম্বন কর্‌তে চান?

আদিল। কি কর্‌ব, স্থির না কর্‌তে পেরে আমরা হামিদ খাঁর অধীনে এক দল সৈন্য পাঠিয়েছি।

তাজ। ওই কাজটাই কি ভাল বিবেচনা কর্‌লেন?

আদিল। হামিদ প্রথমে আমার এক পত্র নিয়ে তাদের অনুরোধ কর্‌বে। অনুরোধে ফল না হয়, তখন বলপ্রয়োগ!

তাজ। পত্র যাবে কার কাছে?

আদিল। অবশ্য দূত পত্র নিয়ে প্রথমে রাজার কাছেই উপস্থিত হবে। রাজার মধ্যস্থতায় মিটে যায় ভালই—নইলে পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী বিদ্যুদ্‌বেগে একেবারে আমেদনগরে গিয়ে পড়বে। সেখানে মালোজীর মাওয়ালী সৈন্য তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। রাজাকে দুর্ব্বল বুঝেই না সরদারেরা উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে পড়েছে! এই সকল সৈন্য যখন রাজার পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াবে, তখন আর কেউ সেখানে বিদ্রোহ তুলতে সাহস করবে না।

তাজ। এ ত বড় বিষম ব্যাপার—মায়ের পরামর্শ একবার গ্রহণ করলেন না কেন?

আদিল। মায়ের কাছে পরামর্শ নেবার হ'লে কি এতক্ষণ চুপ ক'রে থাকতুম? এ তাঁর পিতার রাজ্যের কথা। মায়ের তাতে একটা বিশেষ স্বার্থ আছে। মা এতে কোন কথা কইতেন না। একবার অনুরোধ করেছিলুম—দুই রাজ্যের ভেতর সদ্ভাব স্থাপনের জন্য, আমার ভগিনী মরিয়মকে ইব্রাহিমকে দান কর্‌তে একবার তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। আমার ইচ্ছা না থাক্‌লেও দ্বিরুক্তি না ক'রে আমি মায়ের আজ্ঞা পালন করি। বিবাহে ভগিনী আমার সুখী হ'ল না। মরিয়ম আমার চেয়েও মায়ের প্রিয় ছিল—তুমি তাকে দেখ নি—সে কি কোমল, কি মধুর।

তাজ। আমি তাকে না দেখেই বুঝ্‌তে পারছি জাঁহাপনা। এক বৃন্তের দুটি কুসুম, একটিকে আমি ভাগ্যের বশে দেখছি—অপরটি এরই প্রতিবিম্ব স্বরূপ হয়ে আমার চোখে ফুটে উঠেছে।

আদিল। তাজ! সে কুসুম দুটি ফুটতে না ফুটতে তাদের বৃন্ত করাল কাল কর্ত্তৃক ছিন্ন হয়েছিল। ফুল দুটি মাটীতে পড়্‌তে না পড়্‌তে এক করুণাময়ী করুণাঞ্চলে তাদের ধ'রে ফেলেছিলেন। সযত্নে করুণাশ্রুনিষেকে তাদের পুষ্ট করেছিলেন। আমরা মায়ের অভাব যাঁর কৃপায় অনুভব করি নি, সেই পিতৃব্যপত্নী মহীয়সী মা চাঁদসুলতানা—মরিয়মের মঙ্গলকামনাতেই তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে বালিকাকে সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু তাজ! নসীবের দোষে ফল বিপরীত হয়ে গেছে। বাল্যের শান্ত-শিষ্ট

বুদ্ধিমান ইব্রাহিম, জ্ঞানহীন পশুতে পরিণত হয়েছে। মা আমার তদবধি মর্ম্মাহত—আমেদনগর সম্বন্ধে আর কোনও অনুরোধ আমার কাছে করেন না। এমন কি, আমেদনগর দর্শনের অভিলাষ পর্য্যন্ত তিনি ইহ-জন্মের মত পরিত্যাগ করেছেন। মনের দুঃখে মা চৌদ্দ বৎসর তাঁর পরম প্রিয় মরিয়মকে পর্য্যন্ত দেখা যেন নি।

তাজ। তা হ'লে মাকে আর এ কথা জানিয়ে কাজ নেই।

আদিল। না, এইবারে জানাবার সময় এসেছে। ভাল করলুম কি মন্দ করলুম, একবার মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।

তাজ। আজ থাক জাঁহাপনা, কাল জিজ্ঞাসা করবেন।

আদিল। প্রাণ আমার চঞ্চল হয়ে রয়েছে। মাকে না জানালে নিদ্রা হবে না।

তাজ। এত রাত্রে তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত কি না করলেই নয়?

আদিল। আমি সারারাত জেগে থাকব, আর মা ঘুমুবেন। তা হ'তে দিচ্ছি না। চল আমার সঙ্গে। (গমনোদ্যোগ)

তাজ। (হাত ধরিয়া) আজ থাক্।

আদিল। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন তাজ? ভয় পাচ্ছ পাছে মা আমার রুষ্ট হন? ভয় নেই, আমার তেমন মা নয়।

তাজ। তা জানি, তবু আজ থাক্।

আদিল। বারংবার নিষেধ করছ কেন তাজ?

তাজ। জাঁহাপনা, বাঁদী এক বিষম অপরাধ করেছে!

আদিল। অপরাধ?—তোমার অপরাধ! কি ক'রে অপরাধ করতে হয়, তুমি যে জান না তাজ!

তাজ। বলুন, বাঁদীর অপরাধ ক্ষমা করবেন!

আদিল। না, তা করব না! এসে অবধি তোমার ওপর ক্রোধ করবার সুযোগ পাই নি, সুযোগ যখন পেয়েছি, তখন ছাড়ব না। তা তুমি বলতে হয় বল, না বলতে হয় নেই বল।

তাজ। মা ঘরে নেই।

আদিল। ঘরে নেই?

তাজ। না—আপনাকে বলতে নিষেধ করেছেন ব'লে বলতে পারি নি। এই রাত্রের মধ্যেই তিনি ফিরে আসতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। কিন্তু রাত্রি প্রভাত হয়, তথাপি তিনি ফিরে এলেন না—তাই আপনাকে জানাচ্ছি।

আদিল। কোথায় গেছেন?

তাজ। আমেদনগর!

আদিল। তা হ'লে আমেদনগর থেকে যে দূত এসেছিল, মা তার খবর পেয়েছেন?

তাজ। দূত কখন এসেছিল?

আদিল। এই রাত্রে—

তাজ। তা হ'লে পান্ নি। তিনি তার বহু পূর্ব্বে চ'লে গেছেন। অপরাহ্নে মৃগয়ার ছল ক'রে, ছদ্মবেশে তিনি নগর পরিত্যাগ করেছেন।

আদিল। সঙ্গে গেল কে?

তাজ। বোধ হয় কেউ নয়।

আদিল। হুঁ!—কোই হ্যায়?

(মল্লুর প্রবেশ)

মল্লু। হুজুরালি!

আদিল। জল্‌দি আমার ঘোড়া তইরি করতে ব'লে দাও।

[মল্লুর প্রস্থান।

তাজ। রাত্রিটের শেষ পর্য্যন্ত দেখবেন না?

আদিল। আজই আমেদনগরে গিয়ে বিজাপুরে ফিরে আসা, এও কি সম্ভব তাজ? বিশেষতঃ রমণীর পক্ষে? তার ওপর সেখানে তাঁর প্রলোভন আছে! ভ্রাতুষ্পুত্র যদ্যপি তাঁর প্রলোভন না হয়, মরিয়মকে না দেখে রাণী কি ফিরতে পারবেন মনে করেছ? চৌদ্দ বৎসর তিনি মরিয়মকে দেখেন নি, তাঁর পুত্রকে কখনও দেখেন নি। এই সব প্রলোভন পরিত্যাগ, মায়াময়ী চাঁদসুলতানার পক্ষে কি সম্ভব? রাণী! দিবারাত্রিই রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকি, তোমাকেও পর্য্যন্ত চিন্তা করবার অবকাশ পাই না, সেই আমি কাজ করতে করতে এক এক সময় মরিয়মের জন্য আকুল হয়ে উঠি। তখন মনে হয়, মান-অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে ভিখারার বেশ ধ'রেও যদি ভগিনীর আমার দেখা পাই, তা হ'লে ভিখারী সেজেও তাকে একবার দেখে আসি। চির আদরে পালিত ভগিনী আমার, এক নির্ম্মম রাজার হাতে প'ড়ে,আরাম বাগান থেকে যেন চির দিবসের

জন্য নির্ব্বাসিত। মা তার সঙ্গে দেখা না ক'রে কখনও কি ফিরতে পারেন?

তাজ। তা আপনি যাচ্ছেন কেন জঁহাপনা?

আদিল। কিন্তু তাজ! বিজাপুর-রাজের গর্ব্বিত মস্তক আজ অবনত হ'ল! অনাহূতা ভিখারিণীর ন্যায়, আমেদনগরের রাজ-গৃহে বীর আলি আদিল শার পত্নী—আমার মাতৃস্বরূপিণী চাঁদ-সুলতানা—ওই শোন আমেদনগরের হাটে-বাজারে আমার বংশের কলঙ্কবাহী কলরব!

তাজ। তা বুঝতে পেরেছি! তবে আপনি যাচ্ছেন কেন?

আদিল। আমি মাকে বিজাপুরে ফিরতে নিষেধ ক'রে আসব।

তাজ। সেইটেই কি কর্ত্তব্য?

আদিল। অথবা তাঁর স্বামীর প্রদত্ত রাজ্য তাঁর হাতে প্রত্যর্পণ ক'রে আমি ফকিরী গ্রহণ করব।

(মল্লুর প্রবেশ)

মল্লু। জনাবালি! ঘোড়া তৈয়ার!

আদিল। চল—আমিও তৈয়ার! (মল্লুর প্রস্থান) তাজ! রাণী ফেরেন ত আমি ফিরব না—আমি ফিরি ত রাণী ফিরবেন না। তুমি ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখের জন্য প্রস্তুত হও।

তাজ। জঁহাপনা! অধিনীর একটা নিবেদন—

আদিল। সাবধান! সঙ্কট সময়ে বাধা দিয়ে আমার বিরক্তিভাজন হয়ো না।

[প্রস্থান।

তাজ। কি করলুম! নিজের সুখে ঈর্ষ্যা ক'রে নিজেই আমার বাদী হলুম!

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিজাপুর-রংমহলের দরদালান।

মল্লু ও খতিজা।

খতিজা। ওরে খোজা?

মল্লু। কেন? (বিকৃতস্বরে) বেটী যেন মৌটুসকি—

খতিজা। [illegible] আমার কি [illegible] [illegible] খাবার সময় আমাকে ডাকিস—তুই [illegible] খাবি, আর আমি কান ধ'রে তোকে [illegible] নইলে কোন্ দিন শুকন ছাতু গলায় [illegible] বদ্ধ হয়ে ম'রে যাবি। এমন সুখের চাকুরী [illegible] কোথা?

মল্লু। নাম ধ'রে ডাকতে পারিস না?

খতিজা। তোর আবার নাম আছে?

মল্লু। কেন থাকবে না? হাস্‌মাদার হোসেন বক্‌স হিম্মত মল্লু ফরোখী।

খতিজা। থাম থাম বেটা, থাম—বেটার নামে যেন গৃহিণী রোগ হয়েছে—আধ ঘণ্টা ধ'রে জড় মরে না। কাল মৌলবীর কাছে গিয়ে নাম ছাঁটিয়ে চাঁচিয়ে সোজা ক'রে আনিস্। এখন যা বলি শোন্—রাজাকে ফিরিয়ে আন্।

মল্লু। হুজুরালি এতক্ষণ দশ ক্রোশ গিয়ে পড়েছে—কেমন ক'রে ফেরাব?

খতিজা। যেমন ক'রে পারবি ফেরাবি, নইলে বেটা হটু বলতে ঘোড়া তইরি করলি কেন?

মল্লু। হুজুরালি যে হুকুম করলে!

খতিজা। হুজুরালি যদি তোকে খাবার জন্য বিষ আনতে বলে, তুই বিষ এনে দিবি?

মল্লু। তা দেব কেন?

খতিজা। এই যে এনে দিলি রে বেটা!

মল্লু। কই বিষ আনলুম!

খতিজা। হাত শুঁকে দেখেছিস কি? রাজাকে ঘোড়া এনে দিলি না?

মল্লু। তা তো দিলুম—

খতিজা। তবে আর বাকি রাখলি কি? রাজা যে সেই ঘোড়ায় চেপে বিবাগী হ'য়ে গেল—

মল্লু। (ক্রন্দনভাবে) এঁ:—

খতিজা। এঃ। সর্ব্বনাশ করলি! রাজা আর আসবে না ব'লে চ'লে গেছে—

মল্লু। কি বল্লি—আইবুড়ী!

খতিজা। আর বলব কি আমার মাথা [illegible] (কপালে করাঘাত ও উভয়ের ক্রন্দন)।

(তাজের প্রবেশ)

তাজ। করিস—কি, করিস কি আয়ী? এখ

দেশশুদ্ধ জানাজানি হবে। রাজ্যশুদ্ধ শত্রু, এখনি সর্ব্বনাশ হবে।

খতিজা। চুপ কর্‌ব বই কি মা। বুড়ো বয়সে আর কতক্ষণই বা কাঁদব—ওরে চুপ কর, আর চেঁচিয়ে লোক-জানাজানি করিস্‌ নি।

মল্লু। কি হ'ল মা?—কি কর্‌লুম মা?

তাজ। তোর অপরাধ কি? সে উঠে আয়—হুঁসিয়ার, আর একটুও গোলমাল করিস্‌ নি।

[প্রস্থান।

মল্লু। ও আয়ী বুড়ী—কি করলুম?

খতিজা। চুপ কর, লোক আসছে—

মল্লু। ও আয়ী বুড়ী।

(পরিচারিকাগণের প্রবেশ)

খতিজা। আরে মর, চুপ কর, কি কর্‌বি—অমন ঘরে ঘরে হ'য়ে থাকে—

সকলে। কি হয়েছে? কি হয়েছে—আয়ী বুড়ি? কি হয়েছে মল্লু? কি হয়েছে মল্লু?

মল্লু। বিবি! সর্ব্বনাশ হয়েছে—

খতিজা। (মুখে হাত চাপিয়া) চুপ কর্‌ আঁটকুড়ির বেটা। আমি বল্‌ছি। মল্লুর বৌটি ম'রে গেছে মা! বেচারী একেবারে গৃহশূন্য হয়েছে—

১ম প। ওমা, কি ক'রে ম'ল গো?

খতিজা। মল্লুর শোকে অধৈর্য্য হ'য়ে অন্যমনস্কে একটা আস্ত ভেড়া খেয়ে ফেলেছিল বেটা ভেড়া পেটে ঢুকেই একেবারে সিংএর গুঁতো মেরেছে—কচি পেট ফেঁসে গেছে।

২য় প। হায় হায় হায়—সেখানে কেউ কি লোক ছিল না?

খতিজা। থাকবে না কেন—থাকবে না কেন ...ড়ি—তুমি আমার মল্লুধনের অকল্যাণ কর? ...লুর শ্বশুরবাড়ী লোক গিস্‌গিস্‌ কর্‌ছে, আর ...মি ছুঁড়ি এসে অকল্যাণ ক'রে বল্‌ছ লোক নেই?

২য় প। তা মরুকগে—যত পারে থাকুক না, আমি কি তাদের মর্‌তে বল্‌ছি? লোক থাকলো—কেউ গলায় বাঁড়াশী দিয়ে বৌটার গলা থেকে ভেড়াটাকে বার ক'রে নিলে না?

খতিজা। সে তখন সিং নাড়ছে, এগোয় কে?

৩য় প। তোরাও যেমন ন্যাকা ছুঁড়ী—খোজার আবার শ্বশুরবাড়ী কি?

সকলে। ও মা—তাই ত!

খতিজা। ও মা—তাই ত!

৩য় প। বুড়ীর যত বয়স যাচ্ছে, ততই রস বাড়ছে—নে চলে আয়।

খতিজা। আর কেন মল্লু, স'রে পড়। আবার একটা কে আসছে—

মল্লু। তাই ত তাই ত—আবার কে আসছে যে!

[উভয়ের প্রস্থান।

(চাঁদ বিবির প্রবেশ)

চাঁদ। একটুখানি অন্তরাল হ... আর অমনি বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে গেছে! তা...

(তাজের প্রবেশ)

তাজ। য়ঁ্যা! সত্যি সত্যিই মা তুমি ...?

চাঁদ। আস্‌ব না ত থাকব কোথায়? ...মি কি বাপের বাড়ীর নিমন্ত্রণে গেছি মা? ...ব আস্‌তে একটু বিলম্ব হয়ে গেছে। উষার ... সিন্দুর-রেখা দেখা দিয়েছে। যা ভয় ক'রে গি..., তাই। মা, যদি না যেতুম, আজ প্রভাতে ...-নগরের দুর্গচূড়ায় মোগল-পতাকা উড্ডীয়মান ...। বিনা রক্তপাতে মোগলকে পরাস্ত ক'রে এসেছি। আসতে কিছু বিলম্ব হয়েছে—আমার সন্তান ত কিছু বুঝতে পারে নি মা?

তাজ। মা! তুমি কি ঠিক ফিরে এলে?

চাঁদ। কেন মা সন্দেহ হচ্ছে? এসেছি—কিন্তু কি ক'রে এসেছি জান? সেই অন্ধকারময় নিস্তারকা আমেদনগরের গগনে চপলাপ্রতিভায় একএকবার আমার প্রাণের মরিয়ম-মূর্ত্তি ভেসে উঠেছিল। যে আকুল আবেগে নব বিকশিত কুসুমমালিকা মমতা-সৌরভে আমাকে মত্ত করতে শৈশবে আমার গলা জড়িয়ে ধরত, ঠিক যেন সেই আবেগে—মা, ছায়ামূর্ত্তি সমস্ত জীবন অন্তরস্থ ক'রে, আমার হৃদয়-পার্শ্বে এসে আমার সেই মমতার অনুসন্ধান করেছে! খুঁজে পেলে না ব'লে, আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। মরিয়ম! অভিমানগর্ব্বিত সোদর কর্ত্তৃক অবজ্ঞাতা মরিয়ম! আমিও তোর নির্জ্জন

কারাগারের দ্বারে আঘাত ক'রে উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রে ফিরে এলুম! উঃ! আমি এত নিষ্ঠুর তা ত জানতুম না। আর তাজ! নির্জ্জনে ব'সে তোকে আর আমার সন্তানকে আমার মর্ম্মব্যথার উপহার প্রদান করি।

তাজ। মা!

চাঁদ। কি তাজ? বারংবার তুমি এমন ভাবে সম্বোধন কর্‌ছ কেন? তোমার স্বামী কই?

তাজ। তিনি গৃহে নেই।

চাঁদ। তিনি কোথায়?

তাজ। তিনি তোমার অনুসন্ধানে আমেদ-নগরে চ'লে গেছেন।

চাঁদ। তা হ'লে তুমি তাকে আমার কথা বলেছ?

তাজ। প্রভাত হয় দেখে কথা গোপন রাখতে পারি নি।

চাঁদ। তা তুমি বেশ করেছ। কিন্তু সে নির্ব্বোধ গেল কেন? প্রভাত পর্য্যন্ত আমার অপেক্ষা করতে পারলে না? তুমি আমাকে শৈশব থেকে দেখ নি, সে ত দেখেছে—বেশ তুমিই হও আমার মর্ম্মকাহিনীর শ্রোত্রী। সে আসবে, হাত জোড় ক'রে আমার কাছে সাধবে, তবে শুনতে পাবে—নইলে নয়।

তাজ। তিনি বুঝি আর আসবেন না।

চাঁদ। আসবেন না? গোপন রেখ না, কি হয়েছে আমাকে প্রকাশ ক'রে বল। কাঁদছ কেন—বল?

তাজ। মা! মতিহীনা কন্যাকে রক্ষা কর। (পদধারণ)

চাঁদ। কেন মা! তোমার সঙ্গে কি কলহ ক'রে তিনি চ'লে গেছেন?

তাজ। তা যদি বলতে পারতুম মা, তা হ'লেও আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারতুম। কত সুখী হতুম। স্বামী আপনাকে বিজাপুরে ফিরে আসতে নিষেধ করতে গেছেন।

চাঁদ। বুঝতে পেরেছি! তার বিশ্বাস হয়েছে, আমি বিজাপুরের মর্য্যাদা নষ্ট করেছি। বিজা-পুরে ফিরে মরিয়মের সঙ্গে দেখা করেছি—ভ্রাতু-পুত্রের সঙ্গে দেখা করেছি। কিন্তু আমি যে এসে

তাজ। তুমি থাকলে, তিনি আর বিজাপুরে আসবেন না।

চাঁদ। বটে! তা বেশ—তার রাজ্যের চেয়ে অভিমান বড় হ'ল? তা হ'ক—কিন্তু মা! আমার স্বামীর অতি যত্নের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য—আমি একটা অল্পবুদ্ধি যুবকের খেয়ালে এ রাজ্য ধ্বংস হ'তে দিতে ত পারব না। আমার স্বামী শক্তিমান আলি আদিল শা যে সময় ঘাতকের হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন, তখন আমি বালিকা। আমি তৎপূর্ব্বে তাঁরই পদপ্রান্তে ব'সে, রাজনীতির গুপ্ত রহস্য অল্প অল্প শিক্ষা করছিলুম; মৃগয়াতে ও অশ্বা-রোহণে আমি তাঁর সঙ্গিনী—সিংহের হৃদয় বিদ্ধ করতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যখন তিনি আমার কাছে পরাস্ত হতেন, তখন পুলকাশ্রু বিসর্জ্জন করতে করতে ঊর্দ্ধে চেয়ে করযোড়ে বল্‌তেন, "ঈশ্বর, চাঁদকে আমার চেয়ে রাজনীতিতে শক্তিশালিনী কর।" সেই স্বামী মৃত্যুকালে তাঁর নয় বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্রকে, সাত বৎসরের বালিকা মরিয়মকে আমার হস্তে সমর্পণ ক'রে যান। মা, তুমি জান না, সে কি অবস্থা! স্বামি-শোকার্ত্ত বিধবা বালিকার অঙ্কে দুটি পিতৃমাতৃহীন বালক—আর সম্মুখে কণ্টকময় নরারণ্যতুল্য বিশাল রাজ্য। একদিকে তোমার পিতা ইমাদসাহী বংশের শক্তি-শালী প্রতিনিধি, অন্য তিন দিকে কুতবশাহী, হুসেনশাহী, আমার পিতৃকুল নিজাম শাহী—চারি-দিক্ থেকে প্রবল বন্যার বিভীষিকা! নদীগর্ভে বিদ্রোহী সরদারদের উত্তেজনার তরঙ্গমধ্যে শিশু রাজাকে উপলক্ষ ক'রে তরণীর কর্ণধাররূপে একমাত্র রমণী। এর মধ্যে স্বামীর আশীর্ব্বাদ মাথায় ক'রে, ঈশ্বরের কৃপায় সমস্ত আপদ্ থেকে উত্তীর্ণ হয়েছি; শিশু রাজাকে তীরে এনে সকল শোভাময় শান্তিময় উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত করেছি। তাকে আমি কোন্ প্রাণে ভেঙ্গে দেব তাজ? তোমার সন্তানকে এনে দাও—আমি তাকে আবার অবলম্বন ক'রে বিজা-পুর রাজ্য শাসন করি।

তাজ। ক্রোধ ক'র না মা! ক্রোধ ক'র না।

চাঁদ। ক্রোধ কার ওপর কর্‌ব? মূর্খের ওপর ক্রোধ ক'রে—আপনাকে মিছে পীড়িত কর্‌ব কেন মা? চ'লে এস। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

আমেদনগর—রাজপথ

ছদ্মবেশে আদিল।

আদিল। কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! গাঢ় রজনীতে নিদ্রামগ্ন গৃহস্থের গৃহের ন্যায় সমস্ত নগর নিস্তব্ধ। বিদ্রোহের লক্ষণ ত এখানে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মালোজীর নামে পত্র লিখে কেউ আমাকে প্রতারণা কর্‌লে না কি? চাঁদ সুলতানার আসবারও ত কোন চিহ্ন নেই। এত লোকের সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ হ'ল, মা এলে এক জনও কি তাঁর নাম মুখে আন্‌ত না? বিজাপুরের কোহিনুর আমেদনগরে কি এতই মূল্যহীন যে, অন্যমনস্কেও একটা লোক তাঁর নাম করলে না? এ কি প্রহেলিকা?

(হামিদের প্রবেশ)

হামিদ। জাঁহাপনা! কি করব আদেশ করুন?

আদিল। আমি একবার রাজসভা পর্য্যন্ত না গিয়ে ফির্‌ছি না।

হামিদ। সে কি জনাবালি! যদি কেউ জানতে পারে?

আদিল। তুমি নিত্য দেখ্‌ছ, তবু তুমি কি আমাকে জানতে পেরেছিলে? এখানে আমাকে চেনবার কে আছে? যদি কেউ চিনতে পারে ত সে এক মালোজী সে চিন্‌লে আমার অনিষ্ট নেই। যতক্ষণ না ফিরব, ততক্ষণ সমস্ত পলটন নিয়ে তুমি ভীমানদীর তীরে আমার অপেক্ষা কর।

হামিদ। এক জন রক্ষী না হয় সঙ্গে দি।

আদিল। কিছু প্রয়োজন নেই। শেষ পর্য্যন্ত খবর না নিয়ে, কিছুতেই আমি এ স্থান ত্যাগ কর্‌তে পারছি না। আমি সহরের মধ্যে প্রবেশে কর্‌তে চল্‌লুম।

হামিদ। তাই ত, এ ত আশ্চর্য্য কথা! রাণী এলেন, কেউ তাঁর সন্ধান রাখে নি। এই কতকগুলি স্ত্রীলোক আসছে, এদের কাছে খবরটা

(কলসী-মস্তকে নাগরিকাগণের প্রবেশ)

গীত

পলকে চলকে জল, পা টিপে টিপে চল।
আকুল কলস ভরা অমিয়া চল চল॥
কমল নয়ন তোর, কি দেখে এত বিভোর
কোথা কে মনচোর গোপনে করে ছল॥
বিপাকে পাকে পাকে, এত কি টানে তোকে,
চলিতে পড় ঝুঁকে, দেহটি টলমল।
বেঁধে নে কটী সখি, হৃদে নে ভরি বল॥

১ম না। একটু সকাল সকাল চল ভাই। শুনছি মোগলদের সঙ্গে লড়াই বাধবে। সন্ধ্যে বেলায় কে কোথায় দুস্‌মন লুকিয়ে আছে বলা ত যায় না, খপ্‌ ক'রে যদি হাত ধ'রে ফেলে তা হ'লেই ইজ্জত নষ্ট।

২য় না। শুনেছি আকবর সার হারেমে আর বেগম ধরে না।

১ম না। ভাল ভাল সহর থেকে ভাল ভাল আওরৎ চুরি করেছে, আর হারেমে পুরেছে।

৩য় না। হাঁ ভাই, আকবর সাকে দেখতে কেমন?

২য় না। কেন, তার হারেমে ঢোকবার ইচ্ছে হয়েছে না কি?

৩য় না। তোবা, আমরা পাঠানী, মোগলের হারেমে ঢুকতে যাব কেন?

১ম না। তবে তার চেহারা জানবার দরকার কি?

৩য় না। ভেবে দেখ্‌ তুম, বেগমগুলো তার কি সুখে আছে। ভোগ ত আর কেউ করতে পার্‌বে না, চেহারাটা ভাল হ'লে তবু দেখে সুখ পেত।

২য় না। শুনেছি খুব খুপসুরত।

১ম না। পোড়া কপাল, খুপসুরত! অঙ্গ কুচ্ছিৎ, চোকটা টেরা, নাকটা আধখানা বসা, দাঁতগুলো আড়াই হাত ঝুলে পড়েছে—বাহারদ্দীর নানীকে দেখিস নি—ঠিক তার মতন চওটা—

৩য় না। তুই দেখেছিস নাকি?

১ম না। ও আর দেখতে হয় না—না দেখেই

কাজে চুরী—চেহারা না দেখেই বুঝেছি ও ঠিক বাহারদীর নানী।

৩য় না। সে ত মেয়ে মানুষ।

১ম না। হ'লেই বা মেয়েমানুষ—মেয়ে মানুষের কি কখন পুরুষের চেহারা হয় না?

২য় না। তা আমি শুনেছি—ক্ষুদের চাচীর গল্প—তার বাপের বাড়ীর দেশে মধুমিয়া ব'লে এক মাগী ছিল, সে গোঁফে চাড়া দিয়ে রাজার দেউড়ীতে পাহারা দিত।

৩য় না। পোড়া কপাল সে রাজার! দেশে কি আর আদমি ছিল না। মেয়ে মানুষে দেউড়ী রাখে।

২য় না। কেন এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে মেয়ে মানুষে পুরুষের কাজ করে।

১ম না। এই মগের মুলুকে—মেয়েরা হাট-বাজার করে, পুরুষে ঘরে ছেলে আগলায়।

২য় না। মগের মুলুক অতদূর যেতে হবে কেন—এই আমাদের দেশের পাশে অমন ধারা দৃষ্টান্ত রয়েছে যে।

৩য় না। কোথায় ভাই?

২য় না। কেন এই বিজাপুরে! রাণী লড়াই করে, আর রাজা ঘরে ব'সে পেস্তা খায়।

আদিল। রমণীমহলে তা হ'লে দেখছি আমার খুব পশার। হাঁগা, তোমরা বিজাপুরের কথা কি বলছ?

১ম না। তুমি কে?

আদিল। আমি বুরহানপুরী।

১ম না। তা তুমি এখানে কোথায় এসেছ?

আদিল। বিজাপুরে যাব, পথে রাত্রি হয়ে যাবে—তাই এই সহরের চটীতে আজকের মতন বাসা নেব ব'লে চলেছি।

২য় না। হাঁগা, তুমি বিজাপুরের খবর জান?

আদিল। খুব জানি—

৩য় না। হাঁগা তাদের রাণী না কি লড়াই করে?

আদিল। খুব করে।

২য় না। আর রাজা?

আদিল। অন্দরে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে কেবল পেস্তা খায়।

১ম না। তুমি তাকে দেখেছ?

আদিল। দেখেছি বই কি, এই কতকটা তোমাদেরই মতন।

২য় না। একটা মানুষ আমাদের সবার মতন কি রকম?

আদিল। এই মুখ খানা তোমার মতন, চোকটি এর মতন, ঠোঁট দুখানি এই বিবির মতন।

১ম না। আর গোঁফ জোড়াটা তোমার মতন।

আদিল। এই তুমি কতকটা বুঝতে পেরেছ। তবে ঠিক আমার মতন নয়—এই তোমার যদি গোঁফ বেরুত, আর এর যদি দাড়ী গজাত, তা হ'লে কতকটা মিলত বটে।

১ম না। আমার গোঁফ বেরুবে, ওর দাড়ী গজাবে, তা হ'লে তোর আঁটকুড়ী বেটা থাকবে কি?

আদিল। আমার তা হ'লে (ওকে দেখাইয়া) এই বিবিটি থাকবে। কেমন বিবি, থাকলে চলে?

১ম না। ওরে মোগল রে—মোগল।

সকলে। ওরে ধরলে রে—ধরলে—(পলায়ন)

আদিল। কি আশ্চর্য্য! এরা খবর দেবে কি? আমাদের রাণী যে আমেদনগরের কন্যা এরা কেউ সে খবর পর্য্যন্ত রাখে না, আর জাঁহাপনা সেই মায়ের তল্লাস করতে আমেদনগরে এসেছেন? রাণী এখানে এলেন, পাখী-পক্ষীতে টের পেলে না! জাঁহাপনা, আর অধিকক্ষণ থাকা উচিত নয়—স্ত্রীলোকগুলো চীৎকার করতে করতে চ'লে গেল—আপনি প্রস্থান করুন, থাকলে হয় ত রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে।

আদিল। তুমিও আর এখানে মিছে বিলম্ব ক'র না।

[প্রস্থান।

(নাগরিকগণের প্রবেশ)

সকলে। কই কোথায় মোগল? কোথায় মোগল?

হামিদ। কি হয়েছে, কি হয়েছে ভাই সব?

১ম না। দেখ দেখি ভাই, শালা মোগলের আক্কেল—

হামিদ। কি করেছে—শালা মোগল, কি করেছে?

১ম না। শালা আমাদের বউদের তামাসা করেছে।

হামিদ। বটে, বটে! শালার এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমাদের বউদের তামাসা করে!

সকলে। খুন কর, শালাকে খুন কর।

হামিদ। থাক থাক—আমি মিটিয়ে দেব এখন। আমি মিটিয়ে দেব এখন।

১ম না। মিটিয়ে দেবে কি? শালা কি আমাদের অপদার্থ মনে করেছে?

হামিদ। আরে ভাই, সে শালা বোকা। নইলে তোমাদের তামাসা না ক'রে, তোমাদের বউদের তামাসা করে, শালার কান ম'লে ইয়াদ দিয়ে দেব এখন।

১ম না। আমাদের তামাসা?

২য় না। আমাদের তামাসা করবে, এত বড় আদমি দুনিয়ায় আছে? আমরা উজীর সাহেবের দল।

হামিদ। এখানে আবার দলাদলি আছে নাকি?

১ম না। হ্যাঁ, তুমি কোথাকার লোক?

হামিদ। এই মাটী করেছে। শালারা একটা গোল বাধায়।—এই এতক্ষণ দস্তিগিরি করলুম, তোদের হয়ে মোগলের সঙ্গে এত লড়লুম—হাত একেবারে বাড়িয়ে রয়েছি—শালার কান পেলে এই এমনি ক'রে মোচড় দি। এতক্ষণ পরে হ'লুম কোথাকার লোক! এইটেই কি ভাই কথা হ'ল?

১ম না। তা হ'লে দলাদলি আছে কি না জান না?

২য় না। জানে না যখন তখন বলেই দেনা ভাই।

হামিদ। হাঁ জানাজানির কথায় দরকার কি? জানব না কেন, তবে তোদের কাছে শুনলে জানবার কিছু রস হয়।

২য় না। শুনতে আমোদ পায় শুনিয়ে দে।

১ম না। এখলাস খাঁর সঙ্গে উজীর সাহেবের ভারি রেশারেশি চলছে।

আদিল। বটে, বটে! তার পর?

১ম না। কালই একটা হেস্ত-নেস্ত হ'য়ে গিছল।

সকলে। ভারি রক্ষা হয়ে গেছে।

হামিদ। কি ক'রে হ'ল?

১ম না। আমরাও তইরি হ'য়েছি—এখলাস খাঁও তইরি হ'য়েছে—লড়াই বাধে—এমন সময়—বলব কি রে ভাই—এক পরী এসে উপস্থিত হ'ল!

হামিদ। তার পর?

১ম না। এসেই এখলাস খাঁকে বললে—এখলাস তুমি চুপরও—এখলাস অমনি চুপ্। তার পর উজীর সাহেবের দিকে চেয়ে বললে—মিয়ানমঞ্জু—তুমি চুপরও—মিয়ানমিয়া অমনি চুপ। আমাদের উভয় পক্ষের লোককে ডেকে বললে—তোরা চুপ্‌র'—আমরা অমনি ঘুপটী মেরে চুপ্।

হামিদ। তার পর?

১ম না। তার পর—ঝপর ঝপর ক'রে ভাই দুই ডানার শব্দ হ'ল আর কি—মাথা তুলে দেখি—পরীরাণী একেবারে আকাশে।

হামিদ। পরীরাণী চ'লে গেলেন?

১ম না। গেলেন ব'লে গেলেন—একেবারে দশদিক অন্ধকার ক'রে গেলেন।

২য় না। এখনও তিনি আকাশে উড়ছেন—তিনি যে কোন্ মুলুকে নাববেন, তা কেউ ঠিক করতে পারছে না।

হামিদ। আচ্ছা ভাই! একটা কথা শুনলুম সেটা কি সত্যি? চাঁদসুলতানা নাকি কাল এসেছিলেন?

সকলে। চুপ চুপ—

হামিদ। কেন বল্ দেখি?

১ম না। তিনিই—তিনিই—তিনি ম'রে পরী হয়েছেন।

হামিদ। বটে!

১ম না। নইলে আর তাঁকে কেউ দেখতে পেলে না কেন? সারারাত সমস্ত সরদারেরা তাঁর সন্ধান করেছে, কিন্তু কেউ তাঁর সন্ধান পায় নি।

হামিদ। রাণী?

১ম না। শুনেছি তিনি বিশ্বাস করেন নি?

হামিদ। তা সহরে তাঁর কোন কথা শুনতে পাচ্ছি না কেন?

সকলে। নিষেধ—নিষেধ।

১ম না। উজীরের কড়া হুকুম, কেউ যেন তাঁর কথা উত্থাপন না করে।

হামিদ। বুঝতে পেরেছি ভাই, তোমাদের

সেলাম। তোমরা আমার ওপর বড় মেহেরবাণী করেছে—আর কাউকেও এ কথা প্রকাশ ক'র না। তা হ'লে ভাই সব ঘরে যাও।

১ম না। তা হ'লে মোগল পালিয়েছে?

হামিদ। সে যখন তোমাদের সাড়া পেয়েছে, তখন কি সে আর থাকে—আর সে কথা তুলে কাজ নেই—ঘরের কথা—ঘরের কথা। ও চেপে যাওয়াই ভাল।

সকলে। ঠিক বলেছ মিয়া, ঘরের কথা—ঘরের কথা—চ'লে আয়—চ'লে আয়।

[প্রস্থান।

হামিদ। এই ত মায়ের সন্ধান হ'ল!

(আদিল সার পুনঃ প্রবেশ)

আদিল। এই যে হামিদ! এখনও দাঁড়িয়ে আছ?

হামিদ। জাঁহাপনা যেতে যেতে মায়ের সন্ধান করছিলুম।

আদিল। আর সন্ধানে প্রয়োজন নেই—দেখা হ'ল ভালই হ'ল—সমস্ত পলটন ফিরিয়ে নিয়ে যাও। মায়ের খবর পেয়েছি।

হামিদ। আমিও খবর পেয়েছি জাঁহাপনা। পেয়ে বুঝেছি সৈন্য রাখবার আর প্রয়োজন নেই। যুদ্ধ ক'রে আমরা যে কার্য্য সাধন করতে এসেছি, সুলতানার উপস্থিতিতেই সে কাজ নিষ্পন্ন হয়ে গেছে।

আদিল। আজই তুমি ছাউনি তুলে বিজাপুরে প্রস্থান কর।

হামিদ। আর আপনি?

আদিল। আমি—হামিদ? আমি আমার বিজাপুর যাবার পথে কণ্টক দিয়েছি।

হামিদ। সে কি কথা হুজুরালি?

আদিল। আমার মহিমময়ী মায়ের মহত্ত্বে সন্দেহ ক'রে যে অপরাধ করেছি, অতি পাপীও কখন সেরূপ অপরাধ করে না।

হামিদ। কিছু করেন নি—চ'লে আসুন। বুঝেছি মা রাত্রেই বিজাপুরে ফিরে গেছেন।

আদিল। তিনি সগর্ব্বে ফিরে গেছেন, কিন্তু আমি ত ফিরতে পারলুম না।

হামিদ। কেন পারবেন না—মা ত আপনার মনের অবস্থা জানেন না।

আদিল। জানেন না—কিন্তু জানতে পারবেন।

হামিদ। কে তাঁকে জানাবে জাঁহাপনা? আপনার মনের কথা শুধু গোলাম শুনেছে। গোলামকে কি আপনি বেইমান জ্ঞান করেন?

আদিল। তুমি বলবে কেন—আমি নিজে বলব।

হামিদ। প্রয়োজন?

আদিল। তবে কি আমি নিজের কাছে চোর হয়ে থাকব? তা হবে না—মায়ের সম্মুখে সমস্ত মনের পাপ জ্ঞাপন ক'রে মায়ের রাজ্য মাকে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করব।

হামিদ। বেশ ফিরেই চলুন।

আদিল। এসেছি—একবার ভগিনীকে দেখে যাই—আর ত দেখা হবে না! সর্ব্ব কোমলতার আধার রমণী। আমি যে স্নেহের আকর্ষণে আত্মহারা হয়ে মর্য্যাদা নষ্ট করতে চলেছি—তুমি কেমন ক'রে সে আকর্ষণ ছিন্ন করলে?—ধন্য তোমার প্রাণ, ধন্য তোমার শক্তি। যাও হামিদ, তুমি স্বরাজ্যে ফিরে যাও।

হামিদ। আপনি না ফিরলে ফিরব না জাঁহাপনা।

আদিল। অবাধ্য হয়ো না—আমার হুকুম তামিল কর।

হামিদ। জান নিন।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

বিষম টানে কুঞ্জবনে বাঁধা পড়েছে সখা।
প্রাণ যায়, নাইকো উপায়, দিয়ে আর চোখের দেখা।
যদি লো পড়ে কেঁদে, চরণে বাহু বেঁধে,
যেয়ো না গ'লে লো সই, ঢ'ল না অবসাদে,
নয়ন-জলে তার ছলনা মাখা।
অধীর যদি প্রাণ কাতর হেরে
করলো ছুটো গান স'রে স'রে,
কিংবা সজনী, একটি মধুর বাণী
শুনায়ো কানে কানে মন-রাখা॥

আদিল। আহাহা! এ কি মধুর! এ কি

করুণরসময়। হামিদ। হামিদ। এ যে আমার পরিচিত কণ্ঠ—বাল্যে এইরূপ মধুর স্বরের আধার বিজাপুরের উত্থান-কুঞ্জে উল্লাসময়ী প্রকৃতির ন্যায় সমস্ত তরুলতাকে সুধাস্রোতে প্লাবিত করত।

হামিদ। রংমহলের ভেতর থেকেই এ মধুর ধ্বনি আসছে।

(অনেক পথিকের প্রবেশ)

আদিল। এ সঙ্গীত কোথা থেকে উঠ্‌ছে বল্‌তে পার বাপু?

পথিক। কেন তুমি কি এ দেশের নও?

হামিদ। তা হ'লে জিজ্ঞাসা করবেন কেন?

পথিক। ওটা রাণীর মহল—রোজ সন্ধ্যায় ওখান থেকে এই রকম একটি একটি গান ওঠে। বোধ হয় রাণী গান করেন।

আদিল। এমন মধুর গান—শোনে কে?

পথিক। কে আর শুন্‌বে—পাখী শোনে, খোদা শোনে—আর আমরা যদি কখন সন্ধ্যাকালে এ দিক দিয়ে পথ চলি, তা হ'লে আমরাও শুনি। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য মিয়া—পশুপাখী যে গান শুনে বশ হয়, রাজা সে গানের মর্ম্ম বুঝ্‌লে না—কি যে বাইজীগুলোর হাতনাড়া আর ভেড়ুয়াগুলোর কান মোড়া—তাঁর যে কি ভাল লেগেছে? ছিঁ ছি ছি।

[প্রস্থান।

আদিল। হামিদ! থাকতে হয় থাক—যেতে হয় যাও—আমি যাব না।

[প্রস্থান।

হামিদ। দেখছি আপনি আত্মহারা, আমি কি আপনাকে ফেলে যেতে পারি? [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

আমেদনগর—মরিয়মের কক্ষ

মরিয়ম ও বাহাদুর।

বাহা। হাঁ মা! এ রাজ্যে দেখ্‌ছি সকলেরই সব আছে, কিন্তু তোমার ত কেউ নেই!

মরি। কার কি আছে, যা আমার নেই!

বাহা। সকলেরই আত্মীয় স্বজন আছে দেখতে পাই। দুঃখে এসে সান্ত্বনা দেয়, আর সুখের সময়ে এসে উল্লাস করে।

মরি। আমার সুখও নেই, দুঃখও নেই—কাজেই সান্ত্বনার সঙ্গীরও প্রয়োজন হয় না।

বাহা। না মা, আমার জানবার বড় কৌতূহল হয়েছে! এ রাজ্যে রাণী তুমি, কিন্তু মা তোমার মতন দুঃখী ত কেউ দেখি না। পিতা-মাতা-ভ্রাতায়—তোমার এক এক প্রজার কেমন উজ্জ্বল সংসার! আর তোমার আপনার বল্‌তে কেবল কি না এক জন হিন্দুরমণী! আর আছে বাঁদী। আত্মীয় কে কবে সান্ত্বনা করতে এসেছে মা?

মরি। তাতে ক্ষতি কি বাহাদুর—যে সুখে-দুঃখে মর্ম্ম-কথার আদান-প্রদান করে—পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু—তাকে যা বল্‌তে চাও, সে সেই।

বাহা। সত্যি কথা বল না মা! তোমার আপনার জন কে আছে? আমেদনগরের রাজা কি এক জন ভিখারিণীকে ধ'রে এনে রাণী করেছেন?

মরি। এ প্রশ্ন আর কখন কারও কাছে করেছ?

বাহা। তা হ'লে তোমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করব কেন? প্রজার কাছে মাথা হেঁট্ করব?

মরি। বেশ করেছ! তোমার বুদ্ধিতে আমি সন্তুষ্ট হ'লুম। আমার সব আছে। কিন্তু বালক! বড় দুঃখ, তোমার নেই।

বাহা। আমার তুমি ত আছ। কিন্তু তোমার মা কই মা?

মরি। আমার মা ভুবনমোহিনী—তার রূপের প্রভায় চপলা হার মানে, তার গুণের টানে পশু-পাখী পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয়।

বাহা। তিনি কি মানুষ, না আমাকে ভোলা-বার জন্য কোন দেবতার উদ্দেশ ক'রে বলছ।

মরি। দেবতা তাতে সন্দেহ নাই—তবে আকার তাঁর নারীর মতন। আর এক বিচিত্র কথা, তিনি এই অট্টালিকার কোন এক শান্তিময় পবিত্র গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বাহা। তুমি তাঁকে দেখেছ?

মরি। আমি দেখেছি—কিন্তু তুমি তাঁকে দেখ্‌তে পেলে না? আদর-সম্ভোগ আমার পূর্ণ-মাত্রায় মিটে গেছে। কেবল দুঃখ বাহাদুর, তার সামান্য অংশে তোমাকে আমি সুখী কর্‌তে পার্‌লুম না।

বাহা। তিনি কে মা ?

মরি। তিনি বিজাপুররাণী চাঁদসুলতানা। আমার সহোদর বিজাপুরের পরাক্রমশালী সুলতান আদিল শাহ।

বাহা। বুঝেছি—আর তাঁদের দেখতে পাই নি কেন তাও বুঝেছি।

মরি। আমাকে না দেখে তাঁদের যা দুঃখ, তাঁদের না দেখে আমার তার শতাংশের এক অংশও দুঃখ নেই। কেবল তোমার পিতার আচরণে মর্ম্মাহত, তাঁরা তোমাকেও দেখ্‌বার সুযোগ পেলেন না।

বাহা। মা এখন বুঝ্‌লুম তুমি দুঃখিনী বটে, কিন্তু আমার দুঃখের অন্ত নেই।

মরি। তুমি আমেদনগরের ভবিষ্যৎ রাজ্যেশ্বর। ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবন নিয়ে তোমার দুঃখ করা শোভা পায় না। সর্ব্বসন্তাপহারী ঈশ্বরকে মনে-প্রাণে স্মরণ কর; যদি এ অভাব পূরণ করবার হয়, তিনিই তা পূরণ করবেন।

বাহা। ঈশ্বর! তোমার কাছে কখন কিছু চাই নি—কি যে চাইতে হয় জানি না। আমার প্রথম প্রার্থনা—আর প্রভু! এই আমার শেষ—দয়া ক'রে আমার মনের বাসনা পূর্ণ কর।

(বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। বেগম সাহেব!

মরি। কি খবর বাঁদী ?

বাঁদী। মা! একটা পাগলা আমাকে বলে কি, তোদের রাণীকে দেখবার কোন উপায় কর্‌তে পারিস, তা হ'লে তোকে লাখো টাকার মেকদার জহরাৎ বক্‌সিস দি।

মরি। তাকে কোথায় দেখ্‌তে পেলি ?

বাঁদী। সে বাগানের পাঁচিলের ধারে ঘুর্‌ছিল।

মরি। পাহারায় কেউ নেই ?

বাঁদী। কেউ নেই। শুন্‌লুম উজীর সাহেব কি জন্য সমস্ত খোজাপাহারাদারদের তলব ক'রে নিয়ে গেছেন।

মরি। লোকটাকে দেখে কি রকম বোধ হ'ল ?

বাঁদী। দেখে তার এক পয়সারও মুরদ আছে ব'লে ত বোধ হয় না।

মরি। হুঁ! মনসবদারণীকে তলব দে।

[বাঁদীর প্রস্থান।

নেপথ্যে। পাকাড়ো—পাকাড়ো—হুঁসিয়ার চোর না ভাগে—পাকাড়ো।

(বাঁদীর পুনঃ প্রবেশ)

বাঁদী। পালান হুজরাইন—পালান—বাগানে দুস্‌মন ঢুকেছে।

বাহা। পালাব কেন—নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে আছি, চোরের ভয়ে পালাব ?

মরি। শীগগির যোশী বাইকে ডেকে দে।

নেপথ্যে। ভয় নেই—ভয় নেই—দুস্‌মন্ গ্রেপ্তার।

(যশোদার প্রবেশ)

মরি। হাঁ সই। আমার বাড়ীর কানাচে পুরুষ মানুষ বিচরণ করে—তোমার স্বামী কি রকম হুঁসিয়ার ?

যশোদা। সে ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়ে আমার স্বামীর কাছে নীত হয়েছে। সে বলে, আমি বিজাপুরী। তাই সরদার তাকে শাস্তি দিতে আপনার হুকুমের অপেক্ষা কর্‌ছেন।

মরি। তোমার স্বামী কি তাকে চেনেন না ?

যশোদা। তিনি ত বলেন, কখন তাকে সেখানে দেখি নি।

মরি। খাস কামরায় পরদা দাও- লোকটাকে সেখানে এনে হাজির কর—তোমার স্বামীকেও হাজির থাকতে বল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

আমেদনগর—বেগমমহল-সংলগ্ন উদ্যান।

হামিদ ও রঘুজী।

রঘুজী। তুই এখানে কি কর্‌তে এসেছিস্ ?

হামিদ। তাই ত কি কর্‌তে এসেছি—ভাই ঠাওর কর্‌তে পার্‌ছি না।

রঘুজী। (হামিদের মস্তকে বাড়ি)

হামিদ। খুন কর্‌বে খুন কর—মাথায় চাঁটি মার্‌ছ কেন বাবা ?

রঘুজী। (মাথা নাড়িয়া) তাই ত! এটা কি পাখোয়াজ নয়?

হামিদ। সেটা কি বুঝতে পারছ না?

রঘুজী। (পুনঃ বাদ্য) কই ঠাওর করতে পারছি না।

হামিদ। ঠাওর করতে পারছ না!

রঘুজী। কি ক'রে পারব? তুমি লম্বাচোড়া সাজোয়ান তুমি রাজার অন্দর মহলের দিকে কি করতে এসেছ, যদি ঠাওর না করতে পার, আমি দুগ্ধপোষ্য বালক হয়ে ঠাওর করব?

হামিদ। তা হ'লে আসল কথা বলি, পথ ভুলে এসেছি ভাই।

রঘুজী। (হামিদের পৃষ্ঠে আরোহণোদ্যোগ)

হামিদ। কি করছ?

রঘুজী। তাই ত এ কি করছি? পথ ভুলে উঠে পড়েছি। ভাই, পথ ভুলে উঠে পড়েছি।

(মল্লজীর প্রবেশ)

মল্লজী। ব্যাপার কি?

রঘুজী। হুজুর! এই লোকটা অন্দরের ভিতর প্রবেশ করতে যাচ্ছিল। তাই একে পাকড়াও ক'রে হুজুরের কাছে এনেছি।

মল্লজী। এরূপ অসমসাহসিক কাজ করছিলে কেন?

হামিদ। যখন ক'রে ফেলেছি, তখন নিরুপায়।

মল্লজী। গর্দ্দান যাবে জান?

হামিদ। যাবেই যখন, তখন আর জানা-জানিতে দরকার কি?

মল্লজী। যদি সত্য বল ত ক্ষমা করতে পারি।

হামিদ। মিথ্যা বলবার প্রয়োজন ত কিছু দেখি না।

মল্লজী। তা হ'লে কেন এখানে প্রবেশ করে-ছিলে?

(আদিলের প্রবেশ)

আদিল। ও করে নি, আমি করেছি।

(যশোদা ও বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। হাঁ—হাঁ। ও নয়—এই আমাকে লাখ টাকা ঘুষ দিতে চেয়েছিল।

আদিল। তা হ'লে নিরপরাধকে ছেড়ে দিয়ে আমাকেই শাস্তি দিন সরদার।

মল্লজী। তাই ত তোমরা কি উন্মাদ? তোমা-দের ভাব ত আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

যশোদা। (স্বগত:) এ কি? তাই ত এ কি? এ যে ছদ্মবেশে বিজাপুরের রাজা! স্বামী আমার চিনতে পারলেন না? রাণী পরদার অন্তরালে তিনিও কি চিনতে পারলেন না? কিন্তু জাঁহাপনা এত আবরণেও আপনি যশোদার তীব্র চক্ষুকে প্রতারিত করতে পারেন নি।

মল্ল। তোমার মরণের এত আকিঞ্চন কিসের জন্য মিয়া? কি দুঃখে?

আদিল। সে বিষয় জানবার ত দরকার নেই —মৃত্যুই যদি আমার শাস্তি—তা হ'লে সে শাস্তির বিধান করুন।

যশোদা। দুঃখে কেন—রোগে! নিদানের শেষ পাতায় সেই রোগের লক্ষণ লেখা ছিল— নিদানের পাতা ছিঁড়ে গেছে। এখন খুঁজে ধরতে হয়। সরদার! আপনি একদিন যে রোগে বিজাপুররাণী-পালিতা এক ক্ষত্রিয় বালিকার লোভে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে গিছলেন, এ সেই রোগে! আমেদনগরের ঘরেও বুঝি এই লোভ লুকান আছে।

আদিল। ছি ছি! কি লজ্জা, কি ঘৃণা!— কাজ নেই, আত্মপ্রকাশ করি, নইলে এরূপ তীব্র রহস্য আর আমি শুনতে পারব না।

যশোদা। কেমন ঠিক বলেছি না জাঁহাপনা?

মল্ল। সে কি যশোদা! জাঁহাপনা?

যশোদা। (নতজানু) এ কি লীলা-রহস্য বিজাপুররাজ?

মল্ল। তাই ত—তাই ত! হুজুরালি! গোস্তাকি মাফ হয়।

আদিল। কিছু নয় ভাই—কিছু নয়— কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বন্ধু তুমি—তোমার গোস্তাকি?

মল্ল। আর আপনি কে? এ কি সরদার হামিদ খাঁ? সেলাম সরদার।

হামিদ। সেলাম ভোঁসলে সাহেব।

রঘু। বা বাবা! এ সব কি গোলমাল হয়ে গেল!

মল্ল। রঘুজী! শীগ্‌গির এদের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর।

রঘু। মিয়া সাহেব! তুমিও পথ ভুলেছ, আমিও বাজাতে ভুলিছি—কিন্তু এখন?

হামিদ। বহুত আচ্ছা কাম কিয়া ভাই!

রঘু। আপ্ বি কিয়া—আপ্ বি কিয়া (বারংবার পরস্পরে সেলামকরণ ও প্রস্থান)

মল্ল। কিন্তু হুঁসিয়ার যেন রহস্য কোনমতে প্রকাশ না পায়।

যশোদা। আসুন জাঁহাপনা বাঁদীর গৃহ পবিত্র করুন।

আদিল। সে কার্য্য পরে—অগ্রে আমার প্রাণের মরিয়মকে দেখাবার ব্যবস্থা কর।

যশোদা। যা বাঁদী শীগ্‌গির রাণীকে খবর দে।

(বাহাদুরের প্রবেশ)

মল্ল। এই যে—এই যে হুজুরালি, এই আপনার ভাগিনেয়।

আদিল। এই—এই—আহা! হে ঈশ্বর! আমার আদরের সামগ্রীকে দেখাবার জন্য আমাকে যে বাঁচিয়ে রেখেছ,—এইতেই তোমার ধন্যবাদ। এস প্রিয়তম! কাছে এস—(বাহাদুরের হাঁটু গাড়িয়া অভিবাদন) বুকে এস।

বাহা। জাঁহাপনা! আমার জননী নিজামসাহী সুলতানা, আপনার কাছে এক নিবেদন জানিয়েছেন।

আদিল। কি বল বাপ্!

বাহা। আপনি এ দীন ছদ্মবেশে মাকে দেখবার অভিলাষ পরিত্যাগ করুন!

আদিল। বেশ।

বাহা। মহিমময়ী চাঁদসুলতানা যে ভাবে আমেদনগরে এসে, যে ভাবে আবার পরিত্যাগ ক'রে, গৌরবময় বিজাপুররাজ্যের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে গেছেন, বিজাপুর-রাজ! আপনিও তাঁর পদানুসরণ ক'রে সেই প্রকারে আপনার বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

আদিল। বেশ,—সেলাম সরদার। সেলাম সাজাদা! আশীর্ব্বাদ করি, তুমিও নিজামসাহী বংশের গৌরব রক্ষা কর। কিন্তু তোমার মাকে জানিয়ে রেখো—এর পরে যদি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তখন তোমার পিতা আমার বন্দী, তোমার মাতা আমার বন্দিনী।—সেলাম।

বাহা। যো হুকুম!

[প্রস্থান।

মল্ল। প্রভু জাঁহাপনা! বিজাপুর-রাজ! ক্রোধ শান্ত করুন—দোহাই ক্রোধ শান্ত করুন! ক্রোধ শান্ত হ'ল না? তা হ'লে হুকুম করুন, গোলাম কি করবে?

আদিল। তোমার যা অভিরুচি।

মল্ল। জাঁহাপনা, তা হ'লে আমি আপনার দুস্‌মন হলুম।

আদিল। বেশ।

[মল্লজী ও আদিলের প্রস্থান।

(বেগে মরিয়মের প্রবেশ)

মরি। যোশী—যোশী ভাই! দয়া ক'রে বল, আমি কি কর্‌লুম?

যশোদা। তুমি ঠিক করেছ রাণী! চাঁদসুলতানা যে তোমাকে কন্যা ব'লে কোলে নিয়েছিলেন, এতদিনে জানলুম তা সার্থক।

তৃতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

ছত্রমঞ্জিল সংলগ্ন উদ্যান।

মল্লজী ও রঘুজী।

মল্ল। আ! মূর্খ রাজা! তোমার রাজ্য ধূলিসাৎ হবার উপক্রম হয়েছে—আর এখনও তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে, আমোদ-প্রমোদে মত্ত রয়েছ?

রঘু। এই বাগানেই কি জাঁহাপনা বাস করেন হুজুর?

মল্ল। এই সেই প্রসিদ্ধ ছত্রমঞ্জিল। তার বংশধরের মনুষ্যত্ব লোপ ক'রে রাজ্যটি ছারখারে দেবার জন্য রাজা বুরহান শা অগাধ টাকা ব্যয় ক'রে এই মনোরম প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন এই উদ্যান রচনা ক'রে গেছেন। এমন সুবর্ণ আবরণের ভেতরে কীটের বাসা হবে, তা ত তিনি বুঝতে পারেন নি।

রঘু। না, ভোগ বটে! মাফ্ করবেন হুজুর!

এমন ভোগে আপনার মতন লোকের ঈর্ষা করা ভাল দেখায় না।

মল্ল। এ কি ঈর্ষ্যা হ'ল রঘুজী?

রঘু। হ'ল বইকি হুজুর! বুরহান শার কি এ ঐশ্বর্য্য ভোগ হয়েছিল?

মল্ল। না, তাঁর হয় নি। যে দিন সমস্ত কারুকার্য্য শেষ হয়ে এই মন্দির ব্যবহারোপযোগী হ'ল, অমনি বুরহান শার মৃত্যু হ'ল। প্রথম ভোগ এই রাজার। এঁরই প্রথম ভোগ, দেখছি এঁরই শেষ।

রঘু। তবে!—ইন্দ্রের ভোগের জন্যই বিশ্বকর্ম্মা নন্দনকানন রচনা করেছিলেন—নিজের ভোগের জন্য নয়।

মল্ল। তারপর? কাল যখন বন্যার স্রোতের মতন বিজয়ী বিজাপুরীর সৈন্যস্রোত এই সোনার আবাসভূমি ভাসিয়ে দেবে, তখন এ বোকা রাজার ভোগ থাকবে কোথায়?

রঘু। তার আগে বীর মল্লজী থাকবেন কোথায়? তাঁর ভৃত্য এই রঘুজী থাকবে কোথায়? তখন কে দেখতে আসবে হুজুর, রাজার ভোগ রইল কি না! চাকর হয়ে বারবার প্রভুর সঙ্গে তর্ক করব? প্রভু! আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনি কিঞ্চিৎ বোকা! রাজার বুদ্ধিহানির ত কিছু লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না—বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি ভোগ করছেন, ভেবে মরছেন কেবল আপনি, আর আপনার মতন দুচারজন বোকা সরদার।

মল্ল। ঠিক বলেছ রঘুজী! আমরাই বোকা। যার যতদিন ভোগ আছে—বিধাতা নিজে ভৃত্য হয়ে তার ভোগের উপকরণ যোগান দিয়ে যায়। গেল গেল ক'রে আজও ত আমেদনগর গেল না!

রঘু। যাওয়ায় কে? মিয়ানমঞ্জু যাওয়াবার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু পারলে কি হুজুর? হুসমন নেহাঙ খাঁকে দিয়ে রাজ্য ধ্বংস করবার চেষ্টা করলে—নেহাঙ খাঁ এসে রাজার প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিলে। এই গোলামের কথাই ধরুন না হুজুর! এলুম আমি নেহাঙ খাঁর সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে লড়াই করতে, বিধাতা এক রমণীকে দিয়ে আমার চুলের মুঠি ধরিয়ে, আমাকে রাজার অন্দরের পাহারাদার নিযুক্ত করিয়েছে। এতেও আপনি রাজার ভোগে দুঃখ করেন?

মল্ল। বুঝেছি রঘুজী! আর ও দুঃখের কাহিনী গাইব না। এখন চল দেখি, যদি কোন উপায়ে রাজার সঙ্গে দেখাটা করতে পারি।

রঘু। কেন তাঁর ভোগে ব্যাঘাত দেবেন? তার চেয়ে চলুন, বাগানটা দেখে চক্ষুর ভোগটা মিটিয়ে রাখি—আর এরূপ বাগান দেখতে পাব কি না, তার ঠিক নেই ত হুজুর!

মল্ল। বেশ, চল।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্র। কোন্ হ্যায়? কেও হুজুর! এখানে এমন সময় কেন জনাব?

মল্ল। রাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম!

প্র। হুজুর! (কপালে হাত দিয়া) কার সঙ্গে দেখা করবেন?—আর কি দেখতে দেখা করবেন? দেখে কেবল যাতনা পাবেন, অথচ কোন ফল হবে না।

মল্ল। বেশ, দেখা করবার প্রয়োজন নেই তার চেয়ে এক কাজ কর দেখি—আমার এই সঙ্গীটিকে এই বাগানের ভাল ভাল জায়গা সব দেখিয়ে দাও দেখি।

প্র। আইয়ে হুজুর আইয়ে।

[সকলের প্রস্থান।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

গীত

হুঁসিয়ার রহো হুঁসিয়ার।

নয়নামে নয়নামে খেল, উমদা খেলোয়ার॥
আভি চল সমঝে সাকি নেহি কুচ কামকা ফাঁকি;
ছোড় দিয়া তান পিয়া ইথির থির নেহি কামদার
আভি চল সমঝে সাকি উখাড় যাগা জান,
পিয়াকো এহি মেলা খেলা, বহুত জহর টান,
লড়াই সমানে সমান—
হারনেসে লোকসান তেরি জিতনেসে পিয়ার।

(দ্বিতীয় প্রহরীর প্রবেশ)

২য় প্র। তাই ত! কে এল! হুসমন্ নাকি?

(পশ্চাৎ হইতে যশোদার প্রবেশ ও প্রহরীর পৃষ্ঠে হস্তদান—প্রহরীর ভীতির অভিনয়)

যশোদা। চুপ কর্—ভয় নেই।

২য় প্র। কেও, বা—বা—! নওয়া বাইজী!

যশোদা। চোপরাও—বেয়াদব, উল্লুক!

২য় প্র। (সেলাম) বেগম সাহেব! মাফ কিজিয়ে—

যশোদা। এক কাজ কর দেখি—একজন বাইজীর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিতে পারিস্?

২য় প্র। কেমন ক'রে পারব বিবি?

যশোদা। (পুরস্কার হস্তে দিয়া) দেখ্ পারিস্ ত চেষ্টা ক'রে দেখ্।

২য় প্র। আসুন আমার সঙ্গে—

(ফয়জান বিবির প্রবেশ)

২য় প্র। এই—এই যে বিবি সাহেব! একজন বাইজী আসছে।

ফয়। একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি—আমাদের অবসাদ এল—আর এ রাজার আমোদে অবসাদ এল না গা?

যশোদা। ঠিক হয়েছে, তুই চ'লে যা।

২য় প্র। তা হ'লে এই বক্‌সিস্—

যশোদা। ও নিয়ে যা!

[প্রহরীর প্রস্থান।

ফয়। তুমিও পালিয়ে এসেছ?

যশোদা। হাঁ ভাই! বিপদে পড়ে আমিও এসেছি।

ফয়। না না, আপনি কে?

যশোদা। সে কথা পরে বল্‌ব—এখন বল দেখি ভাই! ফয়জান বিবির সঙ্গে কি ক'রে মুলাকাৎ হয়?

ফয়। তার কাছে কি প্রয়োজন বিবি সাহেব?

যশোদা। দেখা না হ'লে বল্‌তে পারব না—

ফয়। বুঝ্‌তে পেরেছি—রাজাকে বাড়ী ফেরাতে হবে?

যশোদা। তা যদি বুঝে থাক—তা হ'লে তুমিই ফয়জান।

ফয়। আমিই ফয়জান।

যশোদা। অন্ততঃ একদিনের জন্য—ভাই!—তারপর আজীবন—

ফয়। থাক্—অত অনুরোধ কর্‌তে হবে না বিবি সাহেব!—আমি কস্‌বী—কিন্তু রাজার আচরণে আমিও সুখী নই—আজ আমি পাল[ায়ন] মনে করেছিলুম, কিন্তু পালালুম না—ফিরলুম।

যশোদা। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। (ফয়[জান বিবির প্রস্থান]) তাই ত, আবার কে আসে[!] —আমার স্বামী ত এই দিকে এসেছেন—তিনি [ত] ন'ন! যিনিই হোন এখন একটু গা-ঢাকা দিই।

[অন্তরালে গমন

(মল্লজী ও রঘুজীর প্রবেশ)

রঘুজী। হুজুর! সেথায় ভোগ সার্থক হ'ল।

মল্লজী। তুমি এখন ঘরে যাও—আমি একবা[র] উজীরের সঙ্গে দেখা কর্‌তে চললুম।

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। না সরদার সেখানে তোমার যাওয়া হবে না।

মল্লজী। একি! তুমি এখানে?

যশোদা। আমি কি আসি, ভগবান আমার চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে এসেছেন। তুমি যেতে পাবে না—তুমি, যা বল্‌তে হবে, আমার ব'লে দাও—আমি যাব। কেন তা বলব না।

মল্লজী। এই রাত্রে?

রঘুজী। কেন, মায়ের আবার কাকে ভয়? —আমি সঙ্গে যাব।

যশোদা। কেউ যেতে পাবে না—

মল্লজী। বেশ চল, কি বল্‌তে হয়, ব'লে দি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মিয়ানমঞ্জুর কক্ষ।

মিয়ানমঞ্জু ও চর।

মিয়ান। ঠিক দেখ্‌ছিস্?

চর। না দেখে কি জনাব, আমি আপনাকে খবর দিতে এসেছি? সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত তারা মল্লজীর ঘরে ছিল।

মিয়ান। ক'জন?

চর। প্রথমে একজনকে বাড়ী থেকে বেরুতে দেখি। তারপর দেখি, কোথা থেকে আর একজন এসে তার সঙ্গী হ'ল। কাছে গেলে পাছে রহস্য ভেঙ্গে যায়, এইজন্য দূর থেকে তাদের ওপর নজর রেখেছিলুম।

মিয়ান। মল্লজী কি করলে ?

চর। কিছুদূর পর্য্যন্ত সরদার তাদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু কতদূর যে গিয়েছিলেন, তা আমি ঠিক বলতে পারি না। যখন মল্লজী ফিরল, তখন সন্ধ্যার গাঢ় ছায়ায় বাগানের ভেতর অন্ধকার ঢুকে পড়েছিল। বহুদূর দৃষ্টি চল্‌লো না—কাজেই আমি আর না অগ্রসর হয়ে, মল্লজীকে ফিরতে দেখে ফিরে এলুম।

মিয়ান। তাদের দেখে কি রকম বোধ হ'ল ফিব্‌রু লোক না মাতব্বর ?

চর। পোষাক-পরিচ্ছদে ত ফিবরু—চেহারা দূর থেকে ভাল রকম ঠাওর করতে পারলুম না। কিন্তু জনাব, মাতব্বর তাতে আর সন্দেহই নেই। যে আদব-কায়দায় চাকর মনিবের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, কথা কয়—সেই রকমে মল্লজী সেই আগন্তুকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছিলেন।

মিয়ান। বেশ, তুমি শীগ্‌গির এখলাস খাঁকে আমার সেলাম দাও। বল গিয়ে, উজীর সাহেবের কাছে বিশেষ প্রয়োজন। আসতে যেন কালবিলম্ব না হয়। (চরের প্রস্থান) যে বিজাপুররাজার ভৃত্য, সে ত আমাদের দুস্‌মন্‌। এ দুস্‌মন্‌কে সহর থেকে তাড়াতে না পার্‌লে, আমাদের ত আর মঙ্গল দেখ্‌ছি না। এখন বুঝতে পারছি, মালোজীর চেষ্টাতেই আমার সমস্ত ষড়যন্ত্র পণ্ড হয়ে গেছে। সেই আমার কার্য্যকলাপ কোন রকমে জানতে পেরে, গোপনে গোপনে চাঁদবিবিকে খবর দিয়েছে। নইলে উদ্যোগ আয়োজনের শেষ মুহূর্ত্তে, চাঁদসুলতানা কেমন ক'রে এসে উপস্থিত হ'ল। সমস্ত মতলব ঠিক। আমেদনগর শুধু মুঠোর ভেতর আসতে বাকী—এখলাস খাঁকে জাহন্নমে পাঠাতে ফাঁসীর রশির শেষ টানটি সুধু অবশিষ্ট, এমন সময় সহসা মাথার উপরে যেন কেমন ক'রে এক কক্ষচ্যুত তারা খ'সে পড়ল! কোথা থেকে কি হ'ল বুঝতে না বুঝতে শত্রু-মিত্র সকলে আমরা একসূত্রে বন্দী! আমেদনগরে আমার মনোমত রাজা নির্ব্বাচন ক'রে, কমবখ্‌ত ইব্রাহিমকে সিংহাসন থেকে ফেলে দিয়ে, কোথায় প্রকৃত পক্ষে আমিই রাজা হব, তা না ক'রে আহত সর্পের মতন মাথা হেঁট ক'রে, আমি আবর্জ্জনাপূর্ণ মৃত্তিকায় গড়াগড়ি খাচ্ছি। এ ঝকমারি উজীরী করার চেয়ে, রাস্তায়-রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে বেড়ান শতগুণে ভাল। এখন বুঝ্‌তে পারছি, মালোজীর জন্যই আমার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হয়েছে। যে রমণী সদর্পে সমস্ত ওমরাওয়ের সুমুখে আমার অপমান করেছে, অনুসন্ধানে জানলুম, সে মালোজীর স্ত্রী। রমণীর এত আস্পর্দ্ধা! আমি রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাও, রাজার শিক্ষক। রাজা আজও পর্য্যন্ত যার সামনে মুখ তুলে কথা কইতে সাহস করে না, একটা আওরতে তাকে চোক রাঙ্গিয়ে চ'লে গেল! বিজাপুর-রাজের জোরে সে সমস্ত সরদারের বুকের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছে। তাকে দেশ থেকে দূর করতে না পার্‌লে, আমাদের কারও আমেদনগরে থাকায় মঙ্গল নেই। এই সুযোগ—এই সুযোগে—তাকে যে কোন উপায়ে তাড়াতেই হবে।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈ। জনাব! ভীমানদীর তীরে, একদল সেপাই কাল রাত্রি থেকে এসে ছাউনি ক'রে বসেছে। কাদের সৈন্য, কোথায় যাবে, কেন যাবে, খবর নিয়েছেন কি ?

মিয়ান। খবর ত এই তোমার কাছে প্রথম শুনলুম।

সৈ। সে কি, কেউ আপনাকে এ খবর দেয় নি ? যদি দুসমন হয়, ত হ'লে সহরে এসে কেল্লা দখল করলে, তবে লোকে আপনাকে খবর দেবে নাকি ?

মিয়ান। তোমায় কে বললে ?

সৈ। আমি হরিণ শীকার করতে গিছলুম, গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এলুম।

মিয়ান। আমাদের পলটন যে নয় তা জানলে কেমন ক'রে ?

সৈ। আমাদের পলটন ওখানে অমন অবস্থায় কি জন্য থাকবে জনাব ?

মিয়ান। নেহাৎ খাঁর অবশিষ্ট পলটনের বেরার থেকে আমেদনগরে আসবার কথা আছে।

সৈ। নেহাঙ খাঁর অবশিষ্ট পলটনের অত সেপাই থাকলে, তার মোগলের সহায়তার প্রয়োজন হ'ত না। বেশ, তাই যদি হয়, তা হ'লে সহরে ঢোকবার আগে, তারা কে, কি বৃত্তান্ত খবর

দিন। ভীমানদীর তীর থেকে আরম্ভ ক'রে, মঞ্জী পাহাড়ের তলদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান সেপাইয়ে পরিপূর্ণ।

মিয়ান। বল কি ?

সৈ। পঁচিশ হাজারের কম নয় ?

মিয়ান। পা-দল ?

সৈ। সমস্ত ঘোড়-সওয়ার, একটিও পা-দল দেখলুম না।

মিয়ান। তা হ'লে আর রাজার সঙ্গে দেখা করা হ'ল না—তুমি নেহাঙ খাঁকে শীগ্‌গির খবর দাও।

(নেহাঙ খাঁর প্রবেশ)

সৈ। আর খবর দিতে হবে না জনাব, সরদার নিজেই আসছেন।

মিয়ান। এই, দেউড়ীতে কে আছিস্ রে! দেখিস সরদার খাঁ ছাড়া যেন কোন আদমী এখানে না ঢুকতে পারে।—সরদার! ভীমানদীর তীরে শুনলুম বিশ পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছাউনী করেছে—সে সব সৈন্য কি আপনার ?

নেহাঙ। অত সৈন্য থাকলে, মোগলের সাহায্য গ্রহণ করতে যাব কেন ?

(এখলাস খাঁর প্রবেশ)

এখ। তা হ'লে, তাদের সঙ্গে লড়াই দিতে পারি ? আমি নিজে দেখে এসেছি—লড়াই দিতে পারি ?

নেহাঙ। এখনি—তুমি একা কেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে লড়াই দেব।

মিয়ান। একবার রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য।

এখ। তা হ'লে এখনি - দেরী করলে চলবে না। তারা রাত্রিকালটা অপেক্ষা করছে, প্রভাত হতে না হ'তে একেবারে আমেদনগরের দ্বারে উপস্থিত হবে।

সৈ। এ কি সব মোগলের সৈন্য ?

নেহাঙ। মোগল সে পথে কেমন ক'রে আসবে।

এখ। মোগলকে আসতে হ'লে বিজাপুর রাজ্য পার হয়ে আসতে হবে ত! নইলে পথ কই ?

মিয়ান। আগরা থেকে বিজাপুর—মাঝখানে রইল আমাদের সহর—মোগল কি আমেদনগর আক্রমণ করবে ব'লে আমেদনগর ডিঙিয়ে বিজাপুর চ'লে গেল ? বুঝতে পারছেন না সরদার, তারা কোন্ মুলুকের লোক ?

এখ। আমি সে বুঝেছি—মালোজীর কাছে সন্ধ্যাকালে দু'জন ছদ্মবেশী বিজাপুরী এসেছিল।

মিয়ান। আপনিও খবর পেয়েছেন ?

এখ। পেয়েছি বইকি উজীর সাহেব!

মিয়ান। তা হ'লে আর দেরী কেন ?

এখ। দেরী আপনিই করছেন।

মিয়ান। মালোজী সম্বন্ধে কি করব ?

এখ। কর্ত্তব্য – গ্রেপ্তার। সর্ব্বাগ্রে সেটা কর্ত্তব্য, তারপর রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

নেহাঙ। না সরদার তা করবেন না। আর আপনারা যদি করেন ত আমি পারব না। বারংবার রাজার ওপর বেইমানি করতে আমি ইচ্ছুক নই। অগ্রে রাজাকে জানান যাক, তার পর তাঁর অভিরুচি জেনে অপর কাজ।

মিয়ান। ইতোমধ্যে বেইমান ভোঁসলে যদি জানতে পেরে পালিয়ে যায় ?

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। ভয় নেই সরদার! মালোজী ভোঁসলে তুচ্ছ প্রাণের জন্য কতকগুলি ষড়যন্ত্রীর ভয়ে মাথা লুকিয়ে আমেদনগর ছেড়ে পালিয়ে যাবেন না।

নেহাঙ। এ কি অসমসাহসিক রমণী!

মিয়ান। তোমাকে কে এখানে আসতে হুকুম দিলে ?

এখ। রমণী ব'লে আমরা তোমাকে কেউ কিছু বলতে পারছি না। কিন্তু সুন্দরী, তুমি আমাদের ভদ্রতার বড়ই অপব্যবহার করছ।

যশোদা। স্বামী ছাড়া আমাকে হুকুম দেয় এমন ব্যক্তি আমেদনগরে কে আছে তা জানি না। আমার স্বামী আপনাদের হুকুমের অপেক্ষা করতে পারেন, কেন না, তিনি রাজার নেমক খান। কিন্তু আমি এখানে কারও নেমক খাই না উজীর সাহেব! আমি রাণীর অনুরোধে ও আগ্রহে চাঁদসুলতানা কর্ত্তৃক রাণীর সঙ্গিনী হ'তে আদিষ্টা। বিজাপুর থেকে আমার তনখা আসে, আমেদনগর থেকে

না। জরুরার অপব্যবহার? জনাব! তা করছি সত্য! কিন্তু আমার আচরণে আপনারা যতই দুঃখিত না হোন, আমি নিজে তার জন্য শতগুণ দুঃখিত হচ্ছি। আমেদনগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাওদের সমুখে একজন রমণী—স্বেচ্ছাবিহারিণীর মত যখন তখন উপস্থিত হয়ে, এই যে সব অযথা বাক্য প্রয়োগ করে, এ যদি বাইরের কেউ শুনতে পায়, আপনাদেরও দুর্নাম, আমারও ধিকার। আপনারা যে আমার ভয়ে আমাকে শাস্তি দিতে নিরস্ত, আমি তা বিশ্বাস করি না—এক একজন দুনিয়া-জয়ে সমর্থ বীর—শুধু অবলা দেখে অনুকম্পায় উপেক্ষা ক'রে কোন শাস্তি প্রদান করেন না। জনাব! আমার স্বামী বিপন্ন হয়ে, আমাকে দিয়ে আপনাদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু এসে দেখি, আপনারা আমার সেই দেবতা স্বামীর সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র করছেন। হৃদয়গত যাতনা আত্মপ্রকাশের উপায়ান্তর না দেখে রূঢ় বাক্যের মূর্ত্তিতে মুখ থেকে বাহির হয়েছে। আপনাদের শাস্তি দেবার অভিলাষ থাকে শাস্তি দিন।

এখ। তুমি অপরাধী নও মা, অপরাধী আমরা।

নেহাঙ। ভোঁসলে সাহেবের বিপদ কি শুনি?

মিয়ান। তুমি ষড়যন্ত্রী ব'লে আমাদের তিরস্কার করতে এসেছ? কিন্তু তোমার স্বামী কি?

যশোদা। আপনি বলবেন—আজ সন্ধ্যাকালে দু'জন বিজাপুরী ছদ্মবেশে আমাদের গৃহে এসেছিল। কিন্তু উজীর সাহেব, তাইতেই আমার স্বামী বিপন্ন। তারা স্বেচ্ছায় ষড়যন্ত্র করতে আমার স্বামীর গৃহে আসে নি। বন্দী হ'য়ে এসেছিল।

মিয়ান। বন্দীই হ'য়ে যদি এসেছিল, তবে আমাদের জিজ্ঞাসা না ক'রে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল কেন?

যশোদা। তাঁরা কে আপনি জানেন?

এখ। আপনিই বলুন।

যশোদা। স্বয়ং বিজাপুররাজ আদিল শাহ—আর তাঁর প্রধান সেনাপতি সরদার হামিদ খাঁ।

এখ। স্বয়ং সুলতান!

যশোদা। হাঁ সরদার! তিনিই। ছদ্মবেশে ভগিনীকে দেখতে এসেছিলেন। সেই অবস্থাতেই তিনি বন্দী হন। বন্দী হয়ে স্বামীর কাছে নীত হন।

মিয়ান। আপনি বললেই যে বিশ্বাস করতে হবে তার মানে কি?

যশোদা। বিশ্বাস করতে ত আমি উজীর সাহেবকে অনুরোধ করছি না। স্বামী আমাকে দূতরূপে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন—আমি কর্ত্তব্য পালন ক'রে যাচ্ছি।

নেহাঙ। আমরা বিশ্বাস করছি, আপনি বলুন বিবিসাহেব।

যশোদা। সেখানে নীত হয়ে, তিনি আত্মপ্রকাশ ক'রে রাণীকে দেখবার অভিলাষ করেন। কিন্তু রাণী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলেছেন, এরূপ ছদ্মবেশে এলে তিনি দেখা দিতে পারেন না। যদি দেখা করতে চান ত রাজাকে জানিয়ে অবস্থার অনুরূপ আগমন করুন। অপমানিত বিজাপুররাজ সেইরূপ ভাবেই ফিরে আসতে প্রতিশ্রুত হ'য়ে আমেদনগর ত্যাগ করেছেন। সরদার, এখন আপনারা বুঝুন বিপদ কি?

মিয়ান। বিপদ কি বুঝতে পেরেছি, সেই জন্যই কি পঁচিশ-ত্রিশ হাজার সৈন্য ভীমানদীর তীরে সমবেত হয়েছে?

যশোদা। আজ্ঞে জনাব, তা বলতে পারি না। আমি অজ্ঞান স্ত্রীলোক, এই যে জেনে বললুম—এই যথেষ্ট। এর বেশী জানতে চান, আপনারা জানুন।

মিয়ান। ত্রিশ হাজার সেপাই সঙ্গে ক'রে তিনি ভগিনীকে দেখতে এসেছেন—সঙ্গে বিজাপুরের সেনাপতি। ভোঁসলে সাহেব যা বুঝিয়ে দিলেন, তাই কি আমাদের বুঝে যেতে হবে সুন্দরী?

যশোদা। না বুঝতে চান, আপনি তাঁকে তলব ক'রে তাঁর জবাব গ্রহণ করুন।

মিয়ান। বন্দী ক'রে তাঁকে ছেড়ে দিতে আপনার স্বামীর অধিকার নাই।

নেহাঙ। সে কথা সত্য! কিন্তু এরূপ অবস্থায় তিনি বন্দীকে ছেড়ে দিয়ে মহত্ত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন। আমি ভোঁসলে সাহেবের সদ্‌বুদ্ধির প্রশংসা করি। মা! আপনি আপনার স্বামীকে গিয়ে বলুন—নেহাঙ খাঁ তার সমস্ত শক্তি নিয়ে তাঁর সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে।

যশোদা। জনাব! আমার সেলাম গ্রহণ করুন।

এথ। আপনার স্বামীকে জানান, আমিও তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।

[যশোদার প্রস্থান।

মিরান। বিপদ হ'লে সকলকেই বাধ্য হয়ে, সাহায্য করতে হয়। কিন্তু এ বিপদ আনলে কে?

এথ। সে মীমাংসা পরে। আগে বিজপুরের আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করুন। ভোঁসলে সাহেবের বিচারের প্রয়োজন হয়, পরে করবেন।

মিরান। বেশ চলুন, অনিচ্ছায় আমি এতে যোগ দিচ্ছি। [উজীর ব্যতীত সকলের প্রস্থান। এ ত দেখ্‌ছি ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে মালোজীরই বল বৃদ্ধি ক'রে দিলুম। তা হ'লে ত দেখ্‌ছি আমার এখানে থাকতে হ'লে, হয় এদের অনুগ্রহে থাকতে হয়, না হয়, যে মোগলের কাছে মাথা হেঁট করেছি, আবার তারই শরণাপন্ন হ'তে হয়। নইলে আমি বেঁচে থাকতে যে কতকগুলো হাব্‌সীর প্রভুত্ব বাড়বে, তা প্রাণান্তেও সহ্য করতে পারব না। এই, বাইরে কে আছিস্ শোন্!

(প্রহরীর প্রবেশ)

উল্লুক! তুই কি রকম দেউড়ী আগলাচ্ছিস?

প্রহরী। কেন খোদাবন্দ? ঠিক ত আগলে দাঁড়িয়ে আছি, কাউকেও ত এ দিকে আসতে দিই নি। কত আদ্‌মি হুজুরের সঙ্গে মুলাকাত করতে এসে ফিরে গেল!

মিরান। তা হ'লে এক আওরত এখানে ঢুকল কেমন ক'রে?

প্রহরী। হুজুর ত আওরৎ আসতে নিষেধ করেন নি—আপনি ব'লে দিয়েছেন, কোন আদমি যেন না আসে। আদমি একটাকেও আসতে দিই নি।

মিরান। হয়েছে—বুঝেছি যা।

দৃশ্য।

[illegible]

(ইব্রাহিম কয়জান ও [illegible])

কয়জানের গীত।

কুহেলা গহেলা মধুমাছে।
নিখর প্রভাত বেলি, আকুলি ব্যাকুলি,
ফুলফুল আবরিলি কাছে।
কোরকী অরুণমুখী, যবহুঁ মেলল আঁখি,
পিয়ামুখ পেখন আশে।
লাখ হিম-বাণ জাহু, বিঁধিল কোমল তনু,
(ধনি) নিমজিল দুঃখ পয়বাহে॥

ইব্রা। বহুত আচ্ছা বিবি! বহুত আচ্ছা—বহুত খোস কিয়া, বহুত খোস কিয়া। ফের পিয়ালা ভর—ফের গান সুরু কর—

মোসা। ভর পিয়ালা ভর—ফের গান ধর। এই নাচনাওয়ালী!

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

গীত।

পিয়ালা মরম জানে।
মর্ম্মে মর্ম্মে কয় সে কথা গোপনে গোপনে॥
মধুর অধর পরশে নীরব প্রেম আভাসে
মধুপানে মধুদানে, ভাবলহরী টেনে আনে যতনে
ধরলো পিয়ালা সই মুখে-মুখে,
ভরুক পীরিতি রস বুকে বুকে,
আদানে, প্রদানে, বাঁধনে মিলনে
ঢুলু ঢুলু দুটি নয়নে—
জাগরণে সোহাগিনী ঢল স্বপনে।

ইব্রা। দেখ মিয়া, আমি বেশ আছি।

মোসা। আজ্ঞে জাঁহাপনা, আপনি বেশ আছেন। আপনার মতন ক জন বাদসা থাকতে পারে—হুজুরালি? আপনি বেশ আছেন!

ইব্রা। আর সব বেটা রাজা-বাদশা রাজ রাজ্য ক'রে ম'ল।

মোসা। আজ্ঞে জাঁহাপনা—ম'ল ব'লে ম'ল—রাজ্যে রাজ্যে রাজা-বাদসার মড়ক লেগে গেছে।

ইব্রা। আমার কোন ঝঞ্ঝাট নেই।

মোসা। নসীব চোস্ত—আপনার ঝঞ্ঝা কেন থাকবে জাঁহাপনা!

ইব্রা। পিয়ালা লে-আও—

মোসা। এই—এই—বিবিজান—পিয়ালা লে আও।

কম্। জাঁহাপনা আর সরাব পান কর্‌বেন না।

ইব্রা। কি?

মোসা। কি—বিবিজান—কি?

কম্। জাঁহাপনা শুন্‌ছি রাজ্যে বিপদ উপস্থিত।

ইব্রা। (হাস্য) বলে কি—ওহে শোন, বাইজী আমাদের বলে কি শোন!

মোসা। ওহে তোমরা শোন—বাইজী কি বলতে চাচ্ছে শোন! জাঁহাপনা হুকুম করেছেন শোন—

ইব্রা। আরে মর—বলা হয়ে গেছে।

মোসা। ওহে বলা হয়ে গেছে—তবে শুন না—শুন না।

কম্। জাঁহাপনা! আমাদের সময়-অসময় আছে—

মোসা। কি, জাঁহাপনার আমোদের আবার অসময় আছে?

সকলে। এ বাইজী সুবিধের নয়, দেলজানকে ডাক, গহরজানকে ডাক—

কম্। জাঁহাপনা! আগে বাঁদীর কথা শেষ কর্‌তে দিন।

ইব্রা। তাই ত তোমরা কি আহাম্মক—বাইজীর কথাটা শেষ কর্‌তে দাও।

মোসা। তাই ত হে তোমরা কি আহাম্মক—বাইজীর কথাটা শেষ কর্‌তে দিলে না—একেবারে দেলজানকে ডেকে ফেললে—

সকলে। দেলজান চ'লে যাও—

ইব্রা। কি বিবিজান! কি বলছিলে বল?

সকলে। বল—বল—গোপনে বল, প্রকাশ্যে বল।

কম্। হুজুরালি! প্রথমে আপনার এই পায়ের সহচরগুলিকে চুপ করতে বলুন।

ইব্রা। সকলে চুপ কর—চুপ ক'রে বিবি কি বলে শোন।

সকলে (ইঙ্গিতাভিনয়)

কম্। জাঁহাপনা! জন্মভূমি বিপন্ন—আগে, তাকে বিপন্মুক্ত করুন। বাঁদীরা আবার আপনার পদপ্রান্তে ব'সে—আপনাকে আনন্দ দেবার চেষ্টা কর্‌বে।

ইব্রা। জন্মভূমির সঙ্গে তোদের সম্পর্ক কি?

কম্। সে কি জাঁহাপনা, আমরা কি আকাশ থেকে ঝ'রে পড়েছি।

সকলে। (অনুচ্চস্বরে) গেল—কোতল হ'ল!

ইব্রা। কি বলছিস্ কস্‌বি?

কম্। নসীবের দোষে কস্‌বী হয়েছি—নসীবের দোষে প্রাণহীন ছলনাই আমাদের উপজীবিকা, কিন্তু সকল মর্ম্ম ছিঁড়ে নিস্পন্দ হয় নি, জাঁহাপনা। মায়ের জন্য এখনও প্রাণ কাঁদে! বাঁদী [illegible]বীর গোস্তাকি মাফ্ হয়, এক বিষয়ে [illegible]—এই ঘৃণিতা অভাগিনী—আপনার চেয়ে ভাগ্যবতী।

ইব্রা। কি বললি—বাঁদী কস্‌বি? (দণ্ডায়মান)

সকলে। গেল—গেল—কমবকৃতি গেল!

কম্। হত্যা করতে হয় করুন—কিন্তু বাঁদীর শেষ কথাটা শুনে করুন। জন্মভূমির জন্য সময়ে সময়ে আমাদের চক্ষে জল পড়ে—কিন্তু জাঁহাপনা আপনি এমনি হতভাগ্য, ঈশ্বর আপনার চক্ষুকে মরুভূমি ক'রে সৃষ্টি করেছেন। দেশের জন্য ফেলবার এক ফোঁটা জলও তাতে লুকুনো নেই।

ইব্রা। হুঁ! ঠিক বলেছিস—তুই যদি ঠিক না বল্‌তিস তোকে আমি এখনি কোতল কর্‌তুম। জন্মভূমির কি হয়েছে?

কম্। তা জানি না জাঁহাপনা। শুনলুম, সহর দুস্‌মনে আক্রমণ কর্‌তে আস্‌ছে—সহর যায়।

ইব্রা। (বোতলাদি নিক্ষেপ) সব দূর হও—তোমরাও ভাই সব চ'লে যাও। মরণের পর যখন জাহান্নমে যাব, সেই সময় আমার সঙ্গে দেখা ক'র। তোমাদের খোলসা—তোমার এই পুরস্কার—তোমাদের এই সেলাম। (সকলে জানু পাতিয়া প্রত্যভিবাদন) কোই হ্যায়?

(প্রহরীর প্রবেশ)

উজীরকে খবর দে—কাল ফজেরে আমি দরবার কর্‌ব।

ইব্রা। যাও, সকলে প্রস্থান কর। জন্মভূমি যায়—আমায় শোনালে কে? দেশের দুঃখে দুঃখিনী এক সমাজপরিত্যক্তা রমণী! আমার মতন মূর্খ রাজার যোগ্য শিক্ষক। বল্‌লে কি, জন্মভূমি যায়।

আজ যদি জয়ভূমি যায়, কাল এই অভাগিনী রমণীগুলোর সঙ্গে আমার সমান অবস্থা। ওদের দুর্দ্দশায় তবু দু'এক জনেরও চক্ষুজল পড়বে, কিন্তু আমার বেলায় কেউ ফেলবে না। আমি নরাধম, স্ত্রীকে, পুত্রকে পর্য্যন্ত দুশ্চিন্তার কারাগারে আবদ্ধ ক'রে প্রমোদোদ্যানে আমোদ-উল্লাসে মেতে আছি —তারা নির্জ্জনে ব'সে মৃত্যুকামনা করছে! আর আমার প্রজা—তারা রাজা ম'রেছে ব'লে, একেবারেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছে। তাদের সুমুখে কি আর একবার জীবিত দেহ নিয়ে ফিরতে পারব না? একবার পরীক্ষা করব!—করব!—করি—একবার করি। সহায় কে? আমার অসৎকার্য্যের সহায় ত সহস্র—সৎকার্য্যের সহায় কে? তুমি—ঈশ্বর! তুমি! পা টলছে—মাথা ঘুরছে —তুমি প্রাণটাকে আমার অটল রাখ।

চতুর্থ দৃশ্য

আমেদনগর—মল্লজীর কক্ষ।

মল্লজী ও যশোদা।

মল্লজী। বিজাপুররাজ যা ব'লে গেছেন, তা করবেন, আমেদনগর আক্রমণ না ক'রে তিনি যে দেশে ফিরবেন, তা আমার মনে হয় না।

যশোদা। দেশে ফিরবেন, কি—শুনলুম এরই মধ্যে ত্রিশ হাজার সৈন্য ভীমানদীর তীরে সমবেত হয়েছে।

মল্লজী। ভগবানের কি ইচ্ছা জানি না। কিন্তু দোষী আমিই দেখছি আমেদনগর ধ্বংসের কারণ হলুম।

যশোদা। তাতে তুমি কি করবে? এরূপ অবস্থায় যে পড়ত সেই ধ্বংশের কারণ হ'ত। উজীর যে তোমার উপর ক্রোধ করেছে—সত্য কথা বলতে গেলে সে অন্যায় করে নি। আমি হ'লে রাজাকে মুক্তি দিতুম না। আমি রমণী যতটা রাজার দোষ বুঝেছি, তোমরা পুরুষ সেটা তত বুঝতে পারবে না। রাজা ছদ্মবেশী—যদি মন্ত্রিদ্বয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ত, তা হ'লে সে কথা সহরে গোপন থাকত না—লোকের মুখে মুখে চালাচালি হয়ে, ভাই-ভগিনীর সেই নির্দ্দোষ সম্মিলন রাণীর বিশাল কলঙ্ক-গাথার পরিণত হ'ত। তাই ব'লে কেউ তাকে বিশ্বাস করতে চাইত না। মর্য্যাদাময়ী রাণী আমেদনগরের কুলমর্য্যাদায় ভ্রাতৃপ্রেম আহুতি দিয়ে মহত্ত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন। তা যা হোক, পঁচিশ-ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আদিল শা ছদ্মবেশে ভগিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন কেন?

মল্লজী। সৈন্য কি তিনি এনেছেন যশোদা —আমি আনিয়েছি।

যশোদা। তুমি আনিয়েছ?

মল্লজী। তবে আর বলছিলেম কি যশোদা! বিধাতার অভিলাষ কি কিছুই ত বুঝতে পারছি না। আমেদনগরের মঙ্গলের জন্য জীবন-পণ চেষ্টা ক'রে আমিই তার ধ্বংসের কারণ হলুম।

যশোদা। কথাটা যে কিছুই বুঝতে পারছি না প্রভু!

(দেলওয়ারের প্রবেশ)

দেল। বা! বা! আমার কি ভাগ্য—একেবারে সম্মুখে যুগল। সেলাম যুগল সাহেব! ঘরে বৃদ্ধ অতিথি—প্রেমালাপ-শ্রবণ-পিপাসা কিঞ্চিৎ প্রবল হয়েছে—পিপাসা মিটবে কি?

মল্লজী। আর দাদা ভাই! প্রেমতরঙ্গিনীতে চড়া প'ড়ে তাতে দক্রময় খর্জ্জুরবৃক্ষের উদ্ভব হয়েছে!

দেল। তা যদি হয়েই থাকে তাতে ক্ষতিই বা কি! তা হ'লেও ত জিরেন-কাটের রস পাব। কি বিবি! ভাই সাহেবকে দেখে একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করলে না কি?

যশোদা। আর ভাই সাহেব, আপনার নাতি বড়ই মুস্কিলে পড়েছেন।

দেল। আসান একেবারে রগ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছ, তবু মুস্কিল!

যশোদা। আসানে আর কুলুচ্ছে না—যদি আমাদের দুটিকে পাষাণ-চাপা দিতে পারেন, তা হ'লেই সকল দুঃখের অবসান হয়।

দেল। কতক কতক শুনেছি ভাই-রাজা নাকি ভগিনী রাণীকে অপহরণ করতে ত্রিশ হাজার ফৌজ ভীমানদীর তীরে খাড়া করেছেন?

মল্লজী। রাজা ত আনেন নি ভাই সাহেব—আনিয়েছি আমি।

দেল। তুমি কেমন ক'রে আন্‌লে?

মল্লজী। মনে নেই? এখলাস খাঁ আর উজীরের যখন বিরোধ বাধবার উপক্রম হ'ল তখন আপনার আদেশ মত আমি বিজাপুররাজের কাছে সাহায্য চেয়ে পত্র লিখি। সেই পত্রের উত্তরে তিনি হাবিব খাঁর অধীনে ত্রিশ হাজার সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সৈন্য পৌঁছিতে না পৌঁছিতে, এদিকে মা চাঁদসুলতানার কল্যাণে বিনা রক্তপাতে উভয়ের বিবাদ মিটে গেছে।

দেল। তা হ'লে এই হরণ-কার্য্যে সহায়তা করতে আমাদের দাদা-নাতীরও কিছু কিছু হাত আছে।

মল্লজী। তাই ত আপনার পৌত্রবধূকে বলছিলুম ঈশ্বরের কি ইচ্ছা—আমেদনগরের মঙ্গল খুঁজতে গিয়ে বরং তার সমূহ ক্ষতি ক'রে ফেললুম।

দেল। এ রকমে যদি আমেদনগরে ক্ষতি হয়, তা হ'লে বুঝলুম, আমেদনগর থাকা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। তা হ'লে তুমিই বা তার জন্য দুঃখ করবে কেন? যতদিন ভাল করতে পারবে বোঝ, ততদিন থাক—যখন দেখবে হালে পানি পায় না, তখন খোদার নাম নিয়ে দরিয়ার তরী স্রোতের গায়ে ঢেলে দিও। এখন আমি কি করতে পারি বল?

যশোদা। ভাই সাহেব! করবার ত আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

দেল। পাচ্ছি না বললে ত চলবে না—যতক্ষণ নজর থাকে ততক্ষণ দেখতে হবে। এ বিবাদ কি হ'তে দিতে আছে? লোকে শুনলে বলবে কি? আমি চাঁদসুলতানার কাছে যাই। ভাই-ভগিনীর চিরদিনের সদ্ভাব একটা তুচ্ছ অভিমানে ভেঙ্গে যাবে? বর্ত্তমানেই যেন আমেদনগরে রাজা নেই—কিন্তু ভবিষ্যতেও কি থাকবে না?

(ইব্রাহিমের প্রবেশ)

মল্লজী। কে তুমি? রঘুজী—রঘুজী!

ইব্রা। রঘুজী আছে—ভয় নেই—সজাগ প্রহরী জেগে আছে—কোন ভয় নেই সরদার।

মল্লজী। কে আপনি? য়্যাঁ এ কি? এ কি স্বপ্ন দেখছি—না সত্য?

যশোদা। কেও, জাঁহাপনা! এ গভীর নিশীথে এই দীনবেশে সঙ্গীহীন পরিচারকহীন—এ কি মূর্ত্তি জাঁহাপনা?

ইব্রা। আমি বিকৃত চক্ষে সত্য দেখি, আর তোমরা সাদা চোখে স্বপ্ন দেখ! বেশ, বেশ মালোজী—বেশ বাইজী। আরে তুমি কে!—বৃদ্ধ সরদার দেলওয়ার!—আজও বেঁচে আছ?

দেল। বড়ই দুর্ভাগ্য, আজও বেঁচে আছি জাঁহাপনা।

ইব্রা। বেশ করেছ বেঁচে থাকা যদি দুর্ভাগ্য সরদার, তা হ'লে আমার জন্য তোমরা দুঃখ কর কেন? আমি ম'রে বেশ সুখে আছি!

যশোদা। সর্ব্বাগ্রে উপবেশন করুন।

ইব্রা। বেশ বাইজী—বেশ। রাজা কি একেবারেই নেই দেলওয়ার খাঁ?

দেল। থাকলে কি আমেদনগরের একেবারে স্কন্ধের উপর দুস্‌মন্ চেপে পড়ে?

ইব্রা। স্কন্ধে চেপেছে। স্কন্ধ থেকে মাথা এখনও অনেক দূর। আগে মাথা যাক, তার পর ব'ল রাজা নেই। তখন বৃদ্ধ পায়ে ভর দিয়ে যদি নৃত্য করতে পার, তা হ'লে নৃত্য কর। কিন্তু কেঁদো না। আমার সজাগ প্রহরী সব জেগে আছে—আমার দুস্‌মন্ আমার রাজ্য কাড়তে এসে দোস্ত হয়ে গেছে—আমার ঘরের দোর থেকে, ভগিনীকে দেখতে এসে, বিজাপুরের রাজা অপমানিত হ'য়ে ফিরে গেছে। আর তার নিজের ঘরে প্রবেশ করতে রাজা ইব্রাহিম প্রহরীর কাছে ধাক্কা খেয়েছে—এতেও দেলওয়ার খাঁ তুমি বল রাজা নেই!

মল্লজী। তাই ত কোন্ কম্‌বখ্‌ত এমন কাজ করলে? হুকুম করুন, এখনি তার শিরশ্ছেদ করি।

ইব্রা। সেই কম্‌বখ্‌তের শিরশ্ছেদ কর, আর আমার ঘরে চোর প্রবেশ করুক। কি বল যোশী বিবি? তোমার স্বামী আমার কি সুহৃৎ!

(রঘুজীর প্রবেশ)

মল্লজী। রঘুজী! জাঁহাপনার শরীরের ওপর কেউ কি অত্যাচার করেছে?

রঘুজী। আমি করেছি হুজুর।

মল্লজী। আমাকে একবার তুমি জিজ্ঞাসা করলে না কেন?

রঘুজী। কি জন্য জিজ্ঞাসা করব? আর

কখনই বা করব? সম্মুখে দেখলুম, এক জন অপরিচিত পুরুষ উন্মত্তাবস্থায় টলতে টলতে অন্দরের পথে চলেছে। যে অন্তঃপুরের প্রান্তদেশে পা দিয়ে বিজাপুরের মহিমান্বিত রাজা লাঞ্ছিত হয়ে চ'লে গেছেন, তার ভেতরে কেমন ক'রে একটা মাতালকে ঢুক্তে দিতে পারি হুজুর?

ইব্রা। তুমি বেশ করেছ।

রঘুজী। জাঁহাপনা গোলামের কি শাস্তি বিধান করুন।

ইব্রা। করব—এখন আমি অযোগ্য দীন, এখন ত আমার শাস্তি দেবার ক্ষমতা নেই। ব্যস্ত হয়ো না—সময়ের অপেক্ষা কর—শাস্তি বিধান করব। এখন এই যৎকিঞ্চিৎ (অঙ্গুরীয় উন্মোচন) রঘুজী কাছে রেখ। একটা কসবী আমাকে কেতাব পড়িয়ে সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছে—এখন আর আমার কিছু নেই। দেলওয়ার! রাজা কি সত্য সত্যই ম'রে গেছে?

দেল। আজকে দেখে বোধ হচ্ছে যেন বেঁচে আছেন। কিন্তু জাঁহাপনা! আপনাকে প্রকৃতিস্থ না দেখলে যে আমাদের সাহস হচ্ছে না।

ইব্রা। মাতাল দেখে ভয় পাচ্ছ, খান্ খানান্? যত নেশা ছাড়ছে, ততই প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হচ্ছে। একটু চোক মেলে চেয়েছি, অমনি দেখি—না থাক—আর বলব না। দেলওয়ার খাঁ! ঈশ্বরের এ কি লীলা—সারা দুনিয়াটায় এ কি সাম্য! এক দিকে দোস্ত দুস্মন হয়েছে, অন্য দিকে দুস্মন দোস্ত হয়েছে। এক দিকে চিরপরিচিত আমার বুকের উপর ছুরি ধরেছে—অন্য দিকে কোথাকার কোন অজানা দেশের অপরিচিত ছুটে এসে তার হাত ধরেছে—এক দিকে চিরঘুমন্ত দুর্দ্দান্ত মাতাল গৃহস্বামী—অন্য দিকে চিরজাগন্ত নির্ভীক নির্ম্মম প্রহরী—রঘুজী! আদর ক'রে যে সুমিষ্ট টীপে হাত খানি ধ'রেছিলে!

রঘুজী। জাঁহাপনা! তা হ'লে গোলাম আপনার এ দয়ার নিদর্শন আপনাকেই ফিরিয়ে দেবে।

ইব্রা। না না—আর বলব না—কিন্তু খান্-খানান্—দুনিয়ার এ অদ্ভুত বৈষম্যের ভেতর এ কি অপরূপ সাম্য? দেলওয়ার খাঁ—এ সব প্রহরী ত কখন দেখি নি!

রঘুজী। এই জাঁহাপনার—এই মধুর, এই মনোহর নিজাম শাহের [illegible] আসুন জাঁহাপনা, এ নির্জন নিকুঞ্জের [illegible] বসে যাই।

ইব্রা। প্রাণের কথা কয়েছ রঘুজী, চল তোমার সঙ্গে বসে যাই।

যশোদা। যেতে হয় পরে যাবেন, আগে একবার রাণীর সঙ্গে দেখা করুন জাঁহাপনা! নইলে আমি আপনাকে ছাড়ব না।

ইব্রা। রঘুজী! রাণীকে একবার দেখতে হবে।

রঘুজী। তবে একবার দেখুন জাঁহাপনা।

ইব্রা। চল বিবি। একবার চিরপরিত্যক্তা রাণীকে দেখে আসি।

মল্লজী। তৎপূর্ব্বে গোলামকে একটা আদেশ ক'রে যান।

ইব্রা। রঘুজী! তৎপূর্ব্বে গোলামকে একটা আদেশ ক'রে যেতে হবে।

রঘু। বেশ, করুন।

মল্লজী। আপনার গৃহ-রক্ষার ভার নিয়ে, আমার পরম সুহৃৎ বিজাপুররাজের সঙ্গে ত বিরোধ বাধিয়ে বসেছি। এখন কি করব আদেশ করুন।

ইব্রা। যদি মর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য কর, যুদ্ধ দাও—যদি মমতার দিকে লক্ষ্য কর—মিটিয়ে ফেল।

মল্লজী। এখন সেটা অসম্ভব। মেটাতে গেলে আমেদনগরপতিকে মাথা হেঁট করতে হয়।

ইব্রা। কি দেলওয়ার খাঁ! আমেদনগরপতি আছে?

দেল। এখন দেখছি আছে।

ইব্রা। মল্লজী! তা হ'লে আজই রাত্রি প্রভাতে আমি ভীমানদীর এ পারে সমস্ত আমেদনগরী সৈন্যকে সজ্জিত দেখতে চাই।

মল্লজী। যো হুকুম জাঁহাপনা। বিজাপুর পশ্চাৎপদ হয় হোক—আমেদনগর হবে না।

ইব্রা। বস্—কথা মিটে গেল। কি দেল-ওয়ার খাঁ—রাজা আছে?

দেল। যদি উভয় পক্ষের মর্য্যাদা রেখে মিটিয়ে দিতে পারি, তা হ'লে এ যুদ্ধের প্রয়োজন নেই জাঁহাপনা!

ইব্রা। খান্ খানান্! এখন দেখছি রাজা আছে, কিন্তু সেই পূর্ব্ব যুগের দুর্দ্ধর্ষ দেলওয়ার ম'রে গেছে।

দু'পক্ষ কখন এক সঙ্গে মেটাতে আসে না, এক জনকে অন্ততঃ এগিয়ে যেতে হয়। আমেদনগরের রাজ-প্রতিনিধি! তুমিই কি অনুরোধ আগ্রহ নিয়ে প্রথমে বিজাপুরে যেতে ইচ্ছা কর?

দেল। না জাঁহাপনা! তা পারি না।

ইব্রা। তা হ'লে? এস সহচরী যশোদা-সুন্দরি! সেই নীরব বিচারকের এজলাসে, এই উদ্ধত অপরাধীকে, পেয়াদা স্বরূপ হ'য়ে, একবার হাজির কর্‌বে এস।

যশোদা। আসুন জঁাহাপনা, এমন শুভদিন বাঁদীর জীবনে ত আর কখনও আসে নি—আসুন আপনাকে একবার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ধন্য হই।

দেল। আর কেন সরদার, আমরাও যাই চল—জীবন-মরণ-সংগ্রামে এই বৃদ্ধ বয়সে একবার মেতে দেখি।

পঞ্চম দৃশ্য

আমেদনগর—মরিয়মের কক্ষ।

মরিয়ম।

মরি। কে কোথা থেকে যেন কথা কইলে না? ঈষন্মুক্ত বাতায়ন-পথে, যেন কার, কত দিনের পরিচিত মুখ—আমার ঘুমন্ত চোখে চোখ দুটি রেখে বল্‌লে—মরিয়ম! এত ঘুম! যেন কোন্ যুগান্তে, কোন্ সন্ধ্যায়—কোন্ মরীচিবিক্ষোভিনী তটিনী-তটে কোন্ শুভলগ্নে দেখা-শোনা—কত চেনা মুখ! কি আদর ক'রেই না বল্‌লে—"মরিয়ম্! এত ঘুম! হৃদয়ে তোমার অন্ধকার,ঘরে অন্ধকার—আকাশ জুড়ে অন্ধকার—কিন্তু মরিয়ম! সে আঁধার-সাগরে মৃদু-কম্পিত তরঙ্গ-শিরে তারকা-কুসুম নেচে নেচে মৃদু হাসির তরল রঙ্গে নিশি যাপন কর্‌ছে। মরিয়ম! তারা তোমার জন্য জেগে,—আর তোমার চোখে এত ঘুম! অন্ধকারের সমবেদনা অন্ধকারে—আকাশের অন্ধকারে ফুলের নৃত্য - তোমার অন্ধকার স্থির! ছি ছি মরিয়ম! জাগো মরিয়ম! জাগো—হৃদয়ের ঘুমন্ত কামনা-কুসুমগুলিকে জাগিয়ে তোল—তারা কিছু না চায়, শুধু জেগে নাচুক!" কে বল্‌লে? বলতে বলতে কি মিলিয়ে গেল! আমার স্বপ্নটুকু আঁচলে বেঁধে কে চুরী ক'রে নিয়ে গেল!—

(বাহাদুরের প্রবেশ)

বাহা। হাঁ মা! আমার ঘুম হচ্ছে না কেন?

মরি। তোমারও ঘুম হচ্ছে না? তা হ'লে এ রাজ্যে বুঝি ঘুম-চোর কোথা থেকে এসেছে! বুঝি কোন্ দেশে কার ঘুমের ভাণ্ডার খালি হয়েছে—তাই ঘুমচোর তার ভাণ্ডার পোরাতে দেশ-বিদেশে চুরী ক'রে বেড়াচ্ছে।

বাহা। সবার ঘুম কি চুরী কর্‌বে মা?

মরি। যে সতর্ক, তার ঘুম চুরী কর্‌বে কেমন ক'রে? সে যে বাপ আগে থাক্‌তে চোখের পলকে ঘুম বেঁধে তবে শয়ন করে। যে পথহারা, যে অসাবধান, যে ঘুমের ঘরের প্রবেশ-পথে চিন্তার কণ্টক ছড়িয়ে রাখে—তারই ঘুম চুরী যায়।

বাহা। তা হ'লে কি হবে?

মরি। ঘুম না আসে, আমার কাছে এসে শয়ন কর—আমি ব'সে ব'সে ঘুমচোরকে খেলাত দিই—যদি সে দয়া ক'রে অন্ততঃ তোমার চোখের ঘুমটুকু ফিরিয়ে দিয়ে যায়।

বাহা। আর তুমি?

মরি। সেই সঙ্গে যদি সে মেহেরবাণী ক'রে আমাকেও একটু দিয়ে যায়।

বাহা। হাঁ মা, কি হবে?

মরি। কিসের কি হবে বাপ?

বাহা। দুনিয়ায় তোমার যারা আপনার ছিল, তারাও যে মা পর হয়ে গেল!

মরি। হ'ক না—কে কত পর হ'তে পারে দেখাই যাক্ না।

বাহা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে মা দুনিয়া উজোড় হ'য়ে গেল।

মরি। তা হচ্ছে বটে, কিন্তু দুনিয়া ত থাকবে—সে যত দিন আমাদের বুকে ক'রে রাখবে, তত দিন দুনিয়া আমাদের বন্ধু—না রাখে, আর ত কেউ আমাদের পর কর্‌তে আস্‌বে না।

বাহা। মাতুল রাজা আমাকে আলিঙ্গন করতে এলেন—কিন্তু বিধির বিপাকে আমি সে স্নেহের বন্ধন থেকে খ'সে পড়লুম।

মরি। তিনি স্নেহময়—সে বন্ধন থেকে খ'সে পড়বার আশঙ্কা ক'র না বাহাদুর।

বাহা। হাঁ মা! সত্যি?

মরি। তোমার কাছে ব'সে আছি, এ যেমন সত্য—তোমার প্রতি তাঁর ভালবাসা তেমনি সত্য। তুমিই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছ। বালক, তিনি ত তোমায় করেন নি! বিজাপুরের প্রতাপান্বিত রাজা তাঁর ভাগিনেয়কে দেখবার জন্য দীনবেশ পরিধান করেছেন। এর চেয়ে ভাগ্য আর কি প্রত্যাশা কর বাহাদুর?

বাহা। তাই ত মা, সে কথা ত ঠিক!

মরি। কিন্তু বাহাদুর, তাঁর স্নেহ রক্ষা করা না করায় তোমার অধিকার। তিনি তোমার আমার দর্শন-ভিখারী হ'য়ে তোমার দ্বারে এসেছিলেন, তুমি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছ। এবারে তিনি আর এক মূর্ত্তিতে সেই স্নেহের প্রতিষ্ঠা করতে আমেদনগরে ফিরে আসবেন। বাহাদুর! সে মূর্ত্তির যোগ্য প্রতিমূর্ত্তি নিয়ে যদি বিজাপুর-রাজের সম্মুখে উপস্থিত হ'তে না পার, তা হ'লে আর তিনি তোমার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ রাখবেন না।

বাহা। বুঝতে পেরেছি—লড়াই—তা আমি দেব! মা! তুমি কি মনে করেছ—আমি পেছপাও হব?

মরি। পারবে?

বাহা। যদি না পারি, তা হ'লে তুমিও সন্তানের মুখ দেখ না।

মরি। বাপ! এস, এইবারে মাতা-পুত্রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রা যাই।

বাহা। কিন্তু তুমি ঠিক থেক মা—যদি মরি?

মরি। তা হ'লে এতকালের স্বামী-অদর্শন-শোক সমর-বিজয়ী মৃতপুত্রের নাম-গানে সমাধিস্থ করব।

বাহা। মা! আমার বড় ঘুম পাচ্ছে—

মরি। আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমোও। (বাহাদুরের শয়ন) আমারও ঘুম পাচ্ছে! বিবাদের পরিণতিতে এ কি মধুর অবসাদ! এস, কি জানি কি আকাঙ্ক্ষিত, আমার অপহৃত ঘুমটুকু বসনাঞ্চল থেকে খুলে, আবার আমার চোখে ছড়িয়ে দাও।

(ইব্রাহিমের প্রবেশ)

ইব্রা। মরিয়ম!

মরি। আবার! তাই ত! আমি জেগে আছি—না এখনও স্বপ্নে ডুবে আছি? নিদ্রালসার কর্ণকুহরে—হে বিরহরূপী মহাজন!—আজ তোমার কি এত উল্লাস হয়েছে যে, কথায় কথায় এত মধুর ঝঙ্কার করছ! দোহাই তোমার পায়ে পড়ি, আর ডেকো না—(নিদ্রার উদ্যোগ)

ইব্রা। (পদপ্রান্তে বসিয়া) মরিয়ম! প্রাণেশ্বরি মরিয়ম!

মরি। না, তুমি বড়ই বাড়াবাড়ি করলে—, ওগো! নব-কমলকিসলয়চুম্বিত, প্রত্যাখ্যাত ব্যাকুল বিরহ! আমি জেগে আছি! চিরবিয়োগীর জীবনে কি সন্ধ্যা আছে? ওই যে, লোহিততপ্ত রবি—ও উত্তাপ দিয়ে দিয়ে নিষ্প্রভ—আমি দ্বিপ্রহরের জাগরণে জেগে আছি।

ইব্রা। মরিয়ম!

মরি। তাই ত! এ কি? (ইব্রাহিমকে দেখিয়া) এ কি!—কে তুমি? কোন্ হায়—

বাহা। কি মা! কি মা!

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। কি হুকুম রাণী? এই যে আমি প্রহরিণী দোর আগলে দাঁড়িয়ে আছি।

মরি। এ কে?

যশোদা। চোক মুছে চেয়ে দেখুন।

বাহা। কই, কে মা?

মরি। হ্যাঁ! এ কি?—জাঁহাপনা! এ কি বেশ?—(শয্যা হইতে উত্থান)

ইব্রা। মরিয়ম! তীর্থযাত্রীর বেশে এসেছি। পাপী তার বহু দিনের সঞ্চিত পাপ ধৌত করতে তীর্থে এসেছে। প্রেম-ভিক্ষা করবার অধিকার নেই, কিন্তু করুণাময়ি! করুণা—

মরি। বাঁদীকে এ কি বলছেন জাঁহাপনা? আমার নিজের নসীবের দোষ, আপনাকে দোষী করতে আমার অধিকার কি?—বাহাদুর! দেখছ কি, নিদ্রা আসে নি কেন—তার কারণ নিরীক্ষণ কর।

বাহা। হ্যাঁ—কি মা! পিতা পিতা!

মরি। উঠে বসুন—কে তুমি মধুময় স্বপ্নরাজ্যের

রাজা। তুমি আমাকে আজ জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান দেবার জন্য জাগিয়ে রেখেছিলে! কিন্তু এ কি বেশ? আমেদনগরের ঈশ্বর! এ দীনভিখারী ক'রে আপনাকে কে সাজিয়ে দিলে?

যশোদা। রাণী, এইবারে আমি যেতে পারি?

মরি। কেন সই! সখীর কেবলই কি দুঃখেরই সঙ্গিনী হ'তে এসেছ—সুখের সময়ের মুহূর্ত্তও কি তোমার প্রাণে সহ্য হচ্ছে না?

যশোদা। কেমন ক'রে হবে? বহু দিন অদর্শনের পর—এই প্রথম দেখা—মর্ম্মপীড়িতা বিরহিণি!—তোমার প্রাণে কি একটুও অভিমান জাগলো না! রাণি! রমণীর হৃদয় কি এতই সুলভ?—একবার এসে উৎপীড়ক ভিক্ষুক সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইলে—আর হৃদয়ের সমস্ত বেদনা উন্মুক্ত আকাশে ভাসিয়ে দিয়ে, তাকে অম্লানবদনে মুক্ত হৃদয় দান ক'রে ফেল্‌লে? আমি কেমন ক'রে সহ্য করব?

ইব্রা। কি করবে! একে নাছোড়বন্দা ভিখারী—তাতে মাতাল—না দিলে যে সে পিপাসার তীব্র পীড়নে ঠায় মারা যাবে। সুন্দরী, আমাকে আশ্রয় দিয়ে মেরে ফেলাই কি তোমার অভিপ্রায়?

মরি। কাছে এস যশোদা, পাশে ব'স যশোদা।

যশোদা। বসবার সময় কই সুলতানা? স্বামী দেখে সব ভুলে গেলেন!—মনে নেই কি জীবন-মরণের ব্যাপারে সমস্ত আমেদনগরকে লিপ্ত করেছেন?

মরি। তাই ত তাই ত! ভুলে গেছি! অভিমান করবার আমার সময় আছে। এখন বাঁদী একটা কি বিষম কাজ করেছে শুনুন—

ইব্রা। আমি শুনেছি—আমি তোমাকে পশুর ন্যায় পদদলিত ক'রে চ'লে গিয়েছিলুম—কিন্তু ভূপতিতা হয়েও তুমি নিষ্ঠুর স্বামীকে পরিত্যাগ কর নি—বংশের সন্তান হয়েও যে বংশমর্য্যাদা আমি রাখ্‌তে পার্‌লুম না—নিজামশাহীর কুলবধূ! তুমি আজ শ্বশুরবংশের মর্য্যাদা রাখ্‌তে ভ্রাতৃস্নেহ বলি দিয়েছ। কি করেছ মরিয়ম! উন্মত্ত আমি ভাবের উন্মেষেই আত্মহারা—রুদ্ধবাক্—আমি তোমাকে বুঝিয়ে বল্‌তে পার্‌ছি না। আমার পিতৃপুরুষ স্বর্গে ব'সে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছেন—আর নরাধম আমাকে শিক্ষা দেবার জন্য আমার সেই নরকের ঘরে কসবীর মূর্ত্তিতে এক দূত পাঠিয়েছেন। মরিয়ম! তুমি মানময়ী হয়ে আমাকে ভয় দেখাবে কি! এক কসবী আমাকে ধিক্কার দিয়ে, আমোদ ছাড়িয়ে দিয়েছে। কস্‌বীর লাঞ্ছনায় আমি তোমার দ্বারে কৃপা ভিক্ষা করতে এসেছি—কৃপাময়ি! তোমার মান বোঝ্‌বার প্রাণ কই! (নেপথ্যে দুন্দুভি)

যশোদা। জাঁহাপনা! দুন্দুভি বেজে উঠল!

ইব্রা। আরে বাজুক দুন্দুভি। সুমতি আজ কুমতির স্কন্ধে আরোহণ করেছে—দুন্দুভি বাজবে না—বাজা কাড়ানাকড়া—বাজা—বাজা—দুন্দুভি বাজা।

মরি। জাঁহাপনা। আর আমি আপনাকে থাকতে দেব না।

ইব্রা। দেবে না—চাতক মর্ম্মপিপাসায় আকাশ পানে চেয়ে জল চাইলে—কাদম্বিনি! করুণার ধারার সঙ্গে সঙ্গে শিলা হান্‌লে কেন?

মরি। আসুন জাঁহাপনা। বাঁদী আপনাকে নিজ হাতে রণসাজে সাজিয়ে দেবে। এস বাহাদুর! জাঁহাপনার হাত ধর।

ইব্রা। এস বাপ্—বুকে এস—এস প্রেমময়ী পাশে এস—এস সই দেখবে এস—বাজা—দুন্দুভি বাজা—সই! প্রেম তীব্র কি রণ তীব্র? দুইয়েই দুন্দুভি বাজে—দুয়েই প্রাণ নাচে—এখন তবে কোন্ বেশে—প্রেমসাজে, কি রণসাজে?

চতুর্থ অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

এখলাস খাঁর উদ্যান।

এখলাস খাঁ।

এখ। কি হ'ল? আমার সমস্ত বল নিয়ে মালোজীকে সাহায্য করতে গেলুম, কিন্তু কই, মালোজীর ত কোনও সন্ধান পেলুম না! তা হ'লে উজীর যা বলে, তাই ঠিক না কি? মালোজী কি গোপনে-গোপনে আমেদনগর ধ্বংসের জন্য বিজাপুররাজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে? ব্যাপারত কিছুই

বুঝতে পারছি না। আমাদের দুই সরদারকে বন্দী করবার অভিপ্রায়েই কি সে তার স্ত্রীকে দূতরূপে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিল? স্ত্রীকে সম্মুখে রেখে, সে হয় ত অন্তরালে থেকে আমাদের বিনাশের চেষ্টা করছে। আমরা মূর্খ হাবসী বুঝতে পারছি না—উজীর বুঝেছে—বুঝে প্রতীকারের চেষ্টা করছে। সুধু আমাদের মূর্খতার জন্য কিছুই ক'রে উঠতে পারছে না। আমরা একটা কুহকিনী স্ত্রীলোকের কথায় মুগ্ধ হয়ে, তার গোলামের মত তার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে চলছি।

(প্রহরীর প্রবেশ)

এখ। কি রে, কি খবর? তুই ছত্রমঞ্জিলের পাহারাদার না?

প্র। আজ্ঞে হাঁ হুজুর!

এখ। কি মনে ক'রে এমন সময় এখানে এলি! রাজার খবর কি?

প্র। খবর আচ্ছা নয় হুজুর! রাজা মঞ্জিল ছেড়ে কোথা চ'লে গেছেন।

এখ। সে কি রে?

প্র। আজ্ঞে হুজুর! জাঁহাপনার চাকরী এতকাল করছি, কিন্তু তাঁর এত ক্রোধ আমি কখন দেখি নি। পিয়ালা ঝাড় আসবাব ফরাস সব ভেঙ্গে চুরে তছ্‌নছ্‌ ক'রে একেবারে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে কোথায় চ'লে গেছেন।

এখ। বলিস্ কি?

প্র। যাবার সময় আমাকে ব'লে গেছেন, "সরদারদের খবর দে, আমি ফজেরে দরবার করব।"

এখ। কই আমি ত এখনও হুকুমনামা পাই নি।

প্র। না পেয়ে থাকেন—এখনি পাবেন। খুব হুসিয়ার থাকবেন জনাব! ব্যাপার কিছু গুরুতর। সব মোসাহেব জানের ভয়ে রাজার সুমুখ থেকে পালিয়েছে।

এখ। বেশ—তোমার খবর দেওয়ায় আমি বড়ই খুসী হলুম।

প্র। তা হ'লে আমি চললুম হুজুর—অন্যান্য সরদারদের খবর দি।

এখ। উজীর খবর পেয়েছেন?

প্র। উজীর পেয়েছেন—নেহাঙ খাঁ পেয়েছেন।

এখ। তাঁরা খবর শুনে কিছু বললেন?

প্র। বলব হুজুর? রাগ করবেন না?

এখ। না, করব না।

প্র। উজীর সাহেব, আপনাদের গাল দিয়েছেন। বলেছেন, "এখলাস খাঁর মূর্খতাতেই দেখছি সর্ব্বনাশ হ'ল।

এখ। উজীর ঠিকই বলেছেন—তুমি যাও। (প্রহরীর প্রস্থান) উজীর কুটিল-প্রকৃতি ব'লে আমি তাঁকে ঘৃণা করতুম, এখন দেখছি, সে-ই প্রশংসার পাত্র। ঘৃণার পাত্র আমি। উজীর মালোজীর অভিপ্রায় ঠিক বুঝতে পেরেছিল—শয়তানীর কুহকে প'ড়ে আমরাই সব নষ্ট করলুম। আসুন সরদার!

(নেহাঙ খাঁর প্রবেশ)

নেহাঙ। তার পর—ব্যাপারখানা কি এখলাস খাঁ?

এখ। ব্যাপার আবার কি—আমরাই সর্ব্বনাশ করেছি। সে শয়তানীর কুহকে না ম'জে যদি সে সময়ে মালোজীকে গ্রেপ্তার করতুম, তা হ'লে এ অনর্থ হ'ত না।

নেহাঙ। এখন উপায় কি?

এখ। শয়তান ভোঁসলে স্ত্রীকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে আপনি গোপনে গোপনে ছত্রমঞ্জিলে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। সাক্ষাৎ ক'রে তার কান ভাঙ্গিয়েছে।

নেহাঙ। তা ত বুঝেছি তার পর এখন উপায় কি?

এখ। উপায়—একবার উজীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

নেহাঙ। তা যা করবেন, শীগ্‌গির করুন। এ দিকে আর সময় নেই। উন্মত্ত রাজা এক মুহূর্ত্তে মত্ততা পরিত্যাগ ক'রে, আমোদ ছেড়ে ঘরে ফিরেছে। ফিরেই দরবার করছে। বুঝতে পারছ না ব্যাপার কি বিষম?

এখ। কতক কতক বুঝতে পারছি বৈ কি।

নেহাঙ। কতক কি—সম্পূর্ণ বোঝ—বোঝ তোমার আমার অবস্থা—

এখ। আমি ও আপনি চিরদিন ত রাজার সঙ্গে শত্রুতা ক'রে এসেছি। আমি ইস্‌মাইলে

শক, আপনি শা আলির শক। রাজা উজীরের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্ত, কারে প'ড়ে আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনিয়েছিল।

নেহাঙ। তার পর, মাতাল হয়ে রাজা সব ভুলে গিয়েছিল - এখন আবার জেগেছে। বাল্যের সেই বুদ্ধিমান্ ইব্রাহিম—সরদার! মনে রেখ।

এখ। না সরদার—বিলক্ষণ বিপদ উপস্থিত।

নেহাঙ। আপনাদের বেলা ত বিপদ কিছুই নয়—আপনারা সরদারে-সরদারে বিবাদ করেছেন—সুতরাং ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু আমি যে বিদ্রোহীর মূর্ত্তিতে আমেদনগরে প্রবেশ করেছি!

এখ। বলুন, এখনি উজীরের কাছে যাই।

(মিয়ানমঞ্জুর প্রবেশ)

মিয়ান। আর উজীরের কাছে যেতে হবে কেন—উজীর নিজেই আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে।

এখ। আপনার কথা না শুনে আমরা বড়ই গর্হিত কার্য্য করেছি।

মিয়ান। আমাকে কুচক্রী স্থির ক'রে আপনারা আমার সব কথাই উড়িয়ে দেন, এখন বুঝুন। আমি ত গিয়েইছি— এখন আপনারা যদি কোনও উপায়ে থাকতে পারেন, তার উপায় করুন।

এখ। থাকতে হয় সকলেই থাকব—যেতে হয় এক সঙ্গে যাব।

নেহাঙ। আপনার বোধ হয় কি, আমাদের বিপদ উপস্থিত?

মিয়ান। এখনও বোধ হয় সরদার? তা হ'লে আর আমি আপনাদের বোঝাতে পারব না।

এখ। বোধ হয় কেন, বিপদ নিশ্চয়।

মিয়ান। নিশ্চয়—বুঝ্‌তে পারছেন না। বিজাপুররাজ গোপনে এল—গোপনে চ'লে গেল। বিদসুলতানা গোপনে এল, দেখা দিলে—তার পর যে কোথায় গেল, কেউ জানতে পারলে না। তার পর রাজা ছত্রমঞ্জিল থেকে হঠাৎ অন্তর্দ্ধান হয়ে গেছে, আমি গোপনে সন্ধান নিয়েও তার খোঁজ পাই নি! আমরা কে কি করেছি, কারও কাছে অবিদিত নেই—তখন রাজার কি তা জানতে বাকী আছে? আমাদের হাত থেকে রাজাকে নিস্তার দেবার জন্য, মালোজী রাণীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বিজাপুররাণীকে সংবাদ দিয়েছে। রাণী শুনেই এখানে চ'লে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিজাপুররাজ, সরদার হামিদ—আর ত্রিশ হাজার সওয়ার।

এখ। এখন বুঝ্‌তে পেরেছি সরদার! পশ্চাতে অসামান্য বল না থাকলে কি একটা হরিণ ব্যাঘ্রের পিঞ্জরে প্রবেশ ক'রে তার সঙ্গে রহস্য করতে পারে? একটা বান্দা এসে মুখের সামনে মুখ তুলে কথা কয়? পশ্চাতে অসাধারণ বল না থাকলে, সুলতানারও এত সাহস—আমেদনগরীর শ্রেষ্ঠ সরদারের সুমুখে হঠাৎ উপস্থিত হ'য়ে তাদের ওপর সাম্রাজ্ঞীর মতন হুকুম করে?

মিয়ান। তার পর রাজা এলো—গোপনে-গোপনে ভগিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ—গোপনে প্রত্যাখ্যান—গোপনে গোপনে অন্তর্দ্ধান। মালোজী তাকে বন্দী করলে, অথচ গোলামের মতন সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাকে এগিয়ে রেখে এলো। যোশীবাই সব জানলে—কেবল ত্রিশ হাজার সৈন্য বিজাপুর রাজ্যের প্রান্তে, একেবারে আমাদের এলাকার গায়ে কেন যে জড় হয়েছে, সেইটি জানলে না।

নেহাঙ। এখন কর্ত্তব্য কি শীগ্‌গির বলুন—এখনি দরবারে যে তলব হবে উজীর সাহেব!

মিয়ান। আমি বললে, আপনারা কি শুনবেন?

এখ। বাধ্য হয়ে শুনতে হচ্ছে যে উজীর সাহেব! এ ত দরবারে তলব নয়, এ যে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা।

এখ। আমাদের প্রবলপরাক্রান্ত জেনে, মালোজী বিজাপুরের সাহায্যে আমাদের ধ্বংস করবে। যুদ্ধ করা একটা অছিলা। প্রতিশোধ নেবার ছল ক'রে বিজাপুররাজ এখানে আসবে, তার পর সহসা রাজাও মালোজীর সঙ্গে যোগ দিয়ে—আমাদেরই আক্রমণ করবে।

মিয়ান। তার পর কি করবে জানেন?

এখ। তার পর আমাদের হত্যা করবে।

মিয়ান। আরে আল্লা! সে ত গ্রেপ্তারের সঙ্গে চুকে গেল। তার পর কি?

নেহাঙ। তার পর কি উজীর সাহেব?

মিয়ান। তার পর রাজাকে বন্দী ক'রে

আমেদনগরের পৃথক নাম বিলুপ্ত কর্‌বে। নিজামশাহী বংশ এই ইব্রাহিম শা হ'তেই শেষ। সাত বৎসর পূর্ব্বে বেরার যেমন আমেদনগরের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সাত বৎসর পরে আমেদনগর তেমনি বিজাপুরের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এথ। এখনও রক্ষা কর্‌বার কি উপায় নাই?

মিয়ান। আপনি বড়ই স্বদেশভক্ত বীর, তাই আপনাকে বল্‌তে সাহস হয় না।

এথ। আমি কি কর্‌তে পারি, বলুন?

মিয়ান। এখন আপনাকে আর কিছু কর্‌তে হবে না—কিছু কর্‌তে গেলেও পার্‌বেন না। প্রথম কাজ মালোজীকে শেষ কর্‌তে হবে। সমস্ত পল্টন এখনও আমাদের হাতে। কিন্তু রাজা একবার মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়ালে, আর আমাদের সমস্ত থাকবে না। অর্দ্ধেক ভেঙ্গে যাবে। তাই বলি, রাজার হুকুমনামা আসতে না আস্‌তে, আপনারা সৈন্য নিয়ে ভীমানদীর তীরে সমবেত করুন। কিন্তু সাবধান, আমি যত দিন না ফিরি, তত দিন কিছুতেই যুদ্ধ দেবেন না। কেবল আগলে আগলে সহরের দিকে পেছিয়ে আস্‌বেন।

এথ। আপনি কোথায় যাবেন?

মিয়ান। আমি মোগলের কাছে সাহায্যের জন্য গমন করব।

এথ। মোগলের সাহায্য?

মিয়ান। দেখুন, এখনও বুঝুন—এর পর আমাকে যেন দোষী কর্‌বেন না। মোগলের সাহায্য ভিন্ন কিছুতেই বিজাপুরীকে হঠাতে পার্‌বেন না।

নেহাঙ। মোগলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কর্‌তে সঙ্কুচিত হচ্ছেন কেন সরদার? তারা আমাদের রাজ্য লোপ কর্‌বে না। আমাদেরই রাজা, আমাদেরই সব, শুধু আকবর শাকে কিছু কিছু কর দেওয়া, আর তাঁকে প্রধান স্বীকার করা। এই হ'লেই যথেষ্ট।

মিয়ান। তাতে রাজী আছেন, না রাজ্যটা আদিল শাকে দেবার অভিলাষ আছে?

এথ। বেশ, আপাততঃ যখন উপায় নেই, তখন তাই করুন।

মিয়ান। তা হ'লে আর দাঁড়াবেন না, চ'লে আসুন। রাজার লোক যেন আমাদের কাউকেও খুঁজে না পায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিজাপুর—চিত্রশালা।

চাঁদ বিবি চিত্রণকার্য্যে নিযুক্তা।

পশ্চাতে আদিল ও তাজ।

আদিল। এ স্বর্গীয় মুহূর্ত্তে দীন সংসারীর আবেদন নিয়ে আমি মায়ের কাছে উপস্থিত হ'তে পার্‌ব না। যেতে হয় তুমি যাও।

তাজ। আপনি যা পার্‌বেন না জাঁহাপনা, তা আমি কেমন ক'রে পার্‌বো? আপনি পুরুষ, আমি রমণী। আপনারা লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়বিকম্পী শাসকের প্রাণ নিয়ে দুনিয়ায় এসেছেন, আর আমরা ব্যথিত হৃদয়ের সান্ত্বনাস্বরূপ হ'য়ে উৎপীড়িতকে শান্ত কর্‌তে এসেছি। আপনি শান্তিময় নীরবতার গণ্ডীতে প্রবেশ করতে পারছেন না, আমি কেমন ক'রে পারি জাঁহাপনা?

আদিল। আমি বড়ই বিপন্ন হ'য়ে এসেছি!

তাজ। সে কথা বাঁদীকে বোঝাতে হবে কেন? বীর বিজাপুররাজ যখন প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয়ে একটা সামান্য স্ত্রীলোকের কাছে আগ্রহ-সহকারে আবেদন করছেন—

আদিল। আবেদন নয় বিজাপুরেশ্বরী, ভিক্ষা। আমি ইচ্ছা ক'রে নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এখন আমি নিরাশ্রয়—দয়া ক'রে তোমরা আমাকে আশ্রয় দাও। যে কোন উপায়ে মায়ের ধ্যান ভঙ্গ কর।

তাজ। ভাল, কিয়ৎক্ষণের জন্য অপর গৃহে বিশ্রাম করুন।

[আদিল ও তাজের প্রস্থান।

চাঁদ। না, আর হ'ল না। মনে কর্‌লুম আজ প্রভাতে মনের মতন ক'রে একখানি প্রভাতী প্রকৃতির চিত্র আঁকব। কেদারবাহিনী তটিনীতীরের একটি কুঞ্জ এঁকে তার নবারুণ তরঙ্গকম্পিত শীতল ছায়ায় কল্পনাতে ব'সে,একটু আপনাকে ভুলে থাকব—কই তা আর হ'ল না। চিত্রপটে কুঞ্জের ছবি তুলতে, প্রথম তুলিতেই মরিয়মের মুখ অঙ্কিত ক'রে ফেল্‌লুম। ভাবলুম, বুঝি মরিয়ম সংসারের জ্বালায় জর্জ্জরিত হ'য়ে বিশ্রাম নিতে কোন ছায়াময় রাজ্যের কুঞ্জঘরের অনুসন্ধান করছে। কুঞ্জ আঁকার

সাধ ছেড়ে তরঙ্গিনীর ছবি আঁকতে গেলুম, তাতেও প্রথম অঙ্কনে আমার সোনার মরিয়মের সুডোল মুখের ছবি উঠল! যেন নদীতে নিক্ষিপ্তা বালিকা উদাস দৃষ্টিতে আকাশ পানে চেয়ে, লবঙ্গলতা দেহ-খানি নীরব ভাবে নাচিয়ে কোন্ দূরদেশের কমল-বনের অন্বেষণে চ'লে যাচ্ছে! রাগে একটা নীরস বিশাল মরুভূমি আঁকবার চেষ্টা করলুম, সেখানেও কি ছাই মরীচিকা সরসীর প্রফুল্ল শতদলের মত বালুকা-সাগরের মধ্য হ'তে মরিয়মের মুখচ্ছবি ভেসে উঠল! মরিয়ম! প্রাণের মরিয়ম! মায়ের মমতার আশ্রয় পেলি নি ব'লে কি, তার তুলিকার অগ্র জড়িয়ে ধরেছিস্? দূর ছাই, আর ছবি আঁকবো না।

(তাজের প্রবেশ)

তাজ। হ্যাঁ মা, আজ কাছে এসে এত সাড়া দিলুম—এলুম, চ'লে গেলুম—তবু তোমার চোখ ফিরল না?—এত তন্ময়!—কার ছবি আঁকছিলে মা?

চাঁদ। ছবি আঁকা হ'ল না।

তাজ। হ'ল না? এত তন্ময়তা বৃথা গেল?

চাঁদ। যে তোমরা শত্রুতা আরম্ভ করলে।

তাজ। আমরা? শত্রুর মধ্যে আমিই ত তোমার একা মা!

চাঁদ। কেন, তুমি একা হ'তে যাবে কেন? তুমি আছ, তোমার ছেলে আছে—আর সেই পাগলটা আছে। বিজাপুরে আমার শত্রুর অভাব কি? তার ওপর আবার শত্রু—

তাজ। আবার শত্রু—সে শত্রুটা কে মা?

চাঁদ। হ্যাঁ মা! পাগল কি আজও ফিরল না?

তাজ। সে খবর আমার রাখবার সময় নেই।

চাঁদ। বলিস্ কি তাজ! স্বামীর খবর রাখবার সময় নেই?

তাজ। কেমন ক'রে থাকবে—সংসারে আমাকে কত কাজের ভার দিয়েছ তা কি মনে আছে? একটি কচি ছেলের ঘাড়ে একটা প্রকাণ্ড রাজ্য চাপিয়ে আপনি ব'সে ব'সে ছবি আঁকছ। আমার ত সব দেখতে হবে।

চাঁদ। সে যেমন বেইমান, তাকে জব্দ করাই হচ্ছে যুক্তি—কিন্তু কি করব তাজ? সামান্যমাত্র সময়ের অদর্শনেই আমি তার জন্য কাতর হ'য়ে পড়েছি।

তাজ। তা তুমি যত পার কাতর হও। এখন বল মা, সে শত্রুটা কে?

চাঁদ। তোর প্রাণে কি সত্য সত্যই মমতা নেই তাজ?

তাজ। কেন থাকবে?—মায়ে-পুত্রে ঝগড়া হ'ল, ফল হ'ল কি, নিরপরাধা স্ত্রী—তাকে পরি-ত্যাগ! কেন মমতা রাখতে যাব? বল মা, সে শত্রুটা কে?

চাঁদ। আচ্ছা এখন নয়, পরে বলব।

তাজ। আচ্ছা তবে এখন ছবি দেখি—

চাঁদ। ছবি আঁকতেই পারলুম না, তা দেখবে কি?

তাজ। কেন পারলে না, তাই দেখি [illegible]

চাঁদ। বেশ দেখ—দেখে ত কিছুই বুঝতে পারবে না। ও শুধু তুলির আঁচড়!

তাজ। (চিত্র তুলিয়া) আঁচড়ে [illegible]—প্রথম স্পর্শেই যদি এত শোভা—পূর্ণ হ[illegible] এ কি হ'ত মা?

চাঁদ। বল কি তাজ! বুঝতে প[illegible]?

তাজ। মা! অপূর্ব্ব রত্ন ফেলে, [illegible] একখানা কাচ আঁচলে বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে!

চাঁদ। বিজাপুরেশ্বরি! আত্মগ্লানি ক'র না—তুমি আমার সর্ব্বরত্নসার—ফণীর মাথার মণি। হীরকের আকর গোলকুণ্ডা থেকে তোমায় এনেছি!

তাজ। তাতেও ত আমার গৌরব বাড়ল না মা! যদি এ রূপ আমি না দেখতে জানি, তা হ'লে ত আমি অন্ধ! মা বালিকার কোমল কটাক্ষে বিজা-পুররাজের ছলনাময় চক্ষু লুকুনো রয়েছে—এই বুঝি তোমার মরিয়ম?

চাঁদ। আর গোপন করবার প্রয়োজন কি—এই আমার মরিয়ম।

তাজ। মা! আমি মরিয়মকে দেখ্‌ব।

চাঁদ। আমি অভাগিনী নিজেই তাকে দেখ্‌তে পাই নি—

(আদিল শার প্রবেশ)

আদিল। মা!

চাঁদ। এসেছ—আদিল এসেছ!—এস সুলতান

—জননীকে তিরস্কার করবার ইচ্ছা হয়েছিল, তাকে অনুসন্ধান ক'রে তিরস্কার করলে না কেন? ছি বাপ! তুমি তাকে লুকিয়ে রইলে!

আদিল। মা! অপরাধীকে ক্ষমা করবে?

চাঁদ। সে কি? শত অভিমানের উপরে তোমার সিংহাসন। শতটা যদি কখন ঈশ্বরনিগ্রহে ভাঙে, তখন এসে ক্ষমার কথা জিজ্ঞাসা ক'র। তোমার মুহূর্ত্তের অদর্শন সহ্য করি, এমন শক্তি নাই।

আদিল। কেমন ক'রে তুমি মরিয়মকে না দেখে ফিরে এলে মা?

চাঁদ। বাপ্! এই কি আমার তিরস্কার?

আদিল। তিরস্কার! তোমাকে তিরস্কার! ভাষা কোথায় পাব মা? প্রশংসা ও তিরস্কার শব্দ-বৈচিত্র্যে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য দণ্ডায়মান—মধ্যে বিস্ময়-বিপন্ন, জ্ঞানশূন্য আমি। আদিল শাহী বংশের মর্য্যাদা রাখবার জন্য, মমতাময়ী, তুমি হৃদয় থেকে মমতা-কমল ছিঁড়ে ভূমিতে নিক্ষেপ করেছ—কিন্তু কি ক'রে করলে মা? মধুময়ী মধুযামিনীর সর্ব্বসন্তাপহারিণী কৌমুদী কি ক'রে নিদাঘের রবিরশ্মিতে পরিণত হ'ল?

চাঁদ। তিরস্কার কর সুলতান! তিরস্কার কর। কিন্তু ভাষায় কি সে তীব্রতার অক্ষর-সমাবেশ আছে!—বাপ্! আমি মরিয়মের ঘরের কাছে গিয়ে মাকে না দেখে ফিরে এসেছি।

আদিল। কিন্তু আমি যে পারি নি মা।

চাঁদ। আদিল—আদিল—রহস্য ক'র না, সত্য বল, মরিয়মকে দেখতে গিয়েছিলে?

আদিল। গিয়েছিলুম।

চাঁদ। তারপর?

আদিল। কি শুনতে চাও মা?

চাঁদ। কথা কইতে কইতে নিবৃত্ত হয়ো না। শীঘ্র বল, মরিয়মকে দেখেছ? বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন—সে আমাকে তিরস্কার করেছে? করুক—আমাকে স্মরণ ক'রে কেঁদেছে? কাঁদুক—বল বাপ! মরিয়মকে দেখেছ?

আদিল। দেখতে পাই নি।

চাঁদ। পাওনি?

আদিল। প্রত্যাখ্যাত হয়ে এসেছি।

চাঁদ। প্রত্যাখ্যাত হয়ে এসেছ?—কে করলে

আদিল। তোমার মরিয়মই আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

চাঁদ। বটে!

আদিল। মা! মরিয়মকে দেখবার ভিক্ষা চাই—

তাজ। মা! মরিয়মকে দেখবার ভিক্ষা চাই।

চাঁদ। তোমাদের ইচ্ছা অপূর্ণ রেখে আমার জীবনে ত সুখ নেই! বেশ—দেখবার আয়োজন কর।

আদিল। কই হ্যায়? (মজুর প্রবেশ) সুবাদারকে খবর দাও। এখনি যেন সে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে—খাস্ কামরায় আমার অপেক্ষা করে।

[মজুর প্রস্থান।

চাঁদ। কি করবে ঠিক করলে?

আদিল। যে কাজ বিজাপুর-রাজ্ঞী বিনা রক্তপাতে নিষ্পন্ন ক'রে এসেছেন, আমি তারই জন্য ত্রিশ হাজার সওয়ার ভীমানদীর তীরে সমাবেশ করেছি—সরদারদের মিলনের জন্য যে আয়োজন, তা আজ তাদের দলনের জন্য নিযুক্ত করব। অনুমতি করুন—এ শুভকার্য্যে অগ্রসর হই।

চাঁদ। প্রেমাভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য বিরাট রণরঙ্গের আয়োজন? ঈশ্বর! এ কি তোমার বিচিত্র অভিলাষ?

আদিল। মা, যদি তোমার প্রিয়তমা নন্দিনীকে দর্শন করবার ক্ষীণ সাধ অন্তরে গোপন রাখ, আর সে সাধ পূরণ করবার বিন্দুমাত্রও অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ ক'রে রাখ, তা হ'লে সন্তানকে অনুমতি দাও! আমি রাজার অভিমান নিয়ে তোমার দ্বারে উপস্থিত নই। আমি ভিখারী! আদিল শাহী রাজবংশের প্রতিনিধিস্বরূপ হয়ে, তোমার কৃপায় আমি এতদিন যে গর্ব্ব রক্ষা ক'রে এসেছি, সে গর্ব্ব চূর্ণ হবার উপক্রম। মা! আমি শুধু অভিমান পোষণের জন্য ক্ষিপ্তের ন্যায় আপনার সম্মুখে উপস্থিত হই নি। আমি ভগিনী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হয়েও পশ্চাদপদ হই নি—পরদিন প্রভাতে দূত দিয়ে রাজসভায় সম্মিলন ভিক্ষার আবেদন করেছিলুম। দূতও অপমানিত হ'য়ে রাজসভা থেকে ফিরে এসেছে?

চাঁদ। দেখবার সুষুপ্ত অভিলাষ অনলরূপে সহস্র শিখায় আমার দুর্ব্বল হৃদয়কে আলিঙ্গন করেছে। কিন্তু কি করলুম তাজ? উভয় রাজ্যের

মঙ্গল-কামনায় আমি নীরবে যে কার্য্য সাধন করতে গিয়েছিলুম, কোন্ দুরদৃষ্টে সে নীরব আয়োজন রণ-কোলাহলে পরিণত হ'ল? ওঠ বিজাপুররাজ! খোদার অভিলাষ পূর্ণ কর!

আদিল। কি কুক্ষণে আমি তোমার শক্তিমত্তায় সন্দেহ করেছিলুম? সেই সন্দেহের ফলে প্রভাতের নবোদিত কমল আজ বিষগন্ধ উদ্গিরণ করলে—প্রেম তীব্র শত্রুতায় পরিণত হ'ল!

চাঁদ। প্রেম—চির দিনই প্রেম—নবকাদম্বিনীর সলিলাঞ্জলি মৃত্তিকায় প'ড়ে পঙ্কিল হয়। প্রেমের নিন্দা ক'র না রাজা, অদৃষ্টের নিন্দা কর। এস তাজ! রক্ততরঙ্গিনীতে সাঁতার দিতে দিতে যদি আকাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলতে চাও, তা হ'লে সঙ্গে এস।

তৃতীয় দৃশ্য

পর্ব্বত।

যশোদা ও রঘুজী।

যশোদা। পর্ব্বত-শিখরে আলো জ্বলছে, কিন্তু সমস্ত তলদেশটা অন্ধকার! ভীমার জলে সুধু একটা ক্ষীণ আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। তাতে অন্ধকার আরও নিবিড়—ভেতরে যেন শয়তানের লীলা! এ কি রঘুজী! ভীমার উভয় পারে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার বিশাল সৈন্য। কিন্তু সকলেই যেন মৃত্যু-নিদ্রায় নিস্তব্ধ! এ কি যুদ্ধ? ব্যাপার ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

রঘুজী। ব্যাপার অজাযুদ্ধ। শালা-সম্বন্ধীর লড়াই—ও শুধু বহ্বারম্ভ—কাজ বড় কিছু হবে ব'লে ত বোধ হচ্ছে না।

যশোদা। আমার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে—ব্যগ্রতার সহিত রাজা সৈন্যসমাবেশ করতে আদেশ দিলেন, কিন্তু এত আগ্রহ কি শুধু কথাতেই পরিণত হ'ল।

রঘুজী। যা হবে কাল প্রভাতেই বোঝা যাবে!

যশোদা। আমাদের যে মাওলী সৈন্য, তাদেরও ত কোন খবর পাচ্ছি না!

রঘুজী। তারা যেখানেই থাক না কেন, তারা কিন্তু নিদ্রিত নয়।

যশোদা। তারা কোথায়?

রঘুজী। কোথায়—এ অন্ধকারে কেমন ক'রে ঠাওর করব?

যশোদা। ঠাওর করতে হবে। আমি তাদের অবস্থান না জেনে নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না।—এস আমার সঙ্গে।

রঘুজী। তোমার সঙ্গে কোথায় যাব?

যশোদা। কেন, ভয় হচ্ছে না কি?

রঘুজী। নির্ম্মম বাক্য প্রয়োগ ক'র না মা। এখনও কি তোমার সন্দেহ গেল না? তা যদি না যায়, বল, এখনি এই পাহাড়ের শৃঙ্গটার উপরে উঠে ঝাঁপ খাই।

যশোদা। না রঘুজী! কথাটা অন্যায় ব'লে ফেলেছি। মনে ক্ষোভ ক'র না!

রঘুজী। তোমার উপর যে ক্ষোভ করবার যো নেই মা। কিন্তু মা যে বীরত্বাভিমানী পুরুষ রমণীর কাছে পরাস্ত হয়ে জীবিত থাকে, তার বেঁচে থাকা যে ক্ষোভের বিষয় তা'তে সন্দেহ নাই।

যশোদা। কিছুমাত্র ক্ষোভ ক'র না বাপ্। মনের কোণে মুহূর্ত্তমাত্র সময়ের জন্যও স্থান দিয়ো না যে, তুমি এক অবলার কাছে হেরে গেছ। শক্তিমান্! যতই তোমাদের শক্তি থাক্ না কেন, অবলা যখন সতীত্ব-গৌরব-নাশ ভয়ে, মনে মনে সর্ব্বশক্তির আধাররূপা শঙ্করীর শরণাপন্ন হয়, তখন তার হৃদয় হ'তে সহসা যে শক্তিসলিলধারা প্রবাহিত হয়, ঐরাবত পর্য্যন্ত তার গতি রোধ করতে পারে না। বীর! তুমিও সেই স্রোতমুখে প'ড়ে বিধ্বস্ত হয়েছিলে। আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করেছি, এ কথা একবারও আমার মনে কখন উদিত হয় নি। যে দিন হবে, সে দিন জানবে আমি জ্ঞানহীনা উন্মাদিনী।

রঘুজী। বেশ ক্ষোভ দূর হয়েছে—কোথায় যাবে চল।

যশোদা। সে দিনের সন্ধ্যায় কোন যে নির্দ্দিষ্ট অভিলাষে ঘর থেকে বেরিয়েছিলুম, তা নয়। মৃগয়ার ছল ক'রে গৃহত্যাগ করেছিলুম। অরণ্যের সন্নিধানে গিয়ে তোমাদের বনমধ্যে লুক্কায়িত দেখে আমি যে ভীত হয়েছিলুম, তা তোমাকে কথায় প্রকাশ ক'রে বলতে আমার শক্তি নাই। বন্দিনী হবার ভয়ে, ভবানীকে ঐকান্তিক মনে স্মরণ করলুম,

তাঁরই কৃপায় প্রকৃতিস্থ হলুম। তখন ত জানতুম না বাপ, একটি সন্তান আমাকে দান কর্‌বার জন্য ভবানী আমাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে গিছলেন। মুদ্রিত চক্ষে সারা পথ ছুটেছিলুম গৃহপ্রবেশ-মুখে যখন চোক চেয়ে দেখি, তখন দেখি হাতে আমার অপূর্ব্ব রত্ন তুমি। দোহাই বাপ, মায়ের ওপর অভিমান ক'র না।

রঘুজী। মিটে গেল—এখন কোথায় যাব চল।

যশোদা। যা ভয় ক'রে এসেছিলুম তাই দেখ্‌ছি আমি আবার ষড়যন্ত্রের সন্দেহ কর্‌ছি!

রঘুজী। তোমাদের কাউকেও আমি বলি নি—এখন দেখ্‌ছি না ব'লে ভাল করি নি।

রঘুজী। কি মা! আবার প্রভু কি বিপন্ন?

যশোদা। তোমার প্রভুই বিপন্ন। মিয়ানমঞ্জু বোধ হয় তাঁর হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে।

রঘুজী। বল কি?

যশোদা। এক ষড়যন্ত্রের সময় হঠাৎ আমি মিয়ানমঞ্জুর সুমুখে উপস্থিত হয়ে, তাকে সে কার্য্য হ'তে নিরস্ত করি। ভগবানের অনুগ্রহে দুই জন হাবসী সরদার সে দিন আমার পক্ষ অবলম্বন করায় উজীরের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তার পর রাজা জেগেছেন—জেগে তিনি আমার স্বামীর কাছেই আত্মসমর্পণ করেছেন। ঈর্ষ্যায় আবার বোধ হয় সমস্ত সরদার সমবেত হয়েছে। কৌশলে উজীর আমাদের মাওয়ালী সৈন্যদের বোধ হয় স্থানান্তরিত ক'রে স্বামীকে আমার একা করেছে।

রঘুজী। তা হ'লে এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন?

যশোদা। আমরা কি কর্‌তে পারি রঘুজী?

রঘুজী। কি কর্‌তে পারি দেখি না।

যশোদা। রহস্য নয় রঘুজী। আতঙ্কে আমার প্রাণ অস্থির হয়েছে। সরদারের ষড়যন্ত্র থেকে তাঁকে রক্ষা কর্‌তে পারে, এমন শক্তিমান যে আমি কাউকেও দেখ্‌তে পাচ্ছি না বাপ্।

রঘুজী। শক্তি দেনেওয়ালা যিনি তিনি ত নিরাকার—তা হ'লে কে কি শক্তি ধরে, তুমি কেমন ক'রে দেখ্‌তে পাবে? কিন্তু মা, আমি জানি, ঈশ্বর যদি প্রভুর সহায় হন, তা হ'লে তোমার এই ক্ষুদ্র সন্তান একা এত ক্ষমতা ধর্‌তে পারে যে, সমস্ত সরদারের সৈন্য একত্র কর্‌লেও তার সমকক্ষ হয় না!

যশোদা। বাপ্! সাহস দিলে এইতেই তোমাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি।

রঘুজী। সাহস কি মা, কার্য্যে দেখাব। নেহাঙ খাঁর পলটনের ভেতর আমার এক হাজার গুপ্ত সৈন্য আছে, তাদের যদি আমি আগুনে ঝাঁপ দিতে বলি, তারা তর্ক না ক'রেই আগুনে ঝাঁপ দেবে। আমার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেহাঙ খাঁ পর্য্যন্ত জানে না। কেউ জান্‌তে পার্‌ত না, তুমি মা ব'লে জান্‌তে পার্‌লে। আমি তোমার কাছে ভৃত্য, কিন্তু নেহাঙ খাঁর পলটনে পরাক্রান্ত সৈনিক। একেবারে বিশ হাজার সৈন্য ত এক জন লোককে আক্রমণ কর্‌তে পারে না! মা! তা হ'লে আর দাঁড়ালুম না—আমি প্রভুর সন্ধানে চল্লুম।

যশোদা। রঘুজী। ওই শত্রু-শিবিরে আলো জ্বল্‌লো। রজনীর অন্ধকারের সহায়তায় সরদার হামিদ অসংখ্য বিজাপুরী সমবেত করেছে। দেখতে পাচ্ছ না? বোধ হয় পল্‌টন আমেদনগর বিজয়ে অগ্রসর হ'ল। এই রাত্রেই বিজাপুরী নদীপার হবে। রাজার মর্য্যাদা ও স্বামীর প্রাণ। কোন্‌টা রক্ষা কর্‌তে অগ্রসর হ'তে চাও, শীঘ্র হও।

রঘুজী। ও দুই-ই কর্‌ব—চ'লে এস মা—চ'লে এস। কা'রা আসছে—শীঘ্র পাহাড়ের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি আর দাঁড়ালুম না—দাঁড়াতে পার্‌লুম না।

যশোদা। তুমি আমার কথা ভেব না, শীঘ্র যাও—স্বামীকে আমার রক্ষা কর। [রঘুজীর প্রস্থান] তাই ত লেকেটা এই দিকেই আস্‌ছে যে।

(ইব্রাহিমের প্রবেশ)

ইব্রা। আশ্রয়ে কুলুচ্ছে না যোশীবিবি! এবারে সজাগ প্রহরী জেগে আছে। চতুর্দ্দশ বৎসরের নিদ্রা—তোমরা অত্যাচার ক'রে ভাঙ্গিয়েছ। এক দীর্ঘ যুগের পর জাগরিত ক্ষুধার্ত্ত চক্ষু চারিদিকে আহারের অন্বেষণে রূপ খুঁজে বেড়াচ্ছে। পালাবে কোথা?

যশোদা। এ কি দেখছি জাঁহাপনা! সমস্ত আমেদনগরী নিদ্রিত—শত্রুর গতিরোধ কর্‌বার এতটুকুও ত চেষ্টা দেখ্‌ছি না।

ইব্রা। ও তুমি দেখ, আর তোমার স্বামী দেখুক—আমি তোমাদের দেখি।

যশোদা। কেন জাঁহাপনা, আমেদনগরে দেখবার কি আর বস্তু নেই!

ইব্রা। আর সব শুষ্কপাক। যোশীবিবি! সহ্য হয় না। দেখ্‌তে গেলে চোক ঝল্‌সে যায়।

যশোদা। জাঁহাপনা! আমার স্বামী বোধ হয় বিপন্ন।

ইব্রা। বোধ হয় কেন যোশীবিবি—নিশ্চয়। শুধু কি তোমার স্বামী— আমিও ত তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে বিপন্ন—আমার বিপদে তুমি যে স্বামীর বিপদের চেয়ে কম দুঃখিত তা ত নয়। কিন্তু সুন্দরি! আমি তাতে অনুমাত্র দুঃখিত নই। আমি যখন ঘুমিয়েছিলুম, তখন খোদা অভয় বাহু বিস্তার ক'রে আমার রাজ্য রক্ষা করেছে। তোমাদের কৃপায় যেই জেগে, নিজ তরীর হাল নিজে ধর্‌তে গেছি, অমনি চেয়ে দেখি নদীতে প্রচণ্ড তুফান। উপরে চেয়ে দেখি যোশীবিবি, সে অভয় বাহু অন্তর্হিত হয়েছে। বল ত সুন্দরী, আমি কি আবার একবার ঘুমুব? আমাকে বিপদে ফেলে সমস্ত সরদার পালিয়েছে। বিজাপুরের রাজা নিজের ভুল বুঝে দূত দিয়ে সন্ধি কর্‌তে পাঠিয়েছেন, তাকে আমার অসাক্ষাতে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে। (মল্লজীর প্রবেশ) অথচ যুদ্ধ করতে কেউ নেই। সমস্ত সৈন্য তাদের হাতে।

মল্ল। জাঁহাপনা!

যশোদা। এই যে—এই যে সরদার এসেছেন? আমি আপনার বিপদের আশঙ্কা করেছিলুম। মনে করেছিলুম, আপনি চক্রীদের ফেরে বন্দী।

মল্ল। আশঙ্কা! তুমি আমার সমস্ত বিপদের জন্য প্রস্তুত হও। আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন আমার উপর দিয়ে জাঁহাপনার সমস্ত বিপদ চ'লে যায়।

যশোদা। তা যদি হয় সরদার! তা হ'লে কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা—আমাদের বিপদে জাঁহাপনা বিপন্মুক্ত হ'ন।

মল্ল। জাঁহাপনা! আমাকে যদি পরিত্যাগ করেন, তা হ'লেই আপনার রাজ্য রক্ষা হয়।

ইব্রা। কি ক'রে হয়?

মল্ল। আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ ব'লে সমস্ত সরদার ঈর্ষান্বিত হয়ে আপনাকে পরিত্যাগ করতে চলেছে। তারা আমাকে মারবে, আপনাকে বন্দী কর্‌বে। তার পর মোগলের সাহায্যে বিজাপুরীদের দূর ক'রে দেবে। আমেদনগর এর পরে মোগল-নির্দ্দিষ্ট রাজা কর্ত্তৃক শাসিত হবে।

ইব্রা। মোগল ত এখন অনেক দূরে। আজ বিজাপুরীর আক্রমণ ব্যর্থ করে কে?

মল্লজী। ভীমানদীর তীরে তারা কেউ বিজাপুরীকে বাধা দেবে না। মোগল যতক্ষণ না এসে উপস্থিত হয়, ততক্ষণ যুদ্ধের একটা অছিলা দেখাবে মাত্র।

ইব্রা। আমাকে এখনও বন্দী কর্‌ছে না কেন? আমি ত নিরস্ত্র নিঃসহায়। আমি যে ঘুম ভেঙ্গে উঠে ঘরে ফিরেছি, এখনও পর্য্যন্ত কোন আমেদনগরী ত তা জানে না! ভিখারীর বেশে সেই যে চক্রমঞ্জিল ত্যাগ করেছি, এখনও তাই আছি—তবে এরা আমাকে এখনও বন্দী কর্‌ছে না কেন সরদার?

মল্লজী। আমার সমস্ত মাওলী সৈন্যকে আপনার শরীর রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়ে রেখেছি—তারা আপনার অলক্ষ্যে আপনার দেহের চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই পার্‌ছে না।

ইব্রা। বল কি?

মল্লজী। তারা আমাকে পরিত্যাগ কর্‌বে, তবু আপনাকে কর্‌বে না।

ইব্রা। ক্ষমা কর সরদার, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

মল্লজী। কি ক'রে বিশ্বাস করাব?

ইব্রা। এখানে কেউ আছে?

মল্লজী। থাকা ত উচিত। যদি এক জনও কেউ না থাকে, তা হ'লে তারা মাওলী নয়।

ইব্রা। পরীক্ষা কর্‌ব?

মল্লজী। করুন।

ইব্রা। কি ব'লে ডাকব?

মল্লজী। যা ব'লে ডাকতে ইচ্ছা করেন।

ইব্রা। আমার প্রহরী এখানে কেউ আছ?

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

যশোদা। জাঁহাপনা! এসেছে। তোমরা এখানে ক'জন?

সৈনিক। আজ্ঞে মা! আমি একা।

মল্লজী। একলা কি সাহসে জাঁহাপনার সঙ্গে এসেছ।

সৈনিক। প্রভু! একা না পারি, এক ইঙ্গিতে এক হাজার হব। ডাকব হুজুর?

ইব্রা। না, আর ডাকতে হবে না, যেখানে ছিলে সেখানে থাক।

[সৈনিকের প্রস্থান।

ইব্রা। তুমি কি মালোজী?

যশোদা। আপনার গোলাম।

ইব্রা। তবে আমার ভয় কি? এই নিয়ে আমরা লড়াই করি না কেন?

মল্লজী। আপনি যদি নিজে নিয়ে লড়াই করতে পারেন, করুন। আমি করতে গেলে সমস্ত সরদার আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করবে। তাতে আমার কিছু করতে না পারুক, কিন্তু আপনাকে তারা রাখবে না।

ইব্রা। আর আমি যদি তোমার সৈন্য নেই।

মল্লজী। তা হ'লে, আপনি যদি রাখতে পারেন, ত আপনার মর্য্যাদা রক্ষা হবে, কিন্তু গোলাম বোধ হয় প্রাণে বাঁচবে না।

যশোদা। তা হ'লে সরদার! আপনি সমস্ত সৈন্য জাঁহাপনাকে দান করুন না কেন?

ইব্রা। কি বলছ যশোদাবিবি?

যশোদা। সরদার!

মল্লজী। আমি ত এখনি প্রস্তুত যশোদা?

ইব্রা। হুঁ! বীরদম্পতি! বুঝেছি—আমাকে বিপন্ন ক'রে তোমরা নিজেদের জীবন রাখতে চাও না। আমারও জীবন-মরণ দুই সমান।

যশোদা। জাঁহাপনা! গ্রহণ করুন—আমার স্বামীর জীবন আপনার মঙ্গলার্থে অঞ্জলি প্রদান করি।

ইব্রা। বেশ, দাও।

যশোদা। ভগবান! আমার স্বামীকে গ্রহণ ক'রে সুলতানের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

ইব্রা। বেশ, দাও। স্বর্গে দুন্দুভি আছিস্? এই ফাঁকে বেজে নে—এই ফাঁকে বেজে নে।

মল্লজী। কি প্রতিজ্ঞা করলে যশোদা, বুঝতে পেরেছ?

যশোদা। আমাকে সন্দেহ হচ্ছে কি প্রভু?

মল্লজী। তোমাকে আদর ক'রে ডাকবার আজ পর্য্যন্ত এ কদিনও অবকাশ পাই নি। নিশ্চিন্ত হয়ে তোমাকে সোহাগ-কুসুম উপহার দিয়ে তোমার তৃপ্তিসাধন করি, এমন ভাগ্য আমার হ'ল না।

ইব্রা। কিন্তু ক্ষত্রিয় এইরূপ ভাগ্যেই চিরদিন ভাগ্যবান। প্রেমময়ী অথচ কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণা সহধর্ম্মিণী ক্ষত্রিয় অন্তঃপুরের ভূষণ। বিপন্ন জন্মভূমিকে রক্ষা করতে ক্ষত্রিয়ললনা সাগ্রহে স্বামীর কণ্ঠে রণমাল্য পরিয়ে দেয়। বীরদম্পতি! আমি পাথরে দাঁড়িয়ে আছি - কি দেবসরোবরে সাঁতার কাটছি তা বুঝতে পারছি না।

মল্লজী। দোহাই যশোদা! তুমি আমার অনুসন্ধান ক'র না।

যশোদা। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) তা হ'লে কি করব?

মল্লজী। কেবল রাণীর রক্ষিণী হয়ে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অবস্থান কর। জাঁহাপনা। তা হ'লে গোলাম বিদায় গ্রহণ করে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন আমার মৃত্যুতে আপনার কল্যাণ হয়।

চতুর্থ দৃশ্য

ভীমার তীর।

হামিদ ও সেনানী।

হামিদ। আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ক'র না। যাও, পূর্ব্ব দিকের সমস্ত পায়দল নিয়ে নদী পার হও। সন্ধান পেয়েছি, মিয়ানমঞ্জু মোগলের সাহায্য নিতে বরহানপুরে লোক পাঠিয়েছে। মোগল যদি আসে তা হ'লে আমেদনগরীর পরাভব দুর্নী হবে। মোগল আসতে না আসতে নদী পা হওয়া চাই।

সেনানী। যো হুকুম। কিন্তু হুজুর শুনলু সরদারে সরদারে বিবাদ বেধেছে—তা যদি হ তা হ'লে মোগলকে আমেদনগরে আনতে মিয়া মঞ্জু কেমন ক'রে সমর্থ হবে বুঝতে পারছি না।

হামিদ। সে বোঝবার আমাদের প্রয়ো নেই। তুমি নদীপারের জন্য প্রস্তুত হও। বিল কার্য্যহানি—আমি এতটা পথ এসে কার্য্যহা

ক'রে ফিরে যেতে পারব না। তুমি দক্ষিণে, জাঁহাপনা মধ্যে—আর আমি উত্তরে। মোগল যদি আসে তা হ'লে আমারই সঙ্গে সাক্ষাৎ। যদি না আসে, তা হ'লে দু'জনে দুইদিক থেকে গিয়ে সহরের মধ্যে আমার সন্ধান ক'র।

সেনানী। যো হুকুম। [প্রস্থান।

হামিদ। সরদারে-সরদারে বিবাদ বেধেছে। বাধিয়েছে কে? আমি কিন্তু একটি মহামূল্য রত্নের বিনিময়ে আমেদপুরী সরদারদের বিশ্বাসঘাতকতা ক্রয় করতে চলেছি।—সেটি আমার পরম সখা মালোজী! মালোজী তার প্রভুর মান বজায় রাখতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করতে প্রস্তুত আমিও আমার প্রভুর মান রাখতে সর্ব্বস্ব নিয়ে বদ্ধপরিকর। অভিমানের প্ররোচনায় যুদ্ধ- ভাই ভগিনীর উপর অভিমানে সংগ্রামের আয়োজন করেছে—আমিও সেই সংগ্রামে বন্ধুত্বকে বলি দিতে চলেছি। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমিও মালোজীর কাছে মাথা হেঁট করতে পারি না। এক দিন প্রেমের বিনিময় দিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুতার সমকক্ষতা করেছি—আর আজ কঠোরতায় তার সঙ্গে দুস্‌মনির সমকক্ষতা করব। ঈশ্বর! যুদ্ধব্যবসায়ী আমি, এ কার্য্য ভিন্ন আমার এ ক্ষেত্রে আর কোনও উপায় নেই। মালোজী! ভাই! তোমার ভীষণ পরিণাম স্মরণ ক'রে, ক্ষমা প্রার্থনার স্বরূপ দূর থেকে আমি তোমায় অভিবাদন করছি। কোন্ হায়?

(আদিলের প্রবেশ)

আদিল। সরদার!

হামিদ। কেও জাঁহাপনা! এ কি জাঁহাপনা! আপনি আপনার কটক ছেড়ে এখানে এলেন কেন? আমি সমস্ত পলটনকে অগ্রসর হবার জন্য প্রস্তুত হ'তে আদেশ করেছি।

আদিল। তাই ত কি করলুম হামিদ।

হামিদ। সে চিন্তার সময় নেই জাঁহাপনা!

আদিল। মালোজাকে রক্ষা করতে পার না?

হামিদ। আমি তা করতে আসি নি। আমি জাঁহাপনার অপমানের শোধ নিতে এসেছি। সৈনিকের কঠোর কার্য্য, আত্মীয়-স্বজন, এমন কি, পুত্র সম্মুখহীন হ'লেও সৈনিকের তরবারি নিরস্ত হয় না। কঠোর কার্য্যে অগ্রসর হয়েছি। বন্ধুবন্ধু মালোজীকে বলি দেওয়া আমার কার্য্য, উপায় কি? আমি আজ্ঞাবাহী সৈনিক। সুলতান স্বয়ং আত্মীয়সংহারে প্রবৃত্ত; আমি তাঁর সেনাপতি, আমার আক্ষেপের আবশ্যক কি?

[প্রস্থান।

আদিল। তবে যাও। উদ্যানের চিরপরিত্যক্ত প্রান্তের চির-বিস্মৃতিমাখা ফুল্লকুসুম কোন্ দুরদৃষ্ট বশে আমার দৃষ্টিতে পড়েছিল। লতা হ'তে তুলে আঘ্রাণ করতে গিয়ে, কিসলয়মধ্যস্থ অদৃশ্য অভিমান-কীট মুহূর্ত্তে প্রচণ্ড নাগিনীর পাকে আমাকে বন্ধন ক'রে ভীম ফণা তুলে মাথায় দংশন করেছে—তাগা বাঁধবার স্থান নেই, প্রচণ্ড জ্বালা! জয়ে যন্ত্রণা—পরাজয়ে বিজাপুরের সমস্ত গৌরব অন্ধকারে ডুবে যাবে। ঈশ্বর! ডাকতে তোমাকে সাহস করি না। মমতাকে বক্ষে ধরতে গিয়ে পদদলিত ক'রে এসেছি! কি করলুম, আদিলশাহী রাজবংশের গর্ব্ব বজায় রাখতে আমার মা আদিলশাহী সুলতানা আমার সঙ্গে এসেছেন। কিন্তু সেই যে নীরব সজল দৃষ্টিতে মা আমার তাঁর পিত্রালয়ের পানে চেয়েছিলেন, আমার সৈন্যের ভীম কোলাহলও তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য ফেরাতে পারে নি। কিয়ৎকালের জন্য সন্তানস্নেহ অবহেলার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল। দেখে হৃদয় আমার সহস্র আকুল তরঙ্গে উদ্বেলিত হয়েছে। যে মায়ের করুণায় ক্ষুদ্র শিশু গৌরবময় মনুষ্যত্বে পরিবর্দ্ধিত হয়েছে, যে মায়ের নাম বিজাপুরের সমৃদ্ধির সঙ্গে অসংখ্য বন্ধনে জড়িত, আমি তাঁর পিতৃকুল নির্ম্মূল ক'রে, কি তাঁর অপার স্নেহের প্রতিদান দিতে এলুম।

(চাঁদ বিবির প্রবেশ)

চাঁদ। আদিল!

আদিল। এ কি মা! এ কি বেশ? তুমিও কি আমেদনগরীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছ?

চাঁদ। কি করব বাপ! আমি কি বিজাপুর সুলতানের প্রজার তালিকা থেকে অপহৃতা হয়েছি? রাজার দুর্জ্জয় মান-বহ্নিতে ইন্ধন দিতে আমার কি অধিকার নাই? বিজাপুররাজ! শুনলুম আমেদনগরী সরদারেরা ভীষণ আত্মকলহে লিপ্ত

হয়েছে। পরস্পরের চেষ্টায় বাধা দিয়ে তারা আগে থাকতে আপনাদের গুণেই পরাজিত। রাজা সেই চক্রের মধ্যে প'ড়ে একরূপ বন্দী। বন্দীকে পুনর্ব্বন্দী কর্‌তে এত বীর বিজাপুরীর বেড়াজাল কেন? আমার মতন অবলাই এ ক্ষেত্রে যোগ্য সেনাপতি। বাপ্! তোমার একটি ক্ষুদ্র পলটন ভিক্ষা কর্‌তে আমি তোমার কাছে এসেছি। ভিক্ষা দেবে?

আদিল। ভিক্ষা দেব? কি ভিক্ষা দেব? বিজাপুর-রাণী! রাজ্য তোমার, প্রজা তোমার, রাজ্য-শাসন-গৌরব, যা নিয়ে রাজার রাজত্ব—তা সমস্ত তোমার। কি ভিক্ষা দেব? আছে—একটা সামগ্রী আছে—সেটা যাকে তাকে দেবার নয় ব'লে নিজস্বরূপে এখনও আমার মনের ভিতরে ধ'রে রেখেছি সর্ব্বসন্তাপহারিণী মহীয়সী চাঁদরাণীর সন্তান ব'লে আমার যে অহঙ্কার, সেইটি কেবল পূর্ণমাত্রায় আমার হৃদয়ে জাজ্জ্বল্যমান! জ্ঞানময়ি! জ্ঞানসলিলে সেটি জন্মের মত নির্ব্বাপিত কর। সেই অহঙ্কারে মরিয়ম আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে—সেই অহঙ্কারে আমি মরিয়মকে দেখ্‌বার এই বিরাট আয়োজন করেছি। এস মা, চরণ-কমল বাড়িয়ে দাও—আজ দ্বিধাশূন্য প্রাণে আমার সেই প্রচণ্ড অহঙ্কার তোমার পাদমূলে সমর্পণ করি।

চাঁদ। তোমার মর্য্যাদা যাবে, এমন কাজ আমি কখন করব না বিজাপুররাজ! আমি কাউকে অনুরোধ কর্‌তে যাব না। বিজাপুররাজের প্রতিনিধি হয়ে আমি আদেশ কর্‌তে যাব। প্রয়োজন হয়, রণতরঙ্গে ঝাঁপ দেব—উত্তীর্ণ হই ভাল—না হই, দেহ আমার জন্মভূমির কোলে বিশ্রাম গ্রহণ করবে।

আদিল। এখনি চল, তোমাকে দিয়ে আসি।

[নেপথ্যে কোলাহল]

(জনৈক রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী। জাঁহাপনা, জলদি এ স্থান ত্যাগ করুন। শত্রুর চর এখানে বিচরণ কর্‌ছে। যদি জাঁহাপনাকে লক্ষ্য ক'রে তীর ছোড়ে, তা হ'লে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। দোহাই জাঁহাপনা, দোহাই সুলতানা! এখানে দাঁড়াবেন না।

চাঁদ। উজবক! তবে তোরা কি কর্‌তে এখানে আছিস্? তোদের সমস্ত লোকবল থাক্‌তে দুশমন তাদের শরীরের কাছে আমেদনগরী এসে উপস্থিত হ'ল?

রক্ষী। আমরা মা এই টের পেয়েছি। পাহাড়ের আড়াল দিয়ে অন্ধকারে তারা নদী পার হয়েছে। এ পারে আস্‌তেই জানতে পেরেছি।

আদিল। শুধু জানতে পার্‌লেই হবে না। যদি না তাকে ধর্‌তে পারিস্, যদি সে এসে আমাদের ভেতরকার খবর জেনে ফিরে যায়, তা হ'লে তোদের সবাইকেই গর্দ্দান দিতে হবে!

(প্রহরিগণ-বেষ্টিত রঘুজীর প্রবেশ)

রক্ষী। যেতে পারে নি জাঁহাপনা, ধরা পড়েছে।

১ম প্র। জাঁহাপনা! লোকটা নদী পার হয়ে এখানে খবর নিতে এসেছিল, আমরা ধ'রে ফেলেছি।

রঘুজী। তাতে কোনও ফল হয় নি জাঁহাপনা! ধরামাত্র সার। আসল জিনিষ গঙ্গার পার। খবর এতক্ষণ ওপারে পৌঁছেছে।

১ম প্র। মিথ্যা কথা জাঁহাপনা!

রঘুজী। চোপরাও বেটা! এ শর্ম্মা কখন মিথ্যা কথা কয় না। আর ধরা? কে ধরেছে! তোরা? আরে পাগল—রঘুজী নিজে না ধরা দিলে পাঁচ টাকা মাইনের ক'টা সেপাই, তোরা আমাকে ধর্‌তে পারতিস। আমার সঙ্গীকে পরপারে পৌঁছিয়ে যখন নিশ্চিন্ত হ'লুম, তখন আনন্দে করতালি দিলুম। তোরা শুনতে পেয়ে ছুটে এলি; বাধা দিলুম না, ধরলি। কেও—মা! বিজাপুর-রাণী! আপনি! রক্তমুখী প্রকাণ্ড বাহিনী—উপরে রুধির-পিয়াসিনী ডাকিনী। প্রান্তরে শোণিত-গন্ধে উন্মত্ত ফেরুর ফেউ ফেউ ধ্বনি—তাই ত ভাবি—মধ্যে কে? রণরঙ্গিণি! তুমি মাঝে না থাক্‌লে যে শোভা ফোটে না মা। এসেছ বেশ করেছ—গোলামের সেলাম নাও।

চাঁদ। কে তুমি?

রঘুজী। কি বলব মা? যাঁকে নিয়ে আমার পরিচয়, তাঁকে যে আগে থাক্‌তে সরিয়ে দিয়েছি আপনি এসেছেন জানলে, তাঁকে আমি এত শীঘ্র নদী পার হ'তে দিতুম না। এত শীঘ্র এদের হাতে ধরা পড়তুম না।

চাঁদ। কে সে ?

রঘুজী। আমার মা।

চাঁদ। তোমার মা! বৃদ্ধাকে তুমি হাতে ধ'রে মৃত্যুমুখে এনেছিলে কেন ?

রঘুজী। বৃদ্ধা! আমার মায়ের যে মা তাঁরই রূপসৌন্দর্য্যে বার্দ্ধক্য এলো না—আমার মা বৃদ্ধা ? জগজ্জননী চিরষোড়শী! কখনও বৃদ্ধ হ'ন না।—ওই দেখুন ওই দেখুন—ভীমার ওপারে, সমস্ত সৌন্দর্য্য মুখে ধ'রে, কৃষ্ণপরিচ্ছদে অঙ্গ ঢাকা আমার মা। আপনাদের সমস্ত খবর নিয়ে মা রাজার শিবিরাভিমুখে ছুটে চলেছেন!

আদিল। আর ত আমি বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট কর্‌তে পারি না ও সব হেঁয়ালীর কথা রাখ্—শীঘ্র বল্ কে তুই ?

রঘুজী। আমি কে চিনতে পার্‌ছেন না জাঁহাপনা ? আজ জাঁহাপনার কাছে গোলামের যে দশা, দুদিন পূর্ব্বে গোলামের কাছে জাঁহাপনার সেই দশা হয়েছিল।

আদিল। বুঝেছি—তুমি এখানে কেন এসেছিলে ?

রঘুজী। মাফ্ করুন, সে কথা বল্‌তে পারব না জাঁহাপনা।

আদিল। নইলে তোমাকে গর্দ্দন দিতে হবে।

রঘুজী। তা হ'লে ত সমস্ত খবরই জাঁহাপনার জানা হয়ে যাবে! বিজাপুররাজ! এ কথা ব'লে কেন বৃথা পরিশ্রম করুলেন ? গুপ্তচর ধরা পড়্‌লেই প্রাণ দেয়। প্রাণ চান আলবৎ দেব। প্রাণ দেবার লোক খুঁজতে আমি ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছি! কিন্তু বড় আক্ষেপ, আজও প্রাণ দেবার লোক পেলুম না। কি বল্‌ব জাঁহাপনা! আপনি একটা মুলুকের মালিক, আর আমি নগণ্য সৈনিক—অভিমানের তীব্র তাড়নে স্নেহের বন্ধন ছিঁড়তে এসেছেন—মধুর সম্পর্ক কটু হবে, সোনার কুসুম হ'লে যাবে—তাতে আমার মাথাই সর্ব্বপ্রথমে উপহার—জাঁহাপনা! এ মাথা কি পছন্দ হবে ?

আদিল। এই—একে ছেড়ে দে—দিয়ে চ'লে যা। হুঁসিয়ার! কেউ এর গায়ে হস্তক্ষেপ করিস্ নি। চল মা—আমরা যাই।

রঘুজী। আর গোলাম ?

আদিল। তুমি ফিরে যাও কেউ আর তোমার অনিষ্ট করবে না।

চাঁদ। যে গেল, ও কি যশোদা ?

রঘুজী। হাঁ মা—আপনার কন্যা।

চাঁদ। গেল কোথায় ?

রঘুজী। এই যে বল্লুম মা—রাজাকে সংবাদ দিতে।

চাঁদ। রাজা কোথায় ?

রঘুজী। তা বলব না।

আদিল। বল্‌বার প্রয়োজন নেই—তুমি যথেচ্ছা গমন কর।

রঘুজী। কোথায় যাব ?

চাঁদ। সে কি ? কোথায় যাবে কি—কেন আমেদনগরে কি তোমার স্থান নেই ?

রঘুজী। বোধ হয় এতক্ষণ বিলীন হ'ল।

চাঁদ। এ কি বলছ বাপ্—শীঘ্র বুঝিয়ে বল—বিলীন হ'ল কি ?

আদিল। কেন, এই ত তুমি বল্লে, তোমার মা রাজার শিবিরাভিমুখে যাচ্ছেন।

রঘুজী। মা যাচ্ছেন, আমি যাব না।

আদিল। বেশ, তা হ'লে তোমার প্রভুর কাছে যাও।

রঘুজী। সেখানে যাব ব'লেই ত জাঁহাপনা শরণাপন্ন হয়েছিলুম। কিন্তু জাঁহাপনা ত এ সৈনিকের আবেদন নিলেন না।

আদিল। তোমার প্রভু কোথায় ?

চাঁদ। ঊর্দ্ধে।

আদিল। ঊর্দ্ধে!

চাঁদ। এখনও বুঝ্‌তে পার্‌লে না সুলতান ? আর কেন—এ যুদ্ধের যা ফল—শ্রেষ্ঠ প্রাণ বলিদানে তা নিষ্পন্ন হয়েছে। যশোদার সর্ব্বস্ব এ রণানলের আহুতি বীরপ্রবর মালোজী আমাদের পাপে দুনিয়া ত্যাগ করেছেন।

রঘুজী। এখনও ত্যাগ করেছেন কি না বল্‌তে পারি না—কিন্তু ত্যাগ কর্‌তে আর বিলম্ব নাই। নিরাশ্রয় রাজাকে আপনার সমস্ত সৈন্যবল দান ক'রে—জীবনে স্পৃহাশূন্য বীর—নিরস্ত্র, নিঃসহায়—কৃতঘ্ন ষড়যন্ত্রী সরদারদের শিবিরে প্রস্থান করেছেন।

আদিল। মা! তা হ'লে আদেশ করুন—যদি

সরদার এখনও বেঁচে থাকে, আমি তাঁকে রক্ষা করবার চেষ্টা করি।

চাঁদ। না সুলতানি! তুমি বিপন্ন রাজাকে রক্ষা করবার উপায় কর। মালোজীকে রক্ষা করতে আমি চললুম!

রঘুজী। তা হ'লে শোন মা! সন্তানের আবেদন শোন। আমি প্রভুর জীবন রক্ষা করতে আমার মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। কিন্তু যে উপায়ে রক্ষা করব, আমি সে উপায় হারিয়েছি—আমার প্রভুভক্ত সহস্র সৈনিক নেহাঙ খাঁর সঙ্গে মোগলকে আনতে চ'লে গেছে। আমেদনগরের কোন স্থানে তাদের একটিকেও আমি খুঁজে পেলুম না। মর্ম্মবেদনায় সুলতানের কাছে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে এসেছিলুম। যদি প্রভুকে রক্ষা করতে পার মা, তা হ'লে অবিলম্বে অগ্রসর হও—নইলে গোলামের শিরচ্ছেদ ক'রে তাকে ভীমার জলে বিসর্জ্জন দাও।

আদি। আর বিলম্ব ক'র না মা! রক্ষা কর—বীর মালোজীর জীবন রক্ষা কর।

চাঁদ। এস বীর! সঙ্গে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

আদি। কোই হ্যায়!

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ) সমস্ত ত্রিশ হাজার সওয়ার নিয়ে মায়ের পৃষ্ঠ রক্ষা কর। হুঁসিয়ার! ত্রিশ হাজারের এক জন থাকতে যেন মায়ের জীবন বিপন্ন না হয়!

পঞ্চম দৃশ্য

শিবিরাভ্যন্তর। ইব্রাহিম ও সৈনিক।

[নেপথ্যে রণকোলাহল]

ইব্রা। এত অল্প সৈন্য নিয়ে আমরা প্রকাণ্ড প্রান্তরে বিক্ষিপ্ত হয়ে ত শত্রুর গতি রোধ করতে পারব না।

সৈনিক। তা হ'লে কি করব আদেশ করুন জাঁহাপনা! শত্রু দক্ষিণদিক থেকে ভীমানদী পার হয়েছে—পূর্ব্বে হামিদ খাঁ সওয়ার পলটন দুই নিয়ে একেবারে সহরে ঢোকবার জন্য উদ্যত হয়েছে। মোগলের আক্রমণে আপনার দুর্গের পশ্চিমও বিপন্ন। কোন্ পথে যাব, কার গতিরোধ করব—আদেশ করুন।

ইব্রা। সরদার! আমার এ ত যুদ্ধ নয়, আমার এ চৌদ্দ বৎসরের সঞ্চিত রাশি রাশি পাপের প্রায়শ্চিত্ত। বল সরদার! কোন্ দিক দিয়ে আত্মবিসর্জ্জন করলে আমার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হয়?

সৈনিক। জাঁহাপনা, যদি হামিদের গতিরোধ করতে পারি, তা হ'লে পরাজয়েও আমাদের জয় আছে।

ইব্রা। বেশ, চল ভাই হামিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। —(সৈনিকের প্রস্থান) প্রায়শ্চিত্ত—প্রায়শ্চিত্ত—দুর্নিবার জ্বালা নিবারণের একমাত্র উপায়। জ্বালা—কোথায় জ্বালা—কিসের জ্বালা? কেন জ্বালা? না-না—ভ্রমাত্মক মন! তুমি স্বেচ্ছায় এই জ্বালারূপী মায়াসরোবর সৃষ্টি করেছ। তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ না—মায়ার আবরণ ভেদ ক'রে অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে যে চিরমধুময় শান্তি—তা তুমি অনুভব করতে পারছ না। সরোবরে তোমারই রচিত তরঙ্গে তুমি ধাক্কা খেয়ে পেছিয়ে প'ড়ে, আবার নির্ম্মম কূলহীন সাগরগামী স্রোতে নিপতিত হচ্ছ। জ্বালা—কিসের জ্বালা? চিরানন্দময়ের রাজ্যে কি জ্বালা আছে? বস্! সব ঠিক, ইব্রাহিম, প্রকৃতিস্থ হও - তোমার যে কার্য্য চৌদ্দ বৎসরের ঘুমের ঘোরে অল্প অল্প সঞ্চিত হয়েছে—তার ফল স্তূপীকৃত হয়ে, এক দিনে তোমার জাগরণে তোমাকে বরণ করবার জন্য ছুটে এসেছে বস্—আনন্দ কর—ইব্রাহিম আনন্দ কর। শত্রু ভয়ে আর ভীত হয়ো না—অন্তঃশত্রুর ধ্বংসসাধনে বহিঃশত্রু তোমার পুরদ্বারে সমবেত হয়েছে—ে আমেদনগরী! সহরের কটক খুলে দে।—ে ইব্রাহিম, হৃদয়-কটক খুলে দে। পাওনাদার আর দেনাদারে সাক্ষাৎ—একদিকে কর্ম্ম, অন্য দিকে ফল—দুয়ে মিশে হৃদয়ের সমস্ত তরঙ্গ নিথর হোক-নিদ্রিত নগরীর শ্যামপ্রান্তরে শশাঙ্কের সুষুপ্ত কৌমুদী চ'লে পড়ুক।—কে তুমি? মরিয়ম? কেন মরি বিষাদমাখা মুখে তুমি পুত্রের হাত ধ'রে আমার কাছে আসছ?

(মরিয়ম ও বাহাদুরের প্রবেশ)

মরি। জাঁহাপনা!

ইব্রা। র'স—এত ব্যস্ত কেন মরিয়ম? জাঁহাপনা ব'লে মুখ বন্ধ ক'রে. বিশাল বিষাদের তালিকা আমার মুক্ত চক্ষুর কাছে তুল না! যত দিন ঘুমিয়েছিলুম, তত দিন ত তুমি বেশ আনন্দে দিন কাটিয়েছিলে! তবে ও জলভারাবনত চক্ষু কেন—নীলনলিনাভ নয়নে অরুণিম কিসলয়ের বেড়া কেন? আমি ত জেগেছি মরিয়ম! তা হ'লে জাগরণের প্রথম দিনে বিষাদের গান তুল না।

মরি। না জাঁহাপনা, বিষাদের গান তুলব না।

ইব্রা। বেশ মরিয়ম—বেশ!—মরিয়ম! জল এগোয় কি তৃষ্ণা এগোয়? মরিয়ম! গোলাপের প্রাচীরের ঘেরা দিয়ে, শিরিষকুসুমের শয্যা বিছিয়ে আমার প্রমোদোদ্যানে দীর্ঘশয়নে ঘুমিয়েছিলুম—জেগে দেখি, রবিকরোত্তপ্ত মরুপ্রান্তরের বালুকা আমার দেহের প্রতি পরমাণুকে আলিঙ্গন করছে—দারুণ তৃষ্ণায় উঠে দেখি, সহস্র শতদলে সাজান সরসীবক্ষে প্রলোভনময়ী মরীচিকা। এগিয়ে যাই, দেখি, সরসী পিছিয়ে যায়। দাঁড়াই, সরসী দাঁড়ায়। আমি ফিরি সরসী আমার অনুসরণ করে। বুঝে ফিরে চলেছি—কাতর হয়ে সরসী আমার সঙ্গে চলেছে—সুখ-সম্পদ-ঐশ্বর্য্য কিছু চেয়ো না—তারা সবাদাসীর মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে—যাও, ধ'রে যাবে। বুকের কাছে ধর, কলিজার উত্তাপে মিলিয়ে যাবে! যাও মরিয়ম! পুত্রকে নিয়ে ঘরে ফিরে যাও—কিন্তু দোহাই, ঘরে আর আমার প্রতীক্ষা ক'র না।

মরি। কিছু করব না জাঁহাপনা! প্রতীক্ষার বাধ আকর্ষণ ছিঁড়তে এসেছি। আপনি আপনার এই পুত্রকে সমরক্ষেত্রে সঙ্গী করুন।

ইব্রা। কেন?

বাহা। বিশ্বাসঘাতকের ছুরীতে না মরে, রণক্ষেত্রে প্রাণদান কি ভাল নয়? পিতা! দয়া ক'রে আমাকে সঙ্গে নিন্।

ইব্রা। বেশ, এস।

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। করছেন কি সুলতানা? আর বন্ধ করবেন না—জাঁহাপনাকে ছেড়ে দিন।

ইব্রা। কি যোগীবিবি! তোমার স্বামী এখনও আছে, না গেছে?

যশোদা। আপনি ত জানেন না সুলতান! মহেশ্বরের মাথায় দেওয়া অঞ্জলি—শিব-নির্ম্মাল্য দুনিয়ায় কোন কাজে লাগে না। সুতরাং আমি তাঁর স্মরণপর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি।

ইব্রা। তুমি হিন্দু—তোমার নির্ম্মাল্যের প্রয়োজন তুমি জান—আমার সন্ধানে তাতে দোষ কি?

যশোদা। সে আপনার অভিরুচি জাঁহাপনা।

ইব্রা। বেশ, মালোজীকে না চাও, তার বন্ধুর পত্নীটিকে গ্রহণ কর।

যশোদা। এই যে বহুমানে গ্রহণ করছি জাঁহাপনা।

(নেপথ্যে কোলাহল—সৈনিকের প্রবেশ)

সৈ। জাঁহাপনা! আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করলে, হামিদ খাঁকে আট্‌কাতে পারব না।

ইব্রা। এই যে প্রস্তুত ভাই!

সৈ। আসুন, আমরা এই বেলা থেকে পূর্ব্বদিকের পার্ব্বত্যপথ অধিকার ক'রে, হামিদ খাঁর আক্রমণের বেগ রোধ করি।

ইব্রা। যেখানে যেতে ইচ্ছা কর চল—বন্যাপ্লাবিত দেশ, ঘরের ভেতরে জল ঢুকছে—মাঠের এককোণে একটু বাঁধ দিতে চাও—দাও ভাই, দাও!

[বাহাদুর, সৈনিক ও ইব্রাহিমের প্রস্থান।

যশোদা। স্বামীর দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না রাণী! বিপদ চারিধারে—বিশাল সৈন্য নিয়ে আকবর শার পুত্র মুরাদ আমেদনগরকে গ্রাস করতে আসছে—রমণীয় কোমলতা স্বামীর সাথে পাঠিয়ে দাও। রণসাজ পর। এস, যতশীঘ্র পার কেল্লার ফটক বন্ধ কর। যত দিন না খোলবার প্রয়োজন বুঝবে, তত দিন আমাদেরই তার দোর আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।—নিশ্চিন্ত হয়ে উজীর রাজ্যগ্রাসের স্বপ্ন দেখছে। নিশ্চিন্ত হয়ে সে চোক বুজে পুরপ্রবেশের পথে চ'লে আসছে। কিন্তু আসতে আসতে আবদ্ধ লৌহকবাটে যখন তার মস্তক আহত হবে, তখন বুঝবে, আমেদনগরের সিংহাসন এখন তার কাছ থেকে অনেক দূরে। আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ক'র না। চ'লে এস রাণী—চ'লে এস।

ষষ্ঠ দৃশ্য

আমেদনগর প্রাসাদ।

মল্লজী।

মল্লজী। কাতারে কাতারে মোগল পশ্চিম ফটক দিয়ে সহরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌ছে। দেশের সরদার সেই নিদারুণ দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে। মন্দ ভাগ্য বুঝ্‌তে পার্‌লে না যে মোগল একবার দৃঢ়-ভিত্তিতে আমেদনগরে বস্‌তে পার্‌লে, সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাসঘাতকের টুঁটি কেটে তাদের স্বদেশদ্রোহিতার পুরস্কার প্রদান কর্‌বে। যাক্‌—বিধির ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্‌। আমার আর ভাববার অবসর কই? তারা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ কর্‌তে আসছে। প্রথমেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। আমি সঙ্গিশূন্য নিঃসহায়, পরিত্যক্ত প্রাসাদে মোগলের প্রচণ্ড বাহিনীর প্রবেশে বাধা দিতে একজনমাত্র বিষাদ-বিদগ্ধ অক্ষম প্রহরী—নশ্বর সংসারে মহান্‌ ঐশ্বর্য্যের ভোগবিলাসে পুষ্ট ইব্রাহিম শার বিষম পরিণামের সাক্ষিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তবু আমি প্রহরী—মোগল আমার বক্ষ ভেদ ক'রে মহলে প্রবেশ করুক।

(নেপথ্যে কোলাহল)

(অনুচরের প্রবেশ)

অনু। হুজুর! আর কেন দাঁড়িয়ে আছেন?—উল্লাসে মোগল নগরে প্রবেশ করছে। সকলেই আত্মরক্ষার পথ দেখলে; আপনি এ শ্মশানে কি লোভে দাঁড়িয়ে আছেন হুজুর?

মল্লজী। তুমি আর থেকো না ভাই, তারা আস্‌তে না আস্‌তে এ স্থান পরিত্যাগ কর।

অনু। আর আপনি?

মল্লজী। আমি এখানে থাক্‌ব।

অনু। দোহাই হুজুর! অমূল্য প্রাণ নিষ্প্রয়োজনে বিসর্জ্জন দেবেন না।

মল্লজী। প্রাণ-বিসর্জ্জন আগে থাকতেই হ'য়ে গেছে—সুধু দেহের বিসর্জ্জন অবশিষ্ট—সময় নষ্ট ক'র না—কোলাহল ক্রমে সন্নিকটে এল—চ'লে যাও—চ'লে যাও—

অনু। প্রভু!

মল্লজী। কথার অবাধ্য হচ্ছ কেন মূর্খ? আর যদি একবার তুমি আমার কথার অবাধ্য হও, তা হ'লে বলপ্রয়োগে তোমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেব।

[অনুচরের প্রস্থান।

(রঘুজীর প্রবেশ)

রঘুজী। হুজুর!

মল্লজী। কি খবর?

রঘুজী। এ কি, আপনি একা?

মল্লজী। তুমি কোথা থেকে আসছ?

রঘুজী। সে কথা পরে বল্‌ছি—কিন্তু এ কি? সমস্ত মহল যেন প্রাণীশূন্য। আপনি একা এখানে কি করছেন সরদার?

মল্লজী। সে কথা আমিও পরে বল্‌ছি। আগে আমাকে বল, শীঘ্র বল—জাঁহাপনার সংবাদ কি?

রঘুজী। তিনি পলটন নিয়ে রওনা হয়েছেন।

মল্লজী। রাণীর খবর কি?

রঘুজী। মা তাঁকে আর পুরবাসিনীদের কেল্লায় নিয়ে ফটক বন্ধ ক'রে দিয়েছেন!

মল্লজী। রাজকুমার?

রঘুজী। পিতার সঙ্গে রণক্ষেত্রে চ'লে গেছেন।

মল্লজী। আপাততঃ নিশ্চিন্ত—তুমি কোথায় যাবে?

রঘুজী। আমি আবার কোথায় যাব?—আপনি যেখানে আমিও সেখানে।

মল্লজী। রঘুজী! এখনি এ স্থান ত্যাগ কর।

রঘুজী। বাপ্‌! দশক্রোশ রাস্তা ছুটে আসছি—পা ভেরে গেছে, কোথায় যাব? সরদার আমাকে এ স্থান ত্যাগে আদেশ করবেন না—অবাধ্য হব।

মল্লজী। রঘুজী! এখনি শত্রুকর্তৃক এ গৃহ আক্রান্ত হবে।

রঘুজী। আক্রান্ত হবে? কখন হবে হুজুর? প্রাণ আমার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে—আজ শত্রু দিয়ে শত্রু তাড়াব। প্রাণের অত্যাচার আর সইব না। হুজুর! বড়ই ক্লান্ত আমি—আর দেহের ভার বইতে পার্‌ছি না। আমি এইখানে একটু বিশ্রাম করি।

মল্লজী। উঠে যাও উন্মাদ! আমি তোমায় থাক্‌তে দেব না।

রঘুজী। আপনার বাক্য কি, আপনি আমাকে এখান থেকে উঠিয়ে দেন।

মল্লজী। অন্তিম সময়ে আমাকে আর কেন যন্ত্রণা দাও রঘুজী?

রঘুজী। দোহাই প্রভু! ও কথা বল্‌বেন না—আমি আপনাকে ছাড়ব না।

মল্লজী। তা হ'লে দ্বার বন্ধ ক'রে—শীঘ্র চ'লে এস।

[প্রস্থান।

রঘুজী। যথা আজ্ঞা—তবু যতক্ষণ তোমায় বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারি।—এস মা। কোথায় আছ অভয়দায়িনি—আমার মুখ রক্ষা কর মা! প্রভুর আমার জীবন রক্ষা কর।

(নেপথ্যে কোলাহল)

[প্রস্থান।

নেপথ্যে মিয়ান। ভাঙ্গো—দরজা ভাঙ্গো—আর কি কাম ফতে! কাম ফতে।

রঘুজী। তাই ত কি কর্‌লুম—চোখের উপরে প্রভুর মৃত্যুটা দেখ্‌তে এলুম! এলি নি মা! শুধু আশ্বাস দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে দিলি!—কি কর্‌লি—কি কর্‌লি?

(নেপথ্যে দ্বারভঙ্গশব্দ)

(মল্লজীর পুনঃ প্রবেশ)

মল্লজী। ভবানি! শেষ পরীক্ষা—প্রভুর সমস্ত বিপদ আপদ মাথায় ক'রে, যেন সহাস্যমুখে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি। সাহস দাও মা, সাহস দাও।

রঘুজী: গুপ্তদ্বার দিয়ে এখনও পালাও—জীবন রক্ষা কর—জীবন রক্ষা কর।

রঘুজী। শুধু হাতে চ'লে এলেন যে প্রভু!

মল্লজী। তাই ত? অস্ত্র? কই, কোথায়, কেন? অসংখ্য নরঘাতী দস্যু—রক্তপিপাসু শার্দ্দূলের মতন ছুটে আসছে—অস্ত্রে বাধা দেব—না শুধুহাতে বলির স্বরূপ, রাজার কল্যাণে গলাটা তাদের অস্ত্রমুখে বাড়িয়ে দেব? রঘুজী! কি কর্‌বো শীঘ্র বল—চিন্তা কর্‌বার সময় নেই। থাকছে থাকছে দারুণ অভিমান জেগে উঠ্‌ছে। অথচ প্রাণ দেবার জন্ত কৃতসঙ্কল্প হয়েছি—যদি অস্ত্র ধ'রে নিজের প্রাণরক্ষা করতে সমর্থ হই, তা হ'লে আমার বিশ্বাস, রাজার প্রাণ বাঁচবে না। বল রঘুজী! তুমি কি চাও—

রঘুজী। সরদার, আমি আপনার প্রাণরক্ষা চাই।

মল্লজী। ভাই! এ ত প্রীতিময় বন্ধুর কথা হ'ল না! আমি যা চাই, তুমিও তাই চাও ভাই! বল, ইব্রাহিম শার জীবন সসম্মানে রক্ষিত হ'ক।

রঘুজী। আপনার বিনা চেষ্টায় যদি আপনার প্রাণ বাঁচে সরদার?

মল্লজী। তা হ'লে বুঝ্‌ব, রাজার মঙ্গল সমুদ্র-গর্ভে ডুবে গেছে।—রঘুজী! প্রভুর পবিত্র সিংহাসন ধ'রে জীবন বিসর্জ্জন দিতে চল্‌লুম—এখনও তোমাকে বল্‌ছি—জীবন রক্ষা কর। [প্রস্থান।

রঘুজী। বেশ, আপনি যে ভাবে থাকতে চান, সেই ভাবেই থাকুন—আমার যে ভাব ভাল লাগে, আমি সেই ভাবে পিশাচদের সম্মুখে উপস্থিত হই।—(নেপথ্যে কোলাহল) অভয়দায়িনি—কি করলি মা? আস্‌তে পার্‌লি নি?—যাক্—হ'ল না—এলো—সম্মুখে প্রভুর অপঘাত মৃত্যু দর্শন! প্রাণ থাকতে পার্‌ব না—যাই—যাই—কোথায় যাই—কোথায় যাই—আর মৃত্যু! দুনিয়ার অন্তরাল থেকে ছুটে এসে আমাকে কুক্ষিগত কর্। আমি সহজে প্রভুর ঘরে ঘাতক ঢুক্‌তে দেব না—যতক্ষণ প্রাণ, ততক্ষণ বাধা দেব—এর মধ্যে কি, হে ঈশ্বর! তোমার বরাভয়কর থেকে আশীর্ব্বাদ-অঞ্জলি নিক্ষিপ্ত হবে না?

[প্রস্থান।

(মিয়ানমঞ্জু ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

মিয়ান। বস্—চ'লে আয়—চ'লে আয়। বেইমান রাজা, আজ তোমার বেইমানীর ফলভোগ কর।—কেউ নেই—রাজা পালিয়েছে, তার সেই বেইমান দোস্ত মালোজী পালিয়েছে। আ আল্লা! কি হ'ল? তলোয়ার আমার খাপেই রইল! তলোয়ার রাজা কর্‌ব একটা প্রাণী নেই!

(রঘুজীর প্রবেশ)

রঘুজী। কেন থাক্‌বে না শয়তান—তবে কার তলোয়ার রাজা হয়, সেইটে আজ তোকে দেখিয়ে দেব।

মিয়ান। এই—এই—মেরে ফ্যাল্—মেরে ফ্যাল্

(পশ্চাদ্গমন)

(সকলে রঘুজীকে আক্রমণ)

রঘুজী। পৌঁছিতে পার্‌লুম না—বুঝ্‌তে পার্‌ছি এখনও তোর পাপ সম্পূর্ণ হয় নি—তবে আয়—কে এ পবিত্র গৃহে প্রবেশ কর্‌তে পারিস আয়।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

(ইব্রাহিমের দরবার গৃহ)

মল্লজী

(নেপথ্যে কোলাহল)

মল্লজী। মৃত্যুর অপেক্ষায় হৃদয় পেতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু কই মৃত্যু—কোথায় মৃত্যু? হা ঈশ্বর! তোমার চরণে কৃতাঞ্জলিপুটে আমি বহুক্ষণ ধ'রে তোমার ভীম কালদণ্ড প্রহারের প্রতীক্ষা কর্‌ছি। পাঠাতে এত বিলম্ব কর্‌ছ কেন প্রভু? বিশ্বাসঘাতকদের নারকীয় উল্লাস-নিশ্বাসে সমস্ত আমেদনগরের বায়ু কলুষিত হয়েছে। সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না! দয়া কর দয়াময়! শীঘ্র আমার এ মর্ম্মভেদী যাতনার অবসান কর। লোকবল, অর্থবল, সমস্ত থাকতে প্রাণপূর্ণ রাজা ইব্রাহিমের রাজ্য নিঃশব্দে মোগলের হাতে চ'লে যাবে! কেউ একবারও স্বদেশের মুখপানে চাইলে না! প্রতিশোধ নেবার অদম্য বাসনা হৃদয়ে চেপে স্থাণুর মত নিশ্চল হয়ে আমি সে নিদারুণ দৃশ্য দেখ্‌তে পার্‌ব না। আমায় মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও। [নেপথ্যে কোলাহল] তাই ত! এ কি হ'ল? বিশ্বাসঘাতকেরা এ পবিত্র প্রাসাদের দ্বার ভঙ্গ করলে—তবু এখনও এলো না কেন? বাহিরে বিষম কোলাহল—বাধা দিতে ত কেউ নেই—তবে এ পিশাচদের গতিরোধ কর্‌ছে কে?—এ কি রঘুজী?—

[নেপথ্যে কোলাহল]

(রঘুজীর প্রবেশ)

রঘুজী। আর পার্‌লুম না প্রভু—হৃদয়ের শেষ শোণিতবিন্দুপাত হয়েছে। এখন আপনার জীবন আপনার হাতে। আত্মহত্যা কর্‌তে চান—কর্‌ন আত্মরক্ষা কর্‌তে চান—এখনও স্থান ত্যাগ করুন—আর আমার মতন মর্‌তে চান—এই অস্ত্র—শতাধিক সেপাইয়ের রক্তে স্নান করিয়ে আপনার পায়ের কাছে নিক্ষেপ করলুম।—(অস্ত্রনিক্ষেপ ও পতন)

মল্লজী। তাই ত! সুধু শুধু মরব? মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে আত্মরক্ষার প্রলোভন। আত্মরক্ষা? কেমন ক'রে হবে—এক জন মারব—দশ জন মারব—শত জন মারব—সহস্র জন মারব—কিন্তু তাতেও ত আততায়ীদের নিঃশেষ কর্‌তে পার্‌ব না। শেষ অনিবার্য্য মৃত্যু! কিন্তু মারব কা'কে? লক্ষ সৈন্য নিয়ে সম্রাট-পুত্র মুরাদ—সহর দখল কর্‌তে আসছে। তার একটাকেও মারতে পার্‌ব না মুরাদ আমেদনগরী দিয়ে আমেদনগরীর ধ্বং ক'রে আপনার অটুট বলে আমেদনগরীর এ তীর্থ-মন্দিরে প্রবেশ কর্‌বে। বিদেশী আমাদে উভয় দলের মৃত্যু দেখে হাসবে—এ অভাগাদে মৃতদেহের উদ্দেশে বিজয়ী সেনাপতির এক ফোঁটা ও চখের জল পড়বে না। না—বিজয়িকরশোভ অসি তুমি আমাকে আর প্রলুব্ধ ক'র না। য আমা হ'তে প্রভুর সিংহাসন রক্ষিত হয়, শ জীবন-মধুপানে উজ্জীবিত হ'তে আমার কর স্প কর। নতুবা সুধু নরঘাতী হ'তে আমার হা উঠো না।

(কোলাহল করিতে করিতে সৈন্যগণ ও মিয়ানমঞ্জুর প্রবেশ)

মিয়ান। দেখ এখনও বেঁচে আছে কি না দে

১ম সৈ। না হুজুর ম'রে গেছে।

মিয়ান। গেছে—ঠিক গেছে?

১ম সৈ। ঠিক গেছে—

মিয়ান। তবু একটা খোঁচা দে।

১ম সৈ। মরাকে মারতে যাব কেন হুজুর

মিয়ান। নে বেটা! বাক্য রাখ্—এ ফিবক্ক লোক মারতে একশো লোক জাহান্নমে —সুধু মরাই তোরা মারতে জানিস্, তোদের খ মুরদ কি?

১ম সৈ। বৃথা তিরস্কার কেন করছেন হু সে এসেছিল দেশের জন্য মরতে, আর

এসেছি মারতে—যে মরতে জানে তাকে মারে কে?

মল্লজী। ঠিক বলেছ—যে মাতৃমন্দিরে আত্ম-বলি দিতে এসেছে—সে নিজে না ম'রে গেলে তাকে দুনিয়া থেকে সরায় কে—যে সয়তান সরাতে চাইবে, সে মায়ের চারিধারে হাজার প্রাণের বেড়া সৃষ্টি করবে।

মিয়ান। এই—এই—মালোজী—মার মার্—

মল্লজী। ভয় নেই উজীর, আমি নিরস্ত্র—

মিয়ান। ওরে—নিরস্ত্র—এই বেলা মার্। এই বেলা মার।

১ম সৈ। সুধু মারতে পার্‌ব না হুজুর। ওঁর হাতে অস্ত্র দিন—

মিয়ান। তবে রে শয়তান—তুমি আমাকে ইমান দেখাতে এসেছ—(অস্ত্রাঘাত ও সৈনিকের পতন) (অন্যের প্রতি) এগিয়ে যা- এগিয়ে যা—যে প্রথম অস্ত্র গায়ে ঠেকাবে সে হাজার আসরফী বকসিস পাবে।

মল্লজী। এস, বক্ষ বাড়িয়ে রেখেছি—কে আসবে এস।

মিয়ান। যদি ধরা দিস্ তা হ'লে তোকে মারব না।

মল্লজী। মারতে পারিস্, আর নরপিচাশ! নইলে তোর কাছে বন্দী হব না। (ভূতল হইতে অস্ত্রগ্রহণ)

সকলে। মার্—মার্—

নেপথ্যে। হুঁসিয়ার হুঁসিয়ার—বেইমান হুঁসিয়ার—

নেপথ্যে। ওরে দুসমন্—দুসমন্ বিজাপুরী দুসমন্—পালা—পালা—

সৈন্য। হুজুর—পালাও—পালাও—

মিয়ান। সে কি? মোগল নয়—মোগল নয়—হা আল্লা এ কি হ'ল। (সৈন্যগণের পলায়ন)

(সৈন্য সহ চাঁদবিবির প্রবেশ)

চাঁদ। কই বেইমান উজীর! গ্রেপ্তার কর! গ্রেপ্তার কর। (সকলে মিয়ানমঞ্জুকে ধারণ) যদি মল্লোজী বেঁচে থাকে, তবেই বেইমান তুমি রইলে, নইলে এখনি তোমার বুকে ছোরা ঢুকবে। যাও—শয়তানকে দেখতে নাই—শৃঙ্খলে বেঁধে বন্দী ক'রে রাখ। মালোজী—মালোজী—বেঁচে থাক ত উত্তর দাও।

মল্লজী। এই যে মা বেঁচে আছি—

চাঁদ। বেঁচে আছ—বেঁচে আছ—ঈশ্বর তোমার নাম জয়যুক্ত হ'ক। আমার প্রথম পরিশ্রম সার্থক হ'ল।

মল্লজী। রঘুজী! রঘুজী! ভাই! তোমার আত্মত্যাগের পুরস্কার দেখ—এত আকাঙ্ক্ষায় মরতে চাইলুম, সিদ্ধ হ'ল না।

চাঁদ। কই রঘুজী? রঘুজী। বাপ—তুমি—মৃত্যুমুখে—রঘুজী।—

রঘুজী। এসেছ মা—বেঁচেছ প্রভু!

[ঈশ্বরের ধন্যবাদের ইঙ্গিত ও মৃত্যু

পঞ্চম অঙ্ক

:০:

প্রথম দৃশ্য

গিরিসঙ্কট।

আদিল।

আদিল। একটা গিরিপথ অতিক্রম করতে যদি এত সৈন্যক্ষয়, তা হ'লে আমেদনগরে পৌঁছান ত আমার দুঃসাধ্য হয়ে উঠ্‌ল! এরূপ অপূর্ব্বভাবে শিক্ষিত সৈন্য ত আমি আর কখন দেখি নি—এরা হেরেও হারতে চায় না। আমাদের সৈন্য যতই সাহসী হ'ক, যতই ক্ষিপ্রগতি, যতই রণকুশল হ'ক এরূপ যুদ্ধ ত তারা জানে না। পরাস্ত হ'লে ভগ্ন-হৃদয় হয় না, সেনাধ্যক্ষ মরলে যুদ্ধজয়ে হতাশ হয় না, এমন সৈন্য ত আমি কখন দেখি নি। সৈন্যের পর সৈন্য মরছে, আবার কোথা থেকে সৈন্য এসে তার স্থান অধিকার করছে। সেনাপতির পর সেনাপতি মরছে, কোথা থেকে নূতন বীর আবির্ভূত হয়ে, সওয়ারশূন্য অশ্বে আরোহণ ক'রে আবার সেনাদের উৎসাহিত ক'রে যুদ্ধ করছে। যেন কেউ মরে নি, যেন কোন অনিষ্ট হয় নি। কি ধীরতার সহিত সংগ্রাম! এমন অপূর্ব্ব নীরব আত্মরক্ষা—মারাঠার সৈন্যের এমন বীর অবস্থান আমি ...

স্বপ্নেও দেখ্‌বার আশা করি নি। যুদ্ধ ক'রে আমার জীবন সার্থক হ'ল।

(হামিদের প্রবেশ)

হামিদ। জাঁহাপনা। শীঘ্র আসুন—আমরা উপর অধিকার করেছি। শত্রুর বন্দুক নিস্তব্ধ।

আদিল। পালিয়ে নিস্তব্ধ, না নিঃশেষে নিস্তব্ধ।

হামিদ। যুদ্ধের অবস্থা দেখে বুঝ্‌তে পারলেন না জাঁহাপনা, ও সব বীর কি পালিয়ে নিস্তব্ধ হয়? সমস্ত নিঃশেষে নিস্তব্ধ হয়েছে।

আদিল। এ রকম সৈন্য পেলে আমি সমস্ত হিন্দুস্থান জয় করতে পারি।

হামিদ। গোস্তাকী মাফ হয়—গোলাম পেলে দুনিয়া জয় কর্‌তে পার্‌ত। কিন্তু জাঁহাপনা পেয়েও কিছু কর্‌তে পার্‌লেন না।

আদিল। আমি পেলুম কবে হামিদ?

হামিদ। গোলাম কি আর জাঁহাপনার সঙ্গে মিথ্যা কইছে! পেয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশে আপনি তাদের ধ্বংস করেছেন।

আদিল। আমি—এরূপ বীর সৈন্য ধ্বংস কর্‌লুম? কি বলছ হামিদ?

হামিদ। জাঁহাপনা, আজ যাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আমরা কৃতার্থ হয়েছি, তারা সমস্তই সরদার মালোজীর মাওলী সৈন্য।

আদিল। বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু সরদার যত দিন মালোজী বিজাপুরে ছিল, তত দিন তার সৈন্যের কৌশল আমাকে এক দিনের জন্যও দেখায় নি।

হামিদ। দেখ্‌বার প্রয়োজন কবে হয়েছিল, তা দেখাবে?

আদিল। প্রয়োজন যথেষ্ট হয়েছিল, সে ইচ্ছা-পূর্ব্বক আমাকে দেখায় নি।

হামিদ। তা যাই হ'ক, আপনার জন্য শিক্ষিত সৈন্যদল, আপনিই আমেদনগরে নির্ব্বাসিত করেছিলেন। শেষে আপনিই তাদের ধ্বংস কর্‌লেন।

আদিল। নিয়তির পরিহাস এ হ'তে আর কি হ'তে পারে? কিন্তু হামিদ, সে আমার জন্য এ অদ্ভুত সৈন্যদলের সৃষ্টি করে নি। স্বদেশভক্ত মারহাট্টাবীর স্বদেশ-রক্ষার জন্য এই নব-সৈন্যসম্প্রদায় গঠিত করেছিল। আমি বিজাপুরে দেখেছি, মালোজী একখানা কাগজ নিয়ে মাঝে-মাঝে কি কালীর আঁচড় কাট্‌ত। এক দিন কৌতূহলী হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম—"সরদার! পাগলের মতন ব'সে, কাগজের ওপর কি ও নিরর্থক চিহ্ন অঙ্কিত কর?" হাসতে হাসতে মালোজী বলেছিল—"কি করি আপনি ত শুনে তুষ্ট হবেন না জাঁহাপনা।" তবু আমি তাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি। তাইতে সে বলেছিল—"আপনাদের দক্ষিণী পাঠান রাজাদের ভেতর যেরূপ পরস্পরে শত্রুতা, তাতে এ সকল রাজ্য ধ্বংস হ'তে কেবল এক জন কূটনীতি-বিশারদ প্রবল পরাক্রান্ত রাজার অভ্যুদয়ের অপেক্ষা। কিন্তু রাজা! এই সমস্ত রাজার ধ্বংসেতে রাজ্যের ধ্বংস হবে না। আপনারা যাবেন, কিন্তু দক্ষিণের হিন্দু-মুসলমান প্রজা এরা যাবে কোথা? তাই তাদের রক্ষা কর্‌বার জন্য, দেশবাসীর ভবিষ্যৎ জীবন কণ্টক-শূন্য কর্‌বার জন্য, ভগবানের আশীর্ব্বাদ অনুসন্ধানে পথের অন্বেষণ করছি! আমি তার কথা শুনে উচ্চহাস্য করেছিলুম। এখন বুঝ্‌তে পারলুম, মালোজী কি পথ অন্বেষণ করছিল। শত্রু-সৈন্য ধ্বংসের জন্য সে কাগজে নিজের সৈন্য-সমাবেশের চিত্র আঁকছিল, তা ত আমি তখন বুঝ্‌তে পারি নি। বুঝ্‌লে মালোজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ কর্‌তুম। কিন্তু বুঝে মর্ম্মন্তুদ যাতনায় যে অস্থির হ'লুম হামিদ! দেশ স্বাধীন কর্‌বার শাণিত অস্ত্র আমি নিজ হাতে ভেঙ্গে দিলুম। আপনাকে দুর্ব্বল কর্‌লুম, আমেদ-নগর ধ্বংস কর্‌লুম। হিন্দুস্থানে প্রবল শক্তিশালী কূটনীতি-বিশারদ রাজা জন্মেছে। আকবর আমাদের এই আত্মকলহ লোলুপ-নয়নে প্রতীক্ষা কর্‌ছে। চল হামিদ, বিজাপুর-ধ্বংসের পূর্ব্ব সূচনাস্বরূপ আমেদনগর ধ্বংসের সাক্ষী হইয়া চল।

(চরের প্রবেশ)

চর। জাঁহাপনা! বুঝে, অতি সতর্কতার সঙ্গে সহরের দিকে অগ্রসর হ'ন। পশ্চিমে ঘাট থেকে, পিলপিল ক'রে মোগল সহরে প্রবেশ করেছে। এইখান থেকে দেখ্‌তে পাবেন। ওই দেখুন, সহরের পশ্চিম প্রান্তর লোকারণ্য।

আদিল। তাই ত! তা হ'লে ত সর্ব্বনাশ

সুলতানা যে সৈন্য নিয়ে সহরে প্রবেশ কর্‌তে চ'লে যেতেন।

হামিদ। তা হ'লে আর দাঁড়াবেন না জাঁহাপনা! মোগল সহর দখল কর্‌তে না কর্‌তে মাকে রক্ষা করুন।

আদিল। শুধু মা নয়—মা, ভগিনী, সুলতানা আর তার পুত্র—রক্ষা কর্‌তে না পার্‌লে দুনিয়া গেলেও আক্ষেপ দূর হবে না। হামিদ! সমস্ত শক্তি নিয়ে পিত্রিয়ক্ষে প্রবেশ কর। এসেছি আমেদনগরীর সঙ্গে যুদ্ধে—মোগলের মুখ ফিরিয়ে এ পাপ যুদ্ধের প্রায়শ্চিত্ত কর! হুঁসিয়ার আমেদনগরী সরদার—মোগল কেল্লা অবরোধ করেছে—চ'লে যাও—চ'লে যাও। যার যেখানে যা আছে নিয়ে চ'লে যাও—কে কোথায় প্রতিবেশী বিজাপুরী আছ, ক্ষণেকের বিরোধ ভুলে এক হও—আমেদনগর রক্ষা কর—সঙ্গে-সঙ্গে বিজাপুর রক্ষা কর।

হামিদ। জল্‌দি খবর দাও—সমস্ত গোলোন্দাজদের জল্‌দি আমার কাছে হাজির হ'তে বল।

(১ম চরের প্রস্থান—২য় চরের প্রবেশ)

২য় চর। জাঁহাপনা হুঁসিয়ার—সরদার হুঁসিয়ার।

হামিদ। আবার কি খবর?

২য় চর। প্রবল বেগে আসছে—

আদিল। কে আসছে—কে আসছে?

২য় চর। তা জানি না—উত্তর দিকে ধুলোর পাহাড়—গগনভেদ করেছে—দিক্ অন্ধকার—কে আসছে—কোথা থেকে আসছে, কেন আসছে বলতে পারি না।

হামিদ। জাঁহাপনা—বড়ই বিপদ—কি কর্‌বেন স্থির করুন। এখনি প্রতীকার না করলে, দুই সৈন্যের মধ্যে পড়ে সমস্ত বিজাপুরীর ধ্বংস হবে! এখন থেকে সতর্ক না হ'লে এর পরে আর আত্মরক্ষা কর্‌তে পার্‌ব না। আসুন জাঁহাপনা, এখনি এ স্থান ত্যাগ করি।

আদিল। কেন?

হামিদ। বুঝ্‌তে পারছেন না! গুজরাট থেকে আকবর-পুত্র মুরাদ—আর বুরহানপুর থেকে,

দু'দিক থেকে দুই বাহিনী—মাঝখানে যে পড়বে, সে পিশে যাবে।

আদিল। তা তো যাবে! কিন্তু আমেদনগর আক্রমণে শক্তির পরিচয় দিলে, তার রক্ষা সময়ে কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে চ'লে যাবে?

হামিদ। রক্ষা করা যে কঠিন জাঁহাপনা—উলটে জাঁহাপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠ্‌বে।

আদিল। কিন্তু পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী আদিলের জীবনে প্রয়োজন কি আছে সরদার?

হামিদ। আপনার আপত্তি না থাকলে, আমার তাতে আপত্তি কেন থাকবে জাঁহাপনা! —তা হ'লে এক কাজ করুন—হয়, আমি পৃষ্ঠরক্ষা করি, আপনি সহরের দিকে অগ্রসর হ'ন; নয় আপনি পৃষ্ঠরক্ষা করুন, আমি অগ্রসর হই।

আদিল। তুমি পৃষ্ঠ রক্ষা কর।

হামিদ। যো হুকুম। তা হ'লে আপনাকে সহজ পথ অবলম্বন কর্‌তে হবে। যে পথ মালোজীর পলটন অধিকার করেছিল, সেই পথ—হুঁসিয়ার, পথভ্রষ্ট হ'লে আর আমি আপনাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব না! আমি পাহাড়ের ওপর কামান সাজাতে চল্লুম।

[উভয়ের প্রস্থান।

আদিল। আমিও সেই পথ অবলম্বন কর্‌লুম।

(এখলাস খাঁর প্রবেশ)

এখ। বেইমানের জন্য যে মৃত্যুর ব্যবস্থা, হে ঈশ্বর! দয়া ক'রে তুমি এখনি আমার সেই মৃত্যুর ব্যবস্থা কর। আমার মনুষ্যত্বে ধিক্, আমার মর্য্যাদায় ধিক্—আমার এ মূর্খের জীবনে শত ধিক্। বারবার প্রতারিত হয়েও আমার জ্ঞান ফির্‌ল না। চারিদিকে রণকোলাহল—আমেদনগরের ধ্বংস-কথা আকাশে তীব্র তরঙ্গ তুলে, সমস্ত দুনিয়ার দারুণ বিষাদ সংবাদ বহন ক'রে নিয়ে চলেছে, আর আমি তার মধ্যে সমস্ত পলটন নিয়ে ছাউনী ক'রে কার প্রতীক্ষা কর্‌ছি? কই, বিজাপুরী ত এল না! কিন্তু দলে দলে চারি দিক্ থেকে মোগল এসে আমেদনগর ঘেরাও ক'রে ফেললে। যার সঙ্গে চিরশত্রুতা প্রতিজ্ঞা ক'রে এলুম, সাধু মালোজীর চরিত্রে সন্দেহ ক'রে সেই

বুঝ্‌লুম না, যে চির শত্রু, মিত্রতার ভাণ করে, সে আমার অলক্ষ্যাতে মরিচাধরা তলোয়ার শাণিত ক'রে রাখ্‌ছে। আমি সেই অস্ত্রে আহত হয়েছি। আমার প্রাণ গেছে, মান গেছে, ইমান ধ্বংস হয়েছে। স্বদেশ-ভক্ত ব'লে আমার যে গৌরব ছিল, হা ঈশ্বর! আমি তা জন্মের মত হারিয়েছি। জান দিলেও আর যে আমি সুনাম ফিরে পাব না। মৃত্যু—মৃত্যু—বেইমানের মৃত্যু আমি যে কোন দয়াবানের কাছে প্রার্থনা করি।

(আদিলের পুনঃ প্রবেশ)

আদিল। তোমার এ বিষময় প্রাণ নিয়ে, কোন্ হতভাগ্য পাপের ভারে তার নিজের জীবন বিষময় কর্‌বে? বিশ্বাসঘাতক সরদার! শত্রু-দলিত জন্মভূমির চিরপরিচিত মুখখানা একবার নিরীক্ষণ কর। ওই দেখ, সহস্র নাগিনীর পাকে বজ্র-বাঁধনে ম্লানমুখী জননী উচ্চ দুর্গ-প্রাকারের ধ্বজশোভিত মস্তক তুলে দুনিয়ার কত দিকে তার রক্ষাকর্ত্তার অনুসন্ধান কর্‌ছে। তবু তোমার দিকে সে ফির্‌ছে না।

এখ। কে আপনি?

আদিল। আমিও মূর্খতায় তোমার এক দোসর। ক্ষুদ্র অভিমানে জ্ঞাতিবিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে—প্রবল বন্যার শুভাগমনের পথ প্রস্তুত ক'রে দিয়েছি।—নইলে বিজাপুরের বিশ্ববিজয়ী মাওয়ালীসৈন্য আমেদ-নগরের ভিতরে থাকতে আমেদনগর মোগল কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়? নিজের চরণ কেটে আমি দূরে ব'সে প্রতিবেশীর গৃহদাহ নিরীক্ষণ কর্‌ছি। কিন্তু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, ওই অনল অগ্রসর হয়ে যখন আমাকে গ্রাস কর্‌তে আসবে, তখন আমার জীবন রক্ষার জন্য পায়ে ভর দিয়ে পালাবারও উপায় থাকবে না।

এখ। বুঝ্‌তে পেরেছি জাঁহাপনা, কে আপনি? কিন্তু বিজাপুরেশ্বর! এ দারুণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার কি কোন উপায় নেই?

আদিল। উপায়—এক উপায়—পার?

এখ। জাঁহাপনা! বারবার বিশ্বাসঘাতকতায় গোলামের নিজের ওপরেই অবিশ্বাস হয়েছে। পারি কি না পারি আর বল্‌তে পার্‌ব না। তবে জাঁহাপনা যদি গোলামকে দয়া ক'রে বলেন,

আদিল। উপায় মৃত্যু—কিন্তু কোথায়? যেখানে যে পবিত্র তীর্থপথে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রীর পবিত্র পদধূলি তোমার রক্তাক্ত মৃতদেহের আচ্ছাদন হবে, সেইখানে। যদি শত্রু-মিত্রের অজ্ঞাতসারে আমেদ-নগরের প্রবেশদ্বারে তোমার বীরজীবনের অবসান কর্‌তে পার, তবেই বুঝি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

এখ। ঠিক্ বলেছেন জাঁহাপনা, আর আমার পরিচয়ের প্রয়োজন কি? আমি এখন চল্লুম।

[প্রস্থান।

আদিল। আমারও তাই। আমারও পরি-পরিচয়ের প্রয়োজন কি? এক ছদ্মবেশে আমেদ-নগর ধ্বংস করেছি, যদি অপর ছদ্মবেশে আমেদ-নগর রক্ষা কর্‌তে পারি, তবেই আমার পরিচয়—নইলে আদিল শা ব'লে পরিচয়ের আমার এই শেষ। কে আছ? সুলতানাকে নিয়ে দেশে চ'লে যাও।

(তাজের ও ভৃত্যের প্রবেশ)

তাজ। কেন জাঁহাপনা?

আদিল। গভীর সমরতরঙ্গে আমি ঝাঁপ দিতে চলেছি।

তাজ। বাঁদীও ত একটু আধটু সাঁতার জানে জাঁহাপনা।

আদিল। ক্ষমা কর তাজ, তোমাকে আমি সঙ্গে নিতে পার্‌ব না।

তাজ। অবশ্য প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করি দাসীর এমন সাধ্য কি? কিন্তু যদি যাই, তাক ছবি বক্ষে নিয়ে ফিরে যাব না জাঁহাপনা। সত্য নিষ্ঠ বিজাপুরপতির আশ্বাস পেয়ে আমি ননদীকে দেখ্‌তে মায়ের সঙ্গে আমেদনগরে চলেছিলুম, প মা আমাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন। কি বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ ক'রে আছি, স্বামী আমা ত্যাগ কর্‌বেন না।

আদিল। জীবিত না ত্যাগ কর্‌তে পা মৃত্যুতে ত ত্যাগ কর্‌তে হবে তাজ। আমি মরণ আলিঙ্গন কর্‌তে চলেছি।

তাজ। অবশ্য মরণ কিছু ছলনাময়ী উপনারি নয় যে, বিজাপুররাজ গোপন-পথে তার প অলক্ষে, তাকে আলিঙ্গন কর্‌তে চ'লে যাবে প্রকাশ্য সমর-পথে তার সঙ্গে মিলন—প্রভু! দাসী

বাস করুন, যদি সেই শুভদিনই উপস্থিত হয়, হ'লে দাসী-ই আগে তার গৃহে গিয়ে জাঁহাপনার গমনের অপেক্ষা করবে। মরিয়মকে দেখবার ভিপ্রায়ে স্বামীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছি। মৃত্যুর জে দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত মরিয়ম দেখার অভিলাষ রিত্যাগ করব না।

আদিল। বেশ, সঙ্গে চল।

(হামিদের প্রবেশ)

হামিদ। জাঁহাপনা! চর ভুল সংবাদ দিয়েছে। মোগল এ পথে আসে নি। আমাদেরই সওয়ারের অশ্বপদধূলিতে গগন সমাচ্ছন্ন হয়েছিল—ওরা সব সুলতানার সঙ্গে আমেদনগরে প্রবেশ করেছে।

আদিল। বেশ সরদার! তা হ'লে তুমি দেশে ফিরে যাও। পররাজ্য জয় করতে এসে আমি নিজের ঘর বিপন্ন ক'রে এসেছি।

হামিদ। আর আপনি?

আদিল। সুধু আমি নয়, আমি আর সুলতানা মরিয়মকে না দেখে ফিরব না।

হামিদ। এ আপনি কি বলছেন? লোকে শুনলে বুদ্ধিমান বিজাপুররাজের মস্তিষ্কবিকারের সন্দেহ করবে।

আদিল। তা করুক, আমি ফিরব না। প্রভুভক্ত বীর! তুমি আর আমাকে কোনও অনুরোধ ক'র না। তুমি বিজাপুরে গিয়ে আমার পুত্র মামুদের ভার নাও—ফিরি, রাজ্য ফিরিয়ে দিও, না ফিরি পুত্রের নামে রাজ্য শাসন ক'র।

হামিদ। সৈন্য?

আদিল। সমস্ত বীরকে আমেদনগরে আবদ্ধ ক'রে শেষে কি বিজাপুর হারাব।—আর বিলম্ব ক'র না—এখনি তুমি ছাউনী তুলে বিজাপুরের দিকে অগ্রসর হও।

হামিদ। যো হুকুম।

আদিল। এস তাজ! দীনবেশ পরিধান করি। সত্যই যদি আমার চোখের ওপর আমেদনগরের ধ্বংস হয়, তা হ'লে আমার রাজবেশের কিছু মাত্র মূল্য নাই।

[প্রস্থান।

(চরের প্রবেশ)

হামিদ। তুমি আমাকে কি ভুল সংবাদ শোনালে মিয়া—কই মীর্জা খাঁ ত এ পথে এল না।

চর। তখন বুঝতে পারি নি হুজুর! এখন বুঝ্‌তে পেরেছি। মীর্জা খাঁ এইবার আসছে।

হামিদ। আসছে।

চর। ঠিক আসছে—দয়া ক'রে দেখ্‌বেন আসুন।

হামিদ। বেশ, ফেরবার মুখে খুব শুভ সংবাদ দিয়েছ।—বালক সাজাদা মুরাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বিজাপুর সরদার হামিদ খাঁর আর কি গৌরব বৃদ্ধি হবে? মীর্জা খাঁ—খান খানান আকবরের একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি—সাক্ষাৎ কববার যোগ্য প্রতিপক্ষ। একবার তার সঙ্গে দেখা করতে পারলে, মোগল কিছুকাল দক্ষিণ দেশে পা বাড়াবার আর নামটি পর্য্যন্ত মুখে আনবে না। চল, শীঘ্র চল—আমার প্রভু—আর প্রভুপত্নী—আত্মহারার মতন আমেদনগরে ছুটে গেছেন—কিন্তু আমি এখনও বেঁচে আছি। বীর আলি আদিল শা কর্তৃক শিক্ষিত হয়ে, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্মানে বৰ্দ্ধিত হয়ে, বিজাপুরে আমি এতকাল সগৌরবে অবস্থান করছি—সেই আমার প্রভু আমেদনগরে চ'লে গেলেন। তাঁর আবির্ভাবেই আমেদনগরের কল্যাণ হবে না! যাও প্রভু! যে বেশেই যাও—তোমার সঙ্গে-সঙ্গে—বরাভয় বিপন্ন আমেদনগরকে আবৃত করুক। এস, মীর্জা খাঁ—শীঘ্র এস—তোমাকে উন্মুক্ত-হৃদয়ে একবার ভীমার পবিত্র তীরে আলিঙ্গন করি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থল।

ইব্রাহিম।

ইব্রা। জীবন-সংগ্রামে আমার এই অপূর্ব্ব সুখের পরিণাম! দুন্দুভি বেজে বেজে নিরস্ত হ'য়েছে তবু আমার প্রাণের ভেতরের কোলাহল নিবৃত্ত হচ্ছে না কেন? এখানে কেউ জীবিত আছ?

(বাহাদুরের প্রবেশ)

বাহা। পিতা! আমি আছি।

ইব্রা। কে তুমি—বাহাদুর? তুমি কেমন ক'রে আছ বাহাদুর? প্রচণ্ড জলন্ত গোলায় আমার সমস্ত মাওলী সৈন্য শেষ হয়ে গেছে—আমারও শেষ হয়ে এল—তুমি কেমন ক'রে রইলে বাহাদুর!

বাহা। কেমন ক'রে তা ত জানি না পিতা! তবু আমি আছি।

ইব্রা। তোমার থাকা ভাল হয় নি। এর পরে নির্দ্দয় অদৃষ্টের খেলানা হ'তে বেঁচে রইলে! এই পবিত্র গিরিপথে এই অপূর্ব্ব যাজ্ঞিকগুলোর সঙ্গে শুতে পারলে না বাপ? জীবনের সমস্ত ভার লাঘব হয়ে যেত, আমারও দুনিয়া-ত্যাগে চিন্তা থাকত না।

বাহা। জঁাহাপনা! আর একবার যাব?

ইব্রা। না পাবে মায়ের স্নেহের অঙ্কে স্থান, না শুনবে ঐশ্বর্য্যের সে মনভুলান ভুলখেলান গান—কোথায়, কোন্ পথে, কোন্ তরুতলে—কোন্ নির্ম্মম গৃহস্থের গৃহদ্বারে—তাই ত কি করলে বাহাদুর? এতগুল রক্তবর্ণ উত্তপ্ত গোলা, এতগুল কাঞ্চনবরণ লোহপিণ্ড—বীরের এমন পবিত্র আহার—এ ফেলে শত লাঞ্ছনার তীব্র আস্বাদন ভোগ করতে বেঁচে রইলে?

বাহা। গোলা দেখে বুক পেতেছিলুম, কিন্তু কেন পড়ল না পিতা!

ইব্রা। দেখ দেখি, আমাদের আর কেউ এখানে আছে কি না।

বাহা। অনেকক্ষণ অপেক্ষায় আছি, আর ত কেউ এল না। না এল মিত্র, না এল শত্রু—জঁাহাপনা! শত্রুর গোলায় বুক দিয়ে মরা আমার ভাগ্য নয়। নইলে আপনাকে পেয়ে হারাব কেন? পিতা! আত্মহত্যা করব?

ইব্রা। না, তা ক'র না—যখন বেঁচে আছ, তখন বেঁচে থাক। তোমার অকালমৃত্যু বুঝি ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। তবে কিসের জন্য বেঁচে রইলে বাহাদুর, তা বলতে পারি না।—যার জন্যই বেঁচে থাক—নিগ্রহই হ'ক কি মঙ্গলই হ'ক—মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ ক'র না—সে সময়ে আপনি যাচক হয়ে তোমাকে সেলাম করতে আসবে। বেশ, বেঁচে আছ, তখন সন্ধান ক'রে আমার জন্য একটু জল সংগ্রহ ক'রে আন দেখি—দারুণ পিপাসা!

বাহা। যথা আজ্ঞা। আমি এখনি যাচ্ছি। কিন্তু পিতা আপনি যে একা। কার কাছে আপনাকে রেখে যাব?

ইব্রা। কার কাছে—তাই ত কার কাছে—বাহাদুর মনে পড়েছে—আমার সঙ্গী আছে।

বাহা। কোথায় পিতা? কে পিতা! বলুন, ডেকে আনি।

ইব্রা। সে তোমায় ডাকতে হবে না। তুমি গেলেই সে খুঁজে খুঁজে এখানে আসবে।

বাহা। তা এতক্ষণে এল না কেন?

ইব্রা। তোমায় দেখে বোধ হয় সে লজ্জায় আসতে পারছে না। সে অন্তরাল থেকে তোমাকে দেখতে পেয়েছে।

বাহা। বেশ, আমি জল আনি। ওগো! কে তুমি জানি না। ওগো অজ্ঞাত পিতৃবন্ধু! আমি জল আনতে চললুম তুমি শীঘ্র এসে আমার মুমূর্ষু পিতার সেবা কর।

[প্রস্থান।

ইব্রা। বালক! তোমার পিতৃবন্ধু আর কেউ নয়, স্বয়ং মৃত্যু। নিজাম শাহী রাজবংশের কুলপ্রদীপ! তোমার মুখচ্ছবি দেখে সে অন্ধকারময় মুখ নিয়ে আসতে পারছিল না। আর কেন, এস! তোমাকে আলিঙ্গন দেবার জন্য পুত্রের সঙ্গ পরিত্যাগ করলুম, বিলম্ব ক'র না, এস! হে চিরশান্তিদাতা মৃত্যু! আমি দীন ভিখারীর বেশে তোমার দ্বারে! সেই ছত্রমঞ্জিলে যারা আমার জীবনমৃত্যুর সহচর সহচরী তুমি একা তাদের স্থান পূর্ণ কর। আমেদনগরের সমস্ত স্মৃতি আমি সহরের ভেতর রেখে এলুম। সেই আমেদনগরের সকল সুখময় স্মরণীয়ের সার আমার গৌরবান্বিত বংশের প্রতিনিধি ভবিষ্যতে ভীম দারিদ্র্য পৃষ্ঠে ক'রে মলিনমুখে আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে—তা আমি দেখতে পারলুম না। তবে এস মৃত্যু! বালক ফিরতে না ফিরতে আমার নিঃশ্বাসের ক্ষীণ অবশেষে সমস্ত আকাশে বিলীন কর।

(চাঁদ বিবি, মঞ্জরী ও অনুচরগণ)

চাঁদ। পথে পথে গিরিগুহায়, তরুতলে, অধিত্যকাভূমির কোন্ স্থানে তোমার প্রভুভক্তির চিহ্ন নেই বাপ? কি করলে, বৃথা বিনা

[illegible]জনে এই সব অমূল্যনিধি কালসাগরে বিসর্জ্জন [illegible]? হা ঈশ্বর! মাতৃভূমির সুনিদ্রার ব্যবস্থা [illegible]র জন্য, দেশভক্তের জীবনকুসুম দিয়ে আগে [illegible] কি তার শয্যা প্রস্তুত কর্‌ছ?

মল্ল। মা! আক্ষেপ করবার অবসর পাই, এই [illegible]দ্রিশালার শৃঙ্গে শৃঙ্গে ব'সে আমি আমার প্রিয়- [illegible] ভাইসকলের উদ্দেশে অশ্রুধারা উপহার [illegible]বো। মা! তাদের কথা আর তুল্‌বেন না! [illegible]খানে পা দিয়েই আমি শোকের ভারে অবসন্ন। [illegible]বিজয়ের উচ্চাভিলাষে আমি দুর্ভেদ্য নরদুর্গ রচিত [illegible]রেছিলুম। আমার দুর্ভাগ্যে তা সমূলে ধ্বংস [illegible]য়ে গেছে। আর তাদের কথা তুল্‌বেন না। [illegible]আমার কল্পনাসৃষ্ট উজ্জ্বল ছবি আমার মানস- [illegible]পটেই মিলিয়ে গেল—আর ধরণী তাকে কোলে [illegible]কর্‌বে না। মা! তাদের কথা পরিত্যাগ ক'রে [illegible]রাজার সন্ধান করুন।

চাঁদ। সুলতান ইব্রাহিম! কোথায় আছ দেখা দাও।

ইব্রা। বহু দিনের আগে শোনা কথা—আসছে —কানে ঝঙ্কার কর্‌ছে—মিলিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে যেন বহু দিন আগে দেখা ছবি—চোকের সাম্‌নে উঠ্‌ছে—ফুট্‌ছে—মিলিয়ে যাচ্ছে। কে-ও পিতৃস্বসা?

চাঁদ। এই যে, এই যে—ওঠ ইব্রাহিম, ওঠ সুলতান! উঠে দেখ, আমেদনগরে তোমার ঘরে অতিথি হ'তে এসেছি—দুস্‌মনে সেখানে প্রবেশ কর্‌তে দিচ্ছে না। ওঠ গৃহস্বামী, দুস্‌মনদের গৃহ-দ্বার থেকে তাড়িয়ে তোমার পিতৃস্বসাকে আশ্রয় দাও। অতিথি-সম্বর্দ্ধনা তোমাদের কুলধর্ম—ইব্রাহিম! চক্ষু বুজে থেকো না—চেয়ে দেখ, আশ্রয়প্রার্থিনী ভিখারিণী তোমার সম্মুখে।

ইব্রা। আর কেন মা? বুঝেছি—চক্ষুলজ্জা—ক্ষমা কর। কিন্তু মা! বড় অসময়—কাজ হবে না! বিজাপুর সুলতানা! ফিরে যাও—এ তপ্ত বালুকাভূমে করুণাসুধার বিন্দু—কি হবে মা? কে জান্‌বে মা, কে দেখ্‌বে মা? ফিরে যাও, ফিরে যাও।

চাঁদ। তুমি যদি সঙ্গে যাও ত ফিরি, নইলে আর কেন ইব্রাহিম! শত্রু মোগলকে আমেদনগরের ভার দিয়ে এস, আমরা নিশ্চিন্ত মনে নির্জ্জনে ব'সে ভগবানের আরাধনা করি।

ইব্রা। আরাধনা করেছি, বিধির আশীর্ব্বাদ আস্‌তে আস্‌তে পথ থেকে ফিরে গেছে—আমার নিশ্বাস-বায়ুতে এখনও মন্ত্র-গন্ধ—সইতে পার্‌লে না—তাই সে চ'লে গেছে। তুমিও যাও—ফিরে যাও—ফিরে যাও।

চাঁদ। কি হ'ল মল্লজী!

মল্ল। আর কি মা—ফুরিয়ে গেল।

ইব্রা। না, এখনও আছি—একটা কথা বল্‌তে—

চাঁদ। কি বল?

ইব্রা। বল্‌ব! কঠিন ভিক্ষা—

চাঁদ। আমি তোমার দুঃখিনী পিতৃস্বসা—না পার্‌লে ত তোমার অপমান নেই—কি কর্‌তে পারি বল?

ইব্রা। আমার দেহ—নিজাম শাহীর সমাধি-ক্ষেত্রে—পিতৃপুরুষের পার্শ্বে—কাছে—মরিয়মের করস্পর্শ—সমাধি—

চাঁদ। তোমার শিক্ষক উজীর—আমার হাতে বন্দী। তোমার আদেশের অপেক্ষায় ব'সে আছি।

ইব্রা। শিক্ষক—গুরু—মাথা অবনত করেছি—দেশদ্রোহীর অপবিত্র রক্ত—মাতৃভূমি-ভক্তের শোণিত-অঞ্জলি চায়—দিতে পার দাও। পবিত্র মৃত্তিকায় দেবতরু জন্মগ্রহণ করে, স্বাধীনতা এক দিন না এক দিন ফির্‌বে।

চাঁদ। শুনলুম, তোমার পুত্র তোমার সঙ্গে এসেছে—

ইব্রা। পুত্র—পিপাসা—দূরে গিরিশিখরে প্রেমময়! এত করুণা—

মল্ল। বল সুলতান পুত্র কোথা?

চাঁদ। আর সংসারের কথায় রাজাকে উৎ-পীড়িত ক'র না। বুঝ্‌তে পার্‌ছ না—পুত্র নাই—রাজা ঊর্দ্ধে দেবদূতের সম্বর্দ্ধনা কর্‌ছে।

ইব্রা। আছে—ঊর্দ্ধে ঠিক বলেছ, ঊর্দ্ধে ওই—ওই (মৃত্যু)

চাঁদ। আর পুত্রের অনুসন্ধানের সময় নেই—যদি পুরমধ্যে রাজার দেহ প্রবেশ করাতে হয়, তা হ'লে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব কর্‌লে চল্‌বে না। রাজার দেহ উঠিয়ে নাও।

মন্ত্র। জলন্ত পাবক-শিখায় আহুতি—এস রাজা তোমার মৃতদেহকেই তার হোতা নির্ব্বাচন করি।

[মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।

(বাহাদুরের প্রবেশ)

বাহা। পিতা! অতি কষ্টে গিরিনির্ঝরের নির্ম্মল জল এনেছি। কই পিতা, কোথায় আপনি? পিতা! জাঁহাপনা! সুলতান! তবে কি স্থান ভুলে গেলুম? জাঁহাপনা!

[প্রস্থান।

(আদিল ও তাজের প্রবেশ)

আদিল। তুমি অগ্রসর হ'য়ে বালককে নিয়ে এস। আমাকে দেখ্‌লে বালক ভীত হ'তে পারে। এস তাজ—আশ্রয়হীন, বান্ধবহীন, গিরিদেশে পরিত্যক্ত মরিয়মের পুত্রকে অবলম্বন ক'রে এস আমরা নবজীবনের আরম্ভ করি।

(বাহাদুরের প্রবেশ)

বাহা। সুলতান! পিতা! পিতা! কই আপনি? আমি যে আপনাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না—না দেখে যে ভয় পাচ্ছি। উত্তর দিন।

তাজ। বোধ হয় তুমি পথ ভুলেছ। এস বাপ, দেখ্‌ছি তুমি রণক্লান্ত—আমার কোলে উঠে পিতার অনুসন্ধান কর।

বাহা। কে তুমি?

আদিল। আমরা তোমার পিতার প্রজা, তাঁর অবর্ত্তমানে তোমার; সুতরাং আমরা তোমার পরিচারক পরিচারিকা। এস সাজাদা, আমরা সকলে মিলে তোমার পিতার অনুসন্ধান করি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

আমেদনগর-প্রাসাদ।

দেলওয়ার।

(নেপথ্যে রণকোলাহল)

দেল। ওরে কে আছিস্? রণকোলাহল যে প্রবল। কে আছিস্, আমায় অস্ত্র দে। রাজা গেল—বৃদ্ধের ওপর মহলরক্ষার ভার দিয়ে গেল। বৃদ্ধ বীরের যোগ্য ভার। কিন্তু মহলের মালিক রাণী থেকে আরম্ভ ক'রে একটা বাঁদী পর্য্যন্ত আমার সাহায্যের প্রত্যাশা রাখ্‌লে না। অপেক্ষায় অপেক্ষায় ব'সে রইলুম, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘণ্টা গুন্‌লুম, তবু ত কেউ আমায় ডাক্‌লে না! সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেল্লার বাইরে গগনভেদী চীৎকার—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কামানের মুহুর্ম্মুহু গর্জ্জন—অথচ আমি গৃহরক্ষী—সংবাদ জানবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে ব'সে আছি, কিন্তু কোথায় যে কি হচ্ছে, কেউ তো কিছু এসে বল্‌লে না! এরা কি আমাকে এতই নির্ব্বীর্য্য মনে করেছে? পোনের বৎসর বয়স থেকে আরম্ভ ক'রে তিনকুড়ি বৎসর আমি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী পাঠান—এই ষাট বৎসরে আমি আমেদনগরে সাত জন রাজার উত্থান-পতন দেখ্‌লুম। বীরের পর বীর—রাজ্যের পর রাজ্য আমার চোখের উপর দিয়ে চ'লে মিলিয়ে গেল। আমারই সম্মুখে, আমার তীব্র আক্রমণের ফলস্বরূপ, বিজয়নগর ধ্বংস হ'ল—বেরার আমেদনগরভুক্ত হ'ল সেই আমি বি এতই অপদার্থ যে, রমণীতেও কোন সাহায্যে প্রার্থনায় আমার কাছে আসে না? বেশ, কেউ আমাকে সাহায্য কর্‌তে না চায়, আমি নিজে নিজের সাহায্যে অস্ত্র ধরি না কেন? ওরে বে আছিস্, অস্ত্র দে? এ কি মা! তুমি এখা এরূপ ভাবে ছুটে এলে কেন?

(মরিয়মের প্রবেশ)

মরি। আপনি যে অস্ত্র চাইলেন খান্ খানান

দেল। তা তুমি কেন এলে মা?

মরি। আর ত কেউ নেই।

দেল। কেউ নেই?

মরি। কেল্লার চারিদিকেই আক্রমণ, স দিক রক্ষা কর্‌তে পারে এত সৈন্য কেল্লার ভে ত নেই। কাজেই মহলরক্ষী সমস্ত খোজা এমন রমণী পর্য্যন্ত কেল্লা বাঁচাবার জন্য লড়াই ক গেছে।

দেল। তুমি একা আছ?

মরি। তাও আমি আছি কই—পশ্চিম কেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ—কিন্তু কে যুদ্ধ কর্‌ছে—কার

যুদ্ধ করছে জানতে পারছি না। আমি প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চ ছাদে উঠে তাই দেখতে চলেছি। এই নিন্ খান্‌খানান আপনার অস্ত্র নিন্। আমি চললুম।

দেল। হায় রে নসীব! কোন্ ফাঁকে তুমি মানবললাটে কি আঁচড় কাটো, তাত কিছুই বোঝবার যো নেই। আমেদনগরে অনেকবার অনেক লড়াই হ'য়ে গেছে। শত্রু কর্ত্তৃক এ কেল্লা অনেকবার অবরুদ্ধ হয়েছে। এর চেয়েও রাজ্যের কত বড় বড় বিপদ গেছে, কিন্তু কই দেলওয়ার, এমন অবস্থা ত তোমার কখন হয় নি—আদিল শার ভগিনী, ইব্রাহিম শার গৃহিণী, হ'ল তোমার পরিচারিকা! সৌভাগ্যের চরম অদৃষ্টের সর্ব্বোচ্চ আসন—দেলওয়ার! ভাগ্য এর চেয়ে আর ওপরে উঠতে জানে না। এইবারে গতি নিম্নগামিনী—তুমি এইবারে দুঃখের চরম দেখবার জন্য প্রস্তুত হও।

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। ভাই সাহেব!

দেল। কি বিবি?

যশোদা। এই যে আপনি আমার মন জেনে আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়েছেন—শীঘ্র আসুন, আপনি আজ আমাদের জীবন-যুদ্ধের সেনাপতি।

দেল। সুন্দরি! তোমাদের নিয়েই আমাকে লড়াই করতে হবে।

যশোদা। সুন্দরের মধ্যে আপনি, আর যে কেউ নেই সরদার।

দেল। তা হ'লে যুদ্ধ কেন নাতিনী! এ অশীতিপর বৃদ্ধের বাসর বল।

যশোদা। ঠিক বলেছেন ভাই সাহেব! শুধু আপনার কেন—আজ আমেদনগরীর বাসর—পথে পথে স্বদেশভক্ত বীরের দেহকুসুমে সমস্ত সহর আচ্ছন্ন হয়েছে—উল্লাসের এমন সময় আর আসবে না। এমন সাজানো বাসর সরদার আপনার জীবনে আর মিলবে না। চ'লে আসুন—চ'লে আসুন।

(মরিয়মের প্রবেশ)

মরি। বাসর—বাসর—যোশী শীঘ্র আয় ভাই —ফটক খুলে দে—পালঙ্কে শয়ন ক'রে ফুলকুসুমে সজ্জিত হয়ে, আমার হৃদয়রাজা পুরদ্বারে অতিথি! শীঘ্র আয় ভাই—মোগল শক্তি নিয়ে তাঁর দেহের ওপর চেপে পড়েছে, সে পবিত্র দেহ রক্ষা করছে এক রমণী—আমার জননী চাঁদসুলতানা! আর যদি মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর, তা হ'লে আর প্রভু পুরপ্রবেশ করতে পারবেন না। সাজান বাসর নাগর বিনে মলিন হবে। বিলম্ব ক'র না—বিলম্ব ক'র না।

দেল। শীঘ্র চল—শীঘ্র চল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

আমেদনগর তোরণ-সম্মুখ।

(নেপথ্যে—কামানধ্বনি)

এখলাস।

এখ। বস্—এতক্ষণে পাপের প্রায়শ্চিত্ত। খোদা! এখন আমি দিবা দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড সূর্য্য সাক্ষী ক'রে, ঊর্দ্ধমুখে মাতৃভূমির কোলে শয়ন করতে পারি। মোগলের আক্রমণ ব্যর্থ করেছি—রাজার দেহ ঘরে এনেছি—লোককে মুখ দেখাতে এখন আমার আর লজ্জা কি? মা! জন্মভূমি! অধম সন্তান তোমার ওপর বড়ই অত্যাচার করেছে—তোমার শান্তিময় বক্ষে মুখ লুকিয়ে একটু কাঁদব সে শক্তি আমার হ'ল না। দাও মা! তোমার চরণপ্রান্তে অধম অপরাধী পুত্রকে একটু স্থান দাও—

(শয়ন)

(আদিলের প্রবেশ)

আদিল। বীর! কোথায় শুলে—ওঠ—এখনও ত তোমার শয়নের সময় আসে নি। ওঠ ভাই! আমি একবার বাহিরে যাব। নিরাশ্রয় বালকের রক্ষার ভার নিতে আর একটিবার ওঠ।

এখ। আর কেন জাঁহাপনা! মাফ করুন—মূর্খ অসভ্য—জাগলে আবার কার কুচক্রে প'ড়ে—দেশের সর্ব্বনাশ করব—এবারে মায়ের চরণে আশ্রয় পেয়েছি—দোসরা বেইমানীতে আমেদনগরের কৃমি কীট যেখানে বাস করে, সেখানেও আমার স্থান হবে না। আর নয়—জাঁহাপনা—সেলাম—বিদায় দিন—বিদায় দিন।

আদিল। ক্ষমা কর সরদার! তোমার মৃত্যুসময়ে তোমার পাশে ব'সে তোমার শুশ্রূষা করতে পারলুম না। কিন্তু মহাপ্রাণ স্বদেশের এই কোমল ধুলিশয়নে আপনার জীবনের অবসান ক'রে তার পবিত্র দেহরক্ষার যোগ্য অসংখ্য দেবদূত চারিপার্শ্বে অবস্থান করছে। তাদের কাছে তোমাকে সমর্পণ ক'রে বিদায় গ্রহণ করলুম।

[প্রস্থান।

(কফিনহস্তে বাহকগণ—পশ্চাতে চাঁদ বিবি, মল্লজী ও সৈন্যগণ)

চাঁদ। যাও, নিজাম শাহীর সমাধিস্থানে সুলতানের দেহ রক্ষা কর।—কিন্তু যে শক্তিমান সরদার শ্মশানভূমে মৃত রাজার দেহের মান রক্ষা করেছে—অপূর্ব্ব বীরত্বে মোগল কটক ভেদ ক'রে আমাদের পুরপ্রবেশ করিয়েছে—আমাদের প্রকৃত বান্ধব সে সাধু কই?

মল্লজী। মা! এই এখানে!

চাঁদ। এই যে, এই যে—বীর! মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেছ। আমাদেরও আশীর্ব্বাদ কর, আমারাও যেন তোমার মতন মায়ের কোলে এইরূপ ধূলিশয়নে বিশ্রাম নিতে পারি।

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

১ম সৈ। এ দিকে সুলতান মরেছে, ও দিকে মোগল-পাঁচিল ভেঙ্গে গড়ে ঢুকেছে—আর কেন—পালা পালা।

(বেগে যশোদার প্রবেশ)

যশো। ফিরে আয়—কাপুরুষ ফিরে আয়। এক প্রাণী জীবিত থাকতে যদি আমেদনগরের রাণী মোগল হস্তে পতিত হয়, নরাধম, তা হ'লে অনন্ত নরকেও স্থান হবে না।

চাঁদ। মালোজী!

যশো। এ কে মালোজী! জীবিত না প্রেতমূর্ত্তি? যেই হও, কথা কবার সময় নেই, যে ভাবেই থাক, যে কার্য্যেই এসে থাক, মৃতপ্রায় আমেদনগরকে রক্ষা করতে শত্রুর গতিরোধ কর। এ কি বিজাপুররাণী! এসেছ মা! যদি এসেছ, মোগলের হাত থেকে তোমার মরিয়মকে রক্ষা ক'রে আমার নিষ্কৃতি দাও।

চাঁদ। এখন তোমায় নিষ্কৃতি দিতে পারি না। ভেবেছিলুম, মরিয়মের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ দিয়ে পরস্পর বিরোধী রাজ্যের যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান করব। সে দর্প চূর্ণ করতে সশস্ত্র মোগল দ্বারে উপস্থিত। এখন প্রাণদানে এ দম্ভের অবসান করি। তোমরা আমার চিরসহায়—আমার সঙ্গে এস।

পঞ্চম দৃশ্য

দুর্গের বহিরাংশ।

মির্জ্জা খাঁ ও সৈন্যগণ।

মির্জ্জা। কামান, কামান, মুহুর্মুহু কামান! আর কি, প্রশস্ত পথ প্রস্তুত হয়েছে—আর আমাদের গতি রোধ করে কে? কেল্লা দখল কর, কেল্লা দখল কর। কামান, কামান—বাধা দিতে কেউ নেই! নিঃসঙ্কোচে ভগ্নপ্রাচীর দিয়ে দুর্গমধ্যে প্রবেশ কর।

(মুরাদের প্রবেশ)

মুরাদ। খান্ খানান্—কৈ খান্ খানান্?

মির্জ্জা। কি খবর সাজাদা?

মুরাদ। শীঘ্র আসুন, ব্যাপার বুঝতে পারলুম না। যেখানে আমরা প্রাচীর ভগ্ন করেছি, সেখানে দুর্গপ্রকারে এক অপূর্ব্ব রণসাজে সজ্জিতা রমণী।

মির্জ্জা। রমণী?

মুরাদ। মুখে এক অপূর্ব্ব অবগুণ্ঠন দিয়ে দীর্ঘ অসি হস্তে প্রাচীরের শিরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

মির্জ্জা। বলেন কি হুজুরালি?

মুরাদ। তাঁ'র মানসিক তেজে প্রজ্জ্বলিত এক অপূর্ব্ব তেজ সুরঙ্গপথ অবরোধ ক'রে রয়েছে, কোন সৈন্য প্রবেশ করতে পারছে না।

(মিয়ানমঞ্জুর প্রবেশ)

মিয়ান। ভয় নেই, তিনি বিজাপুররাণী চাঁদসুলতানা। ভয় নেই জাঁহাপনা, চ'লে আসুন। আমেদনগর বীরশূন্য, শুধু রমণী, শুধু রমণী—চ'লে আসুন।

মির্জ্জা। কামান—কামান, কামান, উন্মাদিনীর জীবনলীলার অবসান কর। [প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক

—:০:—

রণস্থলের অপরাংশ।

আদিল। হামিদ! আমরা বীরত্ব প্রকাশ ক'রে আলোজীর শিক্ষিত মাওলী সৈন্য বিনাশ করেছি। সে অটল সৈন্যের প্রভাবে এই সম্মুখীন বিপুল মোগল সৈন্য তূলিপটলের ন্যায় বিতাড়িত হ'ত, তা হারিয়েছি। দেখ, জননী একা এই বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান! স্বজাতির বিরুদ্ধে, আত্মীয়ের বিরুদ্ধে, বামনীবংশীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্রচালনে পারদর্শিতা প্রকাশ করেছি। কিন্তু মোগলের বিরুদ্ধে কতদূর অস্ত্রচালনে সমর্থ, তার পরীক্ষার সময় উপস্থিত। পশ্চিমে দ্রুতগতি অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ কর, সম্মুখে পদাতিক মোগলের গতিরোধ করুক; পার্শ্বে কামান স্থাপন-পূর্ব্বক শত্রুকে বিধ্বস্ত কর।

হামিদ। জাঁহাপনা, গোলাম জননী চাঁদ-সুলতানাকে স্মরণ ক'রে উপযুক্ত স্থানে সৈন্য-সমাবেশ করেছে। পুরী অরক্ষিত জেনে মোগল আর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওয়া মাত্রেই আমাদের সেনারা তাদের আক্রমণ করবে।

আদিল। ঐ যে হামিদ সচল মেঘ-শ্রেণীর ন্যায় মোগল-সৈন্য দুর্গাভিমুখে অগ্রসর।

হামিদ। জাঁহাপনা! ঐ কামানগর্জ্জন শ্রবণ করুন। ঘোরনাদে বিজাপুরী কামান অগ্নি উদ্গিরণ করছে। দেখুন দেখুন—শত্রুর দক্ষিণ পার্শ্ব ভগ্ন, আমাদের অশ্বারোহী ঝটিকার ন্যায় বামভাগ আক্রমণ করতে অগ্রসর। মোগল এখনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

আদিল। না হামিদ, মুরাদ সৈন্য-সঞ্চালনে সম্পূর্ণ সুনিপুণ। আমাদের সৈন্যসমাবেশ অবগত হ'য়ে আপন বাহিনী রক্ষার্থ পশ্চাৎপদ হচ্ছে; কিন্তু এক জনও আমেদনগর হ'তে প্রত্যাবর্ত্তন না করে। শীঘ্র যাও—গোলন্দাজ সৈন্য নিয়ে পথ রোধ কর।

হামিদ। জাঁহাপনা, রণ-বিশারদ মোগল সত্যই পশ্চাৎপদ, মোগল শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে আমাদের আক্রমণ হ'তে বহিষ্কৃত হবার চেষ্টা করছে। মোগলের এরূপ সঙ্কল্প গোলামের লক্ষ্য হয় নি, গোলাম এখনি তাদের পথ রোধ করবে।

আদিল। যাও, শীঘ্র যাও, আমরা সৈন্য নিয়ে পার্শ্ব রক্ষা করি।

[প্রস্থান।

(মল্লজীর প্রবেশ)

মল্লজী। পারলুম না, বড় আক্ষেপ, রাণীর অভিপ্রায় পূর্ণ করতে পারলুম না! কিন্তু কি করব নারায়ণ, শক্তি থাকতে আমি মায়ের কার্য্যে অবহেলা করি নি, আমি একা ক্ষুদ্র, মোগল-সৈন্য বিশাল। ক্ষতবিক্ষত দেহে আমি চলৎশক্তি-হীন। সব গেল—সব গেল।

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। কোথায় আছ প্রভু, একবার মাত্র দেখা দাও। যদি জীবন থাকে কথা কও।

মল্লজী। কে ও, যশোদা! এখনও বেঁচে আছ?

যশোদা। আছি, স্বামীর জীবন দেখবার জন্য বেঁচে আছি, উঠে এস, শীঘ্র উঠে এস।

মল্লজী। আমি উত্থানশক্তিরহিত।

যশোদা। যদি এই ক্ষতবিক্ষত দেহে মারহাট্টা বীরের জীবনের কণামাত্র অবশিষ্ট থাকে, তা হ'লেও তোমাকে উঠে আসতে হবে। নিরাশার অন্ধকারে আশার এক ক্ষীণ তারা দেখা দিয়েছে, শীঘ্র উঠে নিরীক্ষণ কর! মোগলের শিবিরের পশ্চাতে, সম্মুখে বিজাপুরী—মোগল এখনি নিষ্পেষিত হবে।

মল্লজী। সত্যই বিজাপুরীর আক্রমণ? ঐ উচ্চনাদে আদিল শার সৈন্যের উত্তেজনা? ঐ দড়বড় শব্দে বিজাপুরী অশ্বের দ্রুতগমন? ঐ বিজাপুর পদাতিকের ঘোর সিংহনাদ? ঐ শত্রুর আর্ত্তনাদ, যশোদা আমায় ঐ উচ্চস্থানে নিয়ে চল। আমেদনগরের সিংহাসন রক্ষা—একবার মৃত্যুর পূর্ব্বে দর্শন করি।

[প্রস্থান।

(আদিল শার পুনঃপ্রবেশ)

আদিল। বোধ হয় মহাপাপের কতক প্রায়শ্চিত্ত হবে, কিন্তু আমার দেহ ভার বোধ হচ্ছে। পৃথিবীও আমার পদ-ভরে কম্পিতা—যেন প্রতি বায়ু-তরঙ্গ আমাকে তিরস্কার ক'রে বলছে, এই দাম্ভিক আদিল, তার ভগিনীর সর্ব্বনাশ

করেছে। সে ভগিনীপতির জীবনহন্তা, স্বজনের ধ্বংসকারী। আমেদনগরে বিপুল বাড়বানল, এ অনলে আমার রক্তস্রোত নিষ্ফল হ'লে আমি শান্তিলাভ করি—নচেৎ চিরদিন দগ্ধ হব। ঐ উচ্চরবে বিজাপুরীর জয়ধ্বনি গগনমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে! কিন্তু ইব্রাহিম, ভাই, তুমি কোথায় গেলে? এস, আমায় তিরস্কার কর। এস ভাই! মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার চন্দ্রবদন একবার দর্শন করি! না, না, এখনও কার্য্য অবসান হয় নি। ঐ যে গভীর নাদে মির্জ্জা খাঁ পলায়িত সৈন্যের সমাবেশ কর্‌ছে। ঐ স্থানে আমার কার্য্য। আমার কার্য্যের অবসান হয় নি।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

দুর্গ-প্রাকার—চাঁদ বিবি।

(তোপধ্বনি)

চাঁদ। কে আছ উন্মত্ত সন্ন্যাসী—কে আছ মরণে অনন্ত জীবনপ্রয়াসী—কে আছ তরুতলবাসী—চ'লে এস। জীবন তুচ্ছ ক'রে, সম্ভোগসম্পদ তুচ্ছ ক'রে—মান, যশ, নাম, গৌরব, জন্মভূমির পবিত্র ধূলিরাশির মধ্যে চিরদিবসের জন্য আচ্ছাদিত কর্‌তে কে কোথায় আছ, চ'লে এস। নামহীন, রূপহীন, মর্য্যাদাহীন, বিত্তহীন—সমস্ত হীনতা অবলম্বনে শুধু পথপরিত্যক্ত গলিত-দেহে শৃগাল-শকুনির ক্ষুধানিবারক বন্ধু কে আছ—শীঘ্র এস—মায়ের চরণরেণুতে অঙ্গ মেশাবার শুভ সুযোগ উপস্থিত—চ'লে এস!

(রণবেশে বালকগণের প্রবেশ)

১ম বালক। আমেদনগর জয়লক্ষ্মী! আমরা এসেছি—আমাদের গ্রহণ কর।

চাঁদ। আয় বাপ আয়—নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনবহ্নির শেষ শিখা! আয়, ভগ্ন-প্রাকারে দীপ্যমান দেবদেহের প্রাচীর দিয়ে আততায়ীর প্রবল আশা দগ্ধ করবি আয়! তোরাই এখন আমেদনগরের ভরসা,—তোরা ভিন্ন আর কেউ নাই।

(বালকগণের রণ-গীতি)

ভাই রে জীবন মরণ রণ,
চল্ কাঁপায়ে গহন বন;
এল রিপুদল দলবলে,
এসে সদলে যাবে রে দ'লে,
যদি থাক ঘুমে অচেতন।
ঐ যে শত্রুবক্ষ-রুধির ধার,
কর ধরণীর গলহার,
তবে যাবে রে যাতনা মা'র;—
চ'লে চল্ চ'লে চল্, ভাই,—চলাই তোদের বল—
বিজয় তোদের চরম ফল,
পোড়ো নাকো পিছে আর, যদি চলিতে করেছ পণ॥

(মরিয়মের প্রবেশ)

মরি। মা! মর্ম্মের যাতনা বিষম চেষ্টায় এতক্ষণ ধ'রে রেখেছিলুম, আর যে পারি না মা! এই সঙ্কট সময়ে আমেদনগরীর বীর-সন্তান যে যেখানে ছিল—সব এল, কিন্তু আমার পুত্র কই? বাহাদুর! যদি তুমি দেহত্যাগ ক'রে থাক, নিশ্চয়ই বীরের ন্যায় তা করেছ—কিন্তু বড় আক্ষেপ আমি তা দেখ্‌তে পেলুম না।

(তাজ ও বাহাদুরের প্রবেশ)

তাজ। আক্ষেপ কেন রাণী!—এই যে আপনার সন্তান!

মরি। তাই ত! এ কি? ঈশ্বর! এ কি দেখালে?

চাঁদ। তাজ—তাজ! একি উপহার?

বাহা। মা, এই যে আমি পিতৃ-অন্বেষণ করবার জন্য তোমার চরণে বিদায় নিতে এসেছি। উপত্যকায় তাঁরে হারিয়েছি। বীরমাতা, বিদায় দাও, ঐ আমার বালক সহসা রণরঙ্গে আত্মসমর্পণ কর্‌তে অগ্রসর—বীরজননী! বিদায় দাও।

মরি। যাও বৎস! বংশের গৌরব রক্ষা কর।

[বাহাদুরের প্রস্থান।

চাঁদ। মরিয়ম, তুমি কঠিন জননী!

মরি। মা, তোমার দৃষ্টান্তে।

চাঁদ। তবে চল—তোমার বালকের পশ্চাতে

চল—আমার দুই পুত্র আদিল ও মালোজী রণক্ষেত্রে, আমি তাদের অনুসন্ধানে যাব।

তাজ। মা, আমিও তোমার সঙ্গিনী।

চাঁদ। শীঘ্র স—অৰ্দ্ধপথে শত্রুর সহিত মিলিত হই।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মা, সর্ব্বনাশ—গোলাগুলী সব ফুরিয়ে গিয়েছে।

চাঁদ। চিন্তা কি? আমেদনগর-কুলস্ত্রীর আভরণে সুন্দর গোলাগুলী প্রস্তুত হবে। মোগল আমেদনগরে অতিথি—সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত-মণি প্রভৃতি বন্দুকমুখে নিক্ষেপ ক'রে শত্রুর অঙ্গ ভূষিত কর।

মরি। এস বীর! ভাণ্ডার দেখিয়ে দিই, হীরকাদি ল'য়ে যাও, রত্নগুলীর অভাব হবে না—

[উভয় দিকে উভয় দলের প্রস্থান।

—

সপ্তম দৃশ্য

রণস্থল

(মুরাদ ও সৈন্যগণ)

মুরাদ। তাই ত এ কি হ'ল? নিশ্চিন্ত মনে শ্যাম-শষ্পাচ্ছন্ন প্রান্তরের ন্যায় অরক্ষিত আমেদনগরে প্রবেশ করতে চল্লুম—পথে এ বাধা কে দিলে? অবগুণ্ঠনাবৃত কতকগুলো পুরনারী—আর কতকগুলো বালক—হা ধিক্; আমি বাধা অতিক্রম করতে পারলুম না! এ অপমান সহ্য করতে পারব না। হুসিয়ার, কেউ ফির না—আর একবার, মরণ মঙ্গল-জ্ঞানে অগ্রসর হও।

(মিরজা খাঁর প্রবেশ)

মিরজা। আর অগ্রসর হ'তে হবে না—সাহজাদা—ফিরে আসুন। আমাদের এত চেষ্টা বৃথা হ'ল—ভগ্ন প্রাচীর চাঁদসুলতানার অমানুষিক চেষ্টায় আবার জোড়া লেগেছে। আবার নূতন আয়োজনে আমেদনগর আক্রমণ সেই শক্তিময়ীর বাধার সম্মুখে অসম্ভব। এ দিকে বিজাপুর-রাজার সৈন্য—সম্মুখে পশ্চাতে আক্রমণ করেছে। আমাদের শ্রেণীভঙ্গ সৈন্য কোনরূপে সংযত করেছি; আসুন, দক্ষিণ পথে শীঘ্রই শত্রুর আক্রমণ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হই। নচেৎ সম্মুখ-পশ্চাৎ আক্রমণে নিষ্পেষিত হব।

মুরাদ। হা আল্লা! বীরশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ আকবরের পুত্র ব'লে নিজেকে পরিচয় দিতে আমার ঘৃণা হচ্ছে।

মিরজা। আক্ষেপেরও সময় নেই—চ'লে আসুন—চ'লে আসুন।

(সসৈন্যে আদিলের প্রবেশ)

আদিল। সা'জাদা, আক্ষেপ কি নিমিত্ত? সম্রাট্পুত্র মুরাদ আমার ভগিনীর গৃহে অতিথি। ইব্রাহিম শা স্বর্গগত—অতিথিসৎকারের ভার আমার উপর অর্পিত। সা'জাদা আমার ভগিনীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। আপনার সম্মুখ, পশ্চাৎ, পার্শ্ব—সমস্তই রুদ্ধ।

মুরাদ। বীরবর! আপনার রণকৌশলের প্রশংসা করি। নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত অস্ত্রের প্রয়োজন নেই, এই আমার অস্ত্র গ্রহণ করুন।

আদিল। সা'জাদা! আপনার তরবারি আপনার বীর-কটিতেই শোভা পায়। বীরবর! যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত। কিন্তু পরাজয়ে বীরের বীরত্বের লাঘব হয় না। দেখুন আপনার বীরবিক্রমে মেদিনী আপনার স্বগণে আচ্ছাদিত।

মুরাদ। সুলতান, আপনার বীরত্বে ও সৌজন্যে আমি পরাজিত। চলুন, আমি রণক্লান্ত অতিথি, আপনার ভগিনীর আতিথ্য-গ্রহণ ক'রে বিশ্রামলাভ করি।

[সকলের প্রস্থান।

(মিয়ান মঞ্জুর প্রবেশ)

মিয়ান। এই ত মোগলের সঙ্গে বিজাপুরীর মিলন হ'ল। এখন আমার স্থান কোথায়? কি নিমিত্ত জীবন ধারণ? কেবল কি বিশ্বাসঘাতক অপবাদ গ্রহণ ক'রে দেহভার বহন করব?—না—আমার স্থান এই আমেদনগর—আমার নাম বিশ্বাসঘাতক—শেষ কাজ সেই সয়তান-শক্তিশালিনী চাঁদ বিবির প্রাণ-বিনাশ—তার পর আত্মহত্যা—না, পরে যেরূপ হয়। [প্রস্থান।

—

অষ্টম দৃশ্য

আমেদনগর দরবার-গৃহ।

চাঁদ বিবি।

চাঁদ। রণ অবসান, শত্রুসৈন্য পলায়িত, পবিত্র আমেদনগরের সিংহাসন মোগল অধিকার কর্‌তে পারে নি, কিন্তু হায়! সিংহাসন শূন্য। এই যে, এই সিংহাসনে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ইব্রাহিম সগৌরবে উপবেশন কর্‌ত! সে কোথায় গেল? কবরে—কবরে। আর আমি এই শূন্য সিংহাসন দর্শন কর্‌তে জীবিত? দেখ দেখ, অভাগিনী, শূন্য সিংহাসন দেখ—শূন্য রাজপুরী দেখ, সমস্ত প্রকৃতি গভীর নীরবতা-সাগরে নিমগ্ন—কেবল আমার শূন্য-হৃদয়ে হাহাকার! উত্তপ্ত মরুভূমির ন্যায় ঘোর উত্তাল-তরঙ্গ। এই যে সেই সিংহাসন, যে সিংহাসন-তলে শত শত সরদার, শত শত বীরপুরুষ আনত শিরে অবস্থান কর্‌ত—শূন্য শূন্য! কে ও?

(নেহাঙ খাঁর প্রবেশ)

নেহাঙ। মা! বিশ্বাস-ঘাতক নরাধম আমি, তবু এই শূন্য সিংহাসন দেখে বুক ফেটে যাচ্ছে। এখলাস ম'রে প্রায়শ্চিত্ত করেছে, আমি পার্‌লুম না।

চাঁদ। সরদার! আক্ষেপ ক'র না—কেঁদ না—দেহ আমার অবসন্ন, যাও সরদার! আমেদনগরের পথে প্রান্তরে যেখানে পাও, নিজামসাহী বংশের একটি প্রতিনিধি কুড়িয়ে আন। সিংহাসন শূন্য দেখে আমার হৃদয়বল বিলুপ্ত হ'য়ে আস্‌ছে। বালক-বাহিনী চ'লে গেছে—ফেরে নি। রমণীর দল জীবন-রাজ্যের সীমা এড়িয়ে চ'লে গেছে, ফির্‌তে পারবে না। দেখ সরদার! পথের ধূলিতে, প্রান্তরে, রক্তাক্ত-কর্দ্দমে, যেখানে পার একটি রত্ন-কণার সন্ধান কর। যদি পাও, এই সিংহাসনে এনে স্থাপিত কর। দেখে আমার অশান্ত হৃদয় শান্ত হ'ক।

নেহাঙ। যদি পাই ফির্‌ব মা! আদিলসাহী সুলতানা, সেলাম।

[নেহাঙের প্রস্থান।

চাঁদ। কি বিভীষিকাময় নীরবতা! হে আমেদনগরের সিংহাসন! বহু স্বাধীন নরপতিকে বহন ক'রে গৌরবান্বিত—তুমি শূন্য-হৃদয় কোন্ ভাগ্যবানের জন্য উন্মুক্ত রেখেছ? একবার তাকে দেখাও। আমি তাকে দেখে ভীম-নিনাদের জ্বালা-ময় দিবসের অন্তে এই বিচিত্র নীরব শান্ত সন্ধ্যায় তোমার পদপ্রান্তে চক্ষু নিমীলিত করি।

(মিয়ানমঞ্জুর প্রবেশ)

মিয়ান। এই যে তোমার সে কামনা পূর্ণ করছি। (অস্ত্রাঘাত)

চাঁদ। কে মিয়ানমঞ্জু?

মিয়ান। হাঁ, চেয়ে দেখ, যার তুমি সর্ব্বনাশ করেছ। দেখ্‌তে পাচ্ছ না—সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করেছ, সমস্ত আশা নির্ম্মূল করেছ, আমি সেই।

চাঁদ। উজীর, তুমি বন্ধু। কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, যদি আমেদনগরের পবিত্র সিংহাসনে রাজবংশীয় কাকেও দেখতে পাই, সেই অপেক্ষায় আছি। তোমার অস্ত্রের প্রয়োজন হ'ত না, কেবল সিংহাসনে রাজদর্শনের আশায় এখনও জীবিত আছি। জান ত উজীর, আশা পরিত্যাগ করা সহজ নয়! তুমি আমার বন্ধু—শত্রু নও। তুমি আমায় বধ কর্‌তে এসেছ, তুমি কি জান না আমি জীবন-ভারে আক্রান্ত? দাঁড়াও—আমি মৃত্যুকালে তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌ব! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর—শূন্য সিংহাসনে ভূপতি দর্শন করি।

(মরিয়মের মৃতদেহ স্কন্ধে যশোদার প্রবেশ)

মিয়ান। ও আল্লা, কি কর্‌লুম?

[প্রস্থান।

যশোদা। মা, মা, সুলতানের দেহ লয়ে আমার স্বামী মোগল সৈন্য ভেদ ক'রে রাজপুরে প্রবেশ করেছিল, আমি সুলতানার মৃতদেহ তোমার নিকট নিয়ে এসেছি। মা! নন্দিনীর প্রতি চেয়ে দেখ। এ কি মা? তুমি যে অগ্রসর! ভেবেছিলুম তোমার চরণে সেলাম দিয়ে আমার কার্য্যের অবসান কর্‌ব। কিন্তু দেখ্‌ছি, তুমি তনয়াবৎসলা। তুমি আমায় একা যেতে দেবে না। মা! আর কার্য্যভার আমায় দিও না, তনয়া অশক্ত। তোমার মরিয়মকে তোমার নিকট নিয়ে এসেছি। আমার কার্য্য অবসান।

চাঁদ। কে—রে—যশোদা?

(বাহাদুরকে লইয়া মল্লজীর প্রবেশ)

মল্লজী। মা, মা, রাজকুমারকে আমার করে অর্পণ ক'রে, নেহাঙ্ খাঁ বীরশয্যায় শায়িত।

চাঁদ। বাবা! সিংহাসনে স্থাপিত কর। দাঁড়া যশোদা, দাঁড়া—দেখ্—দেখ্—সিংহাসন শূন্য নয়।

যশোদা। মা—মা—মা, এ পবিত্র সিংহাসন কখনই শূন্য থাকবে না। তা হ'লে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসহারা হব। এত বীর-শোণিতপাত, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার উদ্যম—এই উজ্জ্বল আমেদনগরের মহিমা যদি সমস্ত বিফল হয়, তা হ'লে সংসার দৈত্যের সৃষ্টি—ঈশ্বরের নয়। জয় রাজ্যেশ্বরের জয়!

বাহা। রাণী! সুলতানা!

চাঁদ। রাণী নয়, সুলতানা নয়, তোমার প্রজা, তোমার জন্য প্রাণ দিয়েছে। আক্ষেপ ক'র না, অনেক রাজকার্য্য তোমার মস্তকে।

যশোদা। সরদার! আমার কার্য্য অবসান হয়েছে। তোমার নূতন কার্য্য, রাজসিংহাসনে বালক বাহাদুর—তুমি দেখ, আমায় রাজরাণী মরিয়মকে দেখ্‌তে বলেছিলে, আমি তাঁর সঙ্গে যাই।

মল্লজী। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ রমণী—তোমার জন্য আমি খেদ করব না, তোমার কার্য্যে ঈশ্বর তৃপ্ত। মা! এখন বুঝেছি, কেন তুমি ধরাশায়িনী। ঐ যে মিয়ানমঞ্জু লুক্কায়িত।

[প্রস্থান।

(আদিল ও মুরাদের প্রবেশ)

আদিল। বিজয়িনী মা! কোথায় আপনি? বাদ্‌শা আকবরের পুত্র আপনাকে সম্বর্দ্ধনা কর্‌তে এসেছেন, দেখা দিন্‌।

বাহা। সুলতান, এই দেখুন—এই যে আপনার মা।

আদিল। এঁ্যা—একি? কে এ নিষ্ঠুর কাজ কর্‌লে?

মুরাদ। তাই ত, এ কি নিদারুণ দৃশ্য দেখাতে আন্‌লেন সুলতান?

আদিল। কি কর্‌লে মা! বিজয়ের অ[illegible] অবসানে, কে এ গরল ঢেলে দিলে? মা, এখনও মুখে বাক্য থাকে, শীঘ্র বল, কোন্ [illegible] এ কার্য্য করেছে।

চাঁদ। আমার বন্ধু।

(মিয়ানমঞ্জুকে লইয়া মল্লজীর প্রবেশ)

মল্লজী। এই নরাধম।

আদিল। মাতৃঘাতী শয়তান!

চাঁদ। কিছু ব'ল না—অনুরোধ রাখ—[illegible] আর জীবনে প্রয়োজন কি সুলতান? কার্য্য [illegible] আত্মহত্যা করতে পারি নি। বড় বিষাদ. [illegible] প্রায় নির্ম্মূল; মিত্র এসেছে, মৃত্যুতে শান্তি [illegible] ছেড়ে দাও—অনুরোধ, ছেড়ে দাও।

মুরাদ। আপনারা ছাড়লে আমি [illegible] কেন? পিঁজরে পুরে এই বিশ্বাসঘাতক [illegible] দ্রোহীকে আগরার পশুশালায় রক্ষা করব! পুর রাণী! বাদসার পুত্র মূরাদ আপনাকে [illegible] দিতে এসেছে।

চাঁদ। (বাহাদুরকে ধরিয়া) সম্রাট্[illegible] দারিদ্র্য বিধবার এই উপঢৌকন গ্রহণ [illegible] প্রীতির মিলনে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হ'ক

মুরাদ। তাই হবে মা। এই বালককে আমেদনগরের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভার গ্রহণ ব[illegible] বিজাপুররাণী, আপনার এ দেব[illegible] থাকবে না। আসুন সুলতান, [illegible]র মাতৃহারা সন্তানের মত আসুন আমরা [illegible] আলিঙ্গন করি।

চাঁদ। বিদায়। ঈশ্বর তোমার ই[illegible] হ'ক। (মৃত্যু)

আদিল। গেলে—তবে যাও মা! আ[illegible] বাধা দেব না। ধরণীর অত্যুজ্জল জীবনে[illegible] সানে দেবনন্দিনীদের মিলন-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ[illegible] তারা তোমার গলায় মাল্য দেবার জন্য দে[illegible] তীরে আকুল নেত্রে তোমার শুভ সম্মিলন [illegible] করছে। ধরায় তোমার অভাগা পুত্র, এব[illegible] বার অবকাশ মত স্বর্গ হ'তে দেখ মা?

যবনিকা পতন

রক্ষঃ-রমণী

(ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ

প্রস্তাবনা

এ ফুল খুঁজে নিতে হয়।
ছনিয়ার কোন্ বাগানের কোন্ কোণে সে
কোন্ সরসে ফুটে রয় ॥
এ ফুল কর্‌তে আহরণ, কত চাই নিশি জাগরণ,
কত শত যুগের জীবন ঢেলে দিতে হয়।
কত চাঁদের হাসি রাশি রাশি পড়বে গো লুটে,
তবে ফুল উঠবে গো ফুটে ;
অমনি গন্ধে ভরা মাতোয়ারা ছুটবে মলয় সুধাময় ॥

রক্ষঃ-রমণী

প্রথম অঙ্ক

—:•:—

প্রথম দৃশ্য

কুটীর

ত্র্যম্বক।

ত্র্যম্বক। মনটা ক'দিন ধ'রে কেবল হিস্‌-ফিস্‌, ইল্‌বিল্‌, তিড়বিড়, তিড়িং মিড়িং কর্‌ছে, ঘরে আর টেঁকতে চায় না। ঠাকুরদাদার মায়ার টান না থাকলে, এতক্ষণ কোন্‌ দেশে গিয়ে পড়েছিলুম আর কি!

(কেশবের প্রবেশ)

কেশব। কি ভাই এসেছ?

ত্র্যম্বক। আমায় সকালবেলা ডাকলেন কেন দাদা?

কেশব। আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে পারবে? আমি কিছুদিনের জন্য এক দূরদেশ যাবার ইচ্ছা করেছি। তুমি এই বনভূমে একমাত্র সহায় ও সঙ্গী। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

ত্র্যম্বক। কোথায় যেতে হবে?

কেশব। মালদ্বীপ।

ত্র্যম্বক। সে আবার কোথায়?

কেশব। ভারত-সাগরের মধ্যে লঙ্কা পেরিয়ে।

ত্র্যম্বক। রাক্ষসের বাড়ী ছাড়িয়ে—এত দূরে! সেখানে কেন?

কেশব। সেখানে আমার কিছু ধন সঞ্চিত আছে। এতকাল পরে আমি সে ধনের সংবাদ পেয়েছি, তাই আনতে যাব।

ত্র্যম্বক। জ্ঞান হয়ে অবধি ত আপনাকে এই-খানেই বাস কর্‌তে দেখছি, আপনার ধন মাল-দ্বীপে গিয়ে কেমন ক'রে পৌছল?

কেশব। কেমন ক'রে পৌছল, তবে বলি শোন! "কেশবদাস শ্রেষ্ঠীর" নাম শুনেছ।

ত্র্যম্বক। শুনেছি। শুধু শোনা কেন তাঁর কীর্ত্তি-কলাপ দেখ্‌ছি, তাঁর কত দেবালয়ে গিয়ে অতিথি হয়েছি, তাঁর প্রতিষ্ঠিত কত পুষ্করিণীতে গিয়ে আঁজ্‌লা ভরে জল খেয়েছি। আপনার কাছে ত কত দিন তাঁর নাম ক'রে সুখ্যাতি করেছি ঠাকুরদাদা। কেশবদাস—প্রাতঃস্মরণীয় মাহাত্মা। দাক্ষিণাত্যে তাঁকে না জানে কে?

কেশব। 'কেশবদাস' সম্বন্ধে কি কখন কিছু শুনেছ?

ত্র্যম্বক। শুনেছি, কেশবদাস সুরাটবন্দরের এক জন শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁর তুল্য ধনী দাক্ষিণাত্যে আর কেউ ছিল না। কিন্তু শুনেছি, তিনি সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে বিবাগী হয়ে কোথায় গেছেন। এখন ম'রে গেছেন কি বেঁচে আছেন, তা জানি না।

কেশব। বেঁচে আছেন, বেঁচে ভূত হ'য়ে আছেন। আর ভায়া তোমার সুমুখেই দাঁড়িয়ে আছেন!

ত্র্যম্বক। য়্যাঁ!

কেশব। বিস্মিত হয়ো না ভাই, আমিই সেই হতভাগ্য কেশবদাস। একদিনে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে, ছদ্মবেশে এই বনদেশে ষোলবৎসর ধ'রে বাস করেছি।

ত্র্যম্বক। আপনিই কেশবদাস? আমি এত-কাল দেখে শুনে কিছু বুঝ্‌তে পারি নি! মা সর্ব্বাণী তবে কি ভিখারীর মেয়ে নয়, কুবের-দুহিতা।

কেশব। এই ষোলবৎসর পরে আবার আমি ধনের সংবাদ পেয়েছি। ভারত-মহাসাগরে ঝড়ে আমার তিন খানা জাহাজ এক সময়ে জলমগ্ন হয়। এখন শুনছি, তার ভেতর থেকে একখানা মালদ্বীপের চড়ায় গিয়ে লেগেছিল। সেখানকার রাজা জাহাজের ভেতরের সমস্ত সম্পত্তি নিজের কাছে গচ্ছিত রেখে অধিকারীর

ান কচ্ছিলেন। আমি ছদ্মবেশে সুরাটবন্দর গ করেছিলেম ব'লে ষোল বৎসরের মধ্যে উ আমাকে সংবাদ দিতে পারে নি। এত দিন । কোন পূর্ব্ব বন্ধু আমাকে সংবাদ দিয়েছেন।

ত্র্যম্বক। বেশ! কবে যাত্রা ক'ত্তে হবে?

কেশব। শুভস্য শীঘ্রং। চল আজই যাত্রা র। শুনলুম মালদ্বীপ থেকে জাহাজ সুরাট-রে এসেছে। এ বারে উঠতে না পারলে আর ৳ বৎসরের মধ্যে সেখানে যেতে পারব না।

ত্র্যম্বক। বেশ আমি তল্পি আনতে চল্লেম। পনি প্রস্তুত হ'ন।

[প্রস্থান।

কেশব। কি আশ্চর্য্য! এক যুগ চ'লে গেল, রিদ্র্যে এমন অভ্যস্ত হ'য়ে গেলুম, মেয়েকে রদ্রের অবস্থার যোগ্য ক'রে, এমন সুশিক্ষিতা রলুম, এখন এই বয়সে, আবার কি না ঐশ্বর্য্যের লোভন? মনে করেছিলুম, এতদিনের কঠোর-য়, এতদিনের অভ্যাসে আমার ভোগ-লালসা মস্তই নির্ব্বাপিত হয়েছে। কিন্তু এখন দেখছি া ত নয়; সমস্ত প্রবৃত্তি এতকাল হৃদয়মাঝে ন্দ্রিত ছিল। এখন যেই অবকাশ পেয়েছে, মনি সকলই যেন নূতন হয়ে জেগে উঠেছে। াবার আমার ঐশ্বর্য্যভোগের ইচ্ছা—কন্যাকে রাজ-ন্দিনী দেখ্‌তে সাধ! সর্ব্বাণি!

(সর্ব্বাণীর প্রবেশ)

সর্ব্বাণী। কি বাবা?

কেশব। কি কর্‌ছ?

সর্ব্বাণী। কাল একাদশীর উপবাস ক'রে াছেন, তাই আজ সকাল সকাল আহারের উদ্‌যোগ কর্‌ছি।

কেশব। এখন আর তা কর্‌তে হবে না। উদ্‌যোগ রেখে, কি বলি তা শোন।

সর্ব্বাণী। কি বলুন।

কেশব। তুমি জান আমি কে? প্রশ্ন শুনে কিছু বিস্মিত হচ্ছ?

সর্ব্বাণী। কি বল্লেন আমি ত বুঝতে পাল্লেম না বাবা।

কেশব। না বোঝবারই কথা। তুমি ক্ষুদ্র কুঁড়েকুটীরে আমাকে আজীবন দেখ্‌ছ, সুতরাং তুমি তোমার পিতাকে দরিদ্র ভিখারী বলেই জান। কিন্তু আমি এক সময় এমন দরিদ্র ছিলুম না। আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলুম।

সর্ব্বাণী। ঐশ্বর্য্য? ঐশ্বর্য্য কি বাবা?

কেশব। সে তোমাকে কি করে বোঝাব মা? বাসের জন্য আমার মনোহর অট্টালিকা ছিল। বিহা-রের জন্য মনোরম উদ্যান ছিল। সেবার জন্য অসংখ্য দাস-দাসী ছিল, আমি সুরাট বন্দরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী। আমার নাম কেশবদাস। আমি নাম গোপন ক'রে ছদ্মবেশে এতকাল এখানে অবস্থান কর্‌ছি।

সর্ব্বাণী। সুরাট বন্দর—সে কোথায়?

কেশব। সে এখান থেকে বহুদূর, সমুদ্র-তীরবর্ত্তী এক নগর।

সর্ব্বাণী। এ আমরা তবে কোথায় আছি?

কেশব। এ এক ক্ষুদ্র নামহীন বন্য গ্রাম।

সর্ব্বাণী। সুরাটবন্দর এ স্থানের চেয়েও ভাল?

কেশব। সে না দেখলে কেমন ক'রে বুঝবে মা! তুমি ত কিছুই জান না। গ্রাম তোমার এই ক্ষুদ্র কুটীরের চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান। এরই বাইরে তুমি কখনও যাওনি। তুমি সুরাটবন্দর বুঝবে কেমন ক'রে মা?

সর্ব্বাণী। কই বাবা, এক দিনের জন্যও ত আপনি এ সব কথা আমাকে বলেন নি।

কেশব। তোমাকে শুনিয়ে তোমার সুখের জীবনে ঘা দিব কেন মা। তুমি আজন্ম দরিদ্র-কুটীরে প্রতিপালিত হয়েছ। বিশেষতঃ জন্মমুহূর্ত্তেই তুমি মাতৃহারা। আমি এ যাবৎ তোমার পিতা মাতা উভয়েরই কার্য্য ক'রে আসছি। এ রহস্য তোমার কাছে প্রকাশ করলে, পাছে তুমি মর্ম্ম-পীড়ায় পীড়িত হও, এই জন্য প্রকাশ করি নি।

সর্ব্বাণী। তবে আজ কল্লেন কেন?

কেশব। আজ এই ষোল বৎসর পরে মনে নূতন আশা জেগে উঠেছে; আমি আমার হারানো ধনের সন্ধান পেয়েছি। আমি সেই ধন আনতে বিদেশে গমন করব।

সর্ব্বাণী। কবে যাবেন?

কেশব। আজই যাব। শুনে দুঃখিত হ'চ্ছ? ভয় নাই মা, যে ক'দিন আমি এখানে অনুপস্থিত থাকব, সেই ক'দিন তোমাকে এক সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে

রেখে যাব। আমার বিশ্বাস, তাঁর কৃপায় তুমি আমার অদর্শন-ক্লেশ অনুভব কর্‌তে পারবে না।

সর্ব্বাণী। কে সে সন্ন্যাসী বাবা ?

কেশব। তিনি এক দয়াময় সন্ন্যাসী ; আমাকে তিনি বড়ই স্নেহ করেন। যখনই আমি তোমার জন্য কিংবা আমার পূর্ব্বাবস্থার জন্য চিন্তা-কাতর হ'য়ে পড়ি, তখনই তিনি স্বেচ্ছায় এখানে এসে আমাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

সর্ব্বাণী। তিনি থাকেন কোথায় ?

কেশব। কোথায় থাকেন, তা ঠিক বল্‌তে পারি না। আমার বোধ হয়, এই গ্রামসন্নিহিত কোন এক তপোবনে।

সর্ব্বাণী। তোমায় ছেড়ে আমি কেমন ক'রে থাকব ?

কেশব। নইলে ত উপায় নাই মা। তুমি কুবেরের দুহিতা, তোমাকে ভিখারিণী দেখে কেমন ক'রে মরব ?

সর্ব্বাণী। কবে আস্‌বেন ?

কেশব। তোমায় ফেলে যাচ্ছি, আস্‌বার কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ মা সর্ব্বাণী ? যত শীঘ্র পারব আসব। ভাল, কখনও কিছু চাওনি—তোমার জন্য কি আনব মা ?

সর্ব্বাণী। আমার জন্য—আমার জন্য ? কি আনবেন ?

কেশব। বল না কি আনব। তোমার কি কোন জিনিসে সাধ যায় না ?

সর্ব্বাণী। বেশ ! আমার জন্য একটি প্রফুল্ল পদ্মফুল আনবেন !

কেশব। এই—এই জিনিসে তোমার সাধ হ'ল ! ভাল তাই আনব। নাও চল, তোমাকে সেই দয়াময় সন্ন্যাসীর কাছে রেখে যাই। (যোগানন্দের প্রবেশ) এই যে নাম না করতে করতেই প্রভু এসে উপস্থিত হয়েছেন।

যোগা। কেন ভাই আমাকে স্মরণ করেছ ?

কেশব। প্রভু ! আমি কোন বিশেষ কারণে কিছুদিনের জন্য বিদেশ যাব, আপনি যদি সেই কয়দিনের জন্য আমার এই কন্যাটির ভার গ্রহণ করেন। আমার এ কুমারী কন্যা সহায়হীনা, আপনি আশ্রয় না দিলে আমি কোথাও যেতে পারি না।

যোগা। বেশ দাও।

কেশব। মা ! তা হ'লে দেবতার সঙ্গে যাও। যাক্ কন্যার জন্য একরকম নিশ্চিন্ত হলুম। (যোগানন্দ ও সর্ব্বাণীর প্রস্থান) নাও, যদি ফিরতে না পারি, গুরুর হাতে যখন দিয়ে দিলুম, তখন সে আর আশ্রয়হীন হচ্ছে না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপ্রান্ত।

যোগানন্দ।

যোগা। এতক্ষণ মাকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে সঙ্গে আনলুম। এইবার মাকে একটু ভয় দেখাতে হবে। কেশবদাস ঘরে আবদ্ধ রেখে, তাকে সংসারের কাছে অপরিচিত রেখেছে। সেটা ত ভাল নয়। তাই সকল অবস্থার জন্য তাকে একটু প্রস্তুত ক'রে নেওয়া যাক্। মহেশ্বরী !

(মহেশ্বরীর প্রবেশ)

মহে। কেন পিতা ?

যোগা। তোমার একটি সঙ্গিনী আনছি।

মহে। কোথায় পিতা ?

যোগা। ব্যস্ত হয়ো না—দেখতে পাবে। আমার প্রিয়শিষ্য কেশবদাসের কন্যা। যাও, ঘরে গিয়ে তাকে আগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাকো। [মহেশ্বরীর প্রস্থান।

(সর্ব্বাণীর প্রবেশ)

সর্ব্বাণী। এ আমায় কোথায় আনলেন প্রভু ? চারিদিকে এ কি বিভীষিকাময় ঘন বন ! আমি যে আর কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

যোগা। ভয় কি মা, তুমি আমার হাত ধর। এই অন্ধকারটুকু পার হ'লেই সুন্দর আশ্রমে উপস্থিত হবে। নাও, চল।

সর্ব্বাণী। আমার যে ভয়ে বুক কাঁপছে।

যোগা। এ যে অন্তায় ভয় সর্ব্বাণী !

সর্ব্বাণী। আপনার আশ্রম ত গ্রামপ্রান্তে ! তবে আপনি এখানে নিয়ে এলেন কেন ?

যোগা। নিয়ে এলুম কেন, একটু পরেই জানতে পারবে।

সর্ব্বাণী। না প্রভু! আমি আপনার সঙ্গে
তে পারব না।

যোগা। তুমি যেতে পারব না বললে, আমি
ামায় ছাড়ব কেন? তোমার বাপ তোমাকে
ামার হাতে সমর্পণ ক'রে গেছে।

সর্ব্বাণী। তা হ'লে আমাকে আপনার সেই
মপ্রান্তের আশ্রমে নিয়ে চলুন।

যোগা। এও কি গ্রামের মধ্যে? মা, এও
ামের প্রান্তে।

সর্ব্বাণী। এ যে গভীর বন, আমি ত জীবনে
মন স্থান কখন্ দেখি নি!

যোগা। দেখ নি, একবার দেখ। দরিদ্রের
য়ে। কখন্ কি বিপদে পড়তে হবে, তার
ক কি?

সর্ব্বাণী। আমার পিতা ঐশ্বর্য্য আন্‌তে
গয়েছেন।

যোগা। বেশ, আনলে তখন আর এস না।

সর্ব্বাণী। আপনার সে সৌম্যমূর্ত্তি আর দেখ্‌তে
াচ্ছি না কেন প্রভু?

যোগা। এই হ'চ্ছে আমার প্রকৃত মূর্ত্তি।
াকালয়ে প্রবেশ করলে, পাছে আমাকে দেখলে
াকে ভয় পায়, এইজন্য আমি সৌম্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ
রি।

সর্ব্বাণী। আমার ভয় করছে, আমার বুক
ছে।

যোগা। ভয় কি, চ'লে এস।

র্ব্বাণী। দূরে—ওই দূরে—ওকি—ও সব কি
ানক মূর্ত্তি? (চক্ষে হস্ত দিয়া উপবেশন) ওকি
ানক শব্দ? দোহাই প্রভু! আমায় পরিত্যাগ
। আর একটু অগ্রসর হ'লে আমি বাঁচবো

যোগা। ভয় নেই, ওরা আমার পরিচারক।
তুমি বৃথা ভয় করছ কেন?

র্ব্বাণী। না প্রভু, আমায় পরিত্যাগ করুন।

াগা। তোমায় কেমন ক'রে পরিত্যাগ
? তোমার পিতা আমার ওপর তোমার ভার
গেছেন।

র্ব্বাণী। পিতা এলে আমি তাঁকে ব'লব, আমি
ার সঙ্গে যেতে চাই নি।

াগা। তোমাকে রক্ষা করবে কে?

সর্ব্বাণী। আমি নিজেই আপনাকে রক্ষা
করবো।

যোগা। পারবে?

সর্ব্বাণী। পারব।

যোগা। পারবে?

সর্ব্বাণী। পারব।

যোগা। পারবে?

সর্ব্বাণী। পারব।

যোগা। বেশ, তবে এস।

সর্ব্বাণী। না, আমি আর আপনার সঙ্গে
যাব না।

[যোগানন্দের প্রস্থান।

(জনৈকা বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। কে মা তুমি এই বনের ধারে একলা
দাঁড়িয়ে আছ?

সর্ব্বাণী। তুমি কে মা?

বৃদ্ধা। তুমি আগে বল, তারপর সব বলছি।

সর্ব্বাণী। (মুখ তুলিয়া) আঃ! হ্যাঁ মা তিনি
চ'লে গেছেন?

বৃদ্ধা। কে মা?

সর্ব্বাণী। কে বলতে পারছি না। আমার বড়
পিপাসা।

বৃদ্ধা। সুমুখে সুন্দর সরোবর! তার সুস্বাদু
জল দেবতারা পান করেন। তুমিও পান কর।

সর্ব্বাণী। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ)

বৃদ্ধা। কি দেখছ? কথা ক'চ্ছ না কেন, কি
দেখছ? পিপাসা পেয়েছে বললে, জল পান কর।

সর্ব্বাণী। এ্যা! সে বন কোথায়?

বৃদ্ধা। এখানে বন কোথায় মা? এ যে
আমার আশ্রম। ওই দেখ দূরে আমার আশ্রম-
কুটীর।

সর্ব্বাণী। তিনি কোথায়।

বৃদ্ধা। তিনি কে? আমার কেউ তিনি
ফিনি নেই। এক জন ছিল, তা দুশো বছর আগে
তার মাথা খেয়েছি।

সর্ব্বাণী। তা হ'লে তিনি নেই?

বৃদ্ধা। তিনি থাকবে না কেন—এখনও আমার
ঢের তিনি আছে, তবে আসল তিনি অনেক কাল
হ'ল মারা পড়েছেন—নাও জল খাবে?

সর্ব্বাণী। এঁ্যা—জল—জল?

বৃদ্ধা। হাঁ জল—তা এই সরোবরের খাবে, না আশ্রমের খাবে?

সর্ব্বাণী। আমাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে পার মা?

বৃদ্ধা। কোথায় তোমার বাড়ী?

সর্ব্বাণী। তা ত জানি না।

বৃদ্ধা। তা হ'লে কোথায় তোমায় আমি নিয়ে যাব?

সর্ব্বাণী। তা হ'লে কি হবে মা?

বৃদ্ধা। এই বায়েই ত মুস্কিল করলে। এত বড় মেয়ে হ'লে, গ্রামের নাম জান না!

সর্ব্বাণী। আমি ঘর ছেড়ে ত বেশী দূরে যাই নি। বেশী লোক দেখি নি। গ্রাম যে কি, তাই আগে জানতুম না, তা নাম জানব কেমন ক'রে?

বৃদ্ধা। বাড়ীতে তোমার কে আছে?

সর্ব্বাণী। মা আমাকে প্রসব ক'রেই প্রাণত্যাগ করেছেন।

বৃদ্ধা। তা হ'লে ত তুমি বড় দুঃখী!

সর্ব্বাণী। মা! আমি বড় দুঃখী!

বৃদ্ধা। তোমার বাপ আছে?

সর্ব্বাণী। আছেন, কিন্তু তিনি ঐশ্বর্য্য আনতে কোন্ দেশে গেছেন।

বৃদ্ধা। তা হ'লে, তুমি এই সমর্থ মেয়ে, তুমি একা বাড়ীতে কেমন ক'রে থাকবে?

সর্ব্বাণী। তা হ'লে কি করব মা?

বৃদ্ধা। যতদিন তোমার বাপ না ফেরেন, ততদিন তুমি আমার আশ্রমে থাক।

সর্ব্বাণী। আমার বাড়ী?

বৃদ্ধা। এই যে আমি খুঁজতে যাচ্ছি। যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ তুমি আমার কুটীরে যাও।

সর্ব্বাণী। সেখানে কে আছে?

বৃদ্ধা। সঙ্গীর কথা বলছ? সঙ্গী ঢের আছে। গেলেই দেখতে পাবে।

সর্ব্বাণী। না, তুমি আমার ঘরে যাবার পথ ব'লে দাও!

বৃদ্ধা। (উচ্চহাস্যে) পথ ব'লে দেব—পথ ব'লে দেব—এই যে দিচ্ছি—দাঁড়াও না। হি হি হি হি (বিভীষিকা প্রদর্শন)

সর্ব্বাণী। পিতা—পিতা! কোথায় তুমি? আমাকে কার হাতে সমর্পণ ক'রে চ'লে গেলে? কোথায় আছ এসো—আমি বড়ই বিপন্না, আমাকে রক্ষা কর। (চোখে হস্ত দিয়া ক্রন্দন)

[বৃদ্ধার প্রস্থান।

(মহেশ্বরী ও সখীগণের প্রবেশ)

মহে। বোন্‌টি আমার ওঠ। বেলা হয়েছে ওঠ।

সর্ব্বাণী। এঁ্যা এঁ্যা! কে তুমি?

মহে। চেয়ে দেখ, আমি তোমার বড় বোন্‌টি। ঘাড় হেঁট ক'রে আছ কেন? কারে ভয়? তুমি এখানকার রাণী, তোমার ভয় কি?

সর্ব্বাণী। (চক্ষু মেলিয়া) আহা! কে তুমি?

মহে। এই যে বললুম, বোনটি। ঐ অদূরে আমার ঘর, আমার কেন তোমারই ঘর। তুমি সেখানকার রাণী, এরা তোমার ফুল-সখী। যাও সখীরে তোমাদের রাণীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও।

সখীগণ—

গীত।

তোমায় কেমন ক'রে রাখি।
তুমি নীলাকাশের কুসুম বিকাশ তরল কর
হাতে ধ'রে নিয়ে যেতে পাছে যাও ঝ'রে।
ননীর গায়ে হাত দিতে তাই প্রাণ কেমন করে
ভয়ে ভয়ে কাছে এসো, হিয়ায় রাখি ঢাকি,
বুকে ব'সো বুকের নিধি ধীরে ধীরে দেখি॥

[সকলের প্রস্থান।

(যোগানন্দের প্রবেশ)

যোগা। কি মা সর্ব্বাণীকে আশ্রমে পাঠালে?

মহে। পিতা! আপনি ত করুণার সাগর। তবে কেন ঐ ক্ষুদ্র বালিকাকে এত ভয় দেখালেন, অমন কষ্ট দিলেন?

যোগা। ভগবানও ত করুণাময়! কিন্তু তাঁর করুণা জীব-কর্ত্তৃক অনেক সময় কি কঠোর অনুভূত হয় না?

মহে। সর্ব্বাণীর প্রতি এই যে আচরণ, এও কি সেই করুণার অংশ?

যোগা। এখনও বালিকার প্রতি এরূপ আচরণের শেষ হয় নি। এখনও পর্য্যন্ত সে যদি আত্মরক্ষায়

সমর্থ না হয়, তা হ'লে তৎপ্রতি আরও কঠোরতা প্রদর্শন করতে হবে। তোমাকেও আমি শিখিয়ে রাখছি, তুমিও যেন সব সময়ে তাকে আদর দেখিও না।

মহে। কেন, সেটা দয়া ক'রে কন্যাকে কি বুঝিয়ে দিবেন না?

যোগা। সর্ব্বাণী আজও পর্য্যন্ত যুবা পুরুষের মুখ দর্শন করে নি। যাদের বাল্যকাল থেকে সে দেখে আসছে, তাদের মধ্যে কেউ বৃদ্ধ—কেহ গুরু-স্থানীয়। সুতরাং ঐ অনিন্দ্যসুন্দরীর মুখ দেখে যদি কোন যুবকের মন বিচলিত হয়, তা হ'লে তার আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ-নয়ন ঐ বালিকার মনেও যে চাঞ্চল্য উপস্থিত করতে না পারে, তা কে বলতে পারে? তা হ'লেই ত সব বুঝতে পেরেছ মা।

মহে। তা যদি হয়, তা হ'লে ত বড়ই সমস্যার কথা!

যোগা। যুবক-যুবতীর প্রথম দর্শন সংসারে কত যে বিষময় ফল উৎপন্ন করেছে, তার কি না সংখ্যা আছে? আর জান ত মা, প্রথম দর্শনে টলা মন দেবতাতেও সুস্থির করতে পারেন না। সুপাত্র মেলা বড়ই দুর্ঘট। গুণবান স্বামী রমণী বহুজন্মের পুণ্যফলে প্রাপ্ত হয়। সে ত সব সময়ে আপনা-আপনি আসে না। তাঁকে চেষ্টা ক'রে খুঁজে আনতে হয়। সর্ব্বাণীর এখন বহু যুবকের সঙ্গে কথা-সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা। যদি বালিকা দুর্ভাগ্যবসে কোন অপাত্রে হৃদয় দান ক'রে ফেলে, তা হ'লে তার চেয়ে দুঃখের কথা আর নাই। সেই জন্য বালিকার প্রাণে আমি এতই ভীতির সঞ্চার করেছি যে, এখন কিছুকালের জন্য তার হৃদয়ে প্রেম প্রবেশ করতে পারবে না। এই সময়ের মধ্যে আমার সৎশিক্ষায় সর্ব্বাণীর অনেকটা সংসারজ্ঞান লাভ সম্ভব।

মহে। বুঝেছি। তা হ'লে ত দেখছি, তাকে দণ্ডও ছেড়ে থাকা চ'লেবে না।

যোগা। কিছুতেই না। সর্ব্বদা তার ওপর সতর্ক প্রহরীর কার্য্য করতে হবে। দেখো যেন কোন যুবক তার আশ্রমে প্রবেশ করতে না পায়। মা, তার বাপ আমাকে আত্মসমর্পণ করেছে।

মহে। যথা আজ্ঞা, আমি এখান চল্লুম।

[প্রস্থান।

(শৈলেশ্বর ও গোবিন্দের প্রবেশ)

শৈলে। পিপাসায় প্রাণ যায় যে সখা!

গোবিন্দ। রাজকুমার ধৈর্য্য ধরুন, অত কাতর হ'লে ত পিপাসা নিবৃত্ত হবে না। বরং জল জল ক'রে যতই ছুটবেন, ততই পিপাসায় আরও অস্থির হয়ে পড়বেন। একটু স্থির হয়ে অন্বেষণ করুন। অদূরে যেন কোন আশ্রমের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

শৈলে। কি অশুভক্ষণেই এ দেশে মৃগয়া করতে এসেছিলেম! এক মায়ামৃগের সন্ধানে ছুটে এই বন-ভুমে পিপাসায় আমাকে মরতে হ'ল! জল—জল—

গোবিন্দ। অস্থির হবেন না রাজকুমার—অস্থির হবেন না। এই যে—এই যে! কে আপনি প্রভু?

(যোগানন্দের প্রবেশ)

যোগা। আমি এক জন ভিখারী।

গোবিন্দ। দয়া ক'রে এক জন তৃষ্ণার্ত্তের জীবন-রক্ষা করুন। কোথায় জল আছে ব'লে দিন।

যোগা। কে আপনারা?

শৈলে। প্রাণ নিয়ে কাতর—ভিখারী হ'তেও অধম—জল—জল—আমার অন্য পরিচয় নাই। ভিখারী! আমায় জল ভিক্ষা দাও।

যোগা। এই অদূরে আমার কুটীর। এই পথ ধ'রে যান, আমার কন্যা গৃহে আছে, তার কাছে যান।

শৈলে। জীবন রাখ ভিখারী, জীবন রাখ। বহু পুরস্কার দেব ভিখারী, বহু পুরস্কার দেব।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

উদ্যান।

সর্ব্বাণী।— গীত।

প্রাণ যে কাঁদিতে চায়, কেমনে বোঝাব তায়,—
কেমনে হৃদয় রাখি ধ'রে।
বলিলে শুনে না কথা, ওগো বুকে বড় ব্যথা,
সে অভাবে আকুল নিজ মরে॥

কাঁদিতে জনম নিছি, হাসিতে যে ভুলে গেছি,
নিতুই তরঙ্গ হৃদিসরে ॥
ভাঙ্গিল মরম দ্বার, চারিদিকে অন্ধকার,
আমি না আমার আর কে রাখে আমারে ॥

(মহেশ্বরীর প্রবেশ)

মহে। কি করলে, কি করলে বোন্—আমার সর্ব্বনাশ করলে!

সর্ব্বাণী। এঁ্যা! কি করলুম! আমি কি সর্ব্বনাশ করলুম?

মহে। কি করলে—দেখ—চারিদিকে চেয়ে দেখ—আমার ফুলগাছগুলি সব মেরে ফেল্‌লে? আমার এ নন্দন কানন মরুভূমি করলে।

সর্ব্বাণী। তাই ত, এ কি হ'ল? এই সাজান বাগান শুখিয়ে গেল কেন? এ সব ফুলগাছ গুলিকে কে মেরে ফেল্‌লে?

মহে। তুমি, আবার কে? তোমাকে আমি আশ্রমে এনে কি না সর্ব্বনাশ করলুম!

সর্ব্বাণী। আমি! আমি কেমন ক'রে মারলুম দিদি?

মহে। শোকের গান গেয়ে মেরে ফেললে। আমার বুকে শেল নিক্ষেপ করলে! আমার এ আনন্দ-কানন। আনন্দময়ী আকাশ-গঙ্গার প্রবাহে ভেসে এসে আমার এই সমস্ত প্রিয় তরুলতা এখানে এসে আশ্রয় পেয়েছে। নিত্য আনন্দ-সুধা পান ক'রে তারা প্রফুল্ল। সামান্য তৃণগাছটি পর্য্যন্ত আনন্দ—কেবল আনন্দ—সকালে সন্ধ্যায়, দিবায় নিশায়, কেবল আনন্দ পান ক'রে বেঁচে আছে—তাঁদের তুমি কি না শোক-সন্তপ্ত ক'রে মেরে ফেল্‌লে! আমার এতদিনের সহচরী, অকালে শোকবিদলিত হয়ে কিনা ম'রে গেল!

সর্ব্বাণী। তা হ'লে আমি কি করলুম! আর কি তারা বাঁচবে না?

মহে। বাঁচে, এখনও বাঁচে—যদি তুমি আনন্দ সঙ্গীতে এই কাননভূমি পূর্ণ করতে পার, তা হ'লে এখনও বাঁচে। বিলম্ব করলে কিন্তু আর বাঁচবে না।

সর্ব্বাণী। আনন্দ? আনন্দ কেমন ক'রে, করব? প্রাণে আমার বড় যাতনা। মনে আমার বিষম ভর, আমি কেমন ক'রে আনন্দ করব দিদি?

মহে। তা আমি কেমন ক'রে জানব? যদি আমার গাছগুলি পুনরুজ্জীবিত করতে চাও, তা হ'লে যেমন ক'রে পার, আনন্দ কর। আমার কথা শোন, আমার অনেক যত্নের রচিত উদ্যান। যদি তোমা হ'তে এ বাগান মরুভূমে পরিণত হয়, তা হ'লে আমি আর আসব না। আমি এখন চল্লুম। সন্ধ্যায় আর একবার ফিরব। তখনও যদি বাগানের এই অবস্থাই দেখি, তা হ'লে আর আসব না।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে শৈলেশ্বর ও গোবিন্দ)

শৈলে। জল—জল—জল—পিপাসায় প্রাণ যায়। জল—

গোবিন্দ। সুন্দরি! যদি জল নিকটে থাকে শীঘ্র দাও।

শৈলে। তৃষ্ণায় প্রাণ যায়। জীবন রক্ষা কর—সুন্দরী জীবন রক্ষা কর।

সর্ব্বাণী। এঁ্যা—জল! কে চাইলে—কে কথা কইলে? তরু! তুমি? লতা! তুমি? তোমাদের আমি তৃষ্ণার্ত্ত ক'রে, মেরে ফেললুম! আনন্দ! এস আনন্দ। কোথা আছ—এস, এসে আমার হৃদয় পূর্ণ কর। আনন্দ! আনন্দ!

[প্রস্থান।

উভয়ে। জল—জল।

(শৈলেশ্বর ও গোবিন্দের প্রবেশ)

শৈলে। আনন্দ! আনন্দ! তৃষ্ণায় কণ্ঠাগত প্রাণ আমি। এককোঁটা জলের কাঙ্গালী আমি—নিষ্ঠুরে! শুনে তোমার আনন্দ! ফিরে চেয়ে দেখ্‌লে না। আর কেন সখা ঘরে যাও, আমার জীবন শেষ। [শয়ন।

গোবিন্দ। কি হ'ল! রাজকুমার! রাজকুমার! জল—জল—ঐ জল। আমার স্কন্ধে ভর দাও। ঐ দূরে অপূর্ব্ব সরোবর—ঐ দেখুন প্রস্ফুটিত কুমুদ-কহ্লার—ঐ দেখুন নীলজলে সঞ্চরমান শ্বেত শতদলের ন্যায় লীলামুখর রাজহংস, আসুন রাজ-কুমার—উঠুন রাজকুমার! মুহূর্ত্তের জন্য সবলে জীবন ধারণ ক'রে উঠে আসুন।

শৈলে। মরীচিকা—মরীচিকা!

গোবিন্দ। রাজকুমার! রাজকুমার! তাই ত কি হ'ল! রাজকুমার! অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হ'য়েও শেষে কিনা আপনাকে এক বিজনবনে সামান্ত একফোঁটা জলের জন্ত প্রাণ দিতে হ'ল! হা ভগবান্! কি করলে? রাজকুমারের আজ এ কি পরিণাম! রাক্ষসি! পিশাচি! তৃষ্ণার্ত্তকে এক ফোঁটা জল দিতেও তুই কৃপণতা করলি! রাজকুমার —রাজকুমার! জল—সম্মুখে জল—আমি এখনি আনছি।

[প্রস্থান।

(জলপাত্র হস্তে মহেশ্বরীর প্রবেশ, শুশ্রূষাকরণ ও প্রস্থান)

শৈলে। আ! কি সুন্দর সুখময় স্বপ্ন! কি দিগ্‌ব্যাপিনী কাঞ্চন-বরণী উষা! আর ও কি? সেই উষা-হৃদয়ে আরোহণ ক'রে খণ্ড-জলদপুষ্প মালা হাতে ধ'রে কে তুমি চারুনেত্রে? কার আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছ?

[প্রস্থান।

সর্ব্বাণী। (প্রবেশ) জাগ্‌ছে, জাগ্‌ছে, এই যে সব জাগ্‌ছে, এই আনন্দ! এই আনন্দে তোমরা জীবন পাও! এই আনন্দের অভাবে তোমরা শুকিয়ে যাও! আহা! নিরানন্দ হ'য়ে, তবে ত তোমাদের আমি বড়ই কষ্ট দিয়েছি। আর নিরানন্দ হব না, আর তোমাদের কোমল প্রাণে আঘাত দেব না। জাগো—আবার জাগো প্রকৃতি সুন্দরী; আবার জাগো সহচরী!

সর্ব্বাণী। গীত।

তোল মুখখানি জাগো ফুলরাণী,
মধুর বিলাস রঙ্গে।
জাগো তরুসাথে তরুবিলাসিনী,
জড়াও প্রাণেশ অঙ্গে॥
তরুশিরে জেগে, নব অনুরাগে,
ধর লো বিহগী গান;
পর-দেশ হ'তে মলয়-মারুত,—
এসো দ্রুত ঢাল প্রাণ॥
জাগহ তরঙ্গ মৃদু দুলে, ভাস লো মরালী প্রাণ খুলে;
কমলিনী জাগো সঙ্গে!
ধর দলে শত, অলিকুল চুম্বিত, নব জাগরিত ভৃঙ্গে॥

(শৈলেশ্বর ও গোবিন্দের প্রবেশ)

শৈল। প্রাণ বাঁচল, কিন্তু কে বাঁচালে তাও জানি না। রমণী যদি এত হৃদয়হীনা—সম্মুখে পিপাসিত মৃতপ্রায় অতিথিকে পরিত্যাগ ক'রে, আনন্দ করতে করতে চ'লে যেতে পারে, তবে এ সংসারে থেকে লাভ কি?

গোবিন্দ। সকলেই কি সেই পাপিষ্ঠার মত হৃদয়-হীনা—ভিখারীর মেয়ে আজীবন পরের কাছে চেয়ে নিজেই পুষ্ট হয়েছে, সে কাউকেও কিছু প্রাণ ধ'রে দিতে পারবে কেন?

শৈলে। কিন্তু রাজপুত্র আমি, আমার সম্মুখে এই অতিথি-প্রত্যাখ্যানরূপ গুরু অপরাধ,—তার শাস্তি না দিলে যে, আমি দেবতার চক্ষে অপরাধী হব।

গোবিন্দ। আর কাজ নেই। ক্ষুদ্র জ্ঞানহীনা নারী—ক্ষমা করুন রাজকুমার!

শৈলে। না সখা, সে ক্ষমার অযোগ্যা। এই আশ্রমে কোথায় আছে সন্ধান কর, আমি তার দণ্ডবিধান করব।

গোবিন্দ। আপনি তার আশ্রমে অতিথি।

শৈলে। অতিথি? কিসের অতিথি? গৃহস্থের কার্য্যই যখন সে করলে না, তখন আমি অতিথির সম্বন্ধ স্বীকার করতে যাব কেন? তুমি তার সন্ধান কর—এই যে—এই যে—তবে রে হৃদয়-হীনা পিশাচী—

(পশ্চাত হইতে কেশাকর্ষণ ও অস্ত্র উত্তোলন)

সর্ব্বাণী। ওগো! কে আছ রক্ষা কর—রক্ষা কর—রক্ষা কর—

গোবিন্দ। হত্যা করবেন না। দোহাই রাজ-কুমার, নারীহত্যা করবেন না।

শৈল। । এ্যা! এ কি! এ কি! পৌর্ণমাসী কৌমুদীর সকল শুভ্রকান্তিধারিণী, রূপভারনমিতাঙ্গী একি সুন্দরী!—সখা—সখা! এ আমি কি করলুম?

গোবিন্দ। তাই ত রাজকুমার, এ কি অপূর্ব্ব রূপ! (মূর্চ্ছিতা সর্ব্বাণীকে ভূমিতলে রক্ষা) কি করলেন - কি করলেন?

(যোগানন্দের প্রবেশ)

যোগা। পুরস্কার—যথেষ্ট পুরস্কার! আমার

অতিথিসৎকারের ফল—রাজপুত্র! নন্দিনীরূপে কুলবধূর। সাগরদ্বীপের রাজকুমার—রাক্ষস রাবণের সঙ্গে তোমার আর প্রভেদ কি? সে-ও অতিথিবেশধারী সীতার কেশকর্ষণ করেছিল, তুমিও তাই করলে। সে যেমন নিধনপ্রাপ্ত হয়েছিল, তুমি কি এ দুষ্কর্মের সামান্য মাত্রও ফলভোগ করবে না? বুঝেছি, বৃদ্ধ ভিখারী তোমার কি করতে পারে, এই ভেবে তুমি এই পাশবিক অত্যাচারে সাহস করেছ।

শৈল। দেবতা ক্ষমা করুন—আমি না জেনে মোহাবৃত হয়ে এই কার্য্য করেছি।

গোবিন্দ। অজ্ঞানকৃত অপরাধ—ক্ষমা করুন।

যোগী। সর্ব্বাণি! মা!

সর্ব্বাণী। কেও পিতা!

যোগী। পশ্চাতে নিরীক্ষণ ক'র না। উঠে এই মুহূর্ত্তেই অবনত মস্তকে স্থানত্যাগ কর।

[সর্ব্বাণীর প্রস্থান।

যোগী। শোন রাজকুমার! মানুষ হ'য়ে যেমন তুমি রাক্ষসের ন্যায় আচরণ করলে, আমার সরলা পবিত্রা নন্দিনীর কেশাকর্ষণ ক'রে রাবণের ন্যায় অতিথির মর্য্যাদা নষ্ট করলে, তেমনি তুমি অবিলম্বে রাক্ষসমূর্ত্তি পরিগ্রহ কর। আর তোমার সঙ্গে তোমার রাজ্যও রাক্ষসপুরীতে পরিণত হোক। তোমার আত্মীয় বন্ধু প্রজা সকলে মনুষ্যত্বহীন জীবন নিয়ে তোমার পাপের ফল ভোগ করুক। মহেশ্বরি!

(মহেশ্বরীর প্রবেশ)

মহে। এ কি করলেন পিতা?

যোগী। যাও মা! এই মোহান্ধ হৃদয়হীন অভাগ্যকে তার দেশে নিয়ে যাও।

মহে। প্রভু! আমি এই যুবকের হ'য়ে আপনার করুণা ভিক্ষা করি। বলুন পিতা! দয়া ক'রে বলুন, কেমন ক'রে রাজপুত্র এ ভীষণ শাপ থেকে উদ্ধার পায়?

যোগী। উদ্ধার? বড়ই কঠিন। তবে যদি কোন করুণাময়ী কুমারী এই ভীষণ মূর্ত্তি দেখেও রাজপুত্রকে স্বেচ্ছায় আত্মদান করে, তা হ'লে এ যুবক উদ্ধার পেতে পারে।

মহে। এস রাজকুমার সঙ্গে এস।

[মহেশ্বরী ও শৈলেশ্বরের প্রস্থান।

যোগী। এস যুবক, তুমি আমার সঙ্গে এস এই অত্যাচারিতা বালিকার পিতা, কোনও কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গিয়েছে। সে ব্যক্তি যত দিন না ফেরে, ততদিন এই বালিকার অভিভাবক স্বরূপ হয়ে তার ভার গ্রহণ কর।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

সমুদ্রতীরস্থ স্থান।

ত্র্যম্বক। গীত।

কত মনে জাগে বাসনা।
ও মন ধরতে তোমায়, দিন চ'লে যায়,
তবু ধরা হ'ল না॥
কথায় বলি তুমি আমার মন,
আমি তোমার দাদার দাদা তুমি যাদুধন
তবে দড়ি দিয়ে নাকে, কেন দাদা ধরণী পাকে,
ঘোরাও আমায় যখন তখন মায়া রাখো না।
একটু নরম গোছের দাও হে টান,
নাক ছেড়ে ভাই ধর কান,
নইলে মোহের ঘোরে দিন যে গেল
বুদ্ধি ঘটে এল না॥

(কেশবদাস ও ত্র্যম্বক।)

কেশব। ভাই ত্র্যম্বক! তোমার ঋণ আমি এ জন্মে পরিশোধ করতে পারব না। পূর্ব্বজন্মে তুমি আমার কোন পরমাত্মীয় ছিলে, আমার সম্পদ-সময়েও তোমার ন্যায় সখার দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। বৃদ্ধ ব'লে দয়া ক'রে তাকে যে বিপদ-আপদে রক্ষা ক'রে আসছ, এরূপ মহৎ-কার্য্যের প্রতিদান আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। বৃদ্ধ আমি, তোমাকে কেবল আশীর্ব্বাদ করতে পারি, যে সুখে যে আনন্দময় জীবন নিয়ে তুমি অবস্থান করছ, একদিনের জন্যও যেন সে সুখ ও সে আনন্দ হ'তে তুমি বঞ্চিত না হও।

ত্র্যম্বক। বস্! তা হ'লেই আমার ঋণ আয়-সুদ সমস্ত পরিশোধ হয়ে গেল। উল্‌টে বরং

কিঞ্চিৎ ঘাড়ে চেপেছে। আমি গরীব, এ ঋণ কেমন ক'রে পরিশোধ করি ঠাকুরদাদা? আপনার ন্যায় বৃদ্ধ সাধুর আশীর্ব্বাদে কি না হ'তে পারে? যাক, এখন এক কাজ করুন, কিছুক্ষণের জন্ত শিলাতলে বসুন, আমি নিকটে কোন ...রের অনুসন্ধান করি।

...শব। বড় অসময়ে আমরা এ দ্বীপে উপস্থিত ...। জাহাজের লোকে গভীর রাত্রে আমা... এখানে নাবিয়ে দিয়ে গেছে। এখন এ বিদেশে কোথায় কার সন্ধান করবে ভাই?

ত্র্যম্বক। তবে কি সমস্ত রাত এই সমুদ্রতীরে ব'সে রাত্রিযাপন করব? আসল কথা বলতে কি দাদা, সমুদ্রের দিকে চাইতে আমার প্রবৃত্তি নাই। তিন দিন জাহাজে কেবল একক্রমে বমি করেছি। এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত পেটে রাখতে পারি নি। এখন কেবল দুই চারটা ক্ষীণ নাড়ী পেটের মধ্যে অবশিষ্ট আছে। সমুদ্র দিকে চাইলে ... বারে সেই ক'টি উঠে যাবে।

কেশব। তা হ'লে তুমি একটু অপেক্ষা কর না—আমি একবার খুঁজে আসি, জাহাজে চড়া আমার চিরকাল অভ্যাস ছিল, আমার কোন ... হয় নি। বরং এ তিন দিন জাহাজে আমি ...ই সুস্থ ছিলাম। আমি বলি তুমি একটু ...পেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই একবার চেষ্টা ক'রে ...সি, দেখি কোন স্থান মিলে কি না।

ত্র্যম্বক। না দাদা! এ অপরিচিত দেশে ...মি আপনাকে একলা ছেড়ে দিতে পারি না। আপনি বসুন, আমি খুঁজে আসি।

কেশব। না হে ভায়া, তুমি বুঝতে পাচ্ছ ... জাহাজে চড়ার মর্ম্ম তুমি কিছুই জান না। ...াজে ছিলে জল পর্য্যন্ত তোমার উদরে স্থান ... নি, এখন নেবেছ অল্পক্ষণের মধ্যে তুমি ...ন ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে পড়বে যে চোখে-কানে ... আর কিছুই দেখতে পাবে না। এক পা-ও ... তোমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমি ... তাই যেতে চাচ্ছি। ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা ...র অভ্যাস আছে, কিন্তু তোমার নেই। তাই ..., আমার কথার প্রতিবাদ ক'র না।

ত্র্যম্বক। যে আজ্ঞা! আমার পা টলছে, আমি এই পাথরটার ওপর কিছুক্ষণ বসি, আপনি সন্ধান ক'রে আসুন। কিন্তু বেশী দূর যাবেন না। সন্ধান না পান, অমনি অমনি ফিরে আসবেন।

[কেশবের প্রস্থান।

ত্র্যম্বক। (উপবেশন) তিন দিন পেটে অন্ন-জল যায় নি। দাদা বললেন, এই বারে তিন মাসের ক্ষিধে এসে আমার ঘাড়ে চাপবে। আ—হরি! তা কি আর আসতে পারে? সেই পঞ্চাশৎ অন্নব্যঞ্জনঘাতিনী ক্ষুধা! তিনি কি আর আমার উদরমধ্যে প্রবেশ করবেন? হয় ত করবেন, দাদা কি আর মিথ্যা কথা বললেন! দরকার কি—দাদা বৃদ্ধ সাধু, তাঁর মিথ্যা বলবার দরকার কি? তা হ'লে ক্ষুধা আমার উদরে অবশ্যই আগমন করবেন। আগমন করবেন কি, বোধ হয় যেন করছেন। বোধ হয় কেন, নিশ্চয় করছেন। পেটের ভেতর নানা জাতীয় শব্দ হচ্ছে। তিন দিন কেন, যেন তিন মাসের ক্ষিধে চার দিক থেকে এসে আমার অসহায় দুর্ব্বল উদরটিকে আক্রমণ করতে আসছে। সর্ব্বনাশ! তা হ'লে উপায়? এখানে ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় হবে না, দাদার সঙ্গে যাই। তাই ত, তাই ত, এ যে প্রবল ক্ষুধা! ওরে বাবা এ হ'ল কি? চোখে-কানে যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হাত-পা যে অবসন্ন হয়ে এল! দাদা, দাদা, ও ঠাকুরদা, কথা বেরোয় না, ঠোঁট পর্য্যন্ত এসে বেরোয় না—এঁ্যা—এ কি হ'ল? গা যে ঢ'লে পড়ল, চোখ যে বুজে এল! ও বাবা, এ রাজ্যে কে কোথায় আছ, দয়া ক'রে কিছু গালে দিয়ে যাও। হে বাবা মালদ্বীপ! তোমার এখানে অতিথি এসে না খেয়ে ম'লে তোমার যে পাপ হবে বাবা! ম'লে তোমাকে ক্ষিধের হাহা ক'রে মরতে হবে, দোহাই বাবা! কিছু খেতে দাও। আ—মালদ্বীপ! বাপরে আমার! (শিলাতলে চিৎ হইয়া শয়ন)

(যমুনার প্রবেশ ও ফলদান এবং শুশ্রূষাকরণ)

[ত্র্যম্বক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ত্র্যম্বক। (উপবেশন ও উদরাদি পরীক্ষা।) ও বাবা! ক্ষিধে এলই বা কিসে—গেলই বা কিসে? চারিদিকে আহারের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি! এই যে মেওয়া ফলের ছড়াছড়ি! কি হ'ল, কে দিলে—তৃপ্তির সহিত আহার—কে যোগালে?

মালদ্বীপ ব'লে ডাকলুম, আর সত্যি সত্যি মালদ্বীপ এসে খোরাক দিয়ে গেল নাকি? বা—বা! অন্যমনস্কে কি চমৎকার তাম্বুল চর্ব্বণ করছি। বস্। তা হ'লে স্থির হ'ল আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি। বাবা দ্বীপ! সবই যদি করলে—তা হ'লে—দয়া ক'রে—একটি ফুরসি ক'রে এক কলকে অম্বুরি তামাকের যোগাড় ক'রে দাও বাবা!

(পশ্চাৎ হইতে ছদ্মবেশী ভৃত্য কর্ত্তৃক সজ্জিত তামাকু প্রদান) ও বাবা! এ কি! পিঠে ছ্যাঁক ক'রে লাগল কি! (পশ্চাদ্দর্শন) বা বা! এ কি! কে দিলে? (উঠিয়া চারিদিক অন্বেষণ) দূর ছাই—কে দিয়েছে জানবার দরকার কি? যে খাইয়েছে সেই দিয়েছে, চেয়েছি—পেয়েছি—খাই। (ধূমপান) যাক, এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে সুখে নিদ্রা। যাও বাবা মালদ্বীপ! তোমার হুঁকো নিয়ে যাও। (শয়ন ও নিদ্রা)।

[ভৃত্যের হুঁকা লইয়া প্রস্থান।

কেশব। (বেগে প্রবেশ) ভায়া—ভায়া!

ত্র্যম্বক। (উঠিয়া) কি দাদা? কি দাদা?

কেশব। জাহাজ ডাক—জাহাজ ডাক—

ত্র্যম্বক। কেন—কেন?

কেশব। আরে ডাক, চীৎকার ক'রে ডাক, পরে বলব—পরে বলব, ডাক—ডাক, এই বেলা চীৎকার ক'রে ডাক।

ত্র্যম্বক। কোন দরকার নেই দাদা, কোন দরকার নেই।

কেশব। আরে মূর্খ! প্রাণ বাঁচাতে চাও ত এই বেলা ডাক। নইলে কেন রাক্ষসের পেটে যাবে? শীঘ্র ডাক।

ত্র্যম্বক। (সবিস্ময়ে) রাক্ষস? না—না জাহাজে আপনার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। মালদ্বীপ স্বয়ং অতি ভদ্রলোক—দাদা, শ্বাশুড়ীতেও এত আদর করে না, একপেট আহার, একমুখ পান! কোন ভয় নেই—কোন ভয় নেই—ক্ষিধে যদি পেয়ে থাকে—এইখানে শয়ন কর, তার পর নিদ্রা—কিছু ভাবতে হবে না, সব আপনি যোগান আসবে। পেট ভ'রে যাবে।

কেশব। এ কি বলছ ত্র্যম্বক? পাগল হ'য়ে না বুঝে ভয়ঙ্কর দেশে [illegible] উপস্থিত হয়েছি। এ দেশে মানুষ নেই। [illegible] চাও ত এই বেলা প্রস্থান করবার চেষ্টা কর।

ত্র্যম্বক। আমি বলি আ[illegible] যদি বাঁচতে চান, তা হ'লে শিলাতলে শয়ন ক[illegible]। আমি বলছি প্রাণ বাঁচবে। আপনি বসুন, ব'[illegible] স্থির হ'য়ে চিৎ হয়ে শুন। তার পর আমি আপনা[illegible] বাঁচবার ভার নিচ্ছি! আমার বোধ হচ্ছে আ[illegible]নার মাথা গুলিয়ে গেছে। শু'ন—শু'ন—শুয়ে পড়ুন।

(উভয়ের শয়ন ও পূর্ব্ববৎকার্য্য)

কেশব। (উঠিয়া) তাই কি? তাই কি? মাথাই কি গুলিয়ে গেল? তা হ'লে—ক্ষুন্নিবৃত্তি কেমন ক'রে হ'ল? যেমনি মনে করেছি ক্ষিধে—অমনি বোধ হ'ল যেন চারিদিক থেকে পাকা পাকা ফল ঘুরতে ঘুরতে এসে আমার গালে পড়তে সুরু করলে। আমি অন্যমনস্কে যেন সব গিলতে সুরু করলুম!

ত্র্যম্বক। নাও, তামাক খাবে? বল ফুরসি ডাকি।

কেশব। এ কি হ'ল ভাই?

ত্র্যম্বক। (হাস্য)

কেশব। ওকি হাসছ কেন?

ত্র্যম্বক। ঠাকুর দাদা! আমারও ওই রকম হয়েছে!

কেশব। (সহাস্যে) তোমারও তাই!

ত্র্যম্বক। (হাস্য) দাদা আমারও তাই।

কেশব। তোমারও তাই?

ত্র্যম্বক। শুধু তাই নয়। তার উপর এক ফুরসী অম্বরী তামাক।

কেশব। এঁ্যা! বল কি? তা হ'লে কি এ? ব্যাপারখানা কি?

ত্র্যম্বক। ব্যাপার জানবার দরকার কি দাদা? দ্বীপ দাদা দিয়েছে। আজকের রাত্রের মতন বিশ্রাম করুন, ব্যাপার কাল বোঝা যাবে। ও দাদা! দাদা!

কেশব। কি? কি?

ত্র্যম্বক। তল্পি তল্পি।

কেশব। তল্পি কি?

[illegible]। [illegible]। তল্পি চললো।

কেশব। সর্ব্বনাশ করলে। বল্লুম হতভাগা
। তরী চলে যে! জাহাজ ডাক—জাহাজ
। জাহাজ—জাহাজ—

ত্র্যম্বক। ওদাদা! ও কি গো? (কেশবকে
ইয়া ধরিল)

কেশব। আরে ছাড়্, ছাড়্, জাহাজ ডাক,
াজ ডাক্। [প্রস্থান।

(ছদ্মবেশিনী যমুনা) ত্র্যম্বকের প্রতি। এই যে
়ই যে। এসেছ—এসেছ?

যমুনা। বঁধু হে!

ত্র্যম্বক। কেন হে?

যমুনা। এতদিন কোথায় ছিলে?

ত্র্যম্বক। এই যে বলছি, এই যে বলছি।
িতে বলিতে পলায়ন)।

(মহেশ্বরী ও কেশবের প্রবেশ)

কেশব। তুমি কে মা?

হে। আমি এক জন সন্ন্যাসিনী।

কেশব। এ সব কি বিভীষিকা দেখ্‌লুম মা?

হে। অল্পদিন হ'ল ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হয়ে
শের সমস্ত অধিবাসী রাক্ষসরূপ প্রাপ্ত হয়েছে।

কেশব। একেবারে সমস্ত দেশের অধিবাসী
। তারা এমন কি পাপ করেছে মা?

হে। ওরা কিছু করে নি। ওদের রাজা
মহৎপাপ করেছিল, অসহায়া কোন ঋষি-
মর্য্যাদা নষ্ট করতে গে'ছল! ঋষি তাই
অভিসম্পাত প্রদান করেন। রাজার পাপে
নষ্ট, তাই সমস্ত অধিবাসীর এক দশা!

কেশব। উদ্ধার পাবার উপায় নাই?

হে। উপায় আছে, কিন্তু সে উপায় বড়
! একরূপ অসম্ভব! যার অপমান, সেই
া যদি কখন দয়া করেন তবেই উপায়,
নেই। তুমি যদি পার এই মুহূর্ত্তেই স্থান-
কর।

কেশব। কিন্তু আমার একটি আত্মীয় যে
।

হে। তার দিকে লক্ষ করতে গেলে নিজের
চবে না। তারে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাও।

কেশব। তা কেমন ক'রে পারি মা? সে যে

মহে। বেশ, তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

[প্রস্থান।

কেশব। মৃত্যু যদি হয় তবে কি করব?
তা ব'লে এ দুঃসময়ে তাকে পরিত্যাগ করতে
পারি নি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উপবন।

ত্র্যম্বক।

ত্র্যম্বক। রাম রাম রাম রাম! বড় রক্ষে
পেয়ে এসেছি! রাক্ষসীর হাত এড়িয়ে যে বেঁচে
আসব, এ আমার মনেই ছিল না। বাপ্! কি
বিষম বিকট বিপর্য্যস্ত বীভৎস চেহারা! রাম রাম
রাম রাম! রাক্ষসী পথ হারিয়ে ফেলেছে। পেগুর
টাটুর মতন পা চালিয়েছি, রাক্ষসীর ক্ষমতা কি সে
আমার সঙ্গে ছোটে, হাজার হোক জাতটা অবলা
ত? যাক্, এইবারে হাঁপ ছেড়ে পালাবার পথ
দেখতে হবে। রাম রাম রাম রাম।

নেপথ্যে। প্রাণেশ্বর!

ত্র্যম্বক। ও বাবা!

নেপথ্যে। বলি ও প্রাণেশ্বর!

ত্র্যম্বক। ও বাবা! কি গিঠ্‌কিরি দেওয়া
আওয়াজ!

নেপথ্যে। বলি উত্তর দিচ্ছ না যে?

ত্র্যম্বক। না, প্রাণ আর বাঁচলো না?

নেপথ্যে। মনে করছ খুঁজে পাব না?

ত্র্যম্বক। ও বাবা!—একি চেহারা? এ যে
রূপের মাত্রা চ'ড়ে উঠল রে!—এই হাত, এই পা,
এই দাঁত। ভগবান! অদৃষ্টে আমার এই লিখে-
ছিলে? শেষকালে আমাকে রাক্ষসীর হাতে প'ড়ে
মরতে হ'ল! না, ও কি? রাক্ষসী রূপ যে
বদলাতে লাগলো? ছেল কাল্‌চে, হ'ল লাল্‌চে।
—বাবা! লাল নীল হোল্‌দে! বস্—একেবারে
দেখতে দেখতে পরী! ও বাবা! এ যে সর্ব্বনেশে
মায়াবিনী রাক্ষসী! এই চোখ বুজে বসলুম। গেছি
না যেতে আছি। আসুক শালী, কি করে একবার

(যমুনার প্রবেশ)

যমুনা। প্রাণেশ্বর!

ত্র্যম্বক। চোপ।

যমুনা। চোখ বুজে বস্‌লে যে?

ত্র্যম্বক। আমি জপ করছি।

যমুনা। অধীনীর প্রতি একবার কৃপা-কটাক্ষে চাও।

ত্র্যম্বক। হদিস পাওয়া গেছে। চোখ বুজে থাকলে রাক্ষসীতে ধরতে পারে না।

যমুনা। কি বল? ভাল, দেখতে না চাও, চোখ বুজেই একটা কথা শোন্। ছিছি পুরুষ, তোমার প্রাণই কি এত বড় হ'ল?

ত্র্যম্বক। আচ্ছা বল্ রাক্ষসী। ঐ দূর থেকে কি বল্‌বি বল।

যমুনা। আমি তোমার আশায় প্রাণ ধারণ ক'রে আছি। এমন রূপ তোমার, ভগবান্ কি তোমার এক বিন্দু ভালবাসা দেয় নি?

ত্র্যম্বক। (অনেকক্ষণ চক্ষু মুদিয়া অবস্থান) কৈ! খুঁজে ত পেলুম না।

যমুনা। দেখ ভাল ক'রে খুজে দেখ। প্রেমহীন জীবন—সংসারের সরস বাতাস সইতে পারে না। স্পর্শমাত্রেই অশেষ যন্ত্রনায় ম'রে যায়। দেখ, প্রাণ তন্ন তন্ন ক'রে দেখ।

ত্র্যম্বক। কই বুঝতে পাচ্ছি না—হাঁ হাঁ আছে আছে, কিছু আছে। সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু সে টুকু সব মুখে, প্রাণে নেই।

যমুনা। ঐ মুখের ভালবাসাই আমায় দাও।

ত্র্যম্বক। কেন—কি হবে?

যমুনা। আমি প্রাণে বাঁচব।

ত্র্যম্বক। (স্বগতঃ) আরে ম'ল—এ ত বড় বিপদেই পড়া গেল! পৃথিবীর মধ্যে কত সুন্দরীর হাত এড়িয়ে শেষে কি না রাক্ষসীর পাল্লায় পড়লুম?

যমুনা। কি ভাবছ—বল না?

ত্র্যম্বক। ও কিছু ভাবি না,—যাঃ।

যমুনা। প্রাণেশ্বর! অধীনীর প্রতি এত নিদয় হয়ো না।

ত্র্যম্বক। প্রাণেশ্বরি! অধীনের প্রতি এত সদয় হয়ো না।

যমুনা। তবে রে নিষ্ঠুর! ধরা না কি পড়বে না? রাক্ষসীর সঙ্গে চাতুরী ক'রে তুমি জিতে যাবে? আর আমার তোমায় সঙ্গ নেবার প্রয়োজন নাই। তোমার শূন্য প্রাণ এতদিনে পূর্ণ হয়েছে। আজ হ'তে তোমারই মূর্খতায় সেই প্রাণ আমি অধিকার করেছি। আমি চললুম।

ত্র্যম্বক। তাই ত কি করলুম?

যমুনা। কি করলে তুমিই বল না। যদি সত্যবাদী হও, তা হ'লেই বুঝতে পারবে কি করেছ।

ত্র্যম্বক। প্রাণেশ্বরি, ও আমার তামাসা।

যমুনা। ভাল কিছুই পাচ্ছিলুম না—তামাসার প্রাণটাও ত পাওয়া গেল। প্রাণেশ্বর তোমার প্রাণ নিয়ে আমি চললুম।

ত্র্যম্বক। তাই ত আমি কি করলুম? প্রাণেশ্বরী ব'লে ফেললুম! প্রাণেশ্বরি! না না—থুড়ী থুড়ী—রাক্ষসী। তাই ত আমি কি করলুম! থুড়ী—থুড়ী—রাক্ষসী—রাক্ষসী—

(মহেশ্বরীর প্রবেশ)

মহে। আর থুড়ী! আর রাক্ষসী! বাছা! বুদ্ধির অহঙ্কার কর, আর একটা তুচ্ছ রাক্ষসী বালিকার কাছে হেরে গেলে?

ত্র্যম্বক। ও বাবা! তুমি আবার কে?

মহে। আমিও তোমার মতন ওই রাক্ষসীর প্রেমে মুগ্ধ! ওরই প্রেমের টানে আমি তোমার মতন এইখানে প'ড়ে আছি।

ত্র্যম্বক। হাঁ বাছা তুমি বল ত, রাক্ষসী কি কখন প্রেয়সী হয়?

মহে। সে ঐ বালিকাই বুঝবে। কিন্তু তুমি ত তার পতিত্ব অস্বীকার করতে পার না। ও বুঝেছে তুমি সত্যবাদী। তুমি একবার যা বলেছ, তা আর প্রত্যাহার করতে পারবে না। এখন আর কাউকে প্রাণ দিতে হ'লে, ওই রাক্ষসীর কাছে তা ভিক্ষা চাইতে হবে। কেন না তোমার প্রাণ করায়ত্ত ক'রে নিশ্চিন্ত মনে চ'লে গেছে! বাঁচে, তোমার প্রাণ বজায় রইল—মরে—তোমার প্রাণও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

ত্র্যম্বক। একটা কথা ভুলে ব'লে ফেলেছি ব'লে কি, রাক্ষসীকে সত্যি সত্যি প্রেয়সী করতে পারি?

মহে। তা সে তুমি বোঝ।

[প্রস্থান।

ত্র্যম্বক। দূর ছাই কি করলুম!

গীত।

প্রয়সী রাক্ষসী শশী, গজদন্তে লাগিয়ে মিশি,
ক বল্‌বো আর, আসছে কাসি—বলা হ'ল না।
তামার রূপের বালাই নিয়ে, যে মরে সে
মরুক গিয়ে'
াম্নি নাকে তৈল দিয়ে ছড়াই হস্ত পা॥
টা চক্ষে কি কটাক্ষ, ভয়ে আমি কর-পক্ষ,
ক খাপিতেই হয় যে মোক্ষ—বাবা রে বাবা॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

উদ্যান।

কেশব।

শব। হা ভগবান! এ কি করলে? এ আমাকে র এনে ফেললে? বৃদ্ধ বয়সে অর্থলালসায় য়ে আপনাকেও মারলুম, এক পরম সুহৃৎ ও মেরে ফেললুম। আর সর্ব্বাণী মা! কেও বুঝি জন্মের মত হারালুম! তা যা এ রাক্ষসের দেশে এমন অপূর্ব্ব স্থান কোথা এল? যেন কোন রাজার প্রাসাদ। অতুল অপরূপ সৌন্দর্য্যের আধার, কি আশ্চর্য্য রাক্ষসই ত এর ভিতর প্রবেশ ক'রে আমার করতে পারলে না? এ জনশূন্য অপূর্ব্ব ার রাক্ষস দূর করবার এ কি বিচিত্র শক্তি? য়ে সুকোমল শয্যায় রাত্রি যাপন করলুম। সুভোজ্য আহার পেলুম। কিন্তু কে দেয়— া করে—কিছুই বুঝলম না। হ'লে কি হবে, ত পারব না। বেরুলে রাক্ষসে খাবে। চিন্তায় পুড়িয়ে মারবে। কি করি, কোথায় কেমন ক'রে এ স্থান থেকে উদ্ধার পাই? ঐ কর ভেতর দিয়ে সাগর দেখা যাচ্ছে না? ভাল ক'রে দেখি তাই ত একখানা বজরা পাওয়া যাচ্ছে না? দোহাই কালী, উদ্ধারের ক'রে দাও মা! এ আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে া।

[প্রস্থান।

(যমুনার প্রবেশ)

গীত।

আমার ফুলের দেহ মিশিয়ে গেল ফুলে।
এখন কুঞ্জ-ঘরে বাতাস ভরে খেলব দুলে দুলে।
প্রেমিক যদি এস হে হেথা,
নীরব রূপের মধু পিয়ে ক'রো না কথা,
গরব ভরে কঠোর করে গা ছুঁয়ো না ভুলে॥
শুধু চোখের দেখা দেখে সখা যয়ে যেও চ'লে॥

(যমুনার শয়ন ও তাহাকে বেষ্টন করিয়া কমল-কুঞ্জের আবির্ভাব)

(ত্র্যম্বকের প্রবেশ)

ত্র্যম্বক। রাক্ষসীর হাত এড়িয়ে প্রাণ যদি কোনও ক্রমে বাঁচালুম, তার মায়া এড়িয়ে ত পালাতে পারছি না। এ কি রকমটা হ'ল? পৃথিবীতে এত রূপসী থাকতে রাক্ষসীর মায়ায় প্রাণ মজে গেল।

(কেশবের প্রবেশ)

কেশব। এই যে—এই যে ভাই! তুমি আছ?

ত্র্যম্বক। কেন, আমার কি হয়েছে, তা থাকব না?

কেশব। তোমার জন্য আমি যাবার সুবিধে পেয়েও যেতে পারি নি।

ত্র্যম্বক। উঃ! কি আমার সুহৃৎ!

কেশব। ক্ষমা কর ভাই, বুড়ো বয়সে পয়সার লোভে তোমায় কষ্ট দিয়েছি। নাও, চ'লে এস— এক বজরা পেয়ে বাঁচবার সুবিধে হয়েছে।

ত্র্যম্বক। সুবিধে হয়, তুমি খুঁজে নাও।

কেশব। সুবিধে খুঁজে নেব কি রে পাগল? চ'লে আয়! দেরী করলে আর যেতে পারবি নি— চ'লে আয়। (হস্তধারণ)

ত্র্যম্বক। (হাত ছাড়াইয়া) তুমি হাত ধরবার কে?

কেশব। সর্ব্বনাশ করেছে! ছোঁড়াটাকে খেয়েছে দেখেছি—কুহকে ফেলে পাগল ক'রে দিয়েছে। ভাই ত্র্যম্বক!

ত্র্যম্বক। আচ্ছা দাদা! রাক্ষসী যদি কোন দিন তোমার প্রেয়সী হয়, তা হ'লে তুমি কি কর্‌বে?

কেশব। রাক্ষসী প্রেয়সী হবে কি রে হতভাগা?

ত্র্যম্বক। হবে কি দাদা—হয়েছে।

কেশব। আর পাগল! বাঁচতে যদি অভিলাষ থাকে ত চ'লে আয়।

ত্র্যম্বক। না দাদা! রাক্ষসীর সঙ্গে কথা না কয়ে কিছুতেই যেতে পারব না।

কেশব। তা হ'লে আমি চ'লে যাই?

ত্র্যম্বক। এখনি যাও! আর তুমি না যাও ত আমি যাই। [প্রস্থান।

কেশব। হতভাগ্যকে ছেড়েই বা যাই কি ক'রে? আর না গিয়েই বা থাকি কি ক'রে? বা! বা! কি সুন্দর অর্দ্ধবিকশিত পদ্ম! এই ত ঠিক হয়েছে! সর্ব্বাণীকে দেবার এই ত উপযুক্ত সামগ্রী! কি সুন্দর কমল! যেন কমলালয়া এই পুষ্পের ভিতরে আপনাকে লুকিয়ে ব'সে আছেন। যদি নিতে হয় ত এমন ফুল আর পাব না (পুষ্প উত্তোলন)

(ছদ্মবেশী শৈলেশ্বরের প্রবেশ)

শৈলে। কে রে! অকারণ জীবহত্যা করলে কে রে? কে তুই?

কেশব। (সভয়ে) কে আপনি?

শৈলে। তোমার যম। তুই অকারণ এ জীব-হত্যা করলি কেন? আমি তোকে আশ্রয় দিলুম। আর তুই অকৃতজ্ঞ, জীবহত্যা ক'রে তার প্রতি-শোধ দিলি?

কেশব। কই প্রভু! আমি ত জীবহত্যা করি নি! আমি সুধু একটি পদ্মফুল তুলেছি।

শৈলে। তুই চক্ষুহীন, তুই দেখতে পাবি নি। কিন্তু আমি দেখছি, অগণ্য জীব আমাকে ঘেরে দাঁড়িয়ে আছে! ফুল ছেঁড়াই আমার চক্ষে জীব-হত্যা। নে আমি তোর সঙ্গে বৃথা তর্ক করতে চাই নি। শাস্তির জন্য প্রস্তুত হ'।

কেশব। প্রভু, ক্ষমা করুন। যদি অপরাধ ক'রে থাকি—সে না জেনে করেছি!

শৈলে। অপরাধ ঠিক করেছিস্, তা অজ্ঞান-কৃতই হ'ক আর জ্ঞানকৃতই হ'ক। অপরাধ—অপরাধ। তাতে ক্ষমা নেই, শাস্তির জন্য প্রস্তুত হ'।

কেশব। কি শাস্তি দেবেন?

শৈলে। তোর যখন সৌন্দর্য্যগ্রহণের শক্তি নেই, তখন তোর চোখ দুটোই উৎপাটন ক'রে নেব।

কেশব। এ যে ভীষণ শাস্তি!

শৈলে। কি করব উপায় নেই।

কেশব। তার চেয়ে জীবন গ্রহণ করুন। কেন না অন্ধ হয়ে ঘরে ত আমি ফিরতে পারব না। রাক্ষসের দেশে রাক্ষসের হাতে আমার অনিবার্য্য মৃত্যু।

শৈলে। তা আমি কি করব? যেমন কাজ করেছিস্ তার ফলভোগ কর্।

কেশব। ফলভোগ করতেই হবে?

শৈলে। এত বয়স হ'ল, এটা কি জান না যে, কর্ম্ম করলেই তার ফল ভুগতে হয়?

কেশব। ভাল, দয়া ক'রে আমাকে কিছু দিন সময় দিতে পারেন না?

শৈলে। কত দিন?

কেশব। অন্ততঃ একমাস।

শৈলে। তোমাকে বিশ্বাস কি?

কেশব। বিশ্বাস না করতে পার, চক্ষু নাও।

শৈলে। কি জন্য যাবে?

কেশব। গৃহে আমার একটি অবিবাহিতা কন্যা আছে। আমি ছাড়া তার আর কেউ নেই। আমি তার বিবাহ দিয়ে আসি।

শৈলে। এতকাল তার বিয়ে দাও নি কেন?

কেশব। সে কথা জিজ্ঞাসা ক'র না।

শৈলে। এর ভেতরে যদি বিবাহ দিতে না পার?

কেশব। তা হ'লে ফিরে আসব।

শৈলে। এই অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহ—যদি পাত্র তার মনোমত না হয়, যদি বিবাহ করতে তার ইচ্ছা না হয়। তা হ'লে জোর ক'রে দেবে না কি?

কেশব। তা কি করব—একলা ত তাকে রেখে আসতে পারব না!

শৈলে। যাও, কিন্তু এক মাসের এক দিন বেশী করতে পারবে না।

কেশব। করব না।

চতুর্থ দৃশ্য

সমুদ্র-তীরস্থ স্থান।

ত্র্যম্বক।

ত্র্যম্বক। বাপ! কি মোহটাই কেটে গেছে। এখন একখানা পান্সী ডিঙ্গি, যা পাই, পেলেই

এ দেশ থেকে পাড়ি মারি। ঠাকুরদা আমাকে নিয়ে যাবার জন্য কত চেষ্টাই করলে। আমি কি না তাকে মারতে শুধু বাকী রেখে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলুম! ঠাকুরদার ভালবাসা ফেলে কি না রাক্ষসী? ছিছি!

(মহেশ্বরীর প্রবেশ)

মহে। এই, এতক্ষণ পরে বুঝতে পারলে! আগে বুঝলে যে কোন্ কালে প্রাণ নিয়ে দাদার সঙ্গে চ'লে যেতে পারতে! রাক্ষসীর প্রেমেও মানুষে মজে?

ত্র্যম্বক। তুমি আমাকে দেশে পাঠাবার উপায় ক'রে দিতে পার?

মহে। এখন যাওয়া বড় শক্ত। এরা কি তোমাকে আর যেতে দেবে?

ত্র্যম্বক। কেন, আমি যে ঝাড়া হাত-পায়ে চলেছি। তোমাদের ত কোনও অনিষ্ট করি নি।

মহে। অনিষ্ট যথেষ্ট করেছ। রাক্ষসীকে তুমি অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছ।

ত্র্যম্বক। আচ্ছা, তার জন্য আমি নাকে খৎ দিচ্ছি।

মহে। এখন আর নাকে খৎ দিলে লাভ কি—রাক্ষসী মরে।

ত্র্যম্বক। মরে?

মহে। তোমার প্রত্যাখ্যানে সে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে চলেছে।

ত্র্যম্বক। বল কি?

মহে। আমাদের বারণ সে শোনে না। তার মর্ম্মে-মর্ম্মে ঘা লেগেছে—সে কি আমাদের প্রবোধ মানে।

ত্র্যম্বক। আচ্ছা তাকে ডেকে আন, আমি তার গায়ে হাত বুলিয়ে, বুঝিয়ে ভুলিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে চ'লে যাচ্ছি।

মহে। ডেকে আনব?

ত্র্যম্বক। ভ্যালা বিপদ! আচ্ছা ডেকে আন। আর দেখ, সঙ্গে সঙ্গে একখানা পান্‌সী জোগাড় ক'রে রাখ্‌তে বল। রাক্ষসীকে সান্ত্বনা দিয়েই তড়াক্ ক'রে পান্‌সীতে লাফিয়ে উঠব।

মহে। বেশ।

ত্র্যম্বক। আর দেখ, তাকে একটু ঢেকে ঢুকে নিয়ে এস।

মহে। সে আগে থাকতেই মুখ ঢেকেছে। বলে বেঁচে থাকতে আর কাউকে মুখ দেখাব না।

ত্র্যম্বক। আচ্ছা তাকে একবার নিয়ে এস। আমি এক কথায় তাকে জল ক'রে চ'লে যাচ্ছি। শিগ্‌গির নিয়ে এস।

[মহেশ্বরীর প্রস্থান।

হায় আমার পোড়া কপাল! আমাকে রাক্ষসীর মানভঞ্জনের পালা গাইতে হ'ল!

(বস্ত্রাবৃতা যমুনাকে লইয়া মহেশ্বরীর পুনঃ প্রবেশ)

মহে। এই নাও তোমার মানময়ী। বোঝাতে হয় বোঝাও। আমি তোমার পান্‌সী তইরি করতে বলিগে।

[প্রস্থান।

ত্র্যম্বক। এস-এস। আমি বিদেশী উড়ুকুকু পাখী—আমার সঙ্গে কি মাখামাখি করতে আছে? নাও, দুঃখু দূর কর। মানময়ি! মান ক'র না।

যমুনা। আর আমাকে তামাসা ক'র না, আমি মরতে চলেছি।

ত্র্যম্বক। এরি মধ্যে মরতে চলেছিস্ কি?

যমুনা। না, আর আমি বেশীক্ষণ বাঁচ্‌বো না।

ত্র্যম্বক। সত্যি সত্যি বল্ দেখি তোর কি হয়েছে।

যমুনা। আমার কিছুই হয় নি।

ত্র্যম্বক। আলবৎ হয়েছে।

যমুনা। যদিই হ'য়ে থাকে, তা তোমায় ব'লে কি হবে? তুমি নিষ্ঠুর মানুষ, রাক্ষসীর দুঃখ তুমি বুঝবে কি?

ত্র্যম্বক। কি আমি নিষ্ঠুর? প্রাণেশ্বরী বল-লুম তোর জন্য হা হুতাশ ক'রে কতকাল সারারাত ঘুরলুম এতেও আমি নিষ্ঠুর?

যমুনা। বেশ, কি হয়েছে মুখ খুলে দেখাব?

ত্র্যম্বক। বাপ! ওইটি ক'র না। ও মুখ আর একবার দেখলে বাক্যি হ'য়ে যাবে। তুই মুখ ফিরিয়েই বল। আচ্ছা তোর কি বড়ই বিরহ হয়েছে?

যমুনা। কেমন ক'রে বুঝলে?

ত্র্যম্বক। কেমন, হয়েছে ত?

যমুনা। বড্ড—সইতে পারছি না।

ত্র্যম্বক। আমি অন্তর্য্যামী। তার ওপর খানিকটে তোর মনের সঙ্গে আমার মনের মিল হয়েছে—তোর প্রাণে চিড়িং করলেই টের পাই। কেমন হয়েছে ত?

যমুনা। উঃ! বিরহ-বেদনা সামলাতে পারছি না।

ত্র্যম্বক। যা বলেছ ও সামলান বড় কঠিন। তবে কি জান রাক্ষসী সই—ও রোগের অষুধ নেই।

যমুনা। সত্যি কথা বলছ?

ত্র্যম্বক। হাঁ একেবারেই যে নেই তা নয়। তবে কি জান ভাই, সে দুষ্প্রাপ্য।

যমুনা। তুমি একবার স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করলেই সেরে যায়।

ত্র্যম্বক। স্ত্রী ব'লে গ্রহণ ত হ'তেই পারে না। তবে স্ত্রী ব'লেই, ত্যাগ কর্‌তে বল ত কতকটা রাজী আছি।

যমুনা। বেশ তাই।

ত্র্যম্বক। তাতে রাজী?

যমুনা। রাজী, তুমি ব'লে ফেল।

(মাঝির প্রবেশ)

মাঝি। হুজুর! পান্‌সী তইরী।

ত্র্যম্বক। বেশ—বেশ! থোড়া সবুর, বাপ-ধনেরা থোড়া সবুর।—[মাঝির প্রস্থান] একবার স্ত্রী বল্‌লেই রোগ সেরে যাবে?

যমুনা। দেখ সারে কি না সারে।

ত্র্যম্বক। না বাবা, দেখতে হবে না। ব'লেই কিন্তু এক ছুট দিয়ে তড়াক ক'রে পান্‌সীতে লাফ মারব।

যমুনা। তা তোমার যা খুসী তাই ক'র।

ত্র্যম্বক। তা হ'লে রাক্ষসী এই কোমর বাঁধলুম।

যমুনা। বাঁধ।

ত্র্যম্বক। এই ঠ্যাং বাড়ালুম।

যমুনা। বাড়াও।

ত্র্যম্বক। সে খোকোস শালারা এসে ধরবে না ত?

যমুনা। কেউ ধরবে না।

ত্র্যম্বক। তা হ'লে তুই আমার ইস্‌ ইস্—স্ত্রী!

যমুনা। (আবরণ ত্যাগ) আঃ! হাওয়া খেয়ে বাঁচলুম।

ত্র্যম্বক। এ কি? প্রাণেশ্বরি—প্রাণেশ্বরি!

যমুনা। এখন আবার প্রাণেশ্বরী কেন? পালাচ্ছিলে না?

ত্র্যম্বক। আর যাব না। ওগো আর যাব না।

যমুনা। যেতেই হবে। তুমি না যাও, তোমায় নিয়ে যাবে।

দ্বৈত—গীত।

ত্র্যম্বক। প্রেমের বিষম টান, মানময়ী যায় প্রাণ
বাঁধন দাও খুলে।

যমুনা। নবরূপে উঠলে জেগে অনুরাগে,
বঁধু হে কাঁদলে কি চলে?

ত্র্যম্বক। কাঁপছি নবমীর পাঁটা, ছেড়া লেঠা
মিটিয়ে ফেল সই,

যমুনা। ভেবে দেখি, ও রসময়, দাও হে সময়,
এখন সময় কই,

ত্র্যম্বক। তবে আমি হাত-পা মেলে ভাসি অকূলে?

যমুনা। কাজেই এখন তাই, পরে খুঁজে যদি পাই,
সোহাগে আনবো হে তুলে।

ত্র্যম্বক। আমায় নিয়ো হে তুলে।

যমুনা। সখা নেবো হে তুলে॥

উভয়ে। মন গেল মনে মিশে দেহ গেল চ'লে।

তৃতীয় অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

গৃহ-প্রাঙ্গণ।

কেশবদাস।

কেশব। সর্ব্বাণীর সেবায় ও যত্নে—আজ তোর এ কি মূর্ত্তি কমলারাণী? রূপে যে তুই সমস্ত বাগানটাকে আলো ক'রে বসেছিস্! কিন্তু কমল—চক্ষুরত্নের বিনিময়ে তোকে আমি লাভ করেছি! দেখিস্ মা আমার, সর্ব্বাণী চক্ষুটি যেন অকালে মুদিত না হয়। দুই দিন পরে, সংসারের সমস্ত বস্তু আমার চোখের সম্মুখ থেকে স'রে যাবে। দুই দিন পরে ঘোর অন্ধকারে আমি আত্ম-বিসর্জ্জন করব। তখন সর্ব্বাণীকেও দেখতে পাব না।

তোকেও দেখতে পাব না। তাকে বিবাহ করতে এত অনুরোধ করলুম, সে অনুরোধ রাখলে না। কাজেই এখন তুমিই তার নিত্য সহচরী। নীরব সান্ত্বনায় তাকে ভুলিয়ে রাখতে পারবি কি মা কমলরাণী?

(সর্ব্বাণীর প্রবেশ)

সর্ব্বাণী। আমার কমল সখীর সঙ্গে আপনি কি কথা কচ্ছিলেন বাবা?

কেশব। ফুলের সঙ্গে আবার কি কথা কইব সর্ব্বাণী?

সর্ব্বাণী। অনেক কথা কয়েছেন—আমি ত তা শুনি নি কেমন ক'রে বলব? কিন্তু একটা কথা আমার কানে পৌঁছেছে;—শুনে আমার প্রাণ কেঁপে উঠছে। চক্ষুরত্নের বিনিময়ে পদ্মরাণীকে লাভ করেছেন, এ কি কথা বাবা? আত্মবিসর্জ্জন করবেন কি? পদ্মরাণী আমাকে ভুলাবে কি?

কেশব। সংসারে থাকলে কত কথাই কইতে হয়, সব কথায় কি কান দিতে আছে মা!

সর্ব্বাণী। কিন্তু পিতা এ মর্ম্মভেদী কথার অর্থ বুঝতে না পারলে আমার যে বড়ই কষ্ট হবে। আপনার কথার সঙ্গে, একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস আমার কানে পৌঁছেছে। আমি বুঝেছি, এই ফুলের সঙ্গে আপনার দুঃখের একটা কি গূঢ় সম্বন্ধ আছে। কমলকে আনতে আপনাকে যেন একটা ঘোর বিপদে পড়তে হয়েছিল। এখনও যেন সে বিপদ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নি। আমি কন্যা—আমারই আগ্রহে আপনি এই অপূর্ব্ব ফুল নিয়ে এসেছেন। হাঁ বাবা, আমি ত আপনার কোন বিপদের কারণ হয় নি?

কেশব। সংসারে বাস করতে গেলে, পদে পদে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। যদি কোন সূত্রে কোন দিক থেকে বিপদ এসে উপস্থিত হয়, তুমি তার কারণ হ'তে যাবে কেন মা?

সর্ব্বাণী। দেখুন বাবা! আমাকে অতুল ঐশ্বর্য্য এনে দিয়েছেন, কোথায় আপনি তার জন্য আনন্দিত হবেন—তা না হয়ে—দেখি সকল সময়েই আপনি বিষণ্ণ। জানবার ইচ্ছা করি, কিন্তু প্রশ্ন করতেই সাহস করি না। আর না জানলে যে থাকতে পারি না বাবা! আমি কন্যা, আমাকে আপনি গোপন করবেন না।

কেশব। তবে যখন জিজ্ঞাসা করলে—আর কতকটা যখন বুঝতেও পেরেছ, তখন বলি মা, আমি যথার্থই বিপন্ন। জন্মের মত চক্ষুরত্নহীন হবার জন্য দু'দিন পরেই আমাকে এ স্থান পরিত্যাগ করতে হবে। ফিরতে পারব কি না বলতে পারি না। কিন্তু ফিরলেও আর তোমাকে আমি দেখতে পাব না।

সর্ব্বাণী। কেন?

কেশব। এই ফুলই হচ্ছে তার কারণ। আমি কোন দেশের এক উদ্যানে এই ফোটা ফুলটি তুলে নিয়েছিলুম। সেই অপরাধে উদ্যানস্বামী আমার চক্ষু দুটি উৎপাটন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। আমি তাঁর পায়ে ধ'রে কিছুদিনের জন্য তোমাকে দেখবার অনুমতি পেয়ে এখানে এসেছি। ইচ্ছা ছিল, এই সময়ের মধ্যে তোমাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করব। কিন্তু আমাকে ছেড়ে থাকতে হবে ব'লে তুমিত কিছুতেই বিবাহে সম্মত হ'লে না। ক'দিন ধ'রে তোমাকে বোঝালুম, তুমি বুঝলে না। কিন্তু আর ত আমি তোমার নিকট থাকতে পারি না। সেই উদ্যানস্বামীর কাছে ফিরে যেতে দু'দিনের মধ্যে আমাকে এ স্থান থেকে যাত্রা করতেই হবে।

সর্ব্বাণী। বেশ, আমিও যাব।

কেশব। সে কি মা, তুমি কোথায় যাবে?

সর্ব্বাণী। সামান্য একটা ফুল—না—না—কমলিনী! তুমি সামান্য নও। তুমি আমার সুখে সুখী দুঃখে—আনন্দদায়িনী। কিন্তু তোমার জন্য আমার পিতার চক্ষু যাবে? আমি তোমাকে কি অযত্নে রেখেছি কমল? বাবা—চল। আমি দেখব কেমন সে উদ্যানস্বামী।

কেশব। ও মা, সে যে রাক্ষস!

সর্ব্বাণী। রাক্ষস!

কেশব। নরঘাতক—রাক্ষস। সে মায়া জানে না, দয়া জানে না; তার চক্ষু রূপের মর্ম্ম বোঝে না। সে কঠোর—নির্ম্মম—চিরক্ষুধিত রাক্ষস।

সর্ব্বাণী। তা হোক—আমি রাক্ষসকে ভয় করি না।

কেশব। বলিস্ কি মা সর্ব্বাণী?

সর্ব্বাণী। যে ভয় থেকে আমি বেঁচে এসেছি, রাক্ষস তার চেয়ে কত ভয় দেখাবে? ভয়ের হাত

একান্তে আমি মৃত্যুকে ডেকেছি। সেখানে কিসের মৃত্যু-ভয়! বাবা আমি আপনার সঙ্গে যাব।

কেশব। না মা, তুমি সে সংকল্প ত্যাগ কর।

সর্ব্বাণী। না বাবা পায়ে পড়ি—আপনি আমাকে নিষেধ করবেন না।

কেশব। এ কি বিপদে ফেললি সর্ব্বাণী?

সর্ব্বাণী। আপনি আমাকে ত্যাগ ক'রে গেলে, সত্যি বলছি বাবা আমি বাঁচব না। আমায় সঙ্গে নাও।

কেশব। নিয়তি—নিয়তি। তবে তুমি যাত্রার জন্ম প্রস্তুত হও। তবে আর দেরী কেন, এস মা, আজই যাত্রা করি।

সর্ব্বাণী। চল কমলিনী সখী—সঙ্গে চল।

কেশব। অতুল ঐশ্বর্য্য তা হ'লে কি হবে মা?

সর্ব্বাণী। কি হবে? এই ঐশ্বর্য্য! যার জন্ম তোমাকে হারাতে হবে, এমন ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন কি?

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। আমায় ডেকেছেন কেন শেঠজী!

কেশব। ভাই! তুমি আমার গুরুপ্রেরিত বন্ধু। আমার অবর্ত্তমানে তুমি সর্ব্বাণীর অভি-ভাবক হয়ে, তাকে রক্ষা করেছ। এখন আমরা পিতা-পুত্রীতে কিছু কালের জন্ম অন্য দেশে যাব। তুমি এই সময়ের জন্ম এই বালিকার সম্পত্তি রক্ষার ভার গ্রহণ কর।

গোবিন্দ। কোথায় যাবেন?

কেশব। কোথায় যাব, তা বলতে পারি না, কত দিনের জন্ম তাও বলতে পারি না। যত দিন আমি বাইরে থাকি, তত দিন এ সম্পত্তির ভার তুমি গ্রহণ কর। ইতোমধ্যে যদি ত্র্যম্বক ব'লে একটি যুবাকে এ বাড়ীতে আসতে দেখ, তা হ'লে তাকে অতি যত্নে এখানে আশ্রয় দিয়ো। আমার পুত্রের ন্যায় তার প্রতি ব্যবহার ক'র। দাসদাসী যেখানে যা আছে, সব তার সেবায় নিযুক্ত রেখো। অর্থের প্রয়োজন হ'লে তাকে যথেচ্ছা ব্যবহার করতে দিও এবং আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তাকে ছেড়ে দিও না।

গোবিন্দ। যথা আজ্ঞা (স্বগত) কোথায় যাচ্ছ জানি। যাও মা কল্যাণময়ী! আমার প্রভুর অভিশপ্ত রাজ্যের কল্যাণ কর। [প্রস্থান।

সর্ব্বাণী। এস কমলসখী সঙ্গে এস।

গীত।

কম্পিতাধরে মধুর হাস নবকিসলয় বাসে।
এস কমলিনী ফুলকুলরাণী দাঁড়াও সজনী পাশে॥
তুমি নিরালার সাথিটি আমার মানসী সরসী ফুল,
চললো ছুটিতে হাত ধ'রে যাই কোন্ সাগরের কূল
অচল সমীর নীরব ভৃঙ্গ সজনী তোমার আশে।
নিরাশার মুখে দেবে লো লিখে অধর পরশে ত্রাসে॥

[কেশব ও সর্ব্বাণীর প্রস্থান।

ক্রোড়াঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

উপবন।

(সখীগণের প্রবেশ ও গীত)

মন চলেছে উধাও হ'য়ে ফিরিয়ে আনে কে।
সোনার পাখী আকাশ ছেড়ে আসতেছে পাশে॥
ছেড়ে পাখী অভিমান, অনুরাগে ধরবে গান;
নীরস ধরা করবে সরস নব-প্রভাতে।
সুধার স্বরে উঠ্‌বে জেগে, রাঙা রবি অনুরাগে;
ফুটবে লো ফুল, হ'য়ে আকুল, ভাসবে সে স্রোতে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান।

সর্ব্বাণী ও কেশব।

সর্ব্বাণী। আহা কি সুন্দর স্থান! এ স্থানের তরুলতা যেন সমস্তই প্রাণপূর্ণ। আমাকে দেখে দেখুন বাবা, তারা যেন কি রকম করছে। সবাই যেন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আমার সঙ্গে কথা কবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

কেশব। না সর্ব্বাণী! এই সেই ভীষণ স্থান! তুমি সুন্দর দেখছ, মনে করছ তোমাকে দেখে উল্লাস করছে—কিন্তু আমি দেখছি সকলে যেন আমার চক্ষুরত্নটি অপহরণ করবার জন্ম ছট্‌ফট্‌ করছে! হাত বাড়াচ্ছে। ভগবান তাদের নিশ্চল করেছেন ব'লে, চ'লে আসতে পারছে না।

সর্ব্বাণী। বটে, তা ত বুঝতে পারি নি। তা হ'লে আর আমি ওদের দিকে চাইব না। কমলরাণীকে আপনি কোথা হ'তে তুলে ছিলেন?

কেশব। এই স্থান! এই স্থান থেকেই একে আমি উৎপাটিত করেছিলুম।

সর্ব্বাণী। আবার আমি এখানে একে রোপণ করি। তা হ'লেও কি বাবা তুমি চক্ষু ফিরে পাবে না? কমল আগের চেয়ে কত সুন্দর হয়েছে! সুন্দর পত্রে তার সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে গেছে! রাশি রাশি শ্যামল পত্রের আবরণে পদ্মরাণী আমার নীলাম্বরী। তার আনন্দ ধরছে না। এ দেখেও কি রাক্ষস তোমার চোখ্ নেবে?

কেশব। রাক্ষসের দেশে কি আইন আছে না? তারা মানুষ পেলেই ধ'রে খায়! তারা ত একটা বেশ ভাল রকমের ছুতো পেয়েছে। চোখ তো চোখ, এখন তোমার প্রাণ না নিলে বাঁচি।

সর্ব্বাণী। সে রাক্ষস কোথায় বাবা?

নেপথ্যে - (ভীষণ শব্দ)

সর্ব্বাণী। বাবা! ওকি ভয়ানক শব্দ?

কেশব। বুঝি রাক্ষস আসছে।

শৈলে। (প্রবেশ) কি বৃদ্ধ! ফিরেছ? এঁ্যা! এ কি? যার কেশাকর্ষণে আমার এই দশা, সেই—সেই সরলা লাবণ্যময়ী বালিকা! তবে কি প্রতিহিংসা, না দয়া? তবে কি অভিশপ্ত জীবন থেকে আমি উদ্ধার পাব? অত্যাচারে করুণার বিনিময় এ কি সম্ভব? (প্রকাশ্যে) বা বা! এ কে? একে কোথা থেকে নিয়ে এলে?

সর্ব্বাণী। কি ভয়ানক মূর্ত্তি! কেমন ক'রে এর মুখের পানে চাই? কেমন ক'রে এর সঙ্গে কথা কই? এর সুমুখে দাঁড়াতেই আমার সাহস হচ্ছে না। এ ভীষণ মূর্ত্তির ভেতর কি দয়া থাকতে পারে? একে অনুনয় করলে এর পায়ে ধরলে কি পিতাকে রক্ষা করতে পারব?

শৈলে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? যা জিজ্ঞাসা করলুম উত্তর দাও।

কেশব। এটি আমার কন্যা।

শৈলে। তোমার কন্যা? দেখ, মরতে চলেছ মিথ্যা ক'য়ো না।

কেশব। মিথ্যা কই নি রাক্ষস—এটি যথার্থই আমার কন্যা।

শৈলে। বেশ। এর বিবাহ দিয়েছ?

কেশব। কন্যা বিবাহ করলে না।

শৈলে। কেন?

কেশব। পাছে আমাকে ছেড়ে যেতে হয়, এই ভয়ে বিবাহ করলে না। বুঝতেই ত পাচ্ছ রাক্ষস, আমার কাছে সমস্ত ঘটনা শুনেও বালিকা বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে আমার সঙ্গে এই ভীষণ স্থানে এসেছে। জন্ম অবধি বালিকা কখনও আমাকে ছেড়ে থাকে নি, আজও পারলে না। বিশেষতঃ আমার পরিণামের কথা শুনে অবধি—মেয়ে ছায়ার ন্যায় আমার সঙ্গে ফিরছে। আমি ওকে লুকিয়ে আসতে পারলুম না। যখন বে হ'ল না, তখন তোমার সম্পত্তি তুমি গ্রহণ কর। এর কিয়দংশ ব্যয় হয়েছে, তা আর আমি আনতে পারলুম না।

শৈলে। ও ধনে আমার প্রয়োজন নেই। রাক্ষস দত্তাপহারী নয়। কিন্তু বৃদ্ধ, এই বয়সেও তোমার এত চাতুরী? লুকিয়ে আসতে পারবে না ব'লে এ বালিকাকে সঙ্গে এনেছ,না দণ্ড হ'তে অব্যাহতি পাবার জন্য উৎকোচদানে আমাকে বশীভূত করতে এসেছ? হয় তোমার কন্যাকে দিয়ে মুক্তির জন্য অনুরোধ করাবে। তাতেও না হয় কন্যাটি আমাকে সম্প্রদান ক'রে মুক্তি প্রার্থনা করবে।

কেশব। কি, আমার এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কনক-প্রতিমা তোমার ন্যায় কুৎসিৎ কদাকার রাক্ষসকে দান করব? মনেও এনো না রাক্ষস। তুমি আমার চক্ষু গ্রহণ কর।

শৈলে। বেশ, তবে প্রস্তুত হও। (চক্ষু গ্রহণের উদ্‌যোগ)।

সর্ব্বাণী। হাঁ রাক্ষস! তোমার দেশে কি নীতি আছে?

শৈলে। এঁ্যা! কি বললে, নীতি? কেন থাকবে না? নীতি না থাকলে কি রাজ্য চলে? তবে.আমাদের দেশের নীতি, তোমাদের পছন্দ না হ'তে পারে। যদি কেউ পরের ধন দেখে লোভ সংবরণ করতে না পেরে গ্রহণ করে, আমরা তার চোখ তুলে নিই।

সর্ব্বাণী। তোমার সেই কমল আমি ফিরিয়ে এনেছি। ঐ দেখ রাক্ষস! তোমার এখানে যেরূপটি ছিল, এখন এর মূর্ত্তি তার চেয়ে কত সুন্দর।

আমি ভগিনীর যত্নে ওকে পালন করেছি। দেখ রাক্ষস! আমি সত্য বলছি কি না?

শৈলে। তুমি সত্য বলছ—তোমার হাতে প'ড়ে কমলের রূপ শতগুণে বর্দ্ধিত হয়েছে।

সর্ব্বাণী। তোমার সম্পত্তি ফিরে পেয়েছে, এতেও কি তুমি আমার বাবাকে ক্ষমা করবে না?

শৈলে। যথার্থই সুন্দরী, তুমি আমার কমলরাণীর রূপ ফিরিয়ে দিয়েছ। যত্নের অভাবে এখানে যে বিশীর্ণা শ্রীহীনা ছিল, তোমার হাতে প'ড়ে পত্রালঙ্কারে সে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে। তথাপি আমি নীতি পরিত্যাগ করতে পারি নি। চৌর্য্যবৃত্তিতে লক্ষধন চোরের সম্পত্তি হয় না—অথচ অপরাধের জন্য চোরের শাস্তি হয়। তোমার পিতা এই কমল অপহরণ করেছিল, তুমি পালন করেছ—তথাপি সে সম্পত্তি আমার। অথচ তোমার পিতা কেন যে শাস্তি পাবে না, তার কারণ দেখতে পাই না।

সর্ব্বাণী। বেশ, তবে প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি দাও।

শৈলে। তাই ত দিচ্ছি – নিজ চক্ষে আমি এ বৃদ্ধকে অপরাধ করতে দেখছি। তাই শাস্তি দিচ্ছি।

সর্ব্বাণী। না রাক্ষস! প্রকৃত অপরাধী কে তুমি জান না।

শৈলে। আমি জানি না, তবে জানে কে?

সর্ব্বাণী। আমি জানি।

শৈলে। কে অপরাধী?

সর্ব্বাণী। আমি!

কেশব। এ কি বলছিস্ মা আমার?

সর্ব্বাণী। আমারই অনুরোধে পিতা এ কার্য্য করেছেন! নইলে এই তুচ্ছ – না—না—তুচ্ছ নয়—তুমি আমার বড় আদরের কমলরাণী—

কেশব। আর বিলম্ব করছ কেন রাক্ষস, শাস্তি আমাকে দাও।

সর্ব্বাণী। না রাক্ষস! শাস্তি আমায় দাও, আমি অপরাধী! আমি আমার পবিত্র পিতার কন্যা-স্নেহের অবকাশ গ্রহণ ক'রে তাঁর ওপর এই অত্যাচার করেছি! পিতাকে চৌর্য্যকার্য্যে লিপ্ত করেছি! দোহাই রাক্ষস, পিতাকে পরিত্যাগ ক'রে আমাকে দণ্ড প্রদান কর। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন।

শৈলে। বেশ, তোমার অনুরোধ রক্ষা করলুম। শাস্তি তুমিই গ্রহণ কর। কিন্তু সুন্দরী! তোমার এই পদ্মপলাশলোচন দুটি ত আমি নিতে পারি না। তোমাকে প্রাণ দিতে হবে!

সর্ব্বাণী। তোমার যে দণ্ড ইচ্ছা বিধান কর।

কেশব। কি করলি মা! সুখে মরতে যাচ্ছিলেম, তাতে বাধা দিবার জন্য কি তোকে সঙ্গে ক'রে আনলুম? মা—মা—রক্ষা কর, বৃদ্ধ বয়সে পুড়িয়ে মারিস নি।

শৈলে। যাও বৃদ্ধ! মুক্তি পেয়েছ, আর কেন, চ'লে যাও।

কেশব। কখন যাব না। আর আমার ননীর পুতলীর অঙ্গে তোর কঠোর হস্তের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করতে দেব না। দে রাক্ষস আমায় শাস্তি দে।

শৈলে। বৃদ্ধ, এখানে বলপ্রয়োগ বিড়ম্বনা। (ইঙ্গিত)

(অনুচরগণের প্রবেশ) বৃদ্ধকে দেশে পাঠিয়ে দাও।

কেশব। এই—এই—আমাকে ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—দোহাই আমাকে ছেড়ে দে—মাকে একবার দেখব, ছেড়ে দে—

[কেশবকে লইয়া রাক্ষসগণের প্রস্থান।

শৈলে। এস সুন্দরী তোমায় বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান।

ণী ও কেশব।

কি সুন্দর স্থান! এ স্থানের

প্রাণপূর্ণ। আমাকে দেখে

ত্র্যম্বক। (মুখ কি রকম করছে। সবাই

ক্ষণ নানা ভঙ্গীতে অ আমার সঙ্গে কথা কবার

আর নয়। ও সব ছেঁ না।

স্বপন দেখার দরকার

এই সেই ভীষণ স্থান!

নেই। যাক্, কিন্তু—ও করছ তোমাকে দেখে

চ'ড়ে যাওয়া, চাঁদনী দেখছি সকলে যেন

শোওয়া, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে করবার জন্য ছট্‌ফট্

সোনার কুর্সিতে অঘুরি বান তাদের নিশ্চল

পর— রাক্ষসীর সঙ্গে আলাপ হচ্ছে না।

ফিরবে ? তুমি নিষ্পাপ, তাই তুমি করুণাময় যুবাপুরুষের হৃদয় লাভ করেছ। আমি মহাপাপী, সে করুণা পেতে আমার অধিকার কি ?

যমুনা। আপনি কেন দাদা তাকে সব কথা খুলে বললেন না ?

শৈলে। আ—সরলা বালিকা! রহস্য প্রকাশ করলে ফল পাব কেন ? প্রকৃত তথ্য জানবার পর যদি সে আমার হ'তে চায়, তা হ'লে যমুনা সে আমার দয়া—না তার দয়া ? আমি স্বরূপ রাজকুমার জানলে, কত রাজকন্যা যে আমাকে মালা দিতে ছুটে আসবে। তাতে সে তুচ্ছ বালিকা আত্মদান করবে বিচিত্র কি ? আমার এইরূপে দয়া, আমার এই বিভীষিকাময় মূর্ত্তি দেখে আত্মদান—তাও কি কেউ কখন করে যমুনা ? আমি আমার নিজের রূপ দেখেই ভয় পাই। ভগিনী, হবার নয়। সে করুণা পাবার নয়। তুমি যাও—আর আমার পানে চেও না। তুমি ত্র্যম্বককে আনাও। আনিয়ে নিজেই এ রাজ্যের রাণী হও।

যমুনা। কেন—সর্ব্বাণী ত আসবে বলেছিল ?'

শৈলে। আসবে—হয় ত একদিন আসবে। কিন্তু হয় ত সে সময় আমি এ জগতে থাকব না।

নেপথ্যে—রাক্ষস—রাক্ষস—কোথায় রাক্ষস ? (কোলাহল)

যমুনা। হ্যাঁ—তাই ত দাদা—এল কি ? সর্ব্বাণী এল কি ?

শৈলে। সে কি সত্য সত্যই ফিরে এল ? না—না—দুরাশা দুরাশা !

(সর্ব্বাণীর প্রবেশ)

সর্ব্বাণী। কে রাক্ষস ? কোথায় তুমি ? সমস্ত ঘর খুঁজলুম—সমস্ত বাগান আঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজলুম—তবু তোমায় দেখতে পাচ্ছি না কেন ? রাক্ষস! রাক্ষস! দেখা দাও। তুমি আমার পিতার প্রাণরক্ষা করেছ। দয়াময় রাক্ষস—কোথা আছ—দেখা দাও। এঁ্যা—এঁ্যা এই যে—এই যে—রাক্ষস! তোমায় এ কি দশা ?

শৈলে। কে ও সর্ব্বাণী এসেছ ?

সর্ব্বাণী। এসেছি, আমার পিতা আরোগ্য লাভ করেছেন, সেই সংবাদ তোমায় দিতে এসেছি। তুমি অমন ক'রে শুয়ে কেন ?

শৈলে। তুমি আর আমার পানে চেও না। তোমার সব রাক্ষস-সন্তান তোমাকে না দেখে কাতর আছে, তুমি রাজ্যেশ্বরী হয়ে তাদের সান্ত্বনা কর। আমার কথা ভুলে যাও।

সর্ব্বাণী। কেন ভুলে যাব ? রাক্ষস, তুমি অতি মহান্! তোমার মত মানুষ যদি সংসারে থাকত, তা হ'লে সংসার কত সুখের হ'ত! রাক্ষস, তুমি ফিরে চাও। তোমার কি হয়েছে বল ?

শৈলে। আমার মৃত্যুপীড়া হয়েছে।

সর্ব্বাণী। তুমি কত রোগের ওষুধ জান। আমার পিতাকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করলে, তুমি নিজের রোগের কি ওষুধ জান না ?

শৈলে। জানি, কিন্তু সে দুষ্প্রাপ্য।

সর্ব্বাণী। বল কোথায় আছে—আমি খুঁজে আনি।

শৈলে। না সর্ব্বাণী, তোমায় দেখেছি, সুখে মরছি—ঔষধে আর প্রয়োজন নাই।

সর্ব্বাণী। না রাক্ষস! দয়া ক'রে বল, আমি খুঁজে আনি।

শৈলে। সে ঔষধ তোমার কাছেই আছে।

সর্ব্বাণী। আমার কাছে আছে ?

শৈলে। তোমার কাছে আছে।

সর্ব্বাণী। বেশ! কি ঔষধ বল ?

শৈলে। সে বলা—আর তোমার প্রাণে আঘাত দেওয়া—একই কথা, তোমার প্রাণে আঘাত দিয়ে জীবনধারণে আমার লাভ কি ?

সর্ব্বাণী। কি ঔষধ বল।

শৈলে। বলব ?

সর্ব্বাণী। বল, থাকলে দেব।

শৈলে। না সর্ব্বাণী বলব না।

সর্ব্বাণী। কেন বলবে না ?

শৈলে। সর্ব্বাণী, তা তোমাকে বলবার নয়।

সর্ব্বাণী। দোহাই রাক্ষস, আমাকে বল।

শৈলে। ক্ষমা কর সর্ব্বাণী—আমি বলতে পারব না।

সর্ব্বাণী। এই যে বলতে চাচ্ছিলে!

শৈলে। দেখলুম, মৃত্যু-যন্ত্রণার চেয়ে বলার যন্ত্রণা আরও কঠিন।

সর্ব্বাণী। বেশ, তবে আমিও মরব।

শৈলে। তুমি মরবে কেন ?

সর্ব্বাণী। কেন মরব? অন্ধের চক্ষে তোমায় দেখেছিলুম, তখন তোমায় চিনতে পারি নি! এখন দেখি, যদি জগতে কেউ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর থাকে সে তুমি, যদি জগতে দেবতা নামে কেউ পূজার পাত্র থাকে, সে তুমি—যদি এ হৃদয়-পুষ্প অঞ্জলি দিতে হয়, ইষ্টদেব তুমি ভিন্ন আর কাউকেও তা দিতে পারি না। ওঠ রাক্ষস! আমি যে তোমাকে আত্মদান করতে এসেছি! হৃদয়েশ্বর! এই নাও আমাকে গ্রহণ কর। তুমি আমার দেবতা—আমি তোমার চরণাশ্রিতা দাসী। (পদতলে পতন)

[শৈলেশ্বরের প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন

(শৈলেশ্বর ও মহেশ্বরীর প্রবেশ)

মহে। ভগিনী আমার ওঠ! দেখ—চেয়ে দেখ—দেখ তোমার করুণায় ধরণী কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে দেখ।

গীত।

করেছে যে দান বেঁধেছে যে প্রাণ
তোমার সমান আছে কে?
তুমি মধুময়ী প্রকৃতির দান,
বিধি শিরে ধ'রে এনেছে।
অঞ্জলি ক'রে দিয়েছে ঢেলে,
হেথায় সুদূর সাগর-কূলে;
যতনে যামিনী ভুলিয়া আপনি,
মালা গাঁথি বেণী বেঁধেছে॥

সর্ব্বাণী। এঁ্যা (উঠিয়া) একি! একি!

মহে। এস মা, তোমার অপূর্ব্ব দানের বিনিময় গ্রহণ কর।

সর্ব্বাণী। এঁ্যা! দেবী—দেবী—তুমি?

শৈলে। সর্ব্বাণী—সর্ব্বাণী—রাজ্যেশ্বরী! এ রাজ্যের প্রথমোপঢৌকন রাজ্যেশ্বরের দাসত্ব গ্রহণ কর।

মহে। এই করুণায় সংসারের শোভা—শান্তির অস্তিত্ব জীব করুণা, [illegible]—করুণা কর।

(কেশব ও গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। যে ঋষি-কন্যার উপর অত্যাচারে এ রাজ্যের এই দুরবস্থা হয়েছিল, শেঠজী। এই তোমার সেই ঋষি-কন্যা।

কেশব। আমি দৃষ্টিহীন হয়ে ঘুরেছিলুম। রাজকুমার! তাই তোমাকে আমি দেখেও চিনতে পারি নি। আশীর্ব্বাদ করি, সর্ব্ব-সৌভাগ্যের অধীশ্বর হয়ে, তোমরা জগতে করুণা বিতরণ কর।

(ত্র্যম্বকের প্রবেশ)

ত্র্যম্বক। এই যে—এই যে—কালে কালে কমলমণিরও পা হ'ল।

(যমুনার প্রবেশ)

যমুনা। কেন হবে না—[illegible] যদি রাক্ষসীর প্রেমের পাকে মানুষ হয়, [illegible] এ তামাসা দেখতে কমলমণি জল ছেড়ে কি [illegible]ডায় ভাসতে পারে না?

ত্র্যম্বক। রাক্ষসি, আমায় ভোজন করবি?

যমুনা। বললেই হয়—মশলা আঁচ[illegible] বাঁধা।

(সমবেত সঙ্গীত)

কুটিল প্রেমের এই [illegible]।
নীরবে চলে না, নীরবে খেলে না, নীরবে দেয় না ভঙ্গ।
নীরবে থাকে না প্রেমের গান,
নীরবে ভাঙে না প্রেমের মান,
প্রেমের ধারায় ভুবন ভরায় গগনে তুলে তরঙ্গ॥
প্রেমময়ী ধরা যে সুধাধরে,
ভারে ভারে ভরা প্রেম অধরে
প্রেম-সরে প্রেমভরে কেলি করে অনঙ্গ।
প্রেমের বিরহ মধুর শাস্তি মধুর মিলনে সাঙ্গ॥

যবনিকা পতন

প্রমোদ-রঞ্জন

(রঙ্গনাট্য)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ

পাত্রপাত্রীগণ

পুরুষগণ			স্ত্রীগণ		
প্রমোদ	...	অবন্তীপুরের রাজকুমার।	জয়ন্তী	...	হিমালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
রঞ্জন	...	প্রমোদের সখা।	শান্তি	...	ঐ কন্যা।
চঞ্চল	...	আশ্রম-বালক।	মুক্তি	...	শান্তির প্রধানা সখী।
			চঞ্চলা	...	আশ্রম-বালিকা।

পথিকগণ, বন-বালকগণ, অদৃষ্ট-বালিকাগণ, গিরিবালিকাগণ ও প্রেতিনীগণ।

প্রস্তাবনা

অদৃষ্টবালিকাগণ

(গীত)

(আমরা) কোথা থেকে আসি কোথা যাই।
ভাব দেখি হে ভাবুক সুজন বুঝিতে পার কি তাই ?
ভেবে ভেবে যে জন হয় সারা,
তারি চোখে ফুটি দিনে তারা,
যেজন ভাবে না বোঝে না দেখে না শোনে না
তার গাছে গাছে সোনা ফলাই ॥
কাঁটা হয়ে থাকি কেতকীফুলে,
ফণা তুলে রই তটিনীকূলে,
ঢালি সাগরের তলে তপন কিরণ,
আঁধার ঘরে চাঁদ ভাসাই ॥
(আমরা) হাসির ভিতরে শোকের গান,
সলিলে অনিলে শিলার প্রাণ,
শুকায়ে সাগর বসাই নগর
শিশিরের নীরে গিরি গলাই ॥

প্রমোদ-রঞ্জন

প্রথম অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

বৃক্ষতল।

প্রমোদ ও রঞ্জন নিদ্রিত।

(চঞ্চল ও চঞ্চলার প্রবেশ।)

(গীত)

চঞ্চল। এক দুই তিন চার, এক দুই তিন চার,
প্রেমেতে প'ড়েছে বাঁধা জোর কেন আর॥
এস সুড় সুড়, এস গুড় গুড়,
এস খপ ক'রে, ধর লপ ক'রে,
ক'রেছি অমিয়মাখা চার।

চঞ্চলা। পাঁচ ছয় সাত আট, পাঁচ ছয় সাত আট,
ছেড়ে দে ছেড়ে দে মালসাট,
এ চারে নড়ে না ফাতা,
এ টানে দোলেনা লতা,
এ বলে খোলে না কভু হৃদয়-কবাট।

চঞ্চল। সাবধান—চুপ কর্—জোর গেছে তার।
চঞ্চলা। বাসুকির টান হারে, তুই কোন্ ছার॥

প্রমোদ। ঠিক হয়েছে। সখা এইবার অঘোর নিদ্রায় অচেতন! একে পরিত্যাগ ক'রে যাবার এই হয়েছে উপযুক্ত সময়। সংসারের সমস্ত ত্যাগ ক'রে বনে চলেছি। তখন আবার বন্ধু কেন? সংবৎসর আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। এত চেষ্টা করেছি, এত সাধ্যসাধনা করেছি, তবু সঙ্গ ছাড়াতে পারি নি। আর নয়। দেরী কর্‌লে হয় ত জেগে উঠবে—পালাই। রঞ্জন! ভাই আমার! ক্ষমা কর, এ বিপদ্-সঙ্কুল দেশে, এ জনহীন পার্ব্বত্য প্রান্তরে আমি তোমাকে সঙ্গে রাখ্‌তে পার্‌লুম না।

[প্রস্থান।

রঞ্জন। (উঠিয়া) কি হ'ল? প্রমোদ কোথা গেল? এ কি? এই যে আমার পাশে ছিল। আমায় ফেলে পালাল নাকি? সর্ব্বনাশ! এতকাল সঙ্গে সঙ্গে রেখে, শেষ কালটায় তাকে হারালুম! পালাল? আমায় ফেলে চ'লে গেল? প্রমোদ! প্রমোদ! এ কি হ'ল? সখা! সখা!

[প্রস্থান।

চঞ্চল। তুই ঠাওরিছিস কি?

চঞ্চলা। তুই ঠাউরিছিস্ কি?

চঞ্চলা। তারা ফিরে এল ব'লে।

চঞ্চলা। দূর পাগল। আর তারা ফিরেছে! এ ঘোর বনে দুই বন্ধুকে ছাড়াছাড়ি ক'রে দিলুম, আর কি তারা ফেরে?

চঞ্চল। দূর পাগলি! এই দেখ্, তাদের ফিরিয়ে আনি।

চঞ্চলা। সাবধান হয়ে কথা বলিস, তোর ক্ষমতা নয়।

চঞ্চল। সাবধান হয়ে বলিস, আমার ক্ষমতা?

চঞ্চলা। হা হা হা—

চঞ্চল। হা হা হা—তবে শোন্, পুরুষ টান্‌তে রূপ—

চঞ্চলা। আর মানুষ টানতে মায়া—তা জানিস? যদি কেউ ওদের টেনে আনতে পারে, ত সে আমি—হাঁ মা! কার ক্ষমতা?

(জয়ন্তীর প্রবেশ।)

জয়ন্তী। তোমরা দু'জনে দু'পথে যাও—দু'জনে মোহাড়া আগলে থাক। চঞ্চল, তুমি যাও রঞ্জনের দিকে। আর চঞ্চলা, তুমি যাও প্রমোদের দিকে। সাবধান! এ দুটি যেন কিছুতেই হস্তচ্যুত না হয়। তবে পরীক্ষা ক'রে আন। দেখো, আমার আদরের শান্তি ও মুক্তি যেন অমানুষের হাতে না পড়ে।

চঞ্চল। তাই ত বলি, আমি না থাকলে কি টান আসে?

[প্রস্থান।

চঞ্চলা। আর আমি না থাকলে কি কাছে ঘেঁসে—হাঁ মা! ও দুটি কে মা?

জয়ন্তী। প্রমোদকুমার অবন্তীদেশের রাজপুত্র আর রঞ্জন তার আশৈশব সহচর। মানুষের ওপর অভিমানে প্রমোদ সংসার ত্যাগ ক'রে বনে এসেছে।

চঞ্চলা। মানুষের ওপর এমন অভিমান হ'ল কেন?

জয়ন্তী। আজীবন মানুষের উপকার ক'রে, তার অকৃতজ্ঞতায় দারুণ বিরক্ত হয়ে মানুষের আর কখন কিছু করব না, এমন কি, মানুষের মুখ দেখব না ব'লে বাছাধন এই হিমালয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু মূর্খ বোঝে না যে, মানুষের ওপর রাগ করা আর ভগবানের ওপর রাগ করা একই কথা। সুতরাং তাকে শিক্ষা দিতে হবে। আর যে মূর্খ সহচর এমন নরদ্বেষী বন্ধুর সঙ্গ-প্রলোভনে এমন বিজন দেশে আসতে পারে, মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারে, তাকেও শিক্ষা দিতে হবে।—চঞ্চলকে একটি ঘাসের বোঝা যোগাড় করতে বল।

চঞ্চলা। ঘাসের বোঝা কেন মা?

জয়ন্তী। আমি এক কদাকারা বৃদ্ধার মূর্ত্তি ধ'রে সেই ঘাসের বোঝা নিয়ে পথের ধারে ব'সে থাকব। তাই দিয়ে মনুষ্যত্বের পরীক্ষা করব। চিনির বলদ অনেকে হ'তে চায়, ঘাসের বলদ ক'জন হয়? পরের বোঝা বইতে যে ঘাসে ও চিনিতে পার্থক্য না করে, সেই ত মানুষ। যে আমার ঘাসের বোঝা মাথায় করবে, আমি তাকে শাস্তি দান করবো। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ।

(রঞ্জনের প্রবেশ।)

রঞ্জন। না—আর কেন? সে যখন কিছুতেই আমার হ'ল না, তখন আর তার জন্য অনাহারে ঘুরে ঘুরে দেহপাত করি কেন? না, আর না—আর তাকে খুঁজছি না। এই পর্য্যন্তই তার অনুসন্ধানের শেষ। এমন নরাধম! তোর জন্য আত্মীয়, স্বজন, জন্মভূমি, সমস্ত ত্যাগ করলুম, বনে বনে ঘুরলুম, তুই সেই আমাকে পরিত্যাগ ক'রে পালিয়ে গেলি? না, আর তার চিন্তাও নয়। তারে খোঁজবার দরকার কি? সে যখন আমায় ফেলে চ'লে গেল, তখন কি আমার কি হবে একবারও ভেবেছিল? নিদ্রিত, অসহায়—অনাহারে ভীষণ বনে গাছের তলায় আমার কি বিপদই না ঘটতে পারত? গেল? চ'লে গেল? সত্যসত্যই চ'লে গেল? গেল, গেল, বয়ে গেল, ক্ষতি কি? ঘরের ছেলে ঘরেই যাই—পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে খাই। সে আমার ভাবনা ছাড়লে, আমি তার ভাবনা ছাড়তে পারব না? কেন পারব না? এই পারলুম, এই ছাড়লুম।

[প্রস্থান।

(চঞ্চলসহ গিরিবালিকাগণের প্রবেশ।)

চঞ্চল। (স্বগত) ছাড়লে বই কি, আর ছাড়তে হয় না। চঞ্চলের হাতে পড়েছ ধন, ঘরে যাবার দফা রফা। ওরে ছুঁড়িগুলো—করছিস্ কি? তোদের রামধনু যে মিলিয়ে গেল!

গীত।

আয় আয় রামধনু ভাই চলি কোথা চ'লে।
আয় ঝরে ঝরে থরে থরে থরে,
দেব চারি ধারে রঙিন রঙিন ফুলে॥
গায়ে তোর হাত দেব না, যেচে লব রূপের কণা,
ছড়িয়ে দেব দূর্ব্বাদলে ভাসিয়ে দেব জলে।
মাখিয়ে দেব তরুর ছায় ভিজিয়ে দেব লতিকায়,
ঝরিয়ে দেব ঝর ঝর ঝর, গিরির পদতলে॥

(রঞ্জনের পুনঃ প্রবেশ)

রঞ্জন। ওগো, তোমরা কে গা?

বালিকাগণ। ওরে বাবা রে, এ কে রে!

(পলায়ন)

রঞ্জন। ভয় নেই, ভয় নেই—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, তোমরা এখানে একটি মানুষ দেখেছ? ভয় নেই, ব'লে যাও না—শুধু এই কথাটি ব'লে যাও। আরে মর শোন্ না—ওরে আমি পথিক, ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত পথিক। দূর বেটী রে!—যা চ'লে। করলুম কি? এতটা পথ গিয়ে আবার

আমি ফিরে এলুম? কার জন্য এলুম? যার জন্য, সে যে নিষ্ঠুর মিত্রদ্বেষী! এই আমি যাতে না ফিরতে হয়, তার উপায় করলুম। এই পা চালালুম, এই ছুটলুম। (দ্রুত প্রস্থানোদ্যত)

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

রঞ্জন। ওরে বাবা, এ কি? না না, এ যে একটা থপ্‌থপে বুড়ী।

জয়ন্তী। তুমি কি বাবা ক্ষুধার্ত্ত ব'লে চীৎকার করেছিলে?

রঞ্জন। করেছিলুম, এখন থেমে গেছি।

জয়ন্তী। কেন?

রঞ্জন। সে অনেক কথা। সে কথা শুনতে তোর পেরমাইয়ে কুলুলে হয়।

জয়ন্তী। ভাল, নাই বা শুনলুম; দে রামা, মানুষ দে!

রঞ্জন। এ কি কথা বুড়ী? এ কথা কেন বলছিস?

জয়ন্তী। সে অনেক কথা। সে কথা শুনতে বার-দুইচার তোমাকে আবার না ফিরতে হয়।

রঞ্জন। ভাল, নাই বা শুনলুম।

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

রঞ্জন। না বাবা, এ ত বড় গোলমেলে! বেশ, আমি বলছি। আমার সখা অবন্তীদেশের যুবরাজ, মানুষের ওপর বিরক্ত হয়ে গৃহত্যাগ ক'রে বনে এসেছে।

জয়ন্তী। কেন?

রঞ্জন। আজীবন সে ব্যক্তি পরোপকার-ব্রতে ব্রতী। মানুষের সে কায়মনোবাক্যে সেবা করেছে। দেহপাত ক'রেও সে মানুষের উপকার করেছে। এমন কি, মানুষের জন্য সে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে। কিন্তু মানুষ এমন অকৃতজ্ঞ, পদে পদে তার অনিষ্ট ক'রে তার কৃত উপকারের পুরস্কার দিয়েছে। তাই মানুষের ওপর ঘৃণায় লোকালয় ত্যাগ ক'রে সে আজ সন্ন্যাসী। পাছে মানুষের মুখ দেখ্‌তে হয়, তাই নানা বিজন প্রদেশ ভ্রমণ ক'রে সে এখন হিমালয়প্রান্তে উপস্থিত হয়েছে। আমি বরাবর তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছি। কাল রাত্রে দু'জনে একটা গাছের তলায় শুয়েছিলুম। আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, এমন সময় সখা আমাকে ফেলে পালিয়েছে।

জয়ন্তী। বেশ ত, তুমিও পালাও, দেশে ফিরে যাও। সে পাগল, তার সঙ্গে তুমিও কি পাগল হবে? প্রাণে যার বৈরাগ্য নেই, তার গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানয় লাভ কি? যাও—দেশে ফিরে যাও। এই তোমার নবীন বয়স, গৃহধর্ম্ম কর গে; লোকের, দেশের, নিজের, অনেক উপকার কর্ত্তে পারবে।

রঞ্জন। থাম্ থাম্, উপদেশ রাখ্। এখন তুই ঘুরছিস্ কেন বল্?

জয়ন্তী। আমি একটি মানুষ খুঁজছি।

রঞ্জন। তোর সুমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে এটা কে, কি ঠাওরেছিস?

জয়ন্তী। মানুষ?

রঞ্জন। বিবেচনাটা কি হয়?

জয়ন্তী। তা হ'লে আমার সঙ্গে এস।

রঞ্জন। কেন?

জয়ন্তী। ঐ গাছের তলায় একটি ঘাসের বোঝা রয়েছে দেখেছ? সেটিকে মাথায় ক'রে আমার বাড়ী দিয়ে আসবে?

রঞ্জন। ও বাবা! তা কেমন ক'রে পারব? তোর বাড়ী এখান থেকে কত দূর?

জয়ন্তী। একটু দূর বই কি।

রঞ্জন। ফাঁকা পথ, না জঙ্গলে?

জয়ন্তী। মাঝামাঝি।

রঞ্জন। এবড়োখেবড়ো, না সোজা?

জয়ন্তী। সেটা লোক বুঝে।

রঞ্জন। দেখ্ তোর বোঝা আমি বইতে পারতুম; কিন্তু অনাহারে আর ঘুরে ঘুরে আমি এত দুর্ব্বল যে, অত বড় বোঝাটা নিয়ে পাহাড়ের পথে চল্‌তে সাহস হচ্ছে না। তার ওপর বুঝলি, সেই হতভাগা সখাটার জন্য আমার মনে সুখ নেই।

জয়ন্তী। ক্ষুধার্ত্ত? তা হ'লে আমার ঘরে চল না কেন?

রঞ্জন। আচ্ছা। রোস, তোর বোঝাটা একবার নেড়েচেড়ে দেখি।

জয়ন্তী। বেশ চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রস্রবণ।

প্রমোদ।

প্রমোদ। যাক্, এতদিনের পর রঞ্জনের হাত এড়িয়েছি। আর আমাকে সে খুঁজে পাচ্ছে না! এ কি অত্যাচার বাবা! ভালবাসার এ কি অত্যাচার? জোর ক'রে জ্বালাতন! আমি তোর কষ্ট দেখতে পারি না, আমাকে দেখতেই হবে? তোরে পথশ্রমে কাতর দেখলে আমার মন কেমন করে, এ মন কেমন করাতেই হবে? অনাহারে শুষ্কমুখ দেখলে আমার চোখ ফেটে জল আসে, এ জল আস্তেই হবে? এ কি অত্যাচার বাবা? ভালবাসার এ কি অত্যাচার? কষ্ট দিতেই যদি ভালবাসার সৃষ্টি, তবে ভালবাসা! তুই দূর হ। আমি কাউকেও ভালবাস্তে চাই না। রঞ্জনও ত মানুষ। মানুষের সঙ্গ করব না যখন প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন কি শুধু তার জন্য প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্‌ব? যাক্, এই ঝরণা থেকে জল ধ'রে খাই। আঃ! প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল, কি তৃপ্তি! এই তৃপ্তি! মানুষের অন্নজল ত্যাগ ক'রেই কি এই তৃপ্তি! তবে কি মানুষের সঙ্গ হ'তে চিরবিচ্ছিন্ন হ'তেই জন্মগ্রহণ করেছিলেম? এই হিমালয়শৃঙ্গে, এই পার্ব্বতী প্রকৃতির কোলে চিরজীবনের জন্য বিশ্রাম পাব ব'লেই কি পরোপকার কর্‌তে শিখেছিলেম? কই মানুষ? বিদ্বান্ আছে, মূর্খ আছে, রাজা আছে, প্রজা আছে, গুরু আছে, শিষ্য আছে; মানুষ কই? সাধু আছে, চোর আছে; মিত্র আছে, শত্রু আছে; দাতা আছে, গ্রহীতা আছে, মানুষ কই? কত দেশহিতৈষী দেখলেম, কত সর্ব্বত্যাগী দেখলেম,—মানুষ দেখলেম না। বড় বড় নাম শুনলেম, ছুটে গেলেম —মানুষ দেখলেম না। আপনার জন দেখতে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইলেম, দাদা, মামা দেখলেম, মানুষ দেখলেম না। দর্পণে নিজের মুখ দেখলেম, বানর দেখলেম, মানুষ দেখলেম না। সব শালা চোর—সব শালা ভাবের ঘরে চুরী ক'রে ব'সে আছে, মানুষ নেই। কি বল্লি গিরিনির্ঝরিণি, মানুষ নেই? মানুষ নেই? না নেই। নির্ঝরিণী বল্‌ছে, প্রতি শৈলরন্ধ্রে একবাক্যে বল্‌ছে, নেই। তবে আর কেন মূর্খ, সংসারের জন্য ইতস্ততঃ কর? চল, তোমার এই যোগিরাজ ভূতেশ্বরের শ্বশুর, সকল মূর্খের চূড়ামণি হিমালয়ের রন্ধ্রে, পাথর চাপা দিয়ে রেখে যাই। নারায়ণ! আমায় রক্ষা কর! আমার রাজ্যধন, আত্মীয় স্বজন, সব গেছে। দয়াময়! স্বজনশূন্য, আশ্রয়শূন্য, জীবনে মমতাশূন্য, আশ্রয় দাও। তুমি ফেরাও ফিরব, তুমি আবার মানুষকে ভালবাসতে দাও, ভালবাসব। নচেৎ এই পর্য্যন্ত।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ,
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

(নেপথ্যে গীত।)

যখন মন নিছি তুলে।
তখন আর কে ধরে আঁখির ঠারে,
উধাও যাই চ'লে॥

(চঞ্চলা ও বালিকাগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

ভাবছি মনে মনে বনে বনে ফির্‌ব উদাসে,—
ভুলেছি আপন বলা, ঘুচেছে সকল জ্বালা,
ফির্‌ব না দেশে।
চাইব না আর কারো পানে, কথা তুলব না কানে,
পরের প্রাণে প্রাণ ঢেলে দে ভাসব না জলে॥

প্রমোদ। আরে ম'ল! এ আবার কি আপদ্ জুটলো? কে তোরা?

চঞ্চলা। আমরা। তুমি কে?

প্রমোদ। আমি।

চঞ্চলা। তুমি কি গা?

প্রমোদ। আ মর্ ন্যাকা ছুড়ী! মানুষ কি কখন দেখ নি না কি?

চঞ্চলা। ও বাবা!—মানুষ কি?

১ম বা। মানুষ!—হাঁ গা মানুষ কি গা?

প্রমোদ। আরে ম'ল!—এরা বলে কি?

চঞ্চলা। মানুষ কি একরকম জন্তু?

প্রমোদ। বা! বা! এও ত এক রহস্য মন্দ নয়! এরা মানুষ কি তা জানে না। মানুষ এক রকম জন্তু বটে—কিন্তু বড় ভীষণ জন্তু! বাঘ সিঙ্গি দেখেছিস্?

চঞ্চলা। কত—

সকলে। কত পুরেছি।

প্রমোদ। এ জন্তু বাঘ সিঙ্গির চেয়েও ভয়ানক। বাঘ সিঙ্গি পেটের জ্বালায়, আত্ম-রক্ষার জন্য প্রাণহিংসা করে—এ সর্ব্বনেশে জন্তু শুধু আমোদের জন্যই হাজার হাজার জীবজন্তুর প্রাণ নেয়।

চঞ্চলা। ও বাবা! বল কি গো?

২য় বা। পোষ মানে না?

প্রমোদ। কিছুতেই নয়। আদরের সমস্ত সূত্র দিয়ে রজ্জু প্রস্তুত করলেও বাঁধা থাকে না, হৃদয়ের সমস্ত শোণিত দিয়ে তর্পণ করলেও আপনার হয় না।

চঞ্চলা। ও বাবা!

১ম বা। তা হ'লে তারা আপনা-আপনির ভেতর থাকে কেমন ক'রে?

প্রমোদ। সেইটেই সমস্যার কথা।

চঞ্চলা। ও বাবা! এমন জন্তুও থাকে?

প্রমোদ। আর থাকে, রয়েছে ত! যে বেটা এই জন্তু গড়েছিল, মাঝে মাঝে মায়ার খাতিরে দেখতে আসে। দু' চার দিন থাকে—আর ভাব গতিক দেখে পালিয়ে যায়। কতবার এল, কত-বার গেল—তবু এ বেটার জাতের কিছু হ'ল না। মারামারি, কাটাকাটি, সর্ব্বনাশ, অত্যাচার যতই বাড়ছে, ততই বেটার জাত বলে,—আমরা উঁচু হচ্ছি।

চঞ্চলা। ভাল বুঝতে পারছি না।

প্রমোদ। না পারিস, দূর হ'।

চঞ্চলা। হাঁ গা, আমাকে ঐ মাঝের ঝরণা থেকে একটু জল ধ'রে দেবে?

১ম বা। হাঁ গা ঠিক কথা, দেবে গা?

২য় বা। আমাকে দেবে?

সকলে। আমাকে দেবে—আমাকে দেবে?

প্রমোদ। বল কি? বুড়ো বুড়ো মেয়ে পাহাড়ে উঠতে পেরেছ, আর জল ধরতে পার না?

চঞ্চলা। না গো! ও খানটা যেতে ভয় করে।

প্রমোদ। কি জ্বালা! এ যে বিষম ফাঁকরে ফেল্লে। দেখ, আজ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কারও কিছু উপকার করব না। আজকে যে যেমন পারিস খেয়ে যা, কাল তোদের ঐ জল ধ'রে দেব।

চঞ্চলা। দেবে? কাল দেবে?

সকলে। আমাদের দেবে?

প্রমোদ। কাল সবাকেই দেব। আজ প্রতিজ্ঞা করেছি, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করব না।

চঞ্চলা। উপকারই করবে না প্রতিজ্ঞা করেছ, একটু জল দিতে দোষ কি? তাতে কি আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে?

প্রমোদ। আজ দেব না বল্লুম—যা না। কাল আসিস্। প্রতিজ্ঞা কারে বলে বুঝিস কি?

চঞ্চলা। আর বুঝে কাজ নেই। চল ভাই, চ'লে যাই।

প্রমোদ। দুর ছাই হ'ল না, কাল যদি ম'রেই যাই। কে আর আমার প্রতিজ্ঞা শুনতে গেছে? আর শুনলেই বা, তাতেই বা কি? ডাকি—না থাক্—না, ডাকতেই হ'ল। ভাববার সময় কই—চ'লে যায় যে! বলি ওরে মেয়েগুলো!

চঞ্চলা। কি?

প্রমোদ। আয় খাবি আয়, কিন্তু জল খেয়ে সুড় সুড় ক'রে চ'লে যেতে হবে। আর যদি দোরসা ফরমাস কর, তা হ'লে তোমাদেরই এক-দিন, কি আমারই একদিন।

চঞ্চলা। ভয় দেখাচ্ছ কেন? নাই বা খেলুম।

প্রমোদ। খাবি না কি? খেতেই হবে, বল্লি কেন? না খেলে ছেড়ে দেবে কে? (চঞ্চলার হস্তধারণ।)

চঞ্চলা। তা হ'লে আমি কাঁদব।

প্রমোদ। কাঁদবি কি? (হস্ত ছাড়িয়া) ও বাবা! কাঁদবি কি? মাপ চাচ্ছি ভাই, ঘাট মানছি ভাই, খা ভাই। কাল যদি ভাই ম'রে যাই।

চঞ্চলা। বলছে যখন, আজ খাই ভাই। আসতে কাল যদি আমরা না পারি ভাই!

প্রমোদ। হাঁ ভাই, খা ভাই। আমার ঘাট হয়েছে, এই আমি নাক কান মলছি।

১ম বা। তবে আন। (প্রমোদকুমারের জল আনিয়া প্রদান)

সকলে। তোমার জয়-জয়কার হ'ক—শান্তি-লাভ হ'ক।

[প্রস্থান।

প্রমোদ। প্রতিজ্ঞা করাটা বড় অন্যায় হয়েছে। বনবালিকা ওরা—সংসারের কিছুই জানে না। মানুষের ওপর রাগ ক'রে ওদের জল-দানে বিমুখ হচ্ছিলেম। এবার থেকে আর প্রতিজ্ঞা করব না, তবে মনে মনে সঙ্কল্প রইল, আর কারও কিছু করব না। দান ধ্যান মানুষের একটা সহজাত গুণ; কই আমার ত তা মনে হয় না। আমার মন কলুষিত। আমি দানকে উপকার ব'লে মনে করি। তাই কি এত দুঃখ? এই সব মনঃপীড়া তবে কি আর কারও দোষে নয়, আমার নিজের দোষে? ঐ আবার একটা বুড়ী আসছে। ভাবে বোধ হয়, কোন না কোন সাহায্য প্রত্যাশা। না বাবা বুড়ী—তোমার বেলায় সেটি হচ্ছে না। তুমি সংসারের সব জান। অনেক ছল-চাতুরী দেখেছ, অনেক ছল-চাতুরী ক'রে তবে পাকা ঝিঁকুটুটি হয়েছ। তোমার কাছে বোকা হচ্ছি না, তোমার কিছু করছি না। বাবা পাথর! আমায় একটু আড়াল কর ত; বেটী হন হন ক'রে আসছে, পালানটা বড় সুবিধে হচ্ছে না।

[গুপ্তভাবে প্রস্থান।

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। পালাবে কোথায় ধন? এই দেখ না, তোমায় ঠেলে বার করি—দে রামা একটা মানুষ দে! দে রামা একটা মানুষ দে!

প্রমোদ। এ কি বাবা! এ যে সমস্যার নতুন ফেঁকড়া। এ মাগী! বলি ওরে মাগী! ওগো বাছা! ও গো ভালমানুষের মেয়ে! আ মর্! বেটী হন হন্ ক'রে গোঁ ভরে চল্লো যে? মানুষ দে।—রামা মানুষ দে।—মানুষও আবার কেউ কখন চায়? না বাবা, এর মানে না বুঝতে পারলে ত ঝরণার জল হজম হচ্ছে না।—যেতে হচ্ছে। ওরে বুড়ী। শোন্ না, শোন্ না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান।

(তৃণাসনে নিদ্রিতা মুক্তি, চঞ্চলের প্রবেশ)

চঞ্চল। এই মুক্তি, মুক্তি!—ওরে মুক্তি!

মুক্তি। উঃ—

চঞ্চল। ওঠ্—ওঠ্—

মুক্তি। হুঁ—

চঞ্চল। ওঠ্—ওঠ্—ভারি বিপদ্!

মুক্তি। (উঠিয়া) সে কি?

চঞ্চল। চোখ মোছ, চোখ মোছ, দাঁড়া দাঁড়া, মায়ের আজ বড়ই বিপদ।

মুক্তি। সে কি—মায়ের বিপদ?

চঞ্চল। মহা বিপদ!

মুক্তি। বলিস কি?

চঞ্চল। দারুণ! আজ তোকে বে করতে হবে।

মুক্তি। বে কর্তে হবে?

চঞ্চল। আর দেরি করিস নি! নে মুখে জল দে। ওঠ্—ওঠ্।

মুক্তি। আমার গা মাটী মাটী কর্ছে! [পুনঃ শয়ন]

চঞ্চল। আরে ম'ল! আবার শুলি যে?

মুক্তি। বে কর্তে হবে কি?

চঞ্চল। আরে গেল, তামাসা কচ্ছি না কি!

মুক্তি। বে করতে হবে!

চঞ্চল। এখনি—নে ওঠ!

মুক্তি। এখন আমার সময় নেই!

(পুনঃ শয়ন)

চঞ্চল। কথাটা গ্রাহ্য হচ্ছে না বুঝি! তা হ'লে টেনে তুলব বলছি।

মুক্তি। (উঠিয়া) কি আপদ্। আমি ঘুমুচ্ছি—তুই আমাকে জ্বালাতন করতে এলি কেন বল্ দেখি? আমি বে করব না—

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

দেখ দেখি মা—আমি ঘুমুচ্ছি—ও কোথা থেকে আমাকে জ্বালাতন কর্তে এল। সকাল বেলা—মুখ ধুই নি—চোখ মুছি নি—ঘুম ভাঙে নি—বলে—"ওঠ,—বে কর্।"

জয়ন্তী। হাঁ বা! বে কর্‌তে হবে। চঞ্চল যেখানে যেতে বলবে, সেখানে যা—যা করতে বলবে, তাই কর—

[প্রস্থান।

মুক্তি। তা হ'লে ওঠ্—কোথায় যেতে হবে শীগ্‌গির চল্—আমার আর দেরি সয় না।

চঞ্চল। কোথাও যেতে হবে না—এইখানেই থাক্—হৃদয়সিংহাসন পেতে রাখ। যে পথিককে এখানে আসতে দেখবি—সে বড় পথশ্রমে ক্লান্ত—

মুক্তি। বেশ ঠাণ্ডা মূর্ত্তিতে আসে, হাতে ধ'রে সিংহাসনে বসাব—আর তেওাই মেওাই করে ত সিংহাসন চাপা দেব।

চঞ্চল। তা যা খুশী করিস্—কিন্তু বে কর্‌তেই হবে।

মুক্তি। এ ত কম বিপদ নয়! কোথাকার কে, কখন দেখলুম না, লোক কেমন বুঝলুম না, তাকে একেবারে বে করতে হবে?

গীত।

ছিলাম আপন নিয়ে।
গগনপানে চেয়ে চেয়ে ভুল-শয়নে শুয়ে॥
তারকার সঙ্গে মিশে, রঙ্গে গেছি উধাও ভেসে,
শূন্য প্রাণে শূন্য পরাণ দিয়ে।
নীলগগনে সোনার হাসি, ভেবেছি ধরব শশী,
সকাল হ'ল ঘুম ভাঙ্গিল,
শুনি ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে॥

আর ভেবে কি হবে, মায়ের আদেশ। কই গো, পথিক ঠাকুর! কোথায় তুমি? ঐ কি পথিক? পথিক! সুন্দর পথিক! এ সুন্দরের দাসীর অভাব কি? (অন্তরালে গমন)

রঞ্জন। কই কে কথা কইলে?—কিসের শব্দ হ'ল! কে নিশ্বাস ফেল্‌লে? সখা! তুমি? না এখানে সখা কোথায়? এ যে আমার অন্তরের কথায় প্রতিধ্বনি! এ যে আমার দীর্ঘনিশ্বাসে প্রকৃতির প্রতিনিশ্বাস! আমার দুঃখে প্রকৃতির প্রাণ কেঁদে উঠল, আর সে হতভাগার প্রাণে একটুও আঘাত লাগলো না? দূর ছাই, আর তার নামও মনে আনব না!—বলছি ত, পারছি কই? তার জন্য ক্রমে ক্রমে যে আমার প্রাণ ভেঙে এল—হাত পা অবশ হ'তে চল্ল! তাই প্রমোদ! দেখা দে, আমার রক্ষা কর! একদণ্ড তোর অদর্শনে যদি এই পরিণাম, এই হতভাগ্য জীবনে এখনও যে আমায় বহু দণ্ড অতিক্রম করতে হবে? শেষে কি পাগল হব? তাই প্রমোদ! দয়া ক'রে দেখা দে! না, আর কোথায় তার সন্ধান পাব? তবে আর কেন—আর এ অসার জীবনে ফল কি? নারায়ণ! এ ভবযন্ত্রণা থেকে আমায় মুক্তি দাও।

(মুক্তির প্রবেশ)

মুক্তি। প্রভু, আমায় কি ডাকছিলেন? (প্রণাম করণ)

রঞ্জন। এ কি! এ কি সুন্দর মূর্ত্তি!

মুক্তি। প্রভু, দাসীকে কি স্মরণ করেছিলেন?

রঞ্জন। প্রমোদ! প্রমোদ! সখা!—এইবারেই বুঝি তোমার অনুসন্ধানের শেষ। (উপবেশন)

মুক্তি। দাসীকে এতদিন ফেলে কোথায় ছিলেন?

রঞ্জন। আজ্ঞে মাতৃগর্ভে—আপনার বিরহে কাতর হয়ে এত কাল সেই স্থানেই আশ্রয় নিয়েছিলেম।

মুক্তি। আপনাকে কত খুঁজেছি—কত ডেকেছি।

রঞ্জন। আজ্ঞে শুনব কোথা থেকে?—সেখানে চোক কান বুজে পড়েছিলুম। তার পর প্রমোদিনী, তুমি কে? প্রমোদকে খুঁজতে কোথা থেকে প্রমোদিনী বেড়িয়ে পড়্‌লে?

মুক্তি। আমি আপনার দাসী।

রঞ্জন। তা ত বুঝেছি, কিন্তু নিবাস?

মুক্তি। আপনার চরণতল।

রঞ্জন। সাক্ষী?

মুক্তি। সাক্ষী—নিজের মন।

রঞ্জন। আমি আমার মনকে বিশ্বাস করি না। আমার মন বলেছে, তোমার সখা অতি ভদ্র; কিন্তু আমি দেখছি, সে অতি নরাধম।

মুক্তি। তা হ'লে মনটা আমায় দিয়ে দিন, আমি তারে ঠিক ক'রে নেব।

রঞ্জন। তা হ'লে আমার সখাকে আর খুঁজতে দিচ্ছ না?

মুক্তি। আর কিছুক্ষণ খুঁজলে আপনার জীবন

থাক্‌বে না। আপনি ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত; সখা থাকে, দেহে বলসঞ্চার ক'রে অনুসন্ধান করুন।

রঞ্জন। অনুসন্ধান?—তোমায় দেখেই ত হাত-পা অসাড়। তারপর দেখ্‌তে দেখ্‌তে যখন হাত-পা গুটিয়ে পেটের ভেতর ঢুক্‌বে তখন?

মুক্তি। তখন আপনাকে পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে দেব। মন প্রাণ সব সখার উদ্দেশে ছেড়ে দেবেন।

রঞ্জন। আরে আরে মধুভাষিণী শুভাকাঙ্ক্ষিণী দাসীরূপিণী মনোমোহিণী মাগী! এতকাল কোন্ চুলোয় ছিলি? একটু আগে আস্‌তে পার্‌লে যে সখাকে শুদ্ধ গ্রাস কর্‌তে পার্‌তিস্!

মুক্তি। আরে আরে মধুভাষী সদা-উদাসী চিরপ্রবাসী মিন্‌সে! আমি কি ছিচারিণী?—নাও, আর সময় নষ্ট ক'রো না চল।

রঞ্জন। তা হ'লে সত্য সত্যই এইখান থেকেই আমার লীলা সাঙ্গ হ'ল?

মুক্তি। হ'ল বই কি। নাও, আর দেরী করো না চল।

রঞ্জন। এখন নয়, এখন নয়! আগে ঘাড়ের বোঝাটা ফেলে আসি। এক বুড়ীর বোঝা আমি মাথায় করেছি—ঐ! আমার মাথায় বোঝা কোথা গেল?

মুক্তি। যখন বোঝা ছিলুম, তখন অম্লানবদনে মাথায় ক'রে ছিলে, আর যেই মূর্ত্তি ধর্‌লুম অমনি ফেলে দিচ্ছ। ছি ছি! তুমি কি রকম মানুষ?

রঞ্জন। সত্যি সত্যি, মাথার বোঝা কি হ'ল? অন্যমনে কি ফেলে দিলুম? বোঝা কি হ'ল? ওরে পাষণ্ড নরাধম সখা! তোর জন্য আমার মনুষ্যত্বও কি লোপ পেলে? পরের বোঝা মাথায় নিলুম। তোর জন্য ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কে ফেলে দিলুম!

মুক্তি। ভাবতে লাগ্‌লে কেন—আত্মহত্যা কর্‌তে বস্‌লে কেন? অনাহারে তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

রঞ্জন। আরে মর, আমি যে একটা বোঝা মাথায় করেছিলুম।

মুক্তি। আরে গেল, আমি যে তাই থেকে গজিয়ে উঠলুম।

রঞ্জন। আচ্ছা চল্—একটু জল খেয়ে আসি। তারপর—আরে মর, কাজটা যে অন্যায় হচ্ছে!

মুক্তি। আরে গেল—তুমি যে সন্ধ্যে ফুল দেখছ!

রঞ্জন। না, আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে।

মুক্তি। তবে থাক—আমি আর দাঁড়াতে পারি না! ওঠ ত শীগ্‌গির ওঠ।

রঞ্জন। এ যে ভারী অন্যায় কথা। দেখ ভাই, তুমি দাসী হ'য়ে আপনাকে পেশ কর্‌লে, আর দুটো চারটে কথা কয়েই মনিব হ'য়ে হুকুম চালাতে সুরু কর্‌লে?

মুক্তি। তবে কি কর্‌তে বল?

রঞ্জন। প্রথম দর্শনে এতটা করা দেখতে শুনতে খারাপ, বুঝ্‌লে?

মুক্তি। প্রথম দর্শনে এতটা যদি না হয়, তা হ'লে আর কখন হ'ল না, বুঝ্‌লে?

রঞ্জন। এত জোর কিসে? তোমার কাছে আমার সখা আছে?

মুক্তি। সখা ধর্‌বার ফাঁদ আছে।—নাও চল—তোমার লজ্জা কর্‌ছে বুঝতে পাচ্ছি।

রঞ্জন। ভারী লজ্জা কর্‌ছে। ও ভাই নাম জানি না। আমি যে লজ্জায় কথা কইতে পার্‌ছি না।

মুক্তি। তবে এস তোমার হাত ধ'রে নিয়ে যাই।

রঞ্জন। ওগো! আমার কি হ'ল গো? কে কোথায় আছ দেখ না—আমি যে সুড় সুড় ক'রে চল্‌তে আরম্ভ ক'রলুম?

মুক্তি। সংসার ত্যাগ ক'রে হিমালয়ে যোগ শিখতে এসেছ না?

রঞ্জন। এসেছিলুম ত—কিন্তু এ যে ভগ্নাংশ লঘুকরণ, চক্রবৃদ্ধি পর্য্যন্ত হ'য়ে গেল। ওগো! কে কোথায় আছ, আমায় ধ'রে রাখ না গো? ওগো আমার মতন যে অনেক জানোয়ার আছে, তবে আমায় বেছে বেছে ধর্‌লে কেন?

(মুক্তির গীত)

আমার মনটি করিয়া চুরী,
আমার প্রাণটি করিয়া চুরী,
এই আসি ব'লে, গিয়েছিলে চ'লে
এতদিনে এলে ফিরি গো—
এতদিনে এলে ফিরি।

কত নিশি গেছে কত দিন,
কত সকাল সন্ধ্যা বেলি,
কত বার মাস কত যুগযুগান্তর অতীত পড়েছে ঢলি,
কত মরু গেছে কত সাগরে,
কত সাগরে শুকাল বারি,
কত নদী গেছে পথ ভুলি গো,
গ'লে গেছে কত গিরি।
সারা জীবনের সাধে রচেছি ডোর,
কোথা যাবে মোর সকল-চোর ?
ধরেছি যখন, বেঁধেছি তখন
আর কি ছাড়িতে পারি গো—
আর কি ছাড়িতে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বনপথ।

ভূঙ্গার লইয়া চঞ্চল ও চঞ্চলার প্রবেশ ও পথিপার্শ্বে ভার রক্ষা।

চঞ্চল। কি রে পাগলি! তোর নাগর কতদূর এলো ?

চঞ্চলা। সে খবরে তোর দরকার কি ?

চঞ্চল। এখনও বল্—লজ্জ নিই।

চঞ্চলা। তুই যা কর্‌ছিস্, তাই কর। নিজের চরকায় তেল দে।

চঞ্চল। আমি চরকা গোমুখীর জলে ফেলে দিয়েছি।

চঞ্চলা। বলিস্ কি ?

চঞ্চল। চর্‌কা ফেলে লাঠী ধরেছি—

চঞ্চলা। বলিস্ কি ?

চঞ্চল। (মুখ বিকৃত করিয়া) বলিস্ কি ? তাই ত বল্‌ছি—আবার কত বার বল্‌ব ? দেখ্‌গে যা, সে এখন মুক্তির পাছু পাছু ঘুর্‌ছে। এখন লাঠি নিয়ে তাড়া দিলেও নড়ে না।

চঞ্চলা। বলিস্ কি ?

চঞ্চল। না, পাগলি ক্ষেপে গেছে। এখন তোর কতদূর ?

চঞ্চলা। (হাস্ত)

চঞ্চল। আরে মর্—

চঞ্চলা। (হাস্ত)

চঞ্চল। ম্যা—ম্যা—এ যে [illegible] করলে ?—

চঞ্চলা। আমার তিনি—(হাস্ত) হৃষীকেশ! বলে হৃষীকেশ! বলে হৃদয়ের হৃষীকেশ! তোমার হুকুমে আমি চলা ফেরা কর্‌ছি।

চঞ্চল। বলিস্ কি, আমার হৃষীকেশ যে হেঁকচ-পেঁকচ ক'রে উঠছে !

চঞ্চলা। আর আমার হৃষীকেশ কেবল আমাকে হাসিয়ে তুল্‌ছে! (হাস্ত) আরে গেল, কম আস্পর্দ্ধার কথা নয়! বলে হৃষীকেশ, নিজের দোষে কর্ম্মসূত্রের পাকে পাকে ছট্‌ ফট করছে, যেতেও পার্‌ছে না—দাঁড়াতেও পার্‌ছে না। অথচ কথায় কথায় বলা হচ্ছে হৃষীকেশ !

চঞ্চল। সত্যি, সত্যি, ব্যাপারখানা কি বল্ দেখি ? তাকে আন্‌তে পার্‌লি নি ?

চঞ্চলা। এই যে বল্লুম। যতই তাকে টান মারি, ততই বলে—ঘম্মা হৃষীকেশ। আমার হাসি পায়। হাস্‌তে হাস্‌তে ভাই দড়ীটে আল্‌গা হ'য়ে যায়। আর সে ও অমনি মার [illegible] ছুট। মঞ্জনকে ধ'রে বড়াই করছিস। তাকে ধরা [illegible]ড়ীর কাজ। পড়্‌তিস্ এই পাগলটার পাল্লায়, ত[illegible] হ'লে টের পেতিস্।

চঞ্চল। চুপ চুপ—হৃষীকেশের দল [illegible]সছে।

চঞ্চলা। আবার হৃষীকেশ কে রে ?

চঞ্চল। দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না। [illegible] যে সব পুণ্যাত্মারা। ওঁরা সব কেদারেশ্বরের [illegible]র্থ ক'রে আস্‌ছেন। একটু আড়ালে যাই [illegible] না। যা, ওঁদের পুণ্যির জোর কেমন ক'রে মাপে দেখ না।

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। ঘাসের বোঝা কোথায় রাখ্‌লি ?

চঞ্চল। ঐ—

জয়ন্তী। তবে যা, তোরা চ'লে যা।

[চঞ্চল ও চঞ্চলার প্রস্থান।

(পথিকদ্বয়ের প্রবেশ।)

১ম প। কি ভ্রম, কি ভ্রম!—মানুষের কি ভ্রম! মন পবিত্র হ'ল না, সেই একমেবাদ্বিতীয়ং নিরাকার প্রেমময়ের চরণে মতি হ'ল না, চিত্তের স্বাধীনতা নাই, সাম্য-মৈত্রী ভাব নাই—শুধু পার্থিব তীর্থদর্শনে আত্মার উদ্ধার হবে ? কি ভ্রম, কি ভ্রম!

২য় প। এ আমাদের পোড়া দেশের লোক বুঝ্‌লে না।

১ম প। এই যে সুন্দর হিমালয় সুন্দর তরু-লতা মাথায় ল'য়ে করুণাময় পরমেশ্বরের অনন্ত প্রেমের সাক্ষ্য দিচ্ছে, দয়াময়ের অপার মহিমায় ঐ যে পর্ব্বতশৃঙ্গ চিরতুষারাচ্ছন্ন রয়েছে,এই সব দেখ, ভগবৎপ্রেমে প্রাণ পূরে যাবে!

২য় প। এ আমাদের পোড়া দেশের লোক বুঝ্‌লে না।

১ম প। ঐ সকল বৃক্ষ থেকে ফল পেড়ে খাও, প্রাণে ভক্তি আস্‌বে। ঐ সব ফুল নিয়ে নাকে ধর, ভাবের লহর উঠ্‌বে! লগুড়াঘাতে ঐ তুষার ভঙ্গ ক'রে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নিয়ে গিয়ে একটু গালে, একটু মাথায় দাও, হৃদয়ে প্রেমের জমাট বেঁধে যাবে।

২য় প। এ আমাদের পোড়া দেশের লোক বুঝ্‌লে না।

১ম প। প্রেমময়কে স্মরণ করতে হ'লে আগে তাঁর করুণা বোঝা চাই, পুষ্টিকর আহারে ক্ষুধার দমন চাই, সুমিষ্ট পানীয়ে তৃষ্ণার দূরীকরণ চাই, মনের মত বিহার চাই। এই সকল কাজ ভক্তি-সহকারে করতে পারলেই ঈশ্বর-জ্ঞান আপনি আসে, নতুবা ঈশ্বর-জ্ঞানের কি আর হাত-পা আছে?

২য় প। এ আমাদের পোড়া দেশের লোক বুঝ্‌লে না!

১ম প। আর ভাই-ভগ্নি সকলে মিলে রসালাপে, উত্তপ্ত বক্তৃতায়, সুশীতল গানে আত্মার ধৌতি চাই; তা না ক'রে তীর্থনামে পাপের আগারগুলোতে, একটা সসীম প্রস্তরখণ্ডে সেই অনন্ত অসীম প্রেমময় নির্ণয় ক'রে অর্থের অপব্যয়ে কি উদ্ধার আছে?

২য় প। এ আমাদের পোড়া দেশের লোক বুঝ্‌লে না!

১ম প। একটা ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্রকে একমুষ্টি অন্ন দেবার যা ফল, একটা পতিত দুর্ব্বলকে হাত ধ'রে তুলে নেবার যা ফল, একটা ভারপ্রপীড়িতের ভার ধারণে যে ফল, ভারতের সমস্ত তীর্থের সমস্ত মাটী-গুলোয় গায় শতবৎসর ধ'রে অর্থ ঢাল্‌লেও তার শতাংশের একাংশও ফল পাওয়া যায় না। শান্তি চাও,মানুষ হও,—সর্ব্বভূতে দয়া কর, চিত্ত শুদ্ধ কর, অভিমান গর্ব্ব ত্যাগ কর—ঈশ্বরের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন কর।

২য় প। এ আমাদের পোড়া দেশের লোক বুঝ্‌লে না! আপনি মহাপুরুষ!

১ম প। হাঃ হাঃ—আমি দীন, অতি দীন, অতি দীনের অত্যন্ত দীন। ঐ যে একটি দীনা-হীনা গলিতবসনা, পলিতকেশা, গলিতবেশা বৃদ্ধাকে দেখেছ, আমি ও হ'তেও দীন। ওর ভৃত্য থাকলে তা হ'তেও দীন—ওর ভৃত্যের ভৃত্যের ভৃত্যের দীন—বর্ণে দীন, ধনে দীন।

জয়ন্তী। দে রামা, একটা মানুষ দে।

২য় প। ওগো বাছা, মানুষ চাচ্ছিস্?

জয়ন্তী। হাঁ বাছা!—

২য় প। মানুষ চা'স্ ত একে নে। এমন মানুষ আর পাবি না।

১ম প। চল হে ভাই, বেলা গেল, ব্রহ্মোপা-সনার সময় হ'ল।

২য় প। বুড়ী কি বলে একবার শুনুন না?

১ম প। ও আর কি মাথামুণ্ডু বলবে, ভিক্ষা চায়! ভিক্ষা আমি দিতে পারি না। ভিক্ষা, ভিক্ষা, ভিক্ষা—আমাদের হতভাগ্য ভারত যে অবধি ভিক্ষা শিক্ষা করেছে, সেই অবধি দারিদ্র্যের খরস্রোতে সাঁ সাঁ ক'রে ভেসে যাচ্ছে। ভিক্ষায় অলসতার বৃদ্ধি, অলসতায় মহাপাপ—আমি পাপের প্রশ্রয় দিতে পারি না।

জয়ন্তী। ভিক্ষে নয় বাবা, ঘাস্।

১ম প। ঘাস কি?

জয়ন্তী। এই বাবা গোরুর জন্তে ঘাস কেটে বোঝা বেঁধেছি—বুড়ো মানুষ, তুলতে পারছি না।

১ম প। তা আমরা কি কর্‌ব?

জয়ন্তী।, তুলে আমার বাড়ীতে দিয়ে আসবে।

২য় প। যাই—আমায় আবার রেঁধেবেড়ে খাবার বন্দোবস্ত দেখ্‌তে হবে।

জয়ন্তী। না বাবা, আমায় একটা উপায় ক'রে যাও।

২য় প। এই বাবুকে ধর, বাবু বড় দয়ালু; আমরা গরীব মানুষ, নিজের বোঝাই বইতে পারি না—আবার পরের বোঝা!

১ম প। আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর, আমি আমার চাকরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

জয়ন্তী। ও বাবা, দেরী সইবে না বাবা!

১ম প। তবে কি আমি ভুলব?

জয়ন্তী। দয়া ক'রে বাবা!

১ম প। কি বল্লি? আমি তোর বোঝা বইব? এ কথা বলতে তোর সাহস হ'ল?

২য় প। কেন, আপনি ত বল্লেন আমি দীন।

১ম প। মুখে বল্লুম ব'লে কি যথার্থই আমি দীন? ও বেটীর মত ছ'দশটা চাকরাণী আমার বাড়ীতে গিস্‌গিস্ করছে, আমি দীন? ওর বাপ, না হ'ক ওর ঠাকুরদাদা, না হ'ক ওর চৌদ্দপুরুষের যে কেউ এক জন, আমার বাড়ী হয় চাকরী, না হয় উমেদারী, না হয় ভিক্ষে, কিছু না কিছু একটা করেছে, আমি দীন?

জয়ন্তী। পারবে না বাবা?

১ম প। প্রেমময়কে ভুলতে হয় সে-ও স্বীকার, তবু তোর কিছু করব না।

জয়ন্তী। দে রামা, একটা মানুষ দে! (বিকট মুখভঙ্গী)

২য় প। ওরে বাবা রে!

১ম প। কি হ'ল কি হ'ল?

২য় প। এর গালের ভেতরে একটা মানুষ!

১ম প। সে কি! অসম্ভব—অসম্ভব—কোন কেতাবে ত এ রকমটা লিখ্‌ছে না?

২য় প। আর লিখ্‌ছে না। আমি স্বচক্ষে দেখ্‌লেম—এক গাদা চুল সুদ্ধ—এত বড়—এত বড় দাঁত শুদ্ধ—এত বড় মাথা!

জয়ন্তী। দে রামা, একটা মানুষ দে।

২য় প। ওরে বাবা রে খেলে রে!—জয় রাম!

[প্রস্থান।

১ম প। দেখ ভদ্রে, আমি তোমায় রহস্য করছিলেম।

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

১ম প। ওরে বাবা রে কি কল্লেম রে—আমার উপর যে ভারতের অনেক আশা আছে রে!

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

১ম প। ও বাবা, আবার ব্রহ্মাণ্ড দেখায় রে! জয় রাম!

[প্রস্থান।

(তৃতীয় ও চতুর্থ পথিকের প্রবেশ)

৩য় প। শান্ত, দাস্য, মধুর—এই তিন ভাব নিয়ে বৈষ্ণব। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ! চিনি যদি না খেতে পেলুম, তা হ'লে আর মজাটা কি? চিনি হ'য়ে লাভ কি? মধুরভাব যার নাই, সে কি মানুষ? শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ!

৪র্থ প। আচ্ছা আমার কি ভাব আছে।

৩য়। খুব শান্তভাবের লক্ষণ আছে। দিন-কতক বৈষ্ণব-সেবা করলেই দাস্যভাব আসবে। আর গৌরাঙ্গের কৃপা হ'লেই দাস্যভাবটা থেকে মধুরভাবে এসে দাঁড়াবে। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ!

৪র্থ প। আচ্ছা, এই স্ত্রীলোকটির মধুরভাব আছে?

৩য় প। না পরীক্ষা ক'রে বলব কি ক'রে—এই এঁর কথা বলছ? এত বুড়ীতে মধুরভাব থাকবার কথা প্রভু ত বল্‌ছেন না।

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

৩য় প। কি গো বাছা, মানুষ খুঁজছিস্?

জয়ন্তী। হাঁ বাছা!

৪র্থ প। মানুষে কি হবে?

জয়ন্তী। মানুষে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

৩য় প। মানুষের কার না প্রয়োজন? কিন্তু বাছা মানুষ মেলা যে বড়ই দুর্ঘট। শ্রীগৌরাঙ্গ!

জয়ন্তী। তাই ত দেখছি।

৩য় প। আপনার আছে কে?

জয়ন্তী। কি বলব?

৩য় প। বাবাজী?

জয়ন্তী। নেই।

৩য় প। তিনি দেহরক্ষা করেছেন? করেছেন, ভালই করেছেন। যত শীঘ্র গৌরের চরণে আশ্রয় নেওয়া যায়, ততই মঙ্গল। শ্রীগৌরাঙ্গ!—মায়ের মেয়ে-টেয়ে কি আছে?

জয়ন্তী। একটি মেয়ে আছে।

৩য় প। তা হ'লে ত বিলক্ষণই মধুররস আছে! শ্রীগৌরাঙ্গ! শ্রীগৌরাঙ্গ!

(গীত)

যে দেশে গিয়াছে গৌর সেই দেশেতে যাব রে,
সোনার গৌরাঙ্গ আমার কোথায় গেলে পাব রে॥
ম'লেম গৌর অনুরাগে, দংশিল গৌরাঙ্গ-নাগে,
বিষে অঙ্গ জরজর কখন ঢ'লে পড়ি রে॥

৩য় প। তা হ'লে মাইজীর আখড়াটা কোথায়?

শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীগৌরাঙ্গ!

জয়ন্তী। আখড়া আর কোথায় পাব বাবা?

৩য় প। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মনে করলে একদিনেই হবে।

জয়ন্তী। তা হ'লে আমার ঘাসের বোঝাটা ঘাড়ে নাও।

৩য় প। হাঃ হাঃ শ্রীগৌরাঙ্গ! শ্রীগৌরাঙ্গ! ঘাস আর নিতে হবে না মাইজী, তোর এই ছেলের হরিনামের গুণে তোর আখড়া হ'তেই ঘাস আপনা আপনি গজিয়ে উঠবে।

গীত।

হরিনামের গুণে গহন-বনে শুষ্ক তরু মুঞ্জরে,
বল মাধাই মধুর স্বরে।
হরিনামের তুল্য অমূল্য ধন কি আর আছে,
সংসারে?

জয়ন্তী। (বিকট স্বরে) দে রামা, মানুষ দে।

৩য় ও ৪র্থ প। ওরে বাবা রে! এ কি!

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

৪র্থ প। ওরে বাবা রে খেলে রে।

৩য় প। পুতনে পুতনে! আমি—রক্ষা কর গৌরচন্দ্র!

(৩য় ও ৪র্থের পলায়ন ও জয়ন্তীর অনুসরণ)

(পঞ্চম পথিকের সহিত জয়ন্তীর পুনঃপ্রবেশ।)

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

৫ম প। দোহাই মা গন্ধেশ্বরি, আমি মানুষ নই—গোরু! পাঁচ ইয়ারে ছিঁড়ে খায়। পৈতৃক বিষয়রূপ ভাগাড়ে যখন প'ড়ে থাকি তখন কত শিয়াল-কুকুরে যে আমাকে উচ্ছিষ্ট করে, তার সংখ্যা নেই। এখন আমি সর্ব্বস্ব খুইয়ে ম'রে গো-ভূত হ'য়ে বেড়াচ্ছি। হিন্দুর দেবতা মা, আমার উপর লোভ ক'রো না!

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

৫ম প। হাম্বা, হাম্বা! (পলায়ন ও জয়ন্তীর অনুসরণ)

ষষ্ঠ দৃশ্য

কানন-প্রান্ত।

চঞ্চল ও চঞ্চলা।

চঞ্চল। দেখ্‌লি—তুই এতক্ষণ ধ'রে কেবল ভেরাণ্ডা ভাজলি, আমি আমার নাগরকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরপাক খাইয়ে একটু পায়চারী করতে এলেম।

চঞ্চলা। তোর ভারি ক্ষমতা!

চঞ্চল। তা ছাই এখনও বুঝতে পারলি নি?

চঞ্চলা। সে আর বোঝবার দরকার করে না।

চঞ্চল। শোন্, যখন দেখবি রাজকুমার তোর সূত্র ছেঁড়ে ছেঁড়ে হ'ল—তখন আমার স্মরণ করিস, আমি তোকে বেড়াপাকে জড়িয়ে ধ'রে নিয়ে আসবো।

চঞ্চলা। আমার আকর্ষণ মায়ার আকর্ষণ। তুই কি বুঝবি পাগল? যে আমায় সৃজন ক'রেছে, সে-ও মর্ত্ত্যে এসে আমার ভয়ে অস্থির হয়।

চঞ্চল। বলিস কি! আমার যে কাঁপুনি এল!

চঞ্চলা। আসবে না, তুই ত একটা চোখের পালটের ওয়াস্তা।

চঞ্চল। খুড়ী, হাসি হাসি—

চঞ্চলা। দেখ্ আমায় রাগাস নি, মারা যাবি।

চঞ্চল। দেখ্ আমায় হাসাস নি, পেটে খিল ধরবে।

চঞ্চলা। তুই ক্ষুদ্র প্রাণী, সংসারে তোর কেউ নেই বলে দয়া ক'রে তোরে ছায়ায় রেখেছি।

চঞ্চল। আর ব্রহ্মাণ্ড পেটে পুরে না কি আমার মুখোমুখি—মুখশুদ্ধি করবার জায়গা নেই, তাই শুধু মনটির ওপর তোকে অতি সন্তর্পণে রেখেছি।—ওই দেখ্ রঞ্জন মুক্তির পেছন পেছন এখনও ঘুরছে। কিন্তু তোর প্রমোদ কই?

চঞ্চলা। এইবারে আমি তাকে বেঁধে আন্‌বোই আনবো!

[উভয়ের প্রস্থান।

(মুক্তি ও রঞ্জনের প্রবেশ)

মুক্তি। এই ফল রেখেছি, খাও—আমি ততক্ষণ জল আনি। খেয়ে একটু বল ক'রে বৃদ্ধার ভার মাথায় কর। তুমি যখন আমার মাথার মণি হ'লে,

তখন তোমাকে দীপ্তিহীন রাখব কেন? তোমায় অ-মানুষ বলবে, এ আমি কেমন ক'রে সহ্য করব? —এই নাও ফল—আমি জল আনি!

রঞ্জন। বড় পিপাসা, জল আন। ভাল, ও মোট না মাথায় করলে কি চলবেই না?

মুক্তি। কিছুতেই না। কেমন ক'রে চলবে? পরের ভার মাথায় করতে না শিখলে ত মানুষ কি!

রঞ্জন। দেখ, ও মোট থাক্, তার চেয়ে তুমি আমার কাঁধে ওঠ, আমি বুড়ীকে দেখাই যে, আমি পৃথিবীর ভার ধরতে পারি। তা হ'লেও কি মানুষ হয় না?

মুক্তি। নাও, ব'সো পাগলামী ক'রো না। (প্রস্থানোদ্যত)

রঞ্জন। আর দেখ—

মুক্তি। আবার কেন?

রঞ্জন। এ মানুষ কি না হ'লে চলবেই না?

মুক্তি। না, কিছুতেই না। আমি সখীদের কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে?

রঞ্জন। ভাল ভাল, তবে যাও।—আচ্ছা দেখ—

মুক্তি। আবার কি দেখব?

রঞ্জন। তা হ'লে আর খাবার কিছু প্রয়োজন নেই, চল আগেই বোঝাটা মাথায় ক'রে রেখে আসি।

মুক্তি। না, সেটি কোন মতেই হ'তে পারে না।—দুর্ব্বল শরীর। মাথায় ক'রে আবার ফেলে দেবে, আর লজ্জায় আমাকে মাথা হেঁট করতে হবে!

[মুক্তির প্রস্থান।

রঞ্জন। আহা! কি সুন্দর ফল! কি সুন্দর সুধা! কি সুন্দর হাত থেকে প্রাপ্তি!—কিন্তু কি সুন্দর আমার পরিণাম! আমার সখা অনাহারে বনে বনে ঘুরতে লাগ্‌ল, আর আমি এখানে আহারের সুন্দর ব্যবস্থা করছি! না খেয়ে শুকিয়ে ম'লেও যে কারও কাছে হাত পাতে না, আমি মুখে তুলে না দিলে যার খাওয়া হ'ত না—আমার সখাকে এ ফল নিবেদন না ক'রে আমি খাচ্ছি! তা হ'লে পাত্র সুদ্ধ এই দূর হও। (দূরে ফল নিক্ষেপ)।

(মুক্তির পুনঃ প্রবেশ)

মুক্তি। কি করলে, ফল খেলে?

রঞ্জন। গহ্বর খেয়েছে।

মুক্তি। সে কি?

রঞ্জন। দেখ, এ কাজটা বড় সুবিধে হ'চ্ছে না।

মুক্তি। আবার সুবিধে হচ্ছে না কেন?

রঞ্জন। না, এ কাজ কিছুতেই সুবিধে হচ্ছে না।

মুক্তি। আবার মাথা বিগড়াল কেন?

রঞ্জন। না, এ কাজ কোন মতেই সুবিধে হচ্ছে না।

মুক্তি। আরে গেল হ'ল কি? আচ্ছা চল, আর বোঝা তুলতে হবে না।

রঞ্জন। এই যে চলছি। শয়নে পদ্মনাভ, শয়নে পদ্মনাভ। (শয়ন)

মুক্তি। ওকি, শুলে কেন? ওগো, শুলে কেন? তোমার কি অসুখ করছে?

রঞ্জন। বেজায়—মারাত্মক।

মুক্তি। সে কি? কখন হ'ল?

রঞ্জন। তোমাকে দেখে অবধি। (নিদ্রার অভিনয়)

মুক্তি। ও কি করছ?

রঞ্জন। থাম থাম—আমি দেহরক্ষা করছি।

মুক্তি। তা হ'লে আমার সঙ্গে যাচ্ছ না?

রঞ্জন। কই যাবার গতিক ত দেখ্‌ছি না।

মুক্তি। দেখ, যাবে কি না যাবে একেবারে বল?

রঞ্জন। দেখ চোখ রাঙিওনা, আমি ভেব্‌রে যাব।

মুক্তি। বেশ—হুকুম কর, আমি চ'লে যাই।

রঞ্জন। বল কি, প্রথম দর্শনেই এত বশ মেনেছ?

মুক্তি। হাঁ প্রভু! বুঝতে পারছ না?

রঞ্জন। না প্রভুনি! পারলেম না!

মুক্তি। কি জ্বালা! তুমি কি রকম মানুষ!

রঞ্জন। মানুষ আর রাখলি কই, বানরের অধম করলি। সখাকেও খুঁজতে দিলি নি, লোকের একটা উপকারও করতে দিলি নি।

মুক্তি। চোপ রও, সে কি আমি?

রঞ্জন। দেখ, তোমার রাগটা বড় মন্দ লাগছে না।

মুক্তি। আরে রাম বল, এ তো একটা বদ্ধ পাগল।

রঞ্জন। টিটকারীটে একটু একটু মিষ্টি লাগছে।

মুক্তি। আর এটা? (কর্ণ ধারণ)

রঞ্জন। আহা আহা! মধু, মধু।

মুক্তি। তোমার মতলবটা কি বল ত?

রঞ্জন। ভয়ে কব, কি নির্ভয়ে কব?

মুক্তি। নির্ভয়ে কও!

রঞ্জন। তবে শোন—মন দিয়ে শোন। দেখ, সখার জন্য আমি পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছিলেম।

মুক্তি। তা ত দেখেছি।

রঞ্জন। সখাকে না দেখে অন্ধকার দেখছিলেম।

মুক্তি। তাও ত বুঝেছি, আর একটু হ'লেই ভীষণ গহ্বরে পড়েছিলে।

রঞ্জন। মনের দুঃখে মরতে যাচ্ছি, এমন সময়ে সেই অন্ধকার ভেদ ক'রে অতুল রূপরাশির প্রলোভন নিয়ে কোথা হ'তে এক আনন্দময়ী ফুটে উঠল।

মুক্তি। তার পর?

রঞ্জন। তার পর সে আনন্দময়ীর সঙ্গে আমার কতকগুলো রহস্যের প্রেমালাপ হ'ল।

মুক্তি। তার পর?

রঞ্জন। তার পর আনন্দময়ী আমাকে একটু মধুর রকমের টান দিলেন।

মুক্তি। আনন্দময়ীর! আর কাজ কি! পথশ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত, বিয়োগ-কাতর—এদের সান্ত্বনা দিতেই না তার দেহধারণ! তার পর তুমি কি করলে?

রঞ্জন। আমি টানটা সইলুম।

মুক্তি। কেন?

রঞ্জন। জানি আমি, আনন্দময়ীকে একটু বেগ পেতে হবে।

মুক্তি। কেন?

রঞ্জন। জানি আমি সখা ভিন্ন এ জগতে আর কারও নই! সুতরাং আনন্দময়ী টান দিয়ে আর আমার কি অনিষ্ট করবে?

মুক্তি। বেশ।

রঞ্জন। আর এটাও বেশ জানি যে, আমার মতন জাঁকজমকবিশিষ্ট পুরুষ দেখলে কত গোমড়া-মুখী আনন্দময়ী হয়।

মুক্তি। শুনে সন্তুষ্ট হলুম!

রঞ্জন। আর ইচ্ছা করলেই অমনধারা দু'দশটা—হাজারটা—লাখোটা—আর কত বলব—এই এতটা আনন্দময়ীর পাণিগ্রহণ করতে পারি।

মুক্তি। বহুত আচ্ছা।

রঞ্জন। তার পর, একটি চক্ষের পলক না পড়তে পড়তে ঐ ঝাঁককে ঝাঁক আনন্দময়ীকে বিরহানলে ঝপাঝপ ফেলে দিতে পারি।

মুক্তি। তার পর?

রঞ্জন। এই মনে ক'রে আমি আনন্দময়ীর সঙ্গে সঙ্গে চল্লেম। চলতে চলতে দেখি না, আনন্দময়ী বিষাদময়ী হ'ল। বিষাদময়ী হ'লেন কিনা রোদনময়ী; রোদনময়ী দেখতে দেখতে জলময়ী, আর যেমন জলময়ী অমনি তরতর ক'রে সেই জলের স্রোত পাহাড় ভেদ ক'রে ছুটে গেল!

মুক্তি। আর তুমি কি হ'লে?—

রঞ্জন। আমি হয়ে গেলেম ভেবাচাকাময়, সখার অদর্শনে প্রাণটা জ্বলছিল, সেই শীতল জলধার দেখে বার কতক হেঁকচ পেঁকচ ক'রে উঠল; তার পর খ্যাঁচ ক'রে একটান, আর পড়াং ক'রে ছেঁড়া, যেমন ছেঁড়া অমনি পড়া। দেখতে দেখতে প্রাণ যে কোথায় ভেসে গেল, তার ঠিকানা পাচ্ছি না।

মুক্তি। এখন?

রঞ্জন। এখন আমার সব যায়—আমার সখা যায়, মনুষ্যত্ব লোপ পায়। আমি নিজের শক্তি বুঝতে পারি নি। আনন্দময়ি! রহস্য ক'রতে গিয়ে আজ আমি সর্ব্বস্ব তোমায় সমর্পণ ক'রে বসেছি।

মুক্তি। তোমার কেউ যায় নি, কিছুই যায় নি,—তুমি ওঠ।

রঞ্জন। সত্যি?

মুক্তি। দেবতার সাক্ষাতে কি মিছে কথা কইছি? হৃদয়েশ্বর! তোমার সব আছে। তোমার সামগ্রী অটুট অব্যয়—সে কি নষ্ট হয়?

রঞ্জন। আর এমন হৃদয়েশ্বরীর পায়ে যথা-সর্ব্বস্ব ঢালতে মন কখন নারাজ হয়? এই নাও আমার যথা—আর এই নাও আমার সর্ব্বস্ব। মুক্তি, মুক্তি! তোমার চরণে আজ আমি আত্ম-সমর্পণ করলুম। তুমিই আমাকে রক্ষা কর।

(মুক্তির চরণে উষ্ণীষ ও উপঢৌকন দান)

(গিরিবালাগণের প্রবেশ)

গীত।

এস প্রীতির নাগর সুন্দর।
এস রমণীয়, এস কমনীয়,
এস মধুর মধুর নরবর ॥
এস ফুল্লকুসুম সাজে,
আদর সোহাগ, নব অনুরাগ,
চির-আকিঞ্চন মাঝে।
এস পিপাসুলোচন প্রিয় ছবি,
নব প্রভাতের রাঙা রবি।
এস হেমবরণী মধু-যামিনীর শুধু মধু-ভরা শশধর ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

বনপথ।

বন্যবালকগণ।

গীত।

(ভাই) আর কেন মিছে ছল।
তুমি আপনার কাছে আপনি হেরেছ
কার পরে কর বল ॥
আপনা হারায়ে খুঁজে না পাও,
যারে দেখ তারে চোখ-রাঙাও,
বনের রোদন বনেই মিলায়—
সার শুধু আঁখি-জল।
পিছে যদি প'ড়ে রয়েছে মন
আগে গিয়া কিবা ফল ॥

[প্রস্থান।

(প্রমোদের প্রবেশ)

প্রমোদ। আরে ম'ল এ পথেও মানুষের চলাচল যে রে! না, হ'ল না, এ স্থানও ত্যাগ করতে হ'ল। কিন্তু বালকগুলো গানের ছলে যা ব'লে গেল, তা ত মিছে নয়। কই মন ত আমার আয়ত্তে আসছে না। আমি যেতে চাচ্ছি, কিন্তু মন ত আমার সঙ্গে চলছে না। যাক, বুড়ীবেটী মানুষ মানুষ ক'রে চ'লে গেছে। চ'লে গেছে না বাঁচা গেছে। জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।" কি ক'রব, বৃদ্ধার উপকার ক'রতে পারতেম, কিন্তু আর আমার প্রবৃত্তি নেই। পরোপকারে আর আমার প্রবৃত্তি নেই। আজীবন উপকারে কেবল শত্রু-বৃদ্ধি করেছি, পদে পদে নিজের অনিষ্ট করেছি। তবে আর কেন। উপকারে যদি মানুষের উপকারই না হয়, যদি তার মনুষ্যত্বই লোপ পায়, তবে আর কেন। যাই কেদারেশ্বরের চরণে মায়া মমতা, পরোপকার-প্রবৃত্তি, হৃদয়ের কোমলতা সমস্ত অঞ্জলি দিয়ে যেখানে দুচোখ যায়, চ'লে যাই। কারও কিছু করব না, কারও ভাবনা ভাবব না।

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। দে রামা, একটা মানুষ দে।

প্রমোদ। আরে! এখনও রয়েছিস!

জয়ন্তী। মানুষ মেলে নি, তাই আছি।

প্রমোদ। না, এ বেটী পাগলের পাগল। সারাদিন মানুষ মানুষ ক'রে চেঁচিয়ে না খেয়ে বেটী মলি যে।

জয়ন্তী। সে খবরে তোমার দরকার কি? দে রামা, একটা মানুষ দে।

প্রমোদ। তবে মর চেঁচিয়ে—সারাদিন কি সারাবছর—সারাবছর কি—সারাটা জীবন মানুষ মানুষ ক'রে চেঁচিয়ে ম'লেও মানুষ পাবি না!—সন্ধ্যে হ'ল, ঘরে যা।

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

প্রমোদ। মর বেটী—সৎপরামর্শ দিলুম শুনলি নি তবে মর- চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলাভেঙে মুখে রক্ত উঠে মর। কিন্তু দেখ, যদি মুখ থুবড়ে পড়, তা হ'লে ভাবছ আমি তোমার সেবা ক'রব, সেটি মনের কোণেও স্থান দিও না।

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

প্রমোদ। ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" (প্রস্থানোদ্যত)

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

প্রমোদ। হাঁ হাঁ! চুপ করিস কেন? চ্যাঁচা চ্যাঁচা।

[প্রস্থান।

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

(প্রমোদের পুনঃ প্রবেশ)

জয়ন্তী। কি গো বাছা, আবার ফিরলে যে?

প্রমোদ। ইচ্ছা হ'ল। ইচ্ছা হ'ল চ'লে গেলুম—ইচ্ছা হ'ল ফিরলুম। ইচ্ছা হচ্ছে আবার চ'লে যাচ্ছি।

জয়ন্তী। বেশ, শুনে সুখী হ'লুম। দে রামা, একটা মানুষ দে।

প্রমোদ। আচ্ছা, আমি তোর ঘাস কাঁধে ক'রে নিয়ে যেতে পারি, তুই যদি উপকার ব'লে মনে না করিস।

জয়ন্তী। সে কি গো, আমি কি অকৃতজ্ঞ প্রাণ-হীনা। উপকার করলে মনে রাখবো না।

প্রমোদ। কেন মনে কর্ না—এ আমার ঘাস—আর আমি তোর প্রজা। তোকে খাজনার বদলে এক বোঝা ঘাস দিয়ে এলুম।

জয়ন্তী। তার চেয়ে আমি মনে করি না কেন, গরীব অনাথার ওপর কারও দয়া হ'ল না দেখে, তোমার প্রাণ কেঁদে উঠল, আর যেই প্রাণ কেঁদে উঠল, অমনি ছুটে এলে, ঘাসের বোঝা ঘাড়ে করলে। আর আমাকে অমনি জন্মের মতন কিনে রাখলে।

প্রমোদ। তবে তুই তাই ব'সে ব'সে মনে কর্। আর পেছন দিক্ থেকে বাঘ এসে খপাস্ ক'রে তোর ঘাড়টা ধ'রে তুলে নিয়ে যাক্! বেটী তুই বড় বদ্।

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

প্রমোদ। ভাল, যাবার সময় একটা কথা ব'লে যাই। দেখ বাছা, মানুষ পরিচয় দিয়ে অনেক লোক আসবে, কিন্তু সাবধান, মুখ দেখে কখন ভুলিস নি। শুধু চোখে দেখলে কত দেবতার মুখ দেখতে পাবি। কেউ বা চোখে কলসী কলসী জল ভ'রে রেখেছে, কথায় কথায় উথলে দিচ্ছে। কারও বা মুখে হাসি ভরা, যেখানে সুবিধা পাচ্ছে সেইখানেই ছড়াচ্ছে। দুর্ভেদ্য আবরণের ন্যায় অন্তরের প্রতি অক্ষর সে মানব-চক্ষের অগোচরে রেখেছে। দেখতে দেবতা—মুখ দেবতা, কিন্তু একবার ব্যবহারের অণুবীক্ষণ দিয়ে সেই মুখ দেখলে বুঝতে পারবি, কেউ নেই—তার ভেতরে মানুষ কেউ নেই! সব চোর—সব শালা চোর! রূপ, সৌন্দর্য্য, হাসি, চক্ষুজল, মধুর বচন—সব চুরি! স্বার্থের জন্য মানুষে দেবতা সাজে, ঋষি হয়—কিন্তু মানুষ নেই।

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

প্রমোদ। আবার বেটী, আবার "দে রামা মানুষ দে?" বলি বেটী! রামা রামা করছিস্—রামা সীতা উদ্ধারের সময় কটা মানুষ পেয়েছিল? পঞ্চ-বটী বনে সীতাহারা কমললোচন যখন হা জানকী ব'লে সমস্ত বনটা ছুটে বেড়িয়েছিল, মাটীতে গড়া-গড়ি খেয়েছিল, পশু-পাখী, গাছ-পালার পায়ে মাথা খুঁড়েছিল, তখন কটা মানুষ এসে তার সান্ত্বনা করেছিল? ক'জন এসে তার চোখের জল মুছিয়েছিল? বেটী! মানুষ এল না, বানর এল—বানর এসে রামকে কোল দিলে, মানুষ এল না।

জয়ন্তী। বোকা ছেলে, সেখানে কি মানুষ ছিল?

প্রমোদ। তা ত ছিলই না। এই যে তুই সারাদিনটে চীৎকার ক'রে গলা ভেঙে মলি, একটা মানুষ দেখতে পেলি নি, একবার কিছু দেবার নাম ক'রে মানুষ ব'লে ডাক দেখি—দেখবি পাহাড় ফুঁড়ে মানুষ গজিয়ে উঠেছে, দেখবি প্রতি বৃক্ষ থেকে মানুষ ঝরছে—মানুষের দে দে চীৎকারে দেখবি বন ছেড়ে ভীষণ জন্তু পর্য্যন্ত পালিয়ে যাচ্ছে।

জয়ন্তী। আহা বাবা, আমার কি উপকারই করলি!

প্রমোদ। সেকি! উপকার! (চারিদিকে চাহিয়া) উপকার করলুম কি? কখন করলুম?

জয়ন্তী। ভারি উপকারই ক'রে ফেলেছিস্ বাবা!

প্রমোদ। যাঃ মাটী করেছি—সর্ব্বনাশ করেছি! কি করেছি বেটী বল ত?

জয়ন্তী। তুই আমার মনের অন্ধকার দূর ক'রে দিয়েছিস্। আর আমি মানুষও ডাকব না, ঘাসও তুলব না, এই আমি ব'সে রইলেম। আহা! বাবা, তুই দীর্ঘজীবী হয়ে থাক—কি উপকার করলি, মনের মলা ঘুচিয়ে দিলি!

প্রমোদ। তবে রে পাজী বেটী! উপকার করেছি?

জয়ন্তী। উপকার ব'লে উপকার! বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত মানুষ খুঁজে খুঁজে কেবল ভূতের বেগার খেটে মরেছি—ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছু করি নি, আজ আমার

কি না ভ্রম দূর কর্‌লি! আহা! কচি ছেলে, তার পেটে এত বুদ্ধি! এত জ্ঞান!

প্রমোদ। এখনও বল্‌ছি মুখ সাম্‌লে কথা কও। ফের বল্‌লে বিপদ ঘটবে। দেখ মা কথায় কথায় হয় ত কি ব'লে ফেলেছি ভুলে যা।

জয়ন্তী। ভুলে যাব? যত কাল বাঁচব মনে রাখব; তার পর, আমার যে কেউ থাক্‌বে—সবাইকে ব'লে যাব, তারা যেন পুরুষানুক্রমে এই কথা মনে রাখে; জগৎসংসার এ কথা জান্‌তে পার্‌বে।

প্রমোদ। বয়ে গেল—মনে কর্‌লি তাতেও বয়ে গেল, না কর্‌লি তাতেও বয়ে গেল। আর উপকার কর্‌লুম ত বেশ ক'রেই করি। (বোঝা স্কন্ধে করিয়া) নে ওঠ বেটী, ওঠ।

জয়ন্তী। চল—

প্রমোদ। কিন্তু বেটী তুমি মনে করেছ তোমার কাঁদা-কাটীতে বোঝা ঘাড়ে কর্‌লুম—

জয়ন্তী। তবে আর কার?

প্রমোদ। চুপ কর্ বেটী, এ আমার খুনী।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হিমালয়—গোমুখী-জলপ্রপাত।

চঞ্চলা ও গিরিবালিকাগণ।

গীত।

বহু দূর হ'তে এসেছি বঁধু,
বারেক ফিরিয়া চাও হে।
বহু আশা প্রাণে পূরেছি বঁধু
আর কেন চ'লে যাও হে॥
হৃদয়ে রেখেছি প্রেম-সরোবর হাসির কমল তায়—
আদর হিল্লোলে ধুয়ে পরিমলে মাখাব শীকর গায়।
কতই করিব খেলা;
প্রাণে দিব আশা, বুকে ভালবাসা,
করিব পিরীতি মেলা॥
অগাধ সোহাগ রেখেছি বঁধু,
একবার নেয়ে লও হে॥

[চঞ্চলার ইঙ্গিত—প্রথম বালিকা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

প্রমোদ। কি মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত! এই বিজন স্থানে, এই প্রকৃতির ভীষণতার আবরণে, অন্ধকারে অঙ্গ ঢেকে কা'রা গায়? প্রাণ ঐ গানের সঙ্গে মিশ্‌তে চায়। যদি মাথায় ভার না থাকত, যদি পরের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অধীনতায় না আবদ্ধ হতেম, তা হ'লে ঐ সঙ্গীতের অনুসরণ কর্‌তেম, সঙ্গীত যেথায় যেতো সেথায় যেতেম। কিন্তু সংসার-বিরাগীর—সর্ব্বসুখ-ত্যাগীর এ হৃদয়াকর্ষক সঙ্গীত কেন? প্রকৃতিসুন্দরি! অসীম শক্তিময়ি! কি তোর মনে আছে জানি না—আমার অদৃষ্টে কি আছে বল্‌তে পারি না! জোর ক'রে আমার হৃদয় কোমল কর্‌তে কেন দেবি, তোর আকিঞ্চন?

চঞ্চলা। এতদূর ত এনেছি, কিন্তু সখী আসবার মতন হয়েছে কি না, এইবারে তোমায় পরীক্ষা কর্‌তে হবে।

১ম বালিকা। বেশ।

চঞ্চলা। তা হ'লে আমি চল্লুম।

[চঞ্চলার প্রস্থান।

১ম বা। প্রেমিকবর, এই সুকুমার দেহের এত পীড়ন কেন?

প্রমোদ। কেন—এ কথা বল্‌তে বাধ্য নই। তুমি কে? এই শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ স্থান, এই নিবিড় অন্ধকার—এমন সময়ে এমন স্থানে তুমি কে,—কেন এসেছ? যদি পথভ্রমে এসে থাক, তা হ'লে ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি এই বোঝা ফেলে এসে তোমাকে পথ দেখাব।—আর যদি ভয় পাও, তা হ'লে আমার সঙ্গে সঙ্গে চল।

১ম বা। আমি তোমার জন্য এসেছি।

প্রমোদ। আমার জন্য এসেছ? কেন, তোমারও ঘাসের বোঝা আছে না কি?

১ম বা। প্রেমিকবর, তোমার রূপগুণে মুগ্ধ, আমি আত্মহারা হয়েছি, তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব দান কর্‌ব।

প্রমোদ। বল কি চিনিনি-মণি? তোমার মিষ্টি কথায় ঘাস শুদ্ধ যে র'সে উঠল।

১ম বা। আমি তোমাকে আদর দেব, সোহাগ দেব, এই হিমালয়-শৃঙ্গে মানস-সরোবর-শতদল-সিক্ত চির-আনন্দময় ভূস্বর্গের রাজা করব। চল সেথায় তোমায় নিয়ে যাই।

প্রমোদ। অপরাধ? আমার ভেতরে এমন কি দেখেছ যে, দেখেই তোমার প্রেম উথলে উঠল? ভাই, তুমি যেই হও, আমার কথায় রাগ ক'রো না, এমন সময় তোমার উপযাচক হ'য়ে দয়া প্রকাশে কিছু সন্দেহ হয়েছে। আমি এমন কি করেছি যে, তোমার এমন গানভরা প্রাণ আমার পুরস্কার?

১ম বা। তুমি বিশ্বপ্রেমিক।

প্রমোদ। মিছে কথা—আমি মানুষের উপর বিরক্ত হয়ে তার উপর ঘৃণা ক'রে,তার মুখ দেখ্‌তে হবে ব'লে বনে এসেছি।

১ম বা। তুমি পরোপকারী।

প্রমোদ। ছিলেম, এখন আর নয়।

১ম বা। তবে যাতে প্রবৃত্তি নেই, সে কাজ কেন করছ? তুমি ভার ফেলে আমার সঙ্গে এস।

প্রমোদ। কি—কি বল্লি রাক্ষসি? আমি পুরুষ, আমার কঠিন প্রাণ—ইচ্ছায় হ'ক, অনিচ্ছায় হ'ক আমি এক জনের ভার বহন করেছি, তুই নারী হয়ে সে কার্য্য করতে নিষেধ করলি?

১ম বা। অনিচ্ছায় পরকার্য্য ক'রে ফল কি?

প্রমোদ। আমি ফলপ্রত্যাশী নই।

১ম বা। সে বৃদ্ধা ডাকিনী—তার কার্য্য ক'রে অনিষ্ট বই ইষ্ট নেই তুমি আমার সঙ্গে এস।

প্রমোদ। সেখানে অনিষ্ট মৃত্যু- আর তোর কাছে আমার যা অনিষ্ট তার তুলনা কোথায় রাক্ষসি? আমার আত্মার ধ্বংস হবে—তোর মানস-সরোবরের জল-শীকরে আমার অঙ্গ পুড়ে ক্ষার হবে—তোর শতদল-সৌরভে আমার হৃদয়ে শেল বিঁধবে: যা দূর হ'য়ে যা! কঠিনে! তুই নারী হ'য়ে, একটা বৃদ্ধা—অশক্তা বৃদ্ধা, তার উপকার করতে নিষেধ করলি; এই তোর অগাধ প্রেম? মায়াবিনি, দূর হ— আমি তোর কথা শুনবো না।

১ম বা। আমি তোমাকে অনন্ত সুখ দেব—চির-যৌবন দেব—দাসী হ'য়ে আমার এই অগাধ প্রেমের অধিকারী করব—আমি দেবনন্দিনী।

প্রমোদ। তুই পিশাচী, তোর ভূস্বর্গ ভূকম্পে চূর্ণ হ'ক, তোর অনন্ত যৌবনে আগুন লাগুক, তোর অগাধ প্রেম পুড়ে যাক;—তুই দূর হ'।

১ম বা। প্রেমিকবর! মাথা তোলো—আমার মুখ দেখ—আমার মুখ দেখ্‌লে সব ক্লেশ দূর হবে—সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণার পথে আর তোমার চ'লতে প্রবৃত্তি হবে না। প্রেমিকবর, আমি সুন্দরীর রাণী।

প্রমোদ। ওরে বুড়ী! তোর ঘাস লুটে নিলে।

জয়ন্তী। (নেপথ্যে) কে র‍্যা!

১ম বা। ওগো ডেকো না গো, সে ডাইনি গো!

প্রমোদ। ডাইনি—ডাইনি—ক্ষীরখণ্ড—ক্ষীর-খণ্ড। মাখন, মাখন।

১ম বা। ওগো তোমার পায়ে পড়ি গো—আমি পালাচ্ছি গো।

[প্রস্থান।

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। কি বাবা, ভয় পেয়েছ?

প্রমোদ। কই বেটী তোর ঘর কই?

জয়ন্তী। এই যে এসে পড়েছি বাবা, আর একটু চল না।

প্রমোদ। আবার চল না কিরে বেটী—আর চ'লব কোথা?

জয়ন্তী। এই যে এই পথ।

প্রমোদ। এই পথে? তা হ'লে এবার আমাকে খাড়া বেয়ে উঠ্‌তে হবে?

জয়ন্তী। তা না হ'লে উঠ্‌তে পারবে কেন বাছা? দেখ্‌ছ না গড়ানে। নাও চল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ও কি, আমার পানে অমন ক'রে কটমট ক'রে চাইলে কেন?

প্রমোদ। তবে রে বেটী! (বোঝা ফেলিবার চেষ্টা) এ কি, এটা পিঠে আটা দিয়ে জুড়ে দিয়েছিস নাকি?

জয়ন্তী। নাও, আর মিছে সময় নষ্ট ক'রো না, চল আর দূর নেই।

প্রমোদ। দূর নেই দূর নেই ক'রে, এই বিষম ভার আমার পিঠে চাপিয়ে এই দুর্গম পথের কত দূর নিয়ে এলি, এখনও আমার সঙ্গে চাতুরী খেলছিস! কষ্ট দিতেই যদি তোর আনন্দ, তা হ'লে বুড়ী আমাকে মেরে ফেল, তা না হ'লে বল্ তোর বাড়ী ঘর আছে কি না?

জয়ন্তী। বাড়ী নেই ত কি পথে পথে বেড়াচ্ছি। ঐ যে আমার বাড়ী। ঐ যে পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপরে ঐ যে গোমুখী। যে গোমুখী

দিয়ে সুরধুনীর স্রোত পর্ব্বতের গাত্র বেয়ে প্রথম প্রান্তরে পড়েছে, অস্তগামী রবিকিরণ-স্পর্শে মহেশ্বরের সুবর্ণ জটার ন্যায় ঐ যে গোমুখীজল-প্রপাত। তার পাশে ঐ যে দেবদারুকুঞ্জ—তার উত্তরে ঐ যে একটা হ্রদ—যে হ্রদের তীরে চামরী গরুর পাল চর্‌ছে—ঐ দেখ না।

প্রমোদ। দেখছি তুই ব'লে যা না।

জয়ন্তী। তার উত্তরে একটা কুঙ্কুমের মাঠ, তার উত্তরে দাড়িম্বকানন, তার পরেই আঙ্গুর-লতার কুঞ্জ—তার পরেই একটা ছোট তড়াগ, সেই তড়াগের তীরে একটি সুন্দর মালঞ্চে বেড়া আমার বাড়ী।

প্রমোদ। হাঁ হাঁ করলি কি, থামলি কেন, ব'লে যা ব'লে যা, তার পর?

জয়ন্তী। আমার বাড়ী, আবার তার পর কি?

প্রমোদ। এত শীগ্‌গির তোর বাড়ী? তার পরে অনেক জিনিষ প'ড়ে রইল যে। উত্তর মহাসাগর প'ড়ে রইল, সুমেরু বাকী রইল, যমের বাড়ী প'ড়ে রইল। করিছিস কি, এত কাছে বাড়ী ক'রে ফেলেছিস?

জয়ন্তী। বড় কি কষ্ট হচ্ছে?

প্রমোদ। পৃথিবীর উপর এত স্থান থাকতে পাহাড়ের উপর ঘর বেঁধে ম'রেছ কেন?

জয়ন্তী। আমিও ভাবি কি জান বাছা, পৃথিবীতে এত পাহাড়-পর্ব্বত, বন, জঙ্গল, গাছ-পালা থাকতে তোমাদের দেশের লোক সহর গাঁয়ে বাস করে কেন? দিব্য গাছে উঠে ফল খাবে, তুড়ুক তুড়ুক ক'রে লাফাবে। যাক সে কথা। এখন কি করবে বল? এইটুকু যদি তুলে না দাও, তা হ'লে এতটা পথ আনা না আনা দুইই সমান। সোজা রাস্তায় আমি নিজেই ব'য়ে আনতে পারি।

প্রমোদ। কতকগুলো ঘাস আমার পিঠ থেকে ফেলে দে, তা না হ'লে আমি উঠ্‌তেই পার্‌ব না।

জয়ন্তী। সে কি গো! ওকি কথা বল গো! আমি সারাদিন না খেয়ে এই ঘাস জোগাড় কর্‌লেম, আর তুমি ফেলে দেবে?

প্রমোদ। আমি ম'লে তোমার ঘাস তুলবে কে?

জয়ন্তী। তা হ'ক গো তা হ'ক—প্রাণ যায় আবার প্রাণ হবে—তোমার মতন মানুষ যায় মানুষ পাব, কিন্তু এমন কচি কচি ঘাস যে আর পাব না গো। ভাল কথা মনে পড়েছে—এখানে যে এক আঁটি কাঠ রেখে গিয়েছিলেম, কোথা গেল? যাঃ কোথা গেল? কেউ চুরি করলে নাকি? না, এই যে আছে। র'সো বাবা, এ গুলোও পিঠে বেঁধে দিই। এ গুলো বোঝার উপর শাকের আঁটি—নাও চল—মেয়েরা আমার জন্য হা পিত্যেস ক'রে ব'সে আছে।

প্রমোদ। তবে তুই আর খাড়া বেয়ে কষ্ট ক'রে এতটা উঠতে যাবি কেন? তুইও বোঝার উপর শাকের আঁটিটে, তার উপর গজগিরিটে হয়ে ব'সে যা। উঃ! কি বলব, বোঝা নিয়ে নড়তে পারছি না, তা না হ'লে বোঝার সঙ্গে বেঁধে, মাঝখান পর্য্যন্ত না উঠে, বোঝার সঙ্গে তোকে ছেড়ে দিতেম। গড়াতে গড়াতে তাল পাকিয়ে পাহাড়ের তলায় পড়্‌তিস—তবে আমার রাগ যেত।

জয়ন্তী। বটে! আমাকে মেরে ফেলতে আমাকে শুদ্ধ নিয়ে উঠতে পার, আর আমার উপকার করতে শুধু বোঝাটা নিয়ে উঠতে পার না। আরে ছিঃ। এমন উপকারী তুমি? না বাছা খুলে দিচ্ছি, আর তোমায় আমার উপকার করতে হবে না, আমার যা অদৃষ্টে আছে, তাই হবে—দে রামা, একটা মানুষ দে।

প্রমোদ। চটিস কেন বেটী—বোঝা কাউকেও দেব না, ম'রে যাই তবু মরণ-ধরণ ধ'রে থাকব। ভগবান্ এলে তাঁকেও হাঁকিয়ে দেব। কিন্তু বেটী তোর কি প্রাণ? সামান্য কতকগুলো পশুর জন্য তোর আশ্রিত একটা লোককে এত কষ্ট দিলি, এটা মনে ক'রে আমি কি একটু অভিমানও করতে পারব না? আমার কি সংসারে আহা বলবার কেউ নেই? বল বেটী তুই কি? বল তুই কে?

জয়ন্তী। আহা আমি করব—আহা করব কি গো? হাঃ হাঃ হাঃ! আমি কি—আমি কে? (উচ্চহাস্য)

প্রমোদ। একি বিকট হাসি?—তুই কখন মানুষ ন'স—তবে কে তুই?

জয়ন্তী। হাঃ হাঃ হাঃ। এখনও আমি কে চিনতে পার নি? আমি ডাকিনী! আমি রাজকুমারের মাংস কখনও খাইনি ব'লে তোমাকে

ধ'রে এনেছি। বাছা, আমার কি স্নেহ-মমতা আছে!

প্রমোদ। আরে বেটী তা আগে বলিস নি কেন, তার জন্য এত কৌশল কেন? আমাকে বল্লেই ত হ'ত। আমি শুধু আসতেম না, কতকগুলো মশলা সঙ্গে ক'রে আনতেম।

জয়ন্তী। মশলা? আমার ঘরে সুন্দর মশলা আছে, তার সৌরভে দিগন্ত আমোদিত। মৃগনাভি আমার গৃহপ্রাঙ্গণের ধুলো, জাফরান জঞ্জাল, কুঙ্কুমের গাছ আমার গরুতে খায়, গুফরাটী এলাচের জ্বালে আমি ভাত রাঁধি, আমায় আবার তুই কি মশলা দিবি বাপধন? নে চল্!

প্রমোদ। তা হ্যাঁ ডাইনী মাসী, আমার মাংসের কি কি ক'রে খাবি বল্ দেখি?

জয়ন্তী। কত কি করব—বাকী যা থাকবে তাতে কাঁচা তেতুল দে পটপটে ক'রে অম্বল রেঁধে খাব।

প্রমোদ। আর বলিস নি বেটী—আর বলিস নি —শুনে আমার মুখে জল আসছে। তবে চল্ শীগ্‌গির চল্—বল হরি হরিবোল! ডাইনী মাসী, রহস্য করছি না—আমার অস্তিত্ব লোপ ক'রে দে —আমার সংসারের বাতাস সইল না—জ্ব'লে মলেম —জ্ব'লে মলেম।—মায়া-মমতাশূন্য হৃদয়ে সংসারে বিচরণ করার চেয়ে মরা ভাল। ডাইনী মাসী, আমার হাড় খা, মাস খা—খেয়ে এই দগ্ধ প্রাণ গোমুখীর জলে মিশিয়ে দে। নে আয়, তোর হাত ধ'রে নিয়ে যাই। হরিবোল, হরিবোল!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

উদ্যান।

রঞ্জন।

রঞ্জন। কোথাকার বরাত কোথায় বাঁধা? ছিলেম কোন্ দেশে, এলেম কোন্ দেশে? কি করতে এলেম কি হ'ল? কোথায় গাছের তলায় প'ড়ে না খেয়ে চিঁ চিঁ করব, না কোথায় আঙ্গুর, পেস্তা, বাদাম, বোদনা, ক্ষীর, মাখনে পেট আই ঢাই! কোথায় গুহার মধ্যে মুখ লুকিয়ে চার ধারে ধুতুরাফুল দেখব, না কোথায় ঢলঢলে চাঁদপানা মুখ! কোথায় সেই অন্ধকারে গুহার ভেতরে কোন ভয়ঙ্কর নিশাচরের জ্বলন্ত চোখ দেখে পেটের পিলে চম্‌কে যাবে, না টলটলে ফেলফেলে এমন এমন লোচন-কটাক্ষে বুক গুর্‌গুর্। সখা ফেলে পালিয়ে গেল, আবার ঘুরে ঘুরে আমারই কাছে উপস্থিত হ'ল। আর কি যেমন তেমন আসা? শাস্তি শাস্তি ক'রে পাগল, সেই শাস্তি তার কপালে নাচচে। ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি ধ'রে শাস্তি তারে বরণ করবে—আমি হব তার ঘটক, আমার মুক্তি হবে তার ঘটকী। উঃ! মুক্তি আমায় কি ভালবাসে! ভয়ঙ্কর ভালবাসা—ভয়ঙ্কর ভালবাসা। যেমন দেখেছে অমনি ভালবেসেছে—পাছে বোঝা ঘাড়ে করলে আমি শাস্তি পাই, এই ভয়ে আমাকে ভুলিয়ে এনেছে। মুক্তি যেমন দেখলে, অমনি প্রাণে প্রাণে জড়িয়ে গেল; জড়িয়ে মড়িয়ে তাল পাকিয়ে প্রাণটা আমার ভেবাচ্যাকা মেরে গেল। কি করলেম কিছুই বুঝতে পারলেম না। তা না হ'লে আমি কখন বোঝা ফেলে আসবার পাত্র? এই বোঝা কি আমি সখাকে ঘাড়ে করতে দিতেম! যা কিছু মনুষ্যত্বের গলদ, সে শুধু ঐ মুক্তির জন্য। মুক্তি মুক্তি! ভয়ঙ্কর ভালবাসা—ভয়ঙ্কর ভালবাসা! যায় যায় ফিরে চায়—থাকে থাকে দেখে যায়। কিন্তু আমি মুক্তিকে জব্দ করব। সে তরল কটাক্ষে আমায় মনুষ্যত্ব ভাসিয়ে দিয়েছে। মুক্তিকে ভয় দেখাব, তারে ফেলে চ'লে যাবার ছলা করব। ঐ আসছে —আহা মুক্তি আমায় কি ভালবাসে—আয় মুক্তি আয়—আজ তোকে—

(মুক্তির প্রবেশ)

মুক্তি। কিগো বন্ধু! দাঁড়িয়ে রয়েছ যে?

রঞ্জন। এই তোমার জন্য অপেক্ষা করছি; দেখ আমি চ'লে যাব। অনেকক্ষণ এসেছি আর থাকব না।

মুক্তি। তা আমার জন্য অপেক্ষা করছ কেন, আমি কি পথ দেখিয়ে দেব? তা হ'লে এস।

রঞ্জন। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! বলে কি? তবে কি মুক্তি আমায় ভালবাসে না? এ কথা শুনে মুক্তির বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠলো না—হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইল। আবার আমায় পথ দেখায়!

মুক্তি। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চল না।

রঞ্জন। এই যে চল না। (স্বগত) সর্বনাশ! একি হ'ল! তবে কি মুক্তি মায়াবিনী, মায়ামুগ্ধ ক'রে এতক্ষণ আমায় ভুলিয়ে রেখেছিল! কি হ'ল? এ কি হ'ল? এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

মুক্তি। তবে কি দাঁড়িয়েই থাকবে?

রঞ্জন। দাঁড়াব কেন, দাঁড়াব কেন। (স্বগত) দর্পহারী মধুসূদন! এ যে আমি নিজে অন্ধ হচ্ছি; আমি শুধু অন্ধ নই, আমি যে যাই!

মুক্তি। ও কি গো, অমন করছ কেন? কোন্ দিকে যাও— নাও আমার হাত ধর, আমি তোমায় আশ্রমের বাইরে রেখে আসছি। হাঁ গা, তুমি কি রাতকাণা?

রঞ্জন। য়্যাঁ আমি—আমি— (স্বগত) কি করলেম? কেন যাবার কথা মুখে আনলেম? য়্যাঁ কোথায় যাব, মুক্তিকে ছেড়ে কোথায় যাব?

মুক্তি। বুঝতে পেরেছি (হস্ত ধরিয়া) নাও এস! আমি বেশীক্ষণ দেরী করতে পারব না; নূতন এক জন অতিথি এসেছে, এখনই গিয়ে আবার তার পরিচর্য্যা করতে হবে। মা'র কাছে শুনলেম, সে আজ তিন দিন নিরাহার। সেই অবস্থাতেই সে ঘাসের বোঝা মাথায় ক'রে এনেছে। নাও শীগ্‌গির চল, আমি আর একটুও অপেক্ষা করতে পারব না। ওকি, হেলে পড়লে যে?

রঞ্জন। য়্যাঁ—আমি—আমি—

মুক্তি। হাঁ হাঁ তুমি—তুমি—যেতে যেতে থমকে দাঁড়াচ্ছ কেন?

রঞ্জন। আমি—আমি—

মুক্তি। হাঁ হাঁ তুমি—চলতে চলতে হেলে পড়ছ।

রঞ্জন। আমি—আমি—

মুক্তি। ওকি আবার বসলে কেন?

রঞ্জন। আমি একা যাব।

মুক্তি। একা যাবে, চিনতে পারবে?

রঞ্জন পারি না পারি তোমার কি?

মুক্তি। তা হ'লে এই পথ ধ'রে বরাবর উত্তর মুখে যাও, কিছু দূর গেলেই কুঙ্কুমের ক্ষেত দেখতে পাবে, সেই ক্ষেত বাঁয়ে রেখে বরাবর আরও উত্তরে চ'লে যাবে, বুঝেছ? তা হ'লে আসি বন্ধু?—

রঞ্জন। না, আমি বরাবর দক্ষিণ মুখেই যাব, যতক্ষণ না চিত্রগুপ্তের দপ্তরখানায় পড়ি, ততক্ষণই যাব। তুমি আমাকে বন্ধু ব'লে যে?

মুক্তি। শীগ্‌গির শীগ্‌গির আমাদের ত্যাগ করবে ব'লে—বন্ধুত্ব পাতিয়ে ত্যাগ করাই না তোমাদের ব্যবসা।

রঞ্জন। আমি ত তারে ত্যাগ করি নি, সেই বরং আমায় ত্যাগ করেছে।

মুক্তি। কে কারে ত্যাগ করেছে, সে তুমি নিজেই জান।—আমি চল্লেম।

রঞ্জন। দেখ, তুমি আমাকে ভার বহন করতে বাধা দিয়েছ।

মুক্তি। তুমি শুনলে কেন?

রঞ্জন। তুমি নিষেধ না করলে আমি ঘাসের বোঝা মাথায় ক'রে আনতেম।

মুক্তি। আনতে শাস্তি লাভ হ'ত। সে দুঃখ এখন করলে ত আর চলবে না। আমি দাঁড়াতে পারি না বন্ধু—

রঞ্জন। যথার্থই আমি কপট মিত্র—কিন্তু মুক্তি—

মুক্তি। কি বন্ধু?

রঞ্জন। দেখ মুক্তি!

মুক্তি। কি দেখব বন্ধু?

রঞ্জন। শোন মুক্তি!

মুক্তি। কি শুনব বন্ধু?

রঞ্জন। দেখ, আমি শান্তি চাই না।

মুক্তি। বেশ, তবে পথে পথে (...) ওগে আর হায় হায় করগে। আসি তবে, নমস্কার বন্ধু!

রঞ্জন। দেখ আমায় বন্ধু বন্ধু ক'রো না।

মুক্তি। তবে কি প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর করব?

রঞ্জন। কেন আমি কি তোর প্রাণেশ্বর নই?

মুক্তি। হাঃ হাঃ হাঃ—এ পাগল নাকি? এ তামাসার কথা কারে বলি গা! এখানে যে কেউ নেই। হাঃ হাঃ হাঃ! ও প্রিয়ঙ্গুলতা! ও ভাই শোন, এ পাগল বলে কি শোন, এ আমার প্রাণেশ্বর! সহকার-সোহাগিনী মাধবি! শোন্ ভাই শোন্, একটা পাগল আমার প্রাণেশ্বর! মালতি মালতি! আপনার মনে সমীরণ-সঙ্গে কি বলাবলি করছিস? একটা মজার কথা বলি শোন্, একটা পাগল আমার প্রাণেশ্বর! দূর হ'ক ছাই, আর যে কেউ নেই, আর কারে এ কথা বলি?

যাই চ'লে যাই, যারে পাই তারেই এই কথা বলিগে—

রঞ্জন। যাবি কোথায়, তিন লতাকে সাক্ষী ক'রে ত্রিসত্য ক'রে বল্লি, এই মিত্রদ্রোহী বিশ্বাস-ঘাতক তোর প্রাণেশ্বর, এখন আমার হুকুম না নিয়ে যাবি কোথায়? মুক্তি, চরণে ধরি আমার ক্ষমা কর্—আমি আর যাবার কথা মুখে আনব না।

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। বলি ও মুক্তি! তোকে বল্লেম কি —বল্লেম না রঞ্জনকে সঙ্গে ক'রে যত শীগ্‌গির পারিস চ'লে আয়।—দেখ বাছা, তোমার সখাকে তোমার খাতিরে এখানে আনলেম, কিন্তু তার বিষম আবদার—সে কিছুতেই মানুষের মুখ দেখবে না। আমার আশ্রমে মানুষের মধ্যে তুমি। একে অতিথি, তায় ক্ষুধার্ত্ত। ছাড়ি কেমন ক'রে? কাজেই তোমাকে ভূত হয়ে তোমার সখার অভ্যর্থনা করতে হবে। আর বিলম্ব ক'রো না, শীগ্‌গির যাও—আমি চল্লেম। তোমার সখা পাগলের পাগল—তিন দিন অনাহারে বনে বনে ঘুরেছে, সেই অবস্থায় আমার বোঝা ঘাড়ে ক'রে এনেছে, আমাকে কিছু বুঝতে দেয় নি। তার মতলব ভাল নয়, আর একটু হ'লেই আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে নর-হত্যার পাপভাগিনী করত। যাও, তারে উপযুক্ত শাস্তি দাও। সে আর মানুষের উপর ঘৃণা না করে, এমন উপায় কর। এ আশ্রমের যে যেখানে আছ, সবাইকে ছদ্মবেশে থাকতে আদেশ দাও। তুমি হও ভূতের রাজা, আর এই বেটী হ'ক পেত্নীর রাণী। যাও, বিলম্ব করো না, শীগ্‌গির যাও। এই নাও, এই পেত্নী নাও। এই পেত্নী নিয়ে তোমার দুষ্ট সখাকে উচিত মত শিক্ষা দাও।

[প্রস্থান।

রঞ্জন। অতঃপর?
মুক্তি। অতঃপর আবার কি?
রঞ্জন। এইবার—
মুক্তি। কি? এইবার কি?
রঞ্জন। এইবার কি হয়?
মুক্তি। কি হবে?
রঞ্জন। এই দেখ না।

গীত।

রঞ্জন।— আমি এই চল্লুম,
মুক্তি।— আমি এই ধরলুম,
রঞ্জন।— ছি ছি ছি করলি কি লো সর্ব্বনাশী।
মুক্তি।—যেতে হয় যাও না চ'লে আমি ত
তাই ভালবাসি॥
রঞ্জন।— তা হ'লে বামন ব'লে এই
বাড়ালুম পা,
মুক্তি।—আমারও শয়নকালে পদ্মনাভ
মাটী মাটী গা।
রঞ্জন।— আহাহা পড়ে যাবে,
মুক্তি।— ছুট না হোঁচট খাবে,
জ্বালায় কে মরবে জলে বল দেখি তা?
রঞ্জন।—তাইতে ত পা চলে না, মন সরে না,
বল না হয় ফিরে আসি।
মুক্তি।—কি বলব বুঝতে নারি, কাজ কি
আঁখিজলে ভাসি॥

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অধিত্যকা।

চঞ্চলা ও শান্তি।

(দূরে অধিত্যকা-শিখরে প্রমোদ আসীন)

চঞ্চলা। আমি উঠতে বল্লে উঠ্‌বি, বসতে বল্লে বসবি!

শান্তি। আচ্ছা।

চঞ্চলা। আর কারও কথা শুনবি নি।

শান্তি। না।

চঞ্চলা। আমি যে কথা বলতে বলব, সেই কথা বলবি।

শান্তি। আচ্ছা।

চঞ্চলা। যে গান গাইতে বলব, সেই গান গাইবি।

শান্তি। আচ্ছা।

চঞ্চলা। তা হ'লে এই শিলার উপরে ব'স। (শান্তির উপবেশন) চারিদিকে চেয়ে দেখ, কি দেখতে পাচ্ছিস্?

শান্তি। কিছু না।

চঞ্চলা। উপরে ?

শান্তি। চাঁদ।

চঞ্চলা। তার পাশে ?

শান্তি। চিত্রা।

চঞ্চলা। তার পাশে ?

শান্তি। মেঘ।

চঞ্চলা। তার পাশে ?

শান্তি। আবার মেঘ।

চঞ্চলা। দেখতে কেমন ?

শান্তি। যেন পদ্মফুল !

চঞ্চলা। তার উপর —

শান্তি। ঠিক যেন আমি।

চঞ্চলা। তার পাশে—

শান্তি। কই ! আহা ওকি—কি সুন্দর ! ও কোন্ দেবতার মূর্ত্তি ?

চঞ্চলা। ওটি মর্ত্ত্যস্থ কোন আনন্দময় পুরুষের ছবি। শুনেছি তার নাম প্রমোদকুমার। মেঘের গায় তার প্রতিবিম্ব পড়েছে।

শান্তি। আহা, সে আনন্দময় পুরুষ কোথায় চঞ্চলা ?

চঞ্চলা। চুপ কর্, গোল করিস্‌নি। অপেক্ষা কর, তাকে দেখ্‌তে পাবি। নে পায়ের উপর পা দে, পদ্মফুল নে, ঘোরা, নাকে ধর, ঐ ছবির পানে চেয়ে থাক্। আমি যাব আর আসব—সাবধান, আর কারও কথা শুনিস নি ! [প্রস্থান।

শান্তি। আহা ! কোন্ মনোমোহন পুরুষের এ সুন্দর ছবি ! ও ছবির পাশে ঠিক যেন আমি। ওখানে যদি আমি, তবে এখানে আমি রই কেন ?

(চঞ্চলের প্রবেশ)

চঞ্চল। সর্ব্বনাশী চঞ্চলা রূপ দিয়ে মানুষ ভোলাতে এসেছে ! জগন্মোহিনী মূর্ত্তিতে শান্তিকে সাজিয়েছে ! রূপে ভোলে না কে ? স্বয়ং যোগিরাজ মহেশ্বর মোহিনী মূর্ত্তি দেখে উন্মাদের মত তার পাছু পাছু ত্রিভুবন ছুটে বেড়িয়েছিলেন ! ভয়ঙ্করী অসিতবরণা খড়্গধরা নৃমুণ্ডমালিনী মূর্ত্তি দেখিয়ে যদি তারে ভোলাতে পারিস, তবে না তার পরীক্ষা ! (শান্তির নিকটে গিয়া) এই ওঠ্ !

শান্তি। য়্যাঁ, উঠব কেন ?

চঞ্চল। আমি জবাব দিতে আসি নি।

শান্তি। চঞ্চলা আমায় যে উঠ্‌তে বারণ ক'রে গেছে।

চঞ্চল। চোপ্ ! (হাত ধরিয়া) উঠে পড় উঠে পড়, নে ফুল ফেলে দে। খাঁড়া ধর ; বেশ, জিব বার কর্।

শান্তি। কেন ?

চঞ্চল। দেখ, কথা কাটাচ্ছি জিব টেনে বার করব। (শান্তির তথাকরণ) ওকি কি ? ও যে নোলা ! যাক্ ঐ যথেষ্ট। থাকৃচিস থাকৃচিস আকাশ পানে চাচ্চিস কি ? ও ত ছায়া, দেখ্‌তে দেখ্‌তে গ'লে যাবে—নীচে দেখ্।—দেখ দেখি কে ব'সে আছে !

শান্তি। য়্যাঁ ! ওকি দেখলুম ! চঞ্চল—চঞ্চল আমায় ধর—আমার গা কাঁপছে।

চঞ্চল। আর ধ'রতে হবে না—পালা।

[শান্তির প্রস্থান।

ও নীচের চাঁদের পানে চাওয়া বঁধু, হ্রদের দিকে আর দেখছ কি ? ও দিকে আর কিছু নেই, একবার এ দিক্ পানে চেয়ে দেখ। (মুখ বিকৃত করণ ও প্রমোদের অন্তর্দ্ধান) যা বাবা ! বঁধু ভাগলো।

[প্রস্থান।

(চঞ্চলার প্রবেশ)

চঞ্চলা। আজ তারই একদিন কি আমারই একদিন ! তার মুণ্ডপাত করব, তবে ছাড়ব !—তবে রে হতভাগা, আমার এত চেষ্টা পণ্ড ক'রে দিলি !

চঞ্চল। য়্যাঁ—কেও চঞ্চলা।

চঞ্চলা। তোমার যম।

চঞ্চল। চঞ্চলা, বড়—কষ্ট !

চঞ্চলা। আবার কষ্ট কি ?

চঞ্চল। চঞ্চলে—চঞ্চলে ; আমি মরি !

চঞ্চলা। সে কি ! ওকি কথা ! ওকি চঞ্চল ! কি হ'ল চঞ্চল !

চঞ্চল। এই দেখ আমার কি দুর্দ্দশা হয়েছে। এই দেখ মাথায় হাত দিয়ে।

চঞ্চলা। উঃ—আগুন !

চঞ্চল। এই দেখ পেটে হাত দিয়ে।

চঞ্চলা। উঃ—ঠাণ্ডা—

চঞ্চল। এই দেখ গালে হাত দিয়ে!

চঞ্চলা। উঃ—কিছু ঠাওর করতে পারছি না!

চঞ্চল। তবে এই দেখ গালের ভেতর।

চঞ্চলা। উঃ—জল জল! (চঞ্চল কর্তৃক অঙ্গুলিদংশন) উহু উহু!—আমার আঙ্গুল কেটে নিলি!

চঞ্চল। এই দেখ্, তোকে একদণ্ড না দেখে আমার ঘাড় লটকে পড়েছে।

চঞ্চলা। তবে রে পোড়ারমুখো, আমাকে তামাসা!

চঞ্চল। তবে রে পোড়ারমুখী, আমার ঠাণ্ডা মাথা তোমার হাতে আগুন ঠেকল!

চঞ্চলা। বল্ কি করলি।

চঞ্চল। তোর একার কাজ নয়—আমার সঙ্গে নে।

চঞ্চলা। তুই আমার কাজ পণ্ড করলি কেন?

চঞ্চল। রূপে ভুলে প্রমোদকুমার কেন, জন্তু-কুমার আসে। আর কোনও রকমে পারিস্ ত আন্। নইলে এনে কাজ নেই।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

উদ্যান।

চঞ্চলা ও শান্তি।

শান্তি। ও বাবা এত বড় নাক—না ভাই, আমি কিছুতেই মুখস পরতে পারব না।

চঞ্চলা। আরে পাগল! পেত্নী না সাজলে ভূত বশ হবে কি ক'রে।

শান্তি। সে আপন মনে স্বাধীন ভাবে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তারে বশ করবার প্রয়োজন কি?

চঞ্চলা। সহজেই যে জন্তুটা পোষ মানে, আর পোষমানলেই যদি গেরস্তর উপকার হয়, তবে তারে বুনো রাখবারই বা দরকার কি? নে আয়, অমন একটা জন্তু বশ করতে পারলে অনেক কাজ দেখবে।

শান্তি। আমি যাব না, যা।

চঞ্চলা। তবে যা, ঘরে ব'সে থাক্‌গে। দেখিস যেন সে ভূতের নজরে পড়িস নি—তা হ'লে এক-বারে হাড়গোড় চিবিয়ে খাবে।

শান্তি। না বেরুব না—আমি যাই—

[প্রস্থান।

(রঞ্জনের প্রবেশ)

চঞ্চলা। কি গো—কি হ'ল? কি করছে দেখলে?

রঞ্জন। তড়াগ দেখে তার শোভার নেশায় সখা বোঁদ হয়ে ব'সে আছে—একেবারে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য। তার সুমুখ দে পাঁচবার যাতায়াত করলেম, দেখ্‌তে পেলে না। মাথায় এককাঁড়ি ফুল ফেলে দিলেম, সাড় হ'ল না। তারে উঠিয়ে আনবার কি হবে?

চঞ্চলা। তোমায় যখন সে দেখতেই পারে না ভাই, তখন তুমি গেলে হবে কি—এই দেখ আমি তারে তুলে আনি।

রঞ্জন। তাই আন—আর বিলম্ব ক'র না—আমিও সেজে-গুজে ঠিক হয়ে থাকিগে।

[প্রস্থান।

শান্তি। বটে, তোমরা তাকে কষ্ট দেবার ব্যবস্থা করছ! তবে র'স, তাকে আগে থাকতে সাবধান ক'রে তোমাদের সব কাজ পণ্ড ক'রে দিই।

গীত।

ভাল যদি বাস হে সখা!
দূরে থাক স'রে স'রে দিওনা দেখা॥
দূর হ'তে সে বড় ভাল,
অধরে বেঁধেছে হাসি ভুবন আলো,
চঞ্চল নয়নে তার অমিয় মাখা॥
রওহে রওহে দূরে, এ ভাল দেখিবে তারে,
কাছে পেলে চাঁদ সুধা নয়—
প্রেম কি প্রমোদ সখা সকল সময়?
নিকটে তরঙ্গ, দূরে রজত-রেখা॥

(মুক্তির প্রবেশ)

মুক্তি। ও বাঁদর মেয়ে করলি কি? পালা পালা, ঐ দেখ্ এই দিকেই ছুটে আসছে।

শান্তি। য়্যাঁ কই—কই সখি!

মুক্তি। ঐ যে সখি, প্রাণ ভ'রে দেখছ, তবু দেখছ কি না দেখছ বুঝতে পারছ না?

শান্তি। সখি তোমার হাতে ধরি, আর কষ্ট দিও না।

মুক্তি। কাকে? তোমাকে, না দুরন্ত পথিককে? আরে দূর, কথা কইতে কইতে এসে পড়ল যে! পালা পালা।

[উভয়ের প্রস্থান।

(প্রমোদের প্রবেশ)

প্রমোদ। আহা কি শুনলেম! কে গাইলে? এই যে শুনলেম, কই গান—কোথা গান? আহা কি সুন্দর। চ'লে যায়, ও কি সুন্দর! আহা! এ কি? না না—তাই কি? (চক্ষু মুছিয়া) না—না; ও কি?—ও কি মূর্ত্তি! ও বাবা, এ কি ভয়ানক মূর্ত্তি! এ যে 'আহা' নয় গো! এ যে বাবা গো মা গো! ওরে বাবা রে এই দেখ্‌তে ছুটে এলেম—এর চেয়ে যে মৃত্যু সুন্দর! এই দিকেই আসে যে—এল যে—কোথায় যাই। ও বাবা, কোথায় লুকোবো। (অন্তরালে গমন)

(প্রেতিনী মূর্ত্তি ধরিয়া গিরিবালিকাগণের প্রবেশ)

গীত।

হিলি হিলি হিলি কিলি কিলি কিলি
হাঁই হাঁই হাঁই।
ক্ষিদেয় যাই ক্ষিদেয় হাই॥
ওয়াক হেউ ওয়াক হেউ,
মানুষ ধ'রে আন্‌না কেউ,
পেট করে চোঁ চোঁ কান করে ভোঁ ভোঁ
প্রাণ করে আইঢাই॥
হাঁউ মাউ খাঁউ
মানুষের গন্ধ পাঁউ,
চুড় বুড়, চাঁই চুড় বুড় চাঁই,
চারে এসে মারবে ঘাই,
আয় আয় আয় আয় ধ'রে খাই।

[প্রস্থান।

প্রমোদ। ওরে বাবা! এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! সর্ব্বনাশ! এ কোথায় এলেম? মানুষের উপর রাগ ক'রে ভূতের দেশে এসে পড়লেম! এখন যাই কোথা—করি কি? এমনি ক'রে ঠকঠক ক'রে কাঁপব? কাঁপলে ত সুবিধে হবে না—কাঁপলে ত প্রাণ বাঁচাতে পারব না। আসবে, আর অমনি পুঁটিমাছটির মতন ধ'রে নিয়ে যাবে—শালার ভূতকে একটা কামড়ও মারতে পারব না! তা হবে না—তা হচ্ছে না, শালার ভূতের সঙ্গে লড়াই দিতে হবে! কেঁপে কি করব।—ভূতের দেশ এত সুন্দর! কি চমৎকার! কি সুন্দর!—গোলাপের পাশে বেলা, বেলার পাশে অতসী, আর সবাইকে জড়িয়ে অপরাজিতা! কি সাজানই সাজিয়েছে! বাবা ও আবার কি রে! ও যে পদ্মফুলের ঝাড় রে! বলি হাঁ কমলিনি! পুকুরে যখন থাক, তখন তোমার নেকামি দেখে হাড় জরজর হয়ে যায়! চাঁদের যদি একটু হাওয়া লাগল ত অমনি সান্নিপাতিক ধরল, কাছে গিয়ে যদি একটু গাভাসান দিই ত কেঁপে অস্থির, আর ঝাঁপাই ঝুড়ি ত অমনি অভিমানে আছড়াপিছড়ি। আর এই ভূতের দেশে, এই ডাইনীবেটীর বাড়ী পাথর ফুঁড়ে বেরিয়েছো—কাঁড়ি কাঁড়ি হিম খাচ্ছ, চাঁদের কিরণে মাখামাখি হ'চ্ছো, আর আমাকে দেখে দুলছ আর হাসছ! আরে ছি কমলিনি! আরে ভাই নলিনি, এ আবার কি—ভ্রমরকে না দেখে যে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ছ। গিরি-শিখরশোভিনি ফুলরাণি, কাঁদ কেন ভাই—কান্না দেখলে যে আমার মন কেমন করে ভাই—ওরে বাবা রে! এ কি রে! এ যে পদ্মগোখরোর ঝাড় রে। ও বাবা কি কুলোপানা চক্র! খেয়েছিল আর কি? —আরে ছি ছি কমলিনি, দূর থেকে ধপধপ আর কাছে গেলেই ফোঁস! তোর কোমল প্রাণের কাঁথায় আগুন। (অগ্রসর)

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। হাঁ হাঁ করছ কি, সাপের মুখে যাচ্ছ কেন? এখনি যে খেয়ে ফেলেছিল।

প্রমোদ। হাঁ হাঁ করলে কি, করলে কি? শুভকর্ম্মে যাচ্ছিলেম, পিছু ডাকলে কেন?

জয়ন্তী। সাপের কাছে শুভকর্ম্ম কি—তুমি পাগল না কি?

প্রমোদ। কাজেই—যে কাজটা লোককে বোঝাতে বড় সুবিধে হয় না, সেটা করলেই লোকে পাগল বলে। বলি, যার হোক একজনের পেটে ত যেতে হবে। তবে তোমার পেটে গেলে বৃন্দাবন যাওয়ার ফল, ওদের পেটে ব্যাসকাশী, তফাতের মধ্যে এই। তোমার পেটে ঢুকলে চতুর্ভুজ, আর

ওদের বেলায় চতুষ্পদ, এক জায়গায় পাঞ্চজন্য শাঁক পোঁ পোঁ, আর এক জায়গায় গাধার ডাক গাঁ গাঁ। তা হাঁ ডাইনী মাসী, এমন ক'রে হেসে খেলে বেড়াব কতক্ষণ? যা হ'ক একটা গতি কর না!

জয়ন্তী। অত তাড়াতাড়ি করলে চলবে কেন বাছা। সকল কাজের সময় অসময় ত আছে।

প্রমোদ। যেতে যদি চাস ত এমন সময় আর পাবি না। রক্ত ত দেখতে দেখতে জল হ'ল ব'লে। দেহের মাংস থাকে না থাকে হয়েছে। শেষে যে ফোগলা দাঁতে ছ একখানা হাড় চিবিয়ে ডাইনী-জীবন ধন্য করবি, তাও হচ্ছে না। সহচরের কথা ছেড়ে দে, তোর সহচরীরে আর একবার দেখা দিলেই—সে হজমিগুলি রূপের ঝাঁঝে আমি কায়-মনোবাক্যে উপে যাব। শেষে তুইও হায় হায় ক'রে মরবি, আমিও লজ্জায় ম'রে যাব।—ভাল কথা ডাইনী মাসী, তোর মেয়েটাকে একবার দেখতে পেলেম না?

জয়ন্তী। তা হ'লে একটু ব'সে, দাঁড়িয়েই রইলে যে।

প্রমোদ। যে কচি কচি ঘাস এনে দিয়েছি, তাই খুব খাচ্ছে আর জাবর কাটছে না? একবার যে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে, তার সাবকাশ পাচ্ছে না।

জয়ন্তী। আর দেখবে কি বাছা, সে বড় কুৎসিত। তুমি এমন সুন্দর, তোমার কাছে লজ্জায় সে আসতে পারছে না।

প্রমোদ। ডাইনীর মেয়ের লজ্জা আছে?

জয়ন্তী। সে বড় লজ্জাশীলা।

প্রমোদ। আ সর্ব্বনাশ! কবিরাজ দেখা, কবিরাজ দেখা—ডাইনীর লজ্জা ভয়ানক রোগ—বাঁচিয়ে রাখা ভার হবে। শীগগির একটা পাচক ওষুধ খাইয়ে দিগে যা, যাতে লজ্জাটা হজম হয়ে যায়।

জয়ন্তী। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি তারে ধ'রে নিয়ে আসছি। কিন্তু পাছে বাছা তুমি তারে দেখে ঘেন্না কর—আমি মা, আমার যে প্রাণে ব্যথা লাগবে!

প্রমোদ। তবে কাজ নেই মাসী!—কি জানি, আলগা প্রাণ মেয়ের মুখ দেখে যদি খুলে যায়, তা হ'লে অনর্গল কতকগুলো কি ব'লে ফেলব—কি হয় ত প্রাণটা বেরিয়ে যাবে—না কাজ নেই, দিন কতক যাক—আমার চুল কটা পাকা, আর দাঁত কটা পড়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, ততদিনে আমি চিত্তসংযমটা শিক্ষা ক'রে নিই।

জয়ন্তী। তবে আমি তাকে আসতে বারণ ক'রে আসি।

প্রমোদ। আচ্ছা, আন্ আন্, একবার চোক কান বুজে দেখে নিই। তার লজ্জা আছে, ঠিক জানিস্ ত?

জয়ন্তী। মিছে কথা ক'য়ে লাভ কি বাছা!

প্রমোদ। তবে আন্। কি রকম লজ্জা বল দেখি, আমার মাথাটা খেতে একটু ইতঃস্তত করবে কি বলতে পারিস?

জয়ন্তী। ভাল, আমি আগে আনি, তার পর নিজেই দেখো।

[জয়ন্তীর প্রস্থান।

প্রমোদ। লজ্জাশীলা! ডাইনীর মেয়ে লজ্জা-শীলা! না বাবা এ আমাকে না দেখিয়ে ছাড়লে না। লজ্জাটা এমনি জিনিস—ডাইনী তারেই যেন বোধ হচ্ছে একটা কি সুন্দর আবরণে ঘেরে রেখেছে। নারী যদি লজ্জাহীনা হয়, তা সে অপ্সরা হ'ক না কেন, সে রাক্ষসীর আবুই মা, পুরুষের বাবা—তার মাথায় মার ঝাড়ু! তার চেয়ে লজ্জাশীলা কুৎসিতা কদাকারা ডাকিনী শত গুণে ভাল। তবে আয় ডাইনীর মেয়ে, তোরে আমি প্রাণ খুলে দেখব, বুক ধড়ধড় ক'রে যদি ম'রেও যাই, তবু তোরে দেখতে ছাড়ব না। ঐ আসছে নাকি? ও বাবা—ঐ নাকি! না—না—ওটা ভূতের মূর্ত্তি না! আরে কে ও সখা যে? রঞ্জন!—রঞ্জন!

রঞ্জন। এখনও বুঝতে পারলে না, আমি রঞ্জন নই—রঞ্জনের ভূত।

প্রমোদ। রঞ্জনের ভূত! তবে কি রঞ্জন নেই?

রঞ্জন। নেই,—সে তার নিঠুর সখার শোকে আত্মহারা হয়ে চারিধারে ঘুরছিল, পথে তারে ডাইনীতে খেয়েছে।

প্রমোদ। কি সর্ব্বনাশ! সখা আমার নেই! না ভাই মিথ্যা কথা, ছলনা, আমার সখা আত্মহারা হবে! মিথ্যা কথা,—তুই সখা; সখা—সখা!

রঞ্জন। সখা নই—সখার ভূত।

প্রমোদ। তা হ'ক আয় তোরে আলিঙ্গন করি। সখার ভূত, আর ত কারও ভূত ন'স, শীগ্‌গির আয়—ওকি যাস যে?

মুক্তি। ছি ছি আদর আর ধরে না। উনি সখাকে পরিত্যাগ ক'রে ভূতকে আলিঙ্গন করবেন, আদর আর ধরে না।

প্রমোদ। ও বাবা এ আবার কে রে! ওরে যাস্ নি যাস্ নি, শোন্ ও সখা সখা! ওরে সখার ভূত! ভাই তুই চ'লে গেলে আমার উপায় কি হবে?

রঞ্জন। আমারও যা উপায় তোমারও তাই। আমাকে একটা পেত্নী গছিয়ে দিয়েছে, তোমাকেও খাবে, আর একটা পেত্নী গছিয়ে দেবে।

প্রমোদ। চল্লি, একান্তই চল্লি? তবে দূর হ'য়ে যা। বলি আর একটা কথা শুনবি?

মুক্তি। না, শুনবো না, ও তোমার কথা শুনবে কেন? আবার ওকে মানুষ করতে চাও নাকি?

প্রমোদ। ওরে বাবা রে, তুই কে রে?— দূর হ' দূর হ'। ওরে বাবা, কি কদাকার মূর্ত্তি রে।—যা সখার ভূত তুইও দূর হ'য়ে যা। যে আত্মহারা হয়ে নিজের জীবন নষ্ট করে, সে আমার সখা নয়, পরম শত্রু—যা আর আমি তোরে মনে আনব না। নরাধম! সামান্ত অপদার্থ আমার জন্য আত্মহত্যা কল্লি, সুন্দর জীবনটাকে ভূতের মুখে স'পে দিলি! যা আর তোর নামও মুখে আনব না।—তা যা হ'ক এখন করি কি? সখার ভূত ব'লে অমনি অমনি ছেড়ে দিলে, কিছু বল্লে না। তার পর—এইবারে যখন আবাগের বেটা ভূত আসবে—সে যে ধরবে আর লপ ক'রে গালে দেবে! শুধু কি তাই—খাবে, আর একটা পেত্নী গছিয়ে দেবে।—ও বাবা! ভাবতে গেলেই যে গন্ধ ছাড়ে গো।

(নেপথ্যে) ও ভূত, কমনে গেলি?—ও ভূত!

প্রমোদ। না বাবা এইবারেই মাটী করেছে! একে শূন্য দশ, দশে শূন্য শ, শ'টকে সাঙ্গ হ'।

(ছদ্মবেশে গিরিবালিকাগণের প্রবেশ)

১ম, বা। ও ভূত, কমনে গেলি?

প্রমোদ। ও বাবা এ যে আবার বিষম বেয়াড়া রে

২য়, বা। কই গো, ভূত কই গো, আমরা যে [illegible]

প্রমোদ। এই—এই—আবার এগোয়!

২য়, বা। ওগো তুমি কে গো!

প্রমোদ। আমি তোমার বাবার বাবা তস্য বাবা—বাবার চতুর্ব্বর্গ গো!

৩য়, বা। তবে কাছে যাব নাকি গো! (অগ্রসর)

প্রমোদ। দেখ্ বেটী পেত্নী, তামাসা করছি না—স্ত্রীলোক ব'লে মানব না—কাছে এলেই এক ঘুষো!

৪র্থ, বা। ঘুষো! সেটা কি গো?

প্রমোদ। সেটা চিরেতার সন্দেশ গো!

সকলে। ওগো তবে আমরা খাব গো।

প্রমোদ। এই—এই—ছুঁস নি।

সকলে। ওগো আমরা তোমাকে ধরব গো!

প্রমোদ। আয় তবে দেখি—তোদেরই এক-দিন কি আমারই একদিন।

"অস্তি গোদাবরী তীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী।
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ বিশল্যা গর্ভিণী ভবেৎ॥"
জম্ভলা, জম্ভলা, জম্ভলা। [প্রস্থান।

সকলে। ধর্ ধর্ ধর্। [প্রস্থান।

(বেশপরিবর্ত্তন।)

গীত।

ভালবাসার নিদানে।
পালিয়ে যাওয়া বিধান বঁধু লেখা কোনখানে।
মুখ চেয়ে সে ব'সে ব'সে বছর করে পার,
একটিবার দেখতে প্রিয়ার চাঁদমুখের বাহার,
মাথায় তার ঝড় ব'য়ে যায়
(তবু) ঢেউ খেলে প্রাণে প্রাণে॥
হ'কগে না সে চেরদাঁতী, হ'কগে না সে খাঁদা,
হ'কগে না তার গলগণ্ড, হ'কগে না তার পেট নাদা,
তবু প্রাণ হেঁকচ পেঁকচ তার টানে।
বঁধু শুধু বসতে শিখেছে,
দাঁড়িয়ে ওঠা এক পা হাঁটা ভুলে গিয়েছে,
মরণ সে তুচ্ছ করে, ভয় কি আছে তার মনে॥

তৃতীয় অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

উপত্যকা।

প্রমোদকুমার।

প্রমোদ। বলি হাঁ উপত্যকা! এত সুন্দরী তুমি, তোমার প্রাণ এমন কেন? তোমার সুমুখে কুলকুল, কানে সোনার দুল, মাথায় রূপোর চুল—তুমি পাথর কেন? তোমার মাথার উপর সোনার ফুল তোলা নীল চন্দ্রাতপ, তার বুকে ঐ সোনার চাঁদ, তার আশে পাশে সমীরসাগরে ভেসে ভেসে উধাও যাওয়া তুলার রাশ,—সুরধুনী রজত-তরঙ্গে নেচে নেচে সোনার কিরণে মাথামাখি শৈলপাদমূলের প্রকৃতিসুন্দরী নীলাম্বরী—উপত্যকা! তুই এত সুন্দর, তোর প্রাণে কোমলতা নেই কেন, বুকে আঁধার কেন? অতুল সৌন্দর্য্যময়ি! তোর বুকে বাঘ, ঘাড়ে ভূত, তোর বিশাল কোলে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরি এমন স্থান কই?

(নেপথ্যে গীত।)

ব'সেছিল বঁধু তটিনী-কূলে।
উদাস পরাণে সুনীল গগনে,
রেখেছিল দুটি নয়ন তুলে॥

প্রমোদ। আহা কে রে! এ চাঁদের কিরণে আবার গান মাথায় কে রে! আহা কি সুধাস্বর-বর্ষণ! ঐ সুধা-তরঙ্গিণীর কূলে যাই আর ভয় পাই কেন? আরে পেত্নী! এমন গাইতে শিখলি কেন—গাইতেই শিখলি যদি ত পেত্নী হ'লি কেন?—আর যে থাকতে পারি না গা! এ যে আমাকে হড়হড় ক'রে টানতে লাগল!

(প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

প্রমোদ। আরে মর্! বাতাসে গাইছে নাকি রে! ছুটোছুটী ক'রে গানের পিছন পিছন এলেম, কিন্তু কই কে কোথায়? আর দেখবই বা কাকে? কানের কাছে বোঁ বোঁ করছে, আর যেই ছাই চোখ মেলে দেখতে যাব, অমনি পেটের পীলে চমকে যাবে। না—না—এ বার তা বুঝি হবে না। বলি ওগো! তোমরা কে গো! এক-বার ফের না—বলি, একবার মুখখানা কি দেখতে পাই না। যে মুখে এমন মিষ্টি গান, সে মুখ না জানি কেমন? বলি ভাই, একবার চাঁদমুখখানা দেখাও, আমার চোখ রাহু নয় রে ভাই, দেখলে ক্ষ'য়ে যাবে না। (নেপথ্যে হাস্য) ও বাবা ও বাবা! না গো ফিরে কাজ নেই। হয়েছে হয়েছে! (নেপথ্যে পুনঃ হাস্য) ওরে বাবা! বুকের একখানা পাঁজরা খ'সে গেল যে, আরে ম'ল ঘুরে ঘুরে এ কোথায় এলেম! ঐ না সেই ডাইনী বেটীর বাড়ী! আরে গেল, তাই ত—ঐ যে সেই তড়াগ—ঐ যে সেই আঙ্গুর লতার কুঞ্জ, ঐ যে কুঙ্কুমের মাঠ! না বাবা! মানুষের উপর রাগ ক'রে অনন্ত দুর্দ্দশা। মানুষ বিধাতার চমৎকার সৃষ্টি, তার উপর রাগ করা নয় ত বিধাতার অপমান করা। বিধাতা ঠাকুর, এই বারটা মাপ কর বাবা—মানে মানে আমার দেশে পাঠিয়ে দাও। অন্ততঃ তোমার খাতিরে না হয় এ বার থেকে মানুষকে ভালবাসব! ও বাবা! একখানা মুখ যে—ফের যে—আবার ফের যে! আরে বাপ—এ যে থান থান মুখ বেরুতে সুরু করলে। দেখ্, শালীরা—এ বারে এমন দৌড় মেরে পালাব যে, দৌড় দেখে হেসে হেসে ম'রে যাবি। না হ'ল না—এরা বড়ই বাড়াবাড়ি করলে। তবে রোস শালীরা, তোদের বুজরুকি ভাঙছি। (চক্ষুবন্ধন) নাও বাপ সকল! এ বারে কত বিধুবদন দেখাবে দেখাও দেখি!

(শান্তি, মুক্তি ও সখীগণের প্রবেশ)

গীত।

বসেছিলে বঁধু তটিনীকূলে।
উদাস পরাণে সুনীল গগনে,
রেখেছিলে দুটি নয়ন তুলে॥
শাখে শাখে পাখী ধরেছে গান,
প্রাণের বঁধুয়া করেছে মান,
সমীর লতায় ব'লে ব'লে যায়,
সর সর বঁধু পড়িবে ঢ'লে॥

না বাবা এইবারেই মাটী করেছে, ভূতে যা করতে পারলে না, ক'টা পেত্নীতে প'ড়ে তাই করলে। আমায় না চলিয়ে আর ছাড়লে না। গানের ধাক্কায় মাথাটা কেন বনবন্ ক'রে ঘুরছে

লাগল। হ'ল না—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছাড় খাওয়াটা বড় সুবিধে হবে না। পেত্নী যখন চারে এসে ঘাই মারছেন, তখন ভূত নিশ্চয় অগম জলে আছেন। আছাড়টি যেমনি খাব, অমনি বেটারা খপ ক'রে এসে ঘাড়টি ধরবে উঁ হুঁ হ'ল না, বসি। (উপবেশন)

সখীগণ। কি গো নাগর! চোখ খোল না!

প্রমোদ। মাপ কর বাপধন, চোখ খুলতে হবে না। কাপড় ছিঁড়ে চোখের পরদা কেটে ফুঁড়ে তোমাদের রূপের পিটকিরি ব্রহ্মরন্ধ্রে ঢুকেছে আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি।

মুক্তি। দেখতে পাচ্ছ? আচ্ছা, আমাকে দেখতে কেমন বল দেখি?

প্রমোদ। আহা, চমৎকার চমৎকার!

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডানি কক্ষে ভাঙা নড়ি, বাম কক্ষে ঝুড়ি॥
ঝাকড় মাকড় চুল মাহি আদি সাদি।
হাতদিলে ধুলো উড়ে যেন কেয়া কাঁদি॥

মুক্তি। কি বল্লে?

প্রমোদ। এই যে বল্লেম তোমরা মহামায়ার জাত, তোমাদের রূপ, ও বড় দেখে ঠাওর হয় না। এই কি রকম জানলে—এই মনে করনা কেন—এই গণেশ ঠাকুরটি। "গণেশং খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরম্" কিন্তু বাবা এত কাণ্ডকারখানার পর হ'ল কি না "সুন্দরম্"—ও দেখে শুনে কোন শালা কখন বুঝতে পারে নি। যাও বাপধন সকল যাও, তোমরা সবাই সুন্দরী—বুড়ী, ছুঁড়ী, খেঁদী, কাণী, ঘোড়ামুখী সবাই সুন্দরী—যাও, হয়েছে ত, আমায় ভয় দেখান কাজ সারা হ'ল, ঘরে যাও, আমি দু'দণ্ড হাঁপ ছেড়ে বাঁচি!

মুক্তি। হাঁ গা! তুমি কি আমাদের সত্যি সত্যি দেখতে পাচ্ছ?

প্রমোদ। আরে ভাই চোখের মাথাই না হয় খেয়েছি—মনটা ত আছে, তোমাদের রূপ মনে একেবারে শেকড় গেড়ে বসেছে, এত চেষ্টা করছি কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছি না রে ভাই।

শান্তি। হাঁ গা! তা হ'লে আমায় দেখতে কেমন বল দেখি।

প্রমোদ। আহা এ কি! কানের ভেতর দিয়ে যে মিছরির চোটা ঢেলে দিলে রে। না বাবা এইবারে শেষ, এতক্ষণ কোন রকমে প্রাণটা ধ'রে ধ'রে রাখছিলেম, এইবারেই দেখছি গুড়ের মাছি করলে।

শান্তি। কি ভাই, চুপ ক'রে রইলে যে—বল্লে না?

প্রমোদ। কি বল্লে?

শান্তি। আমি কেমন দেখতে ভাই?

প্রমোদ। বা বা তুমি যে আরও বেশ গো! তোমার পটলচেরা চোখ, পাণপানা মুখ, রাঙা রাঙা ঠোঁট, গালভরা হাসি, গলাভরা কাসি—তুমি অতি সুন্দর।

মুক্তি। দেখ ভাই, তুমি ঠিক বলেছ, ও অতি সুন্দর, এমন সুন্দর ভুবনে আর নেই। তুমি ওকে বে করবে?

প্রমোদ। ওয়াক্—

মুক্তি। ওকি গো। উকি তোল কেন?

প্রমোদ। ও কিছু নয়, বালক কাল থেকে হঠযোগটা অভ্যাস করেছি, জানলে? তাইতে পেটের নাড়ী উগ্রে সময়ে সময়ে ধৌতি ক্রিয়া করতে হয়, উকি তোলা তার একটা প্রক্রিয়া। দেখ ভাই আগে-কথা-কওয়া সুন্দরি, তুমি রাগ ক'র না।

শান্তি। রাগ কার উপর করব ভাই, আর ক'রেই বা কি লাভ ভাই?

প্রমোদ। দেখ ভাই পেত্নী, তা[illegible] করছি না, তোর কথাগুলি বড় মিষ্টি।

মুক্তি। বল কি, আমার চেয়ে?

প্রমোদ। আরে ভাই তোমার ও ত সাদা গলা! তবে কি জান ভাই, তোমার ও গলার মর্ম্ম কালোয়াত না হ'লে ভাল বুঝতে পারবে না। আমার হয়েছে কি জান, সঙ্গীত শাস্ত্রটা ভাল জানা নেই, তাই তোমার ঐ বাজখাঁই শুনলে পাঁচজনের দেখা দেখি বাহবা দিতে হয়।

মুক্তি। দেখ সাবধান হ'য়ে কথা ব'লে। জান তুমি কোথায় আছ?

প্রমোদ। হাঁগা পেত্নী ঠান্দি, আমি তা হ'লে এখনও আছি? কই গো, তুমি কোথা গেলে? আমি যে তোমার একটা আধটা কথা শুনব ব'লে এখনও আছি।

১ম বা। কার কথা বলছ গা?

প্রমোদ। এই যে একটু আগে কইলে।

২য় বা। কি গা, আমার কথা বলছ?

প্রমোদ। তোমার কথা ত আগে বলা উচিত, কিন্তু কি করব ভাই, এখন ত কোনমতেই পার্‌লেম না।

৩য় বা। তবে কি আমার কথা?

প্রমোদ। কি ভাগ্যি ক'রে এসেছি যে, তোমার কথা আগে কইব।

৪র্থ বা। তা হ'লে নিশ্চয় আমার কথা?

৫ম বা। কখন নয়, আমার।

৬ষ্ঠ বা। হাঁ ওর বইকি, আমার—কেমন নয় গা?

প্রমোদ। আরে ম'ল, এ ত ভারী জ্বালাতন কর্‌লে—কই গো তুমি কোথা? তোমার জন্য যে পাঁচজনে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিলে।

শান্তি। ভাই, আমার কথা বলছ?

প্রমোদ। হাঁ ভাই! আহা ভাই তুই কি গলাই পেয়েছিস্? কিন্তু হ'লে কি হবে ভাই—

মুক্তি। কেন ভাই, তোমার কি মন কেমন করেছে?

প্রমোদ। তুই থাম্, আর জ্যাঠাম করিস্‌ নি; হাঁ ভাই মিষ্টিকথা, তুই কত বয়সে মরেছিলি?

মুক্তি। এই ষেটের কোলে নিরেনব্বইয়ে পা না দিতে দিতে পোড়া যমের বুক অমনি চড়চড়িয়ে উঠল, একশ পৌঁছুতে দিলে না।

প্রমোদ। আহাহা বল্লে কি! দাঁত কটা ফিরে উঠতে সময় দিলে না, একেবারে নাবালক অবস্থাতেই মেরে ফেল্লে! পেত্নী ঠান্‌দি, তুমি কোন্ রাগ ক'রে যমের মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছিলে, তোমার সে সময় ত বড় বড় দাঁত ছিল।

মুক্তি। কি! আমাকে এমন কথা, এতবড় আস্পর্দ্ধা!

প্রমোদ। আস্পর্দ্ধা যে তোমরাই বাড়িয়ে দিলে ধনমণি! পেটে পুর্‌লে এতক্ষণ আমি কোন্ কালে কোন্ রাজার ঘরে জন্মাতেম, কত সমারোহ হ'ত, কত গরীব-দুঃখী অন্ন পেত। তা ত আর কর্‌তে দিলে না। কেবল কাণার উপর চোখ রাঙিয়ে তোমরাও চোখের মাথা খেলে আমাকেও ষাঁড়ের গোবর ক'রে রেখে দিলে। কি বল গো মিষ্টিকথা, চুপ কর্‌লে কেন?

শান্তি। আমি আর কি বলব ভাই!

প্রমোদ। না হয় বারকতক 'কি বলব', 'কি বলব'ই বল না ভাই! এ প্রেমের চোল্‌কপাটী খেলায় আগ্ দাও কেন?

মুক্তি। দেখ ভাই, তুমি নিজ-মুখেই স্বীকার কল্লে, এ আমাদের প্রেমের খেলা। আমরাও এ কথা স্বীকার ক'রে নিলেম। এখন তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

প্রমোদ। সেধো ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথা। বুঝেছ ঠান্‌দি, আমার প্রাণটা অনেকক্ষণ থেকেই যাব যাব কর্‌ছে, তবে নাকি এটা টিক্‌টিকির প্রাণ, তাই যেতে যেতে যাচ্ছে না, ল্যাজে খেল্‌ছে।

মুক্তি। নাও চল, আমি আর তোমার জন্য সময় নষ্ট কর্‌তে পারি না। (সাঁড়াশী দিয়া হস্ত-ধারণ)

প্রমোদ। ও বাবা, সহসা আমার হাতে এটা কিসের আবির্ভাব হ'ল!

মুক্তি। ওটা আমার হাতে রে মিন্‌সে!

প্রমোদ। বা—বা কি নরম কি নরম! তা এমন তুলতুলে হাতটি কোথায় পেলে ঠান্‌দি!

মুক্তি। বিধাতা দিয়েছে, হাত আবার কে দেয়!

প্রমোদ। বিধাতা যখন এই হাতখানা গ'ড়েছিল, তখন যদি ভাই তার গালে একটা ঠোনা মার্‌তিস, তা হ'লে সে বেটা এমন সুন্দরী সৃষ্টির বেয়াদবী কর্‌ত না। উঃ! ছেড়ে দে ছেড়ে দে, বড় সুড়সুড়ি লাগ্‌ছে।

শান্তি। হাঁ ভাই, আমাদের সঙ্গে চল না।

প্রমোদ। যাব ভাই, তবে এখনও আমার কাঁচা বয়েস, আর সংসারের কোন কাজ কর্‌তে পারি নি।

মুক্তি। বটে, কেবল তামাসা!

প্রমোদ। হাঁ হাঁ করিস্ কি, করিস্ কি, ছাড়, ওরে চোখ বাঁধা, হোঁচট খেয়ে ঘাড়ে পড়ব। আরে আরে, তোর এ কোমল হাতে ব্যথা লাগ্‌বে, বলি ও লোহার চাঁদ! ছাড় ও ইস্পাতের চাঁদ!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উপবন।

(রঞ্জন ও জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। কি গো বাবা! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক'চ্ছ কি?

রঞ্জন। হাঁ মা, সখাকে আমার আর কষ্ট দিচ্ছ কেন?

জয়ন্তী। দেখ বাপ রঞ্জন, পরোপকারার্থ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে, আর পরের ভার বহন করেছে ব'লে, মনে করেছিলেম, তোমার সখা মানুষ। বড় ভুল বুঝেছি বাপ, বড় ভুল বুঝেছি; দেখলেম, তোমার সখার মনুষ্যত্বই নেই। রঞ্জন, বাপধন! কেবল পণ্ডশ্রম হ'ল, আর বুঝি শান্তিকে পাত্রস্থা কর্‌তে পাল্লেম না।

রঞ্জন। সে কি মা! আমার সখা যে দেবতা। পথিক মরুভূমে সখার কৃপায় জল পায়, পথভ্রান্ত গভীর নিশীথে স্থল পায়। দুর্ভিক্ষে সখা অন্ন, অনাবৃষ্টিতে জল, অতিবৃষ্টিতে স্থল। সখা পুত্র-শোকাতুরের পুত্র, পিতৃহারার পিতা, অনাথের নাথ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। পরের জন্য রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, মান সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে সখা বনে এল, এমন সখা মনুষ্যত্বহীন! বল কি মা?

জয়ন্তী। তোমার সখা জীবকে ঘৃণা করে। জীবের উপর, বিশেষতঃ মানুষের উপর যার ঘৃণা, সে কি মানুষ?

রঞ্জন। মানুষ অনিষ্ট ক'রে তার উপকারের পুরস্কার দিয়েছে।

জয়ন্তী। ঘৃণাই যদি কর্‌বে, তবে তাকে মানুষের উপকার কে কর্‌তে বলেছিল। এ সংসারে সকলেই কি পরের সাহায্য পায়। কত লোক যে তোমার আমার অসাক্ষাতে নিত্য কত মহা মহা-বিপদে পড়ছে, তুমি আমি কি করছি? শেষে ঘৃণা কর্‌ব ব'লেই কি খুঁজে খুঁজে লোকের উপকার ক'রে আস্‌ব।

রঞ্জন। এটা দোষ বটে। তুমি দেবী, তুমি সখাকে যে চক্ষে ইচ্ছা দেখ্‌তে পার। আমি মানুষ, আমি কেন মা চাঁদের কোথা একটু কলঙ্ক আছে দেখ্‌তে সারা রাত জেগে দেখার সুখ নষ্ট কর্‌ব।

জয়ন্তী। তোমার সখার শতেক দোষ, একটা কি; তোমার সখা পরোপকারপ্রত্যাশী, ঘোর স্বার্থপর! মানুষে তাকে ভক্তি কর্‌বে, শ্রদ্ধা কর্‌বে, মুক্তকণ্ঠে দশজনের কাছে সুখ্যাতি কর্‌বে, অসময়ে উল্টে তাকে সাহায্য কর্‌বে— এই সব ভেবে না তোমার সখা লোকের উপকার করেছে!

রঞ্জন। না মা! তুমি যত ভাবছ, সখা তত স্বার্থপর নয়।

জয়ন্তী। তবে সে বনে এল কেন? বলি, তোমার সখা যে দিন হ'তে লোকালয় ত্যাগ করেছে, সে দিন হ'তে কি দেশ থেকে দারিদ্র্য, রোগ, শোক, বিপদ, সব উঠে গেছে? আর কি ছেলের মা-বাপ মরে না, আর কি কুলবধূ অভিভাবকহীনা হয়ে উদরান্নের জন্য পথের ভিখারিণী হয় না? সকল পথিক কি বিদেশে গেলেই স্থান পায়? সকল রোগীই কি ঔষধ পায়? আর কি কারও অভাব নেই? দেশে রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষ সকলই ত আছে, কিন্তু তোমার সখা কই?

রঞ্জন। এখন যে সখার আর কিছু নেই, কি দিয়ে লোকের উপকার কর্‌বে?

জয়ন্তী। অর্থ নেই, তোমার সখার দেহ আছে। কেন, যা আছে তাতে কি মানুষের কাজ হয় না? দেহে কি একটা জলমগ্নেরও প্রাণরক্ষা হয় না, একটা ভূপতিত বালকও ওঠে না? নেই কি, তোমার সখার সব আছে, কেবল ইচ্ছা নেই—উপকারের শক্তি আছে, প্রাণ নেই।

(প্রমোদকে লইয়া মুক্তির প্রবেশ)

আর একটা মহৎ দোষ, তোমার সখা উপকার ক'রে, না ব'লে থাক্‌তে পারে না।

মুক্তি। চল্‌তে চল্‌তে আবার থমকে দাঁড়ালে কেন?

প্রমোদ। চুপ কর না—চেঁচাও কেন?

মুক্তি। আমি কি তোমার জন্য—

প্রমোদ। আবার?

মুক্তি। তুমি কি আমাকে চাকরাণী—

প্রমোদ। আবার—চেঁচাও কেন? কথা কইবে, মনে মনে কওনা।

জয়ন্তী। পথে আস্‌তে আস্‌তে "বেটী তোর এত করলুম, বেটী তোর এত করলুম" ব'লে সমস্ত পথটা থমকেছে। কি বলব বাবা, তোমার সখা

আর তুমি নাকি বড় ভাল ছেলে, তাই তারে কিছু বল্লেম না, নইলে এই পুকুরের পাঁকে তারে পুঁতে রেখে দিতেম।

প্রমোদ। নে পেত্নী, আমায় ফিরিয়ে নিয়ে চল্।

জয়ন্তী। কি গো বাছা! আসছ?

প্রমোদ। আর বাছাবাছি কাজ কি—এই না আমাকে পাঁকে পুঁতে রাখছিলি? দে বেটী চোখ খুলে দে, আমি চ'লে যাই। ওরে সখার ভূত! আমার সঙ্গে যাস্ যদি আয়। আমি তোকে একটা ঝাঁকড়া বেলগাছ দেব; তোর পেত্নী থাকে ত সঙ্গে নে, আমি তাকে ভাল দেখে একটা শাঁদাড় দেব।

মুক্তি। ওগো সে কোথায় গো!

প্রমোদ। তুই সখার পেত্নী?

মুক্তি। তোমার সখার ভূত আমাকে ঐ কথাই ত বলে।

গীত।

রূপের গরবে গরবিনী।
(ছিনু) নিজ মান ল'য়ে মানিনী॥
আঁখির পালট উলটিয়া দেছে
দেখেছে আমারে প্রেতিনী॥
আছিনু মত্ত আপন গানে,
ফিরে দেখি নাই কারো পানে,
পর-আঁখি-পরে রূপ নিরন্তর কে জানে!
আমার ভেঙেছে দম্ভ টুটেছে মান,
তার গেছে ছিঁড়ে নীরব গান,
কুরূপায় যে জন রেখেছে পায়,
আমি তার চির অধীনী॥

প্রমোদ। বটে? তাই ত ভাবছি, তোকে গালাগালি দিতে আমার এত আমোদ হচ্ছিল কেন! তুই আমার-সখার পেত্নী? তবে চল্ আমার সঙ্গে চল্। চল্, এ ডাইনী বেটীর বাড়ী থাকিস নি।

জয়ন্তী। কেন বাছা, হঠাৎ এমন রাগ হ'ল কেন?

প্রমোদ। রাগ হবে না! সখার ভূতের কাছে আমার নিন্দে করছিস্, রাগ হবে না। বেটী তোর এত করলেম, তা আবার বলছিস কি? উপকার করি নি? উপকার ত করেইছি—একটা হাতীর বোঝা ঘাড়ে করেছি। সমস্ত দিন পথে ব'সে মানুষ মানুষ ক'রে চেঁচিয়ে মরি, কই কোন্ বেটা এল? বেটীর মেয়ের কাঁড় বোজাতে এক-কাঁড়ি ঘাস আনলেম, এখন নিন্দে করা হচ্ছে।

মুক্তি। বলি হাঁ সখা, তুমি যে লোকের উপকার কর, সেটা তোমার মনে থাকে?

প্রমোদ। বিলক্ষণ মনে থাকে। থাকে ব'লে থাকে! পেত্নী সখী, তোরে আর কি বলব, সে গুলো আবার লোকের আচরণে বুকে উঠে কামড়ায়।

রঞ্জন। হাঁ রঞ্জনের সখা, তুমি সে গুলো ভুলতে পার না?

প্রমোদ। তুমি যে সখার ভূত, এতদিন পরে তা বিশ্বাস হ'ল।

রঞ্জন। কেন, ভুল্‌তে চেষ্টা করলে কি তোলা যায় না?

প্রমোদ। আরে পাগলা ভূত, আমি নিজেই যদি ভুলতে পারব, তা হ'লে চোরের উপর রাগ ক'রে ভুঁয়ে ভাত খাব কেন? তা হ'লে দেশের মানুষ দেশে থাকতেম; মানুষের জন্য যে দেহধারণ, সে দেহ মানুষের কাজেই লাগিয়ে রাখতেম; দস্যু, চোর, নরঘাতক সবার দাসত্ব করতেম। আমার কি করলে না করলে দেখতেম? কি বলিস্ ডাইনি মাসি! মনে মনে উপকার জ্ঞান যদি নাই হবে, তা হ'লে তোর ঘরে এসে আমার এত লাঞ্ছনা! বোঝা ঘাড়ে করিয়ে এনে কি পুরস্কার দিলি? নিষ্ঠুরতায় মানুষকে হারালি, পাহাড়ে তুল্লি, এত বড়—এত বড় হাঁ দেখালি, এমন এমন দাঁত দেখালি, এই উটের কুঁজের মতন নাক, এই ভাঁটার মতন চোখ, এই জালার মতন পেট, বাকী রাখলি কি? যেমন আসা, অমনি মুহূর্ত্তের জন্য না দাঁড়িয়ে যদি এ স্থান ত্যাগ ক'রে চ'লে যেতেম, তা হ'লে এ অতিথি-সৎকার কেমন ক'রে করতিস্ রাক্ষসি? কি রে বেটী, বাক্‌রোধ হ'য়ে গেল না কি?

জয়ন্তী। সমস্যার কথা বটে!

প্রমোদ। কেন, সমস্যা কেন? তুই বেটী অঘটন ঘটাতে পারিস, ভূত নাচাতে পারিস, আর আমাকে ভুলিয়ে দিতে পারিস্ না। দে না বেটী আমাকে ভুলিয়ে। আমি মানুষের উপকার করি, আমার মনে হয় কেন? আমি তার দাস—ঋণী,

এ জ্ঞান আমার হয় না কেন? ডাইনি মাসি ভুলিয়ে দে, খাবার সময় মানুষের সঙ্গে তার স্মৃতি তোর উদর-সাগরে ডুবিয়ে দে। ইচ্ছা ক'রে পুত্র-শোক কোন্ বেটা মনে রাখতে চায় বেটী? আমার কি সাধ, আমি পথে পথে বেড়াই। আমার সকল ছিল—চারিধারে সোনার রাজত্ব ছিল, আশে পাশে আত্মীয় ছিল, বুকে সখা ছিল, সে সব ফেলে কেন আমি পথে পথে, বনে বনে, প্রান্তরে প্রান্তরে, তোর এই ডাইনীর ঘরে চোখ-বাঁধা বলদের মত নিষ্ফল পরিশ্রমে ঘুরে বেড়াই। দে বেটী দে, আবার উপকারের কথা স্মরণ করিয়ে বলি, দে বেটী দে; তোর ঘাসের বোঝা ব'য়ে এনেছি, হাত ধ'রে তোরে পাহাড়ে তুলেছি, আবার বোঝা বইব, তোর দাসত্ব করব; দে বেটী দে, আমায় ভুলিয়ে দে।

জয়ন্তী। ভাল, নিয়ে আয় দেখি বাছাকে, দেখি ভুলুতে পারি কি না।

প্রমোদ। রহস্য কর্‌ছি না, আমি তোর পাগলা ছেলে, আমার একটা গতি কর। আমার একটা উপায় না হ'লে এই যেমন আছি তেমনি রইলেম, আর চোখ খুলে চারি দিকে দুরাশার বিভীষিকা দেখব না।

জয়ন্তী। তবে এস আমার সঙ্গে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ভাগীরথী-তীরস্থ প্রমোদ কানন।

শান্তি ও সখীগণ।

গীত।

ফুটেছে পারুল চাঁপা চামেলী জাতি।
ফুটেছে গোলাপ বেলা যুঁথি মালতি॥
আজিকে ফুলের সনে পাতিয়ে সই ফিরি বনে,
ফুলের সনে আপন মনে যাপিব রাতি॥
সে ত সই চায়না কারো প্রাণ,
সবাই হেসে প্রাণ ঢালে সে চায়না প্রতিদান,
তারে না ক'রে সাথী, সে ফুলে মালা গাঁথি,
ছি ছি গো আমোদে মাতি;
য'দিন রয় রাখতে সুখে, রাখব ফুল লতার বুকে,
নয়নে নয়নে করি প্রেমের আরতি॥

(জনৈক সখীর প্রবেশ)

সখী। ও ভাই, এখানে তোরা কোন্ ঠাকুরের আরতি করছিস?

শান্তি। ঠাকুর আবার কোন্ কি, ঠাকুর ত এক।

সখী। তা ত বুঝেছি; কিন্তু ঠাকুর পালায় যে—ঠাকুর বলে আমি পেত্নী পুরুতনীর পূজা খাব না!

শান্তি। (সহাস্যে) হা ভাই, সত্যি!—আমার পূজা খাবে না, পালাবে! হাঁ ভাই, সর্ব্বব্যাপী ঠাকুর, চৌদ্দভুবনে যার বিরাট অঙ্গ কুলিয়ে উঠে না সে কোথায় পালিয়ে যাবে বলতে পারিস। পৃথিবীর নদী সাগরে যায়, সাগর কোথায় যায়? আমার ঠাকুরের কি পালাবার যো আছে, সে আপনার জালে আপনি বাঁধা।

সখী। তামাসা করছি না, সত্যি কথা! ঠাকুরটি মানুষের যা করেছে, ভুলতে মার কাছে ওবুধ চেয়েছিল। মা যা ওষুধ ব্যবস্থা করেছিল, বুঝতেই ত পেরেছ। ঠাকুরটি ওষুধের কথা শুনেই নাকে কাপড় দিয়ে বল্লেন, থাক্ আর কাজ নেই, যেমন আছি তেমনি ভাল ও ওষুধ আমার পেটে তলাবে না। এই কথা ব'লেই চোকবাঁধা অবস্থাতেই ছুট।

শান্তি। সর্ব্বনাশ! প'ড়ে গেলেন না ত?

সখী। চতুর্দ্দশভুবনব্যাপী ঠাকুর আবার প'ড়ে যাবে কোথায় ভাই?

শান্তি। সত্যি, তার পর কি হ'ল বল ভাই।

সখী। যেমন তোমার নাম, করা—

শান্তি। তা ত বুঝলেম, তার পর কি?

সখী। তার পর ছুট—কেবল ছুট—ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট—উঠতে পড়তে ছুট—

শান্তি। তোর পায়ে পড়ি, বল ভাই, তার পর কি হ'ল!

সখী। তার পর কি হ'ল আমিও বড় বুঝতে পার্‌লেম না। রঞ্জন কাঁদতে লাগল, মুক্তি আঁচল দিয়ে তার চোক মুছিয়ে দিতে লাগল, মা আর

একটা মানুষ খুঁজতে চ'লে গেলেন। কি সখি তুমিও যে চল্লে, মানুষ খুঁজতে নাকি?

শান্তি। মানুষ কি পৃথিবীতে আছে? যমকে খুঁজতে।

সখী। তবে দাঁড়াও ভাই, আমিও যাব; আমারও সংসারের ব্যাপার দেখে ঘেন্না ধ'রে গেছে।

[সকলের প্রস্থান।

(প্রমোদকুমারকে লইয়া মুক্তির প্রবেশ।)

প্রমোদ। বেটীর কাছে ভুলতে চাইলুম, বেটী কি না পেত্নী পছিয়ে দিয়ে আমায় ভুলাতে এলো! এত বড় আস্পর্দ্ধা, বলে মেয়ে বে কর।

মুক্তি। তাই ত, মার ঐটে বড় অন্যায়। দেখ ভাই, আমরা মাকে কত বুঝিয়েছি, যে মেয়ে ভুতে বে করতে চায় না, সে মেয়ে কি মানুষ বে করে? মা কিছুতেই শুনবে না, কেবল মানুষ মানুষ ক'রে হেদিয়ে মরবে। তুমি বেশ করেছ, তুমি যে আর বেটীর সঙ্গে কথা না ক'য়ে মুখ ফিরিয়ে চ'লে এসেছ, তাতে বেটী জব্দ হয়েছে। এখন কতক কতক বুঝেছে যে, সে মেয়ে কেউ নেবে না। দেখলে না, আর একটি কথা কইতে পারলে না।

প্রমোদ। কথা কইতে পারলে না তার মানে আছে। প্রাণে বিষম আঘাত লাগল কি না! মা কি আর সন্তানকে কুৎসিত দেখে? আচ্ছা সখি, মেয়েটা কি বড় কুৎসিত?

মুক্তি। এমন কুৎসিত কেউ কখনও দেখে নি। আমরা পেত্নী, আমাদের উপর সে আবার পাল্লা-মারা পেত্নী।

প্রমোদ। বোঝ দেখি ভাই, তারে আমি কেমন ক'রে বে করি; আমার চেহারাখানা দেখছিস ত?

মুক্তি। দেখছি না? খুব দেখছি, দেখে দেখে সাধ মিটে না—দেখছি না?

প্রমোদ। বোঝ দেখি ভাই।

মুক্তি। বেশ করেছ, আমরা খুব খুসী হয়েছি! দেখ ভাই, সত্যি কথা বললে কি, আমরা কেউ সে মেয়েটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারি না। তুমি যে দিন থেকে এসেছ, সেই দিন থেকে অহঙ্কারে মাটীতে তার পা পড়ছিল না। আমি তার চেয়ে কিছু কম নয়, আমার সঙ্গে নাক তুলে কথা। বেশ করেছ ভাই, তার যে তেজ দেখেছ, আমাদের ভারী আনন্দ হয়েছে। মা যখন তোমাকে মেয়ে দেবার প্রস্তাব করলেন, তখন সে আড়ালে সে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

প্রমোদ। দেখছিল! বলিস কি, পেত্নী সেখানে ছিল?

মুক্তি। হাঁ ক'রে দেখছিল—নড়ন চড়ন ছিল না। যেমনি শুনলে যে তুমি তারে নেবে না, অমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব'সে পড়ল।

প্রমোদ। ব'সে পড়ল!

মুক্তি। অভিমানে আঘাত লাগল কিনা, ব'সে পড়ল। চোখ দেখতে দেখতে জলে ভ'রে গেল। অধোবদনে ব'সে নখ দিয়ে মাটী তুলতে তুলতে অভিমানিনী কাঁদতে লাগল। নীরব নিস্পন্দ, গল্‌গল্ ক'রে চক্ষের জল তার বুক ভাসিয়ে দিলে।

প্রমোদ। পেত্নীর চক্ষে জল আছে?

মুক্তি। সে কি সখা, তুমি জ্ঞানী হয়ে এমন কথা কইলে? পেত্নী হাসতে জানে, কথা কয়, সুখ-দুঃখের মর্ম্ম বুঝে, আর কাঁদতে জানে না? জল—জল—সরোবরে কত জল, নদীতে কত জল? পেত্নী চক্ষে সাগর বেঁধে আজীবন সংসারচক্রে ঘুরছে। পেত্নী কাঁদে, সে ক্রন্দনে সহস্র সহস্র তীব্রগতি স্রোতস্বিনীর সৃষ্টি হয়।

প্রমোদ। না, মানুষের উপর রাগ ক'রে কি কাল হিমালয়েই পদার্পণ করেছিলেম—ডাইনী বেটী আমার সর্ব্বনাশ করলে।

মুক্তি। কি ভাই, মাথা গোঁজ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আর একটু চল না, তোমায় গণ্ডী পার ক'রে আসি।

প্রমোদ। সর্ব্বনাশই বা কেন? ডাইনী যদি উন্মত্তা হয়, আমিও কি তাদের সঙ্গে উন্মত্ত হব! চাতক মেঘ দেখে কাঁদে, বালক চাঁদ ধরতে পারে না ব'লে কাঁদে, আমিও কি তাদের দেখাদেখি কাঁদব! না না, সে কাজ আমি করব না।

মুক্তি। বলি কি গো এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে?

প্রমোদ। পেত্নী বে করব? যা কেউ কখন করে নি তাই করব?

মুক্তি। তুমি, যাবে কি না যাবে বল।

প্রমোদ। ঝরঝর ক'রে জল ঝরছে—পা ছড়িয়ে আকাশ পানে চেয়ে আছে, সখীরা চারিধারে নীরব,—কারও মুখে কথা নেই, সান্ত্বনা দেবার শক্তি নেই! আরে পেত্নী, তুই কাঁদলি? শোক-তরঙ্গ-তাড়িত সংসার ত্যাগ ক'রে হতভাগিনী মরণের পরও বিষাদিনী? শোক বুকে ধরলি, কাঁদলি? যার চক্ষে নিস্তার পাবার জন্য লোকে মরণ কামনা করে, মরণের পরও ছাই তাই—সেই অশান্তি, সেই তীব্র জীবনযন্ত্রণা?

মুক্তি। না বাপু এমন মজার লোক ত কখন দেখি নি। বলি, লাঠী ধরবে ত ধর—আমি কি এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকব?

প্রমোদ। যা দূর হ—তোর সঙ্গে আমি যাব না—

মুক্তি। তাই বল, তবে মিছিমিছি দাঁড় করিয়ে রাখছিলে কেন?

প্রমোদ। হাঁ ভাই, তুই দয়া ক'রে আমার মাথায় সজোরে একটা লাঠী মারতে পারিস?

মুক্তি। না ভাই তা পারব না, আমি বড় নিষ্ঠুর, আমি দয়া করতে পারব না।

প্রমোদ। সে কাঁদছিল, তুই ঠিক দেখেছিস্।

মুক্তি। দেখেছি, তোমার তাতে কি?

প্রমোদ। আমার কি? সর্ব্বনাশ। দেখ ভাই আমার মাথায় লাঠী মার, আমি অপঘাতে মরি, ভূত হই, জীবন্তে পাল্লেম না, প্রাণ থাকতে পারব না—আপাততঃ আমায় একটু জল দিতে পারিস—বড় পিপাসা—

মুক্তি। সুমুখেই মা সুরধুনী, তার জল খাবে?

প্রমোদ। সুরধুনী? কই সুরধুনী?

মুক্তি। চোখ খুলে দেব?

প্রমোদ। না—আর নয়, আর আমি দেখব না—আমার দর্শনের সাধ মিটেছে, সুরধুনীর কাছে আমায় নিয়ে চল।

মুক্তি। এস। (অগ্রসর)

প্রমোদ। তুই লাঠী মারতে পারবি নি?

মুক্তি। না পারব না—নাও লাঠী ছাড়, আঁজলা পূরে জল খাও! ষাটহাজার সগর-সন্তানের শোকে অধীরা, বিষ্ণুপাদমূলস্থা একটা পেত্নীর নয়ন-জলে এই সর্ব্বনাশী জন্মেছিল, এই জল খাও, এ জলে সকল জ্বালা নিবারণ হবে।

প্রমোদ। দেখ পেত্নী, আমায় তোরা ক্ষমা কর, আমি পাল্লেম না, আমি জীবন্তে সুখী করতে পাল্লেম না, তাই আমার এ যন্ত্রণা, এই হৃদয়ভেদী তৃষ্ণা, মৃত্যু-পিপাসা। মা জাহ্নবি! আমার এ তৃষ্ণা নিবারণ কর। আমি হতভাগা, মন বুঝতে পারলেম না। বিষ্ণুপাদোদ্ভবে পতিতপাবনি! আমি মুক্তি চাই না। ভক্তবৎসলে! তোর এই পবিত্র সলিলস্পর্শের ফল একদণ্ডের জন্যে লুকিয়ে রাখ, আমি মুক্তির ভিখারী নই।

মুক্তি। ওগো ও কি বলছ? ও সখা সখা—

প্রমোদ। আমায় আত্মহত্যার ফল দে। প্রেত কর, জীবন্তে পেত্নী বিবাহ করতে পারলেম না—আমায় প্রেত কর,—

মুক্তি। ও সখা—সখা—ও কি বলছ, না ভাই, তুমি ফিরে এস, এস তোমায় শাস্তি দিই।

প্রমোদ। শান্তি, শান্তি, কই শান্তি, কোথা শান্তি! গঙ্গে গঙ্গে! আত্মহত্যায় যদি শান্তি থাকে, তাই দে, মুক্তি চাই না, শান্তি দে, জাহ্নবি, জাহ্নবি! (নদীতে পতন)

(রঞ্জনের প্রবেশ)

রঞ্জন। কি হ'ল, কি হ'ল, সখা আমার চেঁচিয়ে উঠল, তারপর কি হ'ল।

মুক্তি। ঝুপ ক'রে একটা শব্দ হ'ল।

রঞ্জন। শব্দ হ'ল কি!

মুক্তি। প'ড়ে গেল, তোমার সখা নদীগর্ভে প'ড়ে গেল। তাড়কা রাক্ষসীর মুখ দেখে মজবে, ভুবনমোহিনী সুন্দরী দেখা সইবে কেন? দেখবার সময় হয়েছে, আর পড়েছে।

রঞ্জন। তার পর?

মুক্তি। তার পর? পড়েছে, ডুবে গেছে। শেষে সাগরে গিয়ে উঠবে, সেখানে তরঙ্গে তরঙ্গে নাচবে, প্রেম করার মজাটা টের পাবে। নাও চল, লীলা সাঙ্গ হ'ল, আর কেন, ঘরে চল।

রঞ্জন। কি বল্লি?

মুক্তি। এই যে বল্লেম, পরের কথা ভেবে আর কি হবে, কোন উপকার ত হবে না, চল আমরা ঘরে যাই।

রঞ্জন। সর্ব্বনাশি, নরহত্যা করবার জন্যই কি তোরা প্রেম করিস?

মুক্তি। তবে আর কিসের জন্য করে? মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ করতেই ত প্রেমের সৃষ্টি। শুধু সথাটি আর তুমি থাকৃতে তা হ'লে সে প'ড়ে গেল দেখে, তুমি মজা ক'রে আমাকে তিরস্কার করতে পারতে, অমনি না সথার সঙ্গে ঝাঁপ খেতে! আমি প্রেম করেছি ব'লে ত পারলে না। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকথা নিয়ে মানুষের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না, কিন্তু গরীব আয়ানের জন্য কখন কি কাহাকেও এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলতে দেখেছ? মানুষ যে দিন প্রেম চিনেছে, সেই দিনেই তার মনুষ্যত্ব ঘুচেছে।

রঞ্জন। তুমি কি মনে কর, আমি সথার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত?

মুক্তি। প্রেমবিসর্জ্জনের তুলনায় প্রাণবিসর্জ্জন অতি তুচ্ছ! সথার জন্য প্রাণ দিতে কাতর নও, কিন্তু তার জন্য আমাকে ত ত্যাগ করতে পারলে না। তা যদি পারতে, তা হ'লে তোমার বীরত্ব, মনুষ্যত্ব সব বোঝা যেত। প্রাণ দিলে যদি প্রজারঞ্জন হ'ত, তা হইলে কি রঘুরাজ পতি-প্রাণা গর্ভবতী রঘুকুললক্ষ্মীকে জন্মের মতন বনে দেন? প্রাণ দেওয়া যায়—প্রেম দেওয়া যায় না। শুধু ভগবান রাজীবলোচন দিয়েছিলেন, মানুষে কি পারে?

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। কি গো তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছিস কি? চল না—বাছা যে জল থেকে উঠে শীতে হি হি করছে!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান।

প্রমোদ।

প্রমোদ। সুরধুনি, তুই শাঁকচুন্নী—পেত্নীর অধম। প্রেত করতে পারবি না ব'লে, আমাকে তরঙ্গ-করে কোলে থেকে ঠেলে দিলি! মুক্তি ভিন্ন যখন অন্য কিছু দেবার তোর শক্তি নাই, তখন তোর মুখে ছাই! আর তোরে কি বলব হিমাচল, অগ্নিগর্ভ তুষারচূড়—তুই কপটের শিরোমণি! প্রাণসমা-নন্দিনী প্রকৃতিরাণীকে অম্লানবদনে ভূতেশ্বর ভাঙড়ের হাতে স'পে দিলি; আমি ত পর, আমাকে পেত্নী লেলিয়ে দিবি, বিচিত্র কি!—তোর এই বন্ধুর বক্ষে দৃষ্টিহীন হ'য়ে ছুটে বেড়াচ্ছি, আমার পতন নেই, মৃত্যু নেই? মরণ যথন হ'ল না, তখন একটু বসি।

(শান্তির প্রবেশ ও পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান)

প্রমোদ। একি বাবা! পায়ে আমার ফুল ঢাললে কে!—চাটুপটু পার্ব্বতীয়া প্রকৃতি, তুই পাগলিনী—এ ফুল তুই কারে দিলি? এই অচল শিলাস্তূপেরও প্রাণ আছে—আমি প্রাণহীন। পাষাণেরও প্রাণ আছে; সেই প্রাণ-ধারা সেচনে ধরণী ফুল-ফল-শোভিনী—আমাতে কিছু নেই।—আমার নয়নানলে সাগর শুকায়—শস্যশ্যামলা ধরণী মরুভূমি হয়! (পুনঃ পুষ্পাঞ্জলি) আবার—আবার দূর হ'ক তবে তোরও মুখ দেখব না। আবার ফুল! দূর হ'ক, এ স্থানে বসবও না। (উঠিয়া) পেত্নী বে করব—কে কবে করেছে? এমন স্বার্থত্যাগ কে কবে দেখিয়েছে? তা হ'লে পেত্নী, এ জন্মে তোর বে হ'ল না, আমি চল্লেম। ডাকিনীনন্দিনী, আমায় ক্ষমা কর।

(মুক্তির প্রবেশ)

মুক্তি। কি হ'ল সখি!

শান্তি। সখি, পারিস যদি আমায় পেত্নী কর্। আমি ঐ হৃদয়ের বিন্দুমাত্র স্থান-ভিখারিণী, কিন্তু পেত্নী তার সমস্ত হৃদয়টা জুড়ে ব'সেছে, পেত্নী আমার সতিনী হ'য়ে সব কেড়ে নিয়েছে। ভাই, আমি কি আর স্থান পাব? আমার রূপের অহঙ্কার গুঁড়িয়ে গেছে, আমায় পেত্নী কর্।

মুক্তি। যতক্ষণ অন্ধকার ততক্ষণ পেত্নীর অধিকার, যেই হৃদয়ে আলো খেলবে, অমনি পেত্নী দেশ ছেড়ে চ'লে যাবে; ভুবনমোহিনী দুয়োরাণী, তথন সেই হৃদয়ে তোমারই যে একাধিপত্য! ঐ দেখ্ আবার ফির্ল। আমি চল্লেম - দেখিস ভাই আগে হ'তে যেন কোন মতে আত্মপ্রকাশ করিস নি।

[প্রস্থান।

(প্রমোদের পুনঃ প্রবেশ)

প্রমোদ। কিন্তু হতভাগিনী রূপহীনা ব'লে কি তার যে হবে না, তার মুখপানে কেউ চাইবে না! তার প্রাণের উদারতা, হৃদয়ের কোমলতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, ভালবাসা, ভক্তি, সকল থাক্‌তে রূপ নেই ব'লে কি সে আদর পাবে না। আমাকে দেখে মেয়েটার প্রাণে কত আশাই না জেগেছিল, সেই আশা তার ভঙ্গ হ'ল! হয় ত মনে মনে আমাকে স্বামীত্বে বরণ ক'রে, আমার অনাদরে ভগ্নমনে তুষানলের বেড়ায় আপনাকে ঘেরেছে। মানুষী নয়—মৃত্যু নেই, অনন্তকাল পুড়বে তবু মর্‌বে না। দূর হ'ক, এ চোখের বাঁধন খুল্লো না, দ্বিগুণ জড়িয়ে গেল। কাঁদছে—অভিমানে, লজ্জায়, ঘৃণায়, অভাগিনী চক্ষুজলে সহস্র নদীর সৃষ্টি কর্‌ছে। পেত্নী পেত্নী! উপায় নেই! সুন্দরের সঙ্গে প্রেম, ভগবান্ এ লীলা তোমায় কে দেখাতে বলেছিল? রাসেশ্বরী তোমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী! একটা রূপহীনা, প্রাণহীনা ডাইনী-মাসীর মেয়ের মত পেত্নীর সঙ্গে প্রেম কর্‌তে পার্‌তে, তবে না তোমার বিদ্যে বোঝা যেত! তুমি যখন পার্‌লে না, তুমি যখন 'নবজলধর-বিজলীরেখা হরিণীহীন হিমধামা' বৃন্দাবন-বিলাসিনীকে দেখে মজলে, তখন আমি কেন একটা পেত্নীর পিরীতের পাকে জীবনটাকে নাটাপাটা খাওয়াব? কখন কর্‌ব না, আমি কখন পেত্নী বে কর্‌তে পার্‌ব না। সেই দূরে শিলাতলে কলনাদিনী সুরধুনী-তীরে, অনন্ত শূন্যে প্রাণ ছড়িয়ে ব'সে আছে ও কে রে! মধুরতাময়ি, অনন্ত প্রাণময়ি, মদিরকটাক্ষে! আমায় পাগল কর্‌তে একবার উঠে এস। উঠে এলি, আমার কামনাকর্ষণে কাছে এলি!—এ্যাঁ, পায়ে জল দিলি? দেখ্ দেখ্ প্রেমসুধায় আমার প্রাণ ...য় গেল? পেত্নী পেত্নী—হৃদয়মন্দির-শোভাকরী, ...ই কি যথার্থই সুন্দরী? আয়, বুকের ধন বুকে আয়—না কই, শান্তি কই? এ যে তুষারকণাবাহী সমীরণ!

শান্তি। হাঁ ভাই! বে-ই না হয় নাই কর্‌লে, ডাইনীর মেয়ের মুখও না হয় নাই দেখলে, আসবার সময় তার সঙ্গে একটা কথা ক'য়ে আসতেও কি দোষ ছিল?

প্রমোদ। য়্যাঁ বাঁ্যা তুমি, মিষ্টিকথা? তুমি এখানে কেন ভাই?

শান্তি। এই তোমাকে শেষ দেখতে ভাই।

প্রমোদ। কেন, আমি কি মর্‌তে যাচ্ছি ভাই!

শান্তি। বালাই, তোমার মরণ শত্রুও যে কামনা করে না ভাই, আমাদের ...কার করেছ, আমরা কি—

প্রমোদ। উপকারের কথা তুলো না, তুই ডাইনী-মাসীর কে?

শান্তি। আমি ডাইনী-মাসীর মেয়ে।

প্রমোদ। কি সর্ব্বনাশ, তুই-ই ডাইনী-মাসীর মেয়ে! তা এ কথা আমায় আগে বলিস্ নি কেন?

শান্তি। তা হ'লে কি হ'ত?

প্রমোদ। তা হ'লে নিশ্চয় গলায় দড়ী দিয়ে মর্‌তেম। তোর নাম কি ভাই?

শান্তি। শুঁয়ী ভাই।

প্রমোদ। (নাকে কাপড় দিয়া) তা হ'লে একটু দূরে দূরে স'রে থাক ভাই, স্নান ক'রে উঠেছি, এখন যেন আর হাওয়াটা গায়ে না লাগে।

শান্তি। আর দূরে সরা কেন, আমি চ'লে যাই। আসি ভাই, নমস্কার।

প্রমোদ। এস ভাই, নমস্কার নমস্কার।

শান্তি। নারী জ্ঞানহীনা, বিশেষতঃ আমার মা ভালমন্দ কিছুই বোঝে না। ক্ষমাবান্! তুমি মায়ের উপর অভিমান ত্যাগ কর, মাকে ক্ষমা কর।

প্রমোদ। আরে এ কোথাকার পাগল। তোর মা কি করেছে, এই জনহীন দেশে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। আমি তারে কি ক্ষমা কর্‌ব, তোরা আমায় ক্ষমা কর। তবে কি জানিস্, আমার পেটে এক কথা মুখে এক কথা নেই, আমি তোদের ঘৃণা করি। ঘৃণায় যদি প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয়, তা হ'লে না হয় বল দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়ি।

শান্তি। ঘৃণা কর! ছি ছি তা হলে এতক্ষণ তোমায় কষ্ট দিলেম। ভাই চল্লেম।

প্রমোদ। ছি ছি, দিন দিন আমি হ'লেম কি! একটা সরলা বালিকাকে কটুকথা ক'য়ে দূর ক'রে দিলেম! বে-ই না হয় নাই কর্‌লেম, মিষ্টি কথা কইতে কি দোষ ছিল। ওগো গেলে নাকি, বলি, রাগ ক'রে গেলে নাকি? বলি ও ও—ও শুঁয়ী!

শান্তি। আবার পেছু ডাক কেন?

প্রমোদ। বাধা পড়েছে শোন্।

শান্তি। যাও, কি বলবে বল।

প্রমোদ। তুই কি বড়ই কুৎসিত?

শান্তি। বড় কুৎসিত। এখন ত আমি মরেছি, যখন জীয়ন্ত ছিলেম তখনও লোকে আমায় পেত্নী বলত। আমি উনুনমুখী, চেরণদাঁতী, কটাচোখী, থেবড়ানাকী, নাদাপেটী—

প্রমোদ। থাম্ থাম্ আমার গা বিড়িয়ে আস্‌ছে।

শান্তি। আমার চোকে পিঁচুটী, নাকে শিক্‌নি, কানে পুঁজ—

প্রমোদ। হয়েছে, বুঝতে পেরেছি!

শান্তি। পায়ে গোদ, তাতে বড় বড় গেঁজ, তা থেকে ঝরঝর ক'রে রস।

প্রমোদ। (গমনোদ্যোগ) ওরে বাবা, যাইরে—

শান্তি। আরও বলব?

প্রমোদ। আমার ঘাট হয়েছে, বুঝতে না পেরে ভাই ভিমরুলের চাকে কাটী দিয়েছি? তুই কত বয়সে মরেছিলি?

শান্তি। আইবুড় বয়সে।

প্রমোদ। একেবারে খাঁটী আইবুড়, একটা আধটা সম্বন্ধও জোটে নি?

শান্তি। জুটবে কোথা থেকে ভাই, আমার নাম শুনে ঘটক দেশ ছেড়ে পালাত।

প্রমোদ। স্বপ্নেও কি কখন সম্বন্ধ হয় নি?

শান্তি। সে দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর ভাই, শেষে কি পেত্নী হয়েও পাগল হব। স্বপ্নে আমার এক জনের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছিল! সে বড় সুন্দর। তার নাম সুন্দর, কথা সুন্দর, রূপ সুন্দর, গুণ সুন্দর। সে মহাপ্রাণ, সে পরের দুঃখে গ'লে যায়, পরের হ'য়ে দাসত্ব করে, পরকে যথাসর্ব্বস্ব দান ক'রে ভিখারী। পর তার প্রাণ, পরের জন্যই তার জীবনধারণ।

প্রমোদ। সে খুব বড়লোক, তারপর কি বল।

শান্তি। তার গুণ শুনে বড় আশা হ'ল। ভাবলেম একবার যাই, একবার গিয়ে পায়ে ধ'রে প্রেমভিক্ষা চাই।

প্রমোদ। গেলি?—ওকি—থামলি যে?

শান্তি। এই যে ভাই, গলায় আমার একটু গঁদি জমেছে। যে লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে আজ তোমার সঙ্গে কথা কইছি—

প্রমোদ। আরে আমি ত ঘরের লোক, আমাকে বলতে লজ্জা কি, ব'লে যা না।

শান্তি। যার কাছে শুনেছিলেম, যে বিশ্বপ্রেমিক তার চক্ষে সকলি সুন্দর। যাতৃবাক্যে সাহসিনী আমি নির্লজ্জা অভিসারিকার বেশে স্বপ্নে তার কাছে গেলেম।

প্রমোদ। তার পর?

শান্তি। গিয়ে দেখলেম সেই সুন্দ, আমার কল্পনার নায়ক স্বপ্নরাজ্যের একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে শিলাতলে আকাশ পানে চেয়ে ব'সে আছে। ভয়ে ভয়ে কাছে গেলেম, গিয়ে বল্লেম ওগো প্রেমিক ঠাকুর! আমায় বে করবে? প্রেমিক ঠাকুর আমাকে না দেখেই বল্লেন, অমিয়ভাষিণি তুমি কে?—সকলে আমায় কর্কশা বলত।

প্রমোদ। যারা বলত তারা বিশ্বনিন্দুক। তুই যথার্থ অমিয়ভাষিণী। তার পর ব'লে যা।

শান্তি। আমার বরের সেই কথা শুনে প্রাণে একটা বড় সাহস হ'ল। সেই সাহসে বল্লেম এক বার ফিরে দেখ না।

প্রমোদ। ফিরে দেখলে?

শান্তি। বলছি শোন না।

প্রমোদ। শীগ্‌গির শীগ্‌গির বল না।

শান্তি। বল্লেম, ওগো দয়া ক'রে আমাকে একবার ফিরে দেখ না।

প্রমোদ। ফিরে দেখলে?

শান্তি। সেই বলাই আমার কাল হ'ল।

প্রমোদ। ফিরে দেখলে না।

শান্তি। দেখলে, পদ্মপলাশলোচন দিয়ে এক বার আমার পানে চাইল। দেখে যে মুখ ফেরালে সে মুখ আর ফিরল না। বঁধু আমার উধাও হয়ে চ'লে গেল। অন্যে কটু কথা ক'য়ে দূর দূরকরত তা আমার সইত কিন্তু তার মুখ ফেরান সইল না। আমি স্বপ্নেই পাগল হলেম, সে মত্ততা আর সারল না! স্বপ্নেই অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ খেলেম, ম'রে পেত্নী হলেম।

প্রমোদ। ফিরল না? সে বিশ্বপ্রেমিক? সে ভণ্ড, চোর, পাষণ্ড, পিশাচ, সে শালার ঘরের শালা! ফিরল না, আর একটা কথাও কইলে না! সে শালার নাম কি? আচ্ছা, তারে এখন দেখলে চিনতে পারিস?

শান্তি। আহা তার সেই চক্ষু, সেই পদ্মপলাশ-লোচন! তার মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তার আঁখি, সেই খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি।

প্রমোদ। ও কি, কাঁদিস্ কেন? বালিকে বালিকে!

শান্তি। সে যে একবার আমার পানে চেয়েছিল, আমার কুরূপা দেখে ফিরিয়ে নিলে। আঁখি! ইচ্ছা করে আর একবার দেখি। না একবার কেন, বার বার দেখি, শতবার দেখি, জীবনে দেখি, মরণে দেখি, সেই আঁখি—

প্রমোদ। কি কর্‌লি পেত্নী, আবার কি তুই পাগলিনী? এমন নিষ্ঠুর? সে শালা এমন নিষ্ঠুর? আর ফিরল না! আরে পাগলী, এমন নিষ্ঠুর শালাকে স্বপ্নে দেখতে গেলি কেন? ভাল, বল সে শালার নাম কি? বল সে শালার বাড়ী কোথায়? দেখ্ উন্মাদিনি! এই আমার বাহু-যুগল, এই বাহুবলে মত্তমাতঙ্গ বিধ্বস্ত হয়। এই বাহু এতকাল আমি মানুষের সাহায্যে রেখেছিলেম, তোর জন্যে মানুষের বিরুদ্ধে সেই বাহু আবার তুল্লেম। সে শালার নাম আমাকে বল। বল সে কোথায় থাকে, আমি তারে ধ'রে এনে তোর দাস করি।

শান্তি। ভাই, আমি চল্লেম।

প্রমোদ। না না পেত্নী যাস নি, আমি তোরে অভয় দিলেম, আমাকে সকল কথা খুলে বল।

শান্তি। তার বাড়ী অবন্তীপুর।

প্রমোদ। অবন্তীপুর? নাম কি?

শান্তি। প্রমোদকুমার।

প্রমোদ। প্রমোদকুমার? দেখতে কেমন?

শান্তি। তা ভাই আমি বলব না!

প্রমোদ। আরে মর বল না, এই যে তোরে অভয় দিলেম, নিঃশঙ্কচিত্তে বল না।

শান্তি। ঠিক তোমার মতন।

প্রমোদ। আমি শালা নই ত?

শান্তি। তা কেমন ক'রে বলব, সে বহুদিনের কথা।

প্রমোদ। তুই কি বড় কুৎসিৎ?

শান্তি। বড় কুৎসিৎ, আরশিতে নিজের মুখ দেখতেই আমার ঘৃণা করে।

প্রমোদ। আরে পেত্নী! তুই কুৎসিৎ হলি কেন? তোর গলা এত মিষ্টি, তুই কুৎসিৎ হলি কেন?

শান্তি। নরবর! তুমি সুন্দর হ'লে কেন? তুমি নিজে কুৎসিৎ হ'লে তো আমাকে ঘৃণা করতে না।

প্রমোদ। হয়েছে হয়েছে, আচ্ছা তুই আমার চোখ খুলে দে, আমি তোকে একবার দেখি।

শান্তি। না ভাই তোমার পায়ে পড়ি ভাই।

প্রমোদ। দেখ্ আমায় যদি দেখে থাকিস্ ত বল, বলবার এমন সময় আর পাবি নি।

শান্তি। মূর্খচূড়ামণি! মানুষের উপর রাগে বুদ্ধি-শুদ্ধি সব জলাঞ্জলি দিয়েছ? পেত্নী ব'লে কি আমার ধর্ম্মজ্ঞান নেই, আমি কি সতী নই, আমি কি পরপুরুষের কাছে উপযাচিকা? আমি তোমাকেই স্বপ্নে আত্মদান করেছিলেম, তুমিই আমার স্বামী! এখন তুমি যথেচ্ছা গমন করতে পার, আমি চল্লেম।

প্রমোদ। যাবি কোথায়? স্বামীর অনুমতি না নিয়ে যাবি কোথায়? কুৎসিতে! তুই-ও আমার স্ত্রী, তুই-ও আমার হৃদয়েশ্বরী! মা শঙ্করি, চোক দাও, আমি আমার ধর্ম্মপত্নীকে স্বর্ণচক্ষে দেখি। দে পেত্নী তোর হাত দে, (হস্তধারণ) কুসুমকোমল কর যার, এমন সুমিষ্ট স্বর যার, সে কি পেত্নী?

শান্তি। আর আমায় পেত্নী বলে কে? আমি এখন নরের গৃহিণী নারী, সুন্দরের মনোমোহিনী সুন্দরী!

প্রমোদ। আজ আমি শান্তি পেলেম, আজী-বন যে ভার হৃদয়ে বহন ক'রে আসছি, যে জ্বালায় জ্বলে মরছি, পেত্নী, তোরে পেয়ে আমার সে সকল যন্ত্রণা দূর হ'ল। পেত্নী, তুই আমার শান্তি-দায়িনী। দে আমার চোখ খুলে দে।

শান্তি। না না, তা ক'র না। দেখলে যদি কষ্ট পাও।

প্রমোদ। আর তা ক'র না। যা থাকে অদৃষ্টে, আমি একবার তোকে দেখবো। বাঁধা চোখে আমি তোরে সুরধুনীতীরে দেখেছি, সে তুই বড় সুন্দর। একবার খোলা-চোখে তোরে দেখব।

শান্তি। কর কি, কর কি, তা হ'লে আমি পালাব।

প্রমোদ। সে তুই যা খুসী তাই কর, জয় দুর্গে। (চক্ষুর বন্ধন উন্মোচন)

শান্তি। তবে আমি চল্লেম। (অন্তরালে পলায়ন)

প্রমোদ। আহা কি সুন্দর! চ'লে যায় ও কি সুন্দর! এই আমার পেত্নীর রূপ! যায় যে, গেল যে, উধাও হয়ে চ'লে গেল যে! রাক্ষসী, স্বামিঘাতিনী, মনোমোহিনী, নিষ্ঠুরে—

শান্তি,—

গীত।

আজু রজনি হাম ভাগ্যে পোহায়নু,
পেখনু পিয়ামুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশদিশ ভেল নিরনন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু,
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিধি মোরে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ লাখ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥

পটপরিবর্ত্তন

হিমালয়শৃঙ্গ।

চঞ্চল, চঞ্চলা, জয়ন্তী, মুক্তি, রঞ্জন ও সখীগণ।

গীত।

আহা কি মধুর নিশি, দশদিশি হাসি হাসি
এসেছি তোমারে বঁধু দিতে উপহার।
গগন পাঠায়ে দেছে তারার কিরণমালা
শশী দেছে ঢেলে সুধাধার॥
শিখরিণী দেছে তার শীকর-তরঙ্গ,
অনিল দিয়াছে মধু-সঙ্গ,
জলদ দিয়াছে ফল মধুমাখা আঁখিজল,
চপলা দিয়াছে লীলাহার॥
ধর হে ধর হে প্রিয় হে বঁধু হে, সকল হিয়ার বিধু-সার
তুমি সকলের বঁধু, তুমি সকলের মধু,
তুমি সকলের শুধু, সকলি তোমার॥

যবনিকা-পতন

উলূপী

প্রথম অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

বন।

নারদ।

নারদ। নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

বাসুদেবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, ঠাকুর, আর তোমাকে দেখতে পাই না কেন? ঠাকুর হেসে বলেন, নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে নেই, যোগীর হৃদয়ে নেই। যেখানে আমার ভক্ত—আমি সেইখানে আছি। যেখানে ভক্ত সেখানে আমার অন্বেষণ কর, আমাকে দেখতে পাবে। যেখানে ভক্তি, সেইখানেই ভগবান। আমি ভক্তির কাঙ্গাল। ভক্ত খুঁজতে আমি ভারতের প্রান্তে, এই অনার্য্যজাতি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত নাগভূমে এসে উপস্থিত হয়েছি। পতিপরায়ণা উলূপী ভক্তিময়ী গন্ধর্ব্বরাজনন্দিনী চিত্রাঙ্গদা আর তাদের দুটি পুত্রকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন ঠাকুর আমার আজকাল এই সকল সহচর নিয়েই ঘুরে বেড়ান। তাই ত এ কি আশ্চর্য্য! কতকগুলো হিংস্র পশু দলবদ্ধ হয়ে, যেন প্রাণভয়ে আমার আশ্রয় নিতে ছুটে আসছে না? তাই ত! এ কি? পশ্চাতে ফুলধনুর ন্যায় অপূর্ব্ব ধনু হস্তে এক কন্দর্পকান্তি বালক! আহা কি সুন্দর! এই যে সেই উলূপীর সন্তান! এই যে ধনঞ্জয়ের অপূর্ব্ব প্রতিবিম্ব, কাননচারী গাণ্ডীবী! মুখে কি তেজ, কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞার চিহ্ন! অন্তরালে থেকে একটু রহস্য দেখতে হচ্ছে।

[প্রস্থান।

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। বেশ হয়েছে, বনের সমস্ত হিংস্র জন্তু একস্থানে জড় হয়েছে! তা হ'লে এক বাণে এ অরণ্য আজ হিংস্র প্রাণীশূন্য করব। (ধনুতে শরযোজনা)

নারদ। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।

(ইলাবন্তের প্রণাম)

দীর্ঘায়ু হও। কিন্তু নরাধম, এ কি তোর আচরণ?

ইলা। কি আচরণ ঠাকুর?

নারদ। বনের সমস্ত হিংস্র জন্তু বিনাশ করবার সঙ্কল্প করেছিস। এ দুর্ম্মতি তোরে কে দিলে?

ইলা। কেন, দুর্ম্মতি কেন?

নারদ। জীবহত্যা করতে এসেছিস আবার বলছিস দুর্ম্মতি কেন?

ইলা। তোমার হিংস্র জন্তু জীবহত্যা করে কেন?

নারদ। তারা জীবহত্যা করে আপনাপন জীবন রক্ষার জন্য।

ইলা। আর আমি তাদের হত্যা করতে এসেছি, আমার মায়ের জীবন রক্ষার জন্য।

নারদ। তোর মায়ের জীবন রক্ষার জন্য! কেন তোর মা কি অসহায়া অবলা?

ইলা। মা একা বনের ধারে আসে, একলা চুপটি ক'রে ব'সে থাকে। তোমার হিংস্র জন্তু আমার মাকে হত্যা করতে এসেছিল।

নারদ। তোর মাকে বনের ধারে আসতে বারণ কর্। তোর পিতা বাসুদেবের আদেশ ভিন্ন কোনও কাজ করে না। তাঁর অনুমতি না পেলে দ্বারসমীপস্থ মৃত্যুকে পর্য্যন্ত দূর ক'রে দেয় না। নরাধম! কর্ম্মবীরের সন্তান তুই, তোর অকারণ প্রাণী হত্যা—এ অকার্য্য কেন?

ইলা। কেন ঠাকুর, মাকে রক্ষা করা কি সন্তানের কার্য্য নয়?

নারদ। উপদেশে রক্ষা কর, অস্ত্রে কেন? মাকে বনের ধারে আসতে বারণ কর।

ইলা। আমার দাদা, মাকে কত বারণ করেছে, মা শোনে না। সঙ্গে লোক দিয়েছে মা রাখতে চায় না।

নারদ। কেন আসে?

ইলা। তা আমি কি জানি, আর আমার জানবার প্রয়োজন কি? পোড়া উদরের জন্য তোমার বাঘের যদি প্রাণীহত্যা কার্য্য হয়, তা হ'লে মাতৃরক্ষার জন্য আমার বাঘহত্যা কার্য্য হবে না কেন? মা বনে এলে আমি তার সঙ্গে আসব, তার দেহ রক্ষা করব, কিংবা একবারে নিরাপদ করবার জন্য, তোমার বনের বাঘ উজোড় করব। নাও, সর—সন্ধ্যা হয়!

নারদ। তোর ভয়ে বনের সমস্ত হিংস্র জন্তু আমার চরণপ্রান্তে আশ্রয় নিয়েছে।

ইলা। রক্ষা করতে চাও, তোমার চরণপ্রান্ত বিদ্ধ হবে।

নারদ। বলিস্ কি?

ইলা। আর বলাবলি কি, কর্ত্তব্য স্থির ক'রে তবে বনে প্রবেশ করেছি।

নারদ। বালক! এই বিপন্ন পশু ক'টার কাতর রোদনে তোর প্রাণ কি একটুও বিগলিত হ'ল না?

ইলা। কেন হবে না ঠাকুর, এই দেখ না আমারও চক্ষে জল ঝরছে, কিন্তু কি করব ঠাকুর, এ আমার কর্ত্তব্য। মা আমার পাগলিনী, এ বন থেকে ও বন ঘুরে বেড়ায়।

নারদ। মায়ের শরীর রক্ষী হয়ে সর্ব্বদা তার সঙ্গে থাক না কেন?

ইলা। মা যদি আমায় কোথাও যেতে আদেশ করে?

নারদ। তুই তাদের বিনাশে কৃতসঙ্কল্প, আমিও তাদের রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প।

ইলা। বেশ, রক্ষা কর। (ধনুতে পুনঃ বাণ যোজনা)

নারদ। ক্ষুদ্র বালক, এত বলদর্প! জানিস আমি মুহূর্ত্তে তোর হস্ত স্তম্ভিত করতে পারি।

ইলা। চোখ রাঙাও কেন ঠাকুর, কর না। আর এতই যদি শক্তির অহঙ্কার, তা হ'লে ওই প্রাণীগুলোকে ফলমূলাশী কর না কেন? স্বচ্ছন্দ বনজাত ফলমূলে কি তাদের উদরপূর্ত্তি হয় না?

নারদ। যা ভাই, তোকে পারলেম না। এই একটা মণি নে, এই মণি তোর মাকে দিগে যা, তা হ'লে তোর মায়ের আর হিংস্র জন্তুর ভয় থাকবে না।

ইলা। কৈ দাও।

নারদ। এই নে ভাই, সাবধান ক'রে নিয়ে যা যেন ফেলে দিস নি। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন প্রান্ত।

ইলাবন্ত।— গীত।

ওই বাজে বাঁশী গহন বনে।
কি জানি কি সখা দেয় নাকো দেখা
খেলে মোর সনে সঙ্গোপনে॥
আমি যত যাই সুর যায় স'রে,
সমীর কাঁদে শুধু সুরে সুরে—
আমি খুঁজি তারে সে খোঁজে মোরে
না জানি কি জাগে তার প্রাণে॥
পথে পথে ঢেলে ফুলের রাশি—
ভুলে ভুলে খেলা ভালবাসাবাসি।
এমন ভুলের সুরে কে বাজালে বাঁশী!
প্রাণ চ'লে যায় ভুলের টানে॥

[প্রস্থান।

(উলুপীর প্রবেশ)

উলুপী। তাই ত! বন-প্রবেশমুখে, এ কি আতঙ্কের শব্দ আমার কানে প্রবেশ করলে? মনটায় কেমন সংশয় উঠলো যে, এখনও ত ইলাবন্ত ফিরল না! তাই ত! অবহেলায় ছেলেটাকে সত্যি সত্যি হারালুম নাকি? এতক্ষণ ইলাবন্ত ব'লে ডাকলুম, কই কোন উত্তর পেলুম না ত? অন্ধকার ঘেরে এল, দৃষ্টিশক্তি রোধ হ'ল, তাই ত! কি করলুম! বনে থাকলে সে কি আমার কথা শুনে এতক্ষণ চুপ ক'রে থাকত এখনি যে মা মা ব'লে আমার কাছে ছুটে আসত! বালক কি আমার বনে পথ হারাল, হিংস্র জন্তুর কি গ্রাসে পড়ল? ইলাবন্ত!

তৃতীয় দৃশ্য

দরদালান।

অনন্ত ও ইলাবস্ত।

অনন্ত। কি হয়েছে দাদা?

ইলা। আমি আজ এক মাণিক পেয়েছি।

অনন্ত। কোথায় পেলি দাদা? কেমন মাণিক দাদা?

ইলা। সুন্দর মাণিক! এক ঠাকুর আমায় দিয়েছে।

অনন্ত। বামুনকে কিছু দিতে পারিস না, নিলি কেন দাদা? তোর ঘরে কত মণি গড়াগড়ি যাচ্ছে, তোর আবার বামুনের কাছ থেকে মণি নেওয়া কেন দাদা?

ইলা। সে মণি তোমার রত্নভাণ্ডারে নেই। সে সুন্দর মণি যার কাছে থাকে, তার মৃত্যুভয় থাকে না।

অনন্ত। বলিস কি?

ইলা। যদি কারও অকালমৃত্যু হয়, সেই মণি মৃতদেহের বুকে দিলে সে তখনি বেঁচে উঠবে।

অনন্ত। বলিস কি? অবাক্ করলি যে ভাই! কৈ সে মণি?

ইলা। মাকে দিয়েছি।

অনন্ত।' এই সর্ব্বনাশ করলে! সে হতভাগা মেয়েকে দিতে গেলি কেন? সে এখনই হয় ত স্বামীর মঙ্গলের নাম ক'রে সেই মণি কোন দেবতাকে উচ্ছুগ্গু ক'রে দেবে। শাস্ত্রে তেত্রিশ-কোটি দেবতা, সে বেটীর দেবতা কোটি কোটি—সংখ্যা নেই। কোথায় যে তার কোন্ দেবতা প'ড়ে আছে, তার ত ঠিক নেই, এখন দিয়ে ফেললে পাবি কি ক'রে?

ইলা। তার জন্তে মণি এনেছি তাকে দিয়েছি, তার পর থাকে না থাকে আমার কি!

(উলূপীর প্রবেশ)

অনন্ত। এই যে, এই যে, মণিটে দিতে এসেছিস মা?

উলূপী। কোন্ মণি?

অনন্ত। এই যে খানিক আগে ভাইজী তোকে দিয়েছে।

উলূপী। তা সে ত আমায় দিয়েছে, তোমায় দেব কেন?

অনন্ত। এই দেখ পাগলামী আরম্ভ করে। মণি তোরই হ'ল, তাতে আমার কাছে রাখতে দোষ কি? তোর মা মাথার ঠিক নেই, কোথায় ফেলে দিবি! এমন অমূল্য মণি যদি ভাগ্যক্রমে পেয়েছিস, দে মা, আমার হাতে দে, আমি যত্ন ক'রে তুলে রাখি।

উলূপী। সে মণি আমি কাকেও দেব না।

অনন্ত। এই দেখ লেঠা বাধিয়ে বসল! ওরে বোকা মেয়ে, আমি বুড়ো হ'য়ে মরতে চলেছি, আমি নিজে বাঁচবার জন্ত কি এই মণি চাইছি? মা! পূর্ব্বজন্মের বহু পুণ্যে যদি এই সোনারচাঁদ আমার গৃহে উদয় হয়েছে, যখন তখন তাকে রক্ষা করবার উপায় দেখা চাই না কি মা? দে মা দে—আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব না—তোদের জিনিস তোদেরই থাকবে।

উলূপী। দেব?

অনন্ত। হাঁ মা দে। আমি তুলে রেখে দেব বই ত নয়, মাঝে মাঝে দেখতে চাস, দেখতে পাবি—দে।

উলূপী। এই নাও—কিন্তু যখন চাইব, তখনই দিতে হবে, ওজর আপত্তি কর্‌তে পারবে না।

অনন্ত। কিছু করব না! কিছু করব না! তবে যে জন্ত চাইবি মা, ভগবান যেন সে বিপদ না ঘরে এনে উপস্থিত করেন। এ শোভার জিনিস যেন শোভাই থাকে, একে যেন আর কাজ না করতে হয়। দে মা—আবার হাতে ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

উলূপী। না আমার কাছে থাক।

অনন্ত। আবার কি হ'ল? আচ্ছা তুই যা ভয় ভাবছিস, যা মনে ক'রে আমাকে দিতে কুণ্ঠিত হচ্ছিস—ঈশ্বর না করুন, তাই যদি হয়—যদি তোর স্বামীর কোন প্রকার বিপদ ঘটে, তা হ'লে তখনি বার ক'রে দেব। ছিছি! আমাকে কি নরাধম ঠাওরেছিস? আমি নিজ হাতে বনের ভেতর থেকে এত বড় একটা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলুম, আমার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? কিছু বুদ্ধি নেই? যখন চাইবি তখনই পাবি, এখন আমার কাছে দে, হারিয়ে ফেলবি।

ইলা। ভয় করছিস কেন, দে না মা! আমি যদি মরি আর তোর অমতে যদি দাদা আমাকে বাঁচাতে চায়, আমি বাঁচব না! আমি প্রাণ না নিতে চাইলে দাদা কি জোর ক'রে আমাকে গছিয়ে দেবে! বুড়োর সাধ্য কি? দে তুই নির্ভয়ে দে।

উলূপী। তোর দাদার কথায় বিশ্বাস হয় না।

অনন্ত। কি? কি বললি সর্ব্বনাশী? আমার কথায় বিশ্বাস হয় না? যা দূর হয়ে যা! তোর মণি নিয়ে তুই দূর হয়ে যা। অবাধ্য কন্যা! অসমসাহসিনি! এত বড় স্পর্দ্ধা! আমাকে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক বললি?

উলূপী। রাগ কর কেন বাবা? যে দিন আমাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিলে, সেই দিনই না তুমি আমাকে বলেছিলে, মা, এত দিন আমার ছিলি এখন থেকে হ'লি এই মহাপুরুষের। আমার যা কিছু গুরুত্ব, দেবত্ব সব একে সমর্পণ করলুম। এর মঙ্গল চিন্তাই তোর ধর্ম্ম, এর অনুবর্ত্তিনী হওয়া, এর আদেশে আপনাকে চালিত করাই তোর কর্ম্ম। তুমিই ত আমাকে স্বামিপূজা করতে উপদেশ দিয়েছ। তোমার আদেশ গুরুর আদেশ জ্ঞান ক'রে আমি স্বামীর আরাধনা করি। নির্জ্জনে ব'সে স্বামীর মঙ্গল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। তবে এখন এ অভিমান কেন? এ খেদ কেন? মনে ঈর্ষ্যা কেন?

অনন্ত। স্বামীই কি তোর দেবতা হ'ল? আর আমি জন্মদাতা—শাস্ত্রমতে পরম দেবতা—আকাশ হ'তেও উচু, তোর চক্ষে কি আমি কিছুই নই? আমাতে কি একটা তৃণেরও উচ্চতা নেই?

উলূপী। তুমি দেবতা, কিন্তু দেবতায় দেবতায় যদি ঈর্ষা দ্বেষ বিবাদ অবস্থান করে, তবে দৈত্য দানব কি অপরাধ করেছে? তাদের আমরা ঘৃণা করি কেন?

অনন্ত। ঈর্ষ্যা দ্বেষ কিসে দেখলি? অর্জ্জুন যখন এ রাজ্যে ভ্রমণ করতে এল, তোরই সঙ্গে ত প্রথমে দেখা হ'ল। কিন্তু তুই তাকে আদর অভ্যর্থনা কিছুই না ক'রে পথ হ'তে বিদেয় ক'রে দিয়েছিলি। সে তোর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তোর সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করে, তুই মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাস্।

উলূপী। তখন তিনি কে আর তুমি কে? তাঁর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ছিল? তখন তুমি দেবতা! তোমার [illegible] পূজা করতে চলেছিস [illegible] মনে চ'লে যাবি, পথে কারও সঙ্গে কথা [illegible] নষ্ট করবি নি।

অনন্ত। *বেশ ত, তার ফলে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ* বীরকে স্বামী পেয়েছিস। কিন্তু আমি কি করে-ছিলুম—তার আগমন-সংবাদ পেয়ে বহু সম্মানে তাকে গৃহে আনলুম, নানাবিধ উপহার সমেত তুই সর্ব্বনাশীকে দান করলুম, এক বৎসর এ স্থানে অবস্থান করলে, এক দিনের জন্যও অমর্য্যাদা করলুম না।

উলূপী। কিন্তু যেই তার সন্তান হ'ল, অমনি কৌশলে তাঁকে দেশ হ'তে দূরীভূত ক'রে দিলে।

অনন্ত। আমার কৌশল না তার কৌশল? যে কয়দিন অজ্ঞাত-বাসের জন্য এই পার্ব্বত্য প্রদেশে তার থাকার প্রয়োজন ছিল, সেই কয় দিন এখানে রইল। সময়ও উত্তীর্ণ হ'ল—দ্বাদশ বৎসরও পূরে গেল, আর কার্য্যের ছল ক'রে—তুই বোকা মেয়ে তোকে কি ছাই-পাঁশ বুঝিয়ে চ'লে গেল।

উলূপী। তাঁর কার্য্য আছে তাই গেল, তাতে তোমার কি?

অনন্ত। ওই—ওই—মাথামুণ্ড কার্য্যই ত তার অছিলা। তোর মতন বোকা সর্ব্বনেশে হাড়-হাভাতে মেয়ে না হ'লে বৃদ্ধ বয়সে আমাকে এত দুঃখ ভোগ করতে হয়? বেশ, স্বামীর কার্য্যই যদি আছে জানিস, তবে পথে পথে, বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে তার জন্য কেঁদে কেঁদে মরিস কেন?

উলূপী। কেঁদে কেঁদে মরিস কেন? সে ও তোমারই আচরণে। তোমার ভিতরে যদি সরলতা দেখতে পেতুম, তা হ'লে আমাকে কাঁদতেও হ'ত না, আর তোমার অবাধ্য হ'য়ে আমাকে জীবন কাটাতে হ'ত না। তিনি চ'লে গেলেন, তাঁর ইচ্ছা। তুমি কেন তাঁর সঙ্গে ছেলে পাঠিয়ে দিলে না? এ পুত্রে তোমার অধিকার কি? এ কি পুত্রিকা-সন্তান বভ্রুবাহন? আমি কি তোমার অভিপ্রায় বুঝি নি? পুত্রহীন, স্বরাজ্য রক্ষার জন্য দৌহিত্রের লোভে তুমি আমাকে সমর্পণ করেছিলে। কিন্তু পাছে স্বামী তোমার অভিপ্রায় বুঝে মনোমত কর্ম্ম না করে, তাই তুমি মনের কথা মনে রেখে শাস্ত্রমত

কন্যাদান করেছ। যা তুমি আমাকে যৌতুক দিয়েছ—ভগবান আমাকে যা দান করেছেন, সমস্তই আমার স্বামীর। তুমি আমার স্বামীর ধন এই পুত্রকে অপহরণ ক'রে রেখেছ। এই মহা অকার্য্যের জন্য আমি অনুতাপ করব না—কাঁদব না?

অনন্ত। বেটী নাগার মেয়ে বেটীর কি ধর্ম্মজ্ঞান! কোথায় আমার বংশধরকে পাঠাব সর্ব্বনাশী? এ কি তোর দ্রৌপদী সুভদ্রার গর্ভজাত সন্তান যে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে আদর পাবে? নাগিনীর গর্ভে জন্মেছে। অর্জ্জুনের অন্যান্য ছেলে যেখানে পা রাখে, ও সেখানে মাথা রাখতে পারবে না। ওর ভাই অভিমন্যু বাপের বুকে স্থান পাবে, আর তোর ছেলে সেখানে হতাদরে জীবন কাটাবে?

উলূপী। সেখানে দাসত্ব করতে হয় দাসত্ব করবে—ভৃত্যের সেবায় নিযুক্ত থাকতে হয় তাই থাকবে। তবু আপনার ঘর ফেলে তোমার এখানে রাজত্ব করবে কেন?—সেখানে মাথা রাখবার জন্য ত্রিপাদ ভূমিও ওর গর্ব্ব করবার সামগ্রী।

অনন্ত। আমি ওকে পাঠাব না।

উলূপী। আমিও মণি দেব না।

অনন্ত। না দিস দূর হ'।

[উলূপীর প্রস্থান।

আয় ভাই আমরা যাই। মার দিকে চাইছিস কি? ও বেটী উন্মাদিনী, নে আয়।

ইলা। এ তবে কার বাড়ী?

অনন্ত। তোর—আবার কার! এই অট্টালিকা—সমস্ত ধন—এই নাগরাজ্য এত প্রজা—এখানকার যা কিছু সব তোর।

ইলা। না, এ তবে কার বাড়ী?

অনন্ত। সে কি কথা ভাই, এ সব যে তোমার।

ইলা। না! ঠাকুর বললে আমি, কর্ম্মবীরের সন্তান—মা বললে, কুরুকুলাঙ্গার তুমি বললে বাপ অর্জ্জুন—আমার ভাই অভিমন্যু; এ তবে কার বাড়ী?

অনন্ত। এস ভাই, আজ তোমাকে রত্নের ভাণ্ডার খুলে দিই; রাজ্যমধ্যে ঘোষণা ক'রে দিই, আজ হ'তে তুমি এ দেশের রাজা। সকলে এসে তোমার কাছে মাথা দিয়ে ভূমিস্পর্শ করুক। আমি বনের মানুষ বনে যাই।

ইলা। না, এ ত আমার নয়—এ ত আমার নয়! মা, মা কোথায় গেলি?

অনন্ত। সব তোর, আর কারও এ ধনে অধিকার নাই।

ইলা। কেন থাকবে না, আমি কি পুত্রিকা-সন্তান? বভ্রুবাহন? মা, মা কোথায় গেলি!

[প্রস্থান।

অনন্ত। না; এইবারে দেখছি সোনার সংসারে আগুন লাগল!

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাঙ্গণ।

লগন, অনন্ত ও গণকবেশী নারদ।

লগন। কর্ত্তা বিগড়েছে, মেয়ে বিগড়েছে, নাতী বিগড়েছে!—মাঝখানে থেকে আবার এক উপসর্গ—কোথা থেকে আবার এক গণককার। না বিভ্রাট বাধলো দেখছি। যাক্, বাধে বাধুক—আমি কি করব? দুইখানা আসন রেখে চ'লে যাই!

[প্রস্থান।

অনন্ত। দেখ ঠাকুর! মেয়ে ত বহুকাল বিগড়েছে। তার সঙ্গে একমাত্র দৌহিত্র, সর্ব্ব সুলক্ষণ সন্তান—চাঁদের মতন—বুদ্ধিমান—শক্তিমান, সেটাকে পর্য্যন্ত বিগড়ে দিয়েছে।

নারদ। ভাল—তোমার মেয়েকে একবার দেখাও ত।

অনন্ত। একবার দেখ ত ঠাকুর হতভাগা মেয়ের অদৃষ্টে কি আছে। দেখে যা হ'ক, একটা বিধান কর। যদি মেয়ের মন ভাল ক'রে দিতে পার, তা হ'লে তোমাকে এক হাজার দুধওয়ালা গাই, একশ' আড়া ধান, আর হাজার ভরি সোনা দেব। দাও ঠাকুর, যে কোন উপায়ে মেয়ের মনটা ভাল ক'রে দাও।

নারদ। মেয়ের মন থাকলেই ভাল ক'রে দেব;

আর যদি না থাকে, তা হ'লে কি করব নাগরাজ ?

অনন্ত। একটু খুঁজে পেতে ভাল ক'রে তল্লাস ক'রে দেখলেই জানতে পারবে। তোমরা ঠাকুর অন্তর্য্যামী, তোমার কাছে কি বেটী মন লুকিয়ে রাখতে পারবে ?

নারদ। ভাল—তার কি রাশিতে জন্ম হয়েছে ?

অনন্ত। রাশিতে জন্ম হয়েছে কি ?

নারদ। বুঝতে পারছ না ?

অনন্ত। না।

নারদ। তোমার মেয়ের যে জন্মটা হয়েছে—তা সেটা কোন্ রাশিতে।

অনন্ত। রাশি কি ? মেয়ের জন্ম হয়েছে ত আঁতুড় ঘরে—

নারদ। আঁতুড় ঘরে ত জন্ম হয়েছে। কিন্তু রাশিতে জন্ম হয় নি ?

অনন্ত। আরে গেল, রাশি কি ?

নারদ। আরে গেল, জন্ম যখন হয়েছে, তখন একটা রাশি সে সময় ছিল না।

অনন্ত। কি বললে ঠাকুর ! এ কি তোমার বামুন ক্ষত্রিয়ের আঁতুড় ঘর যে, সেখানে কোথাকার কে—চেনা নেই, শোনা নেই এক বেটা রাশি এসে থাকবে ?

নারদ। এই মজালে ! আর বেশী বোঝাতে গেলে অদৃষ্টে ঠেঙানি আছে দেখছি। না নাগ-রাজ, আর রাশি থেকে কাজ নেই—চল তোমার মেয়েকে একবার দেখে আসি।

অনন্ত। তুমি পণ্ডিত হ'য়ে এমন কথাটা কি ক'রে কইলে ঠাকুর ?

নারদ। ওটা ভুলক্রমে হয়ে গেছে নাগরাজ। তোমার মতন বুদ্ধিমানের মেয়ের জন্মসময়ে রাশি—

অনন্ত। রাশি !—ঠাকুর-ঘরের মতন পবিত্র আঁতুড়-ঘর। তাতে এক বেটা কি জাত কোথায় ঘর, জানা নেই, শোনা নেই—রাশি।

নারদ। হয়েছে—হয়েছে, বুঝতে পেরেছি, নাও চল, তোমার মেয়েকে দেখিগে।

অনন্ত। চল।

নারদ। ভাল, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

অনন্ত। কর।

নারদ। মেয়ের জন্ম-সময়ে একটা নক্ষত্র ছিল ত ?

অনন্ত। একটাও ছিল না। পূর্ণিমার রাত্তির ছিল বটে, কিন্তু চাঁদটি পর্য্যন্ত ছিল না। সমস্ত আকাশ মেঘে ঢাকা, আর কি ছিল, কি না ছিল, তাকি দেখবার সে সময়! সর্ব্বনাশী জন্ম-গ্রহণ করলেন, আর গর্ভধারিণীটিকে খেয়ে ফেল্লেন !

নারদ। জন্মমাত্রেই মাকে খেয়েছে। ও তাই ! তা হ'লে ত মেয়ে গণ্ডে জন্মেছে।

অনন্ত। দেখ ঠাকুর, মূর্খ মনে ক'রে যা খুসি তাই ব'ল না। রাজত্ব করছি—আর দু'একখানা পাঁজিপুঁথি পড়ি নি ? মনে করেছ যে, তোমার তামাসা বুঝতে পারি নি। গণ্ডে জন্মাক্‌গে তোমাদের দেশে। আমাদের এ মুর্খু'র দেশে ছেলেপুলে সব পেটে হয়। আমার মেয়ে সেই পেটেই হয়েছে।

নারদ। যেতে দাও, যেতে দাও। নাও চল, তোমার মেয়েকে দেখাবে চল।

অনন্ত। তাই চল—তাই চল—না না আর যেতে হবে না। ওই উন্মাদিনী আসছে।

নারদ। আহা কি অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা তোমার নাগরাজ !

অনন্ত। অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা ঠাকুর, অপূর্ব্ব সুন্দরী। উন্মাদিনী মা আমার কেশ এলো ক'রে ওই সব পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘোড়ায় চ'ড়ে যখন ছুটোছুটী ক'রে বেড়ায়, তখন মনে হয়, যেন দেবতারা পাহাড়ে ব'সে মেঘে জড়ান চাঁদ লোফা-লুফি করছে।

(উলুপীর প্রবেশ)

আরে মর, আসতে আসতে থমকে দাঁড়ালি কেন ? ঠাকুরকে প্রণাম কর, তোর মনের দুঃখ-কালিমা যা কিছু আছে ঠাকুরকে বল। ঠাকুর ধুয়ে মুছে তুলে দেবে এখন ?

উলুপী। কি ঠাকুর, আমার দুঃখ দূর করতে এসেছ ?

নারদ। (স্বগতঃ) ভাগ্যবতি, আশীর্ব্বাদ আর কি করব ? সকল আশিসের মূল যিনি,

তিনি তোর স্বামীর সহচর। বিশ্বপ্রাণ যাঁরে দিবা-রাত্রি ঘেরে আছে, তারে আর দীর্ঘজীবনের লোভ দেখাব কি?—হ্যাঁ মা—জ্যোতিষশাস্ত্র-ব্যবসায়ী আমি মানুষের ভাগ্যগণনা ক'রে থাকি। যদি জানতে পারি দুঃখী, যদি বুঝতে পারি অদৃষ্টে রোগ-শোক, বিয়োগ-বিচ্ছেদ আছে, তা হ'লে স্বস্ত্যয়ন মন্ত্র-ঔষধ ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে প্রতী-কারেরও চেষ্টা করি।

অনন্ত। ওর অগণ্য অসংখ্য দুঃখ। ও আর তোমাকে কি বলবে, আর তুমিই বা কোনটার প্রতীকার করবে। তার চেয়ে তুমিই ওর হাত দেখ। দেখে খুঁজে পেতে যে ক'টা দুঃখু আছে বার কর, আর একটা একটা ক'রে প্রতীকার কর।

উলুপী। ভাল ঠাকুর, দেখ ত, ইন্দ্রতুল্য স্বামী যার, জয়ন্ততুল্য সন্তান যার, গিরিরাজ তুল্য পিতা যার, তার মনে কি দুঃখ আছে—দেখ ত ঠাকুর।

নারদ। আচ্ছা দেখছি মা! তোর চতুর্থ স্থানে শুক্র আছে।

অনন্ত। সে কি ঠাকুর, তুমি কি বলছ? মায়ের অঙ্গের এক স্থানে একটা আঁচড় নেই আর তুমি বললে কি না চতুর্থ স্থানে শুকুর। নে বেটী হাত গুটিয়ে নে।

নারদ। এই মাটী করলে! নাগরাজ! গোড়া থেকে বাধা দিলে ত আর গণনা করা হয় না।

অনন্ত। আর গুণে কাজ নেই। বিদ্যে তোমার এক কথাতেই বোঝা গেছে।

নারদ। আগে ফলটা শোন, তারপর রাগ করতে হয় কর।

অনন্ত। ফল আছে! ফল আছে!

নারদ। লগ্নে যদি থাকে কাণা, হেলায় পোষে শতেক জনা।

অনন্ত। বল কি, লগ্না বেটা কাণা এ তোমার জ্যোতিষ ব'লে দিয়েছে?

নারদ। এই বুঝলে নাগরাজ, জ্যোতিষের ক্ষমতাটা দেখলে?

অনন্ত। বা রে জ্যোতিষ! বা রে জ্যোতিষ! মেয়ের হাত দেখলে আর চাকর লগ্না—সে বেটার চোখের খুৎ ধরা পড়ে গেল। ঠাকুর, তোমার জ্যোতিষ ঠাকুরকে একবার আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিও।

নারদ। হঁ্যা, জ্যোতিষ আরও কত কি বলে দেখ।

অনন্ত। বল বল—বা রে জ্যোতিষ! লগ্না বেটা কাণা—বা রে জ্যোতিষ!

নারদ। যদি বাসনা ফিরে চায়, ঘোড়ায় দোলায় চেপে যায়।

অনন্ত। বা বা! ও উলুপী! ও মা এ জ্যোতিষ ঠাকুর যে আমায় পাগল ক'রে দিলে! আজ কাল ঘোড়ায় চড়িস্, তা না হয় কোন রকমে জানতে পেরে বললে, কিন্তু ছেলে বেলায় কবে একবার দোলায় চেপেছিলি তাও কি না জ্যোতিষঠাকুর ব'লে দিলে! ঠাকুর, তুমি হাত দেখা রেখে সেই জ্যোতিষ ঠাকুরকে পাঠিয়ে দাও, আমি আর দেরী করতে পারছি নি! আমি তাকে কুকুর পিটে খাওয়াব।

নারদ। তবেই জ্যোতিষ ঠাকুরের ভবলীলা সাঙ্গ হ'ল দেখছি। আচ্ছা, আরও শোন—তোমার এই মেয়ের স্বামী দিগ্বিজয়ী বীর। এর এক সন্তান সে বড় মাতৃভক্ত।

উলুপী। কৈ ঠাকুর তা ত আমি বুঝতে পারি নি।

নারদ। তুমি পার নি মা, আমি পেরেছি।

অনন্ত। না, এ বেটার জ্যোতিষ আমায় আর টেঁকতে দিলে না। তুই বুঝতে পারিস্ নি সর্ব্বনেশে মেয়ে, আমি বুঝেছি। আজকে তার এক কথাতেই বুঝেছি। তুই তাকে আমার হাতে ফেলে বনে বনে ঘুরলি, ছেলেকে বুকে ক'রে মানুষ করলুম, বেটার ছেলে কি না মায়ের এক কথাতেই তেউড়ে গেল! এত সাধ্যসাধনা করলুম সোজা হ'ল না। মা ছুটল, ছেলেও কি না তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটল!

নারদ। তার পর শোন বাছা, তোমার স্বামী বিদেশে—

উলুপী। তা থাক, তাতে আমার দুঃখ কি?

নারদ। তোমার দুঃখ নয়, কিন্তু তাঁর দুঃখ। পতিব্রতে! তোমার স্বামীর সর্ব্বদা আকিঞ্চন কি ক'রে তোমার সঙ্গে সম্মিলিত হন—কিন্তু স্বামীর কার্য্যহানি হবার ভয়ে তুমি ভগবানের কাছে নিত্য প্রার্থনা কর, স্বামী যাতে তোমাকে ভুলে যান।

অনন্ত। ওরে বেটী, এই তোমার দুঃখু!

উলূপী। আমি যে নাগনন্দিনী ঠাকুর! তিনি স্বর্গের মানুষ, আর আমি পাতালের। তিনি আলোকময় রাজ্যের রাজা, আর আমি অন্ধকারের চির সহচরী। আমার কথা স্মরণে এলেও যে তাঁকে জ্যোতিহীন হ'তে হবে ঠাকুর!

নারদ। নাগনন্দিনি! তোমার এত প্রার্থনা স্বত্ত্বেও স্বামী তোমার চিন্তা করেন। আর তাঁর প্রতীকারের উপায় হয় না ব'লে, তোমার মনে থাকে থাকে অমঙ্গল চিন্তা ওঠে।

উলূপী। সেটা মিছে ত ঠাকুর?

নারদ। যখন প্রশ্ন তুললে নাগনন্দিনী, তখন আমাকে বল্‌তে হ'ল—সতী তুমি, তোমার মনে যদি একটা চিন্তা ওঠে, সেটা একেবারে অকারণ নয়। তবে তুমি মা, শুধু বীররমণী নও—বীরজননী।

উলূপী। এ কি পুত্র সম্বন্ধে?

নারদ। তোমার পঞ্চম স্থানে রাহু আছে।

অনন্ত। মেয়েকে বোকা পেয়ে যা খুসী তাই বলতে লাগলে দেখ্‌ছি যে। একি ন্যাকামী পেয়েছ নাকি! বার কর—মেয়ের পঞ্চম স্থানে কোথায় রাহু আছে, বার কর। না বার করতে পার্‌লে বুঝেছ, বামুন ব'লে মানব না, বার করতেই হবে। চাঁচা ছোলা অঙ্গ, তুলি দিয়ে রঙ করা, কোথাও কিছু কখন দেখতে পেলুম না—আর বিটলে বামুন এসে না দেখেই, চতুর্থ স্থানে শুক্কুর, পঞ্চম স্থানে রাহু! আচ্ছা রাহু থাকলে কি হয়?

নারদ। নাগরাজ, তোমাকে বলব?

অনন্ত। আমার ইলাবন্তের কি কোন বিপদ আছে?

উলূপী। ইলাবন্তের আর অন্য বিপদ কি পিতা? অভাগ্য তুমি—কালস্বরূপিণী কন্যাকে লাভ ক'রে অবধি তুমি একদিনের জন্য সুখী হ'লে না! আমাকে যে দণ্ডে লাভ করলে, সেই দণ্ডেই পতিব্রতা সতী নাগকুল-লক্ষ্মী আমার জননী, জন্মের মত তোমাকে ত্যাগ ক'রে গেলেন।

অনন্ত। সে আপদ ত চুকে গেছে, তার পর কি?

উলূপী। আমি বৃথা কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিলুম—তোমার কোন কাজ কর্‌তে পারলুম না।

অনন্ত। তোর কোন কাজ করতে হবে না। তুই যেমন স্বামীর চিন্তা নিয়ে আছিস তেমনি থাক। তার পর কি?

উলূপী। তার পর? তার পর কি বলব? ঠাকুরের কথার আভাষেও বুঝতে পারলে না বাবা!

অনন্ত। আমার ইলাবন্তের কি কোন অমঙ্গল আছে?

উলূপী। তোমার দৌহিত্র-শোক, আর অমঙ্গল কি? কেমন না ঠাকুর?

নারদ। আহা নাগনন্দিনি! এমন সর্ব্বসুলক্ষণা তুমি, তোমার দুর্ভাগ্য! সতী তোমার অদৃষ্টে পুত্রশোক!

অনন্ত। সে কি?

উলূপী। ঠাকুর, এর কি প্রতীকার নাই?

অনন্ত। সে কি? পুত্রশোক? কখনই হ'তে পারে না। ইলাবন্তের শোক!—সইতে পারব না। পুত্রশোক! ও বাবা! একে মেয়ে অমনি অমনি পাগল, তার ওপরে পুত্রশোক! মেয়ে ম'রে যাবে, আমি ম'রে যাব, আমার এত যত্নের স্থাপিত নাগরাজ্য লোপ পাবে।

উলূপী। পুত্রশোক! ঠাকুর এর কি প্রতীকার নাই?

নারদ। প্রতীকার আছে, প্রতীকার আছে, —র'স গণনা করি! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! ও মা, প্রতীকার যে তোমার কাছেই আছে!

উলূপী। কি প্রতীকার ঠাকুর, এই মণি?

নারদ। এই মণি! এ সঞ্জীবন-মণির অধিকারিণী তুমি, তবে আর তোমার ভয় কি! মণি পুত্রকে দাও। এ যার অধিকারে থাকে, যমদণ্ড তার অঙ্গ-স্পর্শে চূর্ণ হয়, তথাপি আহতের জীবন নষ্ট হয় না।

অনন্ত। এখন সব শুন্‌লি ত—বুঝ্‌লি ত? দে, আর পাগলামী করিস নি, মণি আমায় দে। বাঁচলুম—তোর পুত্রের গলায় পরিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

উলূপী। ঠাকুর আর কিছু আছে কি দেখ ত?

অনন্ত। আর কিছু নেই, হাত সরা।

উলূপী। র'স না, তাড়াতাড়ি কর কেন?

অনন্ত। ঠাকুর, ভগবানের কাছে পুত্রের বর মেগেছিলুম—কি পাপে ভগবান্ আমাকে এমন রাক্ষসী মেয়ে পাঠিয়ে দিলে বল্‌তে পার?

উলূপী। আর কি আছে বল না ঠাকুর?

নারদ। স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছ? শুন্‌তে সাহস হবে?

অনন্ত। সে দিকেও বিপদ আছে?

নারদ। আছে—কিছু আছে—মায়ের বৈধব্য-যোগ আছে।

উলূপী। য়্যাঁ! কি বল্‌লে ঠাকুর? কি বল্‌লে ঠাকুর?

অনন্ত। আ, হতভাগিনি! বৃথা সংসারে এসেছিলি! ঠাকুর এর কি প্রতীকার নাই?

নারদ। প্রতীকার নারায়ণ জানেন। নাগরাজ! কি বলব—বল্‌তে মুখে বাক্য আসে না—মা যখন বল্‌তে বল্‌লে তখন বলি। নাগনন্দিনি! তুমিই হবে স্বামীর মৃত্যুর কারণ—শাস্ত্রমতে তুমিই স্বামীঘাতিনী।

অনন্ত। তা কখন হ'তে পারে না—মিথ্যা কথা—শাস্ত্র মিথ্যা, বেদ মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা। পতিপরায়ণা সতীকুল-শিরোমণি স্বামিঘাতিনী? তা হ'লে চন্দ্র-সূর্য্যের গতি মিথ্যা, জন্ম-মরণ মিথ্যা, সব মিথ্যা।

নারদ। কিন্তু অদৃষ্ট-লিপি মিথ্যা নয়।

উলূপী। পিতা, মণি নাও। স্বামিঘাতিনী আবার পুত্রহন্ত্রী হবে কেন? পিতার অবাধ্য নন্দিনী, তাই বুঝি এই বিষম শাস্তি! মণি নাও, সন্তানের প্রাণ রক্ষা কর। অধম কন্যাকে ক্ষমা কর।

[প্রস্থান।

অনন্ত। কি আগুন জ্বালিয়ে দিলে ঠাকুর! মা মা কোথা যাস্—কোথা যাস্? কে কোথায় আছ? কালরূপী ব্রাহ্মণকে আবদ্ধ কর—যেতে দিও না।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

নগর-প্রান্ত।

ইলাবন্ত ও উলূপী।

ইলা। কোথায় ছুটে চলেছিস্ মা?

উলূপী। অদৃষ্টের গতিরোধ কর্‌তে, তার লিখন খণ্ডন করতে।

ইলা। সে কি রকম মা?

উলূপী। সে কথা তুই আর শুনে কি কর্‌বি বাপ!

ইলা। তুই অবলা নারী, তুই যদি না পারিস, আমায় বল্ না, আমি সঙ্গে যাই।

উলূপী। শুনলে মাকে তোর রাক্ষসী জ্ঞান হবে, ঘৃণা হবে। শুনে কাজ নেই, ঘরে যা।

ইলা। আসবি কবে?

উলূপী। বাবা, আর প্রশ্ন ক'র না, আর বেশী কথা ক'য়ো না, সে হৃদয়-বল আমার নেই! তোর সঙ্গে আর এক দণ্ড কথা কইলে কর্ত্তব্য ভুলে যাব। বাপ, মাকে ক্ষমা কর্।

ইলা। তবে কি আর তোকে দেখতে পাব না? তোর কথা শুনে আমার ভয় করছে।

উলূপী। আমার আসা না আসা অদৃষ্টের হাত।

ইলা। বেশ, আমিও তোর সঙ্গে যাই না কেন?

উলূপী। তুই তোর পিতাকে ভালবাসিস্?

ইলা। তাঁকে যে কখন দেখি নি মা!

উলূপী। তবে যে কোন উপায়ে পারিস দেখ্‌গে যা। তারে দেখলে, মায়ের অদর্শন-ক্লেশ ভুলে যাবি। এই রাজ্য-ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ জ্ঞান হবে। তোর বাপ পুত্রজীবনের গর্ব্বের সামগ্রী। তারে দেখলে তোর আর কোন অভাব থাকবে না। আমাকে দেখতে চাস তাঁর চরণপ্রান্তে চেয়ে থাকিস, দেখার সাধ মিটে যাবে। বাপ কর্ত্তব্য ভুলে যাচ্ছি—আমায় ছেড়ে দে।

ইলা। হ্যাঁ মা! তুই যে আমার মা!

উলূপী। তবে মায়ের অবাধ্য হচ্ছিস কেন বর্ব্বর সন্তান? ঘরে যা, তোর দাদার কাছে মণি রইল, নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাখ। তোর পিতার চরণে আশ্রয় নে। যদি তোর পিতার কখন জীবন যায়, সেই মণি দিয়ে তাঁর প্রাণরক্ষা করিস। আমা হ'তেও যদি তোর পিতার মৃত্যু-ভয় অনুমান করিস, আমাকেও হত্যা করতে কুণ্ঠিত হ'স্ নি।

ইলা। তুই আমার পিতাকে মারবি?

উলূপী। তাই অদৃষ্ট-লিপি।

ইলা। তুই স্বামিহত্যা করবি? মিথ্যা কথা। তুই পাগল, ঘরে চল্। আর আমায় পথ ব'লে দে, আমি পিতার কাছে যাই।

উলূপী। সেথায় যা, ভগবানের নাম ক'রে পথ ধ'রে যা, তাঁর কাছে উপস্থিত হবি। কিন্তু দেখিস

যেন ভুলিস নি। যদি আমা হ'তেও তোর পিতার জীবননাশের আশঙ্কা দেখিস, তদ্দণ্ডেই—চিন্তার জন্যও মুহূর্ত্তমাত্র সময় নষ্ট না ক'রে—আমাকে হত্যা করবি।' পাপ ত হবেই না, মহাপুণ্য হবে। পিতার আদেশে পরশুরাম মায়ের মস্তক ছেদন করেছিল, তথাপি তাতে পাপস্পর্শ করে নি, পরশুরাম নারায়ণ নামে জগতে পূজিত। তোতেও পাপ স্পর্শ করবে না—জগতে পূজা পাবি।

ইলা। ছি! ও কথা মুখেও আনিস নি মা! ও কথা শুনলেও পাপ হয়। যেথায় চলেছিস আমায় সঙ্গে নে, মরতে হয় আমিও তোর সঙ্গে মরি।

উলুপী। ছি বাপ, তুই ক্ষত্রিয়সন্তান, অকারণ মরবি কেন? মরতে হয়, পিতার কার্য্য ক'রে মর, অক্ষয় জীবন লাভ হবে। পিতৃপরায়ণের জীবনের এক দণ্ড ব্রহ্মার সহস্র বৎসর। যা বাবা, তোর দাদার কাছে যা। আমাকে যদি ভক্তি করিস, আমার গতিরোধ করিস নি। (মুখচুম্বন)

ইলা। কোথায় যাবি?

উলুপী। গঙ্গায় আত্মবিসর্জ্জন করব। দেখব কেমন অদৃষ্ট আমাকে স্বামিহত্যার পাতকিনী করে।

[প্রস্থান।

(অনন্তের প্রবেশ)

অনন্ত। এই যে ভাই! এ পথে তোর মাকে দেখেছিস?

ইলা। তুমি কি তাকে খুঁজতে চলেছ?

অনন্ত। কোন্ পথে গেছে?

ইলা। তাকে পাবে না।

অনন্ত। দেখে থাকিস ত শীগ্‌গির বল্ ভাই! পাগলিনীকে ধ'রে আনি।

ইলা। পাবে না।

অনন্ত। সজ্জিত বেগবান্ অশ্ব। কোন্ পথে গেছে জানতে পারলে এখনি তাকে ধ'রে আনি।

ইলা। পারবে না।

অনন্ত। পারি না পারি, আমি বুঝব! তুই কেবল কোন্ পথে গেছে ব'লে দে। মাতৃহত্যা করিস নি, শীঘ্র ব'লে দে।

ইলা। এই পথে গেছে।

অনন্ত। ভাই এই তোর মণি। (ভূমিতে রাখিয়া) চেয়ে দেখ, এর এ পাশে তোর অমূল্য জীবন, ও পাশে তোর পিতার—কিন্তু স্বয়ং ভগবান তার সহায়। আমি মূর্খ স্বার্থপর বর্ব্বর—আমি কিছু বলতে পারব না। বালক, চিন্তা করবার সময় নেই, শীঘ্র কর্ত্তব্য স্থির কর্।

ইলা। মণি তুমি নাও, নিয়ে মাকে দাও—মা আত্মঘাতিনী হ'তে ছুটে গেছে।

অনন্ত। কিন্তু ভাই তুই যে আমার নয়নের আলো!

ইলা। মণি নিয়ে গেলে যদিও দুদণ্ড থাকে, রাখলে কিন্তু তোমার চক্ষের পলকে নিতে যাবে। (বাণ গলদেশে প্রদান) শীঘ্র যাও, মাকে পার ত রক্ষা কর।

অনন্ত। তবে আমি চললুম। ফিরি আর না ফিরি নাগরাজ্যের ভার তোর হাতে সমর্পণ করলুম। রাখতে হয় রাখিস্, বন্য জন্তুর হাতে সমর্পণ করতে হয় করিস্। আমি মন্ত্রী, সেনাপতি, অমাত্যবর্গ সবাইকে ব'লে গেলুম।

[প্রস্থান।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। নাগরাজ! চ'লে যাচ্ছ, গরীব ব্রাহ্মণের বন্ধনটা মোচন ক'রে দিয়ে যাও।

ইলা। তোমায় কে বেঁধেছে ঠাকুর?

নারদ। এই যিনি নাগরাজ।

ইলা। আমিই এখন নাগরাজ।

নারদ। তা হ'লে বাঁধনটা পাকাপাকি।

ইলা। ঠাকুর, তোমায় চিনেছি। একবার মণি দিয়ে ভুলিয়ে পাঠিয়েছ, আবার কি কৌশলে আমার ঘাড়ে রাজ্য দিয়ে ভোলাতে এসেছ ঠাকুর?

নারদ। তোমার অদৃষ্টের ফলে তুমি রাজা হ'লে আমি কি করব নাগরাজ?

ইলা। মা উন্মাদিনী ছুটে গেল, দাদা উন্মাদের মত ছুটে গেল, আমি এ দারুণ বিয়োগে কোথায় কাঁদব, না মাথা তুলতে দেখি, মাথায় বিষম রাজ্যভার! এ কি লীলা দেখাচ্ছ ঠাকুর?

নারদ। আমি কি দেখাই ভাই, লীলাময়ের ইচ্ছা, বাধ্য হয়ে আমায় দেখাতে হয়।

ইলা। বেশ, তবে লীলাময়ের ইচ্ছাধীন হয়ে আমিও বলি—সে লীলাময়ের মণি, লীলাময়কে

ফিরিয়ে দিও। আমার আর কোন মণি দিতে বল। ব'লে দাও ঠাকুর, কি মণির অধিকারী হ'য়ে দৈত্যকুলনন্দন প্রহ্লাদ শৈলশিখর হ'তে পতিত হয়ে, অজগর-মুখে মস্তক সমর্পণ ক'রে, অনলে, সাগরজলে, হস্তিপদতলে আত্মরক্ষা করেছিল? ব'লে দাও, কি মণির অধিকারী হ'য়ে সে সমস্ত দৈত্যকুলে প্রাণ ছড়িয়ে ছিল? কেবল একজনের জীবন-রক্ষা হয়, এমন তুচ্ছ মণি দিয়ে আমায় ভোলাতে এসেছ? শীঘ্র ব'লে দাও, নতুবা তোমার বন্ধন মোচন হবে না। (পদধারণ)

নারদ। আয় ভাই—আয় তোরে দান করি। সে মণিতে বিশ্বভুবনের ভার। আমি একা বইতে পারি না। তার প্রভায় আমার হৃদয় ঝলসে গেল, আমি একা সামলাতে পারছি না।

ইলা। কৈ দাও।

নারদ। সে মণি হাতে দেবার নয়। কান দিয়ে প্রবেশ করিয়ে হৃদয়ে গোপনে স্থাপন করতে হয়। নে হাঁটু গেড়ে ব'স। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁর আলোকে উদ্ভাসিত, আয় বালক, আজ সেই মণি তোকে দান করি। (মন্ত্র প্রদান) কি ভাই, মণির গুণ অনুভব করতে পারছিস্?

ইলা। কি নাম শুনালে, কি মধু ঢালিলে,
কি প্রেমে জাগালে প্রাণ।
কি কদম্ব বনে, কোন্ সমীরণে,
কি লহরে কি মধুর গান॥
শ্যামে রূপে মেলি, অধরে মুরলি,
কি মধুর চারু ত্রিভঙ্গ।
মেঘের উপরে কিবা ও দুটি কমল গো
সদাই করিছে কত রঙ্গ॥
ভালে কি চন্দন চাঁদ ভুবন মোহন ফাঁদ
আঁধারে করিয়া আছে আলা।
অঙ্গদ বলয় হার মণি কুণ্ডল
চরণে নূপুর করে খেলা॥

ভুবনের ভিতর কি আর দেশ পেলে না ঠাকুর! তাই ঘুরে ঘুরে অজ্ঞানান্ধকারে ভরা এই বর্ব্বরের দেশে এসে উপস্থিত হয়েছ? এই দীন অকিঞ্চন বন্য বালক কি এমন সুকৃতি করেছিল যে, পৃথিবীর লোকের মধ্য হ'তে তাকে খুঁজে, তার অর্দ্ধগঠিত হৃদয়-পেটিকায় এই অমূল্য মণি স্থাপিত ক'রে দিলে? ঠাকুর! রাখতে পারব কি—এ ধনের মর্য্যাদা রাখতে পারব কি?

নারদ। আদরের সামগ্রী তুই অনেক দূরে প'ড়ে আছিস। পতিতের উদ্ধার করাই যে তাঁর ব্রত ভাই! তাই বুঝি সব কাজ ফেলে এখানে ছুটে এসেছি। তাই বুঝি যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রের আবেদন অগ্রাহ্য ক'রে, এ মণি তোর হৃদয়-ভাণ্ডারে লুকিয়ে রাখতে এসেছি। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা—কেন এলুম, কেন দিলুম—আমার বলবার সাধ্য কি? তবে এই মাত্র তোকে বলতে পারি, ভীষণ দস্যু রত্নাকর পোড়া উদরের জন্য ব্রহ্মহত্যা করতে গিয়ে যদি রাম নাম পায়, মাতৃরক্ষার জন্য পশুবধ করতে গিয়ে তুই কৃষ্ণনাম পেতে পারিস না?

ইলা। এখন কি করব আদেশ কর।

নারদ। ইচ্ছাময় যা করতে আদেশ করবে তাই করবে। তোমার পিতা মহামতি অর্জ্জুন। তাঁর অন্তরে-বাহিরে কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের আদেশ ভিন্ন অঙ্গুলিটি পর্য্যন্ত সঞ্চালন করেন না। এখন ভাই তুমি গৃহে প্রবেশ কর, আমার কার্য্য নিষ্পন্ন হ'ল, আমি চ'লে যাই। [প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ, বৃদ্ধ নাগরাজ রাজ্য আপনাকে দান ক'রে চ'লে গেছেন। আপনি এখানে, সিংহাসন শূন্য। এসে সিংহাসনে উপবেশন করুন। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হ'ন।

ইলা। সিংহাসন! সিংহাসন আমার? মন্ত্রি! নাগরাজ্যে কি আর কেউ নেই যে, এই সিংহাসন গ্রহণ করে?

মন্ত্রী। থাকবে না কেন—দানের সময়েই আত্মীয়ের অভাব হয়, গ্রহণের সময় থাকবে না কেন? সহস্র ব্যক্তি গ্রহণের জন্য উপস্থিত হবে।

ইলা। সেই সহস্রের মধ্যে যে ব্যক্তি সকলের চেয়ে যোগ্য, মন্ত্রিবর তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি আর রাজ্য গ্রহণ করতে অভিলাষ করছি না।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। সে কি মহারাজ! এ বিষম আদেশ কেন?

ইলা। আপনি কে মহাশয় ?

মন্ত্রী। এ কি, পুণ্ডরীক!

পুণ্ড। ক্ষত্রিয়-সন্তান তুমি, এই দুর্বল বিটপে বামুনের মতন এক স্থানে ব'সে মালা ঠক্‌ঠকি কি তোমার কাজ? ক্ষত্রিয়-সন্তান ক্ষত্রিয়ের কার্য্য কর, রাজ্য গ্রহণ কর, রাজর্ষি হও। পালনের সময় প্রজা-পালন কর, যুদ্ধের প্রয়োজন হ'লে যুদ্ধ কর, প্রতি কোদণ্ডটঙ্কারে হরিনাম উচ্চারিত হ'ক—তোমার শরাসন-নিক্ষিপ্ত বাণমুখে অবিরল হরিনাম-রস নির্ঝরিত হ'ক। হরি হরি! নারায়ণ, বড় আশঙ্কায় আসছিলেম। মা উলুপীর সন্তানকে আজ জীবনে প্রথম দেখব। কি দেখব —কেমন দেখব—বড় উদ্বেগে আসছিলেম নারায়ণ! কিন্তু কৃপাময়, বড় আশঙ্কা দূর করেছ। আমাকে এখানে এনে হরিপরায়ণ দেখিয়েছ।

মন্ত্রী। কি সংবাদ পুণ্ডরীক! তৃতীয় পাণ্ডবের কুশল ?

ইলা। পুণ্ডরীক! আমার মায়ের ধর্ম্মপুত্র, আমার ভাই পুণ্ডরীক! তোমার কথা মায়ের কাছে শুনতে পাই, কিন্তু তোমায় দেখ্‌তে পাই না কেন ভাই ?

পুণ্ড। তোমার মাতামহ তোমার মা'র বিবাহ-সময়ে যৌতুকস্বরূপ আমাকে তোমার পিতা মহাবীর অর্জ্জুনের হস্তে সমর্পণ করেছিলেন। সেই আমি তাঁর নিত্য সহচর। এখন আবার তোমার সহচর হ'তে তোমার পিতা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি। মহারাজ! কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের ঘোর সমরের আয়োজন। সমস্ত পৃথিবীর বীর সেখানে একত্র হয়েছে। তোমার পিতা নাগরাজের কাছে সাহায্য প্রার্থনার জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন।

ইলা। মন্ত্রীবর! সৈন্যগণকে প্রস্তুত হ'তে আদেশ কর, আমি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে গমন করব।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(রণবাদ্য ও কোলাহল)

চিত্রাঙ্গদা ও সেনাপতি।

চিত্রা। আমার রাজ্যপ্রান্তে এ কিসের কোলাহল সেনাপতি ?

সেনা। নাগরাজকুমার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মণিপুরে আসছেন।

চিত্রা। নাগরাজকুমার ইলাবন্ত ?

সেনা। আজ্ঞে হাঁ।

চিত্রা। শীঘ্র প্রত্যুদ্‌গমন ক'রে তাকে নিয়ে এস।

সেনা। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

চিত্রা। আমার সন্তানের মত ওই এক হতভাগ্য। আমার ন্যায় স্বামি পরিত্যক্তা অভাগিনী উলুপীর গর্ভজাত সন্তান। বড়ই দুঃখ, এমন সন্তান আমরা গর্ভে ধরেছিলুম যে, জন্মাবধি তারা পিতৃহীনের ন্যায় অবস্থান করছে। অথচ তাদের পিতা নরশ্রেষ্ঠ পরম ধার্ম্মিক বিশ্ববিজয়ী গাণ্ডীবী।

(সেনাপতি ও ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। মা! সন্তান আমি পদপ্রান্তে প্রণত হই।

চিত্রা। দীর্ঘজীবী হও পুত্র! তোমার যশঃসৌরভে মেদিনী পুলকিত হ'ক।

ইলা। মা! অধিকক্ষণ আপনার শ্রীচরণদর্শন-সৌভাগ্য ভোগ করতে পারব না। পিতৃকর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে, আমি সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে চলেছি। সেখানে কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধ বেঁধেছে। আমি বালক। এইরূপ ভীষণ যুদ্ধে যোগদান আর কখনও আমাদের ঘটে নি। মা আমার গৃহে নাই, মাতামহ আমাকে রাজ্য দিয়ে দেশত্যাগী হয়েছেন। নিকটে একমাত্র ইষ্টদেবতা তুমি। তাই মা, তোমার আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছি।

চিত্রা। তোমার মা আমার ভগিনী উলুপী ?

ইলা। তিনিও কি জানি কি মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করেছেন।

চিত্রা। তা করুন, তথাপি তিনি আমার চেয়ে শতগুণ ভাগ্যবতী। যাও বৎস, তুমি যুদ্ধে তোমার

পিতার সহায় হয়ে গৌরব লাভ কর। সেনাপতি! তুমি অগ্রসর হ'য়ে এঁকে দেশের প্রান্ত পর্য্যন্ত রেখে এস।

[সেনাপতি ও ইলাবন্তের প্রণাম ও প্রস্থান।

আহা, কি সুন্দর বালক! দেখে হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌ল। আর অধিকক্ষণ কথা কইতে সাহস কর্‌লুম না। ভগিনী উলূপী! জানি না কি দুঃখে তুমি পুত্র ফেলে সংসার-ত্যাগিনী হয়েছ। কিন্তু আমার চক্ষে তোমার অবস্থা আমা হ'তে শতগুণে উৎকৃষ্ট। আজ তোমার পুত্র পিতার কাছে মর্য্যাদা প্রাপ্ত হ'ল, আর আমার কি হ'ল? উঃ! মনে কর্‌লে বুকে শেল বেঁধে! আমার নিজের পাপে, পুত্র সর্ব্বগুণসম্পন্ন হয়েও তার বাপের চক্ষে পর, পুত্রের অধিকারে বঞ্চিত। উঃ! এর চেয়ে যাতনা, এর চেয়ে দুঃখ কি আর আছে?

রাজ-তোরণ।

(বভ্রুবাহনের প্রবেশ।)

বভ্রু। হ্যাঁ মা! ও কে মা, বহু সৈন্য নিয়ে আমার রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে চ'লে গেল?

চিত্রা। তোমার ভাই নাগরাজেশ্বর ইলাবন্ত।

বভ্রু। আমার ভাই! সে কি রকম মা?

চিত্রা। তোমার পিতার ঔরসে, নাগকন্যা তোমার মা উলূপীর গর্ভে ওর জন্ম।

বভ্রু। যাচ্ছে কোথায়?

চিত্রা। তোমার পিতার কাছে। কুরুক্ষেত্র-সমরে, তোমার পিতার সহায় হ'তে!

বভ্রু। তবে আমি রয়েছি কেন?

চিত্রা। তুমি তো নিমন্ত্রিত হও নি।

বভ্রু। ও কি নিমন্ত্রিত হয়েছে?

চিত্রা। নিশ্চয়—নইলে যাবে কেন?

বভ্রু। এমন কেন হ'ল? সে-ও ছেলে, আমিও ছেলে—সে নিমন্ত্রণ পেলে, আমি পেলুম না কেন?

চিত্রা। তুমি পুত্রিকা-সন্তান। তোমার উপর তোমার বাপের কোন অধিকার নাই।

বভ্রু। এমন নিকৃষ্ট নিয়মে দান করেছিলেন কেন?

চিত্রা। আমার পিতার পুত্র ছিল না। প্রতিষ্ঠিত রাজ্যরক্ষার লোভে তিনি এই কাজ করেছিলেন—তুমি তোমার মাতামহের পুত্রস্থানীয়।

বভ্রু। তা হ'লে তোমার উপরেও আমার পিতার কোন অধিকার নাই?

চিত্রা। সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

বভ্রু। তবে তুমি এখানে কেন?

চিত্রা। পুত্রস্নেহের বশীভূত হয়ে তিনি আমাকে রেখে গেছেন। এই অভাগিনী চিত্রাঙ্গদা বালক মণিপুরপতির ধাত্রীমাতা। পূর্ণমাতৃত্বে তার অধিকার নেই।

বভ্রু। মা, আমি কি অভাগ্য!

চিত্রা। তাতে আর সন্দেহ আছে!

বভ্রু। তা হ'লে পিতার সঙ্গে এ জন্মে আর আমার দেখা হচ্ছে না?

চিত্রা। ভগবান জানেন।

বভ্রু। তোকে দেখতেও কি তিনি একবার এ পথে আসবেন না।

চিত্রা। কৈ এত দিন ত এলেন না।

বভ্রু। সে কত দিন মা?

চিত্রা। ষোল বৎসর, তখন তুমি সূতিকা-ঘরের শিশু।

বভ্রু। হ্যাঁ মা, যখন পিতা চ'লে যান, তখন কি তিনি আমার পানে চেয়েছিলেন?

চিত্রা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর দু'গণ্ড ব'য়ে দশধারা ছুটে গিছ্‌ল।

বভ্রু। আমি কি চেয়েছিলুম?

চিত্রা। কি জানি কি বুঝে সেই ক্ষুদ্র সূতিকাগৃহের শিশুও বিস্ফারিত নেত্রে তাঁর মুখের পানে চেয়েছিলে।

বভ্রু। ভগবানের কি অন্যায় মা! জন্মের সঙ্গে জ্ঞান দেয় না কেন?

চিত্রা। জ্ঞান হয়ে সে মুখ দেখ্‌লে, এত দিনের বিচ্ছেদে ম'রে যেতে। আমি শুধু তোমার মুখ দেখে বেঁচে আছি।

বভ্রু। নাই বা নিমন্ত্রণ পেলুম, আমি যাই না কেন?

চিত্রা। ছি! রাজধর্ম্ম তা' নয়। তা হ'লে পরাধীনতা স্বীকার কর্‌তে হয়। বিনা নিমন্ত্রণে গেলে মণিপুর-রাজ্যের অপমান হবে।

বভ্রু। তা হ'লে পিতা ভুলক্রমে যদি কখন

এ রাজ্যে পদার্পণ করেন, তবেই দেখা, নইলে এ জীবনে আর সেটা ভাগ্যে ঘটছে না?

চিত্রা। ভুলক্রমে এত দূর আস্‌বার সম্ভাবনা ত দেখি না।

বভ্রু। তোমাকে দেখ্‌তে?

চিত্রা। বালক! জীবনের বহু দিন অতিবাহিত ক'রে দিয়েছি, আশার প্রবল প্রবাহে পলকে-পলকে উত্থিত ও নিপতিত হয়েছি। এখন নিরাশার অবসাদে। সুখী আছি। জননীত্বে অধিকারিণী নাই, এত কাল তোমাকে পালনও ত করেছি। তার এ পুরস্কার কেন? এ বিষম শত্রুতা কেন? তুমি আর তাঁর আসবার কথা তুলো না।

বভ্রু। ছি ছি! শুনেছি, পিতা আমার বিশ্ববিজয়ী বীর, তাঁর এ নিকৃষ্ট পণে তোমাকে গ্রহণ ভাল হয় নাই।

চিত্রা। বিধিলিপি। এ সর্ব্বনাশীর বিষম রূপ, সেই দিগ্বিজয়ী বীরের হিমালয়ের তুল্য উচ্চ মস্তক অবনত করেছিল।

বভ্রু। আহা মা, তখন নিষেধ করলি নি কেন?

চিত্রা। তা করলে, আমার এত দুঃখ কেন? রাজনন্দিনী, এমন মাতৃভক্ত সন্তানের জননী, তোর সম্মুখে আমি দাসীর ন্যায় অবস্থান করবো কেন? স্বার্থ, বভ্রুবাহন, স্বার্থ, সেই মহাপুরুষ প্রাপ্তির আকিঞ্চনে আমিও জ্ঞানশূন্যা,—পরিণাম দেখ্‌তে ভুলে গিছলুম।

বভ্রু। হাঁ মা ভগবানকে ডাকলে কি এর উপায় হয় না?

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। খুব হয়—ডাকতে পারলেই হয়—ভগবানকে ডাকলে উপায় হয় না!

বভ্রু। আপনি কে ঠাকুর?

নারদ। পরে বলছি। আগে প্রণামাদি কার্য্য যেগুলো তোমাদের আছে, সেগুলো সেরে নাও। রাজা তুমি, আত্মহারা হ'তে আছে। (উভয়ের প্রণাম) মনস্কামনা সিদ্ধ হ'ক।

চিত্রা। বর যে একেবারে হাতে ক'রে এসেছ দেখ্‌ছি ঠাকুর! এ বিষম কামনা কি পূর্ণ হবে?

নারদ। হওয়া ত উচিত, নইলে দয়াময়ের নামে কলঙ্ক স্পর্শ করবে যে!

বভ্রু। বলেন কি ঠাকুর! সিদ্ধ হবে?

নারদ। যাঁর স্মরণে ভববন্ধন মোচন হয়, তাতে তুচ্ছ সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হবে না! ভুলের রাজা তিনি, ছুঁচের ভেতর দিয়ে হাতী প্রবেশ করাচ্ছেন, ভেলা দিয়ে সাগর পার করাচ্ছেন, বাকী রাখছেন কি? এত ভুলের ভেতরে—হাঁ মণিপুর-রাজনন্দিনী—তোমার স্বামীর মাথায় কি তিনি একটা ভুল ঢুকিয়ে দিতে পারেন না? এ দিকে তাঁকে আনতে পারেন না?

চিত্রা। এখনও জ্ঞানে আছি, পাগল কর কেন ঠাকুর?

নারদ। আর মা বিশ্বব্যাপার দেখে নিজে পাগল হয়ে গেছি, কাজেই দু'এক জন যদি সঙ্গীটঙ্গী পাই, তাই লোক খুঁজে বেড়াই। ওটাতে মা আমার একটা কিছু বিশেষ আমোদ আছে।

বভ্রু। আমায় পাগল করতে পার ঠাকুর?

নারদ। তুই তো পাগল হ'য়েই আছিস্ ভাই, তোকে আর পাগল করব কি?

বভ্রু। না ঠাকুর, জ্ঞানের শেল হৃদয়ে দারুণ বিঁধছে, অস্তিত্বাভিমান পর্য্যন্ত ছিন্ন-ভিন্ন করছে। জ্ঞান থাকলে বাঁচবার সাধ পর্য্যন্ত মিটে যাবে। ঠাকুর, আমায় পাগল কর!

নারদ। মিছে কথা ক'স কেন? পুরো-পাগলের মতন কথা কইছিস্, তোর আবার জ্ঞান কোথা? তোর বাপ পাগল, তোর বাপের চির সহচর একটা বদ্ধ পাগল, এ বেটী পাগল, পাগ্‌লাগারদ থেকে বেরিয়েছিস্, তোর জ্ঞান থাকবার যো-টি কি?

বভ্রু। না ঠাকুর পুরো জ্ঞানে আছি, কিন্তু আর এক দণ্ডও থাকতে ইচ্ছা নেই! ঠাকুর যে দেশে আত্মসংযমী মহাপুরুষ, একটা তুচ্ছ রমণীর লোভে সন্তানকে বিক্রয় করে, সে দেশে জ্ঞান রাখতে চাই না। ঠাকুর, দয়া ক'রে আমায় পাগল কর!

চিত্রা। নরাধম বালক! অদৃষ্টের নিন্দা কর, পিতৃনিন্দা কেন?

চিত্রা। ঠাকুর! দয়া ক'রে যদি দর্শন দিলেন, তা হ'লে আপনার এই দাসের গৃহে শ্রীচরণ অর্পণ ক'রে তাকে কৃতকৃতার্থ করুন।

নারদ। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই কথাই ভাল, সেই কথাই ভাল! বা, বা—ভুটোতেই অর্জ্জুনত্ব ছাঁচে ঢালা। নে ভাই চল্ চল্।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

গঙ্গাতট।

উলূপী।

উলূপী। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, চারিদিকে দেবতার হাহাকার! আমার অন্ধকারময় হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেবতার যাতনা ছুটে আসছে, বুঝেছে আমি স্বামীঘাতিনী! স্বামীঘাতিনীর দর্শন অসহ্য, তাই অষ্টবজ্রে আকাশ জ্ব'লে উঠেছে। অগ্নিময় প্রভঞ্জন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ধূলিকণা, বিষ্ণুপদ উত্তপ্ত অঙ্গার অগ্নিকুণ্ড ব্রহ্মকমণ্ডলু, মা সুরধুনী তোর জলেও শীতলতা পেলুম না! তোর জলে মৃত্যু হ'ল না!—কোথা যাই? অন্তত্র আত্মহত্যার মহাপাপ, কি ক'রে ভীষণ পরিণামের প্রতীকার করি?

[প্রস্থান।

(গঙ্গা ও ভবর প্রবেশ)

ভব। মা! মা! ভীষ্ম আর ইহজগতে নেই।

গঙ্গা। বলিস্ কি বাপ? ভীষ্ম নাই? মিথ্যা কথা উন্মত্ত সন্তান। অমর জীবন ল'য়ে তোরা সাত ভাই, নরদেহে ভীষ্ম মোর অমরত্বে ভরা—কার সাধ্য তার জীবন নষ্ট করে? ক্ষত্রকুলান্তক রাম ভীষণ ভার্গব—তার গর্ব্ব খর্ব্বকারী সন্তান আমার—সমরে অজেয়, ইচ্ছামৃত্যু—সেই ভীষ্ম নাই! মিথ্যা কথা উন্মত্ত সন্তান!

ভব। ওই দেখ মা তোমার আর ছয় পুত্র একত্র ব'সে আছে। নয়নাম্বুরাশিপাতে তোমার কলেবর পূর্ণ করেছে। বাক্যহীন নিশ্চল নিথর—নীরবে প্রতীকার প্রার্থনা করছে! মা মা! অধর্ম্ম যুদ্ধে কুন্তীর নন্দন্ তোমার সে অজেয় পুত্রকে নিহত করেছে। মা জাহ্নবী, প্রতীকার ভিক্ষা করি।

গঙ্গা। কৈ পুত্র, সাত ভাই এলি, সে আমার কোথা? কোথা দেবব্রত? ধরায় প্রেমের স্মৃতি, আমার প্রিয়তম সন্তান, শান্তনুনন্দন কৈ? এনে দে—এনে দে!

ভব। সমস্ত জগতে যা[illegible], দেবতারা ভীষ্ম-শোকে উন্মাদ, আর তুমি [illegible]লসা! ওঠ মা, জাগ মা, উঠে সে যাতনা বুকে নাও। তারক ফুটুক, চাঁদ উঠুক, জগতের মুখে আবার হাসি আসুক; তোমার হৃদয়ের বিষাদ-প্রতিবিম্ব সংসারে প'ড়ে সংসারকে আঁধার করেছে। পুত্রশোক যোগ্যস্থানে আশ্রয় পাচ্ছে না। মা! তোর জিনিষ তুই নে—শীঘ্র নে—সুরধুনী শীঘ্র নে।

গঙ্গা। পুত্রশোক! [illegible]স্থির হয়েছি পুত্র, দাঁড়াবার শক্তি নাই। জল[illegible] আমি, শোকানলে সে অঙ্গ পর্য্যন্ত জ্ব'লে উঠেছে। দেখ্ ভব, দেখ বাপ, জাহ্নবী শুকিয়েছে। উঃ! পুত্রশোক! বিষ্ণুপদের আবরণেও সে শোক নিবারিত হ'ল না। জন্ম হ'তে ধারাস্রোতে ধরণীতে আমি শান্তি বিলিয়ে আস্‌ছি! সেই, সেই আমি জ্বালাময়ী। পুত্রশোক!

আপনি যেখানে নারায়ণ, সুদর্শনে
অতি যত্নে মাতৃহৃদি আছে আচ্ছাদিয়া,
পিনাকী ত্রিশূল হস্তে কি রাত্রি কি দিবা
জ্ঞানের দুয়ারে যার সর্ব্বদা জাগ্রত,
তারো পুত্রশোক? ব্রহ্মা কমণ্ডলু মাঝে,
যে আমারে সন্তর্পণে বিশ্বের পীড়ন
হ'তে রাখে লুকাইয়া, সেই মোরে ধরে
পুত্রশোক? বক্ষের উপরে যার
অনন্ত আকাশ, ভেদিয়া বিপুল বিশ্ব
ঢালে সুধাধারা, তারো পুত্রশোক? ভব!
ভব! পুত্রশোক কি ভীষণ! কি দু[illegible]!

ভব। মা গো, প্রতিশোধ চাই

গঙ্গা। প্রতিশোধ? দিব
প্রতিশোধ! হত পুত্র অন্যায় সমরে,
বিনা দণ্ডে রবে অপরাধী? তবে শোন্
দুরাত্মা অর্জ্জুন! অন্যায়ে যেমন মোরে
দিলি পুত্রশোক, হরিলি গুরুর প্রাণ,
সেই পাপে রৌরব নরকে হ'ক স্থান।

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। এ কি দৈববাণী? কার কথা? কে গা? কে বল্‌লে?

ভব। মায়ের মতন রূপরাশি, এই ঘোর অন্ধকারে কে তুমি মা উন্মাদিনী?

উলূপী। কে তুমি? নারী? বজ্র-নির্ঘোষের

মতন আমার স্বামীর মরণ-গান নারীকণ্ঠ থেকে বহির্গত হ'ল ?

গঙ্গা। তোমার স্বামী ? কে তুমি ?

উলূপী। আবার কে ? আমার স্বামী অর্জ্জুন, সেই আমার পরিচয়, আবার পরিচয় কি ? ছি ছি ! এত রাগ ! এত প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি ! শোকের মিষ্টতা নষ্ট ক'রে ফেল্‌লি, নারীজন্মে ঘৃণা ধরালি বেটি !

ভব। আমার মা ত্রিতাপহারিণী। মা ক্রোধের বশে অভিসম্পাত করেছেন, মায়ের আমার অমর্য্যাদা ক'র না।

উলূপী। ত্রিতাপহারিণী জাহ্নবী ? তোর বুকে আমি জুড়াতে এসেছিলুম ! মরীচিকা—দেবতায় দানবের আচরণ—মরীচিকা !

গঙ্গা। নাগনন্দিনী তোমার স্বামী আমার পুত্রহত্যা করেছে।

উলূপী। তোর আট ছেলে তার একটা গেছে, আমি এক পুত্রের বিষম আকর্ষণ ছিন্ন ক'রে চ'লে এসেছি—মা শুধু স্বামীর জন্য, সে স্বামীকে আমার এমন সর্ব্বনেশে শাপ দিলি ? তুলে নে—উপায় থাকে ত এখ্‌নি তুলে নে।

গঙ্গা। পাগলিনি ! পুত্রের এক নেই, আট নেই, মূর্খ নেই, পণ্ডিত নেই, বালক নেই, বৃদ্ধ নেই ; পুত্র একে সহস্র, সহস্রে এক। পুত্রবিয়োগের মর্ম্ম বুঝিস নি, তাই সাহস ক'রে এত কথা কইতে পেরেছিস। যা, ঘরে যা, ভগবানের কাছে সেই একমাত্র পুত্রের দীর্ঘজীবন কামনা কর, যেন তাকে পশ্চাতে রেখে আগে যেতে পারিস্।

উলূপী। সেই এক, একে সহস্র। আমার পুত্রের জীবন নিলেও যদি আমার স্বামীর শাপ-বিমোচন হয়, তা হ'লে জাহ্নবী পুত্র নে, স্বামীকে আমার রক্ষা কর।

গঙ্গা। তুই পাগল, তোর সঙ্গে আমি বৃথা তর্কে সময় নষ্ট কর্‌তে পারি না। আয় ভব, আমরা যাই।

উলূপী। ছিচারিণী তুই ? স্বামীর মর্ম্ম বুঝবি কি ? মহেশ্বর তোরে যত্ন ক'রে মাথায় তুলে জটায় বেঁধে রেখেছে, তুই যখন সেই স্বামীর মর্য্যাদা রাখতে পারিস নি, তখন তোর কাছে আমি আর কি উত্তরের আশা করি ? যা, দূর হ'য়ে যা। পুত্র-লোভিনি ! মৃত-পুত্রের স্থান পূর্ণ কর্‌বার জন্য শান্তনুর মতন আর কোন রাজার সন্ধান কর।

(উলূপী প্রস্থানোদ্যত)

গঙ্গা। (ধরিয়া) স্বামীপরায়ণা কামিনী, তোর বাক্যে আমি পরম তুষ্ট হয়েছি।

উলূপী। মা ক্রোধ সংবরণ কর, স্বামীকে আমার রক্ষা কর। (নতজানু)

ভব। সতী, দেবতায় অধর্ম্ম স্পর্শ করে না। দেবতাই কি, আর দানবই কি, প্রকৃতির নিয়মের বশীভূত হ'য়ে সকলেই আপন আপন কার্য্য করে। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা মানব, আমি করেছি বল্‌তে গিয়ে গুণদোষের ভাগী হয়। দেবতা কার্য্যের কারণ প্রকৃতিকে নির্ণয় করে ব'লে কার্য্যাভিমান তাকে স্পর্শ করে না।

গঙ্গা। মা ! ভগবদিচ্ছায় আমি শান্তনুকে বরণ করেছি, ভগবদিচ্ছায় আমি অষ্টবসুর জননী। দেবতার ক্রোধ প্রকৃতির ক্রিয়া। বুঝে দেখ মা, এ আমার ক্রোধ নয়। অন্যায় সমরে গুরুহত্যা—মহাপাপ ! ফল তার নরক, বিধির বিধান।

উলূপী। প্রায়শ্চিত্ত নাই ?

গঙ্গা। রক্তপাতের প্রায়শ্চিত্ত রক্ত। পুত্র-হস্তে যদি কখন অর্জ্জুনের বিনাশ হয়, তবেই তার মুক্তি—মুক্তির অন্য উপায় আর নাই।

উলূপী। মা পতিতপাবনি ! নন্দিনী অপরাধ করেছে, ক্ষমা কর।

গঙ্গা। সত্য বাক্য অতি তীব্র হ'লেও তাতে অপরাধ স্পর্শ করে না। সতী তুমি, পুরস্কারের যোগ্যপাত্রী, ক্ষমা কি ? কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হ'ক। তোমার সহায়তায় স্বামী অক্ষয় স্বর্গ লাভ করুক।

[ভব ও গঙ্গার প্রস্থান।

উলূপী। বিধিলিপি খণ্ডন করি, আমার সাধ্য কি ? স্বামীহত্যাভয়ে যেই আমি ক্ষণপূর্ব্বে আত্ম-হত্যা কর্‌তে জাহ্নবীতীরে এসেছি, সেই আমি স্বামীর মরণকামনা ল'য়ে জাহ্নবীতট হ'তে ফিরে চল্‌লেম। মৃত্যু শিয়রে—ফিরিয়ে দিলেন। বা রে বিধিলিপি ! মনে দুঃখ নাই, হৃদয়ে কম্পন নাই, মহাপাপের ভয় নাই ! বিধবা হবার এত লোভ হাস্যমুখে স্বামিহত্যার পথে ছুটে যাব !

পিতৃবধের জন্য কত কৌশলে পুত্রকে নীতিশিক্ষা দেব! পুত্র যদি রাক্ষসী মায়ের কথায় কর্ণপাত করে, তবেই তারে পুত্রজ্ঞান, নতুবা শত্রুজ্ঞানে তারে পরিত্যাগ। বা রে বিধিলিপি! এমন কার্য্য করব যে, এ নাগিনীর নামে প্রতি সাধ্বী রমণী কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করবে। অসতী প্রতি অসৎকার্য্যে আমার কর্য্যের তুলনা করবে। আর আমার জন্য—শুধু আমার জন্য নাগবংশকে জগতের জীব ঘৃণা করবে! মরণ মঙ্গল—না নরক মঙ্গল? নারায়ণ! ক্ষুদ্র নারী—কিছু বুঝি না, কিছু জানি না। এইমাত্র জানি, এক দিন না এক দিন মৃত্যু আছে। জীবনের সকালে হ'ক, মধ্যাহ্নে হ'ক, সন্ধ্যায় হ'ক এক সময়ে না এক সময়ে এত আদরের—এত যত্নের সামগ্রী, কালগ্রাসে পতিত হবে। কেউ রক্ষা করতে পারে নি, কেউ রক্ষা করতে পারবে না! যে আসবে না হয় সে একটু সকালে এল। না হয় একটু অচেনা পথ দিয়ে একটু অলক্ষিতে ছদ্মবেশে, ধীর পদক্ষেপে আদর দেখাবার ছল ক'রে এল। তার সঙ্গে নরক আসবে কেন? যার প্রতীকার আছে, আমার দেবতার কাছে তাকে আসতে দেব কেন? নারায়ণ! আমাকে স্বামিঘাতিনীর বল দাও।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

ব্যাস ও যুধিষ্ঠির।

যুধি। গুরুদেব! রাজ্যলোভে বিরাট্ যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে, আমি মহান্ অনর্থের সৃষ্টি করেছি। সমস্ত গুরুজন, সমস্ত আত্মীয়-বন্ধু আঠারো অক্ষৌহিণী ভারতীয় বীর শুধু আমার লোভের জন্য ভীষণ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়েছে। এ পাপের ভার আমি আর সহ্য করতে পারছি না। পতিহীনা আর্য্য রমণীগণের চীৎকারে আমার নিশীথ নিদ্রা ভেঙ্গে যাচ্ছে। কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরে স্তূপীকৃত, শৃগাল-শকুনি কর্ত্তৃক ছিন্নভিন্ন সেই সব বিকলাঙ্গ শবের মূর্ত্তি দিবারাত্রি আমার চোখে জাগছে। আমি চোখ বুজেও দেখার হাত এড়াতে পাচ্ছি না। দয়াময়, কি ক'রে এ জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাই তার উপায় বিধান করুন। কি প্রায়শ্চিত্ত করে এ পাপ থেকে উদ্ধার পাই?

ব্যাস। ধর্ম্মরাজ! পাপ যে হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। ধর্ম্মরাজ! এ পাপ কেবল তোমাকে স্পর্শ করে নি। তুমি ভারতেশ্বর। তোমার অর্জ্জিত পাপ সমস্ত ভারতকে স্পর্শ করেছে। ভারতের প্রান্তে-প্রান্তে এ পাপের স্রোত চ'লে গেছে।

যুধি। কি হবে ঋষিরাজ?

ব্যাস। সমস্ত ভারত-সন্তানকে এই জ্ঞাতিবিরোধরূপ দারুণ অকর্ম্মের ফলভোগ করতে হবে ধর্ম্মরাজ! আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, কি ঘনান্ধকার ভারতভূমিকে গ্রাস করতে আসছে! সে অন্ধকারে ভারত-হৃদয়ে কি বিভীষিকাময় ঘৃণিত প্রেতসকলের লীলা—চিরপবিত্র ভারতে অধর্ম্মের অভ্যুদয়—ভারত-সন্তান কর্ম্মহীন, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন, শুধু পিতৃপুরুষের গৌরব-গানে নিশ্চিন্ত, এ দিকে দুর্ভিক্ষ মহামারী, ভূকম্প, প্রলয়, ঝঞ্ঝা ধ্বংসরূপিনী প্রকৃতির যত প্রকার বিষম অস্ত্র আছে, সেই সমস্ত হাতে নিয়ে, মহাকাল এই সকল অভাগ্যের শোণিতে নিত্য তার রসনা তৃপ্ত করছে। ভারতের সেই বিষম ভবিষ্যৎ আমি চোখের উপর যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি।

যুধি। কি হবে দয়াময়? কি ক'রে এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়? কি ক'রে ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় হয়?

ব্যাস। প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্তের একান্ত প্রয়োজন।

যুধি। কি প্রায়শ্চিত্ত করব, অনুমতি করুন।

ব্যাস। অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর।

যুধি। তাতে ভারতের মঙ্গল হবে?

ব্যাস। যজ্ঞে দেবতা সন্তুষ্ট। দেবতার সন্তোষে প্রজা রক্ষা। অশ্বমেধ-যজ্ঞ আবার সকল যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ। কলি আসতে আর বিলম্ব নেই। এলে আর এ যজ্ঞসাধনে তোমার অধিকার থাকবে না। যদি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাও, তা হ'লে আর বিলম্ব ক'র না। এই যজ্ঞ যদি সুশৃঙ্খলে নিষ্পন্ন করতে পার, তা হ'লে ভারতে আবার পূর্ব্বগৌরব ফিরতে পারে।

যুধি। তা হ'লে অনুমতি করুন, অশ্বমেধের আহরণে প্রবৃত্ত হই!

ব্যাস। আমি হৃষ্টচিত্তে অনুমতি দিচ্ছি, তুমি এ মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন ক'রে পাপমুক্ত হও।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। গুরুদেব! প্রণাম হই।

ব্যাস। তথাস্তু।

কৃষ্ণ। মহারাজ! প্রণাম হই। সম্প্রতি দেশে যাবার জন্য আত্মীয়গণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েছি। তাই আপনার অনুমতি নিতে এসেছি। ইচ্ছা করেছি, সখাকে নিয়ে দ্বারকায় যাই।

যুধি। ভাই, আরও কিছু বিলম্ব আছে। আমি অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছা করেছি। কিন্তু যদুপতি! আমরা তোমরাই পরাক্রম দ্বারা অর্জ্জিত এই সকল সামগ্রী ভোগ করছি। তুমিই পরাক্রম ও বুদ্ধি দ্বারা পৃথিবী জয় করেছ। তুমি পাণ্ডবদের গুরু, তুমি যজ্ঞেশ্বর। সুতরাং আমার ইচ্ছা, তুমি স্বয়ং এই যজ্ঞে দীক্ষিত হও। তুমি দীক্ষিত হইলেই আমি নিষ্পাপ হব। বাসুদেব! তুমিই যজ্ঞ, তুমিই অক্ষর, তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সমুদয় প্রাণীর গতি।

কৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ! এ আপনার যোগ্য কথা বটে; কিন্তু আমার এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান, আপনিই সর্ব্বভূতের গতি। আমরা আপনাকেই আমাদের গুরু ব'লে জানি। অতএব আমি বলছি, আপনিই যজ্ঞ করুন। যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে, যা যা, করবার ইচ্ছা হয়, তা আমাদের আদেশ করুন।

যুধি। তা হ'লে ঠাকুর! আপনিই অশ্বমেধের কাল নির্ণয় ক'রে, আমাকে দীক্ষিত করুন।

ব্যাস। বেশ, চৈত্র-পূর্ণিমাই দীক্ষার শুভদিন। তা হ'লে তোমরা যজ্ঞীয় সামগ্রী সকল আহরণ কর।

কৃষ্ণ। তা হ'লে আমরা কে কি করব আদেশ করুন।

ব্যাস। এখন তুমি দেশে যেতে পার। তারপর এসে রাজসূয় যজ্ঞে যা করেছিলে, এ ক্ষেত্রেও তাই করবে। ব্রাহ্মণদের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকবে। ভীমসেন আর নকুল এরা রাষ্ট্ররক্ষা করুক্। সহদেব কুটুম্বদের পরিচর্য্যা-কার্য্যে নিযুক্ত হ'ক্। আর অর্জ্জুন ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাক্।

কৃষ্ণ। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

ব্যাস। তা হ'লে আমিও এখন আসি। মহারাজ! তুমি তা হ'লে আয়োজন করতে আর বিলম্ব ক'র না।

[প্রস্থান।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। মহারাজ! অনুমতি করেন ত সখার সঙ্গে দ্বারকায় যাই।

যুধি। না ভাই, তোমার কৃষ্ণের সঙ্গে যাওয়া হ'ল না। আমি অশ্বমেধ-যজ্ঞের আয়োজন করছি। তোমাকে অশ্বরক্ষা করতে হবে।

অর্জ্জুন। আপনি আজ্ঞা করেন ত করতে হয়। কিন্তু আমার কি আর অশ্বরক্ষার প্রয়োজন হবে বোধ করেন? নকুল কিংবা সহদেব এ দু'জনের এক জন গেলেই যথেষ্ট হ'ত।

যুধি। নকুল ও ভীমসেন রাষ্ট্ররক্ষা করবে। সহদেব কুটুম্বদের ভার নেবে।

অর্জ্জুন। তবে সাত্যকি কিংবা বৃষকেতু যাক না কেন? আর ভারতে বীর কে আছে? কার বিরুদ্ধে আমি অস্ত্র ধরব মহারাজ?

যুধি। এ ভারত রত্নগর্ভা। এর কোথায় কোন্ বনে কে মহাপুরুষ লুকিয়ে আছে, তুমি কি সব জান ভাই? মহর্ষি ব্যাসের ইচ্ছা তুমি অশ্বরক্ষা কর।

অর্জ্জুন। যথা আজ্ঞা।

যুধি। তা হ'লে আর বিলম্ব ক'র না। তোমার অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ ক'রে রাখ।

[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। মহারাজ! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন।

যুধি। তোমার মঙ্গল হোক্। তুমি আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করেছ, তোমার গুণ একমুখে বলবার নয়। যাও বৎস, এইবারে তুমি দেশে যাও। জননী উলূপী তোমার অদর্শনে কাতর হ'য়ে আছেন। আবার তোমাকে শীঘ্র এখানে আসতে হবে। আমি অশ্বমেধ-যজ্ঞের আয়োজন করছি। যজ্ঞের সময়ে তোমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠাব। তুমি

তোমার জননী ও মাতামহকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আস্‌বে।

ইলা। অশ্বমেধ-যজ্ঞ কি মহারাজ?

(বৃষকেতুর প্রবেশ)

বৃষ। সে আমি তোমাকে বুঝিয়ে বল্‌ব এখন। মহারাজ! আমাকে অনুমতি করুন, আমি খুল্লতাতের সঙ্গে যাই।

যুধি। ইচ্ছা কর, যেতে পার। কেন না, তুমি মহাবীর কর্ণের পুত্র! তোমার যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখে রাখা অবশ্যকর্ত্তব্য।

বৃষ। তা হ'লে এস ভাই! তোমাকে বুঝিয়ে দিইগে!

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। যদি ইচ্ছা কর সখা, তা হ'লে তোমার সঙ্গে যাই।

অর্জ্জুন। আর কেন সখা? কুরুক্ষেত্র-সমর-সাগর পার হ'তে তোমার সহায়তার প্রয়োজন হয়েছিল। ক্ষুদ্র গোষ্পদ পার হব, এর জন্যও কি যদুপতিকে কর্ণধার কর্‌তে হবে?

কৃষ্ণ। তা হ'লে আমি যেতে পারি?

অর্জ্জুন। এখনও তোমাকে সঙ্গে রাখা যদুগণের উপর অত্যাচার! দ্বারকাবাসী নরনারী সকলেই তোমার আশাপথ চেয়ে ব'সে আছে, কোন্ অপরাধে তাদের কৃষ্ণ মিলন-সুখে বঞ্চিত কর্‌বো? আমার সঙ্গে নয়, যত শীঘ্র পার দ্বারকায় যাও। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধাবসানে ধরণী বীরশূন্যা। সে ভীষ্ম নাই! সে দ্রোণ নাই! সে ধনুর্দ্ধারী-শ্রেষ্ঠ কর্ণ নাই! পৃথিবী এখন কতকগুলি বালকের হাতে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধেও তোমাকে সঙ্গে নিতে হবে? অন্য কারও হাতে অশ্বের ভার দিলেই যথেষ্ট হ'ত, তবে না কি মহারাজের আদেশ, আর মহর্ষি ব্যাসের একান্ত ইচ্ছা, তাই আমি ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলেছি। হয় তো অস্ত্রই ধর্‌তে হবে না, তবে যদিই একান্ত ধর্‌তে হয়, তা হ'লেও অধিক দিন যে ঘুর্‌তে হবে না, এটা আমার বিশ্বাস।

(বৃষকেতু ও জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

বৃষ। ঘোড়া ছাড়ি?

কৃষ্ণ। তা হ'লে এই উপযুক্ত সময়, আর বিলম্ব কেন!

অর্জ্জুন। তবে যাও।

বৃষ। যাও, ঘোড়া ছাড়।

[সৈনিকের প্রস্থান

এ কি ইলাবন্ত, মহারাজ যুধিষ্ঠির বহুক্ষণ তোমার যাবার সমস্ত আয়োজন ক'রে দিয়েছেন, তবে এখনও বিলম্ব কর্‌ছ কেন?

ইলা। মামা, তোমার মত কি?

কৃষ্ণ। কি মত বাবাজী?

ইলা। মহারাজ আমাকে বলেন দেশে যাও, পিতাও সেই সঙ্গে বল্লেন, দেশে যাও, তাইতে তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে এলেম, তোমার মত কি?

কৃষ্ণ। মহারাজ আদেশ করেছেন, পিতা সম্মতি দিয়েছেন, আবার আমার মতের অপেক্ষা কর্‌ছ কেন?

অর্জ্জুন। মহারাজের ইচ্ছা, আমারও ইচ্ছা, তুমি দেশে যাও। বহুদিন তুমি জননী হ'তে বিচ্ছিন্ন, দৌহিত্রের অদর্শনে নাগরাজ কাতর! বিনা প্রয়োজনে আর আমি তোমাকে আবদ্ধ রাখ্‌তে ইচ্ছা করি না।

কৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তুমি অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছ, শত্রু-মিত্র সকলে তোমার রণকৌশলের প্রশংসা করেছেন, তা' আমাদের গৌরবের সামগ্রী।

ইলা। সে যা হবার তা' ত হয়েই গেছে, এখন তোমার মত কি?

কৃষ্ণ। কেন মহারাজের আদেশ কি তোমার মনোমত হ'ল না?

ইলা। তা হ'লে তুমি দিচ্ছ না?

কৃষ্ণ। এ তো বিষম বিপদ! কি হে বৃষকেতু, আমি এর কি উত্তর প্রদান কর্‌বো?

বৃষ। আমি কি বল্‌বো? আপনার যা অভিরুচি। আপনারা নিকটে থাক্‌তে আমার কোন কথা কওয়া নীতিবিরুদ্ধ!

কৃষ্ণ। ভগিনী উলুপী যে কার্য্যের জন্য তোমায় পাঠিয়েছেন, তা' ত গৌরবের সহিত সম্পন্ন করেছ।

ইলা। আবার পূর্ব্ব-কথা তোল কেন, এখন তোমায় যা জিজ্ঞাসা করলুম তার উত্তর দাও!

অর্জ্জুন। এ তোমার কি আচরণ বালক? মহারাজের কথা তোমার মনোমত হ'ল না, আমার কথা হ'ল না, মিছামিছি এঁকে বিরক্ত করছ। পুত্র, তুমি পুত্রের কার্য্য করেছ—ঘরে যাও। রাজা তুমি, আমিই বা তোমার মর্য্যাদা নষ্ট করবো কেন? তোমার যথাযোগ্য সম্মানে যখন তোমাকে নিমন্ত্রণ করব, তখন এখানে যজ্ঞ-দর্শন করবার জন্য আবার আগমন ক'র।

(নারদের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। এ কি সুপ্রভাত? প্রভু যে? (প্রণাম)

অর্জ্জুন। কত দূর থেকে আগমন হচ্ছে ঠাকুর? (প্রণাম)

ইলা। ঠাকুর, প্রণাম।

নারদ। অনেক দিন এক স্থানে ব'সে পা দুটো ধ'রে গিছল, তাই একবার পৃথিবী-ভ্রমণার্থ বহির্গত হয়েছিলুম।

অর্জ্জুন। তা হ'লে সখা তুমি ঠাকুরকে নিয়ে রাজধানাতে যাও, আমি এইস্থান থেকেই ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে যাত্রা করি।

ইলা। (কৃষ্ণের হস্ত ধরিয়া) ব'লে যাও।

কৃষ্ণ। কি বিপদ, আমি বলব কি?

নারদ। এর ভেতরে আবার বলাবলি, ব্যাপার-খানা কি? তৃতীয়-পাণ্ডবের কোথায় গমন হচ্ছে?

অর্জ্জুন। মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন, আমি তাঁর ঘোড়া রক্ষার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

নারদ। আর এই বালক?

অর্জ্জুন। ওটি আমার পুত্র, নাগনন্দিনী উলূপীর গর্ভজাত সন্তান।

নারদ। তা বাসুদেবের হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে কেন?

অর্জ্জুন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে সহায় হ'তে বালক নিমন্ত্রিত হয়েছিল। এখন মহারাজ দেশে যেতে আদেশ করেছেন, বোধ হয় অভিপ্রায় নয়, তাই কৃষ্ণের অনুমতি প্রার্থনা করছে। বল দেখি ঠাকুর, এই বালককে তার জননী হ'তে মিছামিছি বিচ্ছিন্ন রাখা কি উচিত?

নারদ। আরে! তা কি উচিত! কেন বালক অন্যায় অনুরোধ করছ?

ইলা। তবে আমি দেশেই যাই?

কৃষ্ণ। কেন তোমার কি ইচ্ছা ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাও?

ইলা। তা বলতে পারি না।

কৃষ্ণ। এত দিন তুমি মাকে ফেলে এত দূরে রয়েছ। মাকে দেখতে কি তোমার ইচ্ছা হচ্ছে না?

ইলা। সে কথা তোমায় বলবো কি? তোমায় যা জিজ্ঞাসা করলুম তার উত্তর দাও।

কৃষ্ণ। ভাল, এই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কর।

ইলা। এই ঠাকুরই ত আমায় ব'লে দিয়েছে, যখন যা করবে তোমার মামার মত নিয়ে করবে।

বৃষ। ঠাকুর, বালক বোঝাতে পারছে না, আপনিই দয়া ক'রে ওর মনের ভাবটা একবার এঁদের বুঝিয়ে দিন না।

অর্জ্জুন। ও ঠাকুর—করেছ কি? খুঁজে খুঁজে এই বালকটিকে ধ'রে তার মস্তকটি ভক্ষণ করেছ?

নারদ। যে রাক্ষসী-বিদ্যা উদরে পুরেছি, তা'তে এই রকম দুই একটা কচি ছেলের মস্তক মাঝে মাঝে ভক্ষণ না করলে অজীর্ণ-রোগাক্রান্ত হ'তে হয়, তোমার মনের কথাটা কি সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ ক'রে বল।

ইলা। তবে শোন মামা? দেশে যেতে বল, দেশে যাব, ঘোড়ার পেছন পেছন যেতে বল, তাই যাব, ঘোড়ার সঙ্গে যেতে দিলে সাধ্যমত ঘোড়া রক্ষা করব। রাজ্যে যদি ফিরি, আর ঘুরতে ঘুরতে ঘোড়া যদি সে স্থানে উপস্থিত হয়, তা হ'লে ঘোড়া ধরব। জীবন পণ—ঘোড়া ছাড়ব না।

কৃষ্ণ। সে কি? তা হ'লে মহারাজের কাছে এ কথা কস্ নি কেন দুষ্ট ছেলে?

নারদ। জনার্দ্দন! অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল দেখিয়ে ভীষণ কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করলে, আর এই ক্ষুদ্র বালক এতক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে তোমার পানে উত্তরের প্রতীক্ষায় চেয়ে রইল—কেন রইল তুমি বুঝতে পারলে না? বাসুদেব ছল কর—কিন্তু লোক বুঝে কর। বালককে নিয়ে এ খেলা ভাল দেখায় না।

ইলা। যখন বর্ব্বরের দেশে ছিলুম, তখন জান্তুম গুরুজন—গুরুজন, ভক্তির সামগ্রী, শুধু ভক্তি কর্‌তে হয়। তখন ঘোড়া ধর্‌লে গলায় কাপড় দিয়ে বাবার ঘোড়া বাবার কাছে এনে দিতুম। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ কর্‌তে এসে এখন আমি রাজধর্ম্ম শিখেছি। দেখ্‌লুম ধার্ম্মিক পিতা, তোমার সঙ্গে এক রথে ব'সে তোমা-গতপ্রাণ পিতামহ ভীষ্মকে অন্যায় যুদ্ধে বিনাশ কর্‌লে। গুরু দ্রোণ—ব্রাহ্মণ। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথা ক'য়ে তাঁর মৃত্যুর কারণ হ'ল। আর দেখ্‌লুম পৃথিবী রথচক্র গ্রাস করেছে, সমস্ত মেদিনী আঁধারে ঢেকেছে—দাতার শিরোমণি, বীরের বীর, পিতার জ্যেষ্ঠ সহোদর পিতার মুখপানে সতৃষ্ণ-নয়নে চেয়ে আছে, পিতা অম্লানবদনে সেই মহাজীবনে আঘাত কর্‌লেন। আর দেখলুম পিতা-পুত্র, সহোদর-সহোদরা, আত্মীয়-স্বজন যে যাকে পার্‌লে, সেই তার জীবন নষ্ট কর্‌লে। অসংখ্য অসংখ্য জীবনের বাঁধন এই একুশ দিনের যুদ্ধে জন্মের মতন ছিঁড়ে গেল। মামা! তোমরা যা দেখালে তা আমি দেখাতে ছাড়ব কেন? এই ঘোড়া যদি আমার রাজ্যে যায়, তা হ'লে হয় পিতা যাবে, না হয় আমি যাব—ঘোড়া সহজে আস্‌বে না।

কৃষ্ণ। না না—সে সব ক'রে কাজ নেই, ঘোড়ারই সঙ্গে যাও, আর আমি অভিমন্যুবধের অভিনয় দেখ্‌তে ইচ্ছা করি না।

অর্জ্জুন। বাপ ইলাবন্ত, তুমি তোমার ভাই বৃষকেতুর সঙ্গে অশ্বরক্ষা কর। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্মশান।

(উলূপীর প্রবেশ।)

সাধের হিয়া শূন্য ক'রে শ্মশান করেছি প্রাণ।
শ্মশানবাসিনী-পদে দিছি আত্ম-বলিদান॥
আকুল আবেগভরে, এ মোর শ্মশান-ঘরে।
এসেছে অতিথি কত, গেয়েছে আশার গান॥
পূরে না তাদের আশা, মোর হ'তে ভাঙ্গা বাসা।
দেখে ফিরে চ'লে গেল এখানে পেলে না স্থান॥

উলূপী। ওই চ'লে গেল—আমাকে ব'লে গেল, তো হ'তে কার্য্যসিদ্ধি হবে না! কতবার এলো, ডেকে গেল—কেবল বলে, ফিরে আয়। কোথায় ফির্‌বো, আমার যদি কার্য্য না হয়, কোথায় ফিরে সুখ পাবো? যেখানে যাব, সেইখানেই শ্মশান। দিন গেল, মাস গেল, বর্ষ গেল, কেবল গলায় শাপের যাতনা হৃদয়ে ধ'রে আমি দিন-প্রতীক্ষায় ব'সে আছি। এত দিন ব'সে ব'সে আমি বাতাসের কথায় উঠে যাব; দেবতার কথা সত্য হবে না, প্রেতিনীর কথা সত্যি হবে! তা যদি হয়, তা হ'লেও শ্মশান ভাল, না হয়, তা হ'লেও শ্মশান ভাল, (উপবেশন) সত্য হয় এই শ্মশানে ব'সেই আমার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। (ছদ্মবেশে জাহ্নবীর প্রবেশ) না হয়, আর ঘরে ফিরে আমার সুখ কি?

জাহ্নবী। হাঁ বাছা! কে তুমি?

উলূপী আমার পরিচয় জেনে তোমার কি হবে মা?

জাহ্নবী। তোমার পরিচয় জান্‌তে আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে।

উলূপী। আমি এক অভাগিনী।

জাহ্নবী। তা তো বুঝ্‌তেই পার্‌ছি। ভাগ্যবতী আর কে এসে এই শ্মশানে বাস করে? আমি এই পথ দিয়ে যখনই যাই, তখনই তোমাকে দেখতে পাই, কখন আকাশ পানে চেয়ে আছ, কখন নখ দিয়ে মাটীতে দাগ কাটছো, পাশ দিয়ে শৃগাল-শকুনি চ'লে যাচ্ছে, অন্ধকারে সুমুখে-পেছনে ভূত-প্রেত নৃত্য কর্‌ছে, তোমার ভ্রূক্ষেপ নেই। যোগিনীর ন্যায় কি এক চিন্তায় বিভোর হয়ে থাক। অথচ যে কোন যোগের কাজ কর্‌ছ, তাও নয়। হাঁ বাছা, তোমার মনের কথাটা জান্‌তে পারি না কি?

উলূপী। তোমায় ব'লে লাভ কি হবে বাছা?

জাহ্নবী। সংসারে এসে যে কেবল লাভই হবে, তার মানে কি? একটু ব'লে না হয় লোক-সানই কর না। শ্মশানে বাস কর্‌ছ, বল্‌লে কি এর চেয়েও বেশী লোক্‌সান হবে!

উলূপী। আমি এখানে স্বামীর প্রত্যাশায় ব'সে আছি।

জাহ্নবী। স্বামীর প্রত্যাশায় শ্মশানে? তিনি কি সন্ন্যাসী?

উলূপী। না, রাজা।

জাহ্নবী। তেমনি তেমনি রাজা বুঝি?

উলূপী। এ রকমটা বোধ হ'ল কেন?

জাহ্নবী। নইলে সক ক'রে কোন্ রাজা শ্মশানে আসে?

উলূপী। না বাছা! আমার স্বামী বিশ্ববিজয়ী রাজা।

জাহ্নবী। তিনি কি তোমায় ফেলে গেছেন?

উলূপী। না।

জাহ্নবী। এখানে কি আসবেন বলেছেন?

উলূপী। না।

জাহ্নবী। তবে?

উলূপী। এইখানে ব'সে তাঁকে দেখ্‌তে পাব।

জাহ্নবী। বেশ ত তুমিই স্বামীর কাছে যাও না।

উলূপী। তিনি অনেক দূরে—শত যোজন অন্তরে।

জাহ্নবী। কে তোমার স্বামী?

উলূপী। তৃতীয় পাণ্ডবের নাম শুনেছ?

জাহ্নবী। শুনেছি কেন দেখেছি। দেশভ্রমণ করতে যে দিন তিনি গঙ্গা পার হন, সে দিন তাঁরে দেখেছি। আবার যে দিন নাগ-কন্যা উলূপীকে ফেলে গঙ্গায় সাঁতার কেটে তিনি পালিয়ে যান, সে দিনও দেখেছি।

উলূপী। আমিই সেই উলূপী।

জাহ্নবী। আ পোড়া কপাল! তুমি সেই কপট অর্জ্জুনের প্রত্যাশায় ব'সে আছ? উঠে যাও, উঠে যাও, তাই ত বলি! এ স্ত্রীলোকটা কি দুঃখে শ্মশানে ব'সে থাকে! চ'লে যাও, চ'লে যাও।

উলূপী। তাঁর নিন্দে ক'র না।

জাহ্নবী। তার পালাবার ধূম দেখেছিলুম তাই বলছি, সত্যি কথা বলব তাতে নিন্দা কি? পাছে তুমি তাকে ধর, এই ভয়ে সে একবার পিছন পানে চায়, আর ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট দেয়। সে এই বুনোদেশে আবার আসবে? উঠে যাও, উঠে যাও।

উলূপী। তাঁকে বাধ্য হয়ে আস্‌তে হবে।

জাহ্নবী। কেন? তোমার হুকুমে?

উলূপী। দেবতার আদেশে।

জাহ্নবী। এমন পোড়া কপালে দেবতা কে?

উলূপী। জাহ্নবী।

জাহ্নবী। বিশ্বাস ক'র না নাগনন্দিনী, বিশ্বাস ক'র না, উঠে এস।

উলূপী। দেবতার কথায় বিশ্বাস করব না?

জাহ্নবী। অসম্ভব কথা হ'লে অবিশ্বাস করবে না? সে কপট, লম্পট।

উলূপী। ফের যদি তাঁর নিন্দা করবি রাক্ষসী, তা হ'লে এখনি তোকে হত্যা করব।

জাহ্নবী। আরে পাগলিনি! ওঠ।

উলূপী। তবে রে পিশাচি!

জাহ্নবী। ধন্য নাগনন্দিনি! ধন্য তোমার বিশ্বাস। তোমার বিশ্বাসে ভক্তিতে আকৃষ্ট হ'য়ে, ওই তোমার নরশ্রেষ্ঠ স্বামী আগমন করছেন।

উলূপী। কে তুমি মা?

জাহ্নবী। জাহ্নবী। শ্মশান পরিত্যাগ ক'রে ওঠ। উঠে স্বামীর শাপমোচন কার্য্যে অগ্রসর হও।

[প্রস্থান।

উলূপী। তাই ত! তাই ত! সত্যই ত স্বামী এই অন্ধকারে শ্মশানে এসে উপস্থিত! আমার প্রাণ কাঁপছে, মা জাহ্নবি! যেয়ো না, যেয়ো না, কি করব, কেমন ক'রে এ সঙ্কটে উদ্ধার পাব ব'লে যাও মা!

[প্রস্থান।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। তাই ত! কি দেখ্‌লুম? এ শ্মশান-ভূমে ওটা বুঝি কোন বাসনাময়ী ছায়া। কিন্তু দেখে আমার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হ'ল কেন? আমার জীবনে ত এ রকম ব্যাপার কখন ঘটে নি!

(সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকি। আর্য্য! এ অন্ধকারে কোথায় এসে উপস্থিত হলুম?

অর্জ্জুন। পথভ্রমে একটি শ্মশানে এসে পড়েছি। শ্মশানাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে প্রণাম ক'রে বৎস, এ স্থান থেকে ফিরে যাও।

সাত্যকি। তা হ'লে দক্ষিণ-পার্শ্ব রক্ষা করবে কে?

অর্জ্জুন। আজ আমি রক্ষা করব। তুমি

বাম দিক রক্ষা কর, বৃষকেতু সম্মুখে থাক্, ইলাবন্ত থাক্ পশ্চাতে।

[সাত্যকির প্রস্থান।

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। না পিতা, আজ আমি দক্ষিণ-পার্শ্ব রক্ষা করব।

অর্জ্জুন। এ প্রেতাধিষ্ঠিত স্থান, এখানে আমি তোমার ন্যায় বালককে অশ্বরক্ষী রাখ্‌তে সাহস করি না।

ইলা। কেন,—ভয় কি? আমি বন্য দেশের লোক। বালক কাল থেকে এই রকম স্থানে বেড়ান আমার অভ্যাস।

অর্জ্জুন। এখানে থাক্‌তে তোমার সাহস হবে?

ইলা। খুব হবে।

অর্জ্জুন। তা হ'লে তুমি আমার চেয়েও সাহসী।

ইলা। আপনি ইন্দ্রের পুত্র। শুনেছি, আপনার পিতা পাঁচ বছরের ছেলে ধ্রুবের তপস্যায় অস্থির হয়ে পড়েছিল। আমি কিরাতবিজয়ী বীরের সন্তান। আমার ভাই অভিমন্যু সপ্তরথীকে সাত বার যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছে। আপনাতে আমাতে একটুও কি তফাৎ হবে না পিতা?

অর্জ্জুন। আশীর্ব্বাদ করি, তুমিও অভিমন্যুর মত গৌরবান্বিত হও।

[প্রস্থান।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। (ভীতি প্রদর্শন) ও রাজকুমার! ওই।

ইলা। কি কি? কিসের ভয়?

সৈনিক। ওই যে হাত, এম্‌নি এম্‌নি জিব লক্‌লকানি। চোক পিট্‌পিটিনি—ওই আসছে। ওরে বাবা, কি হ'ল রে!

ইলা। ভয় নেই, আমি এগিয়ে দেখ্‌ছি।

সৈনিক। তাই ছাখো। আমি রাম রাম করতে করতে চ'লে যাই। ওই এগিয়ে আসে—রাম রাম।

[পলায়ন।

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। ইলাবন্ত!

ইলা। কেও? মা? বেঁচে আছিস?

উলূপী। চুপ্, এই নে (অস্ত্রদান) ওই যায়, মেরে ফেল্।

ইলা। কা'কে?

উলূপী।—ওই যে পথ হাতড়ে হাতড়ে যাচ্ছে।

ইলা। ও যে আমার বাপ্!

উলূপী। ওই ওই, ওকেই মেরে ফেল্।

ইলা। কে তুই?

উলূপী। মাতৃভক্ত! কখন আমার কথা অবহেলা করিস্ নি, আজও করিস্ নি। এই অস্ত্র নে—মেরে ফেল্, এমন সুযোগ আর পাবি নি।

ইলা। কে তুই? তুই কি আমার মা? না কোন পিশাচী?

উলূপী। এখনও কথা শুনলি নি! কারণ আছে, পরে শুনাব। বড় সুযোগ—বড় সুযোগ! ইলাবন্ত! মায়ের কথা রক্ষা কর্। আশীর্ব্বাদ করি, তোর পাপ হবে না।

ইলা। আর যদি এক দণ্ডের জন্য দাঁড়াস্ পিশাচী, এখনি তোকে হত্যা করব।

উলূপী। পার্‌লি নি—পার্‌লি নি।

[প্রস্থান।

ইলা। এ কি দেখ্‌লুম? একি আমার মা? না এ প্রেতভূমে কোন প্রেতিনী আমায় ছলনা করলে? তাই ত! এ কি হ'ল? কোথায় আছ হরি! আমার এ চক্ষের ভ্রম দূর কর। আমার প্রাণের জ্বালা নিবারণ কর। পিতা! পিতা!

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। বলেছিলুম ত বাপ্! আমি ভয় পেয়েছি। এমন বিভীষিকাময় মহাশ্মশান আমি আর কখন দেখি নি, চ'লে এসো।

ইলা। পিতা পিতা, আত্মরক্ষা কর, আত্মরক্ষা কর।

নেপথ্যে। ওই—ওই ঘোড়া ছুটলো—অন্ধকারে ঘোড়া ছুটল! রক্ষে কর—রক্ষে কর।

অর্জ্জুন। চল চল, শীঘ্র চল।

তৃতীয় দৃশ্য

বন।

অনন্ত।

অনন্ত। হায়! হায়! আমি আবার পুণ্য করব? আজও নাতির মায়া কাটাতে পারলুম না, মেয়ের চেহারাটা চোকের উপরে আজও যখন জল্ জল্ ক'রে জলতে লাগল, তখন পুণ্যি করি কি ক'রে? এক মন না হ'লে ত আর ভগবানের দেখা পাব না! আচ্ছা, আজ একবার চেষ্টা ক'রে দেখি। (চক্ষু মুদিয়া) কৃষ্ণ কৃষ্ণ—কৃষ্ণ কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—ষোলশো বিয়ে করেছিল—আমি আমার ইলাবন্তের আঠারোশো বিয়ে দিব। বস্। একটার পেটে যদি একটা ক'রেও ছেলে হয়, তা হ'লেও আমার উলুপীর আঠারোশো নাতি হবে। বেটী যেমন আমায় জব্দ করছে, তেমনি আঠারোশোটা নাতিতে প'ড়ে বেটীকে একেবারে ছিঁড়ে খেয়ে ফেল্বে। আর লগনা বেটা, ছেলেগুলোকে কাঁধে ক'রে ক'রে হায়রাণ হ'য়ে যাবে। কাণা বেটা আমাকে যেমন আজন্ম জ্বালাচ্ছে, তেমনি বেটা জব্দ হও। কেন রে বেটা, কেন রে বেটা! হুঁ! এস পো-নাতী এস! কুন্তি কুন্তি (গুলে তাল ঠুকিতে যাইয়া কমণ্ডলু নিক্ষেপ।) এই! কি করলুম। যা, সব মাটী হ'ল! না আমার আর ধর্ম্ম হ'ল না! তাই ত! কে আস্ছে না? আস্ছেই ত বটে! তা হ'লে আবার ধ্যানে বসি।

(উলুপীর প্রবেশ)

উলুপী। নাগরাজ, চেয়ে দেখ,—দয়া ক'রে চোখ মেলে চাও।

অনন্ত। কে তুমি?

উলুপী। চেয়ে দেখ। এ ভিখারীর বেশ, এ তরুতল নাগরাজের যোগ্য নয়।

অনন্ত। কেও—মা! উলুপী! কোথায় ছিলি মা?

উলুপী। বাবা, অবাধ্য নন্দিনী ক্ষমা ভিক্ষা চায়।

অনন্ত। আয় মা, কাছে আয়।

উলুপী। আমার জন্য এত কষ্ট সইছ।

অনন্ত। কিসের কষ্ট পাগলী? কাছে আয়, কাছে আয় মা! তোদের জন্য আমার জপতপ কিছু হ'ল না।

উলুপী। ঘরে চল।

অনন্ত। এত ব্যস্ত কেন? ঘরে ত যাবই একটু বোস্—তোকে দেখি।

উলুপী। ধিক্ আমাকে। আমার জন্য তোমার এত কষ্ট।

অনন্ত। আবার দেখ পাগলামী আরম্ভ করে!

উলুপী। জন্মেই মাকে খেলুম, বাবা, আমার মৃত্যু হ'ল না!

অনন্ত। না, এ পাগলিনী আমাকে শুদ্ধ পাগল কর্‌লে দেখছি। মা এলি যদি, দেখা দিলি যদি, বহুকাল পরে আবার বাবা ব'লে ডাকলি যদি, তখন কাছে আয়—বোস্। দেখ উলুপী, তোর আশা আমি একেবারে ত্যাগ করেছিলুম! তোর স্বভাব ত আমি বিলক্ষণ জানি। উন্মাদিনী হয়ে বিধিলিপি-খণ্ডনের জন্য আত্মহত্যা কর্‌তে ছুটেছিলি—পেছন—পেছন ধর্‌তে ছুটলুম, তাতেও যখন ধরতে পারলুম না, তখন ধ্রুব বিশ্বাস ছিল আর ফিরিবি নি।—ফিরলি কেমন ক'রে মা?

উলুপী। দেখলুম বিধিলিপি খণ্ডন হবার নয়।

অনন্ত। সাধ্বী সতী, তবে কি তোর হস্তেই স্বামীর মৃত্যু?

উলুপী। একেবারে হাতে না হ'ক তবে মৃত্যুর কারণ, শাস্ত্রমতে স্বামিঘাতিনী।

অনন্ত। তোর কথা শুনে কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে। সে নিষ্ঠুর কার্য্য সমাধা ক'রে বসেছিস না কি?

উলুপী। পারি নি। কিন্তু পারবার চেষ্টা করছি! আমার অধম সন্তান আমার কথা শুনলে না। সুবিধা পেয়েও আমার কথা রাখলে না। আমি অন্য সন্তানের সন্ধানে চলেছি।

অনন্ত। (উত্থান) তুই উলুপী? না তার প্রেতমূর্ত্তি?

উলুপী। তা যা বল। এখন স্বকার্য্য সাধনের জন্য আপনার পদধূলি প্রার্থনা করি।

অনন্ত। দূর হ'—দূর হ' প্রেতিনী! তুই যদি জীবিত থাকিস, তা হ'লে, জীবন্তে তোকে প্রেতিনী আশ্রয় করেছে। আর মেয়ে যদি আমার ম'রে থাকে, তা হ'লে তুই তার মূর্ত্তি ধ'রে পিশাচী। যা, অন্যত্র যা, এখানে আর আসিস নি, অন্যত্র যা।

উলুপী। তা হ'লে আমার কথা শুনবে না?

অনন্ত। না।

উলুপী। দেশে ফিরছ না ?

অনন্ত। যদিও ফিরবার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু আর না। রাজ্যের প্রলোভন, ইলাবন্তের প্রলোভন, স্বর্গসুখের প্রলোভন—কিছুতেই না।

(প্রস্থানোদ্যত)

উলুপী। হরিপরায়ণ! যেতে যেতে একটা কথা শোন। নরক ভীষণ, না মরণ ভীষণ ?

অনন্ত। মরণকে ভয় কর্‌তে হয় এই প্রথম শুনলুম।

উলুপী। আর নরক ?

অনন্ত। নাম শুনলে সর্ব্বাঙ্গ শিহরে ওঠে।

উলুপী। তবে শোন পিতা! স্বামীকে নরক হ'তে নিস্তার দেবার জন্য, তাঁর মরণের ভার নিজহস্তে গ্রহণ করেছি। প্রেতিনী-ই বল, আর পিশাচীই বল, এ পথ থেকে আমাকে কেউ নিবৃত্ত কর্‌তে পারবে না। সহস্র জন্ম যদি নরকে নিক্ষিপ্ত হই, তবু ফিরব না। স্বামী মহাপাপ করেছেন। পুত্রের হাতে মৃত্যুই তাঁর একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। আশীর্ব্বাদ কর, দূর থেকেই আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন তাঁকে সেই মহাপাপ থেকে মুক্ত করতে পারি। যেন আমার স্বামীর পারত্রিক মঙ্গল হয়।

[প্রস্থান।

অনন্ত। উলুপী। উলুপী! মা ফিরে আয়। আমি বুঝতে পারি নি ফিরে আয়।

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। কে ও, দাদা ?

অনন্ত। ভাই ভাই, তোমার মা আবার চ'লে যায়।

ইলা। যায় যাক, ও মা নয়—পিশাচী। ও আমাকে পিতৃহত্যা করতে পরামর্শ দেয়। ও বেটীর মুখ দেখেছি, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তা যা হ'ক, তোমার এ বেশ কেন ? সন্ন্যাসী হয়েছ ? কার শোকে ? ও বেটীর শোকে ? তা ক'র না। তা হ'লে সন্ন্যাসধর্ম্মেও পাপ স্পর্শ করবে!

অনন্ত। ধ'রে আন্। বৃদ্ধ আমি, তোর গুরু আমি, অনুরোধ করছি, শীঘ্র ধ'রে আন।

(বৃষকেতুর প্রবেশ)

বৃষ। ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে এলুম, আর দেখতে পাচ্ছি না কেন ভাই ?

ইলা। দেখতে পাচ্ছ না—সে কি ?

বৃষ। বরাবর পেছন পেছন ঠিক এসেছি, কিন্তু এইখানটায় এসে অদৃশ্য হয়েছে।

ইলা। এ ত আমার রাজ্য। আমার আদেশ ভিন্ন কার সাধ্য তার অঙ্গ স্পর্শ করে।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। সন্ধান পাওয়া গেছে, ঘোড়া মণিপুরের দিকে ছুটেছে।

বৃষ। তা হ'লে শীঘ্র এস।

ইলা। তুমি এগিয়ে যাও, আমি মাতামহের সঙ্গে দুটো কথা ক'য়ে যাই। ঘোড়া কত দূর যাবে, আমি ধরব এখন।

বৃষ। মহারাজ, আমি প্রণাম ক'রে চললুম। কথা কবার, পরিচয় দেবার অবকাশ নেই।

[প্রস্থান।

ইলা। দাদা, আমিও আসি।

অনন্ত। ও ছেলেটি কে ভাই ?

ইলা। চিনতে পারবে না—ওটি মহাবীর কর্ণের পুত্র বৃষকেতু।

অনন্ত। তা এখানে কেন ?

ইলা। ঘোড়ার সঙ্গে।

অনন্ত। কিসের ঘোড়া ?

ইলা। অশ্বমেধের!

অনন্ত। কার ?

ইলা। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের। পিতাও আমার ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন।

অনন্ত। বেশ, তবে ঘোড়া ধর্।

ইলা। ধরব যজ্ঞে, বলির সময়ে—এখন কেন ?

অনন্ত। সে কি ?

ইলা। আমি যে ঘোড়ার রক্ষক।

অনন্ত। নরাধম! তোর রাজ্যে ঘোড়া এসেছে, তুই দাঁতে কুটো ক'রে ঘোড়া ধ'রে বাপকে দিবি!

ইলা। তবে কি বাপের সঙ্গে যুদ্ধ করব ?

অনন্ত। করবি নি! আমার দৌহিত্র নাগবংশের মর্য্যাদা রাখবি নি ?

ইলা। পিতৃহত্যা করব ?

অনন্ত। স্পর্দ্ধা ক'রে যজ্ঞের ঘোড়া তোর বুকের

উপর দিয়ে চ'লে যাবে? কাপুরুষ! আমার দৌহিত্র হয়ে তোর মুখে এ কি কথা?

ইলা। বুঝেছি, ওই নাগিনী তোমায় দংশন করেছে। অথবা বৃদ্ধ বয়সে তোমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে।

অনন্ত। এখনও মাতৃবাক্য পালন কর্। এই মণি নে। তোর জন্য এই মণি এখনও রেখেছি, নে, নিয়ে বাপের সঙ্গে যুদ্ধ কর। মরিস্—দেবতারা তোর জয়গান করুক্, মারিস্—অর্জ্জুনবিজয়ী ব'লে জগতে অক্ষয়-কীর্ত্তি ঘোষিত হ'ক।

ইলা। এ বাকল পড়েছ কেন? এখনও তুমি যশের কাঙাল, তবে এ সন্ন্যাসিবেশ কেন? রাজবেশ পর, অস্ত্র ধর। আমি পাণ্ডবের ভৃত্য এস নাগরাজ! আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করি। তুমি বিক্রমে আমার পিতা হ'তেও কোন অংশে ন্যূন নও। যুদ্ধে তোমাকে বিনাশ কর্‌তে পারলেও ত জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষিত হবে।

অনন্ত। তুই যদি পিতৃহত্যা করিস, তা হ'লে তোর পিতার মহাপাপের মোচন হয়।

ইলা। যে দেবতা মহাপাপের ব্যবস্থা করেছে, সেই তার বিধান করবে। আমি জোর ক'রে বিধান নিজ হাতে নিতে যাব কেন?

অনন্ত। তবে দূর হ'। (প্রস্থানোদ্যত)

ইলা। দাদা প্রণাম।

অ। দূর হ'—দূর হ'! [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

পূজা-গৃহ।

বভ্রুবাহন।

গীত

বাসনায় বাঁধা এ জীবন।
কভু অবসাদ কখন বিষাদ
(তবু) শত সাধ জাগে নারায়ণ।
শুধু ভুলে আর পদ নাহি চলে।
এত ভুলা নিয়ে প্রাণ কত খেলে
ভুলে ভুলে মেলা, বিফল যে চলা
শুধু জ্বালা অগণন।
তাই বংশীধারী, তোমারে হে স্মরি
ও শ্রীপদ তরী, থাকিতে হে হরি
কেন ডুবে মরি অকারণ॥

বভ্রু। ঠাকুর ব'লে গেলেন যখন পার কৃষ্ণকে ডাক। শুধু শুধু ডাকতে পারলেই ভাল হয়, না পার একটা কামনা ক'রেও ডাক, তাতে ডাকার প্রবৃত্তি আসবে, অভ্যাস হবে। ডাকার মত ডাকা ত আজও পারলুম না। যখনই তাকে ডাকতে যাই, অমনি পিতার শ্রীচরণের কথা মনে পড়ে। কৃষ্ণনামের সঙ্গে পিতৃদর্শন-কামনা এমন জড়িয়ে গেছে যে, দুটোকে কোনমতেই দু'ধারে করতে পারলুম না! যখন পারলুম না, তখন আজ কেবল-মাত্র পিতার আগমন-সঙ্কল্প ক'রে নারায়ণ, তোমার শরণাপন্ন হলেম। দীননাথ! দয়া ক'রে এই অধমের কামনা পূর্ণ কর। জন্মাবধি আমি দুর্ভাগ্য! আমার মহান্ পিতা বর্ত্তমান থাকতেও আমি পিতৃহীন! ত্রিলোকের লোক তাঁর যশোগান করছে, এমন গৌরবের সামগ্রী জীবিত আছেন, আমি জীবিত আছি—তবু দেখতে পেলেম না—এ কি কম দুঃখ? ঠাকুর এ কি কম দুঃখ? দয়া কর দয়াময়! কৃপা ক'রে এ দাসের এ দুঃখ দূর কর।

(পশ্চাৎ হইতে উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। কার আরাধনা করছ বভ্রুবাহন?

বভ্রু। কে মা তুমি?

উলূপী। কি পূজা করছ মণিপুর-রাজকুমার?

বভ্রু। এক ঠাকুর আমাকে কৃষ্ণপূজা করতে উপদেশ দিয়ে গেছেন তাই করছি। তুমি কে মা বভ্রুবাহন ব'লে ডাকলে? মা ছাড়া এ রাজ্যে আর ত কেউ আমার নাম ধ'রে ডাকে না।

উলূপী। কৃষ্ণপূজা করছ? শুধু করতে হয় ব'লে করছ, না মনে কিছু কামনা আছে?

বভ্রু। আমার পিতা তৃতীয় পাণ্ডব। কখন তাঁকে দেখি নি ব'লে, দেখবার কামনায় কৃষ্ণপূজা করছি। কামনা পুরবে ত মা?

উলূপী। কৃষ্ণপূজা কখন বিফল হয় না। পিতাকে দেখতে পাবে, তবে তাঁকে মায়াময় মমতা-মম আদর-যত্নভরা হৃদয়খানি নিয়ে যে আসতে দেখবে, তার মানে কি? পিতা যদি তোমার শত্রুমূর্ত্তিতে আসেন? তোমার বল পরীক্ষা

করবার জন্ম, কিংবা স্বাধীন মণিপুররাজ্যকে বশ্যতা স্বীকার করাবার জন্তই যদি তোমার এখানে আগমন করেন ?

বজ্র। সত্যিই ত মা, তা হ'লে উপায় ? ঠাকুরের কাছে পিতার আগমন-কামনাই করেছি কিন্তু পিতা যে কখন শত্রুমূর্ত্তিতে আসতে পারেন এ ত এক দিনের এক দণ্ডের জন্তও ভাবি নি মা। পিতা শত্রুমূর্ত্তিতে আসবেন ? বেশ! তা হ'লেও ত তাঁর চরণদর্শন করতে পাব।

উলূপী। তবে এস মণিপুররাজ, তোমার পিতা পুরদ্বারে উপস্থিত।

বজ্র। কোথায় মা ? কত দূরে মা ? কোন্ পথে গেলে পাব মা ?

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনা। মহারাজ! পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করেছে।

বজ্র। কি করতে হবে সেনাপতি ?

সেনা। আদেশ করেন ঘোড়া ধরি। নিষেধ করেন, বিনা বাধায় অশ্ব মণিপুররাজ্য পার হ'য়ে যাক।

বজ্র। সঙ্গে আছে কে ?

সেনা। বাম দিক রক্ষা করছে বৃষকেতু, দক্ষিণে আছে নাগরাজকুমার ইলাবন্ত, আর পশ্চাতে স্বয়ং অর্জ্জুন।

বজ্র। আপনার মত কি সেনাপতি ?

সেনা। মতামত আপনার, তবে মণিপুর-রাজের মঙ্গলের দিকে চাইলে বলতে হয়—ঘোড়া ধরলে রাখা অসম্ভব। ধনুর্দ্ধারি শ্রেষ্ঠ, নিবাত-কবচবিনাশী ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে আপনার স্থায় বাল-কের অস্ত্রধারণ আমি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি না।

বজ্র। মায়ের মত কি ?

উলূপী। ঘোড়া ধর! পিতৃদর্শন করতে চাও ত ঘোড়া ধর। নতুবা চলতে চলতে হয় ত ঘোড়া মুহূর্ত্ত মধ্যে মণিপুররাজ্য পার হবে। ভুলেও মনে এনো না বভ্রুবাহন, তখন অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত পাণ্ডব, প্রিয়পুত্রের মুখ দেখবার প্রলোভনে পলমাত্র সময়ের জন্তও তোমার দিকে মুখ ফেরাবে। তোমার দত্ত উপহার পা দিয়ে ফেলে দিতেও তাঁর অবকাশ হবে না।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সেনা। সংবাদ কি ?

সৈনিক। তীরবেগে ঘোড়া আবার পশ্চিম-মুখে ছুটেছে। বোধ হয় এতক্ষণ মণিপুর পার হ'য়ে গেল।

উলূপী। ঘোড়া এখানে এসে অপ্রস্তুত হয়েছে, বুঝেছে এ রাজ্যে বীর নেই।

সেনা। কি আদেশ মহারাজ ?

বজ্র। ঘোড়া ধর! যত শীঘ্র পার ঘোড়া ধর।

সেনা। যথা আজ্ঞা।

[সেনপাতি ও সৈনিকের প্রস্থান।

বজ্র। কে তুমি মা ?

উলূপী। রাজার মঙ্গলাভিলাষিণী। মণিপুর-রাজ্যে অসংখ্য প্রজার মধ্যে এক জন। রাজার জীবনের সঙ্গে যশের বিবাদ দেখে আমি যশের পক্ষ অবলম্বন করতে এসেছিলুম।

[প্রস্থান।

বজ্র। প্রজ্বলিত দীপশিখা-স্বরূপিণী কে এ রমণী ? এলে যদি, দয়া ক'রে দেখা দিলে যদি, তা হ'লে মা, ভাগ্যলক্ষ্মী আমার গৃহে অবতীর্ণা হও। এস মা, ফিরে এস—যেও না মা—দয়া ক'রে ফিরে এস।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

অর্জ্জুন ও সাত্যকি।

সাত্যকি। আর্য্য! মণিপুরীদের আচরণে আমি বড়ই বিস্মিত হয়েছি।

অর্জ্জুন। কেন বৎস ? তারাও ঘোড়া ধরতে সাহস করলে না ?

সাত্যকি। সাহস করলে না ? —তারা ঘোড়া ধরেছে।

অর্জ্জুন। তবে ত ভালই করেছে। যা প্রত্যাশা করেছিলুম তাই করেছে। এতে বিস্ময়ের কারণ কি?

সাত্যকি। ক্ষুদ্র মণিপুরী পাণ্ডবদের ঘোড়া ধরেছে, এ কি বিস্ময়ের কথা নয়!

অর্জ্জুন। বরং তারা ঘোড়া না ধরলে, আমি বিস্মিত হতুম।

সাত্যকি। আপনি কি মণিপুরীর স্বভাব জানেন?

অর্জ্জুন। থাকি দূরদেশে—অনার্য্য মণিপুরীদের স্বভাব কেমন ক'রে জানব? নাগরাজ্যের লোক-দের বীরত্বের পরিচয় পেয়েছি। তারা তাদের রাজা ইলাবন্তের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করেছিল। মণিপুরীদের বীরত্বের পরিচয় পাই নি। তবে তাদের মনুষ্যত্বে আমি অবিশ্বাস করি নি।

সাত্যকি। আপনি নিজের মহদন্তঃকরণের জন্য অবিশ্বাস না করতে পারেন, কিন্তু আমি করি।

অর্জ্জুন। অবিশ্বাসের কারণ?

সাত্যকি। বলেন কি? কুরুক্ষেত্রে বিজয়ী মহাবীর পাণ্ডবদের অশ্ব। ভারতের কোন রাজা ধরতে সাহস করলে না, আর সেই ঘোড়া ধরলে কি না অনার্য্য বর্ব্বর, একটা অতি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য জনপদের ভুঁইয়া! তাকে রাজা ব'লে সম্বোধন করতেও আমার লজ্জা বোধ হয়।

অর্জ্জুন। ধরেছে যখন, তখন ত আর ক্ষুদ্র ভুঁইয়া ব'লে তাচ্ছল্য ক'রে ব'সে থাকলে চলবে না। ঘোড়া ফেরাবার ব্যবস্থা কর। যুদ্ধের আয়োজন কর।

সাত্যকি। যুদ্ধের আয়োজনের কথা মনে হ'তেই আমার লজ্জা হচ্ছে। যুদ্ধ কার সঙ্গে করব গুরুদেব? আমার মনে হয়, মণিপুরী অশ্বমেধের ঘোড়া ধরা ব্যাপারটা কি জানে না। একটা পরম সুন্দর সুসজ্জিত অশ্ব রাজ্যের মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, রাজা সেটাকে ধরবার লোভ সংবরণ করতে পারে নি। জানে না ধরবার ফল কি! কিংবা যদিই কোন রকমে জানে, তা হ'লে যে তারা পাণ্ডবের নাম শোনে নি, এটা আমার বিশ্বাস।

অর্জ্জুন। জান কি সাত্যকি এ রাজ্যের রাজা কে?

সাত্যকি। বন্য দেশ, অসভ্য বর্ব্বরের বাস, সেখানে রাজা কে কেমন ক'রে জানব? এ সকল অনার্য্যদেশের নাম পর্য্যন্ত কখন শুনি নি। শুনব এ প্রত্যাশাও ছিল না। শুধু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের অনুষ্ঠানের জন্য জানতে পেরেছি।

অর্জ্জুন। সাত্যকি! এ রাজ্যের রাজা অসভ্য বর্ব্বর নয়। বন্য অনার্য্য নয়। সে পাণ্ডবের অপরিচিত নয়, পাণ্ডবও তার অপিরিচিত নয়। সে জেনে শুনে ঘোড়া ধরেছে।

সাত্যকি। বলেন কি?

অর্জ্জুন। সে নিজেকে আমার যোগ্য প্রতি-দ্বন্দ্বী মনে ক'রেই ঘোড়া ধরেছে। সাত্যকি! মণিপুরপতিকে বর্ব্বর অনার্য্য মনে ক'রে অসাব-ধানে যুদ্ধ ক'র না, তা হ'লে ঘোড়া ফেরাতে পারবে না!

সাত্যকি। মণিপুরপতি অনার্য্য বর্ব্বর নয়?

অর্জ্জুন। আর্য্যবংশধর—তোমার আত্মীয়।

সাত্যকি। বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছি; কিন্তু না ব'লেও থাকতে পারছি না। আপনি কি আমার সঙ্গে রহস্য করছেন?

অর্জ্জুন। তুমি কি আমার রহস্য করবার পাত্র? আর রহস্য করবার ছলেও আমাকে কি কখন মিথ্যা বলতে শুনেছ?

সাত্যকি। আমার আত্মীয়?

অর্জ্জুন। তোমার পরমাত্মীয়। তুমি হয় ত শুনেছ, বহুকাল পূর্ব্বে আমি একবার দ্বাদশ বৎসরের জন্য তীর্থভ্রমণে বাহির হয়েছিলুম।

সাত্যকি। শুনেছি। সেই সময়েই আপনি কিরাতরূপী মহাদেবকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সন্তুষ্ট ক'রে, পাশু-পত অস্ত্র লাভ করেছিলেন।

অর্জ্জুন। সে বহুদিনের কথা। সাত্যকি! সেই সময় ভ্রমণ করতে করতে আমি মণিপুরে এসে উপস্থিত হয়েছিলুম। তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের এ অপূর্ব্ব উপত্যকা যাদুমন্ত্রে যেন আমাকে মুগ্ধ ক'রে, বহু দূর থেকে আমাকে আকৃষ্ট ক'রে নিয়ে এসে-ছিল। এই তুষারনিষেবিত মণিপুরের শুভ্র-প্রান্তরে, শুভ্র অশ্বে আরোহণ ক'রে শুভ্রবসনা এক মদির-লোচনা সুন্দরী আপনার মনে ভ্রমণ করছিলেন। সে সৌন্দর্য্য দেখে আমি মুহূর্ত্ত সময়ের মধ্যে আত্ম-হারা হ'য়ে পড়েছিলুম। সে সুন্দরী মণিপুররাজকন্যা

চিত্রাঙ্গদা। আমি মণিপুর-রাজগৃহে অতিথি হ'য়ে তাঁর কন্যার পাণি-প্রার্থনা করি। রাজা আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন। সাত্যকি! বর্ত্তমান মণিপুররাজ সেই রাজকুমারীর গর্ভজাত সন্তান। বর্ত্তমান সিংহাসন এখন আর্য্যরাজ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত। উন্মাদে আজ পাণ্ডবদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অশ্ব ধরে নি। যে ধরেছে, তাকে তোমার ভাই অভিমন্যু হ'তে বিক্রমে ন্যূন মনে ক'র না।

সাত্যকি। তাই ত গুরু, মণিপুররাজ পাণ্ডব বংশধর আমার ভাই!

অর্জ্জুন। সাত্যকি! আকুল প্রাণে আমি মণিপুর অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলুম। ষোল বৎসর পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বরাজনন্দিনীর সূতিকা-গৃহে কন্দর্পকান্তি রোরুদ্যমান শিশুকে পশ্চাতে রেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে ফেলতে দেশে ফিরে গিছলুম। সেই রূপ এত দিন ষোল-কলায় পূর্ণ হ'য়েছে। আমি সেই বালকের মুখ দেখে অভিমন্যু-বিয়োগের শোক দূর করব ব'লে,আকুল হ'য়ে মণিপুরের দিকে অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয়। বুঝি সন্তান ভয়ে ঘোড়া না ধ'রে আমার মর্য্যাদা রক্ষা করে। করুণাময় আমার সে ভয় দূর করেছেন। আর কেন সাত্যকি! তোমার গুরুপুত্রের সঙ্গে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও।

সাত্যকি। যখন পরিচয় পেলুম, তখন আর কেমন ক'রে গুরু, আমি মণিপুররাজের সঙ্গে যুদ্ধ করি?

অর্জ্জুন। মণিপুরপতি যদি বিনা যুদ্ধে অশ্ব না দেয়? তুমি কি তার নিকট অশ্ব ভিক্ষা ক'রে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উচ্চ-মস্তক এই তুচ্ছ ভুঁইয়ার সম্মুখে হেঁট করাবে?

সাত্যকি। গুরুপুত্র জেনে আমি কেমন ক'রে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করব? তাঁকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করবার জন্য আমার প্রাণ অস্থির হয়েছে।

অর্জ্জুন। এ ত এখন মায়ায় আবদ্ধ হ'য়ে অস্থির হবার সময় নয়। এ এখন ভারত-সম্রাটের মর্য্যাদা রাখতে কার্য্য করবার সময়। মণিপুরপতিকে পরাস্ত ক'রে পাণ্ডব-গৌরব প্রতিষ্ঠিত করবার সময়। যদি না পার, শিবিরে ফিরে যাও

সাত্যকি। এই না বললেন আপনি অভিমন্যুর শোকে কাতর! আর সেই শোকের উপশমের জন্যই না আপনি অস্থির হ'য়ে মণিপুরপতিকে দেখতে আসছিলেন? এই কি আপনার পুত্রপ্রেমের লক্ষণ? বুঝতে পারছি, শত্রুতা করলে, বেঁচে থাকতে সে বালক ঘোড়া ফিরিয়ে দেবে না। সুতরাং মৃত্যু তার অবশ্যম্ভাবী। আর্য্য! পুত্র বধে পুত্রবৎসলতা! রক্ষা করুন—মহারাজের মর্য্যাদা কিছু হানি হবে না।

(বৃষকেতুর প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কি সংবাদ বৃষকেতু?

বৃষ। মণিপুরপতি সংবাদ দিয়েছেন, যদি তৃতীয় পাণ্ডব স্বয়ং রাজগৃহে পদার্পণ ক'রে অশ্ব নিতে আসেন, তবেই তিনি ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত, নতুবা নয়।

অর্জ্জুন। কি সাত্যকি! আমার যাওয়া কি তোমার অভিমত?

সাত্যকি। বৃষকেতু! আমাদের মধ্যে কেউ গেলে কি চলবে না?

বৃষ। আমি তাঁকে ঘোড়া পাণ্ডব-শিবিরে আনতে আদেশ করেছিলুম। তাতে তিনি এই উত্তর প্রেরণ করেছেন। তৃতীয় পাণ্ডব নিজে না এলে অন্য কাউকেও তিনি ঘোড়া দেবেন না।

অর্জ্জুন। এখন কি করবে সাত্যকি?

সাত্যকি। তা হ'লে যুদ্ধ ভিন্ন আর উপায় নেই।

অর্জ্জুন। বৃষকেতু! অবিলম্বে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সেনাপতি ও চিত্রাঙ্গদা)

চিত্রা। কার আদেশে সেনাপতি তুমি অশ্ব ধরলে?

সেনা। বিনা আদেশে ধরি আমার সাধ্য কি? অগ্রে রাজার আদেশ পেয়েছি, তার পর ঘোড়া ধরেছি।

চিত্রা। তার পর? ক্ষুদ্র বালক, তার কথায় তুমি এই অসমসাহসিক কার্য্য করলে? একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করবার অবকাশ পেলে না! সে পিতৃদ্রোহী, আমি তাকে সন্তান ব'লে গণ্য

করতে চাই নি। যাও—সন্তান, তুমি আর যে যে ব্যক্তি এই দুষ্কর্ম করেছে, সবাই দেশ থেকে দূর হ'য়ে যাও।

সেনা। আমি প্রথমে রাজকুমারকে এ লোক-বিগর্হিত কাজ করতে নিষেধ করেছিলুম।

চিত্রা। তার পর?

সেনা। রাজকুমারেরও ঘোড়া ধরবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না।

চিত্রা। তবে এমনটি হ'ল কেন?

সেনা। কোথা থেকে এক অলোকসামান্যা রূপবতী রমণী রাজকুমারকে পুত্র সম্বোধন ক'রে ঘোড়া ধরতে আদেশ করলেন।

চিত্রা। সে কি?

সেনা। সেই কথা শুনেই রাজার মত ফিরে গেল। আমাকে বললেন,ঘোড়া ধর, রাজার আদেশ—কি করি মা, ঘোড়া ধরলুম।

চিত্রা। কে সে সর্ব্বনাশী? কোন্ কালনাগিনী সকলের অলক্ষ্যে দিবা দ্বিপ্রহরে এসে আমার পুত্রের মস্তকে দংশন ক'রে গেল? সেনাপতি! যদি মঙ্গল চাও, পুত্রকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আর দন্তে তৃণ ক'রে আমার স্বামীর অশ্ব তাঁর কাছে ফিরিয়ে দাও।

সেনা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

চিত্রা। যত শীঘ্র পার, বিলম্ব ক'র না! ছেলেকে আমার আদেশ জানাও। যদি সে আদেশ পালন করতে না চায়, তা হ'লে ব'ল, তার মাতৃহত্যার পাতক হবে।

(বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

বভ্রু। একি মা! কার উপর এই ভয়ঙ্কর অভিশাপ প্রদান করলে?

চিত্রা। বভ্রুবাহন! মাতৃভক্ত সন্তান তুমি—তুমি এ কি কার্য্য করলে বাপ?

বভ্রু। কি কাজ করেছি মা?

চিত্রা। কি কাজ করেছ—এই উত্তরের কি প্রত্যাশা করেছিলুম বভ্রুবাহন? আমি মা, আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে ঘোড়া ধ'রে কাজ কি ভাল করলে?

বভ্রু। বড় অন্যায় করেছি। কিন্তু কি করব মা, এমন দুঃসময়ে ঘোড়া এল যে, তোমাকে স্মরণ করবারও অবকাশ পেলুম না।

চিত্রা। ঘোড়া নাই ধরতে।

বভ্রু। দেখলুম এত দিনের পোষিত আশা জন্মের মতন নষ্ট হয়। তুমিও স্বামিদর্শন-কামনায় ষোল বৎসর আকাশ পানে চেয়ে ব'সে আছ, আমিও পিতা পিতা ক'রে দিবারাত্রি তন্ময় হ'য়ে রাজার কর্ত্তব্যে ত্রুটি করছি। সাধনার সামগ্রী ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত এসে ফিরে যাবে—সে যে সইতে পারলেম না মা!

চিত্রা। গুরুজনকে দেখবার জন্য এমন বর্ব্বরের মতন আচরণ করতে হবে? নাই বা দেখলে!

বভ্রু। হ্যাঁ মা, ঠিক বল দেখি, এই কি তোমার মনের কথা? মা! পিতার নাম শুনেই দেখবার সাধ জ্বলে উঠেছিল; কিন্তু যেই শুনলুম পিতৃদ্রোহী হ'তে হবে,—যদিও অতি কষ্টে—তবুও এক মুহূর্ত্তে সেই প্রজ্বলিত বহ্নি নিবিয়ে ফেলেছিলুম। কিন্তু মা, যেই তোমাকে মনে পড়ল, তোমার মলিন মুখ যেই আমার মনের সম্মুখে ছল ছল নেত্রে তোমার হৃদয়ের অতি তীব্র যন্ত্রণা প্রকাশ করতে এসে উপস্থিত হ'ল, তখন মা সব ভুলে গেলুম, দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ঘোড়া ধরলুম।

চিত্রা। তবে নাকি কোন্ সর্ব্বনাশী তোমাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করেছে?

বভ্রু। সর্ব্বনাশী নয় মা—মণিপুরের জয়লক্ষ্মী—আমার জ্ঞানদাত্রী। আমার হৃদয়ের কথা পাঠ ক'রে কোন্ স্বর্গরাজ্য থেকে তিনি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। নইলে মা এতক্ষণ ঘোড়া কোন্ রাজ্যে চ'লে যেত, আর পিতাকে দেখতে পেতুম না। তুমিও মা অভিমানে লজ্জায় ভগ্নহৃদয়ে এ অধম কাপুরুষ সন্তানের মুখের পানে আর চাইতে পারতে না।

চিত্রা। এখন উপায়?

বভ্রু। যা বল।

চিত্রা। ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে এস। পিতার কাছে পরাভব-স্বীকারে পুত্রের অপমান নেই।

বভ্রু। কিন্তু মণিপুরবাসীর অপমান আছে। তারা আমার মর্য্যাদা রাখতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আগে থাকতেই সমরোল্লাসে মেতেছে! অনুমতি কর, তাদের নিষেধ করি। তারা রাজভক্ত প্রজা।

রাজার মুখ চেয়ে তারা এ অপমান সহ্ করতে পারবে।

চিত্রা। অপমান কিছু নাই। পাণ্ডুপুত্র ধার্ম্মিক মহাজ্ঞানী, সেখানে অপমানের ভয় কিছু নেই।

বভ্রু। অপমান নিশ্চয়!

চিত্রা। কি হবে বভ্রুবাহন? কি হবে বাপ? আমি যে দিব্যি দিয়েছি।

বভ্রু। যাব।

চিত্রা। আমি না হয় সঙ্গে যাই।

বভ্রু। তা পারবে না, তোমায় সঙ্গে নিতে পারব না। অপমান হয় আমার হবে, তুমি কেন আমার সঙ্গে অপমানিতা হবে! মায়াময়ি! আজীবন তোমার আদরে প্রতিপালিত হয়েছি। পিতাকে কখন দেখি নি। এক জন অপরিচিতের সম্মানের জন্য আমি তোমার অপমান সইতে পারব না। মা! পায়ে ধরি, এতে আমাকে অনুরোধ ক'র না।

চিত্রা। তুমি পিতার চরিত্রে বড় অন্যায়রূপে সন্দিহান হচ্ছ বভ্রুবাহন

বভ্রু। তা ঠিক হয়েছি। যে ব্যক্তি কর্ম্মাভিমানের বশবর্ত্তী হ'য়ে ভালবাসার বন্ধন ছিঁড়তে পারে, মা তাকে বিশ্বাস নেই।

চিত্রা। বাপ! মনের আবেগে যে তোমাকে অভিশপ্ত করেছি!

বভ্রু। এই যে যাচ্ছি মা। (প্রণাম)

চিত্রা। তাই ত মা শঙ্করি! কি করলুম? রক্ষা কর মা, রক্ষা কর—আমার পুত্রের মানরক্ষা ক'র, অভিমানী বালক, পিতার কাছে অপমানিত হ'লে প্রাণ রাখবে না। রক্ষা কর মা—রক্ষা কর।

তৃতীয় দৃশ্য

শিবির।

অর্জ্জুন, ইলাবন্ত, সাত্যকি, ও বৃষকেতু।

অর্জ্জুন। বৃষকেতু! মণিপুরপতি বালক, সুতরাং বালকের হাত থেকে অশ্বের উদ্ধারের জন্য তুমি আর ইলাবন্ত দুই ভাইকে নিযুক্ত করলুম। আমার বিশ্বাস এ যুদ্ধে আমাদের অস্ত্রধারণ করবার প্রয়োজন হবে না।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ! মণিপুররাজ আপনার পাদবন্দনা করতে উপঢৌকন সঙ্গে শিবিরদ্বারে উপস্থিত।

সাত্যকি। আঃ! প্রাণ থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেল। পিতা-পুত্রে বিসম্বাদ! মনে করতেই প্রাণের যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছিলুম মহারাজ!

অর্জ্জুন। বৃষকেতু! ইলাবন্ত! তোমরা অগ্রসর হ'য়ে মণিপুররাজকে সম্মানের সহিত এখানে নিয়ে এস, আর দূতকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান কর।

[বৃষকেতু, ইলাবন্ত ও দূতের প্রস্থান।

তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছি, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজাদের সহিত অকারণ বিবাদ করবার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নাই।

সাত্যকি। মণিপুররাজ নিজের ভ্রম বুঝে ঘোড়া যে ফিরিয়ে এনেছেন, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর হ'তেই পারে না।

(বৃষকেতু ও ইলাবন্ত সহ বভ্রুবাহনের প্রবেশ ও পুষ্পদলে অর্জ্জুনের পাদবন্দনা)

বভ্রু। মহারাজ! অভিমানের বশে অশ্ব ধরেছিলুম,—দেখলুম অশ্ব না ধরলে আপনার শ্রীচরণ-দর্শন ভাগ্যে ঘটে না।

অর্জ্জুন। ঘোড়া ফিরিয়ে এনেছ?

বভ্রু। এনেছি। আর না বুঝে ঘোড়া ধরেছিলুম ব'লে অনুশোচনা করছি।

অর্জ্জুন। তোমার পিতার নাম কি মণিপুররাজ?

বভ্রু। (বিস্মিতভাবে চাহিয়া) অপমানের জন্য, না বাস্তবিক বিস্মৃতি?

অর্জ্জুন। যার জন্যই হ'ক। কেন, পরিচয় দিতে ভয় পাও নাকি?

বভ্রু। মহাবীর তৃতীয়-পাণ্ডব আমার পিতা! গন্ধর্ব্বরাজনন্দিনী চিত্রাঙ্গদা আমার মাতা!

অর্জ্জুন। প্রাণভয়ে অন্যান্য রাজারা মাথাই নুইয়ে থাকে দেখতে পাই, কিন্তু কোন রাজাকে এরূপ নীচভাবে পিতৃসম্বোধন করতে কখন শুনি নি মণিপুররাজ!

বভ্রু। পিতা, নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করবেন না, অবস্থা বুঝে সদয় হ'ন!

অর্জ্জুন। আমার পুত্র হ'লে ঘোড়া একবার ধ'রে হেঁটমুণ্ডে এই দীনভাবে আবার ফিরিয়ে দিতে আসতে না!

বভ্রু। কার্য্য ক্ষত্রিয়োচিত নয়, কিন্তু পুত্রোচিত।

অর্জ্জুন। জারজোচিত! যদি নিরস্ত্র হ'য়ে পুত্রমুখ দর্শনের জন্য লালায়িত হ'য়ে ছুটে আসতুম, তা হ'লে আদর দেখাতে ফুলচন্দন নিয়ে পা পূজা করতে আস্‌তিস। স্পর্দ্ধার সঙ্গে ঘোড়া ছেড়েছি, সে ঘোড়া বীরদর্পে ধরেছিলি। এই পিতৃভক্তির দোহাই দিয়ে ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে আসা পিতৃভক্তি না—কাপুরুষতা? আমার সন্তান ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করে! ক্ষত্রিয়ত্ব রক্ষা করবার জন্য পুত্রত্বে জলাঞ্জলি দেয়! বৃষকেতু! এই গন্ধর্ব্বনন্দিনীর সন্তানকে আমার সম্মুখ থেকে নিয়ে যাও, আর অধীন সামন্তগণের মধ্যে একজন গণ্য ক'রে ঘোড়া ফিরিয়ে নিয়ে চল! জারজকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করবার প্রয়োজন নাই।

বভ্রু। যুদ্ধই যদি পুত্রত্বের পরিচয়, তা হ'লে মিষ্টবাক্যে আদেশ করুন, এত পরুষবাক্য প্রয়োগ কি ক্ষত্রিয়োচিত? পদদলিত হ'লে ক্ষুদ্র কীটও চরণে দংশন করে, তা আমি ত ক্ষত্রিয়সন্তান। কিন্তু মহারাজ! আত্মহারা হয়ে আমাকে দারুণ গর্হিত কার্য্য কর্‌তে আদেশ কর্‌বেন না। পায়ে ধরি পিতা প্রকৃতিস্থ হ'ন, দয়া করুন। আমার মা সাধ্বী পতিপরায়ণা। পিতাপুত্রের এ পাশবিক সম্বন্ধ শুনলে মর্ম্মান্তিক আহত হবেন। পিতা সদয় হ'ন!

অর্জ্জুন। (পদাঘাত) দূর হও নটীর সন্তান।

সাত্যকি। কর্‌লেন কি, কর্‌লেন কি মহারাজ? বিনাপরাধে শান্তপুত্রকে পদাঘাত কর্‌লেন?

অর্জ্জুন। কে পুত্র? পুত্র ত আমার অভিমন্যু। ভারতের সপ্ত শ্রেষ্ঠ বীরকে সাত বার সংগ্রামে পরাস্ত করেছে। ন্যায়যুদ্ধে কেউ তার অঙ্গে একটিও বাণ স্পর্শ করাতে পারে নি। ঘৃণায় মুখ ফেরাচ্ছি, দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিচ্ছি, দেহে একবিন্দু ক্ষত্রিয়-রক্ত থাকলে ও কি এ অপমান সহ্য করে?

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। বৎস বভ্রুবাহন! মাতৃবৎসল মণিপুররাজ! কর্ত্তব্য করেছ, তাতে লজ্জা কেন? ছি ছি! শিষ্ট শান্ত যশস্বী বীর তুমি, পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়েছ ব'লে কি কাঁদবে? চ'লে এস। শিষ্টাচার পিতার মনোমত হ'ল না, যা দেখতে চান তাই দেখাও—যুদ্ধ চান, যুদ্ধ দাও! সেনাপতি!

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনা। কি আদেশ জননী?

উলূপী। ঘোড়ার মুখ ফেরাও!

সেনা। মহারাজ!

বভ্রু। এখনি—যেন পলমাত্র বিলম্ব না হয়।

সেনা। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

বভ্রু। আর মণিপুর-রাজনন্দিনীকে গিয়ে বল, তিনি আমার ধাত্রী-জননী, মা আমার এখানে আছে।

উলূপী। কি করিস্ নরাধম! আত্মহারা হ'য়ে মাতৃনিন্দা করিস্ কেন?

বভ্রু। আরও ব'ল, যতদিন পর্য্যন্ত না তাঁর স্বামীর প্রাণহীন দেহ তাঁর চরণপ্রান্তে অঞ্জলি প্রদত্ত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মণিপুররাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে না।

উলূপী। সিংহশিশুকে উত্তেজিত ক'রে কাজ ভাল করলেন না তৃতীয়-পাণ্ডব! ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমান কোথায় ছিল? যখন পরশুরামবিজয়ী কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম নিজ রথে নিরস্ত্র উপবিষ্ট, তখন নারীর অধম শিখণ্ডীর পশ্চাৎ থেকে কোন্ মহাবীরের বাণ তাঁর অনাবৃত বক্ষ বিদ্ধ করেছিল? ইচ্ছামৃত্যু শান্তনুনন্দন কার কাপুরুষত্বে মৃত্যু-কামনা করেছিল? যা'ক্! বভ্রুবাহন কার পুত্র, এই অশ্বমেধের অশ্বই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে সাক্ষ্য প্রদান করবে। যজ্ঞ-রক্ষার যখন অন্য পাণ্ডবের সঙ্গে বভ্রুবাহনের সমান অধিকার, তখন সে মহাযজ্ঞ অশ্বহীন হবে না। তবে তৃতীয়-পাণ্ডবকে বুঝি সে যজ্ঞ দেখতে হ'ল না! এখন আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই নিরপরাধ বালকে পিতৃহত্যার পাপ স্পর্শ না করে! বালক! পিতাকে প্রণাম ক'রে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও!

বভ্রু। ক্ষত্রিয়, ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করে, ক্রোধের জন্য নয়। মহারাজ! স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর

মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য আপনার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেম, অপরাধ গ্রহণ করবেন না।

অর্জ্জুন। স্বকার্য্যের জন্য তোমার জয়-কামনা করতে পারি না, তবে আশীর্ব্বাদ করি, যদিই যুদ্ধে জয়লাভ কর, যেন তোমাতে পাপস্পর্শ না করে।

[উলূপী ও বভ্রুবাহনের প্রস্থান।

এ কি শুনলেম—চিত্রাঙ্গদা ধাত্রী-জননী! তবে এ তেজস্বিনী কে?

সাত্যকি। বীরত্বের প্রস্রবিণী!

ইলা। আমার মা।

অর্জ্জুন। তোমার মা? পতিপরায়ণা উলূপী? তুমি এখানে, তোমার মা ওখানে, এ কি রকম ইলাবস্ত?

ইলা। জিজ্ঞাসা করবেন না—আমি বলতে পারব না।

সাত্যকি। মহারাজ! এ লোক-বিগর্হিত কার্য্য হ'তে প্রতিনিবৃত্ত হ'ন, পুত্রকে ফিরিয়ে এনে স্নেহালিঙ্গন প্রদান করুন।

অর্জ্জুন। কেন, ভয় পেলে না কি সাত্যকি?

সাত্যকি। ভয়ের কারণ হ'লে ভয় পেতে হয় বই কি। তবে ভয় আমার জন্য নয়, এই বালকের জন্য নয়! মাতৃহস্তে পুত্রের জীবন-নাশ, সে ত অনন্তকালব্যাপী পরমায়ু। ভয় আপনার জন্য!

অর্জ্জুন। বল কি সাত্যকি?

সাত্যকি। মা সতীশিরোমণি—মহাশক্তির অংশ। ত্রিভুবনবিজয়ী শুম্ভ-নিশুম্ভ যেখানে কীটাণুবৎ দলিত হয়েছে, সেখানে তৃতীয়-পাণ্ডব কি?

অর্জ্জুন। পুত্র এখানে, মা ওখানে। এ যে প্রহেলিকা সাত্যকি!

সাত্যকি। সতীর আচরণ সতীই জানে, অন্যের দুর্ব্বোধ্য।

বৃষ। মহারাজ! কি জানি কেন মন বলছে এ যুদ্ধে আমাদের মঙ্গল নাই!

অর্জ্জুন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় কর্ম্ম—এখন ফেরা অসম্ভব। যাও বিলম্ব ক'র না, সকলে যত শীঘ্র পার প্রস্তুত হও।

[অর্জ্জুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বাসুদেব! তোমাকে ছেড়ে কেন এলুম বলতে পারি না। তোমার বড় আগ্রহ অগ্রাহ্য করেছি। সমস্তই তোমার ইচ্ছা। নারায়ণ! জয় চাই না, অভিমন্যুর অভাব মোচন কর, তার শোক নিবারণ কর, জগৎকে দেখাও, আমার প্রত্যেক সন্তানই অভিমন্যু।

চতুর্থ দৃশ্য

বভ্রুবাহন

(গীত)

পড়েছি গহন বনে অসীম বিস্তার তার,
উপরে জলদ ভার ভিতরে ঘন আঁধার॥
পল্লবে সমীর খেলে, আনে নিরাশার গান;
আঁধারে চলে তটিনী, আঁধারে তার অবসান॥
ঝাঁপিয়ে পড়িতে চাই, শত দিকে বাধা পাই
শত দিকে শত পথ পরেছে কণ্টকহার!
ফণী আছে ফণা তুলে, ভূতলে বসা যে ভার!

বভ্রু। অন্ধকার!—কেবল অন্ধকার! ধরণীর সীমান্ত থেকে অন্ধকার—প্রলয়ের ঘন জলদজালের মত চারিদিক থেকে ছুটে এসে যেন আমার মাথার ওপরে আশ্রয় নিচ্ছে! বুঝি আমাকে, আমার পরিণামকে জন্মের মত কুক্ষিগত করলে! আর বুঝি আমাকে কেউ দেখতে পাবে না, আমিও আমাকে দেখতে পাব না। কি কুক্ষণেই কামনা ক'রে কৃষ্ণ-পূজা করেছিলুম? তার ফলের তীব্রতায় আমার প্রাণ এখন অস্থির। পিতা বিরূপ হল, পুত্র হয়ে মায়ের নিন্দা শুনতে হ'ল। মায়ের নিন্দা! উঃ! পাণ্ডবশিবিরে বহুলোকের সম্মুখে পিতার নির্দ্দয় বাণী আমাকে মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধেছে। যতক্ষণ না মাতৃনিন্দার প্রতিশোধ নিতে পারছি, ততক্ষণ জীবন-মরণে আমার কিছুমাত্র প্রভেদ নেই। বহুদূর অগ্রসর হয়েছি, আর ফেরা অসম্ভব। ফিরলে আমার নামের সঙ্গে কলঙ্কের চিরসম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে যাবে। অপবিত্র হবার ভয়ে, মানুষ আর আমার নাম মুখে আনতে চাইবে না। কাল প্রাতঃকালে রণক্ষেত্রে আমার ভবিষ্যৎ জীবন-প্রশ্নের মীমাংসা। জনার্দ্দন! কামনা আর কি করব? পিতাপুত্রের এ অপূর্ব্ব দ্বৈরথ-যুদ্ধ দেবতাতেও কখন দেখে নি! এ যুদ্ধে আমার পক্ষে জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভ সব সমান। তবে আর কি প্রার্থনা করব? প্রার্থনা নেই, যেহেতু আমার আর সুখও নেই, দুঃখও নেই

—নারায়ণ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! যদি ইচ্ছা হয়—কেন না তোমাকেও আমি ডাকতে সাহস করছি না। তুমি পাণ্ডবসখা! আমার জন্য তোমার অটুট প্রেমের বাঁধন টুটে যাবে! পাণ্ডব তোমার পর হবে! না, না—তুমি যেখানে আছ, সেইখানেই থাক। তবে যদি ইচ্ছা হয়—বাসুদেব! বলতে পারি না—যদি ইচ্ছা হয়, আমার মানসচক্ষের সুমুখে একবার দাঁড়াও, একবার দাঁড়াও! আহা! কি সুন্দর!

অলকাকুলাবৃত বদন-সরোজং
প্রেক্ষক-রমণী-জনিত-মনোজং।
ভালে শোভিত মৃগমদ তিলকং
শ্রুতিগত-মকরাকৃতি-কুণ্ডলকং
নাসাবাসিত-করিবরমুক্তং
চরণ-রণন্মণিনূপুরযুক্তং।

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। বভ্রুবাহন!

বভ্রু। তাই ত, এ কি? শ্বেতবরণা, শ্বেতভূষণা শ্বেতাম্বরধরা। পলকহীন বিশাললোচনে! করুণার রাশি সঞ্চিত ক'রে—শান্তশুভ্র করুণাতরঙ্গে গলিত হিমানীর রজতধারার ন্যায় কে তুমি মা দিব্যকান্তি-ময়ী আমার কাছে আগমন করছ?

গঙ্গা। তুমি যে ইষ্টদেবের আরাধনায় নিযুক্ত, আমি তাঁরই অভয়পদ হতে উদ্ভূতা সলিলরূপিণী মন্দাকিনী। বভ্রুবাহন! তোমার কাতর আবে-দনে করুণাময়ের হৃদয় আকুল হয়েছে—আমি সেই বিগলিত করুণার মূর্ত্তি! এস—সঙ্গে এস। করু-ণার অনন্তশক্তি। সেই শক্তির সহায়তায় তোমার হৃদয় আজ গঠিত করব! বিলম্ব ক'র না, শীঘ্র আমার সঙ্গে এস।

বভ্রু। কোথায় যাব মা?

গঙ্গা। যেখানে পুঞ্জীকৃত শক্তি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছি! এস, তোমাকে দান করি।—বিলম্ব ক'র না। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

শিবিরদ্বার—উলূপী ও সেনাপতি।

সেনা। তবে কি এবার হ'তে আপনার আদেশেই চলতে হবে?

উলূপী। বুঝতেই ত পারছ—এ কথা জিজ্ঞাসা করা কথার অপব্যয়।

সেনা। তা ব'লে মা ছেলেকে দেখতে চাচ্ছে, শুধু আপনার জন্য দেখতে পাবে না?

উলূপী। মা কে? মা ত আমি।

সেনা। সে কথা আমি স্বীকার কর্ত্তে পারি না।

উলূপী। কিন্তু তুমি যার দাস, সে স্বীকার করে।

সেনা। রাজা ক্রোধের বশে এ কথা ব'লে ফেলেছেন।

উলূপী। ক্রোধের বশে নয়, কার্য্যবশে। আমার আদেশ না পালন করলে তার মহাপাপ, চিত্রাঙ্গদার আদেশ অগ্রাহ্য করলে লোক-নিন্দা। কার্য্যের জন্য ক্ষত্রিয় লোক-নিন্দা গ্রাহ্য করে না। যাও, সে রমণীকে এস্থানে পুনরায় আসতে নিষেধ কর, অথবা তার স্বামীর শিবিরে যেতে আদেশ কর। এখানে তার স্থান নেই।

সেনা। এ কথা শুনব কেন?

উলূপী। না শোন, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে।

সেনা। পাঠাবে কে?

উলূপী। আমি। এ কার্য্যে আমি রাজার অপেক্ষা রাখি না।

সেনা। কেবল এই ব্যক্তির বাহুবলে মণিপুর-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। শত্রুর আক্রমণ হ'তে এ রাজ্য রক্ষা করেছি. একা আমি! মণিপুররাজ তখন জরাগ্রস্ত উত্থানশক্তিরহিত। এ বালক তখন ছিল কোথা? শুধু আমার মহত্ত্ব এ বালকের মস্তকে রাজমুকুট স্থাপন করেছে।

উলূপী। তাতে গৌরব কি? প্রভুভক্ত ভৃত্যের কার্য্য করেছ, তাতে এত আত্মপ্রশংসা কেন? না করলে বিশ্বাসঘাতক হ'তে, না করলে এই বালক কর্ত্তৃক অপমানের সহিত তাড়িত হ'তে।

সেনা। নারী, তাই তুমি এত কথা কইতে অবকাশ পেলে।

উলূপী। প্রভুভক্তি যথেষ্ট দেখিয়েছ, তাই তোমার শির এখনও স্কন্ধ হ'তে বিচ্ছিন্ন হয় নি।

সেনা। তবে শোন অপরিচিতা রমণী, আমি তোমাকেও চিনি না, রাজাকেও চিনি না।

উলূপী। এখনি চিনিয়ে দিচ্ছি। ইলাবন্ত! (ইলাবন্তের প্রবেশ) এই বৃদ্ধকে ধর। প্রাণে মের না।

সেনা। সাবধান বালক!

ইলা। আমি মায়ের আদেশ পালন করি। (উভয়ের অস্ত্রক্রীড়া সেনাপতির পরাভব।)

সেনা। মা! তোমায় চিনেছি! আমি সন্তান, আমাকে ক্ষমা কর। এখন বুঝলুম, এ মহাযুদ্ধে তৃতীয়-পাণ্ডবের মঙ্গল নাই। ভৃত্যকে কি করতে হবে আদেশ করুন।

উলূপী। দেহরক্ষী হয়ে রাজমাতার পার্শ্বে অবস্থান কর। দেখো যেন আত্মহারা হয়ে সে অভাগিনী নিজের কোনও অনিষ্ট না করে।

সেনা। যথা আজ্ঞা। [প্রস্থান।

উলূপী। তুই কি মনে ক'রে রে বালক?

ইলা। কি আবার মনে ক'রে, মাকে দেখতে এসেছি।

উলূপী। না তৃতীয়-পাণ্ডব ভীত হ'য়ে তোকে দিয়ে অনুগ্রহ-ভিক্ষা করতে পাঠিয়েছে!

ইলা। সে বাপ আমার নয়।

উলূপী। তা এক পদাঘাতেই বুঝেছি।

ইলা। তুই বেটী বুনোর মেয়ে, তুই আমার বাপের মর্ম্ম বুঝবি কি?

উলূপী। তুই বেটা বাপের পদানত, তুই তার সুখ্যাতি করবি, এ ত জানা কথা।

ইলা। তবে কি বাপের সঙ্গে লড়াই করব? যে বাপ প্রথম দর্শনে চৌদ্দ বৎসরের সঞ্চিত চক্ষুজল আমার মাথায় ঢেলেছে। তুই সেখানে নেই ব'লে নিজে মা-বাপের কার্য্য করেছে! সেই বাপের সঙ্গে লড়াই করব?

উলূপী। (চক্ষে হস্তপ্রদান) দেখা হ'ল, আর কেন ইলাবন্ত! রাত্রি প্রভাত হয়।

ইলা। একটু দাঁড়া প্রণাম করি।

উলূপী। আশীর্ব্বাদ করতে পারব না।

ইলা। আশীর্ব্বাদ চায় কে? যদি যুদ্ধে জয়লাভ করি, তা হ'লে আশীর্ব্বাদের নাম হবে! জিতি-হারি, যশ-অযশে আমার অধিকার। আশীর্ব্বাদকে দেব কেন? এলুম কেন জানিস? হারি ত তুই দেখতে পাবি নি, জিতি ত তোকে দেখতে পাব না, তাই দেখতে বড় সাধ হ'ল! দেখ্ মা, এমন যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছি যে, তাতে জয়ের চেয়ে পরাজয়ে সুখ আছে। আচ্ছা মা, আশীর্ব্বাদ কর না, যেন এ যুদ্ধ দেখবার আগে আমার মৃত্যু হয়।

উলূপী। বিশ্ববিজয়ী বীরের পুত্র তুমি। ছি বৎস! তোমার কি নিজের মরণ-কামনা করতে আছে?

ইলা। যাক্, রাত্রি প্রভাত হয়, চললেম। ভাল, তোদের রাজা কি করছে?

উলূপী। কৃষ্ণপূজা করছে।

ইলা। দেখা হয় না?

উলূপী। পাছে কেউ দেখতে আসে, তাই আমি নিষেধ করতে দাঁড়িয়ে আছি!

ইলা। যদি দেখতে যাই?

উলূপী। শির রেখে যেতে হবে।

ইলা। তবে পালালুম। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে আর তোকে বিরক্ত করব না। [প্রস্থান।

উলূপী। তামসি রজনি! তোর আবরণ আজ স্বচ্ছ কেন? আমি না হয় আত্মহারা পুত্র মুখ দেখতে চাই। তুই সর্ব্বনাশী দেখতে দিবি কেন? ঢেকে ফেল! আমার সর্ব্বস্বধনকে নিবিড় বসনাঞ্চলে ঢেকে ফেল!

(গীত।)

ঘন ঘন চমক চপলা মালিনী
জলদ বসন অবগুণ্ঠন এস নিবিড় নিশিথিনী॥
নিরোধি নিঝর অশ্রুধার
আবরি লোচন তারকার
রুদ্ধ কর গো হৃদয়দ্বার
তামস হৃদয়শালিনি!
মুক্ত স্বপন অঞ্চলে ঢাল
বিস্মৃতি স্মৃতিহারিণি॥

(বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

পূজা সাঙ্গ হ'ল?

বভ্রু। কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে মা?

উলূপী। তোমার পূজা সাঙ্গ হ'ল?

বভ্রু। অন্ধকারে মুখ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু মা তোমার স্বর বাষ্পরুদ্ধ।

উলূপী। যুদ্ধ হ'তে প্রতিনিবৃত্তি হবার উপায় সন্ধান করছ না কি বভ্রুবাহন?

বক্র। তোর কথার ভাবে বুঝতে পেরেছি, তোর জীবনের সাররত্ন পাণ্ডব-শিবিরে নিহিত আছে। মা, যুদ্ধে কাজ নেই।

উলূপী। কৃষ্ণপূজা ক'রে এই প্রাণ নিয়ে এলে না কি বক্রবাহন?

বক্র। পূজা করি নি।

উলূপী। সে কি?

বক্র। এই। বড় সাধ ক'রে মা পিতাকে দেখবার জন্য কৃষ্ণপূজা করেছিলুম। তার পর কৃষ্ণপূজার ফলে যে মূর্ত্তিতে পিতাকে দেখ্‌লেম, প্রথম দর্শনেই পিতা-পুত্রে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল, তাতে আর কৃষ্ণপূজা করতে সাহস হ'ল না। কিন্তু মা, কামনাশূন্য হয়ে যেমন একবার কৃষ্ণকে ডেকেছি, অমনি দেখতে পেলেম, হিমালয়শৃঙ্গে মহেশ্বরের জটারাশির মধ্যে কল্পারম্ভ হ'তে যে কলনাদিনী মহাশক্তি এতকাল পুঞ্জীকৃতা ছিল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই মহাশক্তি উথ্‌লে উঠল! কি এক জীবননাশী মহাবেগে সেই সমুদয় শক্তিস্রোত আমার হৃদয়-মধ্যে প্রবেশ করলে। এখন মা আমি ব্রহ্মাণ্ডনাশী মহাবলে বলীয়ান্‌। কোপদৃষ্টিতে যদি চাই, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হয়। এ শক্তি নিয়ে কার সর্ব্বনাশ করব মা? বল্‌ মা, এখনও বল্‌, পাণ্ডব-শিবিরে কে তোর আপনার আছে—এখনও বল্‌। নইলে এ শক্তিমুখে কেউ থাকবে না—গাণ্ডীবীর হাতের ধনু ভূমিতে লোটাবে। কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

উলূপী। বেশ হয়েছে! নিশ্চিন্ত হও বক্রবাহন! যদি বিশ্বসংহারে তোমার অভিলাষ আসে, তাও কৃষ্ণের ইচ্ছায়। পিতৃনাশের পাপ আর তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এখন যাও, প্রস্তুত হও। প্রাণ থাকতে গাণ্ডীবীকে দেশে ফিরতে দিও না। মণিপুরের মর্য্যাদা রক্ষা হ'ক। গাণ্ডীবীজয়ী ব'লে বিশ্বে তোমার গৌরবময় নামের উচ্চগীতি দেবগণে গান করুক। সুরতরঙ্গিণী তোমার মঙ্গলবিধান করুন।

চতুর্থ অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

রণক্ষেত্র।

অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। এ কি আশ্চর্য্য! এ বন্য-বালক, এ অদ্ভুত রণকৌশল কোথা শিক্ষা করলে? কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে এক দিন আমি এইরূপ লোমহর্ষণ যুদ্ধ দেখেছিলুম! যুদ্ধের দশম দিবসে, গঙ্গানন্দন যে সময় পাণ্ডব-বাহিনী ধ্বংস করবার অভিলাষে ত্রিলোকের লোকসমূহকে সন্ত্রস্ত ক'রে কোদণ্ডে বিষম টঙ্কার দিয়েছিলেন, যে বিষম যুদ্ধ দেখে বাসুদেব পর্য্যন্ত পাণ্ডবজয়ে হতাশ হয়েছিলেন, যে যুদ্ধে আত্মরক্ষা করবার জন্য শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে পিতামহকে নিরস্ত্র ক'রে আমি অধর্ম্ম সঞ্চয় ক'রেছিলুম, বহুকাল পরে এ বন্যদেশে এসে, সেই অদ্ভুত রণকৌশল দেখে আমি বিস্মিত, স্তম্ভিত! বালকের প্রতি কোদণ্ড-টঙ্কারে আমি পরশুরামবিজয়ী পিতামহের প্রয়োগ সংহার দেখতে পাচ্ছি। হর্ষে-বিষাদে প্রাণ আমার আকুল হয়ে উঠেছে! আমি ক্রমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়ছি। এক একবার পুত্রের বীরত্ব দেখে আমি আনন্দে অধীর, আবার মহারাজের অশ্ব-উদ্ধারে আপনাকে অশক্ত বোধে বিষাদে আমি অবসন্ন। কি করলুম? বিনীত পুত্র অশ্ব নিয়ে পাদবন্দনা করতে এল, কেন তারে সে সময়ে কোলে তুলে নিলুম না? এ আমি ক্ষত্রিয়ের অহঙ্কারে কি করলুম? মমতাও হারালুম, মর্য্যাদাও হারালুম! দেখ্‌ছি ধর্ম্মযুদ্ধে এ বালককে পরাস্ত করা আমার অসাধ্য। কিন্তু অধর্ম্মযুদ্ধে পুত্রবধ? ছি! ছি! আবার? একবার পিতামহকে সমরক্ষেত্রে পাতিত ক'রে আজও পর্য্যন্ত মর্ম্মের যাতনায় অস্থির হ'য়ে রয়েছি। বুঝি প্রায়শ্চিত্তের জন্য ভগবান্‌ আমাকে মণিপুরে প্রেরণ করেছেন। আসুক মৃত্যু—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণকে জয় করেছি—তাতেও আমি যে গৌরব অনুভব করি নি—আজ পুত্রের হস্তে নিধনে আমি তা হ'তে শতগুণ গৌরব লাভ করব।

(সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকি। এ ত যুদ্ধ নয়—এ যে প্রলয়ের পূর্ব্বলক্ষণ! কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে সংহারিণী প্রকৃতি যে সকল বীরকে উদরগত করতে অপারগ হয়েছিলেন, তাদেরই বিনাশ সাধনের জন্য ভারতের প্রান্তে—এই অন্ধকারময় অরণ্য দেশে—এই লোমহর্ষণ নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান! অন্ধকার, দিবা দ্বিপ্রহরে মেঘাচ্ছন্ন অমারজনীর অন্ধকার, এক জনও পথ চিনে ফিরতে পারছে না। সবাইকে দেখছি এই অজ্ঞাত স্থানে জীবন রেখে যেতে হবে।

অর্জ্জুন। এই যে সাত্যকি! অসংখ্য সৈন্য সঙ্গে দিলুম, তুমি একা ফিরছ কেন?

সাত্যকি। সৈন্য সব ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে! কে কোথায় গেছে, কার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, আমি কিছুই স্থির করতে পারছি না। বোধ হচ্ছে যেন দ্বিতীয় ভীষ্ম সমরে অবতীর্ণ।

অর্জ্জুন। তুমি ঠিক বুঝেছ—এ অনার্য্য রাজার রণকৌশল নয়। নিশ্চয় এ বালক পিতামহের কাছে যুদ্ধবিদ্যা শিখেছে, অথবা কোন ঋষির কৃপায় ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী। নাও, আজকের মত সমরে ক্ষান্ত দাও; বভ্রুবাহনকে বালক বোধে বৃষকেতুর হাতে যুদ্ধের ভার দিয়ে আমি ভুল করেছি, কাল আমি স্বয়ং এ যুদ্ধে সেনাপতিত্ব গ্রহণের অভিলাষ করি। তুমি বৃষকেতুকে ফিরিয়ে আন।

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। এই যে—এই যে, পিতা! শীঘ্র আসুন, বৃষকেতুকে রক্ষা করুন। তিনি সৈন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে, অন্ধকারে শত্রুর সম্মুখীন হয়েছেন—যুদ্ধ বেধেছে, তাঁকে রক্ষা করতে পশ্চাতে দ্বিতীয় বীর নেই!

অর্জ্জুন। শীঘ্র যাও সাত্যকি, তুমিই বৃষকেতুর পৃষ্ঠ রক্ষা কর।

সাত্যকি। অন্ধকারে কি ক'রে সন্ধান করব?

অর্জ্জুন। আমি অন্ধকার এখনি ভেদ ক'রে দিচ্ছি। চ'লে এস।

[সকলের প্রস্থান।

(অনন্তের প্রবেশ)

অনন্ত। ওই—ওই! দেখতে পেয়েছি, ওই আমার ইলাবন্ত চ'লে যাচ্ছে। বেঁচে আছে, এখনও বেঁচে আছে! কিন্তু এই সময় থেকে রক্ষা-কবচ তার অঙ্গে বেঁধে না দিলে বাঁচিয়ে রাখা ভার হবে। কিন্তু সমস্যা—নাতিকে বাঁচাব, না বুনোদের মান রাখব? বড় অগ্রাহ্য ক'রে পাণ্ডব আমাদের দেশে ঘোড়া ছেড়েছে। নাতিকে ঘোড়া ধরতে বললুম, নাতি আমার কথা রাখলে না। শেষে মেয়ে হ'তে বুনোদের মান বজায় হল, বভ্রুবাহনকে উত্তেজিত ক'রে সে ঘোড়া ধরালে। উঃ! ছোড়াটা কি লড়াইই করছে! এমন লড়াই আমি জন্মে দেখি? তাইত! বড়ই সমস্যাতে পড়লুম যে! এই মণি ইলাবন্তকে যদি দিই, তা হ'লে এখনি যুদ্ধ থেমে যায়—যদি না দিই, তা হ'লে এখনি নাতিটি ম'রে যায়। থাক্‌ দেব না—যে যার নিজের ক্ষমতায় যুদ্ধ করুক—কিন্তু মন বুঝছে না—উপায় থাকতে চোখের ওপর নাতিটে ম'রে যাবে? এ মণি নিয়ে যে বিষম বিপদে পড়লুম! কাজ নেই, প্রাণ কাঁপছে, ভয় হচ্ছে, যার মণি তাকেই আমি ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যাই।

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। এই যে বাবা দয়া ক'রে আমার মণি দাও।

অনন্ত। য়্যাঁ—তুই—মনে করতে না করতে নাগিনীর মত ফণা তুলে এসে উপস্থিত হয়েছিস্!

উলূপী। দাও বাবা—শীঘ্র দাও, আমি বিলম্ব করতে পারি না।

অনন্ত। নে, এ আপদ কাছে রেখে আমি জ্বালাতন হয়েছি, নে বেটী—তোর সামগ্রী তুই নে।

(লগনের প্রবেশ)

লগন। দেখতে পেয়েছি—দেখতে পেয়েছি—ওই—ওই দেখ মহারাজ তোমার নাতি আকাশ পানে চেয়ে কি যেন দেখছে, কাকে যেন কি বলছে।

অনন্ত। তাইত—তাইত—(মণি লুকাইয়া)

উলূপী। কই আবার রাখছ যে? দিলে না—দিলে না—মমতাই তোমার বড় হ'ল, দিলে না—দিলে না?

লগন। ওই মহারাজ! হাতজোড় করছে—

অনন্ত। য়্যাঁ—বলিস কি? হাতজোড়

রছে? তবে ত ইলাবস্ত বিপদে পড়েছে। ।রলুম না মা! এ মণি তোকে দিতে পারলুম না।

[অনন্ত ও লগনের প্রস্থান।

উলূপী। মা! মণি পেলুম না! স্বামীর ।পবিমোচনের বিলম্ব নাই, কিন্তু জীবন বুঝি তাঁর ।খতে পারলুম না! পিতার হৃদয়ে কর্ত্তব্য ও মতার দ্বন্দ্ব হচ্ছিল, মমতারই জয় হ'ল।

(বভ্রুবাহন ও বৃষকেতুর প্রবেশ)

বভ্রু। আর কেন বীর, ফিরে যাও। শিবিরে ।য়ে পাণ্ডবকে আসতে বল। তাকে গিয়ে বল, চামাদের মত শিশু ক'টিকে না পাঠিয়ে তিনি জিত হয়ে নিজে আসুন। তোমাদের সঙ্গে তুল খেলা খেলতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

বৃষ। আত্মীয় জেনে, এতক্ষণ দয়া ক'রে চামাকে জীবিত রেখেছি।

বভ্রু। অত দয়া করতে হবে না—শিবিরে ররে চাও—যা বললুম, তাই কর।

বৃষ। কাপুরুষ! যুদ্ধ কর—

বভ্রু। বীরবর! কার সঙ্গে যুদ্ধ করব? মি কে? তোমার অস্তিত্ব কোথায়? াবীর কর্ণ, নিজের মহত্ব রাখ্‌তে আত্মীয়তা গ্রাহ্য ক'রে পাণ্ডবের সঙ্গে আমরণ যুদ্ধ রেছিলেন। তুমি পিতৃশত্রুপদলেহী। পিতার মহৎ ম ডুবিয়ে দিতে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছ! মাকে কাপুরুষ বলতে তোমার লজ্জা করে না?

বৃষ। তুই অসভ্য, অনার্য্য—তুই আর্য্যের র্ত্তব্য বুঝবি কি?

বভ্রু। আর্য্যের কর্ত্তব্য যথেষ্ট বুঝেছি। নার্য্যের সংশ্রব আছে ব'লে এখনও তোমার ।ণ নিতে ইতস্ততঃ করছি। আমার এ ধর্ম্ম- ।। এ যুদ্ধে সমররঙ্গিণী বিশালাক্ষীর মন্দিরে ।মরা এক একটি বলি। তোমাকে হত্যা রছি নি কেন বুঝেছ? তোমার উচ্ছিষ্ট প্রাণে বীর পূজা হবে না! নইলে তোমার দেবতারও ন্য, দাতার শিরোমণি পিতা যথাসর্ব্বস্ব মহারাজ র্য্যোধনকে দান ক'রেও তোমাকে পরিত্যাগ 'রে গেছেন কেন? তিনি তোমার ভাই বৃষ- নকে বলি দিয়েছেন, আর দেবার কেউ নেই লে আত্মবলি দিয়েছেন। তুমি তাঁর চিরশত্রু তৃতীয়-পাণ্ডবের দাসত্ব করবে জেনেও ফেলে রেখে গেছেন। তোমাকে দেবতার দ্বারে উৎসর্গ করবার তাঁর উপায় ছিল না। কেন না তুমি উচ্ছিষ্ট।

বৃষ। তবে রে নরাধম!

বভ্রু। ক্রুদ্ধ হয়ো না, আগে কি বলি শোন। তোমার পিতা এক দিন তোমার দেহ স্বহস্তে অস্ত্র দিয়ে দ্বিখণ্ডিত ক'রে, এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ অতিথির ক্ষুধা নিবারণের জন্য অর্পণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণের কৃপায় তুমি প্রাণে ফিরেছ—কিন্তু তা ব'লে কর্ণনন্দন, তোমা হ'তে আর দেবতার পূজা হয় না। তাই বলি তুমি শিবিরে ফিরে যাও।

বৃষ। তোমার মাথা না নিয়ে আমি শিবিরে ফিরব মনে করেছ?

বভ্রু। তা হ'লে জোর ক'রে তোমাকে শিবিরে পাঠাতে হ'ল।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকি। ওই—ওই যুদ্ধ হচ্চে! ধন্য বৃষকেতু, ধন্য বৃষকেতু! না না! এ কি হ'ল? শরবলে স্থানচ্যুত হয়ে চক্ষের নিমিষে কর্ণনন্দন কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল! ধন্য বভ্রুবাহন! তোমার সঙ্গে শত্রুতা করতে এসেও তোমার বীরত্বের প্রশংসা না ক'রে আমি থাকতে পারছি না।

(বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

বভ্রু। এই যে আপনি আবার কোন্ বীর?

সাত্যকি। সে কথা পরে বলছি, আগে বল দেখি বালক, কার কাছে তুমি অস্ত্রবিদ্যা শিখেছ?

বভ্রু। মহাশয় কি তা হ'লে সেই ধরণের যুদ্ধ করবেন?

সাত্যকি। বালক! বেশী অহঙ্কার ক'র না। তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হয়েই আমি এ কথা বলছি।

বভ্রু। তা হ'লে ত পাণ্ডব-শিবির একখানি পশুশালা! বাক্যবীর আছেন, রোদনবীর আছেন, লম্ফবীর আছেন, বাকি ছিলেন কৃপাবীর, তিনিও দেখা দিলেন।

সাত্যকি। তোমার মত বালকের সঙ্গে যুদ্ধে অস্ত্র ধরতেই আমার মনে কষ্ট হচ্ছে।

বভ্রু। তা হ'লে আর কষ্ট করবার প্রয়োজন কি? অন্যান্য বীরের ন্যায় সুগঠিত চরণদ্বয়ের সাহায্য গ্রহণ করুন। অস্ত্র ধর্‌লে এই বালকের দুটো একটা বাণ খেলে আপনার দেহে কিঞ্চিৎ জ্বালা হবার সম্ভাবনা।

সাত্যকি। কার কাছে অস্ত্র শিখলে তা বল্‌বে না?

বভ্রু। কেন, তা হ'লে তার হাতে-পায়ে ধ'রে দু'টো একটা যুদ্ধকৌশল শিখে, আমাকে কি একেবারে শমন-সদনে প্রেরণ করবেন?

সাত্যকি। যা শেখা আছে, তাইতেই তোমাকে শমন-সদনে পাঠিয়ে দিতে পারি।

বভ্রু। পারেন? আপনাকে দেখে মনে করেছিলুম, আপনি কেবল কৃপার জোরে ভোজন-ক্রিয়া সুচারুরূপে নিষ্পন্ন কর্‌তে পারেন।

সাত্যকি। নরাধম! কেন মৃত্যুকে আহ্বান কর্‌ছিস?

বভ্রু। যেহেতু আপনাদের ন্যায় বীরগুলিকে দেখে আমার মনে বড়ই একটা ঘৃণার উদয় হচ্ছে। আমার বাণগুলোর কিছু মূল্য আছে—চোক রাঙ্গিয়ে যাদের দিকে চাইলে, যারা মাটীতে আছাড় খায়, আমার বাণ তাদের গায়ে নিক্ষেপ করবার জন্য নয়। ছি ছি! এই রকম বীর নিয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ! যত দিন আপনাদের দেখি নি, ততদিন যুদ্ধটার ওপর আমার একটা শ্রদ্ধা ছিল! নিরস্ত্রকে মার্‌তে পেয়ে যে কাপুরুষ পদাঘাত কর্‌তে পারে, সে আবার যুদ্ধের কি জানে?

সাত্যকি। গুরুপুত্র ব'লে এতক্ষণ তোকে কিছু বল্‌তে চাই নি। যখন গুরুনিন্দা, তখন আর তোর নিস্তার নেই।

(যুদ্ধ করিতে করিতে সাত্যকির হস্তের তরবারি পতন।)

বভ্রু। এখনও কি বীর যুদ্ধ কর্‌বার সাধ আছে?

সাত্যকি। বালক! আমার প্রাণবধ কর।

বভ্রু। সে কাজ কর্‌লে আপনার প্রার্থনার অপেক্ষা রাখ্‌তুম না। আপনাকে হত্যা কর্‌তে আমার মায়ের নিষেধ আছে। আপনি বাসুদেবের আত্মীয়, যে পবিত্র রক্ত যোগেশ্বরের ধমনীতে প্রবাহিত, তার অংশ আপনার দেহে বিদ্যমান।

সাত্যকি। ভাই, আমি বিশ্ববিজয়ী গুরু তৃতীয়-পাণ্ডবের কাছে অস্ত্র-শিক্ষা করেছি, তথাপি তোমার কাছে পরাস্ত হলুম। ভাই, জানতে পারি কি কে তোমার গুরু?

বভ্রু। যাঁকে আপনারা অধর্ম্মযুদ্ধে পাতিত করেছিলেন। আমি সেই ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, সত্যব্রত, ত্রিভুবন বিজয়ক্ষম ভীষ্মদেবের কাছে অস্ত্র-শিক্ষা করেছি।

সাত্যকি। এ যে অসম্ভব ভাই! আমি যে কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছি না!

বভ্রু। আপনি চণ্ডাল-তনয় একলব্যের অস্ত্র-শিক্ষার ইতিহাস যদি জানতেন, তা হ'লে অবিশ্বাস কর্‌তেন না। একলব্য যে ভাবে গুরু দ্রোণাচার্য্যকে বরণ ক'রে শিক্ষা-লাভ করেছিলেন, আমিও সেই ভাবে ধ্যানস্থ হ'য়ে এই আরণ্য-মণিপুরে ব'সে গঙ্গা-নন্দনের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করেছি।

সাত্যকি। গুরুপুত্র! গুরুতে আর তোমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। আমি তোমার কাছে পরাভূত হয়েও জয়যুক্ত হ'লুম।

[প্রস্থান।

(উলুপীর প্রবেশ।)

উলুপী। বভ্রুবাহন তোমার অপূর্ব্ব যুদ্ধ দেখে আমি পরম তৃপ্তিলাভ করেছি। দাঁড়িয়ো না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পাণ্ডব-সমীপে উপস্থিত হ'তে পারছ, ততক্ষণ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ো না।

বভ্রু। পথ নিষ্কণ্টক করেছি। সাত্যকি, বৃষকেতু প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে! তৃতীয়-পাণ্ডব ও আমাতে এখন কেবল জনহীন প্রান্তরের ব্যবধান।

উলুপী। না বালক, মধ্যে এখনও আর এক বীর অবস্থান কর্‌ছে, তাকে যতক্ষণ না পরাস্ত কর্‌তে পারছ, ততক্ষণ আপনাকে জয়যুক্ত মনে ক'র না।

বভ্রু। আবার বীর কে আছে?

উলুপী। অগ্রসর হও, তা হ'লেই জান্‌তে পারবে। কিন্তু সাবধান, সাত্যকি বৃষকেতুকে পরাস্ত ক'রে অহঙ্কারে, অগ্রাহ্য ক'রে তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র না! তা হ'লে তৃতীয়-পাণ্ডবের কাছে পৌঁছিতে পার্‌বে না—প্রতিজ্ঞা আর পূর্ণ হবে না!

বভ্রু। বুঝতে পেরেছি, আর বীর নাগরাজ-কুমার ইলাবন্ত। তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, এটা আমি মনেও করি নি।

উলূপী। পরীক্ষা না ক'রে কারও শক্তিকে, অবজ্ঞা ক'র না। জাহ্নবীকে স্মরণ ক'রে অগ্রসর হও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণক্ষেত্র (অপরাংশ)।

ইলাবন্ত।

ইলা। আমি মায়ের কথা রাখ্‌তে পারলুম না, রাখলে তার সপত্নীপুত্র। মায়ের আশীর্ব্বাদে ভাই আমার অজেয় হয়েছে। ভারত-যুদ্ধের বড় বড় বীর এক এক ক'রে পরাস্ত হ'য়ে পালিয়ে এল। বিশ্ববিজয়ী পিতাকে শেষে কি পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হ'ল? আমরা এত লোক থাকৃতে কেউ কি এ বিষম দৃশ্য নিবারণ কর্‌তে পারলুম না? বৃথাই পিতার পক্ষ অবলম্বন করলুম, বভ্রুবাহনকে পরাস্ত ক'রে, পিতা যুদ্ধে লিপ্ত হবার পূর্ব্বে, ঘোড়া ফিরাতে পারলুম না! ফেরাবার একমাত্র উপায় ছিল। ঋষি দয়া ক'রে আমাকে যে মণি দিয়েছিলেন, আজ যদি কোনও উপায়ে সেই মণিকে হাতে পেতুম, তা হ'লে এ যুদ্ধে অদৃষ্টের গতি ফিরিয়ে দিতে পারতুম। হাতে পেয়ে সে ধন হাতছাড়া করেছি, আর কি পাব? কোথায় মাতামহ! কে সন্ধান দেয়? জনার্দ্দন! পিতার সহায় হয়ে মণিপুরে এসেছি, কি ক'রে তাঁর গৌরব রক্ষা করি, ব'লে দাও? সন্তানের কাজ আমার অসম্পূর্ণ রেখ না। পিতাকে যাতে রক্ষা কর্‌তে পারি, তার উপায় বিধান কর।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ।)

অর্জ্জুন। কি বালক! এ নির্জ্জন প্রদেশে বিচরণ কর্‌ছ কেন?

ইলা। পিতা! বল্‌তে লজ্জিত হচ্ছি, আমাদের সমস্ত বীর পরাস্ত হয়ে রণস্থল ত্যাগ করেছে! বভ্রুবাহনের আক্রমণে বাধা দিতে আমি ভিন্ন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই।

অর্জ্জুন। তাই কি উলূপী-নন্দন প্রাণভয়ে আত্মগোপনে ব্যস্ত হয়েছ?

ইলা। প্রাণভয়ে নয় মহারাজ! আপনাকে রক্ষা কর্‌তে ব্যস্ত হয়েছি।

অর্জ্জুন। আপনাকে লুকিয়ে আমাকে রক্ষা কর্‌তে কি ব্যস্ততা দেখাচ্ছ আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

ইলা। আমি অন্যান্য ভারত-বীরের ন্যায় পলায়নে যুদ্ধের মীমাংসা কর্‌তে আসি নি। হয় যুদ্ধে জিতব, না হয় রণক্ষেত্রে দেহপাত কর্‌ব। আমার বিশ্বাস মহারাজের উপর নিয়তির বিষম আক্রমণ। যেন কোন বিষম অকর্ম্মের ফলভোগ কর্‌তে অভিশপ্ত জীবের ন্যায় নিয়তির টানে আপনি মণিপুরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে আমি লোকসঙ্গ ত্যাগ করেছি।

অর্জ্জুন। যুদ্ধে জয়ী হয়েছ?

ইলা। হয়েছি কি না হয়েছি, এখনও ঠিক বল্‌তে পার্‌ছি না।

অর্জ্জুন। বালক! এ রকম যুদ্ধ ক'রে তোমার আমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর, তোমার মায়ের কাছে যাও।

ইলা। মায়ের কাছে যাবার যদি অভিলাষ থাকৃত, তা হ'লে বহুপূর্ব্বে যেতে পার্‌তুম।

অর্জ্জুন। এখন দেখ্‌ছি, তোমার সেইটেই করা উচিত ছিল। তোমার পূর্ব্বের কার্য্য দেখে, তোমার উপরে আমার অনেকটা তুষ্টি হয়েছিল। আগে চ'লে গেলে তোমাকে এই দীন-মূর্ত্তিতে আমায় দেখ্‌তে হ'ত না।

ইলা। তা দেখুন—কিন্তু এই যুদ্ধে আপনাকে যদি কেউ রক্ষা কর্‌তে পারে ত সে আমি।

অর্জ্জুন। নরাধম! পূর্ব্ব হ'তেই তুমি আমার অমঙ্গল কামনা কর্‌ছ।

ইলা। আমি করি নি মহারাজ! অমঙ্গল আপনি নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন। বাসুদেব আপনার সঙ্গে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে বিজয়লাভ ক'রে, অহঙ্কারে আপনি তাঁর সকল আগ্রহ উপেক্ষা করেছেন। সে মহাযুদ্ধে যাঁর জন্য জয়, জেনে রাখুন মহারাজ, এ মণিপুরে সেই মহাপুরুষের অভাব।

(সারথির প্রবেশ)

সারথি। মহারাজ! প্রভাত হয়েছে—বিপক্ষের রণভেরী বেজে উঠ্‌ল।

অর্জ্জুন। রথ প্রস্তুত কর—আমিই আজ যুদ্ধের সেনাপতি।

ইলা। আমায় আজ যুদ্ধে যেতে আদেশ করুন। মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছি। পিতা! আপনিও আমাকে পরিত্যাগ কর্‌বেন না!

অর্জ্জুন। এ ভিক্ষার স্থান নয় ইলাবন্ত, পুরুষকার দেখাবার স্থান।

[অর্জ্জুন ও সারথির প্রস্থান।

ইলা। পিতা ক্রোধে মমতা বিসর্জ্জন দিলেন—আমি সন্তান, আমি মমতা ত্যাগ কর্‌ব কেন? এক স্থানের রাজত্ব পরিত্যাগ ক'রে, যখন অন্য স্থানের দাসত্ব গ্রহণ করেছি—মাতা মাতামহের স্নেহ হারিয়েছি, তখন আমার মানই বা কি অপমানই বা কি, লাভই বা কি অলাভই বা কি, সুখই বা কি দুঃখই বা কি?

(অনন্তের প্রবেশ)

অনন্ত। ইলাবন্ত!

ইলা। কেও নাগরাজ? কি ক'রে জান্‌লে নাগরাজ? আমার মনের কথা কি তোমার কর্ণ-কুহরে প্রনিধ্বনিত হয়েছে? দাদা! যে মহাআগ্রহে সেই অপূর্ব্ব সামগ্রী আমাকে দান কর্‌বার জন্য আমার কাছে ছুটে এসেছিলে, আজ আমি সেই মণি ভিক্ষা করি।

অনন্ত। চুপ!—গোল করিস্ নি! তাই তোকে দিতে এসেছি। নে লুকিয়ে গলায় পর্। দেখিস্, মা যেন না জান্তে পারে!

ইলা। দাদা, মণি চেয়েছি জান্‌লে কেমন করে? বড় আগ্রহে মণি ভিক্ষা করেছি, তোমায় কে সংবাদ দিলে নাগরাজ?

অনন্ত। চুপ!—আস্তে কথা ক'! মা যেন না জান্‌তে পারে! তোর সর্ব্বনাশী মা জান্‌লে সব কাজ পণ্ড হবে! তোকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে দেবে, মণি কেড়ে নেবে! পরিণাম মৃত্যু!—ইলাবন্ত! মৃত্যু!—মা পুত্রঘাতিনি! নাগবংশ ধ্বংস!

ইলা। আচ্ছা দাদা!

অনন্ত। আবার! সে কালনাগিনী মনের কথা শুন্‌তে পায়, চুপ কর্ না হতভাগা ছেলে! বভ্রুবাহনের জন্য তোর মা এই মণি আমার কাছে ভিক্ষা করেছে! মণি আমি তোর মাকে দিতে এসেছিলুম! মনে নেই বালক, তোর পিতার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে চাস্ নি ব'লে, সে দিন আমি তোকে কত তিরস্কার করেছি!

ইলা। মনে নেই? খুব মনে আছে। তাতে আমি তোমার ওপর যে বিরক্ত হয়েছিলুম—এমন বিরক্ত আমি তোমার ওপর কখন হই নি। মনে কর্‌লেম কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'রে কাতর হয়েছ, তোমাকে এক বাণে কৃষ্ণপ্রাপ্তি করিয়ে দি।

অনন্ত। বোঝ্—বোঝ্—ইলাবন্ত বোঝ্! সেই আমি নাগরাজ—সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে হরির চরণে আত্মসমর্পণ কর্‌তে জটা-চিরধারী নাগরাজ—আত্মপরে সমজ্ঞান নাগরাজ—মণি নিয়ে এলেম বভ্রুবাহনকে দিতে গেলেম, কিন্তু জাতীয় স্বভাবে বাধা দিলে! এতকালের হরিপূজা পণ্ড হ'ল, সর্ব্ব-ত্যাগ পণ্ড হ'ল, জটা-বাকল জলে গেল! বভ্রু-বাহনকে মণি দিতে গেলেম, পথ ভুলে তোর এখানে এলেম! এই দেখ্ ইলাবন্ত! সেই সঞ্জীবন মণি তোর গলায় পরালেম। ঢেকে ফেল—ঢেকে ফেল্! দেবতা না দেখ্‌তে পায়—তোর মা না দেখ্‌তে পায়, বর্ম্মের আবরণে এখনি ঢেকে ফেল্।

ইলা। তুমি কি দাও, ভগবান্ দেয়। তুমি কেন লজ্জিত হচ্ছ? কার আশঙ্কা কর্‌ছ? মণি দিয়ে আবার ঠাকুরের পায়ে আশ্রয় নাও এ কথা ভুলে যাও।

অনন্ত। দেখ্ ইলাবন্ত! তোর মা সতৃষ্ণনয়নে এই মণির পানে চেয়েছিল!

ইলা। বেটীর চোখ গেলে দিতে পার নি!

অনন্ত। ওই! ওই! এই দেখ বালক এই মণি সেই উজ্জ্বল চক্ষুর প্রতিবিম্ব! এখনও চেয়ে আছে—এখনও চেয়ে আছে! লুকিয়ে ফেল! কি তীব্র দৃষ্টি—কি হৃদয়ভেদিনী স্পৃহা—কি মর্ম্মঘাতী কুটিল কটাক্ষ! ইলাবন্ত—ইলাবন্ত! (প্রস্থানোদ্যোগ)

ইলা। আর কেন? মণি দিয়েছ, চ'লে যাও। পেছনে চাচ্ছ কেন? আমার মণি আমি নিলেম, ভয় কি নাগরাজ? এত কাতর কেন? যাও, চ'লে যাও, চ'লে যাও।

অনন্ত। (ফিরিয়া) ভাই, আর একবার দে।

ইলা। সেটা এখন আর নয় দাদা, যুদ্ধের পর নিতে হয় নিয়ো, না হয় জলে ফেলে দিয়ো।

অনন্ত। দে ভাই—আর একবার দে!—ফিরিয়ে দে।

ইলা। সাবধান নাগরাজ! আর এক পদও অগ্রসর হয়ো না। এ মণি আর দেব না। পেয়েছি—যা চেয়েছিলুম এতক্ষণে পেয়েছি। আত্মহারা বিপন্ন পিতাকে রক্ষা করতে এ ভিন্ন অস্ত্র আর নাই।

পঞ্চম অঙ্ক

—:·:—

প্রথম দৃশ্য

রণস্থল।

সৈনিক।

সৈনিক। সর্ব্বনাশ হ'ল! এ কি বিষম বিপদ আমাদের অদৃষ্টকে আচ্ছন্ন করলে কেউ এ বালককে হারাতে পারছে না! বৃষকেতু, সাত্যকি পরাস্ত হ'য়ে ফিরে এল। সমুদয় সৈন্য ছত্রভঙ্গ হ'য়ে নিজ নিজ প্রাণভয়ে ব্যতিব্যস্ত! বিশ্ববিজয়ী তৃতীয়-পাণ্ডব পর্য্যন্ত বালকের গতিরোধ করতে পারছেন না। গাণ্ডীবীর সমস্ত রণকৌশল সমস্ত বাণ-সন্ধান ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে! নিজে বালকের বাণে ক্ষত-বিক্ষত দেহ, সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা, কিন্তু বালকের অঙ্গ এখনও পর্য্যন্ত অক্ষত। তাইত! তাইত!—তৃতীয় পাণ্ডব যে ক্রমে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছেন! এ কি হ'ল? এ কি হ'ল? সব্যসাচী অবশ হয়ে রথোপরি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন? বিপদভঞ্জন! রক্ষা কর! রক্ষা কর! সারথি! রথ ফেরাও—রথ ফেরাও।

[প্রস্থান।

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। ভয় নাই—রথ ফিরিও না। আমি শত্রুর গতিরোধ করছি। গাণ্ডীবীকে জীয়ন্ত সমরক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে তাঁর বিজয় নামে কলঙ্ক-অর্পণ ক'র না। রথ রাখ, রথ রাখ।

[প্রস্থান।

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। মূর্চ্ছিত কি মৃত কিছু বুঝতে পারলাম না। সে বিষম ক্ষণের আর বড় বিলম্ব নাই। প্রাণ কাঁপছে, কিন্তু কি করি, উপায় নেই। পাপিনী নাগিনী—বিধাতা বেছে বেছে আমাকেই স্বামি-ঘাতিনী করবার জন্য প্রেরণ করেছেন। ভাগ্যবতী আমার অন্যান্য সতিনী, স্বামীর শুধু ধর্ম্মপথের সঙ্গিনী। আর আমি? বলতে পারি না! অনেক দূর এগিয়েছি, এখন ফেরা না ফেরা আমার সমান! পুত্র আমার উত্তেজনায় পিতৃদ্রোহী। হৃদয়! যে স্থিরতায় এত দূর অগ্রসর হয়েছ, পথের শেষে এসে স্থিরতা হারিও না। ওই বভ্রু-বাহন আসছে, বুঝি কার্য্য নিষ্পন্ন ক'রে আসছে। না না! বালকের মুখে ও কিসের চিহ্ন? আনন্দের উল্লাস, না বিষাদের অবসাদ?

(বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

কার্য্য নিষ্পন্ন বভ্রুবাহন?

বভ্রু। না মা! পারলুম না!

উলূপী। সে কি? এমন সুন্দর অবকাশ ছেড়ে দিলে?

বভ্রু। পথে বাধা পড়ল—বিষম বাধা! ঠেলতে পারলুম না।

উলূপী। আবার বাধা কি?

বভ্রু। এই যে বললুম মা বিষম বাধা! পিতার রথকে আয়ত্ত করতে ছুটেছিলুম। পথে আমার ভাই নাগরাজকুমার ইলাবন্ত বাধা দিলে।

উলূপী। পর্ব্বতে তোমার গতিরোধ করতে পারলে না, একটা বল্মীকপিণ্ডে বাধা দিলে?

বভ্রু। সে দিন শিবিরে লজ্জায় আমি মাথা তুলতে পারি নি, সেই জন্য কারও মুখ দেখি নি! আজ ভাইকে প্রথম দেখলুম। কিন্তু কি দেখলুম মা! সেই ক্ষুদ্র বালকের মুখে, তোমার মুখের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি! দেখে হৃদয় কেঁপে উঠল—হাত অবশ হ'ল।

উলূপী। মায়া—মায়া—মায়া রাক্ষসী তোমার সম্মুখে আবরণ ফেলেছে। মায়া ভেদ ক'রে সে বালককে এখনি হত্যা কর। কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হ'য়ে ফিরে এস না।

বভ্রু। কি ক'রে মা হত্যা করি? একবার

ভাই ব'লে সম্বোধন ক'রেই সে আমার সমস্ত শক্তি অপহরণ করেছে! এমন সোনার ভাই, এমন অমিয়মাখা কথা, এমন স্নেহভরা হৃদয়, এমন চাঁদের সুধাভরা রূপ—কি করি মা—উপদেশ দাও।

উলূপী। মায়ের কলঙ্ক-কথা স্মরণ কর। আর বুঝে দেখ, তুমিই তার সাক্ষী। যদি না অগ্রসর হও, তা হ'লে জেনে রেখ, আমিও তোমার মা'কে কলঙ্কিনী নামে অভিহিত করব। বুঝ্ব তৃতীয় পাণ্ডব তোমাকে পদাঘাত ক'রে কর্ত্তব্যকার্য্যই করেছেন।

বভ্রু। তবে আর একবার পদধূলি দাও! ঠিক বলেছ, পিতাকেই যখন হত্যা কর্‌তে চ'লেছি, তখন ভাই কে?

[বভ্রুবাহনের প্রস্থান।

উলূপী। সাবধান! যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে ভ্রাতৃ-স্নেহে যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক অসাবধান হও, সেফালি-পুষ্পের মত মৃদুমন্দ সমীর স্পর্শে যদি আপনা আপনি তোমার মস্তক দেহবৃক্ষ থেকে ঝ'রে পড়ে, তা হ'লে তোমার পিতৃহত্যার পাতক হবে। যাও বভ্রুবাহন, জয়ী হও। তোমার মমতামাখা দৃষ্টি থেকে আমার প্রাণের ইলাবন্ত আত্মগোপন কর্‌তে পারে নি। তুমি ঠিক বুঝে সন্তানের মুখে মায়ের মুখের ছবি দেখে ছুটে এসেছিলে! কিন্তু আমি পিশাচী—তোমাকে বুঝেও বুঝ্‌তে দিলুম না। যাক্—আর আমি এগুতে পারলুম না। উঃ! এই-খান থেকেই পুত্রের মুদ্রিত আঁখি-পলক আমি দেখতে পাচ্ছি—চোক বুজি তবু যে দেখতে পাচ্ছি - অন্ধকার—প্রলয়ের অন্ধকার থেকে আমার ইলাবন্তের ওই উজ্জ্বল মূর্ত্তি ভেসে উঠেছে। আর নয়—আর নয়! [প্রস্থান।

(অনন্তের প্রবেশ)

অনন্ত। ওই লড়াই বেধে গেছে—বাণে-বাণে আকাশ ছেয়ে গেছে! বাণের ওপর বাণ! এ সময় লগনা বেটা কোথায় গেল? এমন লড়াইটা দেখতে পেলে না!—বা—বা! কি লড়াই! ও কি হ'ল? হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধ হ'ল কেন? ওই যে বভ্রু-বাহন টল্‌ছে! ওই যে চ'লে পড়ছে! ওই ইলা-বন্ত ফির্‌ছে! বস্ কাজ শেষ! লগন! জল জল!

[প্রস্থান।

(বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

বভ্রু। মা—মা! কোথা মা?

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। কি হ'ল বভ্রুবাহন? কি কর্‌লি বভ্রুবাহন? তাই ত! [illegible]বিক্ষত রুধিরাপ্লুত-কলেবর, এ কি দেখি বভ্রুবাহন?

বভ্রু। আর দেখবি কি [illegible] আমার আসন্ন সময় মা! আমায় কোল দে।

উলূপী। এ কি বলছিস্! এ যে অসম্ভব কথা বাপ আমার!

বভ্রু। কই মা, চরণ দে! সাধ্বী সতী আমার মা। এ তুচ্ছ জীবনের সাক্ষে মায়ের কলঙ্ক গাইব কেন? চরণ দে—এই উপাধানে মাথা রেখে, এই চরণধূলি-পূত পুণ্যতীর্থে এ জন্মের মতন নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাই মা! আমি পিতার অযোগ্য সন্তান।

উলূপী। হিমালয় হ'তে অজস্রধারে নির্ঝরিত শক্তি কোথায় ফেল্‌লি বভ্রুবাহন? কাল চক্রের নিমিষে অসংখ্য পাণ্ডবসেনা বিদলিত ক'রে দেবতার পুষ্পাঞ্জলি লাভ করলি! আজ একটা অতি তুচ্ছ বালকের সঙ্গে সংগ্রামে এ কি কর্‌লি বভ্রুবাহন? জাহ্নবীদত্ত শক্তি কোথায় রেখে এলি?

(জাহ্নবীর প্রবেশ)

জাহ্নবী। সাগরে টেনে নিলে—স্রোতস্বিনী অচল হ'ল—কোন্ এক মহাশক্তিতে [illegible]য়ে গেল!

উলূপী। এ কি নিদারুণ [illegible] বল্‌লি মা জাহ্নবী?

জাহ্নবী। অদৃশ্যভাবে অবস্থান ক'রে, বরা-বর বভ্রুবাহনের সহায়তা করেছি। যে শক্তির প্রভাবে দেবহস্তী প্রচণ্ড ঐরাবতকে আমি সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করেছিলুম, সেই শক্তি আমি বভ্রুবাহনের হৃদয়ে সঞ্চিত ক'রেও বালক ইলাবন্তকে এক পাও হটাতে পারি নি।

উলূপী। বুঝেছি মা! এ বালককে রক্ষা কর।

জাহ্নবী। রক্ষা-কবচ স্বরূপ বালককে ঘেরে আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

[উলূপীর প্রস্থান।

জাগো বসুমতী, জাগ লো প্রকৃতি, জাগো রবি, জাগো সমীরণ! জাগো রে ওষধি, জাগো

অম্বুনিধি, জাগো জাগো বিশ্বের জীবন। বভ্রু-বাহন! বভ্রুবাহন! জাগো।

[প্রস্থান।

বভ্রু। তাই ত! রণস্থল ছেড়ে আমি এখানে কেন? ওই দূরে ইলাবন্তের রথ, পশ্চাতে গাণ্ডী-বীর শ্বেতাশ্ব। দম্ভের সহিত তারা যেন আমাকে সমরে আহ্বান করছে। জাহ্নবি! যদি আজ মায়ের কলঙ্ক মোচন করতে পারি, তবেই ফিরব, নইলে সংগ্রামে আমার শেষ অভিযান।

(অনন্তের প্রবেশ)

অনন্ত। মরেছে, এতক্ষণ ঠিক মরেছে—বেটীর কোলে মাথা রেখে নির্ঘাত মরেছে। বভ্রু-বাহন, বভ্রুবাহন—বেটীর হ'ল বভ্রুবাহন! পরের ছেলে আপনার হ'ল, আপনার হ'ল পর! এই বারে কেমন ক'রে পুত্রহত্যা কর্‌বি কর্! উঃ! বেটী ধর্ম্ম-কর্ম্ম করতে এসেছে! স্বামী মেরে, পুত্র মেরে বেটীর ধর্ম্ম! ধর্ম্ম এতকাল ধ'রে ক'রে এলুম, চুল পেকে গেল, মর্‌তে চল্‌লুম, ধর্ম্ম আমি শিখ্‌লুম না, বেটী আমাকে ধর্ম্ম শেখাতে এসেছে! তোর ধর্ম্মের মুখে আগুন, তোর—না না আর বেশী কাজ নেই, বেটীর এইতেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। বভ্রু-বাহন মরেছে। আমি নাগরাজ—আমার বিশাল রাজ্য—সে রাজ্যে আলো দিতে সবে একটি শিবরাত্তিরের শল্‌তে ইলাবন্ত! তাকে মার্‌বে? যাক্—কার্য্য শেষ—

(লগনের প্রবেশ)

লগন। নাও জল খাও।

অনন্ত। আর খেতে হবে না, পিপাসা মিটেছে।

লগন। দেখ, ফের ফরমাস করলে আমি আনতে পারব না—বহু কষ্টে অনেক দূর থেকে জল এনেছি।

অনন্ত। আমি খাব না, একটু দে চোখে-মুখে দিই।

লগন। তা হ'লে ফেলে দিই?

অনন্ত। ছেলেটির অসাধারণ শক্তি, কেমন না?

লগন। তা আবার বলতে! নাও, চোকে জল দাও।

অনন্ত। কার কথা বল্‌ছিস?

লগন। তুমি বল্‌ছ কার কথা? নাও একটু কুলকুচো কর্।

অনন্ত। তুই বেটা বলছিস কার কথা?

লগন। তুমি যার বলছ, আমিও বলছি তার কথা। নাও একটু দাড়িটে ভিজিয়ে নাও।

অনন্ত। আমি বলছি আজকের লড়াইয়ের কথা।

লগন। লড়াই! কার সঙ্গে?

অনন্ত। সে কি রে বেটা, কার সঙ্গে কি?

লগন। কার সঙ্গে না ত কি। আপনা আপনি গুল পাকিয়ে আকাশের গায়ে কি তাল ঠোকাঠুকি হয়? একটা লোক চাই ত।

অনন্ত। সে কি রে?

লগন। তা হ'লে তুমি বল কি?

অনন্ত। ওরে বেটা একচোখো বল্‌লি কি?

লগন। দেখ, একচোখো একচোখো ক'র না—জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে "ওরে বেটা একচোখো, ওরে বেটা একচোখো"!

অনন্ত। এত বড় লড়াই হ'ল দেখতে পেলি নি!

লগন। কোথায় লড়াই তা দেখব।

অনন্ত। তবে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলি কি?

লগন। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুসি পাকাচ্ছিলে, এমনি ক'রে গা মোচড়াচ্ছিলে, মুখভঙ্গী করছিলে, তাই দেখছিলুম।

অনন্ত। আর কিছু দেখিস্ নি?

লগন। আর দেখেছি—উলূপী-মায়ের ছেলে ধনুর্ব্বাণ হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

অনন্ত। আর ও দিকে?

লগন। ওদিকেও দেখি না উলূপী মায়ের ছেলে ধনুর্ব্বাণ হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

অনন্ত। সে কি রে?

লগন। বুঝতে পার্‌লে না নাগরাজ! আকাশে প্রতিবিম্ব। পাহাড়ে আকাশ আর্‌সী হয়েছে, তাইতে উলূপী মায়ের সোনার পুতুলের ছবি পড়েছে। তবে কোন্‌টা মূর্ত্তি, আর কোন্‌টা ছবি, তা ঠাওর করতে পারলুম না।

অনন্ত। দূর বেটা কাণা—এ দিকে যে ছিল সে আমার ইলাবন্ত, আর ওদিকে মণি-পুররাজ-কুমার বভ্রুবাহন।

লগন। এ কি, কাণা ব'লে রহস্য করছ মহারাজ, না সত্য বলছ? যদি রহস্য না হয়, তা হ'লে ভগবানের কাছে এই কামনা করি, যেন জন্ম-জন্মান্তরে আমার মত কাণা হও। আর আমি যেন এই একচক্ষু হ'য়েই জন্ম জন্ম এখানে আসি। দুই চক্ষু নিয়ে ভ্রমে পড়ার চেয়ে কাণা হওয়া ভাল। মহারাজ! আর আমায় কাণা বললে রাগ করব না! আমি এ দিকে দেখি ইলাবন্ত—সেই সোনার বর্ণ, সেই হাসিভরা চাঁদমুখ, আবার ওদিকে দেখি, সেই ইলাবন্ত—সেই সোনার বর্ণ—সেই হাসিভরা চাঁদমুখ!

অনন্ত। সে কি রে? সে কি বললি?

লগন। কি মহারাজ! দুই চক্ষে দুই রকম দেখেছ নাকি?

অনন্ত। তাই ত দেখেছি।

লগন। চক্ষু তোমার বিশ্বাসঘাতক। কাছে গিয়ে কোলে ক'রে কেন দেখলে না?

অনন্ত। ইলাবন্ত বভ্রুবাহন—বভ্রুবাহন ইলাবন্ত! এ কি বললি বাপ লগন?

লগন। মহারাজ! তার একটাকে দৌহিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে ক'রে মেরে ফেলেছ নাকি?

অনন্ত। অ্যাঁ তাই ত—কি করলুম!

লগন। ছায়া মারলে, না কায়া মারলে?

অনন্ত। অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ।

[বেগে প্রস্থান।

লগন। কি করলে বুড়ো ভিমরতি নাগরাজ! বংশলোপ করলে! ছায়া মারলে না কায়া মারলে?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমরক্ষেত্রের অপরাংশ।

ইলাবন্ত।

ইলা। কি করলুম—একটা পাশবিক কাজ করতে দৈববলের আশ্রয় গ্রহণ করলুম! মণি বুকে রেখে ভাইকে মারলুম! মহাবলে সেই সব ভীষণ বাণ আমার কোমল বক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভগ্ন হ'ল, আর আমার এই দুর্ব্বল করনিক্ষিপ্ত শরে সেই মহাবীরের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হ'ল! গুরু সহায় হও—বাসুদেব সুমতি দাও—মন স্থির কর, ভাইকে আমার রক্ষা কর।

(উলূপীর প্রবেশ)

এই যে মা! মা! মায়াময়ী জগদ্ধাত্রীরূপিণী ছিলি, এ সংহার মূর্ত্তি কেন মা? বনের পশুপাখী তোকে দেখে ছুটে আসতো, আজ আমি পর্য্যন্ত তোকে দেখে ভয় পাচ্ছি কেন মা?

উলূপী। ইলাবন্ত!

ইলা। (প্রণাম) কেন মা!

উলূপী। (নতজানু) নাগরাজকুমার!

ইলা। এ কি মা, এ কি মা!—ঠাকুর, যেমন পাপ, তার তেমনি প্রায়শ্চিত্ত। মা মা! বজ্রজন্তুবধ করতে গিয়ে যে উৎকোচ নিয়ে ফিরে এসেছিলুম, এতদিনে তার ফল ফলেছে। শ্রীকৃষ্ণের বিচারালয়—সেখানে সূক্ষ্ম বিচার—স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আজ পুত্রের কাছে নতজানু। ওঠ মা, বল মা, কি জন্য এ অধম সন্তানের কাছে এসেছ?

উলূপী। ইলাবন্ত! মণি ভিক্ষা চাই।

ইলা। (মণি বাহির করিয়া উলূপীর চরণ-সমীপে রক্ষা ও উলূপীর মণিগ্রহণ) যাও, এখনও সূর্য্য অস্তমিত হয় নি, মণিপুররাজকে সংবাদ দাও, আমার যুদ্ধের তৃষ্ণা এখনও নিবারিত হয় নি।

[প্রস্থান।

উলূপী। নারায়ণ! জন্ম জন্ম যদি এমন পুত্র দাও, তা হ'লে স্বর্গকামনায় আর তোমাকে জ্বালাতন করি না।

[প্রস্থান।

(জাহ্নবীর প্রবেশ)

জাহ্নবী। স্তম্ভিত আকাশ প্রেতের নিবাস
এস মৃত্যু কাল-মেঘ শিরে।
সংহারী ত্রিশূল জীবনের মূল
ছিন্ন ভিন্ন কর একেবারে।
ঘুমাও মেদিনী ঘুমাও অচল
ঘুমাইবে নর নারায়ণ।
ত্রিলোক কাঁপিবে গ্রন্থী খুলে যাবে
নিভে যাবে প্রচণ্ড তপন।

[প্রস্থান।

(বভ্রুবাহন ও উলুপীর প্রবেশ)

উলুপী। ওই দুর্দ্দান্ত শত্রু সম্মুখে মহাদর্পে বিচরণ করছে। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে কার্য্য শেষ কর।

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। এই যে মণিপুর-রাজকুমার! এখনও আছ?

বভ্রু। তোমাকে যতক্ষণ না রণক্ষেত্রে শায়িত করতে পারছি, ততক্ষণ থাকতে হচ্ছে বইকি।

ইলা। আমি মনে করলুম বুঝি দন্তে তৃণ ক'রে ঘোড়া ফিরিয়ে আনতে রণস্থল ত্যাগ করেছিলে।

উলুপী। বৃথা বাক্যে সময় নষ্ট কেন বালক? তোমার জীবন শেষ ক'রে আবার তোমার পিতাকে তোমার পাশে শয়ন করাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ইলাবন্ত ও বভ্রুবাহনের যুদ্ধ)

(উলুপীর চক্ষে হস্তাবরণ)

ইলা। ভাই, আর নয়, বাণ সংহার কর! তোমার কার্য্য শেষ হয়েছে। হৃদয় আমার বিদ্ধ। মৃত্যুর পূর্ব্বে অনুরোধ—সাগ্রহ অনুরোধ—ওই দূরে চক্ষে হস্তাবরণ দিয়ে, আমার মহাগুরু মায়াময়ী গর্ভভারিণী মাকে সান্ত্বনা কর।

বভ্রু। (উলুপীর সমীপে যাইয়া) রাক্ষসি! পিশাচি! কালনাগিনি! নাগিনীর আচরণ? নিজের সন্তানকে ভক্ষণ করলি?

উলুপী। কাজ শেষ করেছ? বেশ করেছ। —চল—অগ্রসর হও—মায়ের তিরস্কারে সময় নষ্ট ক'র না, শক্তির অপচয় ক'র না। এখনও প্রবল শত্রু বেঁচে আছে। শীঘ্র যাও, স্পর্দ্ধা ক'রে পিতাকে সমরে আহ্বান কর। পথ নিষ্কণ্টক। বিলম্ব করলে ওই বীরের দেহশোণিতে সহস্র কণ্টকের সৃষ্টি হবে। চ'লে যাও, চ'লে যাও।

বভ্রু। স্বামীর উপর তোর এ কি বিষম আক্রোশ মা? তাঁর পরাভবের জন্য এত উপায় উদ্ভাবন করলি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চক্ষের উপর পুত্রের মৃত্যু দেখলি!

উলুপী। যা পুত্র, শীঘ্র যা—আমার মর্য্যাদা রক্ষা কর্। তোর জননীতে আর আমাতে ভেদজ্ঞান করিস্ নি। সতী সাধ্বী সতিনীর অপমান—সে অপমান আমার। শীঘ্র যা, আমার অপমানের শোধ নে। (বভ্রুবাহনকে ব্যগ্রভাবে ধরিয়া) তুই আমার ইলাবন্ত—আমার মাতৃবৎসল সন্তান—আদরের নিধি—স্বর্গের সোপান—পিতার নরকদ্বারে সদাজাগ্রত সশস্ত্র প্রহরী। এই দেখ্ বালক—চোখ দেখ্—কি তীব্র—কি নীরস? আমার নয়নের আলো! শোকার্ত্ত হয়ে মাকে চক্ষুজলে অন্ধ ক'র না! তোর গতি লক্ষ্য হবে না—পথ চিনতে পারব না।

বভ্রু। ক্ষমা কর মা, ক্ষমা কর। এই আমি শোক ছিঁড়ে ফেল্লুম। এই স্থির হৃদয়ে পিতৃনাশ উদ্দেশ্যে চল্লুম—স্বয়ং গুরুদেব এলেও আর আমাকে পথ থেকে ফেরাতে পারবে না।

[প্রস্থান।

উলুপী। কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার জয় হোক বভ্রুবাহন! না, ভ্রাতৃশোকে এ জ্ঞানশূন্য বালককে বিশ্বাস নেই। এখনি আবার হয় ত ভাইকে দেখতে ছুটে আস্‌বে। শুধু আমার নিষ্ঠুরতার আবরণে, বালকের মহত্ত্বকে ক্রিয়াহীন রেখেছি। আর কি পারব? আর কি আমার শক্তি আছে? পুত্রবিয়োগ কি দারুণ আঘাত! এ হৃদয় কি এত বলবান! কই? না—বলবান ত নয়! তবে কাঁপে কেন? কই—না—বড় দুর্ব্বল! ইলাবন্ত! ইলাবন্ত! না—না মাতৃবৎসল মায়ের আদেশ পালন করতে, মরণের রাজ্য থেকে ফিরে আস্‌বে—'কেন মা' ব'লে উত্তর দেবে। তবে আয় ইলাবন্ত। কেউ আর তোকে না দেখতে পায়, তাই অন্ধকারে তোরে জন্মের মতন লুকিয়ে রাখি।

[ইলাবন্তকে স্কন্ধে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রণস্থলের অপরাংশ।

অনন্ত ও লগন।

অনন্ত। সোনার রক্তে মাটী ভিজেছে—ওরে লগন! খুঁজে দেখ্—কোথায় আমার ইলাবন্ত, খুঁজে দেখ।

লগন। প্রকাণ্ড মাঠে প্রকাণ্ড লড়াই। কোথায় কে প'ড়ে আছে, কি ক'রে খুঁজবো ?—ওই — ওই বুঝি মহারাজ, তোমার ইলাবস্ত।

অনন্ত। বুঝি কেন রে কাণা বেটা, ওই যে—ঠিক ওই যে—আয় ভাই, কাছে আয়। (বভ্রুবাহনের প্রবেশ) তুই আমার ইলাবস্ত না বভ্রুবাহন ?

বভ্রু। কে-ও মাতামহ ? (প্রণাম)

অনন্ত। চল্ ভাই ইলাবস্ত, আমরা দেশে যাই। তোর অদর্শনে নাগরাজ্য অন্ধকার। লগন—লগন—দেখ্—দেখ্। ভাই আমার কাঁদছে। আমায় পাগল মনে ক'রে কাঁদছে !

লগন। (বভ্রুবাহনের অঙ্গে হস্ত দিয়া) মহারাজ! মহারাজ!

অনন্ত। কি হ'ল—কি হ'ল ?

লগন। কই ত কিছু বুঝতে পারলুম না।

অনন্ত। সে কি ?

লগন। মহারাজ! এ বুঝি ছায়া!

অনন্ত। সে কি ? (বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন) এই যে আমার হৃদয় জুড়ুলো! এমন শীতল, এমন কোমল, ঠিক যেন ননীর পুতুল। এ আমার ইলাবস্ত। চুপ ক'রে কেন ভাই—কথা ক'না ইলাবস্ত ?

বভ্রু। দাদা! আপনাকে বলতে আমার রসনা অবশ হচ্ছে। আমি ইলাবস্ত নই—বভ্রুবাহন।

লগন। ছায়া—ছায়া।

অনন্ত। যাঁ্যা! তা হ'লে কি করলুম? ইলাবস্ত! ইলাবস্ত!

লগন। আর ইলাবস্ত! অন্ধ নাগরাজ—যা ভয় করলুম তাই করলে! ছায়া রেখে কায়া মারলে!

অনন্ত। (হাস্য) হাঃ হাঃ —ওই—ওই—

লগন। কই মহারাজ!

অনন্ত। ওই! আকাশে—অনিলে—সলিলে—অচলে—ওই—ওই ইলাবস্ত!

[অনন্তের বেগে প্রস্থান।

লগন। মহারাজ! মহারাজ! অমন পাগলের মত ছুটো না—প'ড়ে যাবে—ম'রে যাবে।

বভ্রু। কি অভাগ্যের জন্মই গ্রহণ করেছিলুম! দৌহিত্রের শোকে বৃদ্ধ নাগরাজ পাগল হয়ে ছুটে গেল! যে ভাবে ছুটেছে, বুঝি আর ফিরছে না।

(জাহ্নবীর প্রবেশ)

জাহ্নবী। এই যে এই যে! পাগলকে কি দেখে বেড়াচ্ছ ? কার পানে চাচ্ছ ? এখন আর অন্যের দুঃখ দেখবার সময় নেই। ওই দেখ তৃতীয় পাণ্ডব দ্বৈরথযুদ্ধে তোমার সঙ্গে যুঝতে তোমার পানে অগ্রসর হচ্ছেন। এখন অন্যের চিন্তায় মগ্ন হ'লে, এক মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক হ'লে তাঁকে পরাস্ত করতে পারবে না। সামান্য ত্রুটিতে প্রাণ হারাতে হবে—প্রতিজ্ঞা অপূর্ণ থাকবে। মনে রেখ, ত্রিলোকের দেব-দানব যক্ষ-গন্ধর্ব্ব পরাস্ত হয়ে যার কাছে মাথা হেঁট করেছে, সেই বিশ্ববিজয়ী তোমার সম্মুখীন। এই নাও—শেষ অস্ত্র—যখন কিছুতে তাকে সমরশায়ী করতে পারবে না—তখন এই অস্ত্র প্রয়োগ ক'র। প্রস্তুত হও—প্রস্তুত হও।

[প্রস্থান।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। এই যে! বালক! তোমার বীরত্বের প্রশংসা করি।

বভ্রু। আমিও আপনার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রশংসা করি। নিজের অভিমান বজায় রাখতে অনেকগুলো নিরীহ প্রাণী সংহার করলেন। শুনলুম, হস্তিনায় আপনারা আজকাল কতকগুলো বিধবা নিয়ে রাজত্ব করেন। বিধবার ওপর আধিপত্য ক'রে পাণ্ডবের কি এত লোভ বেড়ে গেছে, তাই আরও কতকগুলো রমণীকে স্বামিহীনা করতে, তাদের মণিপুরে এনে উপস্থিত করেছেন ?

অর্জ্জুন। বাক্যব্যয় কেন বালক, অস্ত্র ধর্।

বভ্রু। মনে করেছিলেন কি মণিপুরের প্রান্তরে শয়ন করলে, তাদের রমণীগণের করুণ চীৎকার তাদের সুখ নিদ্রায় ব্যাঘাত দিতে পারবে না ?

অর্জ্জুন। কাপুরুষ! বাক্য রেখে অস্ত্র ধর।

বভ্রু। অস্ত্র ধরতে যদি তৃতীয় পাণ্ডবের এতই উৎসাহ, তা হ'লে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকগুলোকে যুদ্ধে প্রেরণ ক'রে, আপনি অন্ধকারে আত্মগোপন করে-ছিলেন কেন ?

অর্জ্জুন। তোমাকে বিনাশ ক'রে আমি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।

বভ্রু। সূর্য্য, ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমার আপনাদের পিতা,—দেবতার বংশ। তাই কি জারজ ব'লে সর্ব্বসমক্ষে আমাকে অপমানিত করেছিলেন? আর সেই জন্যই কি আত্মরক্ষার জন্য সতীনন্দন বীরশ্রেষ্ঠ ইলাবন্তের শরণাপন্ন হয়েছিলেন?

অর্জ্জুন। নরাধম! তা হ'লে এইখানেই তোমাকে শেষ করি।

বভ্রু। মহারাজ! আমি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম নই যে, অধর্ম্ম-যুদ্ধে আমাকে বিনাশ করবেন! আমাতে কিঞ্চিৎ অনার্য্যের সংশ্রব আছে, আপনি যুদ্ধের নীতি পরিত্যাগ করলে আমরাও নীতি পরিত্যাগ করতে জানি। আমাকে অস্ত্রগ্রহণ করতে অবকাশ দিন, তারপর যথাশক্তি আপনি বাণপ্রয়োগ করুন।

(উভয়ের যুদ্ধ—অর্জ্জুনের পতন।)

অর্জ্জুন। বাসুদেব! এত দিনে অভিমন্যুর অভাবের মোচন হ'ল। বভ্রুবাহন! পুত্র! প্রাণাধিক! সাধ্বীসতী চিত্রাঙ্গদা—তাঁর নিন্দা—মহাপাপ—উপযুক্ত ফল—অভাবনীয় পরিণাম—বাসুদেব!

বভ্রু। পিতা! পিতা! শঙ্করবিজয়ী বিজয়! নিবাতকবচনাশী ধনঞ্জয়! পুত্রহস্তে নিধন, এই কি তোমার পরিণাম? পুত্রবৎসল! স্নেহরুদ্ধ হস্তে বাণ প্রহার করলে, শরের প্রভাব বুঝতে পারলুম না, পুত্রঘাতী হবার ভয়ে নরাধম সন্তানকে পিতৃঘাতী করলে।

(চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।)

চিত্রা। বভ্রুবাহন! বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় মণিপুরে এসেছেন। সে দেব-অতিথির কি সৎকার করেছ? কি আসনে তাঁর শ্রান্ত দেহকে বিশ্রাম দিয়েছ? আমার পিতা চিত্রবাহন তাঁকে কন্যার হৃদয়-আসন দান করেছিলেন, তুমি তাঁকে কোথায় রেখেছ মণিপুর-রাজকুমার?

বভ্রু। অন্ধ মণিপুর-রাজনন্দিনি! ওই যে সুন্দর আসন—দেখতে পাচ্ছ না? বিশ্রান্ত দেহে দেব অতিথি মণিপুর-রাজদত্ত কোমল তৃণশয্যায় সুখনিদ্রায় শুয়ে আছেন।

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। বভ্রুবাহন! আমার স্বামী কই?

চিত্রা। এ কি ভগিনী উলূপী! তুমি?—তোমা হ'তে স্বামীর এই অবস্থা? ত্রিলোক-বিশ্রুতা ধর্ম্মজ্ঞা! প্রধানা পতিব্রতা! তুমি-ই আমাদের স্বামীর মৃত্যুর কারণ? মিথ্যা কথা, চক্ষের ভ্রম। বভ্রুবাহন, তোমার পিতা যথার্থ নিদ্রিত। অযোগ্য স্থান—ডাক—নিদ্রাভঙ্গ কর। কুরুকুলের পরম প্রিয় বাসুদেব-সখা! এ ছল কেন? গা তুলুন, উঠে অশ্ব গ্রহণ করুন, তার সঙ্গে যান। অসময়ে ধূলিশয়নে নিদ্রা কেন? আরাধ্যদেব! কৃতাঞ্জলি হয়ে আরাধনা করি, মণিপুর-রাজের গৃহ পবিত্র করুন।

উলূপী। ভগিনী ওঠ—রাজ-জননী তুমি! পুত্র তোমার বীরশ্রেষ্ঠ গাণ্ডিবীজয়ী। ধর্ম্মযুদ্ধে গুরুকে পরাস্ত করেছেন, মণিপুররাজ্যের মান পুত্রত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন, তাতে এত আক্ষেপ, তোমার ন্যায় বীরজননীর যোগ্য নয়।

বভ্রু। নাগনন্দিনি! সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছি—তোর পুত্রবধ করেছি, তোর স্বামিহত্যা করেছি ভগ্নহৃদয়ে মাতামহ নাগরাজ বুঝি আত্মহত্যা করতে ছুটে গেছে। আর কিছু বাদ করবার থাকে, শীঘ্র বল্। তোর চক্ষুঃশূল সপত্নী সম্মুখে। মা, আদেশ কর, ওকে ওর স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিই। স্বামিবিয়োগিনীর করুণ রোদন আর আমি সহ্য করতে পারছি না। এ মহাকার্য্যের শেষ থাকে কেন মা?

চিত্রা। বেশ—তাই যদি তোমার অভিপ্রায়, তা হ'লে ক্ষণেক অপেক্ষা কর; আমাকেই বা তা হ'লে তুমি অবশিষ্ট রাখবে কেন? যাই ত দুই ভগিনীতে একসঙ্গেই স্বামীর অনুমৃতা হই।

উলূপী। মহাত্মন্! পুরাণ ঋষি, শাশ্বত অক্ষয়! তোমার কি মৃত্যু আছে? অন্যায় সমরে পিতামহ ভীষ্মকে নিহত করেছিলে, এই তার প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্ত ত নিষ্পন্ন হ'ল প্রভু! তখন আর কেন—গাত্রোত্থান করুন।

(বক্ষে মণি প্রদান।)

(অর্জ্জুনের উত্থান ও নেপথ্যে দুন্দুভিধ্বনি।)

(লগন ও অনন্তের প্রবেশ)

লগন। ছুটো না মহারাজ! ছুটো না! পড়ে যাবে, ম'রে যাবে।

অনন্ত। এই যে, এই যে তোরা সবাই আছিস্—আমার ইলাবন্ত কই ?

উলূপী। হা ইলাবন্ত।—(মূর্চ্ছা)

অর্জ্জুন। তাই ত! তোমরা কি ইলাবন্তের জীবনের বিনিময়ে আমার জীবন রক্ষা করলে ?

বভ্রু। উঠ মা! দারুণ শোকের ভারেও প্রকৃতি ঠিক রেখে, তুমি আমাকে ঠিক রেখেছ! আর কি ভার সইতে পারলে না মা ? ওঠ মা!

চিত্রা। ভগবান্! কি দিলে ভগিনীর পুত্র রক্ষা হয়, ব'লে দাও। আমাকে বলি দিলে যদি রক্ষা হয়, তা হ'লে আমি আত্মবলি দিই, পুত্রকে বলি দিলে যদি রক্ষা হয়, তা হ'লে পুত্র-বলি দিই।

অনন্ত। লগনা—লগনা- এখন সব বুঝেছি। এ সেই বিট্‌লে বামুনের কাজ। এ সময় যদি সেই বিট্‌লে বামুনকে পাই—

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। কেন, বিট্‌লে বামুনকে কেন ? কিছু নিমন্ত্রণের আয়োজন করেছ না কি ?

অনন্ত। এই যে এসেছো! নেমন্ত্রণ করেছি বই কি! তুমিই আগুন জ্বালিয়ে গেছ—নাও নাও—এখন উলূপীর পুত্রশোকের ভাগ নাও—যদি না নাও, তা হ'লে লাঠী খাও, ইলাবন্তের সঙ্গে যাও।

নারদ। ইলাবন্ত যে পথে গেছে নাগরাজ! সে পথে আমি যাই আমার সাধ্য কি ? যে বালক দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য আত্মবলি দিতে জানে—সে ভিন্ন সে সুন্দর দেবসেবিত পথে আর কেউ যেতে পারে না।

(পটপরিবর্ত্তন)

ওই দেখ কোথায় তার স্থান। অমৃতের আধার জগদ্বন্ধু তাকে আপনার কোলে আশ্রয় দান করেছেন! কোথায় প্রলুব্ধ আছ, দেশের পাপ দূর করতে ধর্ম্মের পথ প্রসারিত করতে, নারায়ণ-সহচর অর্জ্জুনরূপী নরের মঙ্গলার্থী আর কে বালকরূপী মহাপুরুষ কোথায় আছ—এস—মানবের চিরপূজ্য, এই পুণ্যময় অমৃতময় স্থান গ্রহণ কর।

যবনিকা-পতন

রূপের ডালি

(রঙ্গ-নাট্য ।)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

খাঞ্জা খাঁ	বোখারার নবাব।	ওস্‌মান	বোখরার বণিক-পুত্র।
হানিফ খাঁ	ঐ শ্বশুর।	হালিম	ঐ প্রতিবাসী।
কৎলু খাঁ	ঐ সেনাপতি।	আসগর আলি মির্জ্জা	সমরখন্দের ছদ্মবেশী সুলতান।
গফুর	ঐ গোলাম।	বেইরাম	ঐ সেনাপতি।

সরদারগণ, বান্দাগণ, মোসাহেবগণ, গ্রাম্যপুরুষগণ, প্রহরিগণ, ভৃত্যগণ, সৈন্যগণ, চর ইত্যাদি।

স্ত্রী

রোশেনা	খাঞ্জা খাঁর স্ত্রী।	মনিয়া	ওসমানের বাঁদী।
গৌহর	ওস্‌মানের মাতা।	সেলিমা	আসগর আলির কন্যা।

বাঁদীগণ, নর্ত্তকীগণ, গ্রাম্যস্ত্রীগণ, বস্তরমণীগণ, সখীগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা-গীত

আগাগোড়া গাইব ফাঁকির গান।
পিয়ে সুধার ধারা আত্মহারা হ'য়ো না হে বুদ্ধিমান॥
নূতন ঢঙের কারখানা এর ষোল আনাই ফাঁকি।
কিনতে হবে পীরের নামে—পূরো দামে—
পাই কড়াটি থাকবে না বাকী॥
রসিক যদি থাক কেউ, দেখবে নূতন মজার ঢেউ,
ধাক্কা দিয়ে প্রাণের তারে তুলবে নূতন তান,
আন্‌বে টেনে মনের মানুষ ডাক্‌বে প্রেমের বাণ॥

রূপের ডালি

প্রথম অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

সুসজ্জিত কক্ষ। সময় সন্ধ্যা। গৃহ আলোকিত।

রোসেনা ও গফুর।

রো। হাঁ রে গফুর! হাজি সদাগরের দোকান নাকি নীলাম হয়ে গেল?

গ। দেখে ত এলুম।

রো। দেখে এলি! দোকান যখন নীলেম হয়, তখন তুই ছিলি?

গ। ছিলুম না ত কি?—আমিও নিলেম ডাকলুম।

রো। তুইও ডাকলি?

গ। কেন ডাক্‌ব না—আমি কি—ফিব্‌রু লোক? হুজরাইনের খাস গোলাম—আমি অনেক বেটা ওমরাওয়ের চেয়ে বড় লোক—আমি ডাক্‌ব না?

রো। তুই কি নীলেম ডাক্‌লি?

গ। একটা আটপৌরে ওড়্‌না।

রো। সব আস্‌বাব নীলেম হয়ে গেছে?

গ। যেখানে যা ছিল—সব। বাড়ী-ঘর, বাগান-বাগিচা, দোকানের আস্‌বাব সরঞ্জাম—সব। বান্দা বাঁদীগুলোও বিক্রী হয়ে গেছে।

রো। বান্দা বাঁদী—তাও বিক্রী। বলিস্ কি? (হাস্য)

গ। বাকি আছে কেবল সদাগরের স্ত্রী গৌহর বিবি, আর তার গাড়োল ছেলে ওস্‌মান। তা সে দুটোর নীলেম হ'লে ডাক উঠ্‌তো না।

রো। আর সদাগর?

গ। সদাগর ত নীলেমে অনেক দিন উঠে গেছে।

রো। তার মানে কি গফুর?

গ। সদাগর আজ মাস্‌খানেক হোল ম'রে গেছে।

রো। ম'রে গেছে? সত্যি—না মিছে বল্‌ছিস?

গ। বিশ্বাস না হয়, নবাব সাহেবকে এ কথা জিজ্ঞাসা কর।

রো। ম'রে গেল! আমি জান্‌তে পারলুম না!

গ। গরীব লোক রোজ হাজার হাজার তোমার এই বোখারা সহরে মরছে। ক'জন তার খবর রাখ্‌ছে বেগম সাহেব?

রো। (দীর্ঘনিশ্বাস) হুঁ! তা হ'লে ত ফূর্ত্তি পূরো হোল না।

গ। কেন হুজরাইন?

রো। সেই পাজী সদাগরের ওপর আমার রাগ ছিল।

গ। সে পাজী ছিল না বেগম সাহেব—হাজী ছিল।

রো। হাজী?—সে বদ্‌মাস।

গ। কিন্তু সহরে তার বড় সুখ্যাতি; সকলেই বলে, তার মতন ধার্ম্মিক এ সহরে আর কেউ ছিল না।

রো। দুনিয়ার লোক বল্‌লেও আমি তাকে বদ্‌মাস ছাড়া কিছু বল্‌ব না। এক দিন সে আমার প্রাণে এমন ঘা মেরেছিল যে, আজও সে ঘা আমি সাম্‌লাতে পারি নি। আমি একবার তার দোকানে পোষাক কিন্‌তে যাই। গিয়ে, এক চমৎকার আবরেওয়ার ওড়না দেখে আমি তার দর করি। তাই শুনে পাজী বল্‌লে, ও ওড়না বিক্রী নয়—ও আমি উপহার দিবার জন্য তুলে রেখেছি। আমি তাই শুনে জিজ্ঞাসা করলুম—'কাকে?' বুড়ো বল্‌লে 'যার রূপ দেখে আমার পছন্দ হবে, তাকে।' শুনেই আমার রূপের অভিমান জেগে উঠ্‌ল।

আমি বলনুম—মিয়া সাহেব! আমার রূপ কি আপনার পছন্দ হয় না? থাক্, আর বলব না।

গ। না বল্লে, 'বলুন' কেমন ক'রে বলব হুজরাইন? আপনার যা খুসী।

রো। সদাগর যখন ম'রে গেছে, তখন ব'লে ত কোন লাভ নেই। তুই কি পোষাক এনেছিস্, আমাকে দেখা।

গ। সে পোষাক আপনাকে দেখাতে লজ্জা করছে।

রো। কিন্তু বাঁদী বেটীর যে কি হ'ল, যদি জান্‌তে পারতুম! দেখ্ গফুর—এক কাজ করতে পারিস্?

গ। সদাগরের ত অনেক বাঁদী ছিল।

রো। না রে উল্লুক—সে অনেক নয়, সে এক। সে দোকানে থাকৃত। বিবিসাহেবা দোকানে পোষাক কিন্‌তে গেলে, সে তাদের খাতির করৃত। সে বেটীকে কে কিন্‌লে জান্‌তে পারলেও মনটা কতকটা ঠাণ্ডা হয়।

গ। সে বেটীও আপনার অপমান করেছে নাকি?

রো। তবে তোকে বলি শোন। যখন সদাগরকে পছন্দের কথা জিজ্ঞাসা করি, তখন ঠোঁট-কাটা বাঁদী বেটী ব'লে উঠ্‌ল—'ও কথা জিজ্ঞাসা করাই যে তোমার বোকামী বিবিসাহেব! পছন্দ হ'লেই ওই পোষাকটি তোমার কাঁধে এসে পড়্‌ত।' আমি সদাগরকে জিজ্ঞাসা করলুম—'কি মিয়া সাহেব এই কি আপনার কথা?' বুড়ো মিয়া বল্লে 'আপনি সুন্দরী বটে, কিন্তু এ ওড়না যাকে দিতে পারি, সে সুন্দরী এখনও আমি দেখতে পাই নি।' তার পর কত সাধ্য-সাধনা করলুম, কিছুতেই বদমাস্ আমাকে পোষাক দিলে না। তার চারগুণ পর্য্যন্ত দর দিতে চাইলুম, তাতেও দিলে না। শেষে যখন ভয় দেখালুম, তখন সেই ছুঁড়ীকে দিয়ে আমাকে দোকান থেকে বার ক'রে দিলে। যাক্—কমবকৎ যখন ম'রেছে, তখন আর তার ওপর রাগ দেখিয়ে লাভ কি? তার স্ত্রী-পুত্র পথে বসেছে—এই যথেষ্ট। এখন সেই বাঁদী বেটীর খপরটা যদি পেতুম—আগে জান্‌লে তোকে দিয়েই নীলেম ডাকাতুম। [নেপথ্যে সঙ্গীত] এ কি রে গান গায় কে?

গ। (নেপথ্যাভিমুখে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত।)

রো। কেও—বা! বেশ গলা ত!—আ মর, বারণ কর্‌ছিস্ কেন?

গ। পোষাক—পোষাক।

রো। পোষাক কি? কে ও গফুর? বা! বা! বেশ মিঠি সুর ত।

গ। আরে বে-অকুফ পোষাক—ভাগো—ভাগো! মত গাও—মত গাও—এখনি ছিঁড়ে ফাঁতরা-ফাঁতরি হ'য়ে যাবি।

রো। পোষাকে গান গাইছে কি রে হতভাগা?

গ। বড় চুলবুলে পোষাক—আন্‌তে আনতে পথে পাঁচবার হাওয়ায় উড়ে গিছলো—শেষকালে মাথায় পাকৃড়া ক'রে বেঁধে নিয়ে আসি, তবে আসে। যাও, যাও।

(মনিয়ার প্রবেশ।)

গীত।

ভ্রিম তা দেরেদেরে দেনা।
একখানা হাত-পাখা বেশী কিছু না॥
দেরে না দেরে না ভ্রিম, গা করে ঝিম ঝিম,
গরমে আনচান প্রাণ বাঁচে না।
বঁধুটা বড় বোকা কথা বোঝে না॥

বাপু! এত গুমসো গরম কি আমার সয়?

গ। হাঁ, হাঁ—এস না, এস না।

ম। যাও—যাও—তুমি বড় বে-রসিক মনিব। এত টাকা দিয়ে কিনে—সিঁড়ির দোরে দাঁড় করিয়ে আমাকে পাচিয়ে মারছিলে। এখানে যে সব টাকা বরবাদ হয়ে গিছল। নাও, চ'লে এস। (হাতধরা)

গ। হাঁ—হাঁ।

ম। হাঁ হাঁ কেন—এস না। একে ত আগে-কার মনিবের দুর্দ্দশা দেখে কাঁদতে গিয়ে চোক থেকে লাখো টাকার মুক্তো ঝ'রে গেছে। তার ওপর নিজের দুর্দ্দশায় হাসতে গিয়ে মুখ থেকে আরও দু'দশ লাখ টাকার মাণিক পড়ে গেছে—বাকী যা ছিল একটু সোনা-রূপ, তাও যদি ছাই গরমে গ'লেই যায়, তা হ'লে আমাকে নিয়ে করবে কি? ফিরে হাটে কি শেষকালে মাটীর দরে বিক্রী হব? নাও—ও কার সঙ্গে বাজে কথা ক'য়ে সময় নষ্ট করছ? আমায় ঘর দেখিয়ে দেবে চল।

গ। হাঁ হাঁ—হুজুরাইন্—হুজুরাইন্—বেগম সাহেব- রাণী—কুর্ণিস্ কর।

ম। কে হুজুরাইন্? এই ইনি? এ কি? আমাকে বাঁদী ব'লে তামাসা করছ নাকি? হাজার হাজার বিবিসাহেবকে পোষাক পরিয়ে সাজিয়েছি —কে কি—কার কি পদবী—আমার কাছে অজানা আছে মনে করেছ নাকি?

রো। তবে রে কম্বকৃতি বেয়াদব বাঁদী—মনে করেছিলি, তোকে হাতে পাব না?

ম। কে আপনি?

রো। কে আমি চিন্‌তে পারছ না?

ম। ওমা—তুমি?

রো। হাঁ—হাঁ—বেগম সাহেব—কুর্ণিস্ কর —কুর্ণিস্ কর।

ম। সত্যি সত্যিই বেগম?

রো। এই যে এখনিই বুঝিয়ে দিচ্ছি—আমি কে? বদমাস্ বাঁদী, তোকে জাঁতাকলে পিষে মারব।

ম। ওমা—তুমি। তোমাকেই না আমি ছাঁকা বেদানার রসের মত মিষ্টি কথা চাকিয়েছিলুম?

রো। এই যে তার বকসিস্ দিচ্ছি। যা গোফুর, জাঁতাকল নিয়ে আয়। বেটীকে আমার চোখের ওপর পিষে মার্।

গ। মাফ করুন বেগম সাহেব, বাঁদী পাগল।

[গফুরের প্রস্থান।

রো। চোপরাও উল্লুক—নইলে কোতল হবি। কম্বকৃতি, সেই দিনেই মনে ক'রেছিলুম, তোকে ধ'রে আনিয়ে পিঠে ছ'শো পয়জার লাগাই। কিন্তু তোর মনিবকে জব্দ না ক'রে সেটা করা ভাল দেখায় না ব'লে, এতকাল তোকে মাফ করেছিলুম।

ম। তা আগে আমার মনিবকে জব্দ কর।

রো। সে যে জাহান্নমে গেছে।

ম। তুমিও সেখানে যাও। তাকে সেখান থেকে তুলে এনে জব্দ কর। আ আমার পোড়া-কপাল, আপনি বেগম! তা জানলে ত আরও ছ'কথা সে দিন শুনিয়ে দিতুম। গরীব মনে ক'রে সে দিন বেশী কিছু বলি নি।

রো। আজ না হয় বল্।

ম। বেশ, আগে জাঁতাকল আসুক, তখন আপনিও আমাকে পিষ্‌বেন, আমিও আপনাকে পিষ্‌ব। তবে আপাততঃ শুনে রাখুন—সে দিন যদি সদাগরকে আবরোঁয়া উপহার দিতে হ'ত, তা হ'লে সে ওড়না আপনি না পেয়ে আমি পেতুম। কিন্তু জাঁতাকলে পেষা আমার অদৃষ্টে আছে নাকি, তাই মাঝখানে থেকে একটা ফ্যাসাদ জুটে গেল। বেগম সাহেব! সে অমূল্য ওড়না আর এক ভাগ্যবতী পেয়েছে। সকলকার পছন্দ—সেই এখন বোখারা সহরে সবার সেরা সুন্দরী। তারপর আমি, তৃতীয় তুমি। এখন এস বিবিসাহেব, বাঁদী আর বেগম ছ'জনে গলা জড়াজড়ি ক'রে (জাঁতা লইয়া গফুরের প্রবেশ ও মনিয়ার তাহা গফুরের হস্ত হইতে গ্রহণ) এই জাঁতাকলে পিষে মরি।

গীত।

(এবারে) দেখে নেবো প্রাণটা কত বড় শক্ত।
বুঝে নেবো কচি দেহে কত আছে রক্ত।
জানা যাবে ভালবাসা কতখানি হবে পেষা,
প্রাণবঁধু মোর প্রতি কত অনুরক্ত।
একবার ঘোরালেই বিস্তে হবে ব্যক্ত॥

গ। হুজুর, রক্ষে করুন—সোনার ইট জাঁতা-কলে পিশে সুরকি হয়ে গেল।

(খাঞ্জাখাঁর প্রবেশ)

খাঞ্জা। হাঁ হাঁ—ম'র না—ম'র না

ম। না মরবে না—আমাদের আর বেঁচে সুখ কি? আপনি পাঁচ লাখ টাকা খরচ ক'রে নীলেমের ডাকে যে ওড়না খরিদ করলেন, তা বিবি সাহেবকে না দিয়ে কাকে দিলেন? আসুন বেগম সাহেব! আমরা এই জাঁতায় পিষে ছাতু হ'য়ে যাই।

খাঞ্জা। ও গফুর, এ কি কথা?

রো। কেন, এ কি কথা কেন? আপনি সে ওড়না কিনে এনে কাকে দিলেন?

খাঞ্জা। ও গফুর—ওড়না?—

গ। ওড়না—বল্লেই ত ওড়া হয় না! পাখা না গজালে উড়ব কি ক'রে হুজুর?

ম। আপনি মুখে বলেন, রাণীকে ভালবাসি—আর কাজে কি না আপনি উলটো। রাণী নাকি বড় ভাল মানুষ মেয়ে, তাই এখনও প্রাণ ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে—আমি হ'লে হোঁচট খেয়ে মরতুম।

কি রাণী—কি বল্‌বেন, বলুন—আমি কি জাঁতাও ঘুরুবো, আর আপনার হ'য়ে কথাও কইবো ?

রো। আপনি কি সে আবরোয়ার ওড়না কিনেছেন ?

খাঞ্জা। কে বল্‌লে—কে বল্‌লে ?

ম। উঃ! সে কি যেমন তেমন ওড়না—তার জন্য রাণীকে কি লাঞ্ছনাই না পেতে হয়েছে! আমিই তাকে হাত ধ'রে দোকান থেকে বার ক'রে দিয়েছি। উঃ! জাঁতায় পিষেও কি সে দুঃখ যাবে!

রো। কি রাজা, চুপ ক'রে রইলেন কেন? চুপ করলে ছাড়ব না, আমি অনর্থ কর্‌ব।

খাঞ্জা। কিন্‌ব কেন—কিন্‌ব কেন? আমি কি পয়সা বাজে নষ্ট কর্‌বার ছেলে ?

রো। ন্যাকামী রাখুন—বলুন, ওড়না কিনেছেন কি না ?

ম। একখানা! সবার ভাল যে দু'খানা ওড়না, ছিল, সেই দু'খানাই রাজা খরিদ করেছেন। খরিদ না ক'রে—

খাঞ্জা। চোপ—চোপ—

রো। কেন, চোপ কেন—বল্‌ ত বাঁদী! বল্‌ ত!

খাঞ্জা। চোপ বাঁদী—চোপ।

রো। না বাঁদী, তুই ব'লে যা।

খাঞ্জা। যা তো গফুর, জল্লাদকে ডেকে নিয়ে আয়।

রো। যা তো গফুর, আমার বাপকে ডেকে নিয়ে আয়।

গ। কি হুজুরালি কাকে ডাক্‌বো ?

খাঞ্জা। যাকে হোক—ও দু'জনেই জল্লাদ।

রো। কি বেইমান নবাব, যার তুমি, দয়াতে রাজ্য পেলে, সে জল্লাদ!

খাঞ্জা। আমি খোদার দয়াতে রাজ্য পেয়েছি।

রো। বটে! পূর্ব্ব অবস্থা এরই মধ্যে ভুলে গেলে। তা হ'লে ত দু'দিন পরে আমাকেও তুমি পায়ে ঠেংলাবে দেখছি!

ম। খরিদ না ক'রে! —

গ। থাম্‌—আমি তোর মনিব তা জানিস্‌ ?

ম। দেখ রাণী, আমার মনিব আমাকে থাম্‌তে বলছে। তা হ'লে দোসরা ওড়নাখানা রাজা আমাকে যে ঘুষ দিয়েছেন, সে কথা আমি তোমরা খুন হ'লেও আর বলব না। (জাঁতা ঘোরান)

রো। আমি সব বুঝতে পেরেছি।

খাঞ্জা। ভয়ে ক'ব কি নির্ভয়ে ক'ব ?

রো। নির্ভয়ে কও। সে ওড়না কিনেছ ?

খাঞ্জা। যেখানা এই বাঁদীকে দিয়েছি, সেই-খানা কিনেছি।

ম। রাজা ঘুষ দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করতে গিছলেন; তাতেও যখন আমার মুখ বন্ধ হ'ল না, তখন রাগে এই বান্দা দিয়ে আমাকে খরিদ করালে গো! (জাঁতা ঘোরান)

রো। আর সেই সবার সরেস ওড়না ?

খাঞ্জা। রাণী, সে ওড়না অমূল্য—সদাগর তাতে লিখে রেখে গেছে,—"বোখারার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে এই ওড়না উপহার দিয়ে রেখেছি। যদি আমার সর্ব্বস্ব বিকিয়ে যায়, তবু হে সাধু, একে খরিদ ক'র না।" সেই লেখা দেখে আমি আর সে ওড়না নীলেম হ'তে দিই নি—

রো। সে ওড়না কোথায় ?

খাঞ্জা। আমি তা নিয়ে এক জনকে দান করেছি।

রো। কেন দিলেন ?

খাঞ্জা। সত্য কথা বলতে হ'লে সে বোখারার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী। সুতরাং সদাগরের অভিপ্রায় মত, আমি তাকে ওড়না দিয়েছি।

রো। কে সে ?

খাঞ্জা। তা বল্‌ব না।

রো। বল্‌বেন না ?

খাঞ্জা। না রোসেনা—বল্‌ব না।

রো। বল্‌বেন না ?

খাঞ্জা। দুনিয়া একদিকে, আর আমি এক-দিকে—আমি নিজে ত বল্‌বই না! বরং গোপন রাখবার যতদূর উপায় করবার তা করব। তবে তুমি নিজে যদি জান্‌তে পার, সে স্বতন্ত্র কথা।

ম। এখন এই জাঁতা পেষা থেকে যদি বেঁচে উঠি, তা হ'লে যেমন ক'রে হ'ক, তাকে খুঁজে বা'র কর্‌বই।

রো। তোমার নাম কি ভাই ?

ম। তা হ'লে জাঁতা ঘোরান স্থগিত রাখি। —আমার নাম মনিয়া।

রো। তোর ফুরসৎ মনিয়া—আজ থেকে তুই আমার সখী—তুই আমার সঙ্গে আয়।

খাঞ্জা। স্বামী রাগ ক'র না।

রো। যান—যান—কপট-প্রেমিক আমাকে স্বামী ব'লে রহস্য কর্‌তে হবে না। নে মনিয়া এখানে আর এক লহমাও থাকিস্ নি, আমার সঙ্গে চ'লে আয়।

ম। আপনি এগিয়ে চলুন—আমি এই বান্দাটার কান ধ'রে আপনার পিছন পিছন যাচ্ছি।

[রোসেনার প্রস্থান।

খাঞ্জা। হাঁ হাঁ—অত দ্রুত যেয়ো না—প'ড়ে যাবে—প'ড়ে যাবে—এর অর্থ আছে—মানে আছে।

ম। নে আয় গোলাম—আমাকে কিনে-ছিলি না?

গ। তাই ত—আমার টাকাও গেল—তুমিও গেলে—এখন আমি কি নিয়ে থাকি?

ম। এই জাঁতা নিয়ে থাক্। দেখা যাক্, এ জাঁতাকলে কে কোথা থেকে প'ড়ে পিষে মরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ফটক-ভিতরে বারান্দাযুক্ত বাড়ী।

সময় ঊষা।

ওস্‌মান।

ও। বাড়ী যেন নিঝুম। আমি বাড়ীতে থাক্‌লে, যত বেটা বান্দা বাঁদী রাত তিনটে থেকে কল কল ক'রে আমার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবে! আর আমি বাড়ীতে নেই, যেন কোন বেটা বেটী কোথাও নেই। সকাল হ'তে ত আর দেরী নেই, তবু এখনো কেউ জাগলো না। এই, দেউড়ীতে কে আছিস্ দোর খোল!

(হালিম খাঁর প্রবেশ।)

হা। আরে ম'ল—ওস্‌মান ছোঁড়াটা না!. হতভাগাটা পোনেরো দিন বাইরে বাইরে ইয়ারকি মেরে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে বাড়ীর কি অবস্থা হয়েছে, তা জানে না।

ও। কেয়াড়ী খোল্—কোন্ হ্যায়রে-কেয়াড়ী খোল।

হা। ভোর বেলায় একটা মজা বাধবার জোগাড় হ'ল দেখছি। এ মজাটা না দেখে যাওয়া হচ্ছে না!

ও। (দোর ঠেলিয়া) আরে কেয়াড়ী খোল্ দেও।

নেপথ্যে। কোন্ হ্যায়রে উল্লুক—

ও। তোম দো দফে—তিন দফে—দফে দফে উল্লুক হ্যায়! শালা কেয়াড়ী খোল্।

নেপথ্যে। কেয়া!

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্র। কেয়া উল্লুক—ফজেরে দরওয়াজামে হল্লা কর্‌তা হ্যায়, আউর্ গালি দেতা হ্যায়। বদ্‌মাস্, কম্‌বকত, গাধা, গিধ্বোড়।

(ওস্‌মানকে আক্রমণ ও ভূমিতে পাতন)

ও। হাঁ—হাঁ—রোখো—রোখো—

প্র। বাউরামি টুট গিয়া?

ও। একদম গিয়া—এ মহল্লা ছোড়কে চলা গিয়া।

প্র। ফিন্ যব চিল্লাবে তব কান পাকাড়কে, ঘুর পাক্ খাওয়াকে—

ও। শ্বশুরবাড়ী দেখায়কে, শালী-শালাজকো বোলায়কে—আমার যত পার অপমান ক'র বাবা।

প্র। কেয়া—আক্কেল হুয়া?

ও। খুব হুয়া—(প্রহরীর দ্বার বন্ধকরণ) তাই ত, এ কি রকমটা হ'ল? বোধ হয়, আমার অত্যাচারে জ্বালাতন হ'য়ে মা এই ভোজপুরী বেটাকে চাকর রেখেছে। কিন্তু আমার ত টাকা চাই—পেরমামায় পুঁজিপাটা যা ছিল, সব খুইয়েছি—ভোজপুরীই রাখ, আর পেশোয়ারীই রাখ, টাকা না হ'লে আমার চল্‌বেই না—মা—মা!

(প্রহরীর পুনঃ প্রবেশ।)

প্র। আরে শালা—ফিন্ চিল্লাতা হ্যায়?

ও। তাতে তোম্‌কো কেয়া হ্যায়—তোমকো বাবাকো কেয়া হ্যায়—তোম্‌কো চৌদ্দপুরুষকো কেয়া হ্যায়—তোম্ হামরা নকর হ্যায়—জানতা নেই উল্লুক—মা—মা!

প্র। রও শালা উল্লুক—তোম্‌কো খুন করেঙ্গে—

(প্রহারের উদ্যোগ—ওস্‌মানের পশ্চাদ্‌গমন ও হালিমের উপরে পতন)

হা। কাণা উল্লুক, পথ দেখে চলতে জান না?

ও। ও বাবা! এ যে শাঁথের করাত—আগে পিছনে কাটে! তুমি আবার কে? কেও হালিম চাচা! দাও ত—দাও ত—এই গিধ্বোড় চাকর শালাটাকে ব'লে দাও ত আমি কে।

হা। কেন, কে তুমি?

ও। আরে ম'ল—এ বেটারা সব মাতাল নাকি? কে আমি? ও চাচা, কে আমি কি?

হা। তা নয় ত কি।—পাজী উড়ুনচড়ে বদমাস—উঃ! বুকের পাজরাটা বেটা একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে।

ও। আচ্ছা, আমি ভাল হাকিম ডাকিয়ে দাও-য়াই দেওয়াব—দাও ত—এই উল্লুক ভোজপুরী শালাকে বুঝিয়ে দাও ত আমি কে।

প্র। কেয়া শালা, ফিন্ গালি দেতা হ্যায়? পাকাড়ো মিয়া, শালাকো কান পাকাড়ো!

ও। কান পাকাড়ো!—তবে রে শালা—তোমার মরণ ঘুনাতা হ্যায়! মা মা!—এই এই কাছে—মৎ আও—এই এই—মা! দূরসে বলাবলি করো—মা—মা!

(আসগর আলির প্রবেশ।)

হা। থাম্ বেটা থাম্—আর মা মা ব'লে গলা ভাঙতে হবে না—থাম্, তোর মা কি এখন আর এ বাড়ীতে আছে? সে কোথায় গিয়ে কাঠ কুড়ুচ্ছে, দেখগে যা।

আস্। কিসের গোলমাল?

প্র। এই উল্লুক ফজেরে দরওয়াজামে খাড়া হোকে চিল্লাতা হ্যায়—ময় যব চুপ রহেনে বোলা, উ নেহি শুনতা—লেকেন গালি দেতা হ্যায়।

আস্। কে তুই?

ও। আমি যে হই, তুই কে—গোঁপ ফুলিয়ে আমার বাড়ী থেকে ভোরের বেলায় বেরুচ্ছিস্? চুরীর মতলবে ঢুকেছ নাকি বাবা? গ্রেপ্-তার হও-গ্রেপ্তার হও! এ শালা ভোজপুরী শুধু শুধু মাহিনা খাগা—চোর নেহি পাকড়েগা?

হা। চুপ কর্ গাধা—মীর্জা সাহেব দেখ্তে পাচ্ছিস্ না? সেলাম মীর্জা সাহেব—আপনি আমাদের পাড়ায় বাস করতে এসেছেন, ভালই হয়েছে—এ বেটার জ্বালায় আমাদের পাড়ায় কারও চোখের পাতা ফেলবার যো ছিল না। দিন রাত্রি সরাপ খাবে, আর বাড়ীতে এসে হল্লা করবে! আপনি বাড়ী নিয়ে আমাদের রক্ষা করেছেন।

ও। বাড়ী নেওয়া! মানে কি? একি পুকুর চুরী নাকি বাবা?

হা। থাম্ পাজী—

ও। থাম বেটা, আমার বাপের পাতচাটা মোসাহেব!

হা। দেখলেন হুজুর, আমি বেটাকে উপদেশ দিচ্ছি—আর বেটার আক্কেলটা দেখুন! আপনি হুজুর—রাজার প্রিয়পাত্র—আপনি দেখুন!

আস। এই বেটার কান পাক্‌ড়ে আমার কাছে ধ'রে আন্ বেটাকে আক্কেলসেলামী দিয়ে দিচ্ছি।

ও। আমাকে সেলামী দিবি? আমি কে তা জানিস্?

আস্। বাঁদীকা বাচ্ছা, উল্লুককা বাচ্ছা, আবার কে?

ও। সে আমি—না তুই? মা! মা! আর সহ্য হয় না—জলদি হুকুম কর, শালার উল্লুককে জব্দ ক'রে দি। শালা তোমার অপমান করছে, বাবার অপমান করছে।

আস্। পাকাড়ো উল্লুককো, পাকাড়ো।

(সকলে মিলিয়া ওস্‌মান্‌কে ধারণ ও আসগর আলি কর্ত্তৃক ওস্‌মানের কর্ণমর্দ্দন)

আস্। পাজী বদ্‌মায়েস—এ বারে বুঝতে পারছিস্ আমি কে?

(দ্বিতলের বারান্দা হইতে সেলিমার প্রবেশ।)

সে। হাঁ হাঁ—কি কর—কি কর—সকলে প'ড়ে ভদ্রলোকের ছেলের লাঞ্ছনা করছ কেন? তাই ত—কেও—বাপ!

[ত্রাস্তভাবে প্রস্থান।

আস্। দাও, ছেড়ে দাও—হুঁসিয়ার, আর কখন এখানে এসে এ রকম বেয়াদবী দেখিয়ো না।

(ওস্‌মান ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

ও। তাই ত, এ কি স্বপ্ন দেখছি নাকি? স্বপ্ন দেখলুম, না স্বপ্ন টুটলো! আমি মায়ের উপরে

ও। তুই ঠিক বলেছিস্। শালার সে অপমানের শোধ নিতেই হবে।

গৌ। এই ত মানুষের মতন কথা।

ও। কিন্তু মা, শোধ নিতে হ'লে, হাতে ত যেমন তেমন হ'ক, একটা অস্ত্র থাকা চাই।

গৌ। কেন, অস্ত্রের অভাব কি? তোর ঘরে মহাস্ত্র আছে। (কুটীর হইতে তালপাতার তরোয়াল বাহির করিয়া) এই নে।

ও। এ কি!

গৌ। এই ছিল তোর বাপের বিপদের একমাত্র ভরসা। আমি তোর বাপের সমস্ত উপার্জ্জন ত্যাগ করেছি, কিন্তু এটিকে প্রাণ থাক্‌তে হাতছাড়া কর্‌তে পারি নি।

ও। এ কি মা! এ যে তালপাতার খাঁড়া!

গৌ। হ'লই বা তালপাতা। বেড়াল কাঠের হ'লে কি হবে, ইঁদুর ধর্‌তে পার্‌লেই হ'ল।

ও। এই দিয়ে অপমানের শোধ নেওয়া হবে?

গৌ। হবে ব'লে হবে! এ দিয়ে যা কাজ হবে, এমন আর কিছুতেই হবে না। দেখ্‌ছিস্ কি হতভাগা—এ অমূল্যনিধি। লাখ্ টাকা খরচ কর্‌লেও এ জিনিস পাওয়া যাবে না। তোর বাপ এই অস্ত্র দিয়ে একবার একশো ডাকাত তাড়িয়েছিল!

ও। বলিস্ কি মা!

গৌ। বিশ্বাস না হয়, রেখে যা। তোর সঙ্গে আমি মিছে কথা-কাটাকাটি কর্‌তে পারি না। বলি, মরার চেয়ে ত আর বেশী কষ্ট হবে না! তোর যা এখন অবস্থা, মরার চেয়ে যে তা ভাল, এ কথা আমি কিছুতেই বল্‌তে পারি না। এই বুঝে যদি কাজ কর্‌তে পারিস্, তা হ'লেই তোর ভাল হ'য়ে যাবে।

ও। বস্, আর বল্‌তে হবে না।

গৌ। তোর বাপকে স্মরণ ক'রে, খোদার নাম নিয়ে এই তরোয়াল ঘোরাবি। দেখবি—বিঘ্ন সব কোথায় উড়ে গেছে। এক ফকির এই সামগ্রী তোর বাপকে দিয়েছিল। আমি এর গুণ স্বচক্ষে দেখেছি।

ও। তুমি দেখেছ?

গৌ। দেখেছি বলেই ত একে এত কদর করি। তখন আমরা অতি গরীব—অন্নোপার্জ্জন কর্‌বার আশায় স্বামী-স্ত্রীতে তল্পী কাঁধে ক'রে এ দেশে আস্‌ছি। সুমুখে এক প্রকাণ্ড বন প'ড়ে গেল—কি ক'রে বনে ঢুক্‌বো ভাবছি, এমন সময় এক ফকির সেখানে উপস্থিত হ'ল। তাকে অন্তরের কথা খুলে বল্লুম। ফকির দ্বিরুক্তি প্রকাশ না ক'রে আমাদের এই অস্ত্র দিলে—দিয়ে বল্‌লে, এই হাতে যেখানে ইচ্ছা যাও—কোনও ভয় নেই। এই তরোয়াল ঘোরান দেখে বাঘ, ভালুক, হাতী—সব পালিয়েছে। ডাকাতে টাকা ফেলে দৌড় মেরেছে। আমরা সেই টাকার মূলধনে ব্যবসা ক'রে বড়মানুষ হয়েছি।

ও। বস্—আর বল্‌তে হবে না—তরোয়াল দাও। মরার বাড়া ত আর বেশী ক্ষতি হবে না। আমি ত ম'রে গেছি, তখন আমাকে আর মারে কে? দাও মা—আমার অমূল্য পৈতৃক সম্পত্তি আমার হাতে দাও। শালার বেটা আস্‌গর আলি ভোজপুরী, হালিম চাচা, শালার বেটা শালারা—এইবারে তোমাদের দেখে নেব। আর আমার বিলম্ব সইছে না—হাত নিশপিশ কর্‌ছে—লাল এসেছে—দাও—জল্‌দি দাও।

গৌ। এই নে তবে অন্যায় ক'রে এ অস্ত্রে কাউকে আঘাত করিস্ নি।

ও। সব ন্যায়ে ন্যায়ে কর্‌ব—ন্যায়ে ভুঁড়ি নাড়ী বার কর্‌ব। ন্যায়ে ন্যায়ে মাথা কেটে ফেল্‌বে। তোমাকে আবার কোথায় পাব?

গৌ। আমি এই কুঁড়ে ঘর ছেড়ে এক পাও কোথাও নড়ব না—এখানে আমাকে কেউ চেনে না। তবে যদি সহরে ফের্‌বার মত অবস্থা ক'রে দিতে পারিস, তখন বোঝা যাবে।

ও। যাও—যাও। আর বাজে কথা ক'য়ো না! হঠাৎ রাগ হ'য়ে যাবে, শেষে হয় ত তোমাকেই এই তরোয়াল দিয়ে এক চোট লাগিয়ে বস্‌ব। তরোয়াল ঘুর্‌ছে—আর বড় রাগ মান্‌ছে না—গেল—মৌর্জা আলি গেল। কিন্তু মা পেটের ভেতরে একটা দারুণ ক্ষিধে বড় বেয়াদবী করছে। এখন এ তরোয়াল দিয়ে ক্ষিধে বেটাকে মার্‌তে গেলে ত আস্‌গর আলি মর্‌বে না! উল্‌টে আমারই পেট ফেঁসে যাবে। তা হ'লে কি করি?

গৌ। এই নাও, এক আসরফী। এইতে খা

খুশী, তাই কর। এ মুলুকে আর আমার কাছে এস না—এলে আর দিতে পারব না। এই নাও—নিয়ে চ'লে যাও।

ও। বস্ বস্—বাজে কথা ক'য়ো না—আগে ক্ষিদে শালাকে মেরে তার পর সব শালা দুস্মনকে মার্তে হবে।

চতুর্থ দৃশ্য

বন-গ্রাম প্রান্তস্থ বৃক্ষতল। একদিকে গ্রাম, অপরদিকে কিছু দূরে বিশাল অরণ্য।

গ্রাম্য-রমণীগণ।

গীত।

খাঁটি সহুরে বঁধু (গো) দেখ্‌তে এসেছে পাড়া গাঁ
তার নধর গড়ন ওড়ন পাড়ন গায়ে ঢাকা বিছানা॥
গোঁফের আঁড়াল দিয়ে হাসে
খুকুর খুকুর কাসে—
প্রেম-পিয়াসে লিখ্‌লে চিঠি কাগের ছাঁ আর
বগের ছাঁ॥
বঁধু সদাই হরবোলা, তার চোখে পরকলা,
ঘুমকুড়ি যে পড়ায় পাখী, দেখে আরশোলা—
দেখে ধানগাছের শুঁড়ি, ভয়ে শুঁড়ি সুড়ি,
তার ভেতরে দেখে বঁধু বিরোধ্ বাঘের হাঁ॥
চ'ড়ে ফেণীবাতাসায়, পার হ'তে চায় দরিয়ায়,
শেষে গাংদাড়ার তাড়ায়, তড়াক্ ক'রে উঠে আড়ায়
পাঁয়তাড়া দে মার্লে দৌড় দেখ্‌লে না কো
ডাইনে বাঁ॥

নেপথ্যে। তামাচা ইজেমচা, খোঁচা। হারে-রেরে মারো মারো—ওস্মান দুস্মন মারো।

১ম রমণী। ওরে—ও কি রে—তালপাতার তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে আস্‌ছে—ও কে রে?

সকলে। তাই ত রে! কে রে?

নেপথ্যে। হারে-রে-রে রে-রে—তামাচা—মারো মারো।

১ম র। ওরে তালপাতার সেপাই রে—

সকলে। ওরে বাবা রে, মেলে রে খেলে রে!

(সকলের পলায়ন।)

(ওস্মানের প্রবেশ)

(ওস্মান তরোয়াল ঘুরাইল; বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িল) হাঁ; তরোয়ালের গুণ মালুম হচ্ছে—মানুষ পালাচ্ছে, তরোয়াল ঘোরান দেখে ভয়ে গাছ কেঁপে উঠেছে। ঝর্ ঝর্ ক'রে পাতা ঝরেছে। ভয় নেই গাছ! ভয় নেই, তুমি আমার আশ্রয়দাতা।

(গফুরের প্রবেশ)

তোমাকে আমি কাটব না। কিন্তু সব শালা দুস্-মনকে কাটব। মির্জা আলি হুসিয়ার, ভোজপুরী খবরদার! শির, মুণ্ডু অস্তর্, কুচ।

গ। (স্বগত) এ কি! হুজুর ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মনঃক্ষোভে পাগল হ'ল না কি! (প্রকাশ্যে) হুজুর!

ও। কে ও—তিন দিন পরে হুজুর বলে, কে ও?

গ। সহরের বাইরে, তেপান্তর মাঠের ধারে একটা গাছের তলায়—জনপ্রাণী কাছে নেই। একলা একলা ব'সে কি করছ হুজুর?

ও। আবার হুজুর—বা তরোয়াল বা! এক ঘুরুনীতেই হুজুর বলিয়ে ছেড়েছি। বার-দশ-পোনেরো ঘুরুলেই দুনিয়ার সব শালা দুস্মন হুজুর বল্‌বে। তিন দিন পেটে বড় একটা কিছু ঢোকে নি, চোখে বড় সুবিধেমত দেখা চল্‌ছে না। হুজুর বলে কে ও?

গ। আমি হুজুরের গোলাম গফুর।

ও। গফুর, গফুর! স'রে যা গফুর, কাছে আসিস্ নি—আমি তরোয়াল ঘোরাচ্ছি। গায়ে লাগলেই তোর দেহ ফ্যাস্ ক'রে কেটে যাবে। তামাচা—শির কুচ—কড়াক্।

গ। হুজুর হুকুম করুন, কিছু খাদ্য এনে দি।

ও। উঁহু—তুমি দিলে খাব না। মা আমাকে শেষ আস্‌রফী দিয়েছে—আমি তাই দিয়ে খানা-পিনা কর্‌ব, তার পর এই তরোয়াল দিয়ে দুস্মন শালাদের মাথা কাটব।

গ। আমি এই তিন দিন ধ'রে আপনাকে খুঁজছি। হুজুর! আপনার জন্য নবাব সরকারে এক চাকরী জোগাড় করেছি।

ও। কি! কি বল্‌লি গফুর, আমি চাকরী কর্‌ব? (তরোয়াল ঘুরাইয়া) এই দেখ—এই

তিন কস্‌লতে আ।।শ হ।...

শালাকে আমার চাকুরী কবুতে হবে।

(খাদ্য হস্তে মনিয়ার প্রবেশ)

গ। (মনিয়ার সমীপে গিয়া) মনিয়া, সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হ'ল—হুজুরকে পেলুম কিন্তু কাজের পেলুম না। হুজুরের মাথা বিগড়ে গেছে। একটা তালপাতার তরোয়াল ঘোরাচ্ছেন, আর কি আপনার মনে বক্‌ছেন। খাবার দিতে চাইলুম, খেতে চাইলেন না। অথচ শুনলুম, তিন দিন একরূপ অনাহার। কি করা যায় মনিয়া ?

ম। হুজুর !

ও। আবার হুজুর—(তরোয়াল ঘুরাইয়া) হাঁ—ঠিক হয়েছে। দুনিয়া আমাকে হুজুর বল্‌ছে—আমি শুনতে পাচ্ছি। মির্জাআলি হুঁসিয়ার, ভোজপুরী খবরদার—তামাচা, ইজেম চা-খোঁচা।

ম। হুজুর! বাঁদীর দিকে একবার চাও।

ও। কে তুই ?

ম। আমি মনিয়া।

ও। মনিয়া, স'রে যা—আমি তরোয়াল ঘোরাচ্ছি। গায়ে ঠেকলেই এখনি কচি দেহ কুচ্‌ ক'রে কেটে যাবে।

ম। কিছু ক্ষণের জন্য ঘোরানো রেখে—কিছু আহার করুন। আমি ফলমূল এনেছি।

ও। না মনিয়া, খাব না। মা আমাকে শেষ আস্‌রফী দিয়েছে, আগে তাই দিয়ে খানা কিনব। মনিয়া, মরার চেয়ে আর অনিষ্ট নেই। আমি মরেছি, কাজেই মরণের ভয় আমার ঘুচেছে।

ম। তা হ'লে ত আপনি দুনিয়ার রাজা।

ও। ঠিক ?

ম। তুমিই বুঝে বল না, ঠিক কি না।

ও। বস্‌—মনিয়া বলেছে—ঠিক, ঠিক, ঠিক। (তরোয়াল ঘোরান)

ম। তরোয়াল ঘোরাচ্ছ কেন হুজুর ?

ও। এই দিয়ে দুস্‌মনদের জব্দ করব। লড়াই ক'রে দুনিয়া জয় করব।

ম। কি রকম হাতিয়ার একবার হাতে ক'রে দেখি ?

ও। কেমন-কেমন ! ... খোঁচা। মনিয়া ব'লেছে কি ... হুসিয়ার! ভোজপুরী খবরদার! সব শালা দুস্‌মন—বাহার বাহার! (প্রস্থানোদ্যত) মনিয়া সম্মুখে নতজানু হইল।

ম। খোদাবন্দ !

ও। কি মনিয়া! আমাকে কি পাগল মনে করেছিস্‌ ?

ম। পাগল দুস্‌মন হ'ক, আপনি পাগল হবেন কেন ?

ও। মনিয়া! এত দিন মরেছিলুম, ম'রে আমার মাকে শোকার্ত্ত ক'রেছিলুম। শেষে মায়ের তিরস্কারে আমি মরার রাজ্য থেকে ফিরে এসেছি। মায়ের স্নেহের ডাকে মৃত্যু আমাকে পথ থেকে ছেড়ে দিয়েছে। ফিরে এসে যখন মায়ের পায়ে আশ্রয় নিয়েছি, তখন মা দুস্‌মন মারতে, আর আত্মরক্ষা করতে আমাকে এই অস্ত্র দিয়েছে। বাবা থাকতেন থাকতেন বলতেন—এ দুনিয়াটা কিছু নয়—একটা ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে, ফাঁকাটে ফাঁকাটে—ভোজবাজীর মতন ফাঁক—শুধু জমক আর জাঁক—আসল জিনিস এর আড়ালে লুকিয়ে আছে। তবে নকল মারতে আসল অস্ত্রের কি দরকার মনিয়া ?

ম। সাচ্চা বাৎ হুজুর !

ও। এই আমার অস্ত্র—এইতে দুনিয়া জয় হ'ল ত হ'ল। নইলে মরা জিনিস মরার রাজ্যে ফিরে গেল—তাতে দুঃখ কি মনিয়া ?

ম। না দুঃখ নেই—তবে খোদাবন্দ, প্রাণটা যদি ফিরে এসেছে, তবে তাকে এমন অবজ্ঞা করছেন কেন ? কিছু খাদ্য বাঁদী এনেছে, তাতে জীবনটা রক্ষা করুন।

ও। (হাস্য) আস্‌রফী—মনিয়া আস্‌রফী—মা দিয়েছে। কিনব খাব—তরোয়াল ঘুরুবো—দুস্‌মন মারব—আর দুনিয়াকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বগল বাজাব।

ম। বেশ, আমাকেই না হয়, আস্‌রফী দিন।

ও। উঁহু তুমি আমার বহিন, তোমার কাছে

[illegible], সব পালিয়েছে।

সব পালিয়েছে?—এখন গ্রামে সহরে [illegible] কোথায় গিয়ে [illegible]

[illegible]ফুর—গফুর! [illegible]

[illegible]ইজেমচা—খোঁচা।

ম। গফুর! আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

গ। হুকুম কর মনিয়া বিবি, অনুরোধ বলছ কেন? হুজুরের মাকে অনুসন্ধান করব?

ম। না এ অবস্থায় তাকে দেখ না। অট্টালিকা কি, বুঝতে পারলে না?

গ। বুঝেছি—মা ভাঙ্গা কুঁড়ের ভিতর ঢুকে আছে। বুঝি অনাহারেই আছে।

ম। অনাহারে? তা হ'তে পারে। তবু এ অবস্থায় তাকে দেখব না। রাণী না খেয়ে ম'রে যাবে—যাক্, তবু তাকে দেখবো না। ছেলে যা নিলে না—মা তা নেবে না।

গ। বেশ, যাব না। তা হ'লে কি করব হুকুম কর মনিয়া বিবি!

ম। আমার মনিবকে তোমার কি বোধ হ'ল?

গ। বোধ হ'ল, এ দুনিয়ার গোলামীতে যদি কোথাও সুখ থাকে, তা কেবল ওই মনিবের গোলামী ক'রে।

ম। কেমন ঠিক না?

গ। এই ত বললুম মনিয়া।

ম। এখন এই তালপাতার খাঁড়াকে যেমন ক'রে পারি, বজ্র ক'রে যে তুলতে হবে?

গ। তা কি আমিও ভাবছি না মনিয়া বিবি? খোদাকে স্মরণ ক'রে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা উপায় ঠাওরাচ্ছিলুম। একটা মতলব মাথায় এসেছে। মনিয়া বিবি, হুজুর বললে দুনিয়ার লোক কানে দেখে। চোখে দেখে না। চোখে দেখলে এই দুনিয়াই স্বর্গ হয়ে যেত—স্বর্গে যাবার আর স্বতন্ত্র আয়োজন করতে হ'ত না।

ম। ধন্য তোমার বুদ্ধি। গফুর মিয়া, তোমাকে গোলাম ব'লে অমর্য্যাদা করেছি। এখন ভাই, আমার মনিবকে একবার দুনিয়ার কানদে দেখিয়ে দাও!

গ। দেখাতেই হবে, নইলে আর উপায় নেই। মনিবের খেয়ালের ভেতর দিয়েই মনিবকে রক্ষা করতে হবে।

বিবিজানেরা বেতালা নাচে দেখে, ইচ্ছে হয়, বেটীদের তালটা কি বস্তু একবার দেখিয়ে দিই।

২য় মো। ঘাড়ে প'ড়ে নাকি এক ঠেঙ্গে মিয়া?

[illegible] সব শালা বেরসিক, তাল আবার তার জন্য [illegible]

লাঠী-সোটা নিয়ে এই দিকে আসছে [illegible] আসছে আমি বুঝেছি। মনিব আসবার আগে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা এখানে আমোদ করছিল। মনিবের তরোয়াল ঘোরান দেখেই তারা পালিয়েছে। তাদেরই আত্মীয়-স্বজন মনিবকে আক্রমণ করবার জন্য আসছে। (নেপথ্যে কোলাহল)

ম। তা হ'লে আর দেরী ক'র না—ব'সে যাও—ব'সে যাও।—ওরে বাবা রে—গেছি রে—উহুহুহু—

গ। বাপ্—জ্বলে গেল—জ্বলে গেল।

(গ্রাম্য পুরুষ ও স্ত্রীগণের প্রবেশ)

১ম পু। কই—কই শালার তালপাতার সেপাই?

২য় পু। দেখিয়ে দে, শালার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলি।

১ম স্ত্রী। এইখানে—ঠিক এইখানে।

২য় স্ত্রী। এমনি ক'রে খাঁড়াখানা ঘুরুচ্ছিল গো!

১ম পু। তাই ত—এরা কারা, এরা—কারা?

ম। ওরে বাবা রে—উহুহুহু—

গ। বাপ্—জ্বলে গেল গেল।—

১ম পু। কে তোমরা?

ম। আমরা এই পথে যাচ্ছিলুম গো এমন সময়—উহুহুহু—

১ম পু। এমন সময় কি হয়েছে? ভয় নেই—বল।

১ম স্ত্রী। ভয় নেই—বল—

ম। এমন সময়—উহুহুহু—

গ। জ্বলে গেল—জ্বলে গেল—বাপ্—চিড়িক্—চিড়িক্—

ম। এক গাছের তলা থেকে—

১ম স্ত্রী। ওই ঠিক হয়েছে গো—এখানেও ওই গাছের তলা।

১ম পু। তার পর ?

গ। এক তালপাতার সেপাই—

১ম স্ত্রী। ওই শোন গো—তালপাতার সেপাই—

গ। সেই গাছের গোড়ায়, সেই সেপাই—সেই তালপাতা দিয়ে—

ম। এক কোপ—

গ। গাছ অমনি মড় মড়—মড় মড়—বাপ্ !

স্ত্রীগণ। ওই শোন—

১ম স্ত্রী। ওই শোন রে—ওই শোন—আমরা কি মিছে বলেছি ?

১ম পু। তার পর ?—তার পর ?

ম। আমার এই যে দেখছ—এই যে—

স্ত্রী। লজ্জা কেন—বলনাই বাপু—খসম্।

ম। উঁহুহুহু—ওই রকমই বটে গো !

গ। উঃ চিড়িক্—চিড়িক্।

ম। পাছে লোকের কাছে এ কথা প্রকাশ পায়, তাই ওঁর কোমরে সেপাই সেই খাঁড়া ঠেকিয়ে দিলে—আর যেমন দিলে অমনি ওঁর কোমরটা একেবারে চুরমার হ'য়ে ভেঙ্গে গেল গো !

গ। জ্বলে গেল, জ্বলে গেল—বাপ্—চিড়িক্ চিড়িক্ !

ম। আর যেমন আমি রাগের মাথায় তাকে একটা ইট ছুঁড়ে মারতে গেলুম—অমনি সেই ইট খাঁড়ায় লেগে ফিরে এসে এই বুকে—উঁহুহুহু—

১ম স্ত্রী। আর কেন, বুঝতে পেরেছ ত ?

সকলে। আর কেন মিয়া—আর কেন ?—

(জনৈক পথিকের প্রবেশ।)

প। কি—কি—ব্যাপারখানা কি ? কি হয়েছে ভাই সব ?

১ম পু। হ্যাঁ হে, তুমি কি এই পথ দে আসছ ?

প। হাঁ। কেন—কি হয়েছে ?

১ম পু। তুমি কি পথের ধারে একটা প্রকাণ্ড গাছ পড়তে দেখে এলে ?

প। বটে। তাই বুঝি ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হ'ল !

সকলে। ওই—ওই—আর নয়।

প। আমি ভাবলুম—কি পড়ল কি পড়ল—ও বাবা সেটা গাছ ! তাই মড়্ মড়্—মড়্ মড়্—মড়াৎ।

১ম, স্ত্রী। এক তালপাতার সেপাই—তালপাতার খাঁড়া দিয়ে এক কোপে সেই গাছটা কেটে ফেলেছে।

ম। শুধু কি গাছ কেটেছে ?—কত বাঘ মেরেছে—

(দ্বিতীয় পথিকের প্রবেশ)

২য় প। তাই বটে—তাই বটে। পথে যেতে যেতে কতকগুলো লোক বাঘমারা ব'লে কি বলাবলি করছিল—তার পরেই গন্ধ—বাঘের গন্ধ। ও বাবা—বাঘ তাতো বুঝতে পারি নি। বড় বেঁচে গেছি ত।

সকলে। তা হ'লে আর কেন ?

১ম পু। ও বাবা ! তা হ'লে আবার ! গাছ পড়লো—বাঘ ম'ল—আবার !

[গ্রাম্য পুরুষ ও স্ত্রীগণের পলায়ন।]

২য় প। বাঘটা কি ক'রে ম'ল ভাই ?

গ। দূর্ শালা—শুনছিস না, এক তালপাতার সেপাই—তালপাতার খোঁচা মেরে এক বাঘ মেরে ফেলেছে !

২য় প। ওরে বাবা—তালপাতার সেপাই !—

গ। পালা শালা—তামাচা, ইজেম চা, খোঁচা।—পালা এখনি খোঁচা খেয়ে মরবি কেন, পালা—পালা !

২য় প। কোন্ দিকে পালাব ভাই !—আমার যে বুক গুর্ গুর্ করছে !

গ। যে দিকে গাঁ দেখবি, সেই দিকেই পালাবি। যেমন সব লোক কি হয়েছে কি হয়েছে ব'লে ছুটে জানতে আসবে, তাদের টুপ ক'রে তালপাতার সেপাইয়ের কথা ব'লেই আবার ছুটবি—ক্রমে ছুটতে ছুটতে যখন সহরে পড়বি, তখন সুমুখে যে বাড়ী পাবি, সেই বাড়ীতে ঢুকে পড়বি; সে বাড়ীতে জায়গা না পাস, আর এক বাড়ীতে ঢুকবি।

ম। এই রকম তাড়া খেতে খেতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বি, তখন এক জায়গায় ব'সে কেবল বলতে থাকবি—বাপ্—জ্বলে গেল—জ্বলে গেল—তবেই তালপাতার সেপায়ের দয়া হবে।

গ। নইলে গেলি !

ম। নইলে একেবারে গেলি !

২য় প। বাপ্—আর এখানে থাকে।

ম। যাক্, সব পালিয়েছে !

গ। শুধু পালিয়েছে ?--এখন গ্রামে সহরে শুন্‌বি চল্,—রঙে রঙে এ গল্প কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে—এক দণ্ডে আমাদের মনিবের শক্তি কি বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করেছে।

গীত।

ম। মনের ভেতর জ্বল্‌লো আগুন দপ ক'রে।
ওগো নিভাই তাকে কি ক'রে॥
গ। ভয় কি, সঙ্গে চল্,
মাথায় দেব ঘড়া ঘড়া জল,
তার এক ফোঁটাতেই অঙ্গ জল
ভয় কিসের তরে॥
ম। তাতে যে ধোঁয়া হবে,
গ। ফুঁ দিলে উড়ে যাবে,
কনক বরণ উথলে উঠে দেশ যাবে ভ'রে।
উভয়ে। তবে চল যুগলে
তালে তালে পা ফেলে,
যাক্ না দেখা কোন্‌খানের জল কোথায় গে মরে॥

পঞ্চম দৃশ্য

প্রমোদাগার।

থাঞ্জা খাঁ, মোসাহেব ও নর্ত্তকীগণ।

গীত।

পেটের জ্বালা হ'য়ে নসীব কর্‌লে দেশ ছাড়া।
বনের ধারে খেতে দিলে পুঁই শাকের খাড়া॥
বাঘ হ'য়ে সে হুমকি দিলে, দিলুম টেনে ছুট।
ডাকাত সেজে কর্‌লে নসীব যা ছিল সব লুট॥
ঘুরিয়ে দেশ আন্‌লে শেষ রাজার বাগানে।
দেখ্‌লে চেয়ে রাজকুমারী কৃপা-নয়ানে॥
মাথায় তুলে নসীব দিলে রাজার আসন দান।
চক্ষু মেলে দেখি আমি নবাব থাঞ্জাখান॥
গাও নসীবের জয়, গাও নসীবের জয়।
যা করা, সব নসীব করে, তুমি আমি কিছু নয়॥

থাঞ্জা। ভাই সব আমার লড়াই কর্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে।

১ম মো। হুজুরের লড়াই কর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে শুনে, গোলামের নাচ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। হুজুর, বিবিজানেরা বেতালা নাচে দেখে, ইচ্ছে বেটীদের তালটা কি বস্তু একবার দেখিয়ে দিই।

২য় মো। ঘাড়ে প'ড়ে নাকি এক ঠেঙে মিয়া ?

১ম মো। দূর শালা বেরসিক, তাল আবার দু' ঠেঙে হয় কবে ?—

থাঞ্জা। ঠিক্ বলেছ (হাস্য), ঠিক্ বলেছ লেংড়ু মিয়া।

১ম মো। সমস্ত রসের গাছই, হুজুর, এক ঠেঙে। এই আখই বলুন, আর খেজুরই বলুন, আর তালই বলুন,--পাছে রস পান্‌সে হয়, তাই খোদার তাতে একটি কেঁকড়ি পর্য্যন্ত গজাবার হুকুম নেই।

থাঞ্জা। কিন্তু ভাই সকল, যদি আমি লড়াই করি, তা হ'লে তোমরা কি কর্‌বে ?

১ম মো। হুজুর ঘুমতে ঘুমতে নবাবী পেয়েছেন আপনাকে কি আর কখন লড়াই কর্‌তে হবে ?

থাঞ্জা। যদি হয় ?

২য় মো। বিবিজান--বিবিজান—তেষ্টা পাচ্ছে।

সকলে। প্রবল—প্রবল।

থাঞ্জা। বল ভাই সব—যদি হয় ?

১ম মো। যদি হয়,—হুজুর, আমি তা হ'লে আপনার অগ্রদূত হব।

থাঞ্জা। কাল্লু মিয়া কি হবে ?

২য় মো। হুজুর ! আমি হব দূরবীণ। ইঁদুর-গর্ত্তের ভেতর যদি শালার দুস্‌মন লুকিয়ে থাকে, আমি এই (এক চক্ষু দেখাইয়া) দূরবীণ ক'সে শালাদের বার ক'রে দেব।

১ম মো। থাক্ শালা অযাত্রা—এক চোখ দেখায় না। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে—সত্যি সত্যিই লড়াই বেধে যাবে।

থাঞ্জা। তুমি কি করবে তুঁতলু মিয়া।

৩য় মো। আ---আ---আ—

সকলে থাম্ শালা—থাম্।

৩য় মো। হুঁ—হুঁ—

সকলে। আরে বে-অকুফ থাম !

৩য় মো। দু--দুদু উস্‌- উস্‌মনের—বা—বা—বাপান্ত করব—

সকলে। (৩য়কে ধরিয়া) হাঁ—হাঁ—অনর্থ বাঁধবে—অনর্থ বাঁধবে।

খাঞ্জা। তোমরা কি করবে বিবিজানেরা?—

১ম মো। আমরা? আমরা হুজুর?

নর্ত্তকীগণ।

গীত।

আমরা কি করি লড়াই।
আমরা লড়াই বাধাবার গুরুমশাই॥
ভায়ে ভায়ে কোলাকুলি নাইক প্রেমের অন্ত,
আমরা কুটুস ক'রে বুকের মাঝে ফুটিয়ে দিই দন্ত,
জ্বালায় শ্রীকান্ত হ'য়ে প্রাণান্ত,
চোক পালোটে ভাই ভাই হয় গো ঠাঁই ঠাঁই।
আমরা সোনার ঘরে দিন দুপুরে আগুন লাগাই॥

(রোশেনার প্রবেশ।)

রো। বেতমিজ, বেহায়া, বেইমান নবাব!

খাঞ্জা। এই আরম্ভ হ'ল—ভাই সব! প্রস্তুত হও—বাঁধলো—লড়াই বাঁধলো।

রো। বাঁধলো কি! বেঁধেছে—তোমার বেইমানির শাস্তি না দিয়ে আমি আর জলগ্রহণ কর্‌ছি না—বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী জুয়াচোর!

খাঞ্জা। পারিষদবর্গ! জল্‌দি জল্‌দি অস্ত্র শাস্ত্র নিয়ে এস—লড়াই বেঁধেছে!

রো। খাড়া র' সব উল্লুক—খাড়া র'। তোদের মনিবের সঙ্গে এক দড়িতে বাঁধব বেই-মানের সঙ্গী বেইমান, তোদের সকলকেই সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেব এক ঘরে কয়েদ ক'রে শাস্তি দেব। আমার বুকে ঢেকি পড়্‌ছে, আর তোমরা এখানে সরাপ খেয়ে বাইজী নিয়ে ইয়ারকি দিচ্ছ। উল্লুক! গিধ্বোড়—বেলেল্লা!

১ম মো। (করজোড়ে) বেগম সাহেব, গা'ল দিতে গিয়ে একটা ভুল হ'য়ে গেছে! এ গোলাম শুধু উল্লুক নয়, খোঁড়া উল্লুক।

২য় মো। আর এ গোলাম কাণা গিধ্বোড়।

৩য় মো। আর এ—এ—বে—বে—এল্লা নয়, তো—তো—তোল্লা।

রো। খাড়া র'—যাচ্ছিস্ কোথা?—আগে তোদের মনিবের কি হয় দেখ, তার পর যাবি। যেমন গাড়োল নবাব, তার তেমনি জানোয়ার সঙ্গী!

১ম মো। এ বাঁদীরে কি করবে বেগম সাহেব?

রো। কয়েদ হবি—আর কি করবি? আর কি নবাবের নবাবী থাকবে, যে পয়সা পাবি। এক ঘরে সব কয়েদ ক'রে রাখব।

(নর্ত্তকীগণের ক্রন্দন)

৩য় মো। কাঁ—কাঁ—কাঁ—কাঁদিস্ কেন?

২য় মো। ভালই ত হয়েছে—আর তোদের পেটের ভাতের জন্য কুকুর বাঁদরকে এমনি ক'রে ইসারা কর্‌তে হবে না।

১ম মো। এই আমার মতন পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে থাবি।

রো। এই, ইধার আও—এই গোলামগুলোকে এক জায়গায় আট্‌কে রাখো; তার পর এদের সম্বন্ধে যা কর্‌বার, আমি হুকুম দেব।

(প্রহরিগণের প্রবেশ এবং মোসাহেবগণ ও বাঁদীগণকে লইয়া প্রস্থান।)

খাঞ্জা। এতগুলো মানুষের সাক্ষাতে আমার অপমান কেন কর্‌লে রোসেনা?

রো। ওরা কি মানুষ?—যেমন তুমি, তেমনি ওরা পশু। মনে ক'রেছিলে কি, আমি তোমার প্রিয়ারকে কি সন্ধান কর্‌তে পারব না?

খাঞ্জা। সন্ধান পেয়েছ?

রো। ছি! ছি! ছি! কি ঘেন্না!—বাঁদীর পাতচাটা খোরাসানী আলি মির্জা—তার বেটী—কস্‌বি কি না, কে জানে—তাকে বেছে বেছে—রাণীর যোগ্য আবরোঁয়া সওগাত দেওয়া হয়েছে!

খাঞ্জা। কেমন রোসেনা! সে সুন্দরী নয়?

রো। ছি! ছি! ছি! ছি!—এত ছোট নজর!—যে মীর্জা আলি পিঁপড়ের পেট টিপে গুড় বা'র ক'রে খায়, তার বেটীকে ঢাকাই আবরোঁয়া!

খাঞ্জা। তুমি তাকে দেখেছ?

রো। ঘেন্না! আমি সেই ছোটলোকের বাড়ীতে গিয়ে তাকে দেখে আস্‌ব?

খাঞ্জা। বেশ যত্ন ক'রে বাড়ীতে আনিয়ে একবার তাকে দেখ।

রো। এই যে দেখবার ব্যবস্থা করছি। তোমাকে এক পিঁজরের রাখব, আর সে বেটীকে এক পিঁজরেয় পুরব, দু'জনে মুখোমুখী ক'রে পরস্পরের রূপ দেখবে।

খাঞ্জা। কবে রোসেনা, কবে?

রো। ওমা! এত? এরই মধ্যে এত!

বেইমান! আমাকে বিবাহ করবার সময়ে কি বলেছিলে?

খাঞ্জা। কি বলেছিলুম, তুমিই বল।

রো। বলেছিলে না, যে, তোমা ছাড়া আর কাউকে আমি স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করব না? যদি ম'রেও যাই, তবু তুমি আর বিবাহ করবে না?

খাঞ্জা। বলেছিলুমই ত!

রো। তবে বিশ্বাসঘাতক! তুমি এ কি করলে?

খাঞ্জা। কি করেছি?

রো। কি করেছ? উল্লুক! এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। (মনিয়ার প্রবেশ) বাঁদী!

ম। বাঁদী বললে উত্তর পাবে না বেগম সাহেব।—আমি তোমার বাঁদী নই। এক মুখে দুই কথা কও, তুমি কি রকম বেগম?

রো। না ভাই, তুই আমার সখী। আমায় মাফ কর। বল ত ভাই মনিয়া, সে কি বলেছে?

ম। হাঁ জনাবালি! আপনি কি যথার্থই মির্জ্জা আলির কন্যাকে ভাল বেসেছেন?

খাঞ্জা। যদিই ভালবেসে থাকি, তা হ'লে কি অন্যায় করেছি মনিয়া?

ম। সে বলেছে—রাজা আমাকে প্রাণের তুল্য ভালবেসেছেন। বলেছেন, তোমাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তোমাকে যেরূপ ভালবেসেছি, এরূপ ভালবাসা আমি জীবনে কখন কাউকে বাসি নি।

রো। বেহায়া, এই কি তোমার প্রতিজ্ঞা-রক্ষা?

খাঞ্জা। ভালই বেসেছি—বিবাহ ত করি নি?

রো। আমাকে যখন ভাল বেসেছ, তখন অন্যকে ভালবাসতে তোমার অধিকার কি?

খাঞ্জা। সে কথা বলতে পারি না রোসেনা!

(হানিফ খাঁর প্রবেশ)

হা। আলবৎ বলতে হবে। বেইমান, ছ'-ছ'জন শক্তিমান্ উত্তরাধিকারীকে তাড়িয়ে আমি তোমাকে নবাবী দিলুম, এই তার তুমি প্রতিফল দিচ্ছ?

খাঞ্জা। তুমি আমাকে নবাবী দিয়েছ, এ কথা একেবারে ভুলে যাও হানিফ খাঁ! খোদা আমাকে নবাবী দিয়েছে। তবে তুমি উপলক্ষ্য।

হা। বটে রে বেইমান! তবে খোদা কেমন তোমার নবাবী রাখে, একবার দেখে নিই।

খাঞ্জা। এখনি তোমাকে আমি কোতল কর্তুম হানিফ খাঁ! কিন্তু তা করব না। কেন না, নবাবী দিতে একদিন তুমি উপলক্ষ্য হয়েছিলে।

হা। কাপুরুষ! তুমি আমাকে কোতল করবে? কি বলব, মেয়ে দিয়েছি, নইলে এখনই তোমার বেয়াদবীর কথা শেষ ক'রে দিতুম। এই—ইধার আও!

(সশস্ত্র প্রহরিগণের প্রবেশ)

বেইমান্‌কো পাকড়ো।

খাঞ্জা। এই দেখ হানিফ খাঁ—নসীবে কোতল নেই ব'লে তুমি আমাকে মারতে পারলে না। নসীবে বন্ধন ছিল—বন্ধন হ'ল।

রো। বল নবাব, এখনও বল—আমাকেই কেবল তুমি ভালবাস?

খাঞ্জা। না রোসেনা, তোমাকে কেবল বিবাহিতা স্ত্রী বলতে পারি—ভালবাসার পাত্রী বলতে পারি না। আমার প্রতি আজও পর্য্যন্ত তুমি এমন ব্যবহার কর নি, যাতে তোমাকে ভালবাসতে পারি। বিশেষতঃ এখন তুমি আমার ঘৃণার পাত্রী।

হা। বটে রে বেইমান—লে যাও—কয়েদ কর—মনে করলুম দয়া করব। আমার মেয়ে ঘৃণার পাত্রী?—লে যাও—কয়েদ কর। কৎলু খাঁ!

(কৎলু খাঁর প্রবেশ।)

কৎ। হুকুম জনাবালি!

হা। তোমার ওপর এই বেইমান্‌কে আটকে রাখবার ভার দিলুম। দশ হাজার সেপাই দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ঘেরাও ক'রে রাখবে। দেখি, ওর কোন্ নসীব এসে সেই বেড়া ভেঙ্গে ওকে রাজ্য দেয়।

খাঞ্জা। নসীব যদি দেয় মিয়া, তা হ'লে আমার তালপাতার সেপাই তোমার দশ হাজারের বেড়া ভেঙ্গে আমাকে নবাবী ফিরিয়ে দিতে পারে।

হা। লে যাও—লে যাও—ও বাউরাকো বাত মৎ শুনো—লে যাও। যাও কৎলু খাঁ, তুমি

এই বেইমান জামাইকে নজরবন্দী ক'রে যত শীগ্‌গির পার, সেই শালা বেইমান মীর্জা আলি ও তার কন্যাকে কয়েদ ক'রে নিয়ে এস।

[কৎলু ও খাঞ্জাখানের প্রস্থান।

আমারই অনুগ্রহে এই কম্‌বকৃত নবাবের মত অতি দীন অবস্থা থেকে সে শালা সর্দার হয়েছে। সর্দার হ'য়েই পাজী আমারই সঙ্গে বেইমানী আরম্ভ করেছে। শালার সর্দার সুধু বেইমান নয়—

ম। না হুজুর, বেইমানের বেইমান। যার জন্য রোসেনা বেগমের চোখে জল পড়ে, পাজী এমন মেয়েও পয়দা করে।

(গফুরের প্রবেশ)

গ। ঠিক বলেছ—মনিয়াবিবি—ঠিক বলেছ—শালা! খোঁড়া ভাঙড়ো মেয়ের বাপ হলি নি কেন?

ম। আর যদি বা হলি, তা হ'লে যখন দেখ্‌লি—সে ভারী সুন্দরী হয়েছে, তখন আঁশবটী দিয়ে তার নাকটা কেটে দিলি নি কেন?

রো। (চোখে রুমাল দিয়া) আমারও অদৃষ্টে এত ছিল!

হা। কি হয়েছে?—কান্না কেন? অদৃষ্ট কি? চ'লে আয়। বশে আসে নবাবী পাবে—না আসে কোতল হবে—

ম। কান্না কেন বেগম সাহেব? তোমার রূপ বেঁচে থাকলে, ভাগ্যে অমন কত নবাব জুটে যাবে।

হা। আলবৎ—জুটবেই ত—চ'লে আয়। নিকে দিয়ে দোসরা নবাব ক'রে দেব। সমস্ত পল্টনের মালিক আমি, ভয় কি! ইরাণের বাদসা পর্য্যন্ত আমার নামে হাড়ে কাঁপে। চ'লে আয়—চ'লে আয়।

রো। হাজি সদাগর কি কাল ওড়্‌নাই খরিদ ক'রে এনেছিল!

[হানিফ ও রোসেনার প্রস্থান।

ম। তাই ত, কি করলুম গফুর, মির্জা আলিকে জব্দ করতে গিয়ে সাধু নবাবের অনিষ্ট ক'রে বসলুম!

গ। কেন, অনিষ্ট কিসের মনিয়া? তো হ'তে আজ সাধু নবাবের যশ দুনিয়া ব্যাপ্ত হবে।

ম। হবে গফুর?

গ। আলবৎ হবে। হতেই হবে—নইলে শুধু তরোয়াল দিয়েই যদি দুনিয়া বশ হয়, তা হ'লে এ দুনিয়াটার কোন মূল্য নেই।

ম। ঠিক বলেছিস?

গ। তা হ'লে এখন আর বলব না; যখন নিজের চক্ষে দেখবি, তখন আপনিই বলবি মনিয়া!

ম। তা হ'লে নবাবের জন্য কাঁদব না?

গ। যে দিন উল্লাসে চোখের জল পড়বে, সেই দিন কাঁদিস্ মনিয়া! পরিণাম না দেখে আমি কিছুতেই তোকে কাঁদতে দেব না। তোকে না বুঝতে পেরে রাজার হুকুমে রাজার পয়সায় তোকে বাঁদী মনে ক'রে কিনেছিলুম্। কিনে মনে মনে রাজাকে কেবল সেলাম করেছিলুম। রাজা তামাসা ক'রে আমাকে বাদশার ভাগ্যদান করেছিল। কিন্তু মনিয়া, কেন্‌বার পরদণ্ডেই তুই মুক্ত হ'য়ে গেলি—আমি উলটে তোর গোলাম হ'য়ে গেলুম। তখন নসীবকে লক্ষ্য ক'রে মনস্তাপে আমি সমস্ত চোখের জল একদিনে ফেলে নিঃশেষ ক'রে দিয়েছি! আমি নিজে যা কখন করব না, তা আমার মনিবকেও কখন করতে দেব না। মনিয়া! নিশ্চিন্ত হ'—একবার বাইরে বেরিয়ে দেখ্‌বি আয়, তালপাতার সর্দারের নামে সমস্ত বোখরা সহর ভ'রে গেছে। দু'দিনে দুনিয়া ভ'রে যাবে—হানিফের দর্প চূর্ণ হবে। সে কথায় কথায় গদীতে নবাব বসায়, আর ইচ্ছা করলেই তাকে ফেলে দেয়। এইবারে নিরীহ সাধু নবাবের মুখের কথাতেই তার সমস্ত শক্তির অবসান হবে! দেখবি আয় তার দুর্দ্ধর্ষ পল্টন—যার নাম শুনে ইরাণের বাদশা পর্য্যন্ত কম্পমান হয়, সেই পল্টন ভয়ে টলমল করছে।

ম। তা হ'লে চোখের জল মুছি?

গ। গোলাম সুমুখে আছে, তাকে হুকুম কর, সে মুছিয়ে দিক্ মনিয়া!

ম। (নতজানু) পয়সায় কিনতে পার নি, এখন নিজের মহত্ত্বে আমাকে কিনে নাও—

গ। তোমায় কিনতে পারে, সে মহত্ত্বই বা গোলামের কোথায় আছে মনিয়া? তবে তোমার করুণা, তামাসা করতে গিয়ে, ও মুখ দিয়ে একবার সে করুণার কথা বেরিয়েছে। তার সফলতা দেখবার জন্য আমি সেই শুভ দিনের অপেক্ষায় ব'সে আছি। এখন আয় মনিয়া—দেখবি আয়—

নবাবের গদী ফিরিয়ে দিতে এক তালপাতার সর্দার দুর্দ্ধর্ষ হানিফের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে এসেছে-- তার কেরামতিটে একবার দেখবি আয়।

দ্বৈত গীত।

ম—আমি রুমাল খুলে মুছি চোখের জল।
গ—দাও আমায় মুছিয়ে দিতে—
উঠুক ফুটে—শিশির-ধোয়া শতদল।
ম—পরের দুঃখে দুঃখী তুমি
আছে বুক-ভরা হৃদয়,
গ—সাক্ষাৎ করুণারূপে তুমি সেথানে উদয়,
তাই পাথরে পাথার-সৃষ্টি সুধাবৃষ্টি
মিষ্টি জলে ঢলঢল॥
ম—চাঁদি ঢেলে কিনেছিলে আমায় বাঁদী ব'লে,
গ—শেষে সেধে গোলাম ক'রে সেলাম,
সোনার পদতলে,
ম—ছিঃ ছিঃ তুমি কত জান ভঙ্গী,
গ—আমি কেবল তোমার রঙ্গে রঙ্গী;
উভয়ে—না না আমরা রঙ্গভূমে কর্ম্ম-সঙ্গী,
নাই অনঙ্গের হলাহল—,
ভালবাসি পরের হাসি,
সখি হাসাবারই সুকৌশল॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

অন্তঃপুরস্থ দালান।

সেলিমা ও বাঁদী।

সে। কে সে, বাঁদী, খবর নিয়েছিলি?

বাঁদী। এ বাড়ীর পূর্ব্ব-মালিকের ছেলে—ওস্মান শা।

সে। বাপ্! তার অপমান করলে কেন?

বাঁ। তার বাড়ী নীলেম হ'য়ে গেছে—সে জান্তো না। নিজেরই বাড়ী জেনে ঢুক্‌তে গেছে ব'লে তার এই লাঞ্ছনা হয়েছে।

সে। হুঁ! এ ওড়না আমাকে কে দিয়েছে জানিস্?

বাঁ। সে দিন সেই যে বৃদ্ধ, সওদাগর এসেছিল, সেই ত দিয়েছে।

সে। না বাঁদী, সে নয়। যে যুবক অপমানিত হ'ল, তার বাপ হাজি সওদাগর আমাকে এই শ্রেষ্ঠ উপহার দান ক'রেছে।

বাঁ। কেমন ক'রে জান্‌লে?

সে। সেই বৃদ্ধ সওদাগরই আমাকে বলেছে। আমি তাকে সেলাম করবার সময় সে বল্লে, আমাকে সেলাম ক'র না বিবিসাহেব, আমি এর দাতা নই। দাতা মৃত হাজী সওদাগর, তার উদ্দেশে সেলাম কর। বাঁদী, তারই সন্তান আমার বাপের কাছে অপমান পুরস্কার পেয়েছে। আমি এ ওড়না পরবার যোগ্য নই। একে আমার ঘরে পেঁট্‌রা-বন্দী ক'রে রেখে আয়।

বাঁ। সে কি বিবিসাহেব, এমন সামগ্রী পর্‌বে না?

সে। যদি কখন যোগ্য হই, তবে পরব। নইলে পর্‌ব না। যা, রেখে আয়।

[বাঁদীর প্রস্থান।

সেলিমার গীত।

আছে আঁখি তাই দেখি (সই রে)
কি ক'রে করি গো তারে মানা।
শুধু দেখা মনে রাখা, হ'ক না সে কেন অচেনা॥
আঁখিতে আঁখিতে টান আমি ত বলিনে তারে,
বলি নি ত তনুখানি আবরিতে রূপভারে।
তবে যে মরমে জাগে তার প্রতি অনুরাগে
কোথা হ'তে অজানা বেদনা।
তাতে কি আমার দোষ মরমেরি ছলনা॥

(মনিয়ার প্রবেশ)

ম। বা! বা!

সে। কে তুমি বিবিসাহেব?

ম। নবাব, নবাব!—তুমি দ্রষ্টা বটে!

সে। কে তুমি বিবিসাহেব?

ম। আমি তোমার দুস্‌মন—বিবিসাহেব! নবাবকে শুধু রূপ দেখিয়েছ, না গানও শুনিয়েছ?

সে। কে নবাব?—কোথায় নবাব?—তুমি কাকে বল্‌ছ?

ম। আমি তোমাকেই বল্‌ছি। যদি শুধু

রূপ দেখিয়ে তাকে মুগ্ধ ক'রে থাক, তা হ'লে তোমার অর্দ্ধেক দেখিয়ে তাকে প্রতারণা করেছ! তোমার অর্দ্ধেক দেখে যদি রাজাকে প্রাণ দিতে হয়, তা হ'লে তাঁর মরণ অসার্থক হ'ল বিবিসাহেব —মরণের অর্দ্ধেক সুখ নষ্ট হ'য়ে গেল!

সে। কি রাজা রাজা বলছ, আমি বুঝতে পারছি না। আমি কোন রাজাকে কখন দেখি নি। দেখবার মধ্যে আমি পিতাকে দেখেছি, আর—আর —আর—এক জনকে দেখেছি।

ম। তবে আর কি—সেই এক জনই রাজা।

সে। না।

ম। না?

সে। না।

ম। ও বুঝেছি! তোমার বাপ সে দিন বিনাপরাধে যার অপমান করেছিল—কেমন?

সে। হাঁ বিবিসাহেব সেই!

ম। তোমাকে কোন লোক একখানা ওড়না উপহার দেয় নি?

সে। হাঁ বিবিসাহেব, তিনি এক জন বৃদ্ধ সওদাগর।

ম। তাই যদি হয়, তা হ'লে তিনি ছদ্মবেশী। সওদাগর নন—রাজা। তিনি তোমাকে সেই ওড়না দিয়ে বিপন্ন।

সে। কেন বিবিসাহেব?

ম। তাঁর স্ত্রী সেই সংবাদ পেয়েছেন। ঈর্ষায়, রাগে আত্মহারা হয়ে তাঁর বাপকে দিয়ে রাজাকে বন্দী করেছেন।

সে। আমাকে ওড়না দেবার অপরাধে?

ম। হাঁ বিবিসাহেব।

সে। তা হ'লে ত বড়ই দুঃখের কথা! আমি যদি ওড়না ফিরিয়ে দিই, তা হ'লে কি রাজার মুক্তি হয় না?

ম। তুমি ওড়না ফিরিয়ে দিতে পার?

সে। রাজা আমাকে ওড়না দিয়েছিলেন কেন?

ম। তাঁর মতে—তুমি এ সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপসী। তাই তিনি সে অমূল্য ওড়না তোমাকে ডালি দিয়েছেন।

সে। তা হ'লে দেব না।

ম। রাজা বিপন্ন, এমন কি, তাঁর জীবন সংশয়।

সে। তা হ'ক, যখন এ কথা ব'লেছ, তখন দেব না। আমি তাঁর দানের অমর্য্যাদা করব না।

ম। তুমিও বিপন্ন—রাণীর বাপ তোমাকেও গ্রেপ্তার করতে হুকুম দি[illegible]।

সে। তা দিক্, তবু সে ওড়না জীবন থাকতে আমি হাতছাড়া করব না।

ম। বিবিসাহেব, আমি তোমার দুসমনি করেছি, রাজার এই দানের কথা রাণীকে ব'লে দিয়েছি।

সে। তুমি দুসমনি কর নি বিবিসাহেব,—আমার সখীর কাজ করেছ—আমার রূপের গর্ব্ব প্রচার করেছ।

ম। আমি অনুতাপে দগ্ধ হ'য়ে তোমাকে এই কথা বলতে এসেছি।

সে। অনুতাপ আমার; আমি এতক্ষণ তোমাকে ধন্যবাদ দিই নি, তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি নি।

ম। তা হ'লে আমি দায়ে খালাস?

সে। সম্পূর্ণ—পাছে তোমার মর্য্যাদাহানি হয় এই ভয়ে আমি কোন পুরস্কারের কথা তুলতে পারছি না।

ম। এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। তা হ'লে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হও। আমি তোমাকে সময়ে সাবধান করতে এসেছিলুম। কিন্তু তোমার মধুর সঙ্গীত শুনতে, আর তোমার কথার রস অনুভব করতে আমি আত্মবিস্মৃত হ'য়ে অনেক সময় নষ্ট ক'রে ফেলেছি। এতক্ষণে বোধ হয়, তোমাদের গৃহ আক্রমণ করতে হানিফ খাঁর অনুচরেরা প্রস্তুত হয়েছে। ওই যেন কে তোমার ঘরের দিকে ছুটে আসছে না?

সে। কই?—উনি আমার পিতা।

ম। তোমার পিতাই বটে—বোধ হচ্ছে, মিঞা বিপদের খবর পেয়েছেন। তুমি শোন বিবি সাহেব, শুনে যথাকর্ত্তব্য স্থির কর। আমাকে অনুমতি দাও, আমি আত্মরক্ষা করি।

সে। এখনি—সেলাম বিবি সাহেব!

[মনিয়ার প্রস্থান

(আসগরের প্রবেশ।)

আস। মা সেলিমা, শীগ্‌গির পালিয়ে এস

ড় বিপদ। যিনি তোমাকে ওড়না দিয়েছিলেন, তিনি সওদাগর ন'ন—নবাব। সেই ওড়না দেবার জন্য হানিফ খাঁ নবাবকে কয়েদ করেছে, আমাদেরও কয়েদ কর্‌তে লোক আস্‌ছে। পালিয়ে আয় সেলিমা, পালিয়ে আয়—শীগ্‌গির আমার সঙ্গে চ'লে আয়!

সে। কোথায় যাব বাবা! আর গেলেই যে রক্ষা পাব, তারই বা ঠিক কি? বাবা, যদি নিজে বাঁচ্‌তে চান, তা হ'লে আমার আশা ত্যাগ করুন। আমি রাণীর বিষ-নয়নে পড়েছি। আর রাণীই প্রকৃত পক্ষে এ রাজ্যের রাজা। তখন কোথায় গেলে তার হাত থেকে রক্ষা পাব?

আস্‌। তাই ত, কি কর্‌লুম সেলিমা! এ কি 'অপয়া' বাড়ী কিন্‌লুম! বাড়ীতে ঢুকতে না ঢুকতে এ কি বিপদ!

(মনিয়ার পুনঃপ্রবেশ।)

ম। বাড়ী 'অপয়া' হ'তে যাবে কেন মিয়া সাহেব? এই বাড়ীতে ব'সে এক সাধু লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেছেন—অনেক সাধু ফকীরকে অন্ন দিয়েছেন। এ তীর্থভূমি 'অপয়া' হ'তে যাবে কেন? 'অপয়া' তুমি। তুমি বিনা অপরাধে আমার মনিব-পুত্রের অপমান করেছ। তোমার উপর সে অপমানের প্রতিশোধ নেব সঙ্কল্প করেছিলুম। দেখলুম, তুমি বিপন্ন। আমি এমন মনিবের বাঁদী নই যে, বিপন্নের উপরে প্রতিশোধ নিই। যাও, যদি বাঁচতে চাও, তা হ'লে মেয়ের হাত ধ'রে এখনই এ বাড়ী পরিত্যাগ কর। দেরী কর্‌লে আর তোমারা পালাতে পার্‌বে না।

আস্‌। চ'লে আয়, সেলিমা, চ'লে আয়।

সে। তা হ'লে একটু অপেক্ষা করুন, আমি ওড়নাখানা নিয়ে আসি।

আস্‌। ওড়না থাক্‌, ওই ওড়নাই সব বিপদের মূলাধার। ও 'অপয়া' ওড়না ফেলে চ'লে আয়।

সে। না, ওড়না ফেলব না। (নেপথ্যে শব্দ)

ম। ওই এলো।

আস্‌। ফেলে আয়—ফেলে আয়—ফেলে আয়। (নেপথ্যে শব্দ)

ম। ওই সদর দরজা ভাঙলে।

আস্‌। আয় আয় ... বাড়ীর সবাই মর্‌বে—চ'লে আয়—চ'লে আয়

সে। আপনি সকলকে নিয়ে এগিয়ে যান আমি ওড়না না নিয়ে যাব না।

[সেলিমার প্রস্থান।

আস্‌। বিবিসাহেব, যথার্থই আমি বড় অপরাধ করেছি বুঝ্‌তে পারি নি। এখন যদি তুমি কোন-ক্রমে আমাকে রক্ষা কর্‌তে পার। আমি এ দেশে নূতন এসেছি, এ বাড়ীর কোথায় কি আছে, এখনও আমি জানি না। বোধ হয় তুমি জান।

ম। জানি জনাব! এ বাড়ী থেকে পালাবার এক গুপ্ত পথ আছে।

আস্‌। যদি মেহেরবাণী ক'রে দেখাও—যদি বাঁচাও—তা হ'লে আমার বেইমানীর প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে পারি।

ম। আলবৎ দেখাব। এস জনাব! আমার সঙ্গে এস।

আস্‌। যদি এতই মেহেরবাণী তোমার বিবি-সাহেব! তা হ'লে ওই দাম্ভিক কন্যাকে ধ'রে আন। হতভাগিনীকে ফেলে কেমন ক'রে পালাব, বিবিসাহেব?

ম। এস জনাব, তারও যথাসাধ্য ব্যবস্থা করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নেপথ্যে কোলাহল, সরদার ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

সর্‌। খোঁজ—খোঁজ—তল্লাস কর—তল্লাস কর—কোথায় যাবে?—কোথায় পালাবে? সাড়া পেয়েছি। ঘর আতি-পাতি ক'রে খোঁজ—তল্লাস কর।—তল্লাস কর।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুসজ্জিত কক্ষ।

সেলিমা ও মনিয়া।

ম। কি কর্‌লে! দেরী ক'রে সব মাটী কর্‌লে! তোমাদের রক্ষার যা উপায় কর্‌লুম, তা এক তোমার জন্য পণ্ড হ'ল?

সে। কি করি বিবিসাহেব, বাঁদীকে ওড়না রাখতে বলেছিলুম, তা সে ভয়ে ঠিক জায়গায় রাখতে পারে নি ব'লে খুঁজতে বিলম্ব হ'য়ে গেল।

ম। চ'লে এস, আর এক লহমাও দেরী ক'র না। আর দাঁড়িয়ো না। তোমার পিতা গুপ্তদ্বার মুখে তোমার অপেক্ষা করুচেন। (নেপথ্যে শব্দ) ওই শেষ দরজা ভেঙ্গে ফেললে। ছুটে এস, বিবি-সাহেব, ছুটে এস।

নেপথ্যে। মিলেছে হুজুর—মিলেছে।

ম। যা! আর হ'ল না! সুড়ঙ্গ-দ্বারে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে ধরা পড়ব। শেষে একের জন্য বাড়ীর সকলে ধরা পড়বে! এখন অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রে এখানে দাঁড়াও। বিবিসাহেব! এখন দেখছি—তোমারই সর্ব্বনাশের জন্য এই ওড়নার সৃষ্টি হয়েছিল।

সে। ও কথা মনেও এনো না বিবিসাহেব! রাজার দান—সর্ব্বমঙ্গলের নিদান—সর্ব্বনাশ হবে কেন?

ম। বেশ, তবে ওড়নাখানি এমনি ক'রে গায়ে দিয়ে, মুখে সাহস মেখে দাঁড়িয়ে থাক।

সে। দাও, ওড়নায় বেশ ক'রে ঢেকে দাও। বিবিসাহেব, এ আমার গৌরব। যদি মরে, সেলিমাই মরুবে, তার গৌরবহানি হবে না।

ম। আস্‌ছে—আস্‌ছে—মর্য্যাদার সহিত কথা ক'য়ো। খবরদার, ভয় পেয়ো না, মর্য্যাদার হানি ক'র না।

(সর্দ্দার ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

সর্। যাক্, পরিশ্রম নিষ্ফল হয় নি। আসল সামগ্রীই আমাদের লাভ হ'য়ে গেছে। তোমার ওড়না দেখে বুঝতে পারুছি, তুমি। তবু একবার জিজ্ঞাসা করি, বিবিসাহেব, তুমিই কি মির্জ্জা আলির কন্যা?

ম। চুপ ক'রে বোবাটির মতন দাঁড়িয়ে সেলিমা বিবির বন্ধন দেখব? একবার রক্ষার একটু চেষ্টা করব না?

সর্। জবাব দাও।

ম। আপনি কে জনাব?

সর্। আমি কে—এখনি বুঝতে পারুবে—এখন আমার কথার উত্তর দাও।

ম। এ কথা একে যদি জিজ্ঞাসা করেন, এ বলবে—আমি। আর আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমি বলব আমি।

সর্। কি রকম?

ম। যে হেতু এ আমাকে রক্ষা করুতে চায়, আমি ওর সাহায্যে রক্ষা পেতে চাই না।

সর্। ওড়নার অধিকারী কে?

সে। আমি খোদাবন্দ!

সর্। (সৈন্যের প্রবেশ) এরে এই বিবি-সাহেবকে নজরবন্দী ক'রে নিয়ে আয়। হুঁসিয়ার বিবিসাহেব, বাধা দিও না. এদের সঙ্গে এস। যদি আসতে অনিচ্ছা প্রকাশ কর, তা হ'লে জবরদস্তিতে নিয়ে যাব।

ম। আমাকে গ্রেপ্তার করুবেন না?

সর্। না—তুমি যথা ইচ্ছা চ'লে যেতে পার।

ম। দেখবেন যেন ঠক্‌বেন না।

সর্। (স্বগতঃ) তাই ত, এ বলে কি! এদের মধ্যে কে মির্জ্জা আলির কন্যা? দু'জনেই অপূর্ব্ব রূপসী। এদের কে ভাল, কে মন্দ, ঠাওর করুতে পারুছি না। (প্রকাশ্যে) দেখ, ঠিক বল। নইলে মর্য্যাদা থাকবে না।

ম। এই ত বল্লুম, একে জিজ্ঞাসা করুলে এ বলবে—আমি; আমাকে জিজ্ঞাসা করুলে, আমি বল্‌ব—আমি। আর এই ওড়নার অধিকারী এও নয়, আমিও নয়—রূপ। আমার বিশ্বাস, আপনার তরোয়ারে শুধু ধার নেই আপনার চোখেও কিছু ধার আছে।

সর্। আছে বই কি বিবিসাহেব!

ম। বস্, তা হ'লেই ত বাজী [illegible] মিয়াসাহেব! এই দেখুন দেখি ([illegible] ধরিয়া) এই কি রূপের ধারা? [illegible] কি এই চোখ? ভুরুদুটো কি [illegible] জোড়া! নাকটা কি বেজায় [illegible] আপনি ত এক জন এলেমদার সর্দ্দার! আপনি ত কত চাউস বাইজী, কত টুনটুনি পরী দেখেছেন—

সর্। তা দেখেছি বই কি!

ম। তা হ'লে ত আপনি এক ইসারায় বুঝে নিয়েছেন। (নিজের মুখ দেখাইয়া) আর দেখুন দেখি এই মুখখানা! মুখের হাঁ-খানা একবার দেখুন দেখি—দেখুন দেখুন—আমি খেয়ে ফেলব না।

তবে আপনি দেখছি যেরূপ রসিক পুরুষ, তাতে আপনাকে খেতে পার্‌লে বিশেষ কোনও দোষ হবে না।

সর্‌। না বিবিসাহেব, তুমি সুন্দরী।

ম। কেমন? এই চোক দুটো দেখুন—চোকের ওপর চোক দুটো দিন্—ভয় কি? ভয় কি?—আমার চোকে দাঁত নেই কেমন—দেখছেন?—কেমন দেখছেন? তবু এখনও চোকে ইসারা দিই নি!

সর্‌। না, বুঝতে পেরেছি, তুমিই মির্জা আলির কন্যা।

ম। এই! একেই ত বলে নজর! দে বাঁদী—আমাকে রক্ষা কর্‌বার সব চেষ্টা তোর বৃথা হ'ল—দে আমার ওড়না ফিরিয়ে দে।

সে। বিবিসাহেব! তোমার আচরণে বুঝ্‌তে পারছি—তুমি আমাকে রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌ছ। কিন্তু চেষ্টা বৃথা। আমি তোমাকে এক কথাতেই বলেছি, আমি জীবন থাক্‌তে এ ওড়না পরিত্যাগ কর্‌ব না। তুমি ত নিজেই দেখেছ, আমি ওড়নারই জন্য ধরা পড়েছি।

ম। কি, ত্যাগ কর্‌বে না?

সে। রাজার দানের অমর্য্যাদা কর্‌ব না! যখন এই ওড়না রাণীর কাঁধে উঠ্‌বে, তখন জান্‌বে—বোখারার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী দুনিয়া পরিত্যাগ করেছে।

ম। তা হ'লে সেলাম বিবিসাহেব! তুমি শুধু এ সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী নও, তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রমণী। মিয়াসাহেব! তোমার বেড়াল চোখে আমি সুন্দরী দেখাতে পারি, কিন্তু রাজার চক্ষে ইনিই হচ্ছেন এ রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী। তা হ'লে বিবিসাহেব, আমাকে বিদায় দাও। যখন ওড়না পেলুম না, তখন মিছে আর তোমার সঙ্গে বন্ধনে পড়ি কেন?

সে। তুমি আমার সেলাম নাও! যদি বেঁচে থাকি, তোমার এই দয়া আমি কখন ভুলব না।

ম। তোমার বেঁচে থাকায় আমার স্বার্থ আছে। নইলে আমারও অদৃষ্টে তোমার মতন বন্ধন আছে। কেন না, তোমার পরেই এই ওড়নায় আমার অধিকার। নাও, সরদার, পথ ছাড়। হাঁ ক'রে আর মুখের পানে দেখ্‌লে কি হবে মিয়া, রাজার যদি তোমার দু'টি বেড়াল চোকের মতন চোখ হ'ত, তা হ'লে আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হ'ত। কিংবা তুমি যদি রাজা হ'তে—তা হ'লে—ওঃ! আর না পথ ছাড়—

সর্‌। নেহি, তোমকো ভি মেরা সাথ যা নে হোগা।

ম। নেহি সর্‌দার, ময় কিসিকো সাথ নেহি যায়েঙ্গে।

সর্‌। আলবৎ বাঁদী—

ম। নেহি বান্দা।

সর্‌। কেয়া কম্‌বক্তি!

ম। চোপরাও উল্লুক।

সর্‌। কেয়া?

(নেপথ্যে কোলাহল। খবরদার—ভাগো ভাগো—তালপাতাকো সর্‌দার আতা হ্যায়—ভাগো ভাগো।)

ম। বস্, আর ভয় নেই বিবিসাহেব, আমরা দু'জনেই রক্ষা পেয়েছি। এস হজরত—শীগ্‌গির এস।

সৈন্য। হুজুর—হুজুর—সেই তালপাতার সর্‌দার।

সর্‌। তাই ত, তালপাতার সর্‌দার কি রে বাবা!

ম। আর আমাদের ধরে কে?—(নেপথ্যে—তামাচা—)

সৈন্য। হুজুর! হুসিয়ার—হুসিয়ার।

সর্‌। বাজারে যার বুজরুকির গুজব শুনে এলুম—সেই না কি?

নেপথ্যে। তামাচা, ইজেম চা, খোঁচা।

(কোলাহল করিতে করিতে সৈন্যগণের প্রবেশ ও কোলাহল করিতে করিতে "বাপ! আগুন! বেড়া আগুন!" বলিতে বলিতে পলায়ন।)

সর্‌। তাই ত বেড়া আগুন বলে কি রে?

সৈন্য। হুজুর! আপনি পুড়তে হয় পুড়ুন—আমরা চৌদ্দসিকের সেপাই—আমরা লড়াই ক'রে মর্‌তে পা'র্‌ব, পুড়ে মর্‌তে পার্‌ব না।

[সৈন্যগণের পলায়ন।

সর্‌। এই কমবখ্‌ত—এই উল্লুক—খুন হবি—দাঁড়া দাঁড়া।

(গফুরের প্রবেশ)

গ। (ভূমিতে গড়াগড়ি খাইয়া বাপ জ্ব'লে গেল —জ্বলে গেল—ও সর্দার জ্বলে গেল—

সর্। কি হ'ল মিয়া, কি হ'ল ?—

গ। জ্ব'লে গেল সর্দার—জ্ব'লে গেল—যেমন তালপাতা গায়ে ঠেকিয়েছে, অমনি যেন হাজার বিচ্ছু হুল ফুটিয়েছে। বাপ জ্ব'লে গেল- জ্ব'লে গেল—

ম। ওরে বাবা রে—একবার ক'রে তাল-পাতার খাঁড়া ঘোরাচ্ছে—আর হাজার বিচ্ছু চারিদিকে ছুটকে যাচ্ছে—ও সর্দার—তুমিই আমা-দের রক্ষা কর।

(সরদারের পশ্চাতে গমন।)

গ। বাপ !—জ্ব'লে গেল।

সর্। বিচ্ছু কি রে বাবা !—ওরে বাবা ! বিচ্ছু কি রে! (পলায়ন)

(তালপাতার খাঁড়া হস্তে বালকগণ ও ওস্‌মানের প্রবেশ)

ওস। (তামাচা ইত্যাদি) আরে কে ও মনিয়া তুই ? আমি তোকে রক্ষা করলুম !

ম। শুধু আমাকে নয় হুজুর, এ রাজ্যের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকেও আপনি আজ লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এই ইনি বেইমান মির্জা আলির কন্যা।

ওস্। বা ! বা ! মনিয়া বা ! এ কি দেখালি মনিয়া !

ম। চুপ হুজুর চুপ। এখন নয় চুপ ! আগে একে রক্ষা কর।

ওস্। চুপ, ওসমান্ চুপ ! এখন রক্ষা করতে হবে। সেলাম বিবিসাহেব ! আমি তোমার বাপের ওপর প্রতিশোধ নিতে এসেছিলুম, কিন্তু এসে খোদার ইচ্ছায় আর একরকম হয়ে গেল ! বিবিসাহেব ! আপনাকে রক্ষা ক'রে আমি ধন্য।

সে। আপনি আজ মহত্তের যোগ্যই প্রতি-শোধ নিয়েছেন।

ম। আরে ওঠ।—(গফুরের উত্থান)

গ। শালার সর্দার ভেগেছে ? বস্—এখন আর অন্য কথা নয়! এই সবে আগুন জ্বলো

মনিয়া ! আমাদের সাগরের জল নিয়ে আগুন নেবাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

ওস্। যাও মনিয়া, এঁকে এঁর বাপের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা কর।

সে। বাপ কোথায় ? তিনি আমাকে ফেলে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছেন। বাপের কাছে যাব না—

ওস্। বাপের কাছে যাব না ! ও কথা মুখেও এনো না বিবিসাহেব ! নসীবের ফেরে বাপ তোমাকে ফেলে গেছেন ব'লে মনে ক'র না, তিনি সঙ্গে সঙ্গে মমতা গুটিয়ে নিয়ে গেছেন। মনে ক'র না, আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি। আমি শুনতে পাচ্ছি, তোমার বাপ ঈশ্বরের কাছে তোমার রক্ষার জন্য অবিরাম চীৎকার করছেন। তোমাকে সেই কাতর আবেদন রক্ষা করেছে। তোমাকে রক্ষা করি, এমন স্থান আমার নেই। আমি ভিখারী, তরুতল আমার বাস। সেখানে তোমার মত ঐশ্বর্য্যময়ীর স্থান নেই। যাও মনিয়া, এঁকে এঁর বাপের কাছে পাঠিয়ে দাও।

ম। এরা কে হুজুরালি ?

ওস্। আমার পল্টন। মায়ের ফুয়ে এই তালপাতায় অষ্টবজ্রের আগুন ঢুকেছে—পথে আসতে আসতে দুনিয়া আপনার হয়েছে।

(আস্‌গরের প্রবেশ)

আস্। সেলিমা ! আমি পালাই নি—যারা আমার একান্ত আশ্রিত, তাদের রক্ষার ব্যবস্থা ক'রে, আমি দুসমনদের সঙ্গে লড়াই করতে এসেছি।

সে। আর আপনাকে লড়াই করতে হবে না, দুস্‌মন পালিয়েছে।

আস্। পালিয়েছে ! এরা তবে কে ?

সে। আমার ইজ্জত ও আপনার ইজ্জতের রক্ষাকর্ত্তা।

ম। আর দাঁড়িয়ো না সর্দার, খোদা তোমার মানরক্ষা করেছেন, আর দাঁড়িয়ো না।

আস্। কে রক্ষা করলে ?—এ কি তুমি ?

ওস্। বাপ—আমি ! আমি কে ? রক্ষা করেছে, এই তামাচা—ইজেম চা—

সকলে। খোঁচা—

আস। যুবক! তুমিই আমার কন্যাকে রক্ষা করলে!

ওস্। আবার আমি!

ম। উনি কে!—উনি কে?

গ। উনি কে?—যাও, চলে যাও—আবার বিপদ বাধাবে কেন, মেয়ে নিয়ে চ'লে যাও।

আস্। বেশ, আয় সেলিমা, সঙ্গে আয়।

[আসগর ও সেলিমার প্রস্থান।

গ। হাঁ হাঁ—চ'লে যাও—চ'লে যাও—

ম। উনি রক্ষা কর্‌বার কে? চ'লে যাও—চ'লে যাও—

ওস্। বল্ ত মনিয়া, বল্ ত—আমি কে? রক্ষা করেছে এই—

সকলে। এই—

গীত।

চলিনু সমরে করবাল করে, জ্বালাব প্রলয়াগুন॥
করিব যুদ্ধ সম্বশুদ্ধ মাছিটি হবে না খুন॥
তৃণটিও তাতে হবে না ভস্ম, ঝরিবে না
অতি ক্ষুদ্র শস্য,
কাটিবে না এতে অতি অবশ্য, পটোল আলু বেগুন॥
তথাপি করিব সমরজয়, কি ভয়,
কি ভয়, কি ভয়—
বাঁধিয়া আনিব, শক বাহ্লিক, পারসী তাতার হূণ॥
যখন যে রাজা করিবে জাঁক, তামাচায়
লাগাব তাক্।
কানে ধ'রে তার এক গালে কালি,
আর গালে দিব চুণ॥

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর-সংলগ্ন উদ্যান।

হানিফ্ ও রোসেনা।

হা। কিছু দুঃখ করিস্ নি রোসেনা! দু'দিন কারাগারের সুখভোগ কর্‌লেই বেইমানের পিরীতের রস শুকিয়ে যাবে। তখন আবার গাড়োলটির মতন তোর পিছন পিছন ঘুর্‌বে। তুই মেয়ে, তোকে আর কি বল্‌ব, আমার অনেক বয়স হয়েছে—এই বয়সে আমি অনেক খুবসুরত বিবির সঙ্গে আস্‌নাই করেছি। বাজে আস্‌নাই ধোপে টেকে না। দেখ্‌লুম, শুনলুম, দিনরাত হা-হুতাশ কর্‌লুম—আর কাছে পেয়ে যেই দু'দিন আমোদ কর্‌লুম—অম্‌নি বস—এত ঝাঁঝের আস্‌নাই কোথায় উপে গেল। দুঃখ করিস্ নি, কাঁদিস নি। বিবাহিতা স্ত্রী, ও এক আলাদা বস্তু। ও যোগাযোগ মানুষের নয়। নইলে দুনিয়ার এত রাজপুত্তুর থাক্‌তে ওই ছোঁড়াটাকে দেখেই বা আমি এত মুগ্ধ হলাম কেন? আমার বেহেস্তের পরীকে পথের পথিককে ধ'রে দিলুম কেন? তার পর নবাবের ছেলেগুলোকে তাড়িয়ে তাকেই নবাব কর্‌লুম কেন? আমি ত নিজেই নবাব হ'তে পার্‌তুম, রোসেনা!

রো। তাই হ'লেই ভাল ছিল। তা হ'লে ও আমাকে এত হেনস্তা কর্‌তে পার্‌ত না।

হা। ভুল হ'য়ে গেছে রোসেনা, ভুল হ'য়ে গেছে। তা হ'ক্ তুই দুঃখ করিস্ নি। সব ঠিক হয়ে যাবে। মেয়েটা যেমনি গ্রেপ্তার হয়ে আস্‌বে, অমনি সব গোলমাল মিটে যাবে। এলেই বাপ আর বেটীকে এক কেল্লায় কয়েদ ক'রে রাখ্‌ব।

রো। কয়েদ ক'রে রাখ্‌বে! মেরে ফেল্‌বে না?

হা। তাই ত—তাই ত—মেরে ফেল্‌বে কেমন ক'রে রোসেনা? দুনিয়ার লোক শুনবে, আমি এক পরম সুন্দরী যুবতীকে বিনা দোষে মেরে ফেলেছি।

রো। ও মা তবে কি হবে! সে ছুঁড়ি বেঁচে থাক্‌তে কি ওড়্‌না হাতছাড়া করবে? আমি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া কর্‌লুম! কিসের জন্য কর্‌লুম?

হা। তাই ত, তাই ত!

রো। ওড়নাই যদি গেল, তা হ'লে গুমোরের রইল কি?

হা। তা হ'লে কি করা যাবে?

রো। মেরে ফেল্‌বে, আবার কি কর্‌বে! যেমন হাতে পাবে—অমনি গুমখুন কর্‌বে।

হা। তা, ওড়্‌না না হয় নাই রইল? ওড়্‌নাখানা গেলে তা সব আপদ্ চুকে গেল?

রো। যে ওড়না নিয়ে এত কাণ্ড, সেই ওড়না আমার কাঁধে না উঠে ছিঁড়ে যাবে? তবে আর কি, আমাকেও মেরে ফেল। সে ওড়্‌না না পেলে আমি গলায় ছুরি দেব। এত অপমান তবে আমি কিসের জন্য সইলুম?

হা। তবেই ত মুস্কিল হ'ল! আচ্ছা, আচ্ছা— সে ব্যবস্থাও আমি কর্‌ছি।

রো। উপায় এখনই ঠিক কর। ওড়্‌না আমার চাই-ই চাই।

হা। আচ্ছা, আচ্ছা—তাই হবে—তাই হবে। আগে বাপ্ আর বেটী গ্রেপ্তার হ'য়ে আসুক। তার পর যা যা করবার করা যাবে। তুমি ততক্ষণ আমোদ কর, একটুও যেন মনমরা হ'য়ে থেকো না। এই বাঁদী—

(বাঁদীগণের প্রবেশ)

বেগমসাহেবকে সবাই মিলে একটু ফুর্ত্তি দে।

[হানিফের প্রস্থান।

গীত।

সে কেন সে কেন ওগো কি জানি সে কেন।
কি চেয়ে সে কোন দেশে ব'সে আছে যেন॥
কেন রে সে হাঁচে কাসে,
কি কেন সে ভালবাসে,
কেবা সে, কোথা সে, কি হেতু সে নিদারুণ হেন॥
এ কেন যদি না পাই,
কেন আর বাঁচি ছাই,
সখি রে বাজারে গিয়ে অহিফেন কিনে আন॥

(মনিয়ার প্রবেশ।)

রো। খবর আচ্ছা, মনিয়া?

মনিয়ার গীত।

ত্রিম তানা দেরে না—না—না।
বলব না, বল্‌ব না, বল্‌ব না॥
শুন্‌লে হবে মাথা গরম,
বল্‌তে তাই হচ্ছে সরম—
আগে না দেখে চরম,
এ মরম খুল্‌ব না, খুল্‌ব না, খুল্‌ব না॥

রো। কি বল্‌ছিস্, আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

ম। কি বল্‌ব বেগম সাহেব! আমি নিজে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে পথ আগ্‌লে ছিলুম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। আমার হাতখানা মটকে দিয়ে চ'লে গেল গো!

রো। চ'লে গেল কি?

ম। একেবারে চাঁধাও হয়ে চ'লে গেল!

রো। কে? গেল কে? খুলে বল্—আমাকে আর ধোকায় রাখিস্ নি। (মনিয়া রোসেনার কানে কানে বলিল) য়্যাঁ! নেই! পালিয়েছে! বাবা! বাবা! আমার সাধের ওড়না পালিয়ে গেল! বাবা—বাবা!

ম। পালিয়ে গেল ব'লে গেল!—এমনি ক'রে উড়্‌তে উড়্‌তে তামাসা কর্‌তে কর্‌তে গেল!

রো। বাবা! বাবা!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দুর্গস্থ গৃহ।

হানিফ্ ও কৎলু।

হা। কি হ'ল কৎলু খাঁ! এখনও তাদের আস্‌তে এত বিলম্ব হচ্ছে কেন?

ক। আমিও ত তাই ভাবছি হুজুর, এত বিলম্ব হবার কারণ কি?

হা। ধরা পড়্‌বে ত?

ক। সে কি বলছেন! খাস্ পল্‌টনের সর্দারকে এক হাজার বাছা ফৌজ দিয়ে পাঠিয়েছি। তারা বড় বড় কেল্লা হেসে দখল কর্‌তে পারে। ক্ষুদ্র মির্জা আলির বাড়ী দখল!—এ তারা পার্‌বে না? ধরা পড়বে কি বল্‌ছেন হুজুর, তারা ধরা পড়েছে জেনে রাখুন।

হা। তা হ'লেই হ'ল; নইলে জামাইকে বন্দী ক'রে কোনও ফল হ'ল না, জেনে রাখ।

ক। আমিই যেতুম; কিন্তু নবাবকে কায়দা ক'রে রাখতে হ'লে, আমি না হ'লে ত চল্‌বে না, তাই যেতে পারলুম না।

হা। তুমি কেমন ক'রে যাবে? তুমি গেলে, হয় ত দু'দিকই নষ্ট হয়ে যেত। তুমি না যাওয়াতে, তোমাকে কোন দোষ দিতে পারি না। তবে তাঁদের গ্রেপ্তার হয়ে আসা চাই-ই চাই।

ক। সেই জন্য এক জন বিজ্ঞ সর্দারকে পাঠিয়েছি।

হা। ওড়নার কথাটা তাকে বেশ ক'রে ব'লে দিয়েছ?

ক। তা ব'লে দেব না, বলেন কি হুজুর?

ওড়না নিয়েই এত গণ্ডগোল, সেই ওড়নার কথা বল্‌তে ভুলে যাব ?

হা। ওড়না তুমি ছুঁড়ীর কাছে আদায় কর্‌তে পার্‌বে ?

ক। সন্দেহ কর্‌ছেন কেন ?

হা। আমি ত সন্দেহ করি নি, তবে রোসেনা বল্‌ছে—সে প্রাণ থাক্‌তে ওড়না কাউকে দেবে না। আর যদিই সে দেখে, তার প্রাণ থাক্‌বে না, তা হ'লে সে ওড়না আস্ত রাখবে না—ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দেবে।

ক। ও সব কথা শোনেন কেন ? ছাড়বে না ! তার ঘাড় যে, সে ছাড়বে। কখন্ ওড়না তার হাতছাড়া হবে, তা কি সে বুঝতে পার্‌বে ?

হা। কি ক'রে—কি ক'রে কৎলু খাঁ ?

ক। বুঝতে পারছেন না ? বার বার বেটীকে নেশার সরবত খাইয়ে অজ্ঞান ক'রে ফেলব।

হা। বা ! বা ! এ ত খাসা মতলব !—এ ত আমার মনেই হয় নি।

ক। (হাস্য) আপনার কন্যা এ সব বুদ্ধি-কৌশল মাথায় আন্‌তে পার্‌বেন কেন ! তিনি মনে করেছেন—বুঝি ছুঁড়ী ওড়নার এক দিক ধ'রে থাক্‌বে, আর আমরা আর একদিক্ ধ'রে টানাটানি করতে থাক্‌ব।

হা। বল্—আমি নিশ্চিন্ত। কৎলু খাঁ, ওড়না না পেলে, রোসেনা কিছুতেই প্রাণ রাখবে না বলেছে।

ক। তাঁকে বল্‌বেন, আজ রাত্রেই তাঁকে ওড়না পাইয়ে দেব।

হা। বেশ, আমি ততক্ষণ বিশ্রাম নিই। এরা এলেই আমাকে খবর দেবে। যতক্ষণ না বাপ আর বেটীকে কয়েদ ক'রে আন্‌তে দেখছি, ততক্ষণ আমি চোক বুজ্‌তে পারব না।

ক। যান, বিশ্রাম গ্রহণ করুন গে। একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ প'ড়ে গেছে। এমন বোকাকে দেখে শুনে আপনি কি ক'রে জামাই করলেন ?

হা। ছোঁড়াটাকে দেখে কেমন মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম, মেয়েটাও কেমন মুগ্ধ হয়ে গেল ! হত-ভাগাকে মেয়ে না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌লুম না ! দেখলে না—তুমিই তার প্রধান সাক্ষী—হতভাগাকে নবাব করতে কত রক্তপাত করতে হয়েছে !

ক। তুঁহুই জন নবাব-পুত্রকে সরিয়ে তাকে গদী দিয়েছেন, তাতে রক্তপাত হবে না !—বলেন কি ?

হা। এত কাণ্ডকারখানা ক'রে নবাবী দিয়ে দিলুম, আর গাড়োলটা বলে কি না, আমার নসীবে নবাবী ছিল, তাই পেয়েছি ! আমরা কেউ তাকে দিই নি !

ক। সে কথা আর বলছেন কেন হুজুর ! আমরা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি। কাণা-খোঁড়াগুলো তাঁর কাছে যে খাতির পায়, আমরা তার সিকির সিকিও পাই নি।

হা। অথচ তুমিই হচ্ছ ইমারতের প্রধান স্তম্ভ। হতভাগা বলে কিনা, তালপাতার সেপাই এসে তার রাজ্য উদ্ধার ক'রে দেবে !

ক। যান যান—আপনি বিশ্রাম করুন দু'দিন কয়েদে থাকলেই মাথা ঠিক হয়ে আসবে। তখন তালপাতার সেপাই হাওয়ায় উড়ে যাবে। যান—যান—একটু বিশ্রাম নিন। এলেই আমি আপনার কাছে খবর পাঠাব।

[হানিফের প্রস্থান।

তাই ত, এ শালার সর্‌দার করে কি ! এখনও তাদের পাক্‌ড়াও ক'রে আন্‌তে পার্‌লে না !

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃ। হুজুর—হুজুর—শুনেছেন ?

ক। কি ?

ভৃ। আপনি শোনেন নি ?

ক। কি শুন্‌ব ?

ভৃ। সহরে একেবারে হৈ চৈ প'ড়ে গেছে—আর আপনি শোনেন নি ?

ক। আরে উল্লুক, কি শুন্‌ব বল্ না।

ভৃ। বাঘ সব বন ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, ভালুকগুলো গাছের ওপর উঠে ডিগ্‌বাজী খাচ্ছে—হৈ চৈ লেগে গেছে হুজুর।

ক। দেখ্ অমন কর্‌লে কেটে ফেলব। কি হয়েছে, স্থির হয়ে বল্।

ভৃ। হুজুর ! বন থেকে এক তালপাতার সেপাই বেরিয়েছে।

ক। তালপাতার সেপাই কি !

ভৃ। ও বাবা ! তালপাতার সেপাই, সে কি

আবার কি! যে তাকে দেখেছে, সেই ভয়ে এক-বারে হি হি ক'রে কাঁপছে!

(২য় ভৃত্যের প্রবেশ)

২য় ভৃ। ও হুজুর—ও হুজুর—বেরিয়েছে—বেরিয়েছে—বেরিয়েছে।

১ম ভৃ। ওরে বাবা! আবার বেরিয়েছে! (কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন)

ক। আরে ম'ল! তোরা সব আজ এমন কচ্ছিস্ কেন?

(নেপথ্যে কোলাহল)

২য় ভৃ। ওই হুজুর—বেরিয়েছে—বেরিয়েছে!

(প্রথম রমণীর প্রবেশ ও কৎলুর পশ্চাতে গমন)

১ম র। ও বড় মন্‌সবদার! ও বড় মন্‌সবদার!—তুমি আমাদের রক্ষা কর।

ক। কি হ'ল, কি হ'ল?

১ম র। ওগো! বল্‌তে পার্‌ছি না গো! তালপাতার খাঁড়া ঘোরাচ্ছে—আর কেবল বলছে—গরম চা—গরম চা।

২য় ভৃ। ও বাবা!—গরম চা বল্‌ছে—গাছ কাট্‌ছে—ঘর ভাঙছে, বাঘ মার্‌ছে—তার ওপরে আবার গরম চা বলছে!

(কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন)

ক। তাই ত, এ কি ব্যাপার! তালপাতার খাঁড়া ঘোরাচ্ছে কি?

(দ্বিতীয় রমণীর প্রবেশ)

২য় র। চা—চা! ও হুজুর! চা—চা—ও বাবা! হাতীর ল্যাজ ধ'রে ঘুরুচ্ছে গো! (কম্পন ও কৎলুর পশ্চাতে গমন) ও বড় মন্‌সবদার, বাঁচাও!

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্র। ভুঁড়ি ফাঁসায় দিয়া রে! ভুঁড়ি ফাঁসায় দিয়া।

(সকলের কম্পন)

ক। কাঁহা ভুঁড়ি ফাঁসায় দিয়া?

সকলে। দিয়া—দিয়া—আপ্‌ দেখ্‌তা নেই—

(হালিমের প্রবেশ)

হা। (ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে) হুজুর!—হুজুর! আমার বাড়ীতে—ঢুকে—দোর না ভেঙে ঘর থেকে টেনে না বা'র ক'রে—গলা না ধ'রে—

ক। যাও, যাও—বাউরা আদমি সব ভাগো। আবি ভাগো—নইলে কেটে ফেলব।

প্র। ভুঁড়ি ফাঁসায় দিয়া রে!

ক। চোপরাও শালা উল্লুক গাধা গিধোড়—কোথায় তোর ভুঁড়ি ফাঁসিয়েছে? ভুঁড়ি যেমন, তেমনই ত অটুট ইটের মত শক্ত আছে রে শালা।

প্র। আপ্‌ দেখতা নেই—ভুঁড়ি গিয়া—

ক। বাহার যাও—বাহার যাও—সব বাহার যাও!

১ম র। আপনি দেখলেন না হুজুর!—ভুঁড়ি গিয়া!

২য় র। ভুঁড়ি গিয়া—ভুঁড়ি গিয়া! তুমি দেখলে না জাদ্‌রেল মিয়া—ভুঁড়ি গিয়া!

সকলে। গিয়া, গিয়া—মর্ গিয়া।

হা। হুজুর! আমার বাড়ীতে—

ক। বেরো শালা, 'আমার বাড়ীতে'।

হা। দোর্ না ভেঙে—

ক। এখনি কোতল কর্‌ব—বেরোও—যা কিছু বল্‌বার কা'ল ফজেরে এসে ব'ল।

হা। বার না ক'রে, গলা না ধ'রে—

[প্রস্থান।

ক। তাই ত! এ কি কাণ্ড! সত্যসত্যই বেটার ভুঁড়ি ফেঁসে গেছে নাকি! ভাল ক'রে ত দেখা হ'ল না। এ কি তালপাতার সেপাই ফাঁসিয়ে দিলে! তালপাতার সেপাইয়ের নাম ত ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি—কখন ত দেখি নি—সত্যি সত্যি আছে না কি রে বাবা!

(রোসেনার প্রবেশ)

রো। বাবা! বাবা!

ক। কি হয়েছে বেগমসাহেব?

রো। শীগ্‌গির আমার বাবাকে ডেকে দাও। বাবা! বাবা!

(হানিফের প্রবেশ)

হা। কি মা রোসেনা!—কি—কি?

রো। বাবা! স—র্ব্ব—না—

(পশ্চাৎ হইতে মনিয়া প্রবেশ করিয়া, রোসেনার মুখ হস্ত দ্বারা আবদ্ধ করিল) (রোসেনার আবদ্ধ মুখের উচ্চারণ।)

ম। আমি বল্‌ছি বেগমসাহেব, আপনি গুছিয়ে বল্‌তে পার্‌বেন না। আমি বল্‌ছি।—হুজুর! কি বলব—ব ড়—বি—

(গফুরের প্রবেশ। মনিয়ার মুখ বন্ধ করিল)

গ। তোমরা কেউ বল্‌তে পার্‌বে না—আমি বল্‌ছি—

হা। এ সব কি ব্যাপার!

গ। (মনিয়ার কানে কানে বলিল)

ম। য়্যাঁ! বল কি! (মনিয়া রোসেনার কানে কানে বলিল)

রো। য়্যাঁ বল কি!

হা। আরে গেল, ব্যাপার কি? (রোসেনা হানিফের কানে কানে বলিল) য়্যাঁ! সত্যি?

ক। হুজুর! আমি কি কিছু জান্‌তে পার্‌ব না?

হা। তোমাকেই ত জান্‌তে হবে কৎলু খাঁ! (কৎলুর কানে কানে বলিল)

ক। য়্যাঁ!—পালিয়েছে!

হা। চুপ চুপ—গোলমাল ক'র না—আস্তে, আস্তে - কেউ না জান্‌তে পারে!

ক। (আবদ্ধ কণ্ঠে) পালিয়েছে?

হা। (আবদ্ধ কণ্ঠে) সব সব—আসগর্‌—তার মেয়ে পরিবার—সব। কাউকেও ধর্‌তে পারে নি।

ক। সর্‌দার?

হা। ভেগেছে।

ক। পল্‌টন?

হা। ছোড়ভঙ্গ হ'য়ে পালিয়েছে!—কেউ যেন না জান্‌তে পারে। এখনি—এই রাত্রেই বিশ হাজার ফৌজকে তৈরি হ'তে হুকুম দাও।

ক। এখনি হুকুম দিচ্ছি হুজুর!

হা। ভয় কি রোসেনা—ভয় কি? এখনি সব পাক্‌ড়াও ক'রে আন্‌ছি। কোথায় পালাবে? সবাইকে ব'লে দাও—যে ধ'রে দিতে পার্‌বে, সে লাখ টাকা বক্‌সিস্‌ পাবে।

রো। ধরা পড়বে?

হা। আলবৎ পড়বে! কৎলু, তুমি নিজে যাও।

ক। বেশ, হুজুর, আমিই যাব।

হা। বস্‌—যখন কৎলু নিজে যাচ্ছে, তখন আর ভয় কি রোসেনা? চ'লে এস।

[হানিফ ও রোসেনার প্রস্থান।

ক। তালপাতার সেপাই ব্যাপারটা কি গফুর?

গ। দেখতে চান, না শুন্‌তে চান?

ক। দেখবার কিছু আছে নাকি?

গ। বহুৎ—গাছ কাটা আছে, বাঘের দাঁত মজুত আছে, ভালুকের চামড়া দেদার রাস্তায় বিক্রী হচ্ছে।

ক। এ কি সব সেই তালপাতার সেপাই মেরেছে?

গ। সেপাই আলাদা আছে হুজুর, সে সর্‌দার।

ক। সর্‌দার আছে, আবার সেপাই আছে?

গ। সর্‌দার ত অগম জলে, সেপাইয়ের ঠ্যালাট সাম্‌লায় কে? এই গরীব গোলামের কি করেছে, একবার দেখবেন হুজুর?

ক। তোমাকেও তরোয়ারের চোট মেরেছে?

গ। চোট মেরেছে—ও বাবা! চোট মার্‌লে, আমি, আমার বাপ, আমার ঠাকুরদা, আমার চৌদ্দপুরুষ—টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে যেত। একবার শুধু ওই,—

ক। (সচকিতে) য়্যা—ওই কি?

গ। (স্বগত) তবে আর কি! মিয়া তোমার এলেম্‌ বুঝে নিয়েছি! তোমাকে হাতে পেয়েছি।

ক। ওই কি গফুর?

গ। আজ্ঞে হুজুর, আপনি যেন এইখানে—আর সেপাই মিয়া ওই ঠিক যেন ওইখানে। ওইখান থেকে একবার খাঁড়াটি ঘুরিয়েছে

ক। তাইতেই তোমাকে আঘাত লাগল?

গ। আঘাত কি হুজুর। এই কি ইস্পাতের তরোয়ার যে, আঘাত লাগবে? আর আঘাতকে কি গফুর মিয়া ভয় করে? এ!

ক। বিচ্ছু!

গ। বিচ্ছু বিচ্ছু আঘাত কি? একবার যেমন ঘোরালে, আর ফর্‌ ফর্‌ ক'রে চারিদিকে বিচ্ছু ছুটতে লাগল! একটার হুল এই ঈষৎ এই (বুক দেখাইয়া) খানে লেগেছিল। বাপ্‌! দেখবেন হুজুর! একবার দেখ্‌বেন?

ক। সে কি রে বাবা! বিচ্ছু কি? বিচ্ছু ত লাফ মেরে কামড়ায়?

গ। এ উড়ে—উড়ে—উড়ে কামড়ায় হুজুর!

ক। তেমন তেমন্‌ একটা কামড়ালে তখনই ত জালার চোটে মানুষ ম'রে যায়।

গ। একটা কি হুজুর! সেই রকম ছ'শো পাঁচশো। আবার সরদারের বেলায় শুনেছি, লাখো লাখো বিচ্ছু ঝরুতে থাকে। একবার কি কাণ্ড কারখানা দেখবেন হুজুর, হুলের বহরটা একবার দেখবেন?

(মনিয়ার প্রবেশ)

ম। হাঁ হাঁ! দেখিয়ো না, দেখিয়ো না; অতি কষ্টে বাঁচিয়েছি, হাওয়া লাগলে, এখনি আবার ফুলে উঠবে। আর ফুললে বাঁচাতে পারব না। হুজুর! ওর কথা আপনি শোনেন কেন? ওরা ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়! ও আর আপনি কি সমান? আপনি হচ্ছেন জাঁদরেল, আর ও হচ্ছে একটা ফিবক্ক গোলাম। একটা বিচ্ছু কোথায় কেমন করেছিল, হুল্ ছুঁইয়েছে, অমনি একেবারে হাত-পা এলিয়ে চিৎপাত হ'য়ে পড়েছে। যান, যান, আপনি জাঁদরেল, আপনার কাছে আবার তালপাতার সেপাই!

গ। দেখছেন হুজুর! আমাকে হেনস্তা করুছে। কি বিপদ গেছে, আপনি একবার দেখুন। (নেপথ্যে কৎলু) দেখুন হুজুর! দোহাই হুজুর।

ম। চোপ গাড়োল চোপ। (নেপথ্যে কৎলু)

গ। না হয় মরুব, তাতে আর কি? জন্মালে একদিন ত মরুতে হবেই। হুজুর ও হুজুর! (নেপথ্যে কৎলু।)

ক। (মাথা চুলকাইতে চুল্‌কাইতে) বিচ্ছু কি রে বাবা! বিচ্ছুর সঙ্গে কে লড়াই করুবে বাবা!

[কৎলুর প্রস্থান।

দ্বৈত গীত।

গ। এখন, হাসিটি হাসিতে হবে।
ম। টিপিয়া ধরিব গালটি তোমার কমলকরপল্লবে॥
গ। পালানো কাজটা বড় প্রশস্ত,
ম। যদি অবস্ত থাকে হে কস্ত,
নহিলে ব্যস্ত, হ'লে সমস্ত চোস্ত করিয়া দিবে॥
গ। তা হ'লে আমি করিব কি?
ম। এখনি তোমাকে দেখিয়ে দি—(কান ধরিয়া)
উল্লাসে তুমি কর ক্রন্দন হাম্বা হাম্বা রবে।
গ। ঠিক বলেছ করুব তাই, বাজা শানাই,
বাজাই শানাই।
ম। আমি পোঁ ধ'রে ধ'রে সঙ্গে যাই।
উ। হয় পলায়ন, না হয় রোদন,
গতি নাই আর ভবে॥

পঞ্চম দৃশ্য

নদীতীর। তীরে উচ্চ হইতে উচ্চতর শৈলারণ্য।

নদীতীরস্থ গভীর অরণ্য।

উপলখণ্ডে উপবিষ্টা সেলিমা।

গীত।

আবার দেখালি কেন তারে।
আমি ত মরম নিয়ে লুকাইয়ে ছিলাম গো,
সঙ্গোপনে আপনার ঘরে॥
লুকাইয়ে ছবি তার, করেছি কণ্ঠের হার,
ভিজায়েছি আঁখি নীর-ধারে।
ঘুমন্ত মনের কথা, জাগায়ে জাগালি ব্যথা,
এ দুখ বলিব আমি কারে?
যদি দেখালি, কেন কাঁদালি
বিধাতা রে বিধাতা রে॥

(আস্‌গরের প্রবেশ)

আস্। সেলিমা!

সে। পারের উপায় হয়েছে?

আস্। হয়েছে বই কি মা! না হ'লে যে ঈশ্বরের দয়াতে সন্দেহ করুতে হবে!

সে। তা হ'লে উঠি?

আস্। এখনি, আর দেরী ক'র না! গভীর অরণ্যে বাঘ ভালুককে শ্রোতা ক'রে তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আকুল-কণ্ঠে গান গাইছ, তারা নিজেদের হিংস্র স্বভাব ভুলে, নিজ নিজ আবাসে ব'সে, নিথর হ'য়ে তোমার মধুর সঙ্গীত শুনছে, কিন্তু তাতে মানুষে স্বভাব পরিত্যাগ করে নি। তারা তোমার গান শুনে ভোলে নি। তোমাকে ধরুতে পারুলে লাখ টাকা পুরস্কার, তাই তারা তোমাকে ধরুতে আসছে।

সে। তা হ'লে আর দেরী করুছেন কেন?—নৌকা আনুন।

আস্। ভয় নেই, এমন স্থানে তোমাকে রেখে

গেছি যে, বনে প্রবেশমাত্রই তারা তোমার সন্ধান পাবে না। অন্ততঃ তোমাকে দু'টো উপদেশ দেবার সময় অবশিষ্ট আছে।

সে। এখন ত উপদেশের সময় নয় পিতা, এখন আত্মরক্ষার সময়। যদিই উপদেশ দেবার আপনার অভিলাষ থাকে, তা হ'লে নৌকায় চেপেই দিবেন।

আস্। নৌকা—(হাস্য) নৌকা—তুমি আর আমি।

সে। নৌকা পান্ নি?

আস্। সেলিমা! যখন আমার নিষেধ সত্ত্বেও তুমি ওড়না পরিত্যাগ কর নি, তখন, আমার বিশ্বাস, এ ওড়না কাঁধে রাখ্‌তে তুমি সকল বিপদের জন্যই প্রস্তুত আছ।

সে। আছি বই কি! পিতা! নইলে বিপদ জালের মত এ সূক্ষ্ম সূত্রের জালে আমি স্বেচ্ছায় নিজেকে আবৃত করব কেন?

আস্। বেশ, শুনে সন্তুষ্ট হলুম। পবিত্র শাহ-বংশে যে জন্মগ্রহণ করেছে, তার মুখ থেকে বিপদের সময় এই রকম কথা বার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমি বংশের মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারি নি, তুমি পেরেছ। আমি ভীরুতা দেখিয়েছি, তুমি নির্ভীকের মতন আচরণ করেছ। আমি বিনা কারণে এক জন নিরীহ যুবকের অপমান করেছি, তুমি তার প্রতি করুণা দেখিয়েছ।

সে। এ সব কথা এখানে তুল্‌ছেন কেন? পারের কি উপায় করেছেন, শীগ্‌গির বলুন। বোধ হ'চ্ছে, কারা যেন এইদিকে আস্‌ছে।

আস্। বোধ কেন—ঠিক আস্‌ছে। আমাদের ধর্‌তে হানিফ খাঁ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। আমাদের ধর্‌তে তারা ঠিক আস্‌ছে।

সে। তা হ'লে নৌকা?

আস্। নৌকা (দেহ দেখাইয়া) এই। সেলিমা, এরই সাহায্যে আমি পার হব।

সে। আমি যে সাঁতার জানি না!

আস্। আমাদের গ্রেপ্তার কর্‌তে হানিফ খাঁ বিশ হাজার পল্টন নিযুক্ত করেছে। আমি ত তোমাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব না। সমস্ত পথ-ঘাট অবরুদ্ধ—আমি নিজের চক্ষে দেখে এলুম। ওই ওই আস্‌ছে—তাদের বল্লমের ফলক অন্ধকারে নদীর তরঙ্গের সঙ্গে ইসারায় কথা ক'চ্ছে। জন্মের সঙ্গে ঈশ্বর যে তরণীতে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, নিয়তির প্রচণ্ড তুফানে চুরমার হ'য়েও আজও পর্য্যন্ত যে আমাকে ধ'রে আছে, নদী পার হ'তে এই আমি তার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লুম।

সে। আপনার কথা যে বুঝতে পার্‌ছি না পিতা!

আস্। প্রয়োজন নেই। তোমার যা কর্ত্তব্য, তুমি কর। আমি আর চোরের মত হানিফের হুকুমে মর্‌তে পার্‌ব না। এত কাল নসীবের সঙ্গে লড়াই ক'রে কেবল হেরেছি। এক সাধু নবাবের নসীবে বিশ্বাস দেখে, একটা পাগলের তালপাতার পরাক্রম দেখে, আমার চোখ ফুটেছে। সেলিমা! সমরখন্দ সুলতানের শেষ আশ্রয় এই জলতলে আত্ম-সমর্পণ কর্‌লুম।

(জলে পতন)

(ওস্‌মানের প্রবেশ)

ওস্। বেশ করেছ—আত্ম-সমর্পণ—বেশ করেছ—যে আত্ম-সমর্পণ করেছে, খোদা তার আত্মার ভার নিয়েছেন। হে আত্ম-সমর্পণকারী, তুমি ধন্য। কই? কে কথা কইলে?

সে। তাই ত! বাবা যে ডুবে গেল! কে আছ বাবাকে রক্ষা কর।

ওস্। এই যে তুমি! কাকে মার্‌তে হবে জল্‌দি বল।

সে। মার্‌তে হবে না, বাবা জলে প'ড়ে ডুবে গেলেন। তাঁকে বাঁচাও সর্দার বাঁচাও।

নেপথ্যে। ওই ওই—ধর—ধর—

ওস্। ওরা ধরে যে জল্‌দি বল তোমাকে বাঁচাব, না তোমার বাপকে বাঁচাব?

সে। আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে। তুমি আমার বাবাকে বাঁচাও—বাঁচাও সর্দার বাঁচাও।

ওস্। তালিম তরোয়ার! মায়ের ফুৎকার—দুনিয়া তোমার—দরিয়া তোমায়—(তরোয়ার ঘুরাইল) জলের ভেতর গুতো মেরে, মিয়া সাহেবকে ধ'রে, সাতটা পাক মেরে, একেবারে যেখানে তোমার খুসী সেখানে তুলে ফেল। বল্ বল্ বোঁ—উড়ে যাও চোঁ। (ঘুরাইয়া নিক্ষেপ

করিল) দেখ দেখ তরোয়ার ফাৎনা হ'য়ে ভেসেছে, তোমার বাপকে গেঁথেছে। বস্—এইবারে দরিয়া, তুমি আর আমি।

(জলে পতন)

সে। তাই ত! বাবা স্বেচ্ছায় ডুবতে গেল; আর আমি এই সাধুকে জোর ক'রে ডুবিয়ে দিলুম। তবে আর এ অভাগিনীর জীবনের মূল্য কি?

(ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ ও মনিয়ার প্রবেশ ও ধারণ।)

ম। কর কি বিবি-সাহেব! কর কি? সাঁতার জানো?

সে। না।

ম। তবে আত্মহত্যা করছ কেন?

সে। ওরা ডুবলো যে!

ম। ওরা সাঁতার জানে, ডোবে ওদের অদৃষ্ট। তুমি সাঁতার জান না—নিশ্চয় ডুববে—মহাপাপ হবে। এস—চ'লে এস—

(গফুরের প্রবেশ)

গ। এখনও কি বিড়্ বিড়্ করছিস্? পালা পালা।

ম। ওদের কি হবে?

গ। দেখা যাক্ না কি হয়—(জলে পতন) আমি পানকৌড়ি—ডুব দেব আর উড়বো—ওরা এলো—পালা—মনিয়া পালা।

ম। চ'লে এস—চ'লে এস।

সে। এ বনের পথ চিনি না কোথায় যাব?

ম। তুমিও জান না, আমিও জানি না। এই চরণ জানে, আর খোদা জানে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কৎলু ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

ক। কই কোথায় কোথায় গেল? দেখ্ দেখ্ কোথায় পালালো—দেখ—

গ। হুজুর! জলের মাছ জলে পালিয়েছে।

ক। কে তুই উল্লুক?

গ। আজ্ঞে উল্লুক গফুর। হুজুর! শীগ্ গির এস, বাপ-বেটীকে ধরেছি, আমি একা সামলাতে পারছি নি।

ক। যা যা—সাহায্য — সাহায্য কর।

গ। গেলো, গেলো, সামলাতে পারছি না। বাপ্ শালা কাত্ লা হ'য়ে মারছে, আর মেয়েটা পুঁটী হ'য়ে ফর্ ফর্ করছে জলদি হুজুর জলদি, গেলো গেলো—

ক। যা—যা—যা—যা।

(সৈন্যগণের জলে পতনাভিনয়)

গ। ও—ও—এই ফস্কে গেল! হুজুর! পার ত তুমি নেমে এস, এই দরিয়ায় ঝাঁপ দাও—এই দরিয়ায় সাঁতার দাও সুন্দরীর রূপের তরঙ্গ চল্‌কে উঠছে—সাঁতার দাও।

ক। তাই ত! তাই ত! ওরে ঝাঁপ দে—ওরে উল্লুক! সাঁতার দে।

সকলে। ঝাঁপ দে—হুজুরের হুকুম ঝাঁপ দে—সাঁতার দে।

গ। ছিঃ জাঁদরেল, রূপসী ধরতে এসেছ, সাঁতার জান না! তবে চল্‌লুম—সেলাম—যদি ফেরবার মতন ফিরতে পারি, আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে। নইলে সেলাম, সেলাম, সেলাম।

তৃতীয় অঙ্ক

—:•:—

প্রথম দৃশ্য

নদীতীরস্থ অরণ্য।

গফুর ও ওসমান।

ওস্। (মূর্চ্ছিত গফুরের অঙ্গে তালপাতা বুলাইতে বুলাইতে) যা—যা, পেটের জল বেড়িয়ে যা। যা মূর্চ্ছা চ'লে যা—কার আজ্ঞা ওসমান শার মায়ের আজ্ঞা। নে তরোয়ার, তোতে মায়ের আশীর্ব্বাদের ফুঁ পড়েছে—তোতে অষ্টবজ্রের বল এসেছে—নে গফুরের সকল আপদ তুলে নে—দে খোদা গফুরের প্রাণ ফিরিয়ে দে। (গফুর উঠিয়া বসিল ও চারিদিকে চাহিতে লাগিল।)

গ। এ আমি কোথায় এসেছি?

ওস্। এ দেশের নাম ত জানি না ভাই।

গ। কে তুমি? হুজুর!

ওস্। গফুর, প্রাণ ফিরে পেয়েছ, খোদাকে ধন্যবাদ দাও।

গ। আমি ত আপনাকে রক্ষা করতে জলে পড়েছিলুম, কিন্তু আপনি উল্‌টে আমাকেই রক্ষা করলেন।

ওস্। আমি! উল্লুক! এখনও বুঝতে পারলি নি। তুই সাঁতার জানিস, তুই দরিয়ায় ডুবে গেলি। আমি সাঁতার জানি না, আমি ভাসলুম। শুধু ভাসলুম নয়, তোদের রক্ষা করলুম।

গ। মির্জা আলিকেও আপনি বাঁচিয়েছেন?

ওস্। দরিয়া থেকে তুলেছি, কিন্তু এখনও সে তোর মত অজ্ঞান হ'য়ে আছে। ওইখানে সে দরিয়ার কিনারায় প'ড়ে রয়েছে।

গ। (নতজানু হইয়া) তাই ত হজরত! আপনি যে আবার আমার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। আপনি সাঁতার না জেনে দু'দু'টো সাঁতার-জানা লোককে দরিয়া থেকে উদ্ধার করলেন!

ওস্। আরে গাড়োল—এখনও বল্‌ছিস আমি! আমার কথা বুঝতে পারলি নি! আমি নই, এই তরোয়ার, এই দেখ্—এই জ্ঞান-অসি। মায়ের ফুৎকারে এতে প্রাণ এসেছে। এই দিয়ে আমি সমস্ত সংশয় কেটে ফেলেছি। তোর বিশ্বাস না হয়, তুই পরীক্ষা ক'রে দেখ্। যা, এই অস্ত্র নিয়ে, তুই-ই মিয়া সাহেবের প্রাণ ফিরিয়ে আন। যা গফুর, যা, মিয়া সাহেবকে বাঁচা। কি জানি, তোর ওপর কেমন একটা মমতা হ'ল, তাই মিয়া সাহেবকে ফেলে আগে তোর শুশ্রূষা করেছি। যা ভাই যা যা, আগে মিয়া সাহেবকে রক্ষা কর।

[গফুরের প্রস্থান।

ওস্। তার পর ওস্‌মান্! এখন তুমি কি করবে? মায়ের যা হুকুম, তা তোমায় পালন করা হ'য়ে গেছে। মা-বাপের যে অপমান, যথেষ্ট তার শোধ নেওয়া হয়েছে। ধার্ম্মিক হাজী সওদাগর, তাঁর অপমান, তাঁর ছেলে ব'লে যদি এতটুকুও অভিমান কর্‌বার তোমার অধিকার থাকে, তা হ'লে এ ধরণের শোধ নেওয়া ছাড়া অন্য কোনও রকমে শোধ নেওয়া তোমার চলে না। শোধটা পূর্ণমাত্রায় হ'ত, যদি তার মেয়েকে এই সঙ্গে উদ্ধার ক'রে তার বাপের হাতে দিতে পারতে। কিন্তু আর ত তুমি তাকে উদ্ধার কর্‌তে পার্‌বে না!

(গফুরের প্রবেশ)

এ কি গফুর! বড়ই উল্লাস যে! মিয়া সাহেবের রক্ষা হয়েছে?

গ। (নতজানু হইয়া) হজরত্! মুখে মনিব বলেছি, কিন্তু আপনাকে পাগল ভেবেছি, বুদ্ধিহীন মনে করেছি।

ওস্। এখন আমাকে কি ঠাওর কর্‌লে?

গ। হজরত! আপনার মহিমা বুঝতে পারি নি, তাই মনে মনে অপরাধ করেছি। পাগল মনে ক'রে রক্ষা কর্‌তে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছি।

ওস্। এখন আমাকে কি ঠাওরালে?

গ। আগে বল গোলামকে মাফ করলে।

ওস্। যদি সত্যসত্যই আমাকে বুদ্ধিহীন ভেবে মনে মনে তুচ্ছজ্ঞান ক'রে থাক, তা হ'লে বাস্তবিকই গফুর তুমি অন্যায় করেছ।

গ। তাই করেছি। পাগলকে লোকের চক্ষে বিরাট শক্তিসম্পন্ন কর্‌ব স্থির ক'রে, আমি নানা কৌশল খাটিয়েছি। যখন তোমায় তরোয়ার ঘোরানো দেখে, হানিফ খাঁর দুর্দ্ধর্ষ সরদার তার সৈন্য নিয়ে পালিয়েছে, তখন আমি মনে মনে গর্ব্ব করেছি যে, আমি নানা কৌশলে লোকের মনে এই তালপাতার তরোয়ারের ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছি ব'লেই সরদার তরোয়ারের শক্তি পরীক্ষা করতে সাহস করে নি। দূর থেকেই পালিয়েছে। যদি একবার সে পরীক্ষা কর্‌বার জন্য অস্ত্রহাতে দাঁড়াতো, তা হ'লে হুজুরের বিদ্যে জাহির হ'য়ে প'ড়ত। মনে মনে বলেছি, এ বুজরুকি তরোয়ারের নয়, তোমার নয়,—আমার।

ওস্। এখন কি বুঝ্‌লে?

গ। আগে বল মাফ কর্‌লুম।

ওস্। মাফ কর্‌লুম।

গ। এ বুজরুকি আমারও নয়, এ তরোয়ারেরও নয়—তোমার—কেবল তোমার। লোকটাকে উদ্ধার কর্‌তে গিয়ে দেখি লোকটা চোক বুজে প'ড়ে আছে। তাকে নেড়ে-চেড়ে দেখ্‌লুম; দেখে বুঝ্‌লুম, তার দেহে আর প্রাণ নেই।

তবু একবার বাঁচবার চেষ্টা করলুম। চেষ্টা বৃথা হ'ল, মিয়ার জ্ঞান ফিরল না। তখন তোমার তরোয়ার তার চোখে-মুখে বুকে—সর্ব্বাঙ্গে ঠেকিয়ে দিলুম—ফল হ'ল না। তখন লোকটা আর বাঁচবে না মনে ক'রে তোমার তরোয়ার আবার তোমাকে ফিরিয়ে দিতে আস্‌ছিলুম। আস্‌তে মনে একটা ভাবের উদয় হ'ল, মনে করলুম, তোমার নাম ক'রে মিয়া সাহেবের গায়ে তরোয়ারখানা ঠেকিয়ে দেখি। এই না মনে ক'রে আবার আমি সেই মড়াটার কাছে ফিরে গেলুম। গিয়ে—এই হজরত ওসমান শার নাম ক'রে যেমন এই তরোয়ার তার গায়ে ঠেকিয়েছি, অমনি মিয়া যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসল।

ওস। তার পর?

গ। আমি তাই না দেখে, একেবারে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম। লোকটা কি করে দেখ্‌বার জন্য একটু আঁড়ালে গিয়ে, দাঁড়ালুম। দেখি, মিয়া উঠে দাঁড়াল—তারপর নিজের সর্ব্বাঙ্গ দেখ্‌লে—সর্ব্বাঙ্গে কাদামাখা—মিয়া তখন আস্তে আস্তে আবার দরিয়ার দিকে চল্‌লো। দরিয়ায় নেমে সে হাত-পা মুখ ধুচ্ছে দেখে আমি হুজুরের কাছে চ'লে এসেছি। এই নাও হুজুর, তোমার তরোয়ার নাও। (অস্ত্র ওসমানের পদতলে রক্ষা করিল।)

ওস। না গফুর, ও তরোয়ার আর আমি নেব না।

গ। সে কি হুজুর?

ওস। আর আমা হ'তে ও তরোয়ারে কোনও কাজ হবে না।

গ। এ কি কথা?

ওস। গফুর! এ দুনিয়ায় এক মাকে ভিন্ন আর কাউকেও জানতুম না। সেই মা এই অস্ত্রে আশীর্ব্বাদের ফুঁ দিয়ে আমাকে দান করেছিল। প্রথমে একে আমি তালপাতাই ভেবেছিলুম। যেমনি এতে মায়ের নিশ্বাস পড়লো, অমনি দেখি, অষ্টবজ্র এর ভেতরে প্রবেশ ক'রে চকমক্ ক'রে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে। যখনই এই অস্ত্র ঘুরিয়েছি, তখনই আগে আমি একবার মায়ের দিব্যমূর্ত্তি স্মরণ করেছি। বন বনের ধারে একটা ভাঙ্গা পর্ণকুটীরের দোরে যে মূর্ত্তি ধ'রে মা দাঁড়িয়েছিল—সেই মূর্ত্তি! গফুর! মায়ের সে মূর্ত্তি আমি আর কখন দেখি নি। কিন্তু গফুর, আর আমি মায়ের সে মূর্ত্তি স্মরণে আন্‌তে পারছি না। স্মরণ করতে গেলেই আর একটা মূর্ত্তি এসে মায়ের মূর্ত্তিকে আড়াল ক'রে দাঁড়াচ্ছে।

গ। বুঝেছি হুজুর সে কে। সে ওই মির্জ্জা আলির কন্যা সেলিমা।

ওস। তাকে মন থেকে সরাবার এত চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুতেই সরাতে পারছি না। এখন দেখছি, সে মায়ের মূর্ত্তিটে ক্রমে ক্রমে একেবারেই ঢেকে ফেলবার জোগাড় করেছে। সে মূর্ত্তি চোখের ওপর রেখে এ তরোয়ার ধরতে আমার হাত কাঁপছে। গফুর! এখন থেকে এ অস্ত্র তুই নে। এ দিয়ে আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

গ। বেশ হুজুর, অস্ত্র তুমি আমাকে হাতে তুলে দিয়ে দাও। আমি একবার এটাকে দিনকতক নাড়াচাড়া ক'রে দেখি।

ওস। এই নে। (অস্ত্র গ্রহণ, ফুৎকারদান ও গফুরের হস্তে প্রদান) গফুর! আমি আজ অতি কষ্টে তোকে বাঁচিয়েছি। মির্জ্জা আলিকে বাঁচাতে সাহস করি নি, তুই তাকে আমার নাম নিয়ে বাঁচিয়েছিস্। মায়ের আশীর্ব্বাদ আমার নামে প্রবেশ করেছে। এই নামকে গুরু কর্।

গ। (নতজানু হইয়া অভিবাদন করিল ও অস্ত্র তাহার পদস্পর্শ করাইল) বস্—তামাচা ইজেমচা খোঁচা। হজরত ওসমান শার দোহাই—কুচ্ কড়াক্ শির অন্তর। হুজুর অস্ত্রের ভেতর বিচ্ছু চিড়িক মারছে।

ওস। তার পর শোন্। আমাকে যদি পাগল মনে ক'রে থাকিস, তা হ'লে আর কখন বুদ্ধিমান্ মনে করিস নি। আর যদি বুদ্ধিমানই মনে ক'রে থাকিস, তা হ'লে কখন পাগল মনে করিস নি।

গ। তোমাকে পাগলই মনে করেছিলুম হুজুর!

ওস। বল্, তবে তাই মনে করবি। তা হ'লে গফুর, পাগলের উক্তি শোন্। থাক্‌বার মধ্যে আছে এক ডিম। তা সেটাকে ঘোড়ার ডিমও বল্‌তে পারিস, কি হুমো পাখীর ডিমও

বল্‌তে পারিস। সেই ডিমের ভেতর দুনিয়া। কাজেই দুনিয়াটা একেবারেই ফাঁকি। ও কেবল হাঁকাহাঁকি আর ডাকাডাকি। ফাঁকির মারে ফাঁকি তাড়াবি। আমার কথা বুঝ্‌তে পারলি ?

গ। বড় শক্ত। তবে তোমার নামের জোরে যেমন ক'রে হ'ক কার্য্যক্ষেত্রে বুঝে নেব।

ওস। হাঁ—নামকে সার করবি, তা হ'লেই বুঝতে পারবি। জন্মকে মনে করবি—(শ্বাস লইয়া) একটা শোঁ,আর মৃত্যুকে মনে করবি একটা ফোঁস। গুরুকে মনে করবি শোঁ, আর ফোঁসের মাঝখানে একটা আপ্‌। কিন্তু আবার মজার কথা শোন গফুর, এই আপ্‌—আগেও আছে—পরেও আছে। আর একটা কথা—বড় গুহ্য কথা গফুর, বড় গুহ্য কথা—শোন্—এই প্রকাণ্ড দুনিয়া চল্‌ছে—অবিরাম চল্‌ছে—জন্ম থেকে লোকে এই কথা শুনে আসছে। কিন্তু একে চ'ল্‌তে আজও পর্য্যন্ত কেউ দেখ্‌লে না! তাই শোন্—বড় মজার গুহ্য কথা—দুনিয়ার লোক কানে দেখে চোখে দেখে না। যা এই মনে ক'রে তরোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে চ'লে যা—তোর ভাল হয়ে যাবে। আমি আর দাঁড়াবো না, চল্‌লুম। ওই মির্জ্জা আলি তার রক্ষাকর্ত্তাকে চারিদিকে খুঁজছে—এই দিকে আসছে। আমি আর দাঁড়াব না—চল্‌লুম।

[ওসমানের প্রস্থান।

গ। ওরে শালা দুনিয়া, তুমি কেবল একটা ডিম! তা হ'লে র'স্ শালা, তোমাকে একদিন ভেজে না খেয়ে ছাড়্‌ছি না। এই ত্যামাচা, ইজেমচা—খোঁচা—হুঁসিয়ার দুনিয়া! এক খোঁচায় তোমাকে একদিন আমি ফাঁসিয়ে দেব—হুঁসিয়ার!

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্য।

বন্য রমণীগণের গীত।

তুই হামাগোর রাজা রে তুই হামাগোর রাজা।
ঘরকে ফিরে আর মেহেরবান দিসনাকো আর সাজা॥
চাসনিকো আর পথের পানে
লুকিয়ে রাখ্‌ব ঘরের কোণে
খেতে দেব উটের ঝোল, (আর) দুম্বোর ল্যাজ ভাজা
ভালুক দেব পাশের বালিস
মাথার বালিস হাতী
সিংহাসনে বসিয়ে মাথায় ধরবো ব্যাঙের ছাতি।
একটি দমে খাইয়ে দেব একশো ছিলুম গাঁজা।
টানের চোটে সাতপুরুষ তোর হয়ে যাবে তাজা॥

(বন্য সরদার, গফুর ও অনুচরগণের প্রবেশ)

সর। হুজুর, তুই হামাদের রাজা রে, তুই হামাদের রাজা।

গ। ঠিক বল্‌ছিস্?

সর। হামরা মিথ্যে কই নারে, হামরা মিথ্যে কই না। এ খাঁড়ার হামরা গোলাম রে।

১ম র। হামাদের সর্দারণীর মাথায় আজ বারো বছর দানা চাপিয়েছিল। বড় বড় ওস্তাদ সব হার মানিয়ে পালিয়েছে, কেউ ছাড়াতে না পেরেছে। তুই যেমন খাঁড়া ঠেকালিরে, অমনি শালা আউ মাউ করিয়ে সর্দারণীর ঘাড় ছাড়িয়ে পালিয়েছে।

সর। হামার সরদারণীকে বাঁচিয়েছিস, তুই হামাদের কিনিয়ে ফেলিয়েছিস্।

গ। ঠিক তোরা এই খাঁড়ার গোলাম ?

সর। এ খাঁড়ার গোলাম, এ খাঁড়া যার, হামরা তার গোলাম।

গ। তা হ'লে শোন্, এ খাঁড়া আমার নয়, এ খাঁড়া যার, আমিও তার গোলাম।

সর। বলিস্ কি রে!

গ। ঠিক বলছি সরদার—আমরা সকলে তার গোলাম।

সর। হামাদের রাজা তবে কোথাকে আছে রে ?

গ। আমি তাকে খুঁজতে চলেছি। তোরা তাকে খুঁজ্‌তে পারবি ?

সর। আলবৎ পারব।

গ। তবে আয়। কিন্তু খুঁজ্‌তে বিপদ আছে সরদার।

সর। (হাস্য) বিপদ কি রে ?

১ম অ। বিপদ কি রে। বিপদ কাকে বলে রে ?

গ। খুঁজ্‌তে গেলে জান যেতে পারে।

২য় অ। তা যায় যাবে রে।

১ম র। লিবি—জান লিবি? কটা জান লিবি রে?

১ম অ। এখনি দেব, কটা জান লিবি রে?

গ। বস্—তা হ'লে হজরত তোমাকে ধর্‌তে চল্লুম। এই নে সরদার খাঁড়া নে। তোদের কাছে হজরতের খাড়া গচ্ছিত রাখলুম—তোদের ভেতরে যে যে লড়ায়ে আছে, সবাইকে সঙ্গে নে, নিয়ে এই খাঁড়া মাথায় ক'রে নিয়ে চল্।

সর। তা হ'লে দাঁড়া, হামরা সব লেয়ে লিয়ে শুদ্ধু হ'য়ে আসি।

গ। যা ভাই, জল্‌দি শুদ্ধ হ'য়ে আয়।

সর। চল্, চল্—

সকলে। হামাদের রাজা ধর্‌বি চল্।

গ। বল, গুরু ওসমান শা-জী কি ফতে!

সকলে। গুরু ওসমান শা-জী কি ফতে।

[গফুর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(আস্‌গর আলির প্রবেশ।)

গ। যা, জল্‌দি যা, তইরি হ'য়ে আয়।

আস্। কে আমাকে বাঁচালে?

গ। ওরে শালা হানিফ খাঁ, তোমার পল্টন ফল্টন—তোমার ও ঢুড়ুম্ দাড়ুম ও সমস্ত ফাঁকি—কেবল হাঁকাহাঁকি আর ডাকাডাকি। তামাচা—ইজেম চা—খোঁচা। এ বারে ফাঁকির মারে তোমার ফাঁকি তাড়াব।

আস্। আমাকে কে বাঁচালে? এ কি তুমি?

গ। কুচ্ কড়াক্ শির্ অন্তর। কি বলছ?

আস্। আমাকে তুমি রক্ষা কর্‌লে?

গ। আমি—বাপ, আমি নিজের প্রাণই বাঁচাতে পারি না, আমি আবার তোমাকে বাঁচাব?

আস্। তবে কে বাঁচালে ভাই! তোমার কথার ভাবে বোধ হচ্ছে, তুমি তাঁকে জান।

গ। বিপৎকালে যে চিরকাল মানুষকে রক্ষা করে, সেই—বুঝেছ?

আস্। তিনি ঈশ্বর—তবে এক এক জন মানুষ উপলক্ষ্য। সে মানুষ কি তুমি?

গ। বাপ—আমি! সে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিনিধি—গুরু। বুঝেছ?

আস্। বেশ ভাই, দয়া ক...
নাম আমাকে শোনাও।

গ। শুনে কি কর্‌বে?

আস্। যদি ভাগ্যে হয়, তাঁর কাছে আমি অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

গ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে লাভ?

আস্। তাঁর না হ'তে পারে, কিন্তু আমা... হৃদয়ের ভার লাঘব হয়।—একি! তুমি? গফুর তুমি এত দূরে এসে এ হতভাগ্যের জীবন রক্ষ... ক'র্‌লে?

গ। আমি নই মির্জ্জা আলি। আমি তোমাকে রক্ষা কর্‌তে পারি, আমার কি ক্ষমতা! আমিও তোমার মত ডুবে 'মর মর' হয়েছিলুম। আমাকেও যে রক্ষা করেছে, তোমাকেও সে রক্ষা করেছে।

আস্। কে তিনি গফুর?

গ। কে তিনি, শুন্‌বে আস্‌গর আলি (তরোয়ার ঘুরাইতে ঘুরাইতে) তিনি এই তামাচা ইজেম চা, খোঁচা। (প্রস্থানোদ্যোগ)

আস্। বুঝেছি, আমি বিনাপরাধে যার অপ... মান করেছি, তার প্রতিফলস্বরূপ, পাষণ্ডদের অত্যা... চার থেকে যে আমার ও আমার কন্যার ইজ্জ... রক্ষা করেছে। কোথায় তিনি ব'লে দাও দোহা... গফুর ব'লে দাও।

গ। তিনি এই কুচ্ কড়াক্ শির অন্তর।

আস্। বল্‌লে না! এ নরাধমকে এত... যখন অনুগ্রহ কর্‌লে, তখন সে অনুগ্রহ অসম্পূ... রাখ্‌লে। বল্‌লে না?

গ। বটে—বটে—তুমি ত ভারী চালাক, তুমি ফাঁকি দিয়ে গুরুকে জেনে নিতে চাও! এই জ... একটা শোঁ—একটি নিশ্বেস টানা, আর য... একটা ফোঁস—একটু লম্বা রকমের নিশ্বেস ফেলা—বস, সকল জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে গেল। গুরু হ... সেই শোঁ আর ফোঁসের ভিতরে একটা আপ... কথা নেই, ফোঁস-ফাঁস নেই,—একেবারে নিরে... চুপ।—(তরোয়ার ঘুরাইয়া) এই তামাচা, ইজেম চ... খোঁচা—এই দিয়ে বুঝেছ, এই দিয়ে কল্‌জের কবা... ঘা মার্‌তে হবে, তবেই গুরুকে ধর্‌তে পার্‌বে... বস্—সেলাম মির্জ্জা আলি সেলাম—শির কুচ... কড়াক, অন্তর—বুঝেছ মির্জ্জা আলি বুঝেছ—এ... নাম জান-অসি। এ যত ঘোরাচ্ছি, ততই আম...

... সঙ্গে যাও।

বড্ড বেশী বকলে ... দাঁড়াতে পারলুম না মিয়া।—

(গফুর প্রস্থানোদ্যত—আস্গর তাহাকে ধরিল)

আস্। ব'লে যাও গফুর, কোথায় তোমার গুরু?

গ। হুঁসিয়ার মির্জ্জা আলি! আমার হাত ধ'র না।

আস্। আগে বল, কোথায় তোমার গুরু?

গ। বুঝ্‌তে পারছ না মির্জ্জা আলি—আমার হাতে শুধু তামাচা আস্‌ছে না, ইজেমচা এলো এলো হয়েছে, খোঁচা এলে আর রক্ষে পাবে না।

আস্। জল্‌দি বল্ উল্লুক!

গ। তবে রে!

(আস্গর আলি দুই হস্ত ধরিল) বেঁচে গেলে আস্গর আলি, তরোয়ার ঘুরাতে পারলুম না, নইলে কি কাণ্ডখানা হ'ত বুঝেছ? একেবারে—

আস। চোপ্—জল্‌দি বল্ তোর মনিব কোথা?

(বেইরাম খাঁর প্রবেশ)

বেই। এই, কে তোরা? কে তুমি, কে আপনি? একি একি! জাঁহাপনা!

গ। ওরে বাবা, জাঁহাপনা কি রে! এই মাটী করেছে—এইবারে খাঁড়ার খোঁচা নিজেরই পেটে ঢুকবে না কি রে বাবা!

আস্। তুমি কে—বেইরাম খাঁ?

বেই। গোলাম বেইরাম খাঁ। তাই ত আপনাকে এত শীঘ্র খুঁজে পেলুম। আসুন জাঁহাপনা আপনার হারাণো রাজ্য আবার ফিরে পেয়েছেন।

আস্। সত্যি?

বেই। আপনার রাজ্যাপহারী দুসমন মরেছে। তার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে তাকে মেরে ফেলেছে। উজীর আপনার নামে রাজ্যভার গ্রহণ ক'রে আপনার অন্বেষণে চারিদিকে লোক পাঠিয়েছেন। আমি নিজে আপনাকে খুঁজতে বোথারা চলেছিলুম। আসুন সুলতান, আপনার পিতৃরাজ্য গ্রহণ ক'রে মর্ম্মাহত প্রজাকে সুখী করবেন আসুন।

আস্। এখন ত আমি যেতে পারব না সেনাপতি।

তৃতীয় দৃশ্য

আস্। ...

না!

বেই। এ কথা বল্‌বেন না জাঁহাপনা! সমরখন্দে আপনার সিংহাসনপ্রার্থীর অভাব নেই। দু'দিন আপনার যেতে দেরী হ'লে, তারা রাজ্য পাবার জন্য ষড়যন্ত্র করতে কি ছাড়বে? উজীর সাহেব ক'দিন আপনার নাম নিয়ে সিংহাসন রক্ষা করবেন? দু'দিন যেতে বিলম্ব হ'লে প্রজারা আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবে। মনে করবে আপনি বেঁচে নাই। অবস্থা তা হ'লে কি কঠিন হবে, আপনি নিজেই অনুমান করুন জাঁহাপনা।

আস্। তা করেছি, তবু আমি যাব না সেনাপতি।

বেই। যেতে বাধা কি, গোলামের জানতে কি দোষ আছে?

আস্। প্রথম বাধা এই উল্লুক।

বেই। উল্লুক কি আপনার অপমান করেছে?

আস্। অপমান! বেইরাম খাঁ! আমার রাজ্যাপহারীও আমার এমন অপমান করে নি।

গ। গেল গেল! শালার জাঁদরেল আমার পানে কট্‌মট ক'রে চাইছে। দিলে বুঝি তামাচা ক'রে।

বেই। হুকুম করুন, কমবক্তকে এখনি কোতল ক'রে দিই।

গ। আগে ছিলে মিয়া—এখন হ'লে জাঁহাপনা। দুঃখী মনে ক'রে দয়া করেছিলুম, আর পারলুম না। আর আমার ধৈর্য্য রইল না হুঁসিয়ার জাঁদরেল হুঁসিয়ার। তরোয়ারে হাতটি দিয়েছ কি, অমনি একেবারে একটি কড়াক্! (তরোয়ার ঘুরাইল)

আস্। হাঁ হাঁ কেটো না—কেটো না, গরীব বেচারি ম'রে যাবে—ম'রে যাবে।

গ। যাক্, রাগটা গজাতে না গজাতে গেঁজে গেল।

বেই। এ কি! পাগল না কি!

আস্। বুঝতে পারি নি বেইরাম খাঁ! এরা কি!

আমি এর মনিবের অপমান করেছিলুম, তার প্রতিশোধ নিতে এরা প্রভু-ভৃত্যে আমার ও আমার কন্যার ইজ্জত রক্ষা করেছে। আমি নদীতে মগ্ন হয়েছিলুম, এরা উদ্ধার করেছে।

বেই। বুঝতে পেরেছি জাঁহাপনা, আপনি বিষম ঋণ-জালে আবদ্ধ হয়েছেন।

আস্। মুক্ত না হ'লে, কি ক'রে সমরখন্দে ফিরে যাব সেনাপতি?

বেই। আপনাকে এ মুক্তি দিচ্ছে না—কেমন না জাঁহাপনা?

আস্। এই ত সম্মুখেই আসামী তুমি নিজে জেরা কর।

বেই। কি ভাই, জাঁহাপনাকে মুক্তি দাও।

গ। উঁ হুঁ!

বেই। মুক্তি দেবে না?

গ। উঁহু।

বেই। কোই হ্যায়?

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

একে বাঁধো।

গ। বাঁধো! আমাকে বাঁধো! জাঁহাপনা সমরখন্দ পেলেন, কিন্তু জাঁদ্রেলটিকে হারালেন!

বেই। দেরী করো না, ধ'রে পিছমোড়া ক'রে, বাঁধো।

গ। (তরোয়ার তুলিয়া) কারো কথা শুনো না, কাছে এসো না। প্রাণ গেলে ত দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক গেল। তোমরা দেখতে পাচ্ছ—ব্যাপারখানা কি বুঝতে পারছ! তোমাদের গায়ে এই জিনিস ঠেকালেই তোমাদের যে কি দুর্দশা হবে, তাই ভেবে আমার প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠছে। তোমাদের মা পুত্রশোকে অধীর হ'য়ে পড়বে স্ত্রী বিধবা হবে—ছেলেগুলো বাবা বাবা ব'লে রোদন করবে; জাঁহাপনা! বুঝতে পারছেন না, তাদের সমস্ত খোরাকের ভার আপনার ঘাড়ে পড়বে!

আস্। তা, তুমিই ত ঘাড়ে ফেলবার জোগাড় করছ।

গ। তবে থাক্, গরীবদের আর মেরে ফেল্‌ব না।

বেই। এই ত বুদ্ধিমানের কথা। নাও, এইবারে মেহেরবাণী ক'রে জাঁহাপনাকে মুক্তি দাও।

গ। জাঁহাপনা! আপনাকে যে আর মুক্তি দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, আপনাকে চিরদিন আমাদের প্রাণের সহিত বেঁধে রাখি।

আস্। তাই বল, আশ্বাস দাও। নবাবের বন্ধনের কারণ হয়েছি, পাপিষ্ঠ হানিফ খাঁ কর্তৃক অপমানিত হয়েছি, কন্যাকে বনে বাঘ-ভাল্লুকের মুখে নিক্ষেপ করেছি—জীবনে মমতা করবার শুদ্ধমাত্র একটি জিনিস অবশিষ্ট আছে—সেটি তোমাদের নিঃস্বার্থ ভালবাসা। তা থেকেও যদি তোমরা আমাকে বঞ্চিত কর, তা হ'লে সমরখন্দের সিংহাসন পেয়েই বা আমার লাভ কি?

গ। জাঁহাপনা! আমার মনিব যে এখানে নেই, আমি কেমন ক'রে এ কথার উত্তর দেবো।

আস্। বেশ, মনিবকে তোমরা ধ'রে আন।

গ। তাকে ধ'রে আন্‌তে গেলে যে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। মনিব আমার যেমন বসোরায় যাবে, অমনি হানিফ খাঁ তাকে গ্রেপ্তার করবে।

আস্। বসোরায় যাবে ঠিক বুঝেছ?

গ। যাবে কি, যাচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি। মনিব আমার দুনিয়ায় মাকে ভিন্ন কাউকে জান্‌তো না, সেই মাকে জীবনে প্রথম ভুলেছে। তাই অনুতাপে মাকে দেখতে চলেছে।

আস্। কেন ভুল্‌লো গফুর?

গ। কেন, বল্‌ব জাঁহাপনা?

আস্। নির্ভয়ে বল।

গ। আপনার কন্যা।

আস্। আমার কন্যা তা হ'লে রক্ষা পেয়েছে?

গ। তা জানি না। কিন্তু এটা জানি, মনিবের ভালবাসা যখন তার উপর পড়েছে, তখন কেউ তাকে মারতে পারবে না। কিন্তু জাঁহাপনা মনিবের কেরামতি বসোরায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জানতে পেরেছে। হানিফ খাঁরও কি জানতে বাকী আছে?

আস্। বেইরাম খাঁ।

বেই। বুঝেছি হুজুরালি! গফুর! অনেক কাঠ-খড় পুড়বে—আমি তার আগুনের ব্যবস্থা করি।

আস্। গফুর! পলটন দিই সঙ্গে নাও।

গ। ওইটি মাফ করবেন জাঁহাপনা! শুধু
হাতে জলে ঝাঁপ দিয়েছিলুম, বসোরায় ফিরতে
এই গুরুদত্ত ধন সঙ্গে নিয়ে চলেছি। এই জান-
মসি, এতে সমস্ত সংশয় কেটে ফেলেছি। দুনিয়াটা
ফাকি—হাঁকাহাঁকি আর ডাকাডাকি। ফাঁকির
দ্বারে ফাঁকি তাড়াব—এর পর যে আমার মন
গলবে, গফুর! এ অসির বল মিছে—ভাগ্যে তুমি
জাঁহাপনার সাহায্য পেয়েছিলে, তাই হানিফ খাঁর
দর্প চূর্ণ হ'ল। তা হবে না—এই - এই—

বেই। এই—তামাচা—ইজেম চা—খোঁচা।

গ। বস্ আর আমাকে বলতে হ'ল না। জয়
ওস্মান শা-জী-কি জয়। জাঁদরেলের মুখে তোমার
বুজরুকি জাহির হ'ল - গুরুজীকি ফতে। [প্রস্থান।

বেই। জাঁহাপনা! একবার মাত্র সমরখন্দে
গিয়ে প্রজাকে নিশ্চিন্ত ক'রে চলে আসুন। আমি
এইখান থেকেই ওই যুবকের অনুসরণ করলুম।

আস্। যাও সেনাপতি—সুলতানের রাজ্য
একদিকে—আর তার ইজ্জত একদিকে। সমরখন্দ
ফিরিয়ে দিয়েছ—তার ইজ্জত ফিরিয়ে দাও।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গফুর, সরদার, বন্ধুপুরুষ ও স্ত্রীগণের প্রবেশ।)

গ। ওই যাচ্ছে—ওরাও আমাদের রাজাকে
খুঁজতে যাচ্ছে। হুঁসিয়ার জমকা খেল - চুপি চুপি
—আস্তে আস্তে এগিয়ে যাও।

সর। খেলোয়াড় খেলোয়াড়নী হুঁসিয়ার—
চুপি চুপি যাবি—দুনিয়াদারী পাবি—পাকা পান
খাবি ডুগডুগি বাজাবি।

(পুষ্পাদি সজ্জিত থাঁড়া স্কন্ধে গীত।)

মিয়ারে সেলাম ক'রে কুল মুলুকে যাব।
পায়ের ওপর চাপিয়ে পা পাকা পান খাব॥

(ডুগডুগি বাদন)

রামধনুকে মারব টান,
ফুটিয়ে দেব লয়ান বাণ
হাত বাড়িয়ে ধ'রব কান
দুসমন যেথা পাব।
লড়াই ফতে ক'রে মোরা ডুগডুগি বাজাব॥

(ডুগডুগি বাদন।)

তৃতীয় দৃশ্য

বনগ্রাম-প্রান্তর—তরুতল।

মনিয়া ও সেলিমা।

ম। কি বিবিসাহেব! অদৃষ্টের উপর খুব
নির্ভর করেছ?

সে। খুব নির্ভর করেছি।

ম। তা হ'লে আর এখানে সেখানে ছুটো-
ছুটির দরকার নেই?

সে। আর ত দরকার কিছু বুঝতে পারছি না।

ম। মরবার জন্য ত প্রস্তুতই হয়েছিলে।

সে। প্রস্তুত কেন—এতক্ষণ আমার সব শেষ
হয়ে যেত।

ম। কিন্তু অদৃষ্ট তোমার শেষ হ'তে দিলে না।

সে। মাঝখান থেকে তুমি এসে মৃত্যুর পথে
বাধা দিলে।

ম। কেন, তাতে কি তোমার আমার উপর
রাগ হচ্ছে?

সে। তুমি আমার পরম হিতৈষিণী, আমাকে
আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করেছ। কিন্তু বিবিসাহেব,
বেঁচে আমার সুখ কি?

ম। দেখ, এখনও বোঝ; দরিয়া এখনও
কাছে আছে। তুমি যে এর পরে বলবে, আমি
তোমার শত্রুতা করেছি, সেটি হবে না—

সে। না বিবিসাহেব, আর আত্মহত্যা
করব না।

ম। যদি কৎলু খাঁ ধ'রে নিয়ে যায়? কেন
না আমাদের বিপদ যা তা সবই বর্ত্তমান।

সে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মরক্ষা সম্ভব, ততক্ষণ
করব না।

ম। ঠিক?

সে। ঠিক।

ম। দেখ, এখনও বুঝে দেখ, প্রতিজ্ঞার আগে
একবার ভেবে দেখ।

সে। ভেবেই প্রতিজ্ঞা করলুম বিবিসাহেব।

ম। বস্—তা হ'লে এই সোজা পথ—এই
পথ ধ'রে যেখানে খুসী চ'লে যাও।

সে। আর তুমি?

ম। আমারও এই সোজা পথ—আমিও এই
পথে যেখানে খুসী চলে যাই।

সে। তোমার সঙ্গ ছাড়তে আর আমার ইচ্ছে হচ্ছে না।

ম। তোমায় সঙ্গে রাখতে আর আমার ইচ্ছা হচ্ছে না।

সে। তা হ'লে আর আমি থাক্‌ব না।

ম। থাকব না বলছ—তবে রয়েছ কেন ?

সে। তা হ'লে সেলাম বিবিসাহেব। আর দেখা হবে কি না বল্‌তে পারি না।

ম। এঃ! তা হ'লে তুমি এখনও অদৃষ্টে নির্ভর কর্‌তে পার নি ?

সে। না, নির্ভর করেছি—নির্ভর করেছি। আমি চল্লুম বিবসাহেব, চল্‌লুম।

ম। দেখ, একান্তই যদি মর, তা হ'লে ওড়নাখানি আগে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে তারপর মর।

সে। তোমার আদেশ শিরোধার্য্য --

[সেলিমার প্রস্থান।

ম। যাক্ বাবা! সব গোল মিটে গেল, এইবারে একটু বসি। আর আমার পা চলে না। সহর এখন অনেক দূরে। এখনও জঙ্গলের অন্ধকার চোখে জড়িয়ে আছে। এ দিকে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ছি। আর সেলিমা বিবি আত্মহত্যা করবে না। আর যে আত্মমর্য্যাদা একবার বুঝতে পেরেছে, তাকে ধরে কে ? যাও সেলিমা বিবি— যাও—ঈশ্বরের করুণা তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাক্। যদি তোমাকে রক্ষাই তাঁর ইচ্ছা হয়, সেই করুণাই তোমাকে রক্ষা করুক। তোমার চিন্তাকে এইখানে এই গাছের তলাতেই গোর দিলুম। আর কেন ? যতটা খেলা ঈশ্বর আমাকে দিয়ে খেলালে ততটা খেলা খেলা গেল। আর কেন, ছিলুম বাঁদী হয়েও রাণী—আবার যে বাঁদী সেই বাঁদী হলুম—কাঁকতালে আবার ফুরসুৎ পেলুম—খানিকটে হাত পা ছুঁড়লুম—কলজেতেও বেকারদায় প'ড়ে একটু আগুন ধরিয়েছিলুম। এখন ক'লজে বরফ। ক'লজের আগুন এবারে পেটে ন্‌'য়ে পড়েছে। আর কেন, বা! বা! এই যে সেই গাছতলা গো! যে গাছতলায় ব'সে আমার মনিবের মনে প্রথম প্রবোধ জেগেছিল। তা হ'লে ত এর কাছেই কোন স্থানে মায়ের কুঁড়ে আছে! তাই ত! অদৃষ্টে আজ মায়ের দেওয়া খোরাক যুটে গেল নাকি ? যাক্—নসীব আর আমাকে হতাশ হ'তে দিলে না। মনে করেছিলুম—একটু একলা ব'সে কাঁদব, তা আর করতে দিলে না।

(গীত)

কেন সে পড়েরে মনে—এ বনে।
সে যে অতি বোকা, কচি খোকা,
সদা আছে ভোজনের ধ্যানে ॥
এদিকে বাঘের তাড়া, ওদিকে সে,
মাঝখানে অভাগিনী রয়েছে ব'সে।
বাঘে খায় কি প্রেমদায়—
কিংবা প্রাণ জ্বলে যায় জঠর-আগুনে,
কালিয়া কি বঁধুয়া কে জিনে রণে ॥

সি। ইয়া। আল্লা! আমিই প্রথম দেখতে পেয়েছি—লাখ টাকা—লাখ টাকা—ইঃ-পেয়ে গেছি, লাখ টাকা পেয়ে গেছি।

ম। তাই ত! গানের চোটে বনের ভিতর শ্রোতা গজিয়ে উঠ্‌লো নাকি!

সি। বাঃ! বাঃ!—বিবি, বাঃ একি থেমে গেলে কেন ?

ম। তাই ত! এ যে হাতিয়ার ধরা সেপাই! খোদা! বাঁদীকে পরীক্ষায় ফে'ল না। যত বলি, ততই করি তবু আমি অবলা। আর অবলার একমাত্র বল তুমি!

সি। কি বিবি! বল—একটা কথা বল। টুলিদের কি পায়েস খেতে নেই।

ম। পায়েস খাবে! পয়জারে দাঁতের পাটী উড়িয়ে দেব। উল্লুক! আমি এই বনের ভেতর গাছের তলায়—বাঘেই থাক কি ভালুকেই থাক—তুমি আমায় একলাটি বসিয়ে রেখে ইয়ারকি মারতে গেছ, লাখ টাকা রোজগার কর্‌তে গেছ! মনে করেছ, তুমি সেই বিবিকে ধরবে ধ'রে লাখ টাকা বক্‌সিস মারবে!

সি। ও বাবা! এ কে রে বাবা! এ বলে কি!

ম। উল্লুক! আসুক তোর মনিব, আমি ত এখান থেকে নড়ব না। তুমি ভারি পালোয়ান হয়েছ। মনে করেছ তোমাকে কেউ জব্দ করতে পারবে না ? এই জব্দ আমি করব। এই এমনি ক'রে কান পাকড়ে এই তোমার মনিবের সুমুখে কাত ক'রে না ফেলে—(সিপাহীর শয়ন) কি

।লোয়ান! এক কান মোচড়েই শুচ্ছ যে। ভভাগা! এখানে চারদিকে কেবল তালপাতা ড়খড় করছে। তোমরা সব তালপাতার ।পাইয়ের নাম শুনে ল্যাজ গুটিয়ে ঘরে ঢুকেছ, র আমি মেয়েমানুষ—আমার ভয় করবে না? ।মি একেলা—ভয়বিহ্বলা—অবলা। পাজী! আর মন কাজ করবি—বল? চুপ ক'রে রইলি কেন?

সি। বল্‌ছি বিবি, কানটা ছাড়ো।

ম। আরে ম'ল—কে তুই? পাজী। তুই ামাকে ছুলি! চেনা নেই—শোনা নেই—তোর ত বড় আস্পর্দ্ধা, তুই আমার এই গালগুলো ঃসাড়ে হজম করলি? কে তুই?

সি। আর সে কথায় দরকার কি বিবি! । শালার আহাম্মুকিতে এখানে এসেছি, সে শালা ব জব্দ হয়েছে।

ম। কে সে শালা?

সি। আজ্ঞে বিবিসাহেব! এই শালার কান। ালা তোমার মিষ্টি গান শুনে যেমন আমাকে টনে এখানে হাজির করেছে, তেমনি শালা মজাটা ইর পেয়েছে! থাক্ শালা, মাসখানেকের মতন লে কটকট কর। আর গান শোনাতে আমাকে টনে আনবি?

ম। দেখো মিয়া! এ লজ্জার কথা কাউকে 'ল না! এতে তোমারও লজ্জা আমারও লজ্জা!

সি। এ কি আর বলতে হয় বিবিসাহেব! । তোমার মনিবটিকে বলবে কি?

ম। আর লজ্জা দিয়ো না মিয়া- লজ্জা দিয়ো ।—সে যা ক'রে ফেলেছি, তার আর কি বলব!

সি। তবে থাক্—তবে থাক্—

ম। কানটায় কি একবার হাত বুলিয়ে দেব মিয়া?

সি। থাক্, ও আমিই বুলিয়ে নেব বিবিসাহেব —সেলাম।

ম। সেলাম। তা হ'লে আমার প্রভুর সঙ্গে দেখা হ'লে ব'ল, বিরহের জ্বালা এখন পেটের জ্বালায় পরিণত হয়েছে। সুতরাং আমি এখন কিয়ৎ ক্ষণের জন্ত পোলাও কালিয়ার আস্বাদ নিতে চললুম।

সি। তোমার মনিব কে, না জান্‌লে কেমন ক'রে বলব?

ম। এই ত মিয়া—এই ত মিয়া—তা হ'লে তোমার আর একটা কান মলতে হ'ল দেখছি!

সি। বাপ! আবার? বল্‌ব বিবি—বল্‌ব।

ম। এই ত বুদ্ধিমানের কথা! যাকে তাকে ধ'রে মনিব খাড়া ক'রে নিবি।

সি। নেব—নেব—বিবিসাহেব! মা নেব—

ম। আর বল্‌বি, যেখানে আমি পোলাও খাব, সেখানে তার পাত চাট্‌বার নেমন্তন্ন।

সি। বস্, আর বল্‌তে হবে না।

[প্রস্থান।

ম। তাই ত খোদা। এত শিগ্‌গির এত সহজে এমন উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে এই বিজন স্থানে আমার ধর্ম্মরক্ষা করলে। তাই ত দয়াময়! তোমার নামে এত বল! ওই হস্তীর মত বলবান্ পুরুষ—তার তুলনায় আমি কি? ওর অঙ্গুলির ভার সইতে আমার শক্তি নেই—সেই কিনা আমার কোমল করাঙ্গুলির স্পর্শে তৃণের মত নত হ'য়ে গেল দয়াময়! এক মুহূর্ত্তে তুমি আমাকে অসম-সাহসিনী ক'রে তুলেছ—আমি কাঁদব, কি হাসব—বুঝতে পারছি না। (নতজানু হইয়া) চির-বাঁদী আমি —করুণার চির-ভিখারিণী—অধিক আর কি বলব? আর তুমি! পাগল মনে করেছিলুম। এই অন্ধকারময় রাত্রির আবরণে—এই ঘনারণ্যের কোলে ব'সে আজ সর্ব্বপ্রথম তোমার আলো-লোকে আমার চক্ষের জড়তা দূর হ'ল। আশীর্ব্বাদ কর হজরত—আর যেন মোহের অন্ধকারে না পড়ি। এখন দেখছি দুনিয়া ফাঁকি—ফাঁকির মাঝে ফাঁকি উড়ে গেল। হজরত ওস্‌মান! হজরত ওস্‌মান! আমার মনিব—আমার পিতৃ-তুল্য জ্যেষ্ঠ সহোদর ওস্‌মান!

(বেইরামের প্রবেশ)

বেই। এই যে, মা, আমি তাঁর দূত এসেছি।

ম। হ্যাঁ—সত্যি?

বেই। আবার সন্দেহ কর্‌ছ কেন মা? মা নামে কি সন্দেহ আছে? এই ত ঘন অরণ্যে বিজনে সন্তান পেলে।

ম। না, আর সন্দেহ নেই। তুমি সন্তান, আর আমি তোমার নন্দিনী! পিতা হারিয়েছিলুম —পিতা ফিরে পেয়েছি।

বেই। কি করব, আদেশ কর।

ম। সে ত একরকম নয়—আদেশ করবার ঢের আছে।

বেই। বেশ, জাকাখেল সরদার।

(সরদারের প্রবেশ)

এই নাও, তোমাদের মা নাও। মা যেখানে যাবেন, সঙ্গে যাও ; যা করতে বলেন, কর। হু সিয়ার। সুলতানের মর্য্যাদা যেন নষ্ট না হয়।

সর। এই কি হামাদের রাজার বেটী ?

বেই। আমার বেটী।

ম। (স্বগতঃ) কে—কে। (প্রকাশ্যে) সেলিমা রাজার বেটি ?

বেই। তাকে জান ?

ম। মির্জা আলি ?

বেই। তিনিই সুলতান আস্‌গর আলি—আমি তাঁর রাজ্যের সেনাপতি।

ম। আয় রে সরদার, আমার সঙ্গে আয়!

বেই। হ্যাঁ মা! ইজ্জত আছে ?

ম। এই একটু আগে পর্য্যন্ত ছিল পিতা। এই এক লহমা তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছি।

বেই। যাও, জাকাখেল। জল্‌দি যাও।

চতুর্থ দৃশ্য

বন-কুটীর।

ওস্‌মান।

ওস্। মা—মা!—মা—মা! তাই ত মা ঘরে নেই নাকি ? না—এই যে ভেতর থেকে ঝাঁপ বন্ধ,—মা। ওমা। তাই ত মা না খেয়ে ম'রে গেল নাকি ? হ্যাঁ—তাই ত, এ কি হ'ল ? মা আমার খেতে না পেয়ে ম'রে গেলে ?—মা!—

(গৌহরের প্রবেশ।)

গৌ। কে তুই ? ওস্‌মান ?

ওস্। এই যে মা, জেগেছিলি, তবে উত্তর দিচ্ছিলি না কেন ?

গৌ। কেন, কি ? তোকে কি আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে ?

ওস্। না মা ঘাট হয়েছে—নাক-কান মলছি—মাফ্ কর!

গৌ। তার পর ? যে কাজ করতে গিছলি তার কি করলি ?

ওস্। কি কাজ করতে গিছলুম ?

গৌ। কি করতে গিছলুম কি রে। তুই যে আমার কাছ থেকে খাঁড়া নিয়ে গিছলি।

ওস্। তা'তো নিয়ে গিছলুম!

গৌ। সে খাঁড়া কি করলি ?

ওস্। সে এক শালা ভক্তকে দিয়ে দিয়িছি।

গৌ। ভক্তকে দিলি কি ? আ আমার পোড়া কপাল! এমন রত্ন শেষকালে কি না আমি একটা বাঁদরের হাতে ধ'রে দিলুম।

ওস্। ও কথা বলিস্ না বাঁদর বলিস্ নি।—তা হ'লে তোর গর্ভের দুর্নাম হবে।

গৌ। দূর হতভাগা গাড়োল। বাপ-মায়ের কুৎসার শোধ নিতে গিছলি না ?

ওস্। গিছলুমই ত—গিছলুম ব'লে গিছলুম—সেই খাঁড়া দিয়ে সহর তোলপাড় ক'রে এলুম।

গৌ। কি রকম—কি রকম ?

ওস্। মা! মা—মা! মা!

গৌ। আরে গেল—মা, মা ক'রে চেঁচাতে লাগলি কেন ? কি হয়েছে বল্ না ?

ওস্। তোর নামের কি মহিমা!— —মা।

গৌ। কি রকম—কি রকম ?

ওস্। দুনিয়া ফতে। তোর নাম নিয়ে একবার খাঁড়া ঘোরালুম, আর হাজার সেপাই বাপ বাপ ক'রে দেশছাড়া হয়ে গেল!

গৌ। বটে—বটে!

ওস্। বাঘ ভাল্লুক সব বনে পালিয়ে গেল!—সিঙ্গি গর্ত্তের ভেতর ঢুকে রইল! নদীর জল কল্ কল্ করতে লাগল! আর গাছের পাতা—আর একটু হ'লে সব ঝ'রে গিছল!

গৌ। বটে—বটে—বলিস্ কি ওস্‌মান ?

ওস্। সহরে হুলস্থুল পড়ে গেছে।

গৌ। মির্জ্জা আলি—তার কি করলি ?

ওস্। শুধু কি মির্জ্জা আলি—মির্জ্জা আলি, তার বেটী—বেটীর বিড়ালটি বাঁদরটি পর্য্যন্ত—

গৌ। সব শেষ হ'য়ে গেছে ?

ওস্। কিছু হয় নি—অটুট আছে।

গৌ। তবে রে পাজী, এই তুমি আমাদের অপমানের শোধ নিয়েছ ?

ওস্। শোধ নেব ব'লে ত গেলুম, কিন্তু মাঝ-খান থেকে ব্যাপার উল্‌টো হয়ে গেল। তার বাড়ীতে ঢুকে দেখি, তাকে আর তার মেয়েকে গ্রেপ্তার কর্‌বার জন্য হাজার সেপাই তার বাড়ীতে চড়াও হয়েছে।

গৌ। বলিস্ কি রে ? হাজার সেপাই !

ওস্। শুধু কি হাজার সেপাই—তাদের সঙ্গে এক ধেড়ে সরদার।

গৌ। সেপাইএর ওপর আবার সর্‌দার ! তুই কি কর্‌লি ?

ওস্। খাঁড়া ঘুরিয়ে তাদের দেশছাড়া ক'রে দিলুম।

গৌ। বহুৎ আচ্ছা—বেশ করেছিস্।

ওস্। তার পর, যাকে একবার বিপদ থেকে রক্ষা করলুম তাকে কি আর মার্‌তে পারি ?

গৌ। তাই ত ! তা আর কেমন ক'রে হয়।

ওস্। তার ওপর আর একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল।

গৌ। আবার গণ্ডগোল কি ?

ওস্। বাড়ীর ভেতর ঢুকে দেখি, সবাই বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে। কেবল মির্জ্জা আলির মেয়েটি পালাতে পারে নি। সেই মেয়েকে উদ্ধার কর্‌তে গিয়েই গোলমাল হয়ে গেল।

গৌ। বুঝ্‌তে পেরেছি—তুমি তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছ।

ওস্। সে যে কি সুন্দর দেখলুম।

গৌ। তা তুমি যাই দেখ, খবরদার ওসমান, তা'তে তুমি মুগ্ধ হ'তে পাবে না।

ওস্। মুগ্ধ হ'তে গেলেও কি তোমার অনুমতি নিয়ে হ'তে হবে ?

গৌ। আলবৎ—তাতে কি আর সন্দেহ আছে ?

ওস্। বল কি মা ?

গৌ। সুন্দরী তুই দেখবি কি। সুন্দরী আমি তোকে দেখিয়ে দেব। আমি যাকে দেখিয়ে দেব, সে সবার সেরা সুন্দরী।

ওস্। কিন্তু আমি যাকে দেখেছি তার চেয়ে সুন্দরী আর নেই।

গৌ। ফের বল্‌লে, পয়জার খাবি উল্লুক।

ওস্। ভাল দেখিয়ে পয়জার মার, আপত্তি নেই।

গৌ। আমি বল্‌ছি, বিশ্বাস হচ্ছে না ?

ওস্। শুধু এইটিতে অবিশ্বাস হচ্ছে।

গৌ। তবে রে পাজী !—(গৃহাভ্যন্তরে গমন ও সেলিমাকে লইয়া পুনরাগমন) কি দেখছিস্ ? এই ওড়না যার কাঁধে উঠেছে, সেই দুনিয়ার সবার সেরা সুন্দরী।

ওস্। মা দেখছি—তুমি আমার শুধু মা নও—তুমি আমার দৃষ্টি—তুমি আমার বুদ্ধি, তুমি আমার মনুষ্যত্বের একমাত্র আধার।

সে। সেলাম বাবুসাহেব !

গৌ। এ কি, তুমি মির্জ্জা আলির কন্যা ?

ওস্। তোমায় জীবিত দেখে আমি পরম আনন্দিত হয়েছি ; কিন্তু সেলিমা বিবি, তোমার আচরণে আমি দুঃখিত।

সে। কেন বাবুসাহেব ?

ওস্। তুমি অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে চ'লে এসে আমার মাকে বিষম বিপদে ফেলেছ।

সে। অদৃষ্ট-প্রেরিত হয়েই আমি এখানে এসেছি। আমি আপনার ঘরে স্থান চেয়েছিলুম, আপনি কুটীর ব'লে আমাকে স্থান দিতে চান নি। —আমি এখানে এলে আপনারা বিপন্ন হবেন, এ কথা বলেন নি। বিপন্ন বোধ করেন ; আমি এখনি চ'লে যাচ্ছি।

ওস্। এখনি—কালবিলম্ব ক'র না।

সে। আসি মা। দুরাত্মাদের হাত এড়াবার জন্য তোমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলুম, এখানে প্রবেশ ক'রে ক্ষণেকের লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা পেয়েছি। তার জন্যই তোমাদের অগণ্য ধন্যবাদ।

(জনৈক সিপাহীর প্রবেশ।)

সি। বা ! বা ! এ আবার কি !

গৌ। চ'লে যাবে কি ? তুমি সমস্ত জেনে শুনে এই কুঁড়ে ঘরে প্রবেশ করেছ। আমিও তোমার সমস্ত অবস্থা জেনে তোমাকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছি। চ'লে যাবে কি ? আমি আমার এই কাপুরুষ পুত্রের মুখ চেয়ে তোমাকে আশ্রয় দিই নি।

সি। তাই ত ! বলে কি ? আশ্রয় !—বলে কি ? তবে এই নাকি ? না—না—সে যে আমাদের চোখের সামনে জলে ডুবে গেছে !

সে। পুত্রকে তিরস্কার ক'র না মা ! আমি তার মনের কথা বুঝেছি ! এখানে থাক্‌লে আমি রক্ষা ত পাবই না, লাভের মধ্যে তুমি শুদ্ধ বিপদে পড়্‌বে।

ওস্। এই—বুঝেছ বিবি ! তা হ'লে আর

দেরী ক'র না, কারও চোখে পড়্তে না পড়্তে এখনি মাকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এস।

গৌ। এখানে থাক্লে রক্ষা পাবে না?

ওস্। কেমন ক'রে রক্ষা পাবে? রক্ষা কর্তে ত এক আমি? তা আমার হাত ফাঁক!

সি। আর সন্দেহ নেই—এই—এই—নসীবে অমি ধ'রে ফেলেছি—লাখ্ টাকা। এক বেটা পুরুষ রয়েছে। হাতিয়েরটা বাগিয়ে নিই, ছোঁড়াটা ত্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই কর্লেই এক কোপ। তার পর বুড়ীকে এক লাথী—বস্ লাখ টাকা!

(কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল)

গৌ। মা! একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব? জল্দি উত্তর দাও—ভাব্‌বার সময় নেই—কেন না, দুস্‌মন্ তোমার সন্ধান পেয়েছে। জল্দি বল—ইজ্জত বজায় রাখ্তে জান?

সে। জানি বই কি মা, নইলে এতক্ষণ প্রাণ রাখতুম না। বাপ জলে ঝাঁপ দিয়েছে, আমিও সেই সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিতুম।

সি। ইয়া আল্লা—ঠিক হ'য়ে গেছে।

গৌ। তা হ'লে এস আমার ঘরে এস—ও কাপুরুষ আমার ছেলে নয়।

ওস্। কি! আমি কাপুরুষ!

গৌ। ন'স্ ত কি! হাতে অস্ত্র নেই, এত বড় মিথ্যে কথা আমারই সুমুখে কইলি হতভাগা! হাতে কি তোর চড় নেই?

ওস্। ওঃ! ভাগ্যে মনে ক'রে দিয়েছ মা! শালার চড় যে আঙ্গুলের ফাঁকের ভেতর লুকিয়ে-ছিল, এটা ত মনে ছিল না! হুঁ! (হাত ঘুরাইল) বন্ বন্—সন্ সন্।

সি। (অগ্রসর হইল) এই—তোম্ কোন্ হ্যায়?

ওস্। কেয়া?—আমি কোন্? আমার হাতে লম্বা চওড়া চড়—আমি কোন্? বড় হেতিয়ার কোমর বেঁধে মনে করেছ যে, পের্‌মারার তাড়া দিয়ে কাম ফতে কর্‌বে? হুঁসিয়ার! আমার হাতে ফুরুস এসেছে। এই গরিলা মিয়ার চড়, এই বস্তম খাঁর থাপপড় দেখছ? আঙ্গুল কটা কি রকম নড়চে দেখছ—কেম ম'রে যাবে? হাতিয়ারে হাত দিয়েছ কি, একেবারে জাহান্নমে চ'লে গিয়েছে!

সি। তবে রে উল্লুক!

ওস্। মা! পাজী বেটা আমাকে উল্লুক বলেছে—তা হ'লে আর ধৈর্য্য রইল না—আঙ্গুল রাগে চন্‌মন্ কর্‌ছে—হুকুম কর, কম্‌বক্তকে এক চড়ে মেরে ফেলি।

(মনিয়ার প্রবেশ)

ম। হাঁ হাঁ—মেরো না হজরত—মেরো না। গরীব তিন টাকার সেপাই—তোমার হাতের চড় খেলে, শুধু গরীব ম'রে যাবে না—জরু ছাওয়াল—ঘর বাড়ী—হাঁড়ি-কুড়ি সব ম'রে যাবে।

সি। ওরে বাবা! সত্যি নাকি? চড়ের এমন জোর?

ওস্। এখনও হাত ঠাণ্ডা হ'চ্ছে না! আঙ্গুল থর্ থর্ কর্‌ছে!

ম। দোহাই হজরত! ঠাণ্ডা কর—হাত ঠাণ্ডা কর। জাকাখেল সর্‌দার!

(সর্‌দারের প্রবেশ)

নাও, এই আহাম্মোক বেটার কান ধ'রে ওকে এখান থেকে দূর ক'রে দাও—বেয়াদব বেটা! এখনি সবংশে মরেছিলি যা বেটা! তোদের জাঁদরেলকে পাঠিয়ে দে; সে একটা হজরতের চড় খেয়ে আক্কেল পেয়ে যাক্।

ওস্। কি বল মা, তবে যাক্।

গৌ। যাক্।

সর্। (প্রহরীর কান ধরিয়া) যা উল্লুক, তোর বাবার বাবা যে কেউ এখানে থাকে, তাকে পাঠিয়ে দে।

প্র। বাপ! মর্ গিয়া রে! (প্রস্থান ও নেপথ্যে) হুজুরালি—হুজুরালি!

নেপথ্যে। কেয়া হ্যায় রে!

নেপথ্যে। হুজুরালি—আওরৎ মিলা—লেকেন গরীব মর্ গিয়া—গরীব মর্ গিয়া।

ম। সর্দার!—হুঁসিয়ার! বোধ হচ্ছে কৎলু খাঁ নিজে আস্‌ছে।

সর্। আসুক না রে বেটী শালার কৎলু—হামরা কি কাউকে ডরি রে—হামারা মেয়ে-মরদে লড়াই করি—শালার মুল্লুকে আগুন ধরিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

ম। হুজুর! বাঁদীর অনুরোধ—মা! বাঁদীর অনুরোধ—কিছুক্ষণের জন্য তোমরা সকলে একবার ঘরে প্রবেশ কর।

ওস্। কি মনিয়া, আমি প্রাণভয়ে ঘরে ঢুকুবো?

ম। দোহাই হুজুর! প্রাণভয়ে নয়। আমি তোমার বাঁদী, তোমার শিষ্যা, তোমার কৃপায় আমি

নির্ভয় হয়েছি। ফাঁকির মারে আমি ফাঁকি তাড়াব। বাঁদীকে এই গৌরবটি তুমি দান কর।

ওস্। বহুৎ আচ্ছা।—যাও মা, বিবিসাহেবকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ কর। আমি মনিয়ার রণজয় শোন্‌বার প্রতীক্ষায় এই ঝোপের আঁড়ালে দাঁড়িয়ে থাকি।

গৌ। এ কি দেখালি মা, মনিয়া?

ম। তুমিই দেখিয়েছ মা! দেখিয়ে নিজের মহিমা ভুলে গেছ!—যাও—যাও—আস্‌ছে যাও।

[মনিয়ার প্রস্থান।

গৌ। এস মা, আর একবার মেহেরবাণী ক'রে এই কুটীরে প্রবেশ কর।

পঞ্চম দৃশ্য

কুটীরসন্নিহিত কুঞ্জ।

(মনিয়ার প্রবেশ)

গীত।

দ্রিম তানা দ্রে দ্রে নানা দানী—তাদানী।
ওরা আস্‌বে কি তা জানি রে, আস্‌বে কি তা জানি॥
তাদূম্ তাদূম ছাই,
কি করি ভেবে না পাই,
অবিরাম উঠ্‌ছে হাই, চক্ষে এলো পানি।
আস্‌ছে বঁধু প্রাণটা নিয়ে কর্‌তে টানাটানি॥

(কৎলু ও প্রহরিগণের প্রবেশ।)

কৎলু। কই?—কই আওরৎ? এ ত নয়, তুই কাকে দেখলি?

১ম প্র। ঠিক দেখেছি হুজুরালি—ঠিক দেখেছি—এইখানে আছে—পালাতে পারে নি, আছে—কাঁধে চমৎকার ওড়না—ঠিক দেখেছি!—

কৎলু। যা, জল্‌দি যা—খাস্‌পল্টনকে খবর দে।

২য় প্র। ও হুজুর! এই সেই বিবি, যে আপনাকে পাতা চাটতে নিমন্ত্রণ করেছে। ওই হুজুর—ঠিক ওই।

[৩য় প্রহরীর প্রস্থান।

ক। বুঝেছি—তোরা সব ঘাঁটি আগলে দাঁড়া—আজ আর কাউকেও পালাতে দিচ্ছি নি। আর শোন্, গফুর খাঁকে যেখানে পাবি, পিছমোড়া ক'রে বেঁধে গ্রেপ্তার ক'রে আন্‌বি। শালা বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আমাকে প্রতারণা করেছে। এখন বুঝতে পারছি—জলে কেউ পড়ে নি—সহরের ভেতরেই সকলে লুকিয়ে আছে। বেইমানকে ধরতে পার্‌লে, ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব। এখন বুঝ্‌ছি, তালপাতার সেপাই টেপাই সব ফাঁকি—মিছে হুজুক ক'রে সহরবাসীকে ভয় দেখিয়েছে—তোমাদেরও ভয় দেখিয়েছে। আর যে সরদার তালপাতার সেপাইয়ের ভয়ে মির্জ্জা আলি আর তার বেটীকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি, তাকে ফাঁসী দেব। সব ফাঁকি—যাও—জল্‌দি যাও।

(স্বগত) আর এটাও বুঝতে পার্‌ছি, এই বিবিরও এতে যোগ আছে। (প্রকাশ্যে) কি বিবি! এমন সময়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে?

ম। (স্বগত) আরে ম'ল, কৎলু খাঁ! ছদ্মবেশ ধ'রে এসেছে? একটা অসহায়া স্ত্রীলোকের অনুসরণে এসেছে—লোকের কাছে পরিচয় দিতে তোমার লজ্জা হয়েছে? র'স গাড়োল! তোমার বিদ্যা বা'র ক'রে দিচ্ছি।

ক। কি? বাক্‌রোধ হ'য়ে গেল নাকি বিবি?

ম। আপনি কে, না জান্‌লে কি উত্তর দেব?

ক। পুরোনো ইয়ার্‌দের ভেতর এক জন মনে কর। তুমি আমাকে পাতা চাটতে নিমন্ত্রণ করেছ না?

ম। ওঃ! তুমি বুঝি ওই উল্লুকের মনিব?

ক। এই রকমটাই ত আমার কেতাবে লিখছে।

ম। তোমাকে নিমন্ত্রণ করব কেন? আমার এমন কি পোড়া কপাল হয়েছে যে আমি ওকে নিমন্ত্রণ কর্‌তে গেছি?

ক। তবে কাকে নিমন্ত্রণ করেছে গো? সে ভাগ্যবানটি কে?

ম। সে আমার এক জন পুরোনো ইয়ার।

ক। নামটা শুন্‌তে পাই নি কি?

ম। নাম শুন্‌লে তুমি ভিরমি যাবে। আরে পাগল। কোথাকার খুচরো ফিবরু সরদার, ওকে আমি পাত চাট্‌তে নিমন্ত্রণ কর্‌ব। আমার পাত চাট্‌বে সরদারের সরদার কৎলু খাঁ—আমি তাকে নিমন্ত্রণ করেছি।

ক। তুমি কৎলু খাঁকে দেখেছ?

ম। দেখেছি বই কি মিয়া! দেখেছি ব'লে দেখেছি! দেখে অবধি আমি—ঃ!

ক। ওঃ ক'রে উঠলে কেন বিবি?

ম। তুমি উল্লুকের মনিব জাম্বুবান—'ওঃ' কর্‌লুম কেন, তা তুমি কি বুঝবে?

ক। বুঝেছি বিবি, তুমি তাকে ভালবাসছ!

ম। (মুখ বিকৃত করিয়া) আর বুঝে কাজ নেই, জাম্বুবান! তুমি ঘরে যাও। কলুৎ খাঁ যখন আমার পাত কুড়িয়ে খাবে, তখন তুমি সেই পাত ফেল্‌তে এস।

ক। বিবি! আমিই কৎলু খাঁ।

ম। তুমি জাম্বুবান। তুমি আমাকে ঠকিয়ে ভালবাসা নিতে এসেছ। এই কুৎকুতে-চোকো, গয়িলা নেকো, আরসোলা থেকো চেহারা!—উনি হচ্ছেন কলুৎ খাঁ! কলুৎ খাঁকে আমি যেন চিনি নি। যাও যাও। তার কেয়া আঁখ—কেয়া চ্যাবলা পানা মুখ—কেয়া গাভডুমসো ভুঁড়ি—কেয়া নারকোল ছোবড়া দাড়ি!

ক। (দাড়ি ফেলিয়া দিল) কি বিবি! এই-বারে আমাকে চিন্‌তে পেরেছ?

(বেইরাম খাঁর প্রবেশ)

বেই। বিবি কেন, এবারে অনেকেই তোমাকে চিন্‌তে পারবে কলুৎ খাঁ!

ক। কে তুমি?

বেই। অস্ত্রে পরিচয় চাও? না বাক্যে পরি-চয় চাও? তবে অস্ত্রে তোমাকে পরিচয় দিতে আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে। তুমি বোথারার সেনা-পতি হয়ে, তোমাদেরই আশ্রিত একটি বালিকার ওপর অত্যাচার করতে বনের ভিতর পর্য্যন্ত তার অনুসরণ করেছ। বাক্যেও তোমাকে আমার পরিচয় দিতে ঘৃণা বোধ হ'ত যদি ছদ্মবেশে এই বনে তুমি প্রবেশ না করতে। এ বেশ দেখে বুঝেছি যে, এখনও তোমাতে বীরত্বের কণা অবশিষ্ট আছে। এ ঘৃণিত কার্য্যে নিজের স্বরূপ দেখাতে তোমার লজ্জা বোধ হয়েছে।

ক। আপনি কে?

বেই। আমি সমরখন্দের সেনাপতি বেইরাম খাঁ। আমার প্রভু সুল্‌তান আসগর আলি শা। দৈব বিড়ম্বনায় রাজ্যচ্যুত হয়ে ছদ্মবেশে কন্যাকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। তিনি এখন সুলতান হয়ে স্বরাজ্যে ফিরে গেছেন। আপনারা যাঁর অনু-সরণে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তিনিই তাঁর এক-মাত্র কন্যা সোলমা। এখন কি করবেন স্থির করুন কলুৎ খাঁ। সমরখন্দে থেকে আপনার বীর-ত্বের কথা শুনেছি। শুনেছি, আপনি দুর্দ্ধর্ষ বীর হানিফ খাঁর দক্ষিণ হস্ত। সেই হানিফ বৃদ্ধবয়সে কন্যার মমতায় আত্মহারা হয়েছে! এক অসহায়া বালিকাকে বন্দিনী করতে তার দক্ষিণ হস্ত নিযুক্ত করেছে। এখন কি করবেন, স্থির করুন কলুৎ খাঁ। যদি সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে চান, আমি প্রস্তুত আছি; যদি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চান, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি; আর যদি নিজের কাছে নিজেকে পরাস্ত জ্ঞান ক'রে অস্ত্র ত্যাগ করতে চান, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি।

ক। সরদার! আমি পরাস্ত—আমি যথার্থই গৌরবময় সৈনিকপদের অমর্য্যাদা করেছি। যথর্থই আমি আপনার সুমুখে অস্ত্র ধরবার অধিকারী নই। এই আমার অস্ত্র আপনি গ্রহণ করুন।

বেই। প্রসিদ্ধ বীর কলুৎ খাঁর অস্ত্র অন্যের অব্যবহার্য্য; এ কেবল আপনারই হাতে শোভা পায়।

ম। জনাবালি! অনেক বেয়াদবী করেছি মাফ্ করতে হুকুম হ'ক।

ক। আমিই ত তোমার সঙ্গে অভদ্রতা করেছি বিবিসাহেব! তুমিই আমাকে মাফ কর।

বেই। যাক্ সরদার জমা-খরচে কাটাকাটি হয়ে গেল—এইবারে আসুন উভয়ে মিলে বৃদ্ধ হানিফ খাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করি। মনিয়া! মা! উৎকণ্ঠার সঙ্গে তোমার প্রভু তোমার প্রত্যাগমনের পথ চেয়ে আছে। যাও মা! এইবারে তাঁর কাছে গিয়ে তোমার জয় ঘোষণা কর।

ম। জয় আমার নয়—আমার প্রভুর। আপনি শুধু আমাকে অনুমতি করুন পিতা, আমি এই জয়-সংবাদ নিজে গিয়ে হানিফ খাঁকে দিয়ে আসি।

বেই। এখনি—কালবিলম্ব ক'র না।

[মনিয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(ওসমান, গৌহর ও সেলিমার প্রবেশ)

গৌ। গৌরব রক্ষা হ'ল মনিয়া?

ম। রক্ষা হবে না! বলছ কি? শুধু রক্ষা—তোমার পুত্রের গৌরব নবাব বাদ্‌শা তোমার দ্বারে এসে ঘোষণা ক'রে যাবে সুলতাননন্দিনী।

ওস। সুলতান-নন্দিনী কা'কে বলছ মনিয়া?

ম। সুলতান-নন্দিনী! শোন। যখন তুমি নিজের অবস্থা জেনেও এ ফকীরের কুটীরে প্রবেশ করেছ, তখন এ কুটীরের গৌরব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত না ক'রে তুমি এ স্থান ত্যাগ করতে পার না। নবাব বাদ্‌শা যখন নিমন্ত্রণ করতে এই কুঁড়ে ঘরের দোরে এসে উপস্থিত হবে, তখন তুমি এই ঘর পরিত্যাগ করতে পারবে—নতুবা নয়।

ওস। অন্যায় আদেশ করছিস্ মনিয়া।

ম। চোপ রও হুজরত—এ আমার অধিকার। মনে রেখো সুলতান-নন্দিনী—তুমি পিতৃপরিত্যক্তা।

সে। আদেশ শিরোধার্য্য মনিয়া বিবি।

ষষ্ঠ দৃশ্য

দুর্গস্থ গৃহ।

হানিফ।

হা। আরে ম'ল! এত বড় আস্পর্দ্ধা হাজি সদাগরের বেটার! বেটা সর্ব্বস্ব উড়িয়ে ফকীর হয়ে কুঁড়েতে বাস করছে। সেখানে ব'সে সে কি না আমার সঙ্গে টক্কর দিতে চায়? টক্কর আমার সঙ্গে?—বাদশা আমার নাম শুনলে ডরায়—নবাবকেই আমি এক কথায় কয়েদ ক'রে ফেললুম—তার সঙ্গে আঁটকুড়ীর বেটা?—কোই হায়?

(রোসেনার প্রবেশ।)

রো। বাবা! বাবা!—

(মনিয়ার প্রবেশ)

ম। 'বাবা, বাবা' পরে ক'র—আগে আমায় লাখ টাকা বক্সিস দাও। আমায় ছাতু খেতে হবে, খরচ নেই।

রো। বাবা! মনিয়া বিবিকে বক্সিস দাও।

হা। দিচ্ছি—দিচ্ছি—তুমি ঠিক দেখে এসেছ মনিয়া বিবি?

ম। আমি কেন হুজুর, তোমার মেয়েই দেখে এসেছে—লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে—জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ।

হা। হ্যাঁ মা! তুই নিজের চক্ষে দেখেছিস?

রো। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) নিজের চক্ষে দেখেছি। কুঁড়ের ভেতরে একটি ঘাসের গাদার ওপর ব'সে বুক ফুলিয়ে সেই ওড়না দিয়ে বাতাস খাচ্ছে।

ম। আর পাশে কে ব'সে আছে, বল—শুধু কি ব'সে আছে?

রো। আর পাশে সেই ছোঁড়া—ব'সে হাত মুখ নেড়ে কত কথাই ক'চ্ছে। বাবা!—

ম। একটা আধটা কথাও কি শুনতে পাও নি? শুধু 'বাবা, বাবা' করলে চ'লবে কেন?—বল না!

রো। ছোঁড়াটা বলছে—ভয় কি! আমি এই তালপাতার চাকু দিয়ে রোসেনা বেগমের নাক কেটে দেব।—

হা। কি? তুই শুনে চুপ ক'রে এলি?

রো। আমি ছদ্মবেশে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে গিছলুম (চক্ষে রুমাল দিয়া) বাবা।—

ম। আগে আমায় টাকা দিয়ে 'বাবা, বাবা' কর। আমাকে ছাতু খেতে হবে—আমি দেখিয়ে খালাস—এইবারে তোমরা গ্রেপ্তার কর।

হা। আচ্ছা—দাও রোসেনা, মনিয়া বিবিকে লাখ টাকা দিয়ে দাও। ভয় কি?—আর ভয় কি? যখন টের পেয়েছি, তখন হাজী সদাগরের যে যেখানে আছে, সব পিছমোড়া ক'রে বাঁধিয়ে আনছি। যাও—বিবিকে লাখ টাকা দাও।

ম। চল চল বেগম সাহেব! লাখ টাকা—লাখ টাকা—ধামার ওপর ব'সব, আর হাপুস হাপুস ছাতু খাব। আমার পেটে বিরহানল জ্ব'লে উঠেছে।

[রোসেনা ও মনিয়ার প্রস্থান।

হা। কোই হায়?

(ভৃত্যের প্রবেশ)

জল্‌দি সরদারকো খবর দেও।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

জল্‌দি দশটা ডালকুত্তা, মণ দশেক নুন—লাখ্-খানেক গোঁড়া লেবু—কুড়িখানেক শূল—কুড়িখানেক ধারালো ছুঁচ—জল্‌দি—জল্‌দি।—শালা! ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব—লেবুর রসে নাওয়াব—আর হরদম কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেব। আর যখন যাতনায় 'বাবা রে, মা রে' করবে, তখন ছুঁচ দিয়ে শালার চোক তুলে নেব। যাও—জল্‌দি—জল্‌দি।

(সরদারের প্রবেশ)

হা। শুনেছ—সরদার শুনেছ? হাজী সদাগরের পাজী বেটার আস্পর্দ্ধার কথা শুনেছ? যে মেয়েটাকে গ্রেপ্তার করতে আমি কৎলু খাঁকে পাঠিয়েছি, লাখ টাকার হুলিয়া দিয়েছি, পাজী বেটা সেই মেয়েটাকে নিজের কুঁড়ে ধরে অ'ড্ডা দিয়েছে।

সর। বলেন কি হুজুর? শুনে হাসি পাচ্ছে যে! এ কি স'ত্য?

হা। খবর আমি নিয়েছি—তুমি জল্‌দি যাও—ছোঁড়া আর ছুঁড়ীকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে এস। ছোঁড়াকে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে রাস্তায় হিঁচড়ে

নিয়ে আসবে; আমি তাকে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়াব। যাও জলদি যাও। ছোঁড়া ফাঁক না মেরে পালিয়ে যায়।

সর্। যাচ্ছি, কিন্তু বিশ্বাস হ'চ্ছে না। আপনাকে এ আজগুবি খবর কে দিলে? হাজী সদাগরের বেটার এত সাহস কি হ'তে পারে?

হা। সাহস কি, বেটার মগজ বিগড়ে গেছে—ছুঁড়ীকে দেখে বেটার মাথা বেঠিক হয়ে গেছে। তুমি জলদি গ্রেপ্তার ক'রে আন। রাগে আমার শরীর গর্ গর্ করছে।

সর্। এখনি যাচ্ছি। কিন্তু হুজুর! যদি মিথ্যে হয়, তা হ'লে বড় লজ্জার কথা হয়ে পড়বে!

হা। মিথ্যে নয়—রোসেনা ছদ্মবেশে গিয়ে দেখে এসেছে।

সর্। বেগম সাহেব দেখে এসেছেন? হুজুর! তা হ'লে বেটা কোথা থেকে কিছু জোর পায় নি ত?

হা। তুমি কি মনে করেছ?

সর্। বেগম সাহেব ঠিক দেখেছেন?

হা। শুধু দেখেছেন কি স্বকর্ণে শুনেছেন। বেটা বলছে তালপাতার চাকু দিয়ে রোসেনার নাক কেটে দেবে!

সর্। তাই ত বলি, বেটার কি ক'রে এ সাহস হ'ল! ওই—

হা। ওই কি?

সর্। ওই—তালপাতা।

হা। তালপাতা কি?

সর্। হুজুর! ওদিকে আর নজর ক'রে কাজ নেই। ওই আবার তালপাতা দেখা দিয়েছে!—যে তালপাতার সেপাই সহর তোলপাড় করেছে, আবার সেই তালপাতা! হুজুর মনের দুঃখ মনেই চাপুন! তালপাতা—তালপাতা—

হা। তোমারও মাথা বিগড়ে গেল নাকি?

সর্। কিছু না—সে নির্ঘাত তালপাতা—নইলে হাজী সদাগরের বেটার এত সাহস—তালপাতা—হুজুর তালপাতা!

(জনৈক সিপাহীর প্রবেশ)

সি। হুজুরালি, হুঁসিয়ার—তালপাতা খড় খড় করছে।

সর্। ওই—তালপাতা—হুজুর, হুঁসিয়ার, আর সে ছুঁড়ীর নাম মুখে আনবেন না। হুঁসিয়ার।

হা। গাড়োল! তোমরা কি আমাকে জুজুর ভয় দেখাতে চাও? জলদি তাকে গ্রেপ্তার ক'রে আন। জলদি—জলদি।

সি। হুজুরালি! হুঁসিয়ার, তালপাতা খড় খড় করছে।

হা। তবে রে উল্লুক—কোতল ক'রে ফেলব। (সিপাহীর পলায়ন) কি সর্দার! তোমারও কি অপমানিত হবার ইচ্ছা হয়েছে নাকি? জলদি যাও।

সর্। যাচ্ছি—কিন্তু যেতে যেতে ব'লে রাখছি, এ মানুষ নয়, হাতী নয়, বাঘ নয়, সিঙ্গি নয়—এ তালপাতা! (নেপথ্যে মাদল-ধ্বনি) ওই—হুজুর—গোলামের কথা সত্যি কি না, বুঝুন—ওই!

হা। কি রে! দেউড়ীতে কিসের শব্দ রে?—

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃ। পালান হুজুর!—পালান তালপাতা!

সর্। ওই—তালপাতা!

হা। দেউড়ীতে কি কেউ নেই?

ভৃ। থাকবে না কেন হুজুর!—সমস্ত পল্টন তরোয়ার খাপের ভিতর পূরে ব'সে আছে—যে তরোয়ার বার করবে, অমনি তালপাতা তার গলাটি কুচ ক'রে কেটে ফেলবে। সবাই দেখছে আর সিন্নি দিচ্ছে। হুজুর! হুঁসিয়ার! (পলায়ন)

হা। তাই ত। এ কি বিপদ!—তালপাতা কি?

সর্। হুজুর, তা হ'লে আমি গ্রেপ্তার—(জনৈক চরের প্রবেশ) করতে চললুম। তবে আমার ছেলেপুলেদের আপনি দেখবেন। কেন না, বুঝতে পারছি, আর আমাকে ফিরতে হবে না।

চর। হুজুরের নাম কি হানিফ খাঁ?

হা। হাঁ। কে তুমি?

চর। তালপাতার ফকীর ওস্মান সা আপনাকে তার কুটীরে যেতে এই পরোয়ানা দিয়েছেন।

হা। কি—ই—ই—

(বেইরাম খাঁর প্রবেশ)

বেই। হাঁ—হাঁ—দূত—দূত—আর সে তালপাতা।—

হা। তুমি কে হে তুমি কে?

বেই। আমি যে হই, আমি তরোয়ার ধরতে জানি, হানিফ খাঁ। কিন্তু ধরা মিছে—যেহেতু এ তালপাতার রাজ্যে তরোয়ারের আদর নেই।

(রোসেনার প্রবেশ)

রো। বাবা! বাবা! সর্ব্বনাশ হয়েছে। গফুরকে তালপাতায় পেয়েছে।

(মনিয়ার প্রবেশ)

ম। নাও তোমার লাখ টাকা—ফিরিয়ে নাও—আমি চাই না—ওগো আমার গফুরকে তালপাতায় পেয়েছে।

হা। তাই ত মিয়াসাহেব।—এ সব কি?

বেই। কি জানি মিয়াসাহেব!—আমিও আপনার মতন হতভম্ব হয়ে দেখছি।

(মাথা নাড়িতে নাড়িতে গফুরের প্রবেশ)

গ। তবে রে শালা গফ্‌রো—তুমি আমার অপমান কর? তুমি আমায় জান না—আমি কে? আমি সেই সুলেমান বাদশার আমল থেকে তাল-গাছে বাসা ক'রে আছি। তুমি আমায় চেন না—আমার তাঁবে হাজার লক্ষ চামচিকে—লাখো লক্ষ তাল বেতাল—তুমি আমায় চেন না। তুমি কোথা-কার কে? এক শালা হানিফ খাঁর হুকুমে আমার সঙ্গে লড়াই করতে এসেছ? তুমি তরোয়ার হাতে করেছ কি অমনি তোমার গলাটি কুচ ক'রে কেটে ফেলব। বুড়ো হানিফ খাঁর গলা কুচ ক'রে কেটে ফেলব। তার পলটন্ যদি আমার কাছে আসে, তাদেরও গলা কুচ ক'রে কেটে ফেলব। আর রোসেনা বেগম রূপের অহঙ্কারে যেমন আমার ওড়না নিতে লোভ করেছে, তার নাকটি আমি কুচ ক'রে কেটে নেব।

রো। ও বাবা! আমি ওড়না চাই না।

গ। দেখ, এখনও বুঝে দেখ—আর বুড়ো ভীমরতি হানিফ খাঁ. তুমিও দেখ—এখনও বুঝে দেখ। আর যদি না বোঝ, তা হ'লে তোমাকে একেবারে এই—তামাচা—ইজেমচা—খোঁচা।

হা। কি উল্লুক! আমাকে খোঁচা!—

(কৎলু খাঁর প্রবেশ)

ক। হাঁ হাঁ—অমন কাজ ক'র না। তরোয়ারে হাত দিয়েছ কি হুজুর, অমনি গলাটি কুচ ক'রে কেটে গেছে।

রো। ও বাবা! হাত দিয়ো না—ও বাবা! হাত দিয়ো না। হাত দিয়েছ কি মরেছ।

(পুষ্পাদি-সজ্জিত তালপাতা লইয়া বন্যরমণীগণের প্রবেশ)

গীত।

তুমি ম'রেছ ম'রেছ ম'রেছ।
প'ড়ে আছে খোলা চোখ দুটো ঘোলা
মিছে চেয়ে তুমি রয়েছ॥
এ হাতে তরোয়ার ধ'র না বুড়ো ইয়ার
তুমি আগে হ'তে চ'লে গেছ ভবনদীপার।
বড় তাড়াতাড়ি ছেড়ে গেছে নাড়ী
মিছে রাগে মুখখানা তোলো হাঁড়ী করেছ॥

হা। তাই ত মিয়াসাহেব!—এ রকম বিপদে ত কখন পড়ি নি! অনেক লড়াই করেছি—কিন্তু এ রকম বিপদে ত কখন পড়ি নি!

(জনৈক সরদারের প্রবেশ)

বেই। আমিও আজীবন ওই করেছি মিয়া-সাহেব! কিন্তু এ রকম ফাঁকির মার কখন দেখি নি!

সর্। বসোরার নবাব কে আছিস্ রে! সে সমরখন্দের বাদশার বিটীকে চুরী করিয়েছিস্!—কে আছিস্ রে, তুই আছিস্?

হা। না বাবা, আমি নবাব নই।

সর্। এ তুই ঝুটা বলছিস্—তুই নবাব আছিস্—

হা। সত্যি বলছি বাবা।

সর্। উঁহু—বিশ্বাস হ'চ্ছে না রে—এই হামাদের তালপাতার হজরতকে সাক্ষী রেখে বলতে পারিস্?

হা। দোহাই বাবা তালপাতার তরোয়ার!—তুমি সাক্ষী, আমি নবাব নই, আমি সুলতানের বেটীকে চুরী করি নি।

(আস্‌গর আলির প্রবেশ)

বেই। জাঁহাপনা!—জাঁহাপনা!—(সকলের অভিবাদন)

আস্। সত্য বলছি হানিফ খাঁ,—তুমি নবাব নও?

হা। গোলাম সত্য বলছে, জাঁহাপনা!

আস। তা হ'লে এখনি নবাবকে মুক্ত ক'রে তাঁকে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর।

হা। এখনি যাচ্ছি, জাঁহাপনা!—এখনি যাচ্ছি।

আস্। আর যেতে হবে না—নবাব স্বয়ং আসছেন।

(খাঞ্জা খানের প্রবেশ। সকলের সম্ভ্রম প্রদর্শন)

খাঞ্জা। কি হানিফ্ খাঁ, এখন বুঝতে পেরেছ

তোমার তরোয়ার আমাকে নবাবী দিয়েছে, না আমার নসীব আমাকে নবাবী দিয়েছে?

হা। ক্ষমা করুন নবাব, অহঙ্কারে বুঝতে পারি নি। আপনার নসীবই আপনাকে নবাবী দিয়েছে।

রো। নবাব! অনেক অপরাধ করেছি। আমি ক্ষমার যোগ্য নই।

খা। তবু তোমাকে ক্ষমা—এ শুভদিন—এ কারও ওপর দ্বেষ ঈর্ষ্যা অভিমান রাখবার দিন নয়। —এখন যে যার পূর্ব্বের কথা ভুলে, এই মহানুভব বাদসাকে সকলে অভিবাদন কর। নসীবই তার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য এঁকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ক'রে এ রাজ্যে নিয়ে এসেছিল।

আস্। এখন এস, সকলকে আর এক শুভ দর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করি।

সপ্তম দৃশ্য

লতাদি-সজ্জিত কুঞ্জ।

ওসমান ও সেলিমা।

ও। সুলতাননন্দিনি! তোমার পিতা তোমাকে নিতে আসছেন।

সে। জনাবালি! তিনি আমাকে সুধু নিতে আসছেন না, আপনাকেও নিতে আসছেন।

ও। কেমন ক'রে জান্‌লে?

সে। তা যদি না হয়, তা হ'লে বুঝবো আমি বৃথা সুলতান-গৃহে জন্ম গ্রহণ করেছি! তা যদি না হয়, তা হ'লে আমি কখন এ কুটীর পরিত্যাগ করব না। হজরত! আমি আপনার অনুগতা, বাঁদী, শিষ্যা—আপনি যেন আমাকে চরণে ঠেলবেন না।

সেলিমার গীত।

চেয়েছি যারে বনমাঝে তারে পেয়েছি হে।
তিলেক বিরহে পাছে মন দহে
নয়নে নয়নে রেখেছি হে॥
বিজন ঘন-ঘোরে চিকুর রাগ
তোমারই মধুর অনুরাগ
চলিতে বনপথে এ আলো ছাড়িবে কে
ব্যাকুল হিয়ায় তাই ধরিছি হে।
চরণে ঠেলো না আঁধারে ফেলো না
সভয়ে মরম-কথা কয়েছি হে।

(আসগর আলি প্রভৃতির প্রবেশ)

আস্। এই নাও, মাতৃভক্ত বিশ্বাসীর অগ্রগণ্য ফকীর! তোমার কুটীরের দ্বারে নবাব বাদশা যে যার উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সুলতান-নন্দিনী সেলিমাকে তুমি তিন তিন বার রক্ষা ক'রে ধর্ম্মতঃ তুমি এর অধিকারী হয়েছে-আমি আজ হ'তে তোমাকে দিয়ে তার ওপর অধিকার পরিত্যাগ করলুম।

খাঞ্জা। আর এই শুভ মিলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপঢৌকন—এই তোমার সহচর আর এই তোমার চিরজীবনের সহচরী। (ওস্‌মানকে গঙ্কুর ও সেলিমাকে মনিয়া প্রদান)

বেই। আর আমি এ শুভ মিলনের মশালটি —এই ফাঁকি—যে ফাঁকির মারে, আজ দুনিয়ার মালিক কুটীরের দ্বারে প্রীতির উমেদার—তাকে আজ নিজের স্কন্ধে তুলে, আমি ফাঁকির জয় ঘোষণা করি।

সখীগণের—
গীত।

প্রীতি যৌতুক শুধু কৌতুক
মিলন বন-ভবনে।
ধীরে ধীরে এস চুপে চুপে ব'স
চেয়ো না কুটিল নয়নে॥
লতা ঘুরে ফিরে সাজাবে বাসর,
তরু বেঁধে দিবে শ্যামল ঘর,
ফুল-রেণু রবে ছড়াতে আতর
সমীর কুসুম-চয়নে।
রতি গৌরব শুধু সৌরভ
নীরব গীতি গগনে॥

যবনিকা-পতন